মাসিক পত্র।

নবীনভাবাচ্চপলান্নবান্নবেহযবীয়সোহপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

৪র্থ ভাগ।] বৈশাখ, ১২৮২ সাল। [১ম সংখ্যা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নববর্ষের ভাবোল্লাস	১
বঙ্গরহস্য	৭
সপ্তরত্ন সমাজ	১০
সপ্তরত্ন পঞ্জিকা	১৩
নর্ম্ম্যান্ নাটক	১৬
প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি	১৮

কলিকাতা—৩০ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে
মুদ্রিত।

মূল্য অগ্রিম বার্ষিক (মাশুল সম্বলিত) তিন টাকা।

পুস্তক বিক্রয়।

(মনোমোহন বসু কৃত)

হরিশ্চন্দ্র নাটক।

মূল্য ১৲ এক টাকা ; মাসুল ৵০ দুই আনা।

এই নাটক বহুবাজার-বঙ্গ নাট্য-সমাজের অভিপ্রায়ানুসারে এবং ব্যয়ানুকূল্যে প্রচা হইয়া উক্ত সমাজের প্রসিদ্ধ নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছে। এক্ষণে অন্যের অভি নিষেধ নাই।

প্রণয়পরীক্ষা নাটক।

এই নাটকের দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইয়াছে। যাঁহারা গত কয় মাস পুস্তক না পা ফিরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এবং সাধারণে নীচের ঠিকানায় পাইতে পারিবেন।

অন্যান্য পুস্তক।

	মূল্য।	মাসুল।
রামাভিষেক নাটক (৩য় মুঃ)	১৲	৵০
প্রণয় পরীক্ষা নাটক (২ য় মুঃ)	১৲	৵০
সতীনাটক	১৲	৵০
পদ্যমালা, ১ম ভাগ (শ্রেণী পাঠ্য)	৵০	০
বক্তৃতা মালা	৷৷৵০	৵০
হিন্দু আচার ব্যবহার	৷৵০	০

মধ্যস্থ যন্ত্রালয়, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় এবং চিনাবাজার, পটলডাঙ্গা ও বট প্রভৃতি সর্ব্ব স্থানের প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

(কেঁড়েল কৃত)

নাগাশ্রমের অভিনয়।

মূল্য ৷৷০ আট আনা ; মাসুল ০ এক আনা।

এই প্রহসনের কিয়দংশ মধ্যস্থ পত্রে কয়বার প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার পর বিস্তর ন সংযোগ, পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন পূর্ব্বক পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। উপ লিখিত ঐ সব পুস্তক বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

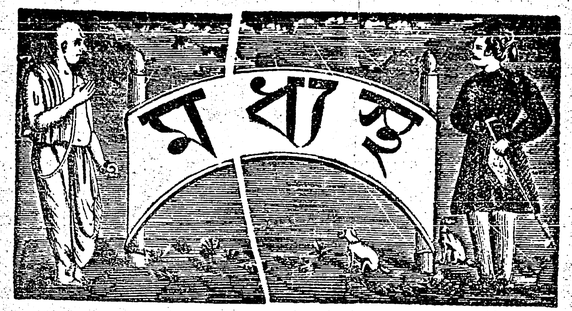

মাসিক পত্র।

নবীনভাবাচ্চপলান্নবান্নবেহ্যবীয়সোঽপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

৪র্থ ভাগ।] বৈশাখ, ১২৮২ সাল। [১ম সংখ্যা।

নববর্ষের ভাবোল্লাস।

অচিন্ত্য করুণা যাঁর—অসীম নিতান্ত ;
'করুণা-সাগর' তাঁরে বলে লোক ভ্রান্ত !
সাগর অপার নয়, পার আছে তার—
কূলে থেকে দেখে ব'লে 'অপার অপার !'
ক্ষীণ-দৃষ্টি নর-চক্ষু, পোর্ত-সৃষ্টি আগে,
ভেবেছিল অপার, বিস্ময় অনুরাগে ;
তদবধি জলনিধি সে নামে প্রচার—
বাস্তব অপার নয়, পার আছে তার !

তবে কিসে, যে করুণা অতল অপার,
সতল সপার সহ তুলনা তাহার ?
সিন্ধু যদি কোটী কল্প কোটী গুণে বাড়ে—
গভীরতা, প্রসারিতা দীর্ঘ ভার আড়ে—
কোটী বসুমতী যুড়ে ব্যাপ্তি যদি হয়,
সে করুণা কণা মাত্র তুল্য তবু নয় !
অনন্ত করুণা সেই অনন্ত করুণা—
নির্গুণা ; মঙ্গল সহ কেবল সগুণা !
সৎস্বরূপা দেবী ; নিত্য ; সত্য সুবসনা ;
নিরপেক্ষ ন্যায় অলঙ্কারে বিভূষণা !

সর্ব্বত্র গামিনী দেবী ; সর্ব্ব সুপালিনী ;
সর্ব্বত্র সন্তোষ সুখ অভয় দায়িনী ;
যাঁর জন্য এই বিশ্ব রহস্য সম্ভব ;
যাঁর জন্য মহা শূন্য জড় পূর্ণ সব ;
যাঁর গুণে জ্যোতির্গণ যথা স্থানে বাঁধা—
আকর্ষণে ভ্রমে, শুনে প্রাণে লাগে ধাঁধা !

যাঁর অনুবন্ধ বলে আনন্দ বিশাল,
সর্ব্ব জীবে সমভাবে ভুঞ্জে সদাকাল !
যাঁর গুণে মহা ভীম জলধি উদরে,
তিমি সহ সম সুখে পুরুভুজ চরে !
প্রান্তরে, নগরে, গ্রামে, কাননে, ভূধরে,
নর, সিংহ সহ কীট কীটাণু বিহরে—
এক বিন্দু জলে যেন নব লক্ষ কানু,
পরমাণু সম তনু—খেলে সে কীটানু !
অথবা অম্বরে মহা-অনিল-সাগরে,
প্রকাণ্ড খগেন্দ্র যথা আনন্দে সঞ্চরে,
দুর্লক্ষ্য পতঙ্গ তথা উল্লাসে খেলায়—
আপন গরবে ভোর ফর ফর যায় !
তারো সেই ক্ষুদ্র দেহে, রহে অন্য জীব—
পুঞ্জে পুঞ্জে—সুখকুঞ্জে ভুঞ্জে সদা শিব !
অতএব কীটাবধি পশু পক্ষী নর,
সম ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ সবারি অন্তর !
বস্তু লাভে সুখী যথা মনুজের মন ;
নব ধারাগমে সুখী শফরী তেমন !
মধু পিয়ে মত্ত যথা মধুকরগণ ;
গোময়ে তাদৃশ সুখী, কীট গোবর্দ্ধন !
নন্দন কানন যথা বাসব-রঞ্জন ;
বিষ ক্রমি পঙ্কে হায় নিরয় তেমন !
যার যাহা ভোগ্য, তার তাহাই মোহন—
তাহাই অমূল্য আর অতুল্য রতন !
হউক অন্যের চক্ষে ওথেলো সে কালো ;
ডেস্‌ডেমনা-হৃদি কিন্তু করিত সে আলো !
আমাদের গোকুলেও প্রেমময়ী রাই,
অই কথা ব'লেছেন—কিছু ভিন্ন নাই !
তাই বলি যার যাহা, তার ভাল তাই ;
তাই বলি, সমসুখী সংসারে সবাই !

আবার মস্তকে অই স্তবকে স্তবকে,
খদ্যোতিকারূপে যারা বিমান ঝলকে,
তারা নামে কারা তারা ? অমনি কি ক্ষুদ্র ?
নহে কি অনেকে তারা রবি হ'তে রুদ্র ?
সংখ্যা-শূন্য গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহপতি,
প্রত্যেকে নহে কি তারা জীবের বসতি ?
অধিবাসী যারা অই অসংখ্য জগতে,
প্রত্যেকে নহে কি সুখী—যথা এ মরতে ?
অথবা—কে জানে ?—কত গুণেতে ইহার,
সুবিমল পূর্ণানন্দ, ভাগ্যে সে সবার !
ফলে শিবভোক্তা জীব ভুবনে ভুবনে,
ভুবন-পালক পিতৃ-করুন পালনে,
অধিকারী ভেদে, তুল্য বণ্টন অধীনে,
হায় রে সবাই সম-সুখী নিশি দিনে !

কি শক্তি সে শক্তি—যাহা সর্ব্ব সুশাসক !
কি দৃষ্টি সে দৃষ্টি—যাহা সর্ব্ব সুদর্শক !
কি দয়া সে দয়া—যাহা সর্ব্ব সুপালক—
সর্ব্ব ভূতে সমভাবে সুখ বিধায়ক ! !

এ ভাব ভাবিয়া এই সদাশা সম্ভবে—
করুণার জলছত্র এত যদি ভবে—
এত যদি অবিচ্ছেদে সমভাগী সবে—
এ দীন মধ্যস্থ তবে বঞ্চিত কি হবে ?

সহসা এ নরাঙ্কিত শুনি শূন্য রবে—
"করুণার যোগ্য হও, বঞ্চিত না হবে !"

কে দিলে গো আচম্বিত হেন নরাঙ্কিত ?
অথবা হবে বা নিজ কল্পনা ইঙ্গিত ?
যে বলুক, কিন্তু হৃদে জন্মিল সম্বিত—
চিতগামী হিত শোনা অবশ্য উচিত !
কিন্তু কিসে "যোগ্য" হয়, কিসে তা জানিব ?
যা জানি, তা সত্য কিনা, কিসে বা বুঝিব ?
জানেন অন্তরযামী অন্তর-বাসনা—
দেশহিত বিনা চিত অন্যে রত কিনা ?

(?)র কাছে অমুক্ত কি হৃদয় কপাট ?
দেখুন কপট কিনা কামনার ঠাট ?
চিন্ময় হৃদয়নাথ নিরন্তর যিনি,
ছদ্ম কিনা ভাব পদ্ম, জানেন তো তিনি !
' সমাজ-শোধন শ্রেয়ঃ—উচ্ছেদ অবিধি । '
চিত্তার্ণবে দীপ্ত সদা, এই আশা নিধি !
" উচ্ছেদ উন্নতি নয়, বিচ্ছেদের হেতু—
চাপল্য উপায় নয়, ভাঙে শান্তি সেতু—
ব্যগ্রতা সাধন নয়, একতার অরি—
এক দিনে হয় নাই শ্রীরোম নগরী !
ক্রমশঃ উন্নতি ক্রম , তাঁহারি এ বিধি,
লংঘিলে কি দেন তিনি কাম্য ফল নিধি ?
অধিকার ভেদে তাঁর উপাসনা ভেদ—
অধিকার ভেদে ঘটে বিশ্বাসে বিচ্ছেদ—
অধিকার ভেদে কারো তন্ত্র, কারো বেদ—
কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড —ক্রিয়া বা নির্ব্বেদ—
সাকার বা নিরাকার আদি সমস্কার,
অধিকার ভেদে লোক করে অধিকার ।
স্তরে স্তরে ধরা যথা ধরে কলেবর,
অধিকার স্তর তথা, সমাজ ভিতর—
মার্জ্জিত কর্ষিত বুদ্ধি—দর্শনে দর্শন ;
আর যেবা হল ধরি করে ভু কর্ষণ ;
আর যেবা ঘানি গাছে পড়ে রামায়ণ ;
আর যেবা কিতাবতী আদালতী জন ;
গদিয়ান্, তাকিয়ান্, ইত্যাদি বিস্তর ;
এ সব কি সমাজের নহে ভিন্ন স্তর ?
সমান কি সবাকার জ্ঞান অধিকার ?
সবে কি ধরিতে হৃদে পারে নিরাকার ?
সবে কি সমান বুঝে উন্নতি প্রকার ?
তবে কি তাদের ভবে হবে না নিস্তার ?
করুণাময়ের তবে করুণা কি এই—
না হ'লে উন্নতিশীল দণ্ড পাবে সেই ?
উন্নতি বুলি তো দেশে দুদিন উঠেছে—
তবে কি পূর্ব্বেতে সবে নরকে গিয়েছে ?
সহস্র সহস্র বর্ষ কোটী কোটী নর,
সবাই নরকে গেছে—একি ভয়ঙ্কর !
বিশ্বপিতা তবে কি ছলিয়া সর্ব্ব লোকে,
দহিলা অনন্ত কাল অন্তহীন শোকে ?
এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম, যাতে পরিত্রাণ—
যে মহাপুরুষ হ'তে তাহার বিধান—
এতুয়ে তবে কি বহু যুগ যাপ্য রাখি,
দেখিলা নিরয়-রঙ্গ স্বর্গে ব'সে থাকি ?
কিসে তবে বিশ্বনাথ দয়ার ঠাকুর ?
এ কাজ কি নয় অতি নিদয় নিঠুর ?

ওরে ভাই ভেবে দেখ, তা নয় তা নয়—
উপপত্তি যত কর, বিপত্তি নিশ্চয় !
তব "গম্য পথ বিনা অন্য পথ নাই !"
বড় ভ্রান্ত মত ইটী—ছেড়ে দেও ভাই !
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে—(তিনি ভাবময়),
অকপট হ'লে—তিনি তাতেই সদয় !
অধিকার ভেদে মাত্র কল্পনার ভেদ ;
কে জানে সে ভেদ কবে হইবে উচ্ছেদ ?
দেশ, কাল, পাত্র, রুচি, শিক্ষা, সহবাস—
যথা যার, তথা তার বোধের বিকাশ ;
বোধ শক্তি অনুসারে ধর্ম্ম অধিকার ;
অধিকার পরিমাণে জন্মে সমস্কার !
জাতি, দেশ, শিক্ষা ভেদ যত দিন রবে ;
যত দিন ভিন্ন রুচি, প্রবৃত্তি, এ ভবে ;
মানবের স্বভাবের আধ্যাত্মিক ভাব ;
যত দিন প্রকাশিবে পৃথক্ প্রভাব ;
তত দিন সমস্কার অধিকার ভেদ—
হবেই হবেই হবে মতের বিচ্ছেদ !
আদ্য কাল হ'তে বৃদ্ধি হয়ে অধিকার,
উপনিষদের কালে উপজিল সার !

সে ভানুর তনু পুনঃ ঢাকিল পুরাণ—
সন্ধান লভিলা রামমোহন ধীমান !
কিন্তু মহা মেঘে ঢাকা—সহসা কি ছাড়ে ?
কিঞ্চিৎ কিরণ মাত্র ব্যক্ত ঘন আড়ে !

অতএব সহজে কি ঘুচে মত-ভেদ ?
কে জানে সে হবে কি না কখনো উচ্ছেদ ?

তা ব'লে কি উচ্চ-স্তরবাসী জ্ঞানিগণ,
নিশ্চিন্ত নীরবে কাল করিবে যাপন ?
তা ব'লে কি আকিঞ্চন করিবে না তারা,
উচ্চেতে তুলিতে, নিম্ন অধিকারী যারা ?
অবশ্য যতন পাবে—অবশ্য তুলিবে—
কিন্তু উন্নতির ক্রম স্মরণে রাখিবে !
" অধম নিকৃষ্ট তোরা " ডেকে না বলিবে—
বলিলে তাদের কথা, তারা না শুনিবে !
অপকৃষ্ট বলি কভু ঘৃণা না করিবে—
তা হ'লে ঘৃণার পাত্র আপনি হইবে !
ঘৃণা থা'ক্—ধর্ম্মদ্বেষ্টা রূপ না ধরিবে—
ধরিলে, তাদের দ্বেষে অবশ্য জ্বরিবে !
"তোর মন্দ, মোর ভাল" ফুটে না কহিবে—
কহিলে তাদের গায় কভু না সহিবে !
সমাজ ছাড়িয়া ভিন্ন দল না বাঁধিবে—
বাঁধিলে প্রত্যয় আর কেহ না করিবে !
'আয় রে আঁধার হ'তে' মুখে না ভাষিবে—
ভাষিলে উদ্দেশ্য তব, অকূলে ভাষিবে !
মার কোল শূন্য ক'রে ছেলে না হরিবে—
হরিলে দেশের শত্রু হ'য়ে দাঁড়াইবে !

এ সব অবৈধ ; সুধু ইহাই করিবে—
চুপে চুপে কোনোরূপে স্বকার্য্য সাধিবে !
আড়ম্বর লম্ফ ঝম্প দম্ভ না দেখাবে—
শুদ্ধমতি মন্দ গতি চরণ বাড়াবে !

ঝুকে ঝুঁকে ডেকে হেঁকে দেশ না ফাটা
প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্র, সুবীজ ছড়াবে !
ভিন্ন সম্প্রদায়-ভাব কভু না দেখাবে—
তোমরা যে ' সমাজেরি ' এ বোধ জন্মাবে !
না হয় বিশ্বাস নাশ—বিপক্ষ না ভাবে—
আত্মীয়তা ভাবে তুমি—যথার্থ সে ভাবে—
দেশাচার-গত ত্রুটী ক্রমেতে দেখাবে—
কিন্তু মর্ম্মে ব্যথা লাগে, হেন না শুনাবে !
" তোদের এ ধর্ম্ম মিছে—ভ্রান্ত তোরা সব !"
কদাচ তুলোনা ভাই এই ভীম রব !
পূর্ব্ব সর্ব্ব না নিন্দিয়া, প্রকারে সদ্ভাবে,
সত্যের মোহন মূর্ত্তি, এরূপে দেখাবে ;—
" যা ছিল, তা ছিল পূর্ব্বকাল অনুসার ;
একাল সম্মত আছে উচ্চ অধিকার ! "
তাও যা দেখাবে, সব একবারে নয়—
যে যে অঙ্গে মর্ম্মে ব্যথা লাগে অতিশয়—
যে যে কর্ম্মে মূল ধর্ম্মে ঘটে বিপর্য্যয়—
যে প্রসঙ্গে মনোভঙ্গ অনৈক্য উদয়—
যে প্রস্তাবে সমাজের মস্তিষ্ক হৃদয়,
অতি সাংঘাতিক রূপে অভিঘাত হয়,
সেদিগে প্রথমে বৈধ নয় আক্রমণ—
দুর্গের দুর্ব্বল স্থলে অগ্রে দেহ মন !
একে তো দুর্ভেদ্য দুর্গ এ আর্য্য সমাজ—
দৃঢ়তম ভিত্তি যার ধরণীর মাঝ ;
তাহে তার ধ্বংস হেতু নহে আয়োজন—
উদ্দেশ্য কেবল—সমস্কার—সংশোধন !
তবে কেন শত্রুর সদৃশ কর বল—
যে স্থলে কেবল চাই মিত্রের কৌশল ?
বৈরি ভাবে শক্তি যদি করিবে প্রকাশ ;
অবশ্য নিরাশ হবে—অবশ্য নিরাশ !
' দুর্ব্বল রক্ষক দল ' ভাবিতেছ মনে ;
'গোলা গুলি আছে ভাল' গর্ব্ব সে কারণে ;

(যুক্তিগোলা—বক্তৃতা তো ব্যাটারিং র‍্যাম—
মনে মনে তুচ্ছ তাই—হুট হাট ড্যাম !)
কিন্তু তায় মূল ভিত্তি কভু না নড়িবে—
বাহ্য সাজ পাট বিনা কিছু না পড়িবে—
শুর্কি বালি গুঁড়া রূপী গোটা কত ছোঁড়া—
অসার অবোধরূপী খান কত তোড়া—
এ সামান্য হানি ভিন্ন অন্য কোনো কাজ—
হবেনা হবেনা কভু, পাবে সুধু লাজ !
তাই বলি মিত্র ভাবে কর পরবেশ—
উদ্দেশ্য হইবে সিদ্ধ—বাধ্য হবে দেশ !
ছাড়ি দ্বেষ, উপদেশ বিশেষ বিধানে,
বচনে লিখনে দেহ—বাড়াইতে জ্ঞানে;
বাহ্য-জাঁকে, ধর্ম্ম-ঢাকে, কাটি না লাগাও—
বস্তুজ্ঞান জন্মে যাতে, তারি যত্ন পাও—
"ভ্রান্তি ছাড়, ভ্রান্তি ছাড়" মুখে জানায়োনা—
" আলোতে আইস" ব'লে ভয় দেখায়োনা !
যে বিজ্ঞানে, যে জ্ঞানে, যে তত্ত্ব শুনি কানে,
আপনা আপনি লোক নিজ ভ্রান্তি জানে—
তাহাই শুনাও সুধু তাহাই শিখাও—
তারি প্রচারক হয়ে সর্ব্বত্র বেড়াও—
অধিকার অনুসারে সুবীজ ছড়াও—
অধিকার বাড়াইতে পদার্থ বুঝাও—
প্রদীপ জ্বালিবে যদি, শলিতা পাকাও—
স্রষ্টাকে জানাবে যদি, সৃষ্টি কি জানাও !
জ্ঞানের অর্থই জান—জানিলেই জ্ঞান—
বস্তুজ্ঞান হ'লে সত্যজ্ঞান মূর্ত্তিমান !
সত্যজ্ঞানে নাশে, মিথ্যা জ্ঞান অভিমান—
পূর্ব্ব পর্ব্ব সব খর্ব্ব—আপনি প্রস্থান !
তার সাক্ষী, ভেবে দেখ নিজ নিজ গতি—
বাল্য কালে ছিল না কি ভিন্ন রূপ মতি ?
নিম্ন অধিকার স্তরে ছিলে না কি আগে ?
সাকারের নিন্দাতে কি ফুলিতে না রাগে ?

বেহুলা, শীতলা, ওলা, ষষ্ঠীতলা যত ;
ঘাড়ভাঙা পঞ্চাননে হ'তে না কি নত ?
বাসুকির শিরে এ ত্রিকোণ ধরা রয়—
বাসুকি নাড়িলে মাথা ভূঁইকম্প হয় !
যত তারা—মিট মিট চায় তারা মরা ;
গ্রহণেতে রবি শশী রাহুমুখে ভরা ;
হাতী-শুঁড়ে বৃষ্টি ; চাঁদে চর্কা কাটে বুড়ী ;
বুড়ী-সূতা নেমে আসে, শূন্য পথ যুড়ি ;
বিদ্যুল্লতা কন্যারে ধরিতে ইন্দ্র ধায়—
মেঘ আড়ে লুকোচুরি সে কন্যা খেলায়—
ধরা নাহি দেয় কন্যা নলকে ঝলকে—
তাই লোকে আলো দেখে পলকে পলকে !
পায় লাজ দেবরাজ—ব্যর্থ বর-সাজ—
তাই রাগ ভরে ইন্দ্র মারে তারে বাজ !

ইত্যাদি কতই ছিল বাল্য-সমস্কার—
স্তন্য পান কালে মনে জন্ম সে সবার—
দেহ বুদ্ধি সহ বৃদ্ধি—অতি দৃঢ় মূল—
ভেবে দেখ, কিসে তারা হইল নির্ম্মূল ?
যোগশাস্ত্র, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ,
প্রচারক-বাক্যে কি করিল অন্তর্ধান ?
অথবা পড়িলে যবে ধরার গোলত্ব—
জ্যোতিষে পাইলে যবে জ্যোতির্গণতত্ত্ব—
প্রাকৃত ভূগোলে মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত,
গ্রহণ, জোয়ার ভাঁটা, নীহার নিপাত ;
ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রায় যখন দেখিলে,
প্রাকৃত বিজ্ঞানে জড়-প্রকৃতি জানিলে—
কিম্বা আদ্য কালে যারা ছিল আদ্য ভূত—
ক্ষিতি, বহ্নি আদি ভূত হ'তে সর্ব্ব ভূত—
সে ভূতের মত যবে ম'রে হলো ভূত—
মূল ভূত তত্ত্ব যবে পাইলে অদ্ভুত—

তথনি কি ঘুচিনি সে বাল্য সমস্কার ?
সে জ্ঞান বিনা কি যেতো পূর্ব্ব অধিকার ?
যাহাতে নিজের রোগ হয় প্রতীকার ;
পরীক্ষিত ঔষধ, তেমন কিবা আর ?
একবার রোগী যেবা, আরবার রোজা—
হায় ! হায় ! কেন ছাড়ো হেন পথ সোজা ?
অন্যে নয়—নিজেই বিমুক্ত হ'লে যায়—
নিশ্চিত জেনেছ যারে অমোঘ উপায় ;
তারে ছেড়ে অন্যে ধরি কর হই হই—
ওরে ভাই আমাদের দুঃখই তো ওই !
পরিচিত, পরীক্ষিত, বিশ্বাসী তেজিয়া,
যে যায় সাধিতে কাজ অজ্ঞাত লইয়া,
কি উপাধি যোগ্য তার ? নহে কি অসার ?—
নহে কি নূতন ভক্ত—শিশু যে প্রকার ?

ভেবে দেখ মনে মনে আর এক কথা—
ভূগোল খগোল আদি যত গ্রন্থ যথা—
যাহাতে প্রকৃতি রীতি, শক্তি, গুণ গান—
বিশুদ্ধ সাহিত্য কিবা উন্নত বিজ্ঞান—
সৃষ্টি দৃষ্টি ছলে যথা স্রষ্টা-গুণ গাঁথা—
সে বিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান নহে কি সর্ব্বথা ?
পঠনে, শ্রবণে কিবা বাচনে তাহার,
অনায়াসে জন্মে যদি উচ্চ অধিকার,
('জন্মে যদি' কেন বলি ? জনমে নিশ্চয়—
আপনা আপনি দেখ—সাক্ষী দূরে নয় !)
তবে কেন নিরর্থক অনর্থ ঘটাও—
তর্ক প্রহরণে সাজি ধর্ম্ম রণে যাও ?
প্রচারের ধ্বজা হাতে বিচার বাঁধাও—
"ধর্ম্ম ধর্ম্ম ব্রহ্ম" রবে বাজার কাটাও ?
" নিরাকার জপ কর—সাকার উঠাও"—
মিছে কেন দেশশুদ্ধ এ রবে চটাও ?
কৌশল থাকিতে জোর কি হেতু জানাও—
নির্ভয় উপায় সত্ত্বে—এ ভয় দেখাও ?

সুহিত করিতে কেন অহিত ঘটাও ?
যাদের আনিবে কোলে, তাদেরি হটাও !
যত্নরূপী রত্ন কেন সলিলে ভাসাও—
স্বপক্ষে বিপক্ষ করি, বিপক্ষ হাসাও ?
তাই বলি, বন্ধুগণ, পদ্ধতি ফিরাও—
স্থির হয়ে ধীর ভাবে চরণ বাড়াও—
অধিকার বাড়াইতে আগে যত্ন পাও !
কর্ষণ না করি বীজ কি হেতু ছড়াও ?
অকর্ষণে বীজ নষ্ট—মিছা কষ্ট সার—
শস্য তো হবে না—হবে কণ্টক অপার !

" এ বিনা হবে না মুক্তি" এ যুক্তি কি ভুল !
অধিকার মত ভক্তি, মুক্তির সে মূল !
জনমে যথার্থ যার উচ্চ অধিকার,
পরধর্ম্মে দ্বেষ, নিন্দা, ঘৃণা নাহি তার !
"স্বধর্ম্মীরা ধর্ম্মবন্ত, বিধর্ম্মীরা পাপী—
তারা যাবে স্বর্গে, এরা যাবে না কদাপি !"
এ বিকৃত ভাব আর ধর্ম্ম অভিমান,
উচ্চ অধিকারি-মনে নাহি পায় স্থান !
সম্পূর্ণ জানেন তিনি, নিম্ন অধিকারে ;
তর্ক নাই—এক মন—তাই পেতে পারে !
তবে কিনা অন্ধকারে দ্রব্য অন্বেষণ—
বহু কষ্টে লভ্য হয়, নয় তো পতন—
পদে পদে বিঘ্ন বাধা, বাধা দেয় তারে ;
উঠাতে উচিত তাই উচ্চ অধিকারে !

এই সব যুক্তি-উক্তি-পূরিত প্রার্থনা—
করিতে বাসনা করে মধ্যস্থ-রসনা।
জানেন অন্তরযামী অন্তরের আশ—
নিতান্তই হিত কিনা চিত্ত অভিলাষ।
একে চিত্ত-রোগে রুগ্ন—শান্তিভগ্ন দেশ—
অনৈক্য যক্ষ্মায় অস্থি চর্ম্ম অবশেষ ;

অধীনতা বিষম জ্বরেতে জর জর—
নামে মাত্র সমাজ, বাস্তব মর মর—
তাতে তো করেছে ' অতিগমন ' প্রবেশ ;
আর মহা কুপথ্য স্বরূপ ' ধর্ম্ম দ্বেষ ' ;
আর সেই সর্ব্বনেশে ঘোর অত্যাচার—
স্বভাব-বিরুদ্ধ ' অনুকরণ-ব্যাভার ' !
এখনো তাদের শক্তি দুশ্চিকিৎস্য নয়—
অযত্নে বাড়িতে পারে—এই মনে ভয়—
পাছে তারা প্রবল হইয়া দেশময়,
ফুস্ ফুস্ কণ্ঠনলী আক্রমে হৃদয়—
পাছে সাংঘাতিক হয়, পাছে করে ক্ষয় ;
তাই তাই করি, এই যত্ন সমুদয় !
কিন্তু হায় ! ইচ্ছা যত, সাধ্য তত নাই—
এ কঠিন রোগের চিকিৎসা যাহা চাই—
তার মত বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, যুক্তি নাই—
স্পৃহা ডিবা, আশা বড়ো, আছে মাত্র তাই !
অনুপম বিভু নাম মাত্র অনুপান—
মহা দয়া মুষ্টিযোগে ভৈষজ প্রধান—
তাহে রিষ্টি নাশি তুষ্টি, পুষ্টি বলাধান,
করিবেন ভগবান অবশ্য বিধান !
এক মাত্র তরুণ ভ্রাতার চিত্ত-নদী,
সুযুক্তি প্রবাহ পথে ফিরে আসে যদি—
বাহ্য চাকচিক্য আর নূতনে ভুলিয়া,
মত্ত যারা বাহ্য যুক্তি পতাকা লইয়া—

এক মাত্র মাতৃ প্রেমী হেন ভ্রাতৃবর,
ধীরে মাতৃবক্ষে যদি ফিরে আসে ঘর ;
আর না উড়িতে চায় কল্পনা আকাশে—
ভাক্ত রবি রূপী ভাক্ত উন্নতি সকাশে ;
অপ্রাকৃত মনোরথ রূপী চিত্র রথে—
আড়ম্বর অশ্ব—বাহ্য সভ্যতার পথে ;
অনুকরণের চাকা, সে রথে যোজনা ;
অসার কীলক তার, অসার জল্পনা ;
বাহ্য যুক্তি ঝুটা মুক্তা-মালায় খচিত ;
অধৈর্য্য, অস্থৈর্য্য, আর অকার্য্য, অহিত,
স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, রাগ, দ্বেষ, দম্ভ—
এই নয় চূড়া দেখে লোকে হতভম্ব !
নীচে আছে ইংলিস স্পিরিট নামে স্তম্ভ !
বক্তৃতার ঘণ্টা সদা বাজে ঠন্ ঠন্।
শুনে অচেতনে ঢ'লে পড়ে শিষ্যগণ !

এই সব ভ্রান্তি-মুগ্ধ তীর্থ যাত্রী মাঝে,
এক জন মাত্র যদি ফিরে ধীর সাজে,
অথবা অদ্যাপি যারা দলভুক্ত নয়—
প্রায় মুগ্ধ—প্রায় ভুক্ত হয় হয় হয়—
সভ্যতা লোলুপ সেই নব্য ভ্রাতৃগণ,
তিল মাত্র প্রাপ্ত হয় চৈতন্য কিরণ,
আয়াস প্রয়াস তবে সার্থক জানিব—
জীবন হইল ধন্য তাতেই মানিব ! !

বঙ্গরহস্য—প্রথম কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দয়ালগড়।

সপ্ত গ্রামের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে দয়ালগড় —পাঠক কি এ নাম শুনিয়াছেন ? বোধ হয় অধিকাংশ পাঠকই শুনেন নাই।

•এইটী বড় আশ্চর্য্য, যে, আমাদের কৃতবিদ্য দল আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকার (বিশেষতঃ শেষোক্ত মহাখণ্ড দ্বয়ের) সব জানেন

—ইংলণ্ডীয় সায়ার সমূহের আতি আতি সন্ধান রাখেন, কিন্তু বঙ্গদেশের কিছুই জানেন না—ঘরের দ্বারে কোথায় কি, তাহার তত্ত্ব রাখেন না! এটী তাঁহাদের নয়, শিক্ষার দোষ। ইউরোপের শিক্ষা প্রণালীতে আগে ঘরের, পরে বাহিরের খবর দেয়—এখানে তার বিপরীত!

সে যাহাহউক, দয়ালগড়ের আদিনাম লালাগড়, বা তারির অপভ্রংশে লালগড় ছিল, শেষে কারণান্তরে দয়ালগড় নামেই অধিক খ্যাতি হয়। বঙ্গদেশে দয়ালগড় একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান। তথায় এক প্রাচীন মহাবংশের বাস। তথায় বহু ঐতিহাসিক ঘটনাও ঘটিয়াছে—অথবা এমন সকল কাণ্ড হইয়াছে, যাহার ইতিহাস হওয়া উচিত। কিসে আর কেন উচিত? এই বক্ষ্যমাণ উপাখ্যান পড়িলেই তাহা জানিতে পারিবেন।

দয়ালগড় কাহারদ্বারা স্থাপিত, তাহার এ নাম আর ও নাম হইবার কারণ কি, তাহার অধিষ্ঠান স্থানটী কেমন, তাহার অধিকারীবংশ কাহারা, প্রথমে তাহাই বলি।

তত্রত্য জমীদারের বাড়ীতে হাতের লেখা এক খানি পারিবারিক ইতিহাস বা কুলজী পুথি আছে; তাহার প্রথমার্দ্ধ হিন্দি পদ্যে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের অধিকাংশ বাঙ্গালা পদ্যে, কেবল শেষের কতকটা বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত।

ঐ কুলজী পাঠে জানা যায়, বাঙ্গালা ১০৯৯ সালে রাজা মানসিংহের সঙ্গে বিষণদয়াল নামে এক লালাজী বাঙ্গালায় আইসেন। তিনি জাতিতে মসী-ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ-ক্ষত্রিয়। প্রথমে তিনি মহারাজা মানসিংহের নিজের মুন্সী (প্রাইবেট সেক্রেটরি) ছিলেন। কিন্তু শেষে মসী ছাড়িয়া অসি ধরেন। মানসিংহ পূর্ব্বে তাঁহার মুন্সিগিরিতে যেমন, শেষে তাঁহার বীরত্বেও তেমনি তুষ্ট হন। সেই প্রসন্নতার চিহ্ন স্বরূপ বাঙ্গালার মধ্যে এক জায়গীর এবং রায় বাহাদুর উপাধি তাঁহাকে অর্পণ করেন। বিষণদয়াল সেই জায়গীর মধ্যে গঙ্গাতীরে একটী দুর্গ সহকৃত যে উপনগর বসান, তাহার নামই লালাগড়, লালগড় বা দয়ালগড়।

যে কারণে বিষণদয়াল ঐ স্থানটী মনোনীত করেন, তৎসম্বন্ধে ঐ কুলজীতে একটী মনোহর আখ্যায়িকা পদ্যচ্ছন্দে বর্ণিত আছে। তাহার সার মর্ম্ম এই;—পাঠান সৈন্যের স্থিতি গতি অনুসন্ধান জন্য বিষণদয়াল প্রেরিত হন। তিনি কতকগুলি অশ্বারোহী সঙ্গে ঐ কার্য্য উত্তমরূপে ও সতর্কভাবেই সাধন করিতেছিলেন। কিন্তু দৈবাৎ এক রাত্রে তাঁহাদের ছাউনির নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে দুর্দ্দান্ত পাঠানেরা চোরা আক্রমণ করে। তাহারা যে ঐ জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, তাঁহার চরেরা তাহার বিন্দু বিসর্গও টের পায় নাই। একে অন্ধকার, তায় চোরা আক্রমণ, তায় বিপক্ষদল সংখ্যায় দ্বিগুণ, কাজেই রজপুত সোয়ারদের অধিকাংশই কাটা পড়ে—জনকতক কেবল পলাইতে পারিয়াছিল—তাহাও দলবদ্ধ ভাবে নয়, যে যেদিগে পাইল ছুটিয়া গেল। বিষণদয়াল এক ইক্ষুবনে লুক্কায়িত থাকিয়া রক্ষা পান। শত্রুর ভয়ে পরদিন রাত্রি নইলে বাহির হইতে পারেন নাই—তাহাও রাজপথের দিগে নয়, গঙ্গার গর্ভ দিয়া অনেক দূর গিয়া পুলিনে কয় ঘর জেলে মালার মধ্যে এক জনের ঘরে আলো ও দ্বার খোলা দেখিয়া প্রবেশ করেন। তখন রাত্রি দেড় প্রহর।

ভবিতব্যতার প্রভাব কি চমৎকার! প্রজাপতি সেই অবীরা জেলেনীর কুঁড়েঘরের মধ্যেই তাঁহার ক'নে যুটাইয়া রাখিয়াছিলেন! তাঁহার স্বজাতীয় কোনো ভদ্র লোক আপন স্ত্রী কন্যা সঙ্গে বয়েল গাড়ী যোগে সপ্তগ্রাম যাইতেছিলেন। প্রমত্ত ও দুর্ব্বৃত্ত পাঠান সৈনিকেরা বা তাহাদের বেশধারী বন-তস্কর-

েরা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া প্রাণে মাত্র ছাড়িয়া দেয়—পুরুষটী প্রথমে কিছু হ্যাঁকা হোঁকা করিয়াছিলেন, সুতরাং অস্ত্রাঘাতও পাইয়াছেন—সেই কুটীরে তাই খড়ের শয্যায় পড়িয়া আছেন—তাঁহার রুগ্না স্ত্রী ক্লান্তাবস্থায় এক পার্শ্বে নিদ্রিতা, কিন্তু কন্যাটী শান্তির প্রতিমার ন্যায় পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্তা আছেন। বিষণদয়াল তথায় উপস্থিত হইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। নবীনার অলৌকিক রূপমাধুরী এবং অসামান্য পিতৃভক্তি প্রভৃতি মধুর গুণমালা দর্শনে তিনি এককালে মন্ত্রমুগ্ধবৎ জন্মের মত যুবতীর প্রেমবাগুরায় বদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সেই রাত্রেই আলাপ, পরিচয়, মনের ভাব বিনিময়, প্রণয় সঞ্চার, উভয়ের বাক্‌দান, পিতার নিকট সলজ্জ প্রস্তাব, মাতার নিদ্রা ভাঙ্গানো, পিতার যন্ত্রণার মধ্যেও পিতা মাতায় মন্ত্রণা এবং শেষে সম্মতি দান প্রভৃতি লক্ষ কথার সম্বন্ধটা কয়েক শত কথাতেই ধার্য্য হইয়া গেল! ফল কথা, কন্যার পিতা যেরূপ নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়াছেন, কন্যার যেরূপ অরক্ষণীয় বয়স, বিষণদয়ালের যেরূপ পরিচয় প্রকাশ পাইল এবং তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্য, বেশ ভূষা ও কথা বার্ত্তার রকম সকম যেরূপ মনোহর ও ভদ্র, তাহাতে স্ত্রী পুরুষে পরামর্শ করিয়া দেখিলেন, এমন সুপাত্র আর এমন সুমহৎ সুযোগ ছাড়িতে নাই! বিশেষতঃ বিষণদয়াল যে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা জানিতে কতক্ষণ? ইত্যাদি কারণে এবং ভবিতব্যতার অলঙ্ঘনীয় নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শুভ সম্বন্ধটী সেই গভীরা ত্রিযামাতেই স্থির হইয়া গেল!

প্রত্যূষে তাঁহাদের সেখানে রাখিয়া বিষণদয়াল প্রধান স্কন্ধাবারে চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে চিকিৎসক, ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা, তাম্বু ও দাস দাসী প্রভৃতি আশু আবশ্যকীয় সমস্তই পাঠাইয়া দিলেন। কয় দিন পরে পাঠানদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিষণদয়াল পূর্ব্বকথিত চোরা আক্রমণের অপমান শুধ্‌রাইতে এবং বেশী মান পাইবার উদ্দেশে প্রাণের মায়া ছাড়িয়াও অসম্ভব শূরত্ব দেখান। মহারাজার জয় হইল—জয় পক্ষে বিষণদয়ালের ভুজবীর্য্য ও রণচাতুর্য্য সাহায্যার্থ সামান্য কার্য্যকারক হয় নাই। গুণবোদ্ধা মানসিংহ রণস্থলে তাহা সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

সুতরাং পর দিনের সভায় পারিতোষিক বণ্টন কালে মহারাজ যখন বলিলেন "বিষণদয়াল! তোমার গুণ অসীম—আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি—তুমি ধন চাও, না জায়গীর চাও?" অমনি বিষণদয়ালের মন প্রাণ জেলেপাড়ার দিগেই ধাবমান! একেতো সাংগ্রামিক পর্য্যটন কালে গঙ্গাতীরের মধ্যে সেই স্থানটী তাঁহার বড় রম্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাতে সেটী দুর্ল্লভ রত্নের মিলন স্থান, আবার তাঁহার মনোমোহিনী এখন সেই খানেই বিরাজমানা, সুতরাং বিষণদয়ালের কল্পনার দৃষ্টিতে তেমন মনোহর স্থান ব্রহ্মাণ্ডে আর কোথায়? অতএব মহারাজার প্রশ্ন শ্রবণ মাত্রেই অমনি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন "এ অধীনের প্রতি যদি কৃপা কটাক্ষ হইল, তবে সপ্তগ্রামের দক্ষিণে গঙ্গাতীর হইতে যত দূর পর্য্যন্ত মহারাজার সকরুণ বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, এ দাসকে সেই প্রদেশটী জায়গীর রূপে প্রদানাজ্ঞা হইলেই কৃতকৃতার্থ হই!"

তাহাই হইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত জনৈক মন্ত্রী ও আমিন গমন করিল। তাহাদের প্রসন্ন করিতে কতক্ষণ? তাহারা পূজা পাইয়া তাঁহার অধিকার-বিস্তারের সম্পূর্ণ সাহায্য করিল। এই রূপে বহু বহু গ্রাম-বিশিষ্ট এক বৃহৎ জায়গীর অনায়াসে নির্দ্দিষ্ট হইল। পূর্ব্বে সেই সমস্ত জনপদ যত

লোকের স্বত্বাধিকার ভুক্তই থাকুক না কেন, এখন এক খানি তালুকেই পরিণত হইল এবং পূর্ব্বাধিকারীরা উচিত মূল্য প্রাপ্ত হউক বা না হউক, রাজাজ্ঞায় সকলকেই তুষ্ট হইতে ও ছাড়িয়া দিতে হইল।

বিষণদয়াল দীর্ঘ কালের নিমিত্ত ছুটী লইয়া অবিলম্বে জেলেপাড়ায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তাম্রময়ী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মহাসমারোহে মনোমোহিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনতি বিলম্বে ইষ্টক পুরীও নির্ম্মাণ হইল—স্বদেশ হইতে অনেক জ্ঞাতি কুটুম্বও আসিল—অধীন অনুগত বাঙ্গালীরাও তাঁহার গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ক্রমে মানসিংহের নিকট তাঁহার মান, যশ প্রভৃতির যত উন্নতি হইল, ততই তথায় বাজার, গঞ্জ, বাগ বাগিচা, দেবালয়, জলাশয়, দুর্গনির্ম্মাণ এবং বাসগ্রামের তিন দিগে গড়খাই প্রভৃতি তখনকার বড় জমীদারের আবাস স্থানে যত দূর হইতে হয়, সকলই হইল। সেই সামান্য জেলেপাড়া, তাঁহার জীবনকাল মধ্যেই মহাসমৃদ্ধিশালিনী উপনগরীতে পরিণত হইয়া উঠিল।

তখন সপ্তগ্রাম এবং লালগড়ের নিম্নেই গঙ্গার প্রধান ও প্রবল স্রোত ছিল। তাহাতে বিষণদয়াল-কর্ত্তৃক লালগড়ের অপর তিন দিগে গভীর ও প্রশস্ত খাল খনন হওয়াতে লালগড় যেন একটী দ্বীপের ন্যায় হইল—লালগড়ের চতুর্দ্দিগেই বড় বড় কিস্তি যাইত, সুতরাং বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা—আবার খালের উপর তিন দিগে তিন সেতু নির্ম্মিত হইলেও যাতায়াতের কোনো ব্যাঘাত ছিল না।

লালগড়ের নাম দয়ালগড় কেন হয়, সেই বিবরণটীই বলিতে বাকী। পাঠকগণ পর অধ্যায়ে জানিতে পারিবেন, বিষণদয়ালের বংশে যত বংশধর হইয়াছেন, সকলের নামের শেষেই 'দয়াল' শব্দ আছে—যেমন আনন্দদয়াল, ইন্দ্রদয়াল, চন্দ্রদয়াল, ঠাকুরদয়াল, হরিদয়াল, শিবদয়াল, ব্রজদয়াল ইত্যাদি। সুতরাং বংশের নাম দয়ালবংশ এবং বাসস্থানের নাম দয়ালগড় যে হইবে, আশ্চর্য্য কি?

(ক্রমশঃ)

সপ্তরত্ন সমাজ।

আমরা অনেক দিন সপ্তরত্ন সমাজ (বা মধ্যস্থ সভা) সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলি নাই। তজ্জন্য কোনো পাঠক উত্তেজনা—কোনো মহাশয় তিরস্কারও করিয়াছেন। করিতে পারেন—স্বীকার করি, উচিত কাজ হয় নাই। আবার, প্রিয়বন্ধু কুলীনচাঁদ মঘামণ্ডল হইতে মঘা ও ভবসুন্দরী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে শুভযাত্রা করিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াই সে বিষয় স্থগিত রহিয়াছে; তাহার পর কি হইল, জানিবার নিমিত্ত অনেক পাঠক ঔৎসুক্য জানাইয়াছেন। এবং রায়জী মহাশয়ের অবশিষ্ট বৃত্তান্ত জন্যও তদ্রূপ আগ্রহাতিশয্য বিজ্ঞপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু যে কয়েকটী বিশিষ্ট হেতু বশতঃ আমরা অবিচ্ছেদে ঐ সব প্রসঙ্গ প্রকাশ করিতে পারি নাই, তন্মধ্যে তিনটী উল্লেখ-যোগ্য।

প্রথমটী আর কিছুই না, আশু প্রয়োজনীয় ঘটনা বিশেষের অনুরোধ। রাজ্যে বা সমাজে যখন কোনো প্রবল ও প্রধানালোচ্য ঘটনাদি উপস্থিত হয়, তখন তাহারা যে "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" বিষয়গুলিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া "উড়ে এসে যুড়ে" বসিবে, তাহা অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়টী অন্য ধাতুর হেতু। জগতে রুচির বৈচিত্র্য কি বিচিত্র! ভাবুকতা ও দোষগুণ-গ্রাহিতা

শক্তিই বা কি বিচিত্রা! এক বস্তুকে কত চক্ষু কত বিভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখে! যে কাব্যামৃত পানে স্বর্গ সুখ জ্ঞানে সহৃদয় ব্যক্তিরা এককালে মুগ্ধহৃদয় হইয়া পড়েন—সকল ভোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভোগ বলিয়া জানেন—সকল নীতিজ্ঞানের আকর হইতেও উচ্চতর উপকারক ও উপদেশক বলিয়া মানেন, সেই কাব্যকেও ব্যবহারক-বাদীরা ব্যবহার বিরুদ্ধ, উপকার শূন্য, অসার অপদার্থ বলিয়া নিতান্তই অনাদর ও অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন!

অতএব আমাদের দুলীন, কুলীন, রায়জী প্রভৃতি রত্নগণের জীবন যে রুচিভেদ বিষয়ক ঐ সাধারণ নিয়মের অধীন হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যদিও সে সব প্রসঙ্গ মধ্যে বহু বহু সুরসজ্ঞ পাঠকগণ সমাজের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গাদি দর্শনে ও স্মরণে আমাদের সঙ্গে সুধারা কুধারা নির্ব্বাচনে, সুতরাং কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ ও সুখী হন, তথাপি আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহাদের চিত্ত ঐরূপ চিত্রানুরাগী নয়—যাঁহাদের রুচি (হয় তো) স্পষ্ট যুক্তি, সরল বাদানুবাদ এবং মুক্ত তর্কযুক্ত সমাজপ্রসঙ্গের গাঢ় প্রবন্ধ ভালবাসে—যাঁহারা নবন্যাসের কৌশলময় চরিত্র-চিত্র ও রীতি-চিত্রের পটে সমাজের ও মানবের অবয়ব দেখিতে চান না অথবা তুলির চিত্র মূলেই ভালবাসেন না, ভাস্কৃত প্রস্তরমূর্ত্তি ব্যতীত অঙ্গ ভঙ্গীর বিন্যাস বুঝি বুঝিতেই পারেন না! এমন সকল পাঠক মহাশয়ের মুখে এমন সকল সরল কথাও শ্রুত হয়, যে, "ও আবার ছাই প'ড়বো কি—কোথাকার কে দুলীন, কোথাকার কে কুলীন, কোথাকার কে পুলিন, আঃ! তাদের জীবন প'ড়ে তো সকলই হবে! দুলীনের জীবনে বরং রণজিতের কথা আছে—ইংরাজী ইতিহাসে পর্য্যন্ত যার প্রশংসা লেখা আছে—তা বরং তাই প'ড়ে থাকি; কিন্তু কুলীন দুলীন, রায়জী, কায়জী কেবল কাগজ পোরাবার কল!" ইত্যাদি।

হে উভয় পক্ষীয় পাঠকমণ্ডলি! আপনারা সকলেই আমাদের সমান সেবার পাত্র—সকল গ্রাহকই সমান মূল্যদাতা—সকলে সমান স্নেহ ও সমান উৎসাহ দাতা না হইলেও * আমাদের কাছে সমান মান সম্ভ্রম অর্চ্চনাভাজন †—কাজেই আমাদিগকে সকলের মন রাখিয়াই চলিতে হয়!

তৃতীয় কারণ, লিখিবার ঝোঁক। লেখক মাত্রেরই এক এক সময়ে এক এক বিষয়ের প্রতি কেমন একটা অধিকতর ঝোঁক হইয়া থাকে।

তবে অবস্থা ভেদে ঐ চিত্তবেগের পরিমাণ ভেদ হয় বটে। অন্যের পরিমাণ দেখা অনাবশ্যক; আমাদের নিজের তো নিশ্চয়তা নাই—কখনো বিভিন্ন প্রকারে প্রবৃত্তি, কখনো বা নয়। তাহার সাক্ষী, গত চৈত্রে প্রিয় মিত্র দুলীন মহাশয়ের প্রসঙ্গে যথেষ্ট অপেক্ষাও প্রচুর ঝোঁক হইয়াছিল!

কিন্তু যখন প্রিয় পাঠক শ্রেণী হইতে কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে তৎসম্বন্ধে আ'জ্ এত কথার আলোচনা করা গেল, তখন সেই চিত্তবেগের শমতা বা সর্ব্ব বিষয়ে সমতা হওনের অসম্ভাবনা দেখি না। বিশেষতঃ নববর্ষের প্রারম্ভে স্বভাবতঃই মনে মনে নানা ভাবোল্লাসের মধ্যে এভাবটী অগ্রে উঠিয়া থাকে, যে এবারে কিরূপ লিপি-প্রণালী ও কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিব? কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে পত্রিকার আকার পরিবর্ত্তন তো প্রথমেই সংকল্পিত ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে; লিপি-প্রণালীতেও ঐ সব প্রাগুক্ত অনুরোধ রক্ষা বা সর্ব্বসামঞ্জস্যকারী বা বিভিন্ন

* কেননা, অনেক বড় মানুষ গ্রাহক আস্ বাবের অনুরোধেই পত্রিকা লইয়া থাকেন।

† কেননা, এ পোড়া সংসারে স্নেহানুরাগের অপেক্ষাও পয়সার খাতির ও মূল্যই বেশী!

রুচির সেবাকারী পদ্ধতির সমর্থনই উচিত; সুতরাং যে যে বান্ধবরত্নের যে যে কথা বলিতে বলিতে অসমাপ্ত রহিয়াছে, এখন ক্রমে ক্রমে তত্তাবতের বিবৃতি পক্ষে আর তেমন ত্রুটী না হয়, ইহারই সম্পূর্ণ চেষ্টায় রহিলাম।

অপিচ, আর এক পাঠক সপ্তরত্ন সমাজ সম্বন্ধে আর এক কথা যে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রকাশ্য রূপেই তাহার উত্তর দান আবশ্যক। তাঁহার পত্রের মূলাংশ এই ;—

"মধ্যস্থ মহাশয়! দেখিতে পাই, শ্রীযুক্ত কেঁড়েল মহাশয় আপনার একজন পরম বন্ধু এবং মধ্যস্থের নৈতিক কার্য্যের প্রবল সহায়। এমন যোগ্য ব্যক্তি "মধ্যস্থ সভার," সভ্য শ্রেণীভুক্ত যে নহেন, এমন তো বোধ হয় না! কিন্তু আপনি সে সংবাদ প্রচার না করাতে সন্দেহ জন্মিতেছে। বিশেষতঃ মধ্যস্থ সভার অপর নাম "সপ্তরত্ন সমাজ।" ঈশ্বরানুগ্রহে সেই সপ্তরত্নই অক্ষয় আছেন। সপ্তরত্ন সভার তো অষ্টরত্ন থাকা সম্ভব হয় না; ইহাও সন্দেহের অপর কারণ। তবে কি তিনি সভার সভ্য পদে মনোনীত হয়েন নাই? যদি না হইয়া থাকেন, বড় দুঃখের কথা—বড় ক্ষতির বিষয়! যদি হইয়া থাকেন, তবে সপ্তরত্ন নামের অর্থ বিপর্য্যয় ও মাহাত্ম্য-ক্ষয় নিমিত্ত ভয় হয়। আমরা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না—অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবোধ প্রদানে বাধিত করিবেন। * * "

এই পত্রের উত্তর অল্প কথায় হইবে। প্রিয়বন্ধু কেঁড়েল চন্দ্র যে বাহিরের লোক নন—সপ্তরত্ন-ভুক্ত (পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত) সেই পুলিন বাবুই—সপ্তরত্নের প্রথম পরিচয় দান কালে তাঁহার এ নাম যে গুপ্ত ও উপ্ত ছিল—কারণ বিশেষে অধুনা যে সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা যথাসময়ে (অর্থাৎ যে দিন 'কেঁড়েল' নাম প্রথম প্রকাশ পায়, সেই দিবসে) জানাইয়া দিতে আমাদের ভুল হইয়াছিল। স্বীকার করি, এ ভুল বৃহৎ ভুল—মূলে ভুল—স্থূলে ভুল! কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" আমরা বা কোন্ ছার! আবার, আশ্চর্য্য এই, মনে মনে সংস্কার ছিল, যেন ঐ কথা অর্থাৎ যিনি পুলিন বাবু, তিনিই কেঁড়েল, মধ্যস্থে পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে! সে দিবস পত্রপ্রেরক মহাশয়ের পত্র পাঠে বিস্ময় জন্মিল; তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান হইল; অনুসন্ধানের শেষ হইতে না হইতেই চৈতন্য জন্মিল—ভ্রান্ত সংস্কাররূপ শনি ছাড়িয়া গেল—মনে মনে পত্র প্রেরক মহাশয়কে নমস্কার করিতে হইল! এক্ষণে তাঁহার নিকট সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং পাঠক সাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক যথাসময়ে তখন যাহা বলিতে ভুল হইয়াছিল, এখন তাহা বলিতেছি।

মধ্যস্থে প্রকাশিত "কেঁড়েলের জীবন" যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা স্মরণ করিবেন, যে, প্রিয়বন্ধু বাল্যকালেই বয়োধিকের যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়স হইতেই বুদ্ধির অসামান্য তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তখন তাঁহার নাম পুলিনই ছিল। যে কারণে কেঁড়েল নাম হয়, তাহাও ঐ জীবন বৃত্তান্ত মধ্যে আছে। স্বর্গগত কবিবর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই তাঁহার কেঁড়েল নাম জাঁকাইয়া দেন। তাঁহার লোকান্তরের পর সে নাম নিষ্প্রভপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। অধুনা তাঁহার সহযোগী রত্নগণ পূর্ব্ব নাম জানিতে পারিয়া এবং (উত্তর গোগৃহে সব্যসাচীর দশ নাম শুনিয়া ও নামানুযায়ী কাজ দেখিয়া বিরাটপুত্র যেমন ভক্তিমান হইয়াছিল, তদনুরূপ) নামানুযায়ী প্রচুর কাজ দেখিয়া মধ্যস্থ পত্রে এবং সর্ব্বত্রই সেই নাম ব্যবহারের দৃঢ় সংকল্প করেন—তাহাতেই এই পরিবর্ত্তন!

সপ্তরত্ন সমাজে এবৎসর আর একটী অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। সভাগৃহে এক খানি সাদা কাগজের পুস্তক রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক রত্ন যখন যে কোনো বিশেষ ঘটনা বা বিষয় দেখিবেন, শুনিবেন, জানিবেন বা ভাবিবেন—যদি তাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য বোধ করেন—তবে তাহা ঐ পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন। পরে আমাদের উক্ত কেঁড়েল বন্ধু তাহা হইতে নির্ব্বাচন বা প্রয়োজনমত সারসংগ্রহ করিয়া মধ্যস্থে প্রকাশার্থ অর্পণ করিবেন। তিনি প্রত্যেকের লিখনকেই স্বাভিমত পরিবর্ত্তন ও স্বাভিপ্রায় সমন্বিত গঠন করিতে পারিবেন। সেই পুস্তক "সপ্তরত্ন পঞ্জিকা" নামে অভিহিত হইয়াছে। এ মাসের পঞ্জিকা হইতে মিত্রবর যাহা কিছু সঙ্কলন বা গঠন করিয়াছেন, তাহা পশ্চাতে প্রকাশিত হইতেছে, পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ দ্বারা আপনারাই তাহার গুণাগুণের বিচারক হউন।

সপ্তরত্ন পঞ্জিকা।*

আমাদের ব্যবসায়ের ব্যাঘাত।

এ বিষয়ে জয়ধন বাবু বিস্তর লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই ;—

"কলিকাতা অঞ্চলের বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ী করা সুদূরপরাহত। তাহারা ঘোর বাবু—অত্যন্ত বিলাসী—শ্রমবিমুখ—ক্লেশাসহিষ্ণু—অমিতব্যয়ী—বৃথাভিমানী। বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষিত নামে পরিচিত—অধিক বিদ্বান হউন বা না হউন, দিন কতক বিদ্যালয়ে ঘুরিয়া আসিলেই তাঁহাদের নিকট আর কোনো আশা থাকেনা। ইউরোপে লেখাপড়া শিখে, ব্যবসায়ও শিখে—ব্যবসায়ীর পুত্র মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া ব্যবসায়ের আরো ঔৎকর্ষ করিবে—জ্ঞান, চতুরতা ও ধর্ম্মশীলতার সহিত ব্যবসায়ী হইবে, এই জন্যই তাহাকে লেখা পড়া শিখায়। এদেশে গুরুপাঠশালার আমলে তাহাই ছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রণালীর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল তো জন্মের মত পৈতৃক কৃষি বা ব্যবসায়ের নিকট বিদায় লইল। পিরান ঝুলাইল; জুতা পরিল; টেড়ি কাটিল; সাধুভাষার জ্যেঠামো ধরিল; ঘোর সভ্য হইল! সভ্যতার মানে—দৈহিক পরিশ্রমকে ব্যাঘ্র দেখা; কষ্ট স্বীকারে কাতর হওয়া; মুহুর্মুহুঃ গায় ফুঁ দেওয়া; পৈতৃক কর্ম্মকে (চাকরী ব্যতীত) ঘৃণা করা; এবং স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হওয়া। স্বাধীনতার মানে—পিতা মাতা গুরুজনকে অবজ্ঞা করা; তাঁহাদের অবাধ্য হওয়া; তাঁহাদের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্মের বিরোধে চলা; সুতরাং তাঁহাদিগকে মর্ম্মান্তিক যাতনায় দগ্ধ করা—এই কয়টী, কি এইরূপ কাজ, যে যত করিতে পারে, সে তত সভ্য—সে তত স্বাধীন হয়—উন্নতিকারী সভায় ততই আদর—ততই বাহবা পায়!

তাহার ফল কি হয়? ময়রার ছেলে তাড়ু ছাড়ে; নাপিতের পো ভাঁড় ফেলে; কামারের পুত্র জাঁতার নামে মাথা হেঁট করে; কুমারের কুমার চাকা ভাঙে; তাঁতির বংশধর তাঁত পোড়ায়; কলু ও চাষার নন্দন রাতারাতি ঘানিগাছ আর লাঙ্গল বিদে পুতে ফেলে—ছেলে গরু ছেড়ে দেয়! কেবল স্বর্ণকারের তনয়কে হাপর মুচি ছাড়িতে বড় দেখা যায় না—সোণা রূপার কাজ—তত লাজ ধরেনা—লাজ ধ'ল্লেও "পেটে খেলে পীঠে সয়"—টাকায় টাকা—ভেল্‌কিবাজি—কাজেই রাজি! নচেৎ লেখা পড়া শিখে পৈতৃক কাজে (চাকরি ব্যতীত) কেউ আর রাজি নয়! তাহাতে হয় কি? হয় এই, দেশের তেলী, মালী, কামার, কুমার প্রভৃতি যে

* পঞ্জিকাতে প্রত্যেক রত্ন বিস্তর লিখিয়া রাখেন; সে সমস্ত সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত হইয়া তন্মধ্যে যে যে বিষয় সাধারণ-জ্ঞাতব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কেবল তাহাদেরই সারসংগ্রহ মধ্যস্থে প্রকাশ পাইবে। তাহারও যে সম্পূর্ণ স্থান হইয়া উঠে এমন বোধ হয় না।

সব ব্যবসায়ীদের যথার্থ স্বাধীনতা ও সচ্ছলতা ছিল, তাহাদের সভ্য সন্তানেরা একটী কেরাণীগিরি, কি মাষ্টারি, কি পণ্ডিতি, কি ষ্টেসন মাষ্টারির জন্য সাহেব ও বাবুদের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়ায়—পদে পদে অপমান—পদে পদে লাঞ্ছনা—পদে পদে সাহেব লোকের গালাগালি, পেয়াদা লোকের রূঢ় বুলি—গলদেশে করতালি—বস্তা বস্তা রাস্তার ধূলি—এই সব ভোগ—বাসায় গিয়া (তাও পরের) কাচের গ্লাসে জল ঢেলে যথার্থই তাই জলযোগ—তবু হায় চাকরিরোগ ছাড়িবে না—তবু বাহ্য-সভ্যতামূলক পরাধীনতা প্রবৃত্তি ঘুচিবেনা—তবু যথার্থ স্বাধীনতা ও সচ্ছলতাময় পৈতৃক কাজে মন বসিবে না!

কিন্তু হায়! সহস্র সহস্র ছাত্র প্রতি বৎসর ঐ রূপ মহাপাত্র হইয়া বাহির হইতেছে, এত চাকরিই বা কোথা হইতে যুটিবে? যদিও কেহ ব্যবসায়ে মন দেয়, তাও পৈতৃক নয়—সভ্য ব্যবসায়! ইংরাজেরা যেমন সাইন্‌বোর্ড মারিয়া সপ্ সাজাইয়া বসে, সেইরূপ কারবার চাই—টেবিল, চেয়ার, গ্লাসকেস, ম্যাটমারা ঘর চাই—দেশীমত দোকানঘর, আড়ত, গদি অসভ্য! দেশীমত জাব্দা খতিয়ান অসভ্য—জর্ণ্যাল লেজার চাই! দেশীমত সকাল বিকাল কাজ—মধ্যাহ্নে ভোজনাদি অসভ্য—দশটার মধ্যে খাইয়া গিয়া সপ্ খোলা আর পাঁচটায় বন্ধ করা চাই! ইংরাজদের টেলর্স সপ্ আছে, তাই কেহ কেহ দর্জির দোকান খুলিয়াছেন! ইংরাজদের বুট হার্নেসের সপ্ আছে, তাই কেউ কেউ জুতার দোকান খুলিয়াছেন! ইহাতে মান যায় না; কিন্তু পৈতৃক কাজে যায়—ধান্য, চাউল, তৈল, লবণ ব্যবসায়ে যায়—বস্ত্র বয়নেও যায়!

তাহার পর আর এক কথা। আমার কোনো সুশিক্ষিত আবাল-বন্ধু সর্ব্বদা বলিতেন "সংবাদ পত্রে পড়ি আর বক্তৃতায় শুনি বটে, যে, চাকরির চেষ্টা ছাড়িয়া ব্যবসায়ের প্রয়াস পাওয়া এখন শিক্ষিত বাঙ্গালির কর্ত্তব্য, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে তাহার সুযোগ সুবিধা কৈ? আমারও চাকরিতে ঘৃণা—আমারও সাধ ব্যবসায় করি—কিন্তু করি কিসে? পুঁজি কৈ? ইংরাজ সমাজের সুবিধা কত—সঙ্গতিহীনেরা সঙ্গতিমানদের হাউসে সহকারী হয়, ক্রমে ক্রমে বখরা পায়, আমাদের তার সুযোগ কৈ?" ইত্যাদি।

আমি শুনিতে শুনিতে প্রস্তাব করিলাম, তোমার ন্যায় দুই চারি জন সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ লোককে শূন্য বখরাদার করিয়া দুই চারি স্থলে দুই চারি রকমের ব্যবসায় খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব কি হয়। তিনি নাচিয়া উঠিলেন। সকল ধার্য্য হইল। তাঁহাকে এক স্থানে এবং অপর কয় জনকে ঢাকা, বাঁকুড়া, পাটনা, প্রভৃতি কয়েক স্থানে পাঠাইলাম। মাল আদিতে যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই সেই স্থানের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যে পড়তায় আনে, আমাদের তাহার বেশী পড়িতে লাগিল। আবার তেমন উত্তম মালও হয় না। সুতরাং ক্ষতি বই লাভ করিতে পারিলাম না। পড়তা বেশী হয় কেন? ঐ শূন্য বখরাদারেরা কি অবিশ্বাসী? তাঁহারা কি চুরি করেন? প্রথমেই এই সন্দেহ স্বভাবতঃ হয়। তাহাই হইল। তন্ন তন্ন সন্ধান লইলাম। দেখিলাম, কোনো মতেই তাহা নয়। তবে কি? তাঁহারা অসাধু নন, কিন্তু বাবু—সভ্য—কাবু! অধিক পথ হাঁটিতে পারেন না; আপন চক্ষে সকল খরিদ হয় না; ভূষা দ্রব্যের ধূলা উড়িলেই "ওহো! ওহো! ড্যাম ডষ্ট—ড্যাম ডার্ট!" বলিয়া ছুটিয়া সে ঘর হইতে বাহির হন—ব্যাপারীরা যো পায়—"বাবু কি এসব সইতে পারেন?" বলিয়া নূতন গামছা

আনিয়া গা মুচাইয়া দেয়; পাখার বাতাস করে; নল গড়িয়া তামাকু দেয়; কাছে দাঁড়াইয়া মনযোগানে কথা কয়; ওদিগে ওজন চলিতেছে—বাবুর অধীন তৌলদারকে দুটাকা ট্যাঁকে গুঁজে দিয়েছে—ভাঁজাল চলিতেছে—একেবারে বাবুর মাথা খাইতেছে!

সুদ্ধ কি তাই? অন্যান্য মহাজনদের খরচা অতি কম—আমাদের বহুগুণে বেশী। যেখানে তাহারা পদব্রজে, সেখানে বাবুরা গাড়িতে যান; তাহারা ভাতে পোড়া বা একটা ডা'ল্ চড়্‌চড়িতেই তুষ্ট, বাবুদের পাঁচ খানা ব্যঞ্জন, মিহি তণ্ডুল, দুগ্ধ, ঘৃত, মিষ্টান্নাদি জলযোগ ভিন্ন চলে না! তাহারা আপনারা রাঁধে, আপনাদের বস্ত্র ক্ষালন, উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, তৈজস মর্দ্দন প্রভৃতি আপনারাই করে, বা ঝাড়নী মাগী ফাগী দ্বারাই কোনোমতে নির্ব্বাহ হয়—বাবুদের দাস দাসী চাই—তদুপযুক্ত সেবার উপকরণ সকলই চাই! ভাবিয়া দেখুন, কত প্রভেদ! ফলতঃ হিন্দুস্থানী বা পূর্ব্ববঙ্গীয় গমস্তার বাসাখরচ জন্য ৫।৭ টাকা এবং তাহাদের বাটী পাঠাইবার জন্য ৫।৭ টাকা হইলেই আপাততঃ যথেষ্ট—পরে লাভালাভের হিসাব কালে যেমন হউক—তাহাও তাহারা বেশী লয় না, ক্রমে জমায়, ক্রমে স্বাধীন ব্যবসায়ী হওনের যোগ্য হয়। কিন্তু বাবুদের বাসা খরচেই শতাধিক মুদ্রা; যান বাহন জন্য প্রায় তত; বাটী পাঠাইবার জন্যও তাহার কাছাকাছি—গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি—ইহাতে আর লাভ হইবে কি? খরিদ বিক্রয়ে ঐরূপ, খরচায় এইরূপ, ইহাতে বাণিজ্য-লক্ষ্মী কি নিকট আসিতে পারেন—দূর হইতেই বাপ বাপ বলিয়া ভয়েই পলায়ন করেন!

হিন্দুস্থানীরা আর পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা কিরূপে সফল হয়, বোধ করি, অনেক পাঠক দেখিয়াছেন। দুই চারিটা থান স্কন্ধে মালকোস্তা মারা, নাগরা পায়, হট্‌হট্ করিয়া ছটুলাল অহর্নিশি বাজার ঘুরিতেছে—প্রত্যহ প্রায় বিশ ক্রোশ ঘুরে! পুঁজি ৮।১০ টাকা। খায় কি? দিনান্তে শাতু আর লঙ্কা, আটা আর অরহর! সেই ছটুলাল তিন চারি বৎসরে পঞ্চ সহস্রপতি—আট দশ বৎসরে লক্ষপতি—বিশ বৎসরে ক্রোরপতি!

ঢাকা অঞ্চলে বঙ্গচন্দ্র সাহার এক খানি ছোট নৌকা ও দশটী টাকা মাত্র পুঁজি। খালে, বিলে, নদী নালায় সে নৌকা বাহিয়া গ্রামে গ্রামে খামারে খামারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কষিয়া মাজিয়া ঐ দশ টাকার ধান্য লইয়া নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ বা ঢাকার গঞ্জে আসিল—বেচিয়া পঞ্চদশমুদ্রা পাইল। আবার চলিল। আবার আনিল। আবার কিছু পুঁজি বাড়াইল। খাইল কি? বুকড়ি চাউল, মুসুর ডাউল, একটু তৈল, একটু লবণ। তরকারি কিনিল না। নদী নালার ধারে ধারে ক্ষেত হইতে চাহিয়া বা তুলিয়া লইল। রাত্রে চিড়া গুড়। দুই চারি বৎসরান্তে সেই বঙ্গচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও, কি দেখিবে? আপনি একখানি দোকান ফাঁদিয়া বসিয়াছে; দুই তিন ভাই বা ছেলে দুই তিন নৌকা লইয়া আমদানিতে গিয়াছে; তেমন আপনার জন না থাকে তো জ্ঞাতি কুটুম্ব কাহাকে বখরায় লইয়াছে; বঙ্গচন্দ্র গোলা বাঁধিয়াছে; কারবার ফেলাও করিয়াছে; ঢাকা হইতে বিলাতী কাপড় আনাইতেছে; সপরিবার নানা কাজে ব্যস্ত—সকলেই বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আরাধনায় প্রাণপণে লাগিয়াছে—বঙ্গচন্দ্র সেই ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল, এখন এক জন গণ্য হইয়া উঠিয়াছে! আরো কয়েক বৎসর পরে তাহার বাটীতে যাও—কি দেখিবে? সে চালা বাটী আর নাই—কোটাবাড়ী হইয়াছে; "কর্ত্তা কোথায়?"

জিজ্ঞাসা করিলে (তখন কর্ত্তা বলিতে হইবে—আর সুধু বঙ্কচন্দ্র বলিবার যো নাই) লোক জন কহিবে " কর্ত্তা মহাশয় মানিকগঞ্জের গদিতে আছেন—বড় ব্যস্ত—বাড়ী আসিতে সময় পান না! " মানিকগঞ্জে যাও—দেখিয়া অবাক্ হইবে—মস্ত গদিয়ান—কলিকাতায় মোকাম—অন্যান্য স্থলেও মোকাম।

অপিচ, ইংরাজদের কথা আর কি কহিব, পাঠকগণ উত্তম রূপেই জানেন। যে ইংরাজকে বাবুরা আদর্শ ভাবেন, তাহারা কি এমনি অসার বাবু? তাহারা কি স্বাধীন উপার্জ্জন জন্য অসীম পরিশ্রম, অভিমান বর্জ্জন ও দুঃসহ কষ্ট বহন করে না? কেমন পাঠক! বিদ্যালয়ের ফেরত সভ্যাভিমানী জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়দের দ্বারা ঐরূপ ব্যবসায় হওনের কি কিছু আশা আছে? পেট টন্ টন্—হাঁড়ি ঢন্ ঢন্—ঘরে খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ সর্ব্বদাই রব—তবু গায় ফুঁ, পায় বুট, লম্বা কোঁচা, হাতে ছড়ি, গোঁপে পাক—বাপ্! এদের হাড়েও কি লক্ষ্মী হয়! যত দিন এই সর্ব্বনেশে বাবুগিরি বা সুখের পায়রাগিরি থাকিবে, তত দিন হা মাতবঙ্গভূমি! তোমার নিরন্ন সন্তানগণের শুষ্ক মুখ দেখে তোমার বুক বিদীর্ণ হইবে!!

নর্ম্ম্যান্ নাটক।

(গত প্রকাশিতের পর।)

গিরি। (সস্মিতে) প্রিয় সখি, তোমার কথা কাটানো ভার; তবুও দুই একটী কথা ব'লতে চাই।

হেমা। (সস্মিতে) ভাই, আমিও তা শুন্তে চাই।

গিরি। পতি কিম্বা স্ত্রী ম'লে স্ত্রী কিম্বা পতির পুনরায় বিবাহ করা প্রথা না থা'ক্‌লে স্ত্রীপুরুষের ভাল বাসা খুব আঁটা থাকে; কারণ তা হ'লে তারা মনে করে যে এক ম'লে আর এক পাবো না।

হেমা। " ধ'রে বেঁধে প্রেম, আর মেজে ঘ'সে রূপ।" এক ম'লে আর এক পাবো না এই বিশ্বাসমূলক প্রণয় প্রকৃত প্রণয় নয়। এক ম'লে আর এক পাই, তবুও আমি যাকে ভালবাস্‌ছি, তাকেই চাই, এই প্রকৃত প্রণয়ের স্বভাব। ভাই, আমাদের দেশে স্ত্রী ম'লে পতি আবার বে ক'র্ত্তে পারে; তাই ব'লে কি সে স্ত্রী বেঁচে থা'ক্তে তাকে যথোচিত ভাল বাসে না; তাই ব'লে কি সে স্ত্রীর মৃত্যুতে যথোচিত শোক করে না?

গিরি। ভাই, তবে প্রকৃত প্রণয় কাকে বলে?

হেমা। উভয়ের মন এক হ'লেই প্রণয়ের জন্ম হয়। এই শিশু-প্রণয় সহবাস-স্তন থেকে দিন দিন মায়া-দুগ্ধ পান ক'রে যখন বড় হয়, তখনই তার নাম প্রকৃত প্রণয় হয়। কিন্তু ভাই, আর একজন আছে, সে প্রণয়ের মত বটে; কিন্তু সে প্রণয় নয়।

গিরি। ভাই, তবে সে কে?

হেমা। তার নাম আসক্তি। সচরাচর আমরা তাকে পীরিত ব'লে থাকি। প্রণয় পাত্রাপাত্র দেখে, পীরিত তা দেখে না। সে অন্ধ। কিন্তু তার শক্তি অতি মোহিনী। এই পিশাচী যাকে পায়, সে একবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে। তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; লজ্জার ভয় থাকে না; ব'ল্‌তে কি, সে প্রাণের ভয়ও রাখে না। কত কত যুবা, কত কত যুবতী এর বশ হ'য়ে কলঙ্কের পারাবারে সাঁতার দেয়। ভাই, এই গীতাংশে পীরিতের স্বভাবটীর বেস্ প্রকাশ;—

" যে যার মনে লেগেছে, সই রে,
রূপ গুণ কে করে বিচার! "

—ভাই, সে দিন প্রতিবাসিনী সইরদ নেসা আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এই কথা উঠ্‌তে তিনি ব'ল্লেন মুসলমানেরা প্রণয়কে মহব্বৎ আর আসক্তিকে এস্ক কহে। তিনি এস্কের দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্প ব'ল্লেন; ভাই, সেই গল্পটী শুনে আমি কেঁদেছি।

গিরি। ভাই, সেই গল্পটী বল, আমারও শুন্‌তে বড় ইচ্ছা হ'চ্ছে।

হেমা। তবে বলি শোন;—

অতি পূর্ব্ব কালে ড্যামাস্ক্ নামক শহরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর এম্‌নি এক রূপবতী কন্যা ছিল যে, অপ্সরী বা কিন্নরীরাও তাঁর কাছে লজ্জা পেতো। রাজকুমারী বয়স্থা হ'তে মুসলমানদের প্রথানুসারে রাজবাটীর এক মহলে তাঁকে রাখা হলো। এক জন খোজা আর কয়েক জন দাসী তাঁর কাছে নিযুক্ত ছিল। রাজকন্যার মহলে আর কারো যাবার আদেশ ছিল না। এই রূপ কিছু দিন যায়; তার পর রাজনন্দিনীর কোনো মানসিক পীড়া হওয়াতে তাঁর প্রত্যহ একরূপ মাদক সরবত পান করা আবশ্যক হলো। ঐ সরবত্ একটী বালক প্রতিদিন তাঁর মহলে গিয়ে তাঁর কাছে দিয়ে আ'স্‌তো। রাজকন্যা ঐ বালককে কুনয়নে দৃষ্টি করেন; এবং কিছু কাল তার সহিত দেখা শুনা হতেই তার প্রতি আসক্ত হয়ে প'ড়্‌লেন। এই সময়ে তিনি মনের কথা কিছু না ভেঙে খোজাকে ব'ল্লেন " যে বালক আমাকে প্রত্যহ সরবত্ দিতে আসে তাকে আমি বড় ভাল বাসি; আমার মহলের নিকটে তার এক খানা বাড়ী ক'রে দিতে হবে এবং তাকে কিছু টাকা কড়িও দিতে হবে।" অতিসত্বরেই তাঁর এই আজ্ঞা সম্পন্ন হলো। এদিকে বালকের বয়স বেশী হ'য়ে উঠাতে দরোয়ানেরা আর তাকে বাড়ীর ভেতর যেতে দিলেনা। তখন রাজকন্যা সঙ্কটে প'ড়্‌লেন। দুর্ব্বিষহ বিচ্ছেদ যাতনায় তাঁর মন অত্যন্ত ব্যথিত হলো। কিরূপে প্রিয় জনের সহিত মিলন হবে, দিন রা'ত্ তাই ভাবতে লা'গ্‌লেন। অবশেষে আর কোনো উপায় না পেয়ে ঐ খোজাকে তিনি মনের কথা খুলে ব'ল্লেন। খোজা রাজকন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ ক'র্ত্তো। সুতরাং তাঁর এরূপ ভাবান্তর তার কাছে ভারি অন্যায় বোধ হ'লেও স্নেহ মায়ার বশে তাঁকে কিছু ব'ল্‌তে পা'ল্লেনা। অল্প দিনের মধ্যে রাজকুমারীর মহলের অন্দর থেকে তাঁর প্রিয়জনের বাড়ীপর্য্যন্ত একটী সুরঙ্গ প্রস্তুত হলো। ঐ সুরঙ্গ দিয়ে তাঁর প্রিয় প্রত্যহ তাঁর কাছে যেতে লা'গ্‌লো। রাজকন্যা এই সময়ে তাকে একটা বাগান ও বিস্তর টাকা দিয়ে বড় মানুষ ক'রে দিলেন।

কিন্তু ঐ বালকের মনের ভাব আগে যেমন ছিল, এখন তেমন নয়। আগে পাওয়া থোয়ার লোভে সে তাঁর কাছে বড়ই ঘেঁস্‌তো—কতই ভালবাসা দেখাতো। এখন যেন, এড়ো এড়ো ছাড়ো ছাড়ো। বেস ক'রে পেট ভ'রে নিয়ে থুয়ে তাঁকে অশ্রদ্ধা ক'র্‌তে লাগ্‌লো। তিনিও তা ক্রমে বুঝ্‌তে পা'ল্লেন; কিন্তু তার প্রতি তাঁর অত্যন্ত ভালবাসা থাকাতে তিনি তাঁর মনে রাগ বা অন্য কোনো বিরূপ ভাবের স্থান দিতে পা'ল্লেন না।

গিরি। সে কি! প্রিয়সখি! একে রাজনন্দিনী, তায় রূপে ভুবনমোহিনী! তবু ছোঁড়ার এই ব্যাভার! লোকে ব'ল্‌তেই বলে—আগে তুই ছিলি কি, ভাগ্যে পেলি রাজার ঝি!—ফকিরের হাতে হীরের কুচি, তায় আবার অরুচি! কি আশ্চর্য্যি!

হেমা। প্রিয়সখি! শুধু এই নয়। কয়েক দিন তাঁর প্রিয় তাঁর কাছে না আসাতে তিনি নিজে

তাকে দেখ্‌তে গেলেন। তার বাড়ীতে তাকে না পেয়ে তার বাগানে যান। বাগানে যেতেই তার সঙ্গে দেখা হ'লো। রাজকন্যা তার সহিত কথা ক'চ্ছেন এমন সময়ে এক জঘন্য কুরূপা কাফ্রি মাগী এক বোতল মদ হাতে ক'রে সেইখানে এলো। ভাই আশ্চর্য্যি এই যে, ঐ যুবার আন্তরিক ভালবাসা এই কুরূপার প্রতিই ছিল। সুতরাং সে আ'স্‌তে এ তাকে রাজকন্যা অপেক্ষা বেশী আদর যত্ন ক'র্‌তে লাগলো এবং তার পর তার সঙ্গে মদ খেয়ে তাঁর চক্ষের উপরেই আমোদে মত্ত হ'লো। এই ব্যাপার দর্শনে সরলা রাজবালার এমনি মনোজ্বালা হলো যে, তিনি ঘৃণা ও রাগ না দেখিয়ে আর থা'ক্‌তে পা'ল্লেন না। তখন ঐ যুবার মনে এই আশঙ্কা হ'লো যে রাজকন্যা অবশ্যই এর প্রতিশোধ তুল্‌বেন।

গিরি। তার পর, তার পর?

হেমা। তার পর প্রিয়সখি! ব'ল্‌তে বুক ফেটে যায়, ঐ অমানুষ যুবা সরলা রাজবালাকে প্রাণে মা'র্‌তে স্থির ক'ল্লে! হায় সখি, সেই রাত্রেই দুরাত্মা সেই দুরভিসন্ধি সাধন ক'ল্লে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত ক'রে রাজকন্যা ম'রে গেছেন ভেবে একটা সিন্ধুকে পূরে কেল্লার বাহিরে ফেলে দিয়ে এলো!"

গিরি। ভাই আর শুন্‌তে পারা যায় না, আমার কান্না আ'স্‌ছে! হা রাজনন্দিনি! কেন তুমি এমন অপাত্রে তোমার যৌবন-রত্ন সমর্পণ ক'রেছিলে! যেমন কেউ অন্ধকার ঘরে রজ্জু ভ্রমে সাপের গায়ে হাত দেয়, হায়, তেমনি তুমি সঙ্গোপনে এই অমানুষকে ভালমানুষ মনে ক'রে স্পর্শ করেছিলে। জল যেমন অধস্তল হ'তে বাষ্প হ'য়ে উঠে, তার পর মেঘরূপে গিরিরাজের মাথায় গে ব'সে তাকে বজ্রের দ্বারা আঘাত করে, এ যে সেইরূপ! অট্টালিকা আপনার মস্তকে বট বৃক্ষকে স্থান দেয়, আবার ঐ বৃক্ষ কালে তার বিনাশের মূল হয়ে পড়ে, এও তাই! (ক্ষণ মৌনের পর) কেন, ভাই, ঐ যুবা এমন রূপের ডালি রাজনন্দিনীকে পেয়ে তাঁকে এত অশ্রদ্ধা ক'ল্লে; এবং আবার এক কুরূপাকে এত ভালবা'স্‌লে? এর মানে কি?

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

১। হিন্দুদর্পণ।

পাক্ষিক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। আমরা ইহার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। লেখা মন্দ হইতেছে না। পদ্যগুলিও সরস। যদি এইরূপ চলে, তবে ভবিষ্যতে উপকারে আসিতে পারে।

২। নবন্যাস।

অথবা " আমার এক মজার কথা!! অতি আশ্চর্য্য। শ্রীকানাই লাল সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।" ইহার ভাষা " আমার গুপ্ত কথার" ন্যায়। ইহা নামে যেমন, কাজে তেমন নয়। ইহাতে বিশেষ দোষ গুণ কিছুই দেখিলাম না। মধ্যে মধ্যে " গুপ্ত কথার " ভাবরসের অল্প অল্প আভাস পাওয়া যায়।

৩। ভারতী দুঃখিনী। (রূপক নাটক)

শ্রীহারাণ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তক

খানি পড়িতে পড়িতে আমরা অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। ইহার রচনা কৌশল, কল্পনা চাতুর্য্য ও শব্দবিন্যাসাদিই যে তাহার কারণ, তাহা নহে। তবে কিনা পড়িতে পড়িতে জন্মভূমির পূর্ব্ব, বর্ত্তমান এবং ভাবী অবস্থা যুগপৎ স্মরণ পথে উদিত হইয়া নয়নাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে।

পুস্তকখানি আগা গোড়া রূপকে লিখিত। অর্থাৎ ভারতী, বঙ্গসুন্দরী, অযোধ্যা, মদ্রবলা মালবিকা, রাজবালা প্রভৃতি ইহার নায়িকা। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে যেমন মানসিক বৃত্তি সমূহকে লইয়া বৃহৎ রূপকের সৃষ্টি, ইহাতেও সেইরূপ প্রদেশ কয়েকটীকে কন্যা করিয়া ভারত জননীর দুঃখের কাহিনী বিবৃতির চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু গুণপক্ষে তুলনা করিলে জগদ্বিখ্যাত প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের নাম উল্লেখ করাই অন্যায় হইল। গ্রন্থকর্ত্তার ইতিহাস-জ্ঞান এবং স্বদেশানুরাগ যেরূপ প্রশংসিত রূপে বলবৎ, নাটক বা রূপক রচনার ক্ষমতা যদি তাহার চতুর্থাংশের একাংশও থাকিত, তবে বড় সুখের সংঘটন হইত। নাটকের প্রধান প্রয়োজনীয় গুণ তিনটী অর্থাৎ কল্পনা, চরিত্রচিত্র ও ঘটনা বৈচিত্র্য বেশী পরিমাণে এ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। কল্পনার মধ্যে ভারত ও প্রদেশ কয়েকটীকে মানবী আকারে সাজানো, পরস্পরের দেখা করানো এবং দুঃখের কথা কহানো; ইহাই মাত্র গ্রন্থকর্ত্তার নির্ম্মাণশক্তির সীমা, তেজস্বিনী কল্পনা ও প্রতিভা থাকিলে ঐ টানা পড়িয়ান মধ্যে এমন বিচিত্র বুনানি হইতে পারিত, যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই বিমুগ্ধ ও উত্তেজিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তজ্জন্য অযোধ্যার রাজবালা ও বঙ্গনন্দিনী প্রভৃতির পৃথক্‌ চরিত্রচিত্র ও তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ আলাপ সম্ভাষণ সম্বন্ধে ঘটনা বৈচিত্র্য নিতান্ত আবশ্যক। দুঃখের বিষয় এ গ্রন্থে তাহা বড় নাই। কেবলই একঘেয়ে কান্না।

তৎপরে রচনা-চাতুর্য্য আবশ্যক। তাহাও এমন কিছু ভাল নয়। তবে যে আমরা কাঁদি, সে কেবল বিষয়ানুরোধে। যে বিষয়ে যে ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসুক, সে বিষয় সম্বন্ধে সে বালক। অর্থাৎ যে বিষয়ে হৃদয় অতিশয় আকৃষ্ট, তাহার আলোচনা (যেরূপেই হউক) হইবামাত্রই তাহার ভাবোল্লাস হইয়া থাকে। এমন অনুরক্ত ভক্ত অনেক আছে, যে, কীর্ত্তন দূরে থাকুক, খোল বাজিবামাত্রই দশা প্রাপ্ত হইয়া ঢলিয়া গলিয়া পড়ে। যে ভারতের দুঃখের কথা অহর্নিশি আমাদের জপমালা, তাহা কি সরল বর্ণনা, কি রূপক, কি লেখা, কি বক্তৃতা, কি কথোপকথন, কি গান, কি গদ্য, কি পদ্য, কি কালিদাসী কল্পনা, কি বরুচির নীরস বর্ণনা, যেখানে যে সূত্রে যে ক্ষণেই বা হউক, শুনিলে কি পড়িলেই আ'জ্‌ কা'ল্‌ সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। ফলতঃ জন্মভূমির ঐরূপ কথায় সকলের মনই নাচিয়া নাচিয়া মাতিয়া উঠিতে উদ্যত প্রায়, এমন সময় হাতে হাতকড়ি ও পায় বেড়ির শৃঙ্খলগুলি বাজিয়া উঠিয়া অধীনতা স্মরণ করাইয়া দেয়—যেন ঠিক এই রূপ বলে;—

—কোথা যাও—কেন ঊর্দ্ধে চাও—উড়িতে কি চাও?
আমি আছি—এই লৌহ কাছি—দেখিতে না পাও!

সে যাহা হউক—পরে সাধ্য স্মরণ করিয়া যাহাই হউক, কিন্তু প্রথমে তো হৃদয় তন্ত্রীর শত তার বাজিয়া উঠে। " ভারতী দুঃখিনী " পাঠে তাহাই হয়। অন্ততঃ এজন্যও এই গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ করা ভাল! ফলতঃ গ্রন্থকর্ত্তাকে একজন স্বদেশহিতৈষী বন্ধু জানিয়া প্রেমালিঙ্গন করি! তবে তাঁহার রুচির এই দোষ দিই, যে, রূপক নাটকাদি না লিখিয়া তিনি যদি অন্য রূপে স্বকীয় ইতিহাস-

জ্ঞানের এবং স্বদেশানুরাগের ব্যবহার করেন, তবে যথার্থ উপকারে লাগিতে পারে। ভরসা করি, এই বাক্যে আমাদের উপর বিরূপ না হইয়া বরং তদনুসারে কার্য্য করিয়া দেখুন, অধিক সফল হয়েন কিনা?

৪। বঙ্গ মহিলা।

" মাসিক পত্রিকা। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সভা হইতে প্রকাশিত।" আমরা এই মাসিক পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। ইহার ব্যা[illegible]শ্য অতি মহৎ। অদ্যাপি পুর-মহিলাগণের সুপাঠ্য পুস্তক পত্রিকাদির সংখ্যা এত অল্প, যে, ইহার অভ্যুত্থান দর্শনে আমরা দেশের পরম অভ্যুদয় জ্ঞান করিতেছি। ভাষা ও বর্ণনার বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কলিকাতাস্থ বিখ্যাত-নামা লেখকগণ যখন ইহার লৈপিক সাহায্যে মুক্ত-হস্ত, তখন ইহা যে একখানি অতি সুললিত ও সদুপদেশক পত্রিকা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রথম সংখ্যার তাবৎ বিষয়ই উৎকৃষ্ট—রচনাও উত্তম হইয়াছে; বিশেষতঃ বঙ্গমহিলা ইত্যাখ্যাত কবিতাটী অতি সরস, সদুপদেশক ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। সর্ব্বশুভদাতা জগদীশ্বর সমীপে আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রার্থনা করি।

৫। মধুকর।

" সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্র ও সমালোচন।" আমরা ইত্যভিধেয় এক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড পাইয়াছি। কলেবর ৮ পেজি ফরমার এক ফরমা। ইহার লেখা মন্দ হইতেছেনা। অমিত্রাক্ষর পদ্যটী সরস বটে। বোধ হয়, উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে এখানি একখানি উত্তম পত্রিকা হইতে পারে। অতএব ইহারও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

৬। সম্মিলনী।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা। ইহার প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি। তেঁওথা হইতে সম্পাদিত এবং ঢাকা গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহারও রচনা কৌশল উত্তম। মফঃস্বল হইতে এরূপ পত্রিকা যতই প্রকাশ পায় ততই ভাল। এজন্য ইহারও দীর্ঘ জীবন ইচ্ছা করি।

৭। প্রতিবিম্ব।

" মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।" আদ্যন্ত পড়িয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এই ক্ষুদ্রায়ত পুস্তিকা মধ্যে যে কয়টী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, সকলগুলিই উপকারী ও লেখকের চিন্তাশক্তির উত্তম পরিচায়ক। পদ্য কয়টীতে কল্পনা ও লিপিচাতুর্য্য জাজ্বল্যমান। দোষ দুই একটী যাহা আছে তাহা যৎসামান্য; এজন্য তদুল্লেখ দ্বারা নিরুৎসাহ করিতে চাহিনা। এই পত্রখানিরও দীর্ঘ জীবন সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি।

৮। সমালোচক। (প্রহসন)

সাময়িক ও সংবাদ পত্রে যে সব সমালোচনা বাহির হয়, তাহার প্রতি শ্লেষ উদ্দেশেই এই প্রহসনখানি রচিত হইয়াছে। লেখকের নাম নাই। পুস্তকখানির গুণ আছে, কিন্তু নাম পড়িয়া ও উদ্দেশ্য বুঝিয়া যত দূর আশা করিয়াছিলাম, তত নৈপুণ্য দেখিলাম না। লেখক মহাশয় সম্পাদকগণের প্রতি যে সব অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কতক সত্য, কতক অতি-বর্ণিত। ফল কথা, ইহাতে অধিকাংশ সমালোচকের স্বরূপ বর্ণনা প্রকটিত হইয়াছে বটে। কিন্তু সকলকেই এক গর্ত্তে গাড়িয়া ফেলাতে সত্যের অপহ্নব ও বিবেচনার ক্রুটী বই আর কি বলিব? এমন কি হইতে পারে, যে, ভাল পুস্তককে সকল সম্পাদকই মন্দ বলিয়া

থাকেন? অথবা একজন মন্দ বলিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহার পুচ্ছ ধরিয়া বা সেই ডাকে শৃগাল-ডাক ডাকিয়া যাইবেন? এরূপ বর্ণনা কি অনৃত বর্ণনা নয়? ইহা কি কোনো কালে কোনো সমাজে সম্ভব হইতে পারে? "গাঁ সুদ্ধ এক ঘ'রে।" সুরুচিবান, সূক্ষ্মদর্শী ও সদ্বিবেচক লেখক হইলে এমন সিদ্ধান্ত কখনই করিতে পারিতেন না।

যে কারণে নৈপুণ্যের খর্ব্বতা বলিয়াছি, তাহা এই;—সুনিপুণ লেখক হইলে দুই দিগ দেখাইতেন। সকল বিষয় ও সকল পদার্থেরই শ্বেত কৃষ্ণ দুই দিগ আছে। যেমন ভাল গ্রন্থ সমালোচকের দোষে মন্দ রূপে পরিচিত হইয়া পড়ে, তেমন মন্দ গ্রন্থও সেই কারণে ভাল বলিয়া প্রথমে চলিয়া যায়। লেখক যেমন প্রথমের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ব্যস্ত—অতি ব্যস্ত হইয়াছেন, তেমনি দ্বিতীয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিলে পুস্তকের গুণাধিক্য হইত। কিরূপে ভাল গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তা (বিখ্যাত হইবার পূর্ব্বে) ম্লান বদনে সম্পাদকগণ সদনে নিজের নব প্রচারিত পুস্তক হস্তে আস্তে আস্তে বিনীত বচনে সানুকূল সমালোচনার জন্য সকাতর প্রার্থী—কিরূপে বহু মাস ধরিয়া গতায়াত ও লালায়িত হওনের পর বড় সম্পাদক মহাশয় হেলায় শ্রদ্ধায় ভিক্ষুক বিদায় স্বরূপ পুস্তকের এ পাত ও পাত উল্টাইয়া দুই চারি ছত্র, (যাহা মনে আইসে) পত্রস্থ করেন—তজ্জন্য কিরূপে সেই উপাদেয় গ্রন্থের প্রথমে ঘোর ব্যাঘাত, শেষে কিন্তু মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় তাহার প্রতিভা বিকাশ ও বহুল প্রচার হয়, এই ক্রমগুলি সম্যগ চিত্র করিয়া তুলিতে পারিলেই যথার্থ সুনিপুণ লেখকের শ্রেণীতে তিনি গণ্য হইতে পারিতেন।

ও পক্ষে আবার, কিরূপে মন্দ গ্রন্থ উচ্চপদস্থ হইয়া পড়ে—কিরূপে বড় লোকের সহায়তায় বা অন্যবিধ অনুরোধ প্রভৃতি হেতু প্রেরিত হইয়া বড় বড় সম্পাদকগণ (ছোট ছোট সম্পাদকেরা তত সাহস করিতে পারেন না) অসার অপদার্থ গ্রন্থের আলোচনায় দুই তিন দীর্ঘ স্তম্ভ লিখিয়া বর্ণনা চাতুর্য্য দ্বারা তাহার রসমাধুর্য্য ও মহিমা প্রাখর্য্য আশ্চর্য্য ও অনিবার্য্য রূপে বাড়াইয়া প্রচার-সাহায্য করেন, ইত্যাদি স্বাভাবিক চিত্রগুলি কল্পনা তুলিতে আঁকিতে পারিলে লেখককে সুনিপুণ লেখক ও মহোপকারক লেখক রূপে পূজা করিতাম।

লেখক গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন "হে সমালোচকগণ! তোমরা কি সম্পাদক পদে ব্রতী হইয়া উৎসাহ দিতে শিক্ষা কর নাই?"

এ আক্ষেপ তিনি কোনো কোনো সমালোচকের উদ্দেশে করিতে পারেন বটে, কিন্তু সমুদয় পত্রিকা ও পত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্টতঃ অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সদ্বিবেচনা ও সত্যের মান হরণ করিয়াছেন। কোনো কোনো সমালোচক অবশ্যই উৎসাহ দিয়া থাকেন। অন্যান্য সমালোচক কবে কি উপলক্ষে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমরা যে সর্ব্বদা তাহা করিয়া থাকি এবং আমাদের অন্তঃকরণে সে ভাব যে সর্ব্বদাই জাগরুক আছে, তাহা মধ্যস্থের নিয়মিত পাঠক মাত্রেই জানেন। গ্রন্থকার এই পত্রের নিয়মিত পাঠক না হইবেন, এই জন্যই মধ্যস্থকেও আসামীর দলে ফেলিয়াছেন।

প্রত্যুত আমরা বিলক্ষণ জানি, যে, নূতন দীর্ঘিকা পূরাইবার জন্য খাল, বিল, পঙ্কিল খানা প্রভৃতি যেখান হইতে হউক, জল আনিয়া সরোবর পূর্ণ করা আবশ্যক। পরে তাহা কিছু কালে থিতিয়া (স্থিতিয়া) আপনা হইতেই নির্ম্মল বারিতে

পরিণত হয়। এখন আমাদের সাহিত্য জলাশয়ের অভিনব খাদ, এখন কি পড় বন্ধ করিতে আছে— এখন উৎকৃষ্ট জলের আশা করা বৃথা—এখন উত্তম, অধম ও মধ্যবিধ নানা প্রকার বা যত প্রকার পুস্তক (অশ্লীলাদি গুরু দোষ বর্জ্জিত) প্রকাশ পায়, ততই ভাল—এখন অবারিত হওয়া চাই— এখন যন্ত্রালয়গুলি তৎপর থাকাই শ্রেয়ঃ—এখন কতকগুলি হইলেই হইল ! পরে ভাল মন্দ বাছনি হইবে—সমালোচকের কঠোর হস্তে জঙ্গল কাটা পড়িবে—সুমালির যত্নে উত্তম উত্তম মেওয়া বৃক্ষ জন্মিবে ও লালন পালন পাইবে ! কোনো নূতন ঔপনিবেশে যেমন অধিকারীর পদ, মর্য্যাদা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ভাবাদি দেখা অনুচিত, প্রথমে কতকগুলা স্ত্রী পুরুষ (যে সে জাতীয় হউক) বসাইতে পারিলেই হইল—অধিবাসী বেশী হইলে তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির প্রচলন কর্ত্তব্য—আমাদের নবোত্থিত সাহিত্য দ্বীপেও সেই প্রকরণ অনুকরণ করা আবশ্যক। এখন পুস্তক প্রণয়নে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া চাই। মন্দ পুস্তক বাহির হইতে হইতে তাহারি মধ্যে ও তাহারি সঙ্গে ভাল পুস্তকও বাহির হইবে। মণ্ডার গাছ লিখিয়া হাত সরাইতে সরাইতে ক খ গ ঘ বর্ণগুলিও বাহির হইতে পারিবে !

ইহা আমরা জানি—জানি বলিয়াই নিতান্ত কাঠিন্য সহকারে বিচারাসনে উপবিষ্ট হই না— মধ্যস্থের সমালোচনা স্তম্ভগুলি ভাল রূপে দেখিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানানুসারে যাহাকে মন্দ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে নিতান্ত উৎসাহ দিয়া সমাজের অনিষ্ট করিতে পারি না। দোষ গুণ বিচার করিতে বসিলেই যথা জ্ঞান সত্য বলা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

অপিচ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, সুনাম বিশিষ্ট গ্রন্থকারের গ্রন্থ না হইলে সমালোচকের হাতে প্রাণ যায়। ইহা আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ নয়—সর্ব্বত্রও নয়। কেননা, কখনো যাহার নাম কেহ জানিত না, এমন প্রথম লেখকের প্রশংসাবাদ বহু সমালোচক যে করিয়া থাকেন, তাহা অনেক দেখাইতে পারি। লেখক যাহা লিখিয়াছেন, যদি তাহাই হইত, তবে পূর্ব্বে যিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ নন, এমন কেহই তো জন্মে কখনো প্রতিষ্ঠা ও নাম পাইতে পারিতেন না। দীনবন্ধু বাবু, বঙ্কিম বাবু অথবা মাইকেল মহাশয় কি পূর্ব্বে নাম বিশিষ্ট ছিলেন ? তাঁহাদের প্রথম পুস্তক দেখিয়াই কি সমালোচকেরা যথোচিত প্রতিষ্ঠাবাদ করেন নাই ? এরূপ সরাসরি এবং এক সাপটের অভিযোগ নিতান্ত নিরাশ গ্রন্থকার ব্যতীত অন্যের দ্বারা সম্ভবে না !

আলোচ্য প্রহসনখানির মধ্যে ঐ অতি-বর্ণনা থাকিলেও এবং উক্তরূপ উচ্চ শ্রেণীর নৈপুণ্য না দেখিলেও ইহাকে অধম প্রহসন বলিতেছি না— মধ্যবিধ গুণ বিশিষ্ট ও ইষ্টদায়ক গ্রন্থ বলিয়াই পাঠকগণকে তৎপাঠক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

৯। ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা।

মাসিক। ১ম কল্প—১ম সংখ্যা। হরিনাভি গ্রাম হইতে প্রকাশিত; তত্রত্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া যন্ত্রে যন্ত্রিত; শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল বসু বর্ম্মণঃ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। লেখকশ্রেণীতে কয়েক জন সুশিক্ষিত ও আর্য্য শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণের নাম দৃষ্ট হইল। উক্ত গ্রামে "ভারতবর্ষীয় আর্য্য সভা" নামে একটী সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে। "আর্য্য ধর্ম্মরক্ষা ও প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য।" সেই সভা হইতেই এই পত্রিকার জন্ম। পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য এই কয়টী কথায় অভিব্যক্ত হইতেছে;—

"[কায়স্থ বর্ণ, ব্রহ্মকায়বিনির্গত চিত্রগুপ্ত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এবং ক্ষত্রিয়াচার ও ক্ষত্রধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া ক্ষত্র বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমুদয় ক্রমশঃ অনুবাদ সহিত উদ্ধৃত হইবে।]"

উক্ত সভার কোনো কোনো সভ্য বা অনুষ্ঠাতা মহাশয়গণের সহিত আমাদের আলাপ আছে। তাঁহাদের কেহ কেহ যে মহোদ্যমশালী, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সূত্রান্তর হইতে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বর্ণ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদিও বা তাহাতে কাহারো কিছু সন্দেহ হইত, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র হইতে সপ্রমাণ হইলে কাহারো আর সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে এই পত্রিকা যে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ করি না। পূর্ব্বে বিখ্যাতনামা বাবু রাজনারায়ণ মিত্র মহোদয় "কায়স্থ কৌস্তুভ" নামা তিন খণ্ডময় পুস্তকে এ বিষয় একবার প্রমাণসিদ্ধ করিয়াছিলেন। অধুনা শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র মিত্র মহাশয় "কায়স্থসংহিতা" নামে যে পুস্তক আমাদের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করাইতেছেন, তৎপাঠে কায়স্থ বর্ণ যে ক্ষত্রিয়, ইহাতে আর কোনো সংশয়ই রহিবে না। তাহার উপর আবার এই পত্রিকা। সুতরাং অনভিজ্ঞ লোকে বঙ্গদেশের (ব্রাহ্মণ ব্যতীত) সর্ব্ব প্রধান ও সুমহৎ বংশ কায়স্থ জাতিকে কেহ বা শূদ্র, কেহ বা কাহার, যাহার যাহা মনে আসিত, সে তাহাই যে বলিত, এত দিনে সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত স্বর্ণহিতৈষী ও স্ববংশের মর্য্যাদা রক্ষক• উপযুক্ত মহোদয়েরা শাস্ত্ররূপ শস্ত্রপাণি হইয়া অনুসন্ধিৎসা রণক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াতে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতেছেন। ভরসা করি, কায়স্থ মাত্রেই—বিশেষতঃ ধনী কায়স্থ মাত্রেই তাঁহাদের সাধু উদ্যমের সাহায্যদাতা হইয়া আমাদের কুলগৌরব সমর্থন করিবেন।

১০। যন্ত্রোদ্ধৃত জলশুদ্ধি।

"এতদ্বিষয়ক বিচার। ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভার সভাপতি রাজশ্রীকমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রণীত।" অর্থাৎ আর্য্য ধর্ম্মানুসারে কলের জল শুদ্ধ কিনা, তাহারই সর্ব্বাঙ্গীণ বিচার। তজ্জন্য নিম্নলিখিত সাতটী প্রশ্নের উত্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেকের তন্ন তন্ন আলোচনা ও বহু বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং বিশুদ্ধ তর্ক ও অকাট্য যুক্তি নিচয় সাহায্যে উত্তম মীমাংসা করা হইয়াছে। প্রশ্ন বা আলোচিত বিষয় কয়টী এই;—

১ম। জল নিত্য পবিত্র অর্থাৎ স্বভাবতঃ পবিত্র কিনা ?

২য়। জল যদি স্বভাবতঃ পবিত্র হয়, তবে কি কি কারণবশতঃ জলের অপবিত্রতা জন্মে ?

৩য়। কারণ বশতঃ যে জলের অপবিত্রতা জন্মে, তাহা পুনঃ পবিত্র হইবার উপায় আছে কিনা ?

৪র্থ। শাস্ত্রে জলের অশুদ্ধতা প্রতি যে যে কারণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল কারণাধীন কি সকল প্রকার জলই অপ [illegible] না তাহার কোনো ইতর বিশেষ আছে ?

৫ম। স্বভাবতঃ পবিত্র বারির লক্ষণ কি ? এবং কোন্ কোন্ জলই বা দোষ দ্বারা দুষ্ট হয় না ?

৬ষ্ঠ। শাস্ত্রে যন্ত্রোদ্ধৃত বারি ব্যবহারের কোনো বিধি নিষেধ আছে কিনা ?

৭ম। গঙ্গাজলে স্পর্শাদি দোষ কত দূর বিচার্য্য ?

অনেকের মনে তর্ক উঠিতে পারে, যে, যখন নগর শুদ্ধ লোকে যন্ত্রোদ্ধৃত জল ব্যবহার করিতেছে, তখন আর এ পুস্তক প্রচারের প্রয়োজন কি ? আমরা বলি বিশেষ প্রয়োজনই আছে। এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত, যে, কলের জলের প্রসাদে

অস্বাস্থ্যময়ী নগরী পরম স্বাস্থ্যদায়িনী হইয়াছে। অপর সাধারণ সকলেই এক বাক্যে বলিয়া থাকে, জলের জন্য যে কর দেওয়া যায় তাহা সার্থক—এ কর নিতান্ত সুখাকর! অর্থাৎ কলের জলে লোকের সুখ, সুবিধা, স্বাস্থ্য যে কত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কোনো কারণে, বিশেষতঃ অমূলক ধর্ম্মনাশ ভয়ে, এমন জল ব্যবহারের ভোগ সুখে কেহ যদি বঞ্চিত থাকে, তবে যার পর নাই দুঃখের বিষয়। তদবস্থায় সুদ্ধ যে সেই কুসংস্কারাবিষ্ট ধর্ম্মভীরু লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, এমন নয়। তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা দোষে কলুষিত বারি ব্যবহারজনিত কোনো সংক্রামক রোগ যদি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে, তবে "রাবণের দোষে যেন সাগর বন্ধন" হইয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ সেই ব্যাধি যন্ত্রোদ্ধৃত জীবন-পায়ীদের জীবন হরণের কারণ হওয়াও সম্ভব। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি কলে জল আসিবার পর বহু দিবস পর্য্যন্ত অনেক বাটীর কর্ত্তা কর্ত্রী পক্ষীয়েরা সেই জল ব্যবহার করিতেন না। পরে উক্ত সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গগত ৺ রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের যত্নে সভা হইতে কলের জলের পরিশোধনের ব্যবস্থা বাহির হইলে তাঁহাদের অনেকে তাহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও সকলেই প্রবুদ্ধ হয়েন নাই। বিশেষতঃ অসারবুদ্ধি দুই এক জন অতিরিক্ত ধার্ম্মিকাভিমানী পণ্ডিত মহাশয়েরা সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভার মত বিরোধে ব্যবস্থা প্রকটন করাতে অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া উক্ত বারি ব্যবহারে বিরত হইলেন। ইহাতে বিশেষ অনিষ্টই ঘটিতেছিল। পূর্ব্বে যখন ঐ সভা ঐ ব্যবস্থা দান করেন, তখন এমন কোনো বিশেষ প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ করেন নাই, যাহাতে ধর্ম্মভীরু সামাজিকগণ এক কালে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন। কাজেই আংশিক বই সম্পূর্ণ রূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও অনিষ্ট নিবারিত হয় নাই। অতএব হিন্দু-কুলগৌরব বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীমান রাজা কমলকৃষ্ণদেব বাহাদুর উপযুক্ত সময়ে উপযুক্তরূপ বিচার পুস্তক প্রকটন করাতে যে অসীম উপকার হইল, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, যে, এই পুস্তক কি কিতাবতী, কি পণ্ডিত, যে কেহ পড়িবেন, তাঁহারই মন হইতে কলের জলের প্রতি যত কিছু প্রতিকূল সংস্কার তাহা বাত্যাতাড়িত কার্পাসবৎ দূরে উড়িয়া যাইবে, সন্দেহ মাত্র নাই। এবং যিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তকের রচনা কৌশলে লক্ষ্য ও ভূমিকা ভাগটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই অম্লান বদনে রাজা বাহাদুরের গম্ভীর চিন্তাশীলতা, বিশাল শাস্ত্র জ্ঞান, চমৎকার তার্কিকতা, দূরদর্শিতা এবং স্বদেশহিতৈষিতার কথা স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ সচরাচর পণ্ডিতি ব্যবস্থা বিচার বা পুস্তক যেরূপ হইয়া থাকে, ইহা তাহা নহে—ইহা ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষিত ও অধিকারী ব্যক্তিরও সুপাঠ্য ও উপদেশক হইয়াছে। এই পুস্তক হইতে কোনো কোনো অংশ, বিশেষতঃ ভূমিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে তাহা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। ভরসা করি, আমাদের যে সকল পাঠক এরূপ বিষয়ের অনুরাগী, তাঁহারা যেন আপনারা একবার পুস্তকখানি আদ্যন্ত পড়িয়া দেখেন। পুস্তকের তো মূল্য নাই—বিনা মুল্যে বিতরিত হইতেছে—ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিবেন। হয় রাজা বাহাদুরকে, নয় আমাদিগকে লিখিবেন, আমরা আনাইয়া পাঠাইয়া দিব। কিন্তু যদি আমাদিগকে লিখেন, তবে যেন প্রার্থনা-পত্র মধ্যে এক আনার ষ্ট্যাম্প একখান থাকে!

মধ্যস্থ সম্বন্ধে নিয়ম।

মধ্যস্থের মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	৩	তিনি টাকা।
ঐ ষাণ্মাসিক	১৸০	সাতসিকা।
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক	৪	চারি টাকা।
কোনো এক সংখ্যা	।৵০	ছয় আনা।

১। অগ্রে মূল্য না পাঠাইলে কাহারো নামে কাগজ যাইবে না।

২। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা কোন্ সময় হইতে কাগজ লইবেন, অনুগ্রহ করিয়া স্পষ্ট লিখিবেন।

৩। মনি অর্ডার, হুণ্ডি, বরাতচিঠি, করেন্সি নোট, নগদ টাকা বা অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কেহ যেন মূল্য না পাঠান। অর্দ্ধ আনার বেশী মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে প্রতি টাকায় এক আনা হারে ডিস্কৌণ্ট দিতে হইবে। মূল্য ও মনিঅর্ডার প্রভৃতি আমার নামে প্রেরিতব্য।

৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি ছত্র /১০ দেড় আনা মাত্র। বেশী স্থান লইলে বা বেশীবার হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।

শ্রীবিজয়কুমার বসু।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

১২৭৯।৮০।৮১ সালের মধ্যস্থ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকারে বদ্ধ হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য প্রতি খণ্ড ৩ তিন টাকা; মাসুল আট আনা।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অক্ষয়কুমার বসু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হওয়াতে মদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বিজয়কুমার বসু কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন। শ্রীমধ্যস্থ।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুগোবিন্দ সেন	মাথাভাঙ্গা	৩_
,, যদুনাথ ঘোষাল	জামালপুর	৩_
,, অম্বিকাপ্রসাদ গর্গ	নাওগাঁ	৩_
,, শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়	পালামো	৫_
,, কৈলাশচন্দ্র মৈত্র	ধুবড়ি	৩।/১০
,, শীতলপ্রসাদ দাস	নাগেশ্বরী	২৷৷০
,, প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিয়াবর	৬_
,, প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়	বহুবাজার	১_
,, উমাচরণ মল্লিক	শুঁড়িপাড়া	১৸০
,, শশীভূষণ বসু	ভবানীপুর	১৸০
,, গোপালচন্দ্র মজুমদার	ট্রেজরি	।০
রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর	সুসঙ্গ	৫_
সেখ গোলাম রসুল খাঁ	সিরাজগঞ্জ	৩_

REGISTERED NO. 43.

সতীনাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

"BABOO MANOMOHANA BASU, who is the author of the *Ramabhishaka-Nataka* and *Pranaga Porikha*, has made another accession to the dramatick literature of Bengal. The Third drama is entitled the *Sati-Nataka*. Our author dramatizes the well-known mythological story of the Daksha-Jajna, and dwells on the virtues of Sati—the beau idial ef Hindu conjugal faithfulness. Babu Basu's drama is above the level of ordinary Bengali dramas. He seems to us to possess considerable dramatick power; and as the present work is superior to the two first, we have no doudt he will go on improving till he gives us a play of sterling merit." *Bengal Magazine, July* 1874.

প্রেস ও অক্ষর বিক্রয়।

একটা উত্তম লৌহ যন্ত্র; বিহারীর দেবনাগর ইংলিস; কৃষ্ণচন্দ্রের দেবনাগর গ্রেট; রামচন্দ্রের বাঙ্গলা স্মলপাইকা অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে। অক্ষরগুলি প্রায় নূতন। মূল্য সুলভ। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিবেন।

নূতন পুস্তক।

কাশ্মীর-কুসুম।

অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ। কাশ্মীরবাসী সদ্বিদ্বান বাবু রাজেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে কাশ্মীরের বহুতর আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ও শিল্পজ পদার্থ সমূহের এবং আচার ব্যবহার রাজনীতি ইত্যাদির বিবরণ অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় দেশ ভ্রমণ বিষয়ের এমন উপাদেয় গ্রন্থ (অননুবাদিত আদি গ্রন্থ) আর দৃষ্ট হয় না। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে যন্ত্রিত হইতেছে, দুই সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশ পাইবে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাসুল আন্দাজ ৶০ তিন আনা।

দ্বৈপায়ন যন্ত্র বিক্রয়।

উক্ত নামে ঠন্ঠনিয়া চোর বাগানের মোড়ে যে এক প্রেস ছিল, তাহা মায় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষর এবং বিবিধ সরঞ্জাম বিক্রয় হইবে। ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়ের ভবনে তত্ত্ব করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ।

2.DELY LUCKNOW JUN 13

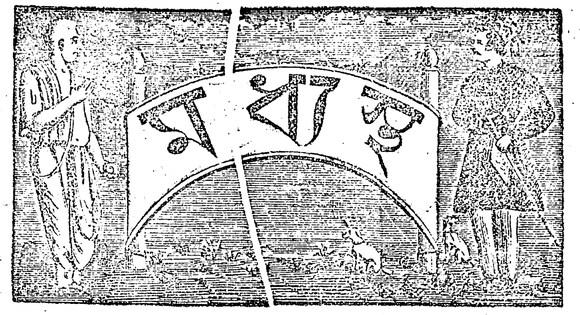

মাসিক পত্র।

নবীনভাবাচ্চপলান্নবান্নবেহযবীয়সোহপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

৪র্থ ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ, ১২৮২ সাল। [২য় সংখ্যা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বঙ্গ-রহস্য	২৫
স্তোত্র	৩১
নূতন বিরহিণী	৩৩
চক্রবাকী	৩৪
শর্ম্মণ্য দেশে শর্ম্মণঃ	৩৫
প্রকৃতি পর্য্যালোচনা	৪০
ডুলীনের আশ্চর্য্য জীবন	৪২
প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি	৪৭

কলিকাতা—৩০ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

মূল্য অগ্রিম বার্ষিক (মাশুল সম্বলিত) তিন টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিগত চৈত্রের মধ্যস্থ প্রকাশ কালে আমরা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, যে, গত কার্ত্তিক হইতে নানা কারণে প্রায়এক মাস করিয়া মধ্যস্থ প্রচারে যে বিলম্ব হইয়া আসিতেছে, আগামী বৈশাখ হইতে যাহাতে সেরূপ না হয়,তাহার বিশেষ চেষ্টায় রহিলাম। কিন্তু মনুষ্যের কার্য্য যে দৈবাধীন (ইচ্ছাধীন নয়), তাহার আর সন্দেহ নাই। বৈশাখের মধ্যস্থ বাহির করিতে না করিতে আমরা এমন পীড়িত হইলাম,যে, সার্দ্ধ দ্বিমাসকাল লেখনী ধারণের ক্ষমতা মাত্র রহিল না। কাজেই ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধে এক মাসের পরিবর্ত্তে দুই বা আড়াই-মাস করিয়া মধ্যস্থ পশ্চাদ্গামী হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা ঈশ্বরানুকম্পায় আমাদের দেহ পূর্ব্বাপেক্ষাঅনেক সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হওয়াতে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা বাহির করিতে সমর্থ হইলাম। মানস আছে, পরবর্ত্তী সংখ্যা গুলি শীঘ্র শীঘ্র প্রকটনদ্বারা সাময়িক ত্রুটী অগৌণে সংপূরণ করিয়া দিব। আষাঢ় ও শ্রাবণের সংখ্যা একত্রে এবং ভাদ্র ও আশ্বিনের পত্র এককালে বাহির করিতে পারিলে শারদীয়া পূজার মধ্যেই সে মানস (যদি আর কোনো দৈব বিড়ম্বনা বিঘটিত না হয়) সিদ্ধ হইতে পারে। ভরসা করি আমাদের অনুগ্রাহক গ্রাহক ও পাঠক মহাশয়েরা এই কথাটী স্মরণ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, যে, যে সকল প্রকাশ্য পত্র কেবল এক হস্তের সম্পাদনের উপর অধিক নির্ভর করে, কখনো কখনো তাহাদের অনিয়ম অপরিহার্য্য। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীমধ্যস্থ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমরা পুনঃপুনঃ নিবেদন জানাইতেছি, যে, যাঁহাদের নিকট মূল্যবাকী রহিয়াছে এবং, যাঁহারা ১২৮২ সালের মূল্য এখনও দেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহা পাঠাইবেন।

পুস্তক বিক্রেয়।

(মনোমোহন বসু কৃত)

	মূল্য।	মাসুল।
রামাভিষেক নাটক (৩য় মুঃ)	১ৢ	৵০
প্রণয় পরীক্ষা নাটক (২ য় মুঃ)	১ৢ	৵০
সতীনাটক	১ৢ	৵০
হরিশ্চন্দ্র নাটক	১ৢ	৵০
পদ্যমালা, ১ম ভাগ (শ্রেণী পাঠ্য)	৵০	৴০
বক্তৃতা মালা	॥৵০	৵০
হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক	৷৵০	৴০
নাগাশ্রমের অভিনয় (কেঁড়েল কৃত প্রহসন)	॥০	৴০

মধ্যস্থ যন্ত্রালয়, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় এবং চিনাবাজার, পটলডাঙ্গা ও বটতলা প্রভৃতি সর্ব্ব স্থানের প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গ-রহস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দয়াল-বংশ।

বর্গির হাঙ্গামার সময় দয়ালগড় যথার্থই দয়াল-গড় হইয়াছিল। তখন যিনি দয়ালগড়ের প্রভু, তিনি বিষণদয়ালের অষ্টম বংশধর। তাঁহার নাম কিষণ-দয়াল। তিনি অত্যন্ত সদ্ব্যয়শীল, সৎক্রিয়াবান, দরিদ্রপালক, দাতা এবং অতিথিসেবক ছিলেন। সুতরাং পৈতৃক জমীদারীর যে আয়, তাহাতে তাঁ-হার কুলান হইত না। তাহাতে আবার নিজে নাকি সুচতুর, শ্রমপরায়ণ ও কর্ম্মঠ—সচরাচর জমীদারের সন্তানেরা যেমন তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া বসিয়া কাল কাটান—হয় বদ্ধ জলের মত পীড়াদায়ক, নয় তো নোংরা নর্দ্দামার জল-স্রোত সদৃশ নোংরা আমোদেই তৎপর—তিনি সেরূপ নিশ্চলতা বা ক-দর্য্য চঞ্চলতার লোক ছিলেন না—তিনি ভদ্র আয় ব্যয়ের কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতে এবং দেশের রাজা প্রজা উভয় পক্ষের নিকট যশস্বী হইতে সর্ব্বদা স্পৃহান্বিত ছিলেন। এরূপ লোকের অল্প আয়ে চলে না—এ-রূপ লোক আয় বৃদ্ধির উপায় আবিষ্করণ ও অব-লম্বন করিবেন, বিচিত্র নয়। তিনি জানিতেন, দুঃখী প্র-জার পীড়ন ও রক্তশোষণ দ্বারা আয় বৃদ্ধি করা অতি নীচ—অতি নির্দ্দয়—অতি অভদ্র উপায়। এবং সেই জঘন্য উপায়ে কতই বা আয় বাড়িবে—লাভে হ-ইতে যে যশোলিপ্সায় তাঁহার হৃদয় ব্যগ্র, সেই যশের মাথায় বজ্র হানিয়া দুর্নামের পঙ্কিল হ্রদে ডুবিতে হইবে। তাঁহার মহৎ মন ইহাও জানিত, যে, বাণিজ্যের ন্যায় মানপূর্ব্বক আয় বৃদ্ধির ভদ্র উপায় দ্বিতীয় নাই। অতএব বিবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাঁহার বিশাল শক্তি নিয়োজিত হইল।

অদৃষ্টবলে তিনি অল্পকালেই আশাতিরিক্ত ফল লাভে সমর্থ হইলেন। ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার শুভ উদ্দেশ্যগুলি বুঝিতে পারিয়াই যেন অনুকূলা হইয়া একবারে ঢালিয়া দিলেন—তাঁহার কৃপাতে কিষণদয়াল ছাই মুটা ধরেন তো সোনা মুটা ফলিতে লাগিল! সপ্তগ্রাম এবং অন্য বহু নগরে তাঁর বানি-জ্য কুঠি আর সরাপ কুঠি বসিল—বহু বহু বন্দরে নি-য়তই তাঁহার বাণিজ্য পোত গতায়াত করিত। তদ্ভিন্ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহু বিষয়ের ঠিকাও তাঁহার ছিল। এই সমস্ত বিবিধ ব্যবসায়ের লভ্যে অন-তিকাল মধ্যে তিনি একজন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন এবং অনেক জিলাতে বড় বড় জমী-দারী ক্রয় করিয়া দেশ মধ্যে একজন গণ্য মান্য ভূম্য-ধিকারী ও বিবিধ সৎক্রিয়াদি দ্বারা এক জন বিশেষ কীর্ত্তিমান্ পুরুষ বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে লাগিলেন।

সেই সময় প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীরা বঙ্গদেশেও বিস্তর উৎপাত আরম্ভ করিল। এ দেশে তাহার নাম ‘বর্গির হাঙ্গামা’ বা ‘বর্গির লুঠ।’ কিষণদয়াল তাহাদের অত্যাচার হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। দয়ালবংশ-স্থাপয়িতা বিষণদয়ালের পর কিষণদয়ালের যে কয়-জন পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের আমলে পৈতৃক বিষয় ও বাসভূমির দুরবস্থাই ঘটিয়াছিল—গড় প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল—দুর্গের ভগ্নদশা হইয়াছিল—গ্রা-মের কি উদ্যান সকলের শ্রীছাঁদ কিছুই ছিলনা। এখন কিষণদয়াল দুই দিগের গড়ের পঙ্কোদ্ধার পূর্ব্বক প্রশস্ততা, দৈর্ঘ্য ও গভীরতা বাড়াইলেন এবং আর একদিগের খাল অর্থাৎ পূর্ব্ব গড় বুজাইয়া তাহার

অনেক দূরে এক নূতন খাল খননদ্বারা বাসগ্রামকে বিস্তৃত করিয়া দিলেন; তিন দিগের খাল গঙ্গার জলে পূর্ণ হইল ও তাহাতে জল অনায়াসে গতায়াত করিতে লাগিল। দুর্গের জীর্ণ সংস্কার, পরিবর্ত্তন ও বিস্তার বৃদ্ধি করিলেন; দুর্গের মুরচাদির উপর কামান বসাইলেন; নগরের চতুর্দ্দিগেই প্রহরী স্তম্ভের দৃঢ়তা ও সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন; নগরের ভিতরের শোভার তো কথাই নাই—ইংরাজদিগের সহবাস-জনিত রুচিতে এবং ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগদ্বারা কি বাগান, কি রাস্তা ঘাট, কি জলাশয়, কি অট্টালিকা ও মন্দিরাদি সকল প্রকার পূর্ত্ত কার্য্যেরই অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ লালগড়ের অবস্থা এমন সুন্দর হইয়া উঠিল, যে, ভ্রামকের দেখিতে ইচ্ছা হইত এবং বর্গিদল সহসা নিকটে আসিতে পারিত না। কাজেই 'বর্গি আ'সছে' রব উঠিলেই চারিদিগের প্রজালোকে দ্রুতপদে লালগড়ে আসিয়া তদাশ্রয়ে বাঁচিয়া যাইত। এবং সেই উৎপাত যত দিন থাকিত, তত দিন পর্য্যন্ত কিষণদয়ালের অবারিত গৃহ ও অনাথশালায় সহস্র সহস্র দুঃখী লোক অশন বসন পাইয়া প্রাণধারণ করিত। বর্গি চলিয়া গেলেও তাহাদের দৌরাত্ম্যে যাহাদের ঘর বাড়ী শস্যাদি নষ্ট হইয়াছে, কিষণদয়ালের সরকার হইতে তাহারা বিস্তর অর্থানুকূল্য প্রাপ্ত হইত। এত দয়ার কাজে দয়ালগড় যে নামে কাজে যথার্থই দয়ালগড় হইবে, বিচিত্র কি? প্রত্যুত, সেই অবধি কেহ ঐ স্থানকে আর পূর্ব্ব নামে অর্থাৎ লালগড় বলিয়া ডাকিত না—সে নাম ঘুচিয়া কেবল দয়ালগড় নামই জাঁকিয়া উঠিল এবং তদবধি দয়ালগড়ের "দয়াল" নামধারী দয়ালজমীদার বংশের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি ও সকৃতজ্ঞ আনুরক্তি জন্মিয়া গেল। এমন কি, তাঁহাদের জন্য ও তাঁহাদের কথায় তাহারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত!

কিষণদয়াল স্বীয় দুর্গ ও নগরের বসতি প্রভৃতির যে প্রকার শৃঙ্খলা করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বলি।

দুর্গটী অতিরম্য স্থানেই স্থিত। তাহার পূর্ব্বদিগে ভাগীরথী; উত্তর দিগে নগরের উত্তর খাল; দক্ষিণে দক্ষিণ খাল; (দুর্গ এত দীর্ঘ) কিন্তু পশ্চিমের সীমা পশ্চিম খাল পর্য্যন্ত নয়—সে দিগের সীমার বাহিরেই সাধারণ গ্রাম—গ্রামের শেষে পশ্চিম-খাল। এই দিগেই (পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে) কিষণদয়াল পুরাতন খাল বুজাইয়া ও তাহার বহু পশ্চিমে আর একটী নূতন খাল খনন দ্বারা নগরকে অনেক দূর বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন।

দুর্গের পূর্ব্ব ভিত্তি যেমন গঙ্গার গর্ভ হইতেই উঠিয়াছে, উত্তর ও দক্ষিণে সেরূপ নয়! সে দুদিকে খালের উপর স্থূল, চৌড়া ও উচ্চ মুরচা এবং সামরিক প্রণালীতে অন্যান্য কৌশলময় কাজ। দুর্গের মধ্যে জমীদারের পুরী ও উপবনই প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। জমীদার-পুরীকে লোকে দয়াল-পুরী বলে। উত্তর মুরচার দক্ষিণ হইতেই পুরী আরম্ভ। পুরীটী বৃহৎ রাজবাটীর মত এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত। গঙ্গাতীরস্থ উত্তর খণ্ডে অন্তঃপুর। গঙ্গাতীরস্থ দক্ষিণ খণ্ড পুরুষদিগের বিলাসভবন বা বৈঠকখানা। পুরীর পশ্চিমাংশের একখণ্ড পূজাবাটী; একখণ্ড কার্য্যালয়; একখণ্ড চাকর বাকর আমলা ফয়লা ও অন্যান্য লোকের বাসস্থান।

পুরীর দক্ষিণে একটী চমৎকার উপবন। তাহার একাংশে পুরুষদের, অপরাংশে পুরন্ধ্রীগণের বনকুঞ্জ ও ভবনকুঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ বিহার স্থান এবং নানা জাতি ফল ফুলের তরুলতায় সুশোভিত। গঙ্গার ধারে বাগানে যে প্রাচীর, তাহা এত চৌড়া, যে, দুই তিন জন অশ্বারোহী অনায়াসে পার্শ্বাপার্শ্বি বেড়াইতে পারে—তাহার একদিগে অর্থাৎ নদীর

দিগে লোহার রেল, অন্যদিগে আলিসা। কিন্তু নদীরদিগে এমন কৌশল, যে, প্রয়োজন মতে কামানাদি বসাইয়া জলপথে শত্রুর আগমন নিবারণ করা যায়—তদ্ভাদে মাঝে মাঝে প্রহরী-স্তম্ভ। এই বাগানের মধ্যস্থলে একটী ঝিল—তদ্দ্বারা গঙ্গার জল উদ্যানের জলাশয় সমূহে গতায়াত করে; ঝিল ও গঙ্গার সঙ্গম-মুখে বৃহৎ লৌহ কপাট—যন্ত্রযোগে মুক্ত ও রুদ্ধ হয়। কবাটের মাথার উপর এক অপূর্ব্ব সেতু—তদ্দ্বারা দুই দিগের প্রাচীর সংযুক্ত—তথায়ও সামরিক নানা কৌশল।

বাগানের দক্ষিণে এক বিস্তৃত দূর্ব্বাক্ষেত্র—ঠিক ইংরাজী ধরণের ভ্রমণ-মাঠ। কিন্তু গঙ্গার ধারে রেল ও প্রহরী স্তম্ভ ছাড়া নয়। মাঠের দক্ষিণে দক্ষিণ খাল পর্য্যন্ত বা দুর্গের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত সারি সারি কয়েকটী উত্তম অট্টালিকা। সে গুলি দয়াল-বংশের দৌহিত্র সন্তানদের ও অন্যান্য প্রধান লোকের আবাস বাটী। ফলতঃ দয়ালগড়ের গঙ্গাতীর দেখিতে অতি সুন্দর।

পাঠক! গঙ্গাতীর ছাড়িয়া আবার একবার পুরীর পশ্চিমে চলুন। পশ্চিমেই পুরীর প্রধান তোরণদ্বার। তাহার পশ্চিমে রাস্তা। রাস্তার পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণ ব্যাপিয়া বিবিধ দেবালয়, রাসমঞ্চ, রথ-খোলা, চড়কডাঙ্গা, নহবৎখানা, মন্ডুরা, অতিথি-শালা প্রভৃতি বড় জমীদারের যোগ্য সকলই। ঐ সকলের প্রত্যেকের সঙ্গেই এক একটী ছোট ছোট বাগান। তাহাতে নানাবিধ গ্রাম্য তরুলতা ও মাঝে মাঝে পুষ্করিণী—কিআরাম! কি শোভা!—এস্থলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বাজারও আছে। এই সমস্তের পশ্চিমেই দুর্গ প্রাচীর ও দুর্গতোরণ। প্রাচীরের পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে লম্বা এক বৃহৎ দীর্ঘিকা—চারিদিগে কি চৎমকার পাষাণ ঘাট—ঘাটের পার্শ্ব দেশে কি বিশাল বট অশ্বত্থাদি বনস্পতি—উত্তর পাড়ে কি সুন্দর উপবন—দক্ষিণ তীরে কি অপূর্ব্ব দূর্ব্বাক্ষেত্র! এই দূর্ব্বাক্ষেত্র এবং দুর্গ মধ্যস্থ (বাগানের দক্ষিণে) দূর্ব্বাক্ষেত্র একই, উভয়ের মধ্যে দুর্গের পশ্চিম প্রাচীর মাত্র ব্যবধান; কিন্তু সেই স্থলেই প্রাচীরে কয়েকটা বড় বড় ফটক থাকাতে দীঘির দক্ষিণের মাঠ হইতে বরাবর গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা যায়। দীঘির দক্ষিণে যে মাঠ, তাহারি সর্ব্ব দক্ষিণে খালের ধারে একাংশে হস্তিশালা, অপরাংশে এক বৃহৎ গঞ্জ।

ঐ দীঘি, ঐ উপবন, ঐ মাঠ, ঐ হস্তিশালা এবং ঐ গঞ্জের পশ্চিমেই দয়ালগড় গ্রাম বা নগর—যাহাই বলুন। নগরের মধ্যেও হাট, বাজার, দেবালয়, জলাশয় ইত্যাদি (গণ্ড গ্রামে যেমন সব থাকিতে হয়) আছে। গ্রামের তিনদিগে খালের ধারে ধারে গ্রামবাসীদের বাগ বাগিচা ও জেলে মালা প্রভৃতির বসতি। ফলতঃ কিষণদয়ালের আমলে যাহা ছিল, কিষণদয়াল তদপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে কত উন্নতি যে করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হওয়া ভার।

আমাদের ইতিহাসের প্রয়োজনে কিষণদয়াল ও তৎপরবর্ত্তী কয়পুরুষ সম্বন্ধে আরো কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ঐ সময় ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দের যে সকল যুদ্ধ বাঁধে, তাহাতে কিষণদয়াল ইংরাজ সৈন্যের রসদাদি যোগানো ও অন্যান্য প্রকারে বিস্তর সাহায্য করেন। সেই উপলক্ষে ধনোপার্জ্জন ব্যতীত প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষদিগের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ হয়। তিনি কলিকাতায় সর্ব্বদা আসিতেন; ক্ষিদিরপুরে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে সপরিবারে আসিয়াও বহু দিন বাস করিতেন; কলিকাতার বড় বড় বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মে; তাঁহার কয়েক পুরুষ পূর্ব্ব হইতে যদিও তাঁহারা বাঙ্গালীই হইয়া পড়িয়া-

ছেন, কিন্তু ইঁহার আমলে তাঁহাদের বঙ্গীয় ভাবযত বর্ত্তে পূর্ব্বে তদ্রূপ হয় নাই; সাহেব লোকের সহিতও ইঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়—তিনি স্বধর্ম্মের অত্যন্ত ভক্ত হইয়াও ইংরাজদিগের কতকগুলি সদ্গুণ, রুচি এবং রীতি নীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের দেশের (Primogeniture ও Entail) নামক ভূসম্পত্তি অটুট রাখিবার নিয়ম শুনিয়া তিনি আপন বংশে তেমনি কোনো ব্যবস্থা করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহই করিতেন, সুতরাং তাঁহার প্রার্থনামতে তাঁহার বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী আর কেহ হইতে পারিবে না, তাঁহারা এই রূপ বিশেষ নিয়ম স্থায়ীরূপে করিয়া দিলেন।

কিন্তু কেবল ইংলণ্ডের কথা শুনিয়াই নয়, অপর একটী বিশেষ হেতুতেও কিষণ-দয়াল ঐরূপ আঁট্ সাঁট্ করিয়া লইতে এত ব্যস্ত ছিলেন। সে হেতুটী এই ;—

বিষণদয়াল হইতে কিষণদয়াল পর্য্যন্ত তাঁহাদের সম্পত্তি অবিভাগীকৃত অটুট্ অবস্থাতেই ভোগ হইয়া আসিতেছিল। আশ্চর্য্য এই, এত দীর্ঘ কালের মধ্যে কেহই অপুত্রক ছিলেন না এবং কাহারই প্রায় একাধিক পুত্র জন্মে নাই। কেবল একজনের তিন পুত্র হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিঃসন্তান; মধ্যম বিবাগী; সুতরাং কনিষ্ঠের বংশধরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। পরে আর একজনের, অর্থাৎ কিষণদয়ালের পিতামহের দুই পুত্র—কিষণের পিতা ও পিতৃব্য। ঐ পিতৃব্য (নাম ঠাকুরদয়াল) কিষণদয়ালের পিতার নিকট হইতে স্বীয় অর্দ্ধাংশ বিভাগ করিয়াও লন। কিন্তু ঠাকুরদয়াল অপব্যয়ে ঋণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে জ্যেষ্ঠকে অর্থাৎ কিষণের পিতাকেই আপন অংশ বিক্রয় পূর্ব্বক নিঃসন্তানাবস্থায় প্রাচীন বয়সে সস্ত্রীক কাশীবাস করিতে বাধিত হন; সুতরাং একের হস্তেই বিষয় থাকিয়া যায়। অতএব বঙ্গদেশের প্রায় তাবৎ প্রাচীন ভূম্যধিকারীদিগের সম্পত্তি যেমন খণ্ড বিখণ্ড ভাবে এবং দেইজি মা'ল্ মোকদ্দমায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, এ বংশে সেরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই।

কিন্তু কিষণদয়ালের বাপ খুড়াতে ঐ যে অংশাংশী হয়, তাহাতেই এবং সেই অবধিই তাঁহাদের পুরী মধ্যে ও আত্মীয়মণ্ডলে এই একটী দুর্ভাবনা জন্মে, যে, তবে তো কাহারো দুই কি ততোধিক পুত্র হইলে এমন সোণার রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে। বিশেষ যে সময় বাপ খুড়াতে ঐ অংশাংশীর ঘোর বিবাদ চলে, তখন কিষণ জ্ঞানবান হইয়াছিলেন; সুতরাং দায়াদের দ্বেষানল আর ভাগাভাগীর চরম ফল যে কি ভয়ানক পদার্থ, তাহা তাঁহার মনে দৃঢ়রূপেই জাগরূক ছিল। তাহার পর ইংরাজ জাতির ঐ কথা শুনিয়া তিনি আপন বিষয় অটুট্ রাখিবার জন্য স্বভাবতঃ লোলুপ হইয়া পড়েন।

তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে নিয়ম হইল, যে, তাঁহার বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিষয় পাইবে, কনিষ্ঠেরা কেবল উৎপন্ন লভ্যের কিয়দংশ খোর পোষাক স্বরূপে পাইতে পারিবে।

কিষণদয়ালের কীর্ত্তি এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমরা এখন নীচের ধাপে অবতরণ করি।

শাসনদয়াল নামে এক পুত্র রাখিয়া কিষণদয়াল পরলোক গত হন। কাজেই ঐ নিয়ম প্রচলন কি অন্য কোনো গোলযোগের প্রয়োজনই হয় নাই। কিন্তু শাসনদয়াল দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠের নাম ভূপেন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম ভুজেন্দ্র।

উক্ত নিয়ম জন্য ভুজেন্দ্রদয়াল বিষয়ের কেহই হইলেন না—কেবল খোর পোষের স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই খুঁত খুঁত করি-

তেন. কিন্তু উপায় কি? তবে ভূপেন্দ্রের পূর্ণ বয়সেও সন্তান হইল না, এই মাত্র এক ভরসা। মনে করিয়াছিলেন দাদার পরলোকে ভোগ করিতে পাইবেন। কিন্তু অবিবেচক কাল, তাঁহাকেই আগে লইয়া গেল! সুতরাং আশা ভরসাও সঙ্গের সাথী হইল! সুখের মধ্যে, তিনি দুইটী নাবালক পুত্র রাখিয়া গেলেন—কালে তাহারাই বিষয়াধিকারী হইতে পারিবে। ঐ দুটী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভূষণদয়াল, কনিষ্ঠের নাম ভুবনদয়াল। এই দুই ভ্রাতা আমাদের ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। অতএব ইতিহাস আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাদের সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা বলিলেই মুখবন্ধ সমাপ্ত হয়।

পিতৃহীন হইবার আগেই ভূষণ আর ভুবন মাতৃহীন হইয়াছিলেন। ভুবনকে সুতিকাগারে রাখিয়াই তাঁহাদের জননী স্বর্গারোহণ করেন। সেই সাধ্বী প্রণয়িনীর শোকেই যেন কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহাদের পিতা ভুজেন্দ্র রায় গতাসু হন। সুতরাং পিতৃ-মাতৃ-হীন শিশু দুটীকে ভূপেন্দ্র আর তাঁহার স্ত্রীর করুণার হস্তেই বিধাতা ন্যস্ত করিলেন—তাঁহারাও আপনারা নাকি নিঃসন্তান, কাজেই ভাইপো আর দেওরপোকে ঔরস ও গর্ভজ পুত্রবৎ লালিত, পালিত, শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। পুত্রদ্বয় জ্যেঠাইমাতার গুণে মাতৃ-বিয়োগ-দুঃখ এক দিনের তরেও জানিতে পারেন নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে ফেরে—সেই জ্যেঠাইমাকেও নিষ্ঠুর কাল সহসা হরণ করিয়া লইয়া গেল! তবে মন্দের ভাল এই, তাঁহারা তখন নিতান্ত বালক নন, একটু ডাগর হইয়াছিলেন—একের বয়ঃক্রম তখন ষোল অন্যের চৌদ্দ বৎসর।

ভূপেন্দ্র স্ত্রী-বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইলেন। সংসার-বন্ধন যেন ছিঁড়িয়া গেল—সমস্তই যেন ছিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা-শূন্য বোধ হইতে লাগিল। লোকে বলিতেই বলে "গৃহ-শূন্য!" তায় আবার মধ্য বয়সে। যৌবনে যাহার এদশা ঘটে, তাহার জন্য "গৃহ শূন্য" কথা উঠে নাই—পঞ্চাশের ওপারে যে পা দিয়াছে, তাহার স্ত্রী বিয়োগকেই যথার্থ "গৃহ শূন্য" বলা যায়!

তায় ভূপেন্দ্রদয়াল যেমন তেমন লোক নন, তিনি পিতামহের প্রায় তাবৎ গুণ ধারণ করিয়াই জন্মিয়াছিলেন—তেমি বুদ্ধি, তেমি সাধ্য, তেমি চতুরতা—তেমি ব্যবসায় বাণিজ্যে দক্ষতা—তেমি সদ্ব্যয়ে প্রবৃত্তি। কেবল তত দাতা, তত মুক্তহস্ত ও তত লোকানুরাগ-প্রিয় নন; কিন্তু খুব ভদ্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠ। তাঁহার পিতার আমলে পিতামহের এত বিস্তৃত ব্যবসার বাণিজ্যের প্রায় সকলি গিয়াছিল, তিনিই আবার অপরিসীম পরিশ্রমে প্রায় পূর্ব্বাবস্থাতেই দাঁড় করান। সুতরাং এমন লোকের সহধর্ম্মিনী না থাকাতে পাছে তিনি উদাস ভাব ধরেন, এই ভয়ে গিন্নীর অশৌচান্ত হইতে না হইতেই অনুগত, আশ্রিত, ভৃত্য ও আত্মীয়বর্গ (স্ত্রী পুরুষ) মাত্রেই কর্ত্তার পুনর্ব্বার সংসার করা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য রূপে আন্দোলন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি সে দিগে গেলেন না। তথাপি ছয় মাসে আবার—বৎসরান্তে আবার—দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঐ প্রস্তাব, ঐ অনুরোধ, ঐ উদ্যোগ কতই হইল, কিছুতেই তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। অপর লোকে বলিলে তো ধমক দিয়া, কি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। মান্য লোকের অনুরোধের উত্তরে এই বলিয়াই বুঝাইতেন, যে "আর কেন মিছা কর্ম্মভোগ করা? 'ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতাং' আমার ভূষণ আর ভুবন বেঁচে থাক্, ওরাই আমার সব রক্ষা ক'র্ব্বে, ইত্যাদি!"

এ দিগে ভূষণ আর ভুবন যথোপযুক্তরূপে

লালিত, পালিত, শিক্ষিত, অর্থাৎ অস্ত্র শাস্ত্র প্রভৃতি বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী দ্বিবিধ ভদ্র সন্তানের যোগ্য বিবিধ বিদ্যায় ভূষিত হইলেন। প্রথমে গ্রামের স্কুলে, শেষে ক্ষিদিরপুরের বাটীতে থাকিয়া কলেজে পর্য্যন্ত ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষা পাইলেন। ভূষণের অপেক্ষা ভুবনের বেশী ব্যুৎপত্তি হইল। ভূষণ কলিকাতার ইয়ার বাবুদের সঙ্গে মিশিয়া অধিকাংশ সময় দূষিত আমোদেই কাটাইতেন—ভুবন তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য পথেই বিচরণ করিতেন। আমাদের গল্প আরম্ভের সময় তাঁহারা দুই জনেই কলেজ ছাড়িয়া দয়ালগড়ে গিয়াছেন—তখন ইহাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ দেখা হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাঁরা সর্ব্ব বিধায়ে প্রায় বাঙ্গালীই হইয়াছেন—কুলজীর অর্দ্ধাংশের বেশী ভাগও বাঙ্গালাতে লেখা, ইহাতেই সেটী আরো অধিক দৃঢ় হইতেছে। কিন্তু তা বলিয়া বাঙ্গালীর সঙ্গে বৈবাহিক আদান প্রদান ঘটে নাই—ঘটিতেও পারে না। তবে এই হইয়াছে, পূর্ব্বে পশ্চিম দেশ হইতে পাত্র পাত্রী আনাইতে হইত, এখন তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গদেশে যেসব লালাজীরা বহুপুরুষাবধি বাস করিতেছেন এবং ইঁহাদের মতনই বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের ঘরেই সে শুভ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। তেমন বড়মানুষ ও জমীদার লালাবংশ বঙ্গদেশের বহু জিলায় যে আছেন, তাহা বোধ হয় অনেক পাঠকের অগোচর নাই।

দয়ালগড়ের দয়ালবংশ যদিও সর্ব্ব বিধায় বাঙ্গালী হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অদ্যাপি পৈতৃক অস্ত্রচালনা বিদ্যাটী ছাড়েন নাই। তাহার আভাস ভূষণ আর ভুবনের শিক্ষা বিষয়ক বর্ণনাস্থলেই পাঠক পাইয়াছেন। তাঁহাদের বেশ ভূষাও মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা যখন ঘরে থাকেন, তখন ঠিক বাঙ্গালী; যখন কোনো প্রকাশ্য স্থলে যান, তখন কৌলিক অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় বেশভূষায় সজ্জিত। স্ত্রীলোকেরা সাটী পরেন, কিন্তু কাঁচলি ছাড়েন না এবং উৎসব ও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সময়ে পূর্ব্ব পোষাকেই সুসজ্জিতা হন। কিষণদয়াল বিবীদের দেখাদেখি আত্মীয় কুটুম্বকে বিস্তর বুঝাইয়া পুরন্ধ্রীগণের চরণে বিশেষ বিশেষ সময়ে পাদুকা ব্যবহারের প্রথাও প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন—সেই অবধি তাহাই চলিতেছে, এখন বরং বেশী হইয়াছে, কেবল পূজা আহ্নিক আর মাঙ্গলিক কাজে নয়!

আর একটী কথা বলিলেই হয়। যদিও দয়ালবংশে পুরুষে পুরুষে প্রায় এক পুত্রই হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কন্যাসন্তানের সংখ্যা তত অল্প নয়। আবার ঘরজামাইয়ের প্রথাও প্রবল—অধিকাংশ কন্যাই শ্বশুরালয় প্রায় দেখিতে পায় না। সুতরাং পর পর দৌহিত্র সন্তানদের বংশাবলীতে দয়ালগড় পূর্ণ হইয়াছে। মাতামহ পুরী হইতে তাঁহাদের অনেকে আবার বাহিরে গিয়া বাড়ী করিয়াছেন—তাহার আভাসও পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে—ঐ গ্রামের ভদ্র বসতির মধ্যে তাঁহারাই বেশী মান্য ও যোত্রাপন্ন। মাতামহবংশের অধীনে বা প্রভাবে তাঁহাদের অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার, পত্তনিদার, ইজারদার প্রভৃতি আছেন এবং অনেকে আবার ঐ সংসারে জমীদারী ও ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে চাকরিও করিয়া থাকেন। ফলতঃ তাঁহারা দয়ালবংশের সামান্য বাহুবল নন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

স্তোত্র।

১

অসীমা মহিমা তব, করুণা নিধান,
বিভাসিত এ বিশ্ব সংসারে!
করিয়াছ আমাদের সুখের বিধান,
সুখভরা ভুবন ভাণ্ডারে!

২

যেদিকে যখন আমি নয়ন ফিরাই,
বিস্মিত, মোহিত, প্রীত মন,
পরিপূর্ণ, অনন্ত—অভাব কিছু নাই—
অক্ষয় দয়ার প্রস্রবণ!

৩

আমি অতি ক্ষীণ মতি, কেমনে কথায়,
কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ!
উথলে হৃদয় মম—হৃদয় কি, হায়!
হ'তে পারে বচনে বিকাশ?

৪

যখন ছিলাম মাতৃগর্ভ কারাগারে,
প্রাণ মন ছিল অচেতন,
নাহি জানিতাম কোথা হ'তে কে আমারে,
করিল করুণা বিতরণ!—

৫

শৈশবে যখন আমি ছিলাম অজ্ঞান,
করি নাই তব উপাসনা,
তবু দয়াময়! তুমি কিঞ্চিৎ কল্যাণ,
কর নাই আমারে বঞ্চনা!

৬

যখন যৌবন পথে, প্রলোভন ময়,
স্খলিত চরণ, মত্ত মন,
ধরা করি দয়াময় তুমি সে সময়,
করিলে সম্বেগ সম্বরণ!

৭

যখন পীড়ায় আমি হই অতি ক্ষীণ,
শান্তি সুধা কর তুমি দান,
দরিদ্রতা, শোক, তাপে যখন মলিন,
দয়াময় কর তুমি ত্রাণ!

৮

গাইব অনন্ত কাল তব গুণ গান,
প্রেম-পূর্ণ প্রফুল্ল অন্তরে,
কিন্তু হায়, তোমার গুণের পরিমাণ,
এ ক্ষুদ্র অন্তরে কত ধরে!

শ্রীরাঃ—

কৈ সে ভারত?

১

কই সে ভারত—হিন্দুর গৌরব?
কই সে সৌরভ হিন্দু কমলে?
কই স্বাধীনতা—অতুল বিভব—
সাদরে ভারত পরিত গলে?

২

কই সে ভারতে ভারত সন্তান?
কই সে বীরতা ধীরতা তায়?
কই সে ঐশ্বর্য্য, অতুল সম্মান,
অদ্যাপি যে গুণ সকলে গায়?

৩

জলধি কম্পিত, শঙ্কিত ভূধর,
ত্রাসিত বিপক্ষ কোদণ্ড বলে,
উল্লাসিত তায় সপক্ষ-নিকর,
অধীনতা হবে বিপক্ষ-গলে।

৪

কই সে কোদণ্ড গাণ্ডীব তীর—
কই সে পাণ্ডব খাণ্ডব বনে—
কই সে ভারতে ভারত মিহির—
কই সে বীরতা হিন্দুর মনে?

৫

কেমনে বলিব এই সে ভারত?
এই সে ভারত যদিই হবে,
তবে কেন বল পর করগত—
অবিরত রত কেন রোদনে?

৬

যার মুখভাতি ফুল্ল কমলিনী,
(যবে রবি সাজে পূর্ব্ব গগণে)
অমলা নলিনী কেন গো মলিনী—
অবিরত রত কেন রোদনে?

৭

মানিলাম, যেন এই সে ভারত।
কই সে ভারত সন্তানগণ—
পরকর গত, পরপদ নত,
পরদাস্যে হাস্যে রত যে জন?

৮

ছি ছি ছি একথা বলোনা কখন
যে আর্য্য আর্য্য এতিন ভুবনে,
তাদের সন্তান হয় কি এমন—
ঘৃণিত দলিত পর চরণে?

৯

যদি বল এই হিন্দু সুতগণ,
তা হ'লে তুমি তো হয়েছ বাতুল,
একি বিপরীত, জনমে কখন
গোলাপ কলমে শিমূল ফুল!

১০

সশস্ত্র সুকর্ম্মা সবীর্য্য স্বাধীন,
আর্য্য-সুত যদি এরাই হবে,
তবে কেন বল পরের অধীন,
নিরস্ত্র নির্লজ্জ নির্বীর্য্য সবে?

১১

যে আর্য্য প্রতাপে সূর্য্য লজ্জা পায়,
সসাগরা ধরা স্ববশীভূত,
খুঁটে খেতে স্থান পায় না ধরায়;
কেমনে বলিব সে আর্য্য-সুত?

১২

অমান্য বাক্যেতে প্রজ্জ্বলিত রোষ—
যে আর্য্য নিভাত সুতরবারে,
পদহীন পদ ধূলিতে সন্তোষ—
কেমনে সে আর্য্য বলিব তারে?

১৩

যে আর্য্য বংশীয় নারী কিম্বা নরে
অধীন হতোনা জীবন গেলে;
এবে বেত্রাঘাতে ফিরে পায় ধরে;
কেমনে বলিব হিন্দুর ছেলে?

১৪

থা'ক্ নর, কত আর্য্য নারীগণ,
অধীনতা ক্লেশ সহিতে নারি,
বীর সনে রণ তাহে প্রাণপণ;
তারা নর আর ইহারা নারী;

১৫

ধিক্ ধিক্ ওহে আর্য্য সুতচয়
ভেবে দেখ দেখি আছ কি সুখে?
সহাস্যে বলিয়ে হিন্দুর তনয়,
পরিচয় আর দেও কি মুখে?

১৬

এখনো রয়েছে সেই বিন্ধ্যাচল,
সেই হিমগিরি হিম আধার,
সেই ঘাট গিরি অভেদ্য অচল,
রাষ্ট্র দাক্ষিণাত্য গাঢ় প্রাকার;

১৭

ভারত সাগরে বীচি মালা নাচে,
গর্জ্জি বীরমদে ভীষণ রবে;
তখন যা ছিল, এখনো তা আছে,
তোমাদের কেন এদশা তবে?

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

নূতন বিরহিণী।*

১

এই তো বসন্ত নিশি শশী সনে বিহরে,
আহ্লাদে মগনা;
ভুবনমোহিনী বেশে, মন খুলে হেসে হেসে,
যুড়ায় যাতনা—
বিধুর মধুর আলো, সে দিন বেসেছি ভাল,
আজি কেন দহে দেহ বাড়ায় যন্ত্রণা,
হায়! হিমকর করে, জগত্ শীতল করে,
আমায় পোড়ায় সখি, এ কার মন্ত্রণা?—

২

ত্যজিয়া দক্ষিণানিল মলয়নিলয় রে,
ভুজঙ্গ দংশনে—
ধায় হিমগিরি পাশে, তাপিতের তাপ নাশে,
সুখ আলিঙ্গনে,
আমি কি ক'রেছি পাপ, বাড়ায় আমার তাপ,
আছে কি গরল মাখা মৃদুল পবনে?
চন্দন মাখিলে গায়, দ্বিগুণ জ্বলায় তায়,
আছে কি অনল-কণা শীতল চন্দনে?

৩

আদর করিয়া কত করেছি শ্রবণ রে—
কোকিল কুজন,
লতা কুঞ্জে বসি কত, শুনিতাম অবিরত,
ভ্রমর গুঞ্জন,
আজি কেন কুহু স্বরে, পরাণ আকুল করে,
কেন বলি পিক অলি দুজন কূজন,
সেই আমি সেই সব, তবে কেন নিরুৎসব,
দিবানিশি করে মম হৃদয় দলন?

৪

মল্লিকা কুসুম মালা গাঁথিয়া যতনে রে,
পরিতাম গলে,
প্রিয়তমে পরাইয়া, ভাসিত আমার হিয়া,
আনন্দ হিল্লোলে!
সখি লো! এ কি লো জ্বালা, এই সেই ফুলমালা,
নিরখিয়া ভাসি কেন নয়নের জলে,
বিমল কমল রুচি, হয় না হেরিতে রুচি,
ঘ'টেছে কি গুণান্তর ফুল কুল দলে?

* আমরা সাদরে নীচের দুইটী পদ্য পত্রস্থ করিলাম। চালনা করিলে কালে লেখক যে একজন সুকবি হইবেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস। শ্রীমধ্যস্থ।

৫

হৃদয় পিঞ্জর হ'তে পোষা মন পাখী রে,
সহসা উড়িল,
অবাক্ হইয়া আছি, ধৈর্য্যের শিকল গাছি,
কটাক্ষে ছিঁড়িল !
নানা মতে প্রবোধিয়া, কত আশা ফল দিয়া
তুষিলাম, তবু পাখী আর না ফিরিল !
দেহে নাই মম মন, তাই বুঝি প্রতিক্ষণ,
সুখপ্রদ বস্তুগুণ বিরোধে মরিলো ?

৬

এমন চঞ্চল মন আমার বটে কিনা,
হ'তেছে সংশয়,
প্রিয়তম সযতনে, করেছিল মম সনে,
মন বিনিময়,
আমিত আদরে তায়, দরিদ্রের ধন প্রায়,
রেখেছিনু ভয়ে ভয়ে কি জানি কি হয়,
এযে নয় ভালবাসা, তাই বুঝি ভালবাসা,
হঠাৎ উড়িয়া গেল ত্যজিয়া হৃদয় !

৭

কিম্বা অবলার মন অর্পণ করিনু রে,
করে করে তার,
দেখে সে মরেছে লাজে, হৃদয়েশ হৃদি মাঝে,
পর অধিকার !
তাই অভিমান ভরে, ফিরে না আসিয়া ঘরে,
অনন্তগগণে পাখী উড়ে অনিবার !
ভাবিয়া না পাই ওর, বিষম বিপদ ঘোর,
আধেয় কেমনে রবে অভাবে আধার ?

৮

সজনি ! রজনী গেলে, নলিনী নিকটে অলি—
আসিবে সাধিতে,
আমায় কি অভিলাষে, বলিস্ লো আশা পাশে
হৃদয় বাঁধিতে,
আশা নয় সত্যশীলা, যথা বিদ্যুতের লীলা,
অন্ধকারে পথিকের নয়ন ধাঁধিতে !
চাই না আশার আলো, বরঞ্চ রোদন ভাল,
সুখ বিন্দু নাই তাই পারি না কাঁদিতে !

চক্রবাকী।

১

কি বিষাদে চক্রবাকি ! বিরস বদনে,
করুণ বিলাপ স্বরে, হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে,
ভাসাও তটিনীতট অশ্রু বরিষণে ?
উড়িতে শকতি আছে অনন্ত গগনে,
তবে কেন সন্ধ্যা পরে দুপারে দুজনে ?

২

কি ভাব তোমার মনে বুঝিব কেমনে,
এভাব বৈচিত্র্যময়, অধিকতো দূর নয়,
এখনি মিলিতে পার প্রিয়জন সনে।
তথাপি হইয়া দগ্ধ বিরহ দহনে,
দিতেছ কি ধৈর্য্য শিক্ষা বিরহিনিগণে ?

৩

নরে ধারে সামাজিক নিয়মের ধার,
কি আশ্চর্য্য বিহঙ্গিনি ! তুমিও নিয়মাধিনী !
নিরদয় নিয়ন্তার অতি অবিচার,
অথবা এ নয় তব দুঃখের চীৎকার,
স্বতন্ত্রা রমণীগণে করহ ধিক্কার।

৪

কিম্বা তব প্রিয়সখী নলিনী যখন,
দিনমণি অদর্শনে, নিতান্ত ব্যথিত মনে,
অলিরে বিদায় দিয়া মুদেছে নয়ন,
সমদুঃখ-সুখতা করিতে প্রদর্শন,
করেছ কি আপনার সুখ বিসর্জ্জন ?

৫

যতবার ভাবি,হই ভাবান্তরে লয়;
চিরসুখে নাই সুখ, অতি দুঃখ চিরদুখ,
তাইতে এ মরভূমি সুখ দুঃখ ময়,
এ তত্ত্ব তোমার মনে হইয়া উদয়,
বোধ হয় নির্ব্বোধের ঘুচাও সংশয় !

৬

তা নয় তা নয় লো হয় অনুমান,
নিত্য নব বিরহিণী, নিত্য নব সোহাগিনী—
হয়ে বুঝি কর নিত্য নব রস পান,
আদি রসে রসবতী তোমার সমান,
না হেরি রমণী কুলে করিয়া সন্ধান !

৭

কিন্তু বিহগিনি ! তোরে সুধাই বিরলে,
এ যে কথা অসম্ভব, রসায়ন পরাভব,
কেমনে রসের পুষ্টি হইবে অনলে ?
উপজে কি সুধা রাশি মথিয়া গরলে ?
ভেঙ্গে গ'ড়ে লাভ হয় একথা কে বলে ?

শ্রীশ্রীনাথ সেন।
লাঠুদহ।

শর্ম্মণ্য দেশে শর্ম্মণঃ।

আমরা আমাদের পাঠক মহাশয়গণকে নীচের পত্রখানি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িতে অনুরোধ করি। এক জন কৃতবিদ্য বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সন্তান * শর্ম্মণ্য (জর্ম্মণ) দেশ হইতে এ পত্রখানি ন্যাসন্যাল পত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন; তৎ সম্পাদক মহাশয় সমুচিত সমাদরে তাহা প্রকটন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এদেশীয় সম্বাদ ও সাময়িক পত্র মাত্রেই ইহা উদ্ধৃত হওয়া উচিত—যেহেতু সুদ্ধ গৌরবজনক বলিয়া নয়, ইহা দ্বারা ভাক্ত-উন্নতিভুক্ অনুকরণপ্রিয় অর্ব্বাচিন নব্যগণের চিত্তরোগ অনেক উপশমিত হইতে পারিবে। অতএব এই পত্র মধ্যস্থের অধিক স্থান গ্রহণ করিল বলিয়া আমরা ক্ষুব্ধ নহি !

A BENGALI IN GERMANY.

WE have received the following from a Bengali who is now in Leipzig, Germany. ***

" The winter has passed away ; the beautiful days of summer commenced not long ago and with them the Summer Session of our University. Professor Brockhams commenced his Lectures on Sanscrit and I attended the first two lectures of this venerable man just to hear what the old German Pundit had to say about the literature of our dear old Sans-

* হিন্দু-হিতৈষিণী পাঠে জানিলাম, ইনি " বিক্রমপুর পশ্চিম পাড়া নিবাসী স্বধর্ম্মপরায়ণ উকীল মৃত কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু নিশাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।"

crit language. The Professor commenced with a short history of the literature of the Brahmans as he called it,—how a deep original and wonderfully varied literature has been preserved in India—how the genius of the Brahmans was especially suited to philosophical, religious and didactic purposes perfectly, though of course quite pardonably, unaware all the while that it was nothing more or less than the holy presence of a *bonafide* Brahman that was gracing the second bench before him. But the words of the venerable professor sank deep into my heart. It brought to my mind in painful contrast what our India once was—and especially what that remarkable class of men the Brahmans once were. It was the Brahmans who in ages gone by represented the *mind* of India, and if India is held in any esteem or admiration even at the present day—at this her period of mental, political and social degradation—it is also for any fragments of the literature of the Brahmans which have escaped the unrelenting ravages of time and the still more unrelenting ravages of the fanatical Mahomedans. *Brahman* then is a very honourable title when properly understood. Indeed, the name *Brahman* is held in very high esteem in Germany, for the Germans know even far better than we what does it mean, in as much as it is some of the German *savants* who have done more to resusciate our Sanscrit literature than any body else. The names of William Von Humboldt, of the two Schlegels, of Bopp, of Lassen, of Goldstucker and of Max Muller must be ever gratefully cherished by every Indian heart, for is it not these men who incessantly toiling over the intricacies of the most intricate of languages, have revealed even to our Indian eyes what India once was? Is it not to them that we owe that estimation as an intellectual people in the eyes of all who have studied Sanscrit? For, I am afraid, our countrymen are but very imperfectly aware in what estimation our literature is held in this country. The eulogistic verdict of no less a man than the myriad-minded Goethe on the Sakuntala of our Kalidasa is well known but it is not so generally known that Schopenhauer, one of the acutest, and the most rigorous, though one sided philosophers of Germany, has made ample use of our old Sanscrit philosophers in building up his pessimistic philosophy, nor that Edward Von Hartman—a living philosopher in Berlin—in his latest work called: "the Self-decomposition of Christianity and the Religion of the Future," while summarily dismissing Christianity as an out-grown superstition and its founder as a very ordinary man, 'from head to foot a Jew,' in whose sayings there is nothing new or wonderful, declares that the only religion consistent with the rational culture of our age and the ages to come is *pantheistic monotheism*, and the only true idea of Immortality is 'Nirvana' as propounded by the prophet of Bhuddism, Sakyamuni. I have adduced these two instances only to show how our Indian mind is influencing the philosophical thought of the most philosophical nation in the world. And this mental sympathy can

be easily accounted for by the striking affinity which the German mind bears to the Aryan in preference to any other nation in Europe. When with a more thorough and intimate acquaintance with the literature of this country, I shall gradually unfold to you my views on German Literature, I shall have occasion to show how the philosophy of Hegel: of a universal soul in Nature or of contemplating the Universe as a vast ocean of spirit in which every phenomenal existence is but a wave, corresponds with that of our 'Sankaracharya' or how the poetical pieces of the "many sided" Goethe, as his admirers love to call him, reminds me of the melodious odes of Hafiz (here of course the analogy goes so far as the oriental and not the Indian), both frantic with that ever-poetical theme: Love; both of them bearing testimony to the following two verses of an American poet who is a great Philosopher too:—

"Never was a poet of late or of yore,
Who was not tremulous with love-lore."

But I am going further from my topic. Let me conclude this head by adding that as it is of utmost importance for the future greatness of a nation to have a glorious past to fall back upon, and that as for this resuscitation of our own past we owe to none so much as to these German savants, let our hearts swell up in an ecstacy of gratitude towards them, while toiling for the regeneration of our country, and not "bate one jot of heart or of hope" since we too are the children of great fathers!

Seeing in what esteem is the word Brahman held in this country, I, though an "ultra-go-ahead progressionist" as Baboo Rajendra Lala Mitra would call me, have of late been introducing myself as a humble scion of that rarely gifted class of men. Not long ago one of the professors of our University actually remonstrated with me on the unreasonableness of my having thrown away the holy badge of Brahmanism—a sign I should no more have been ashamed of than a memorial left me by my father in order to remind me of his high, noble and manly character, and thus keep me off from mean or wicked acts which I might otherwise have been guilty of. This professor whose lectures I am now attending, and who takes a great interest in our Indian affairs, and who, let me further add, knows our Baboo Rajendra Lala Mitra far more than many of his countrymen, has also very kindly given me a card of introduction to Professor Brockhaus which I have not yet had the heart to make use of. And would you know why? For if, on introducing myself as a Brahman, this old German Pundit whose real existence has been more in India than here, should in his enthusiastic reception of a native of Aryavarta (though alas! only of swampy Bengal) open his lips in the "Devabhasha,"—Horror of Horrors.—I could bear any other torture—even all the agonising tortures of a Calvinic hell with its diabolical deity, exulting in the propitiation of his immutable righteousness——but to stand there before him and perhaps return his salute, in what?——German, that indeed

would be more than I could bring myself to bear. For the little smattering of Sanscrit which I picked up while passing my school and college courses has been so long and so entirely neglected that I am afraid to dish it up for any earthly use again ; it would need a thorough unsparing dusting. I am therefore now thinking, if possible, of brushing up the rusty lumber of my Sanscrit lore, so impiously shoved aside for years together, and then and not till then I assure you, shall I make use of the card of introduction which has been so kindly given to me. Indeed it is a matter of shame as well as regret for any Indian and especially a Brahman to come over to this land without a thorough acquaintance with the Sanscrit literature which is now being so passionately cultivated here. The men most worthy to pay a visit to Germanny are no doubt, men like Baboo Rajendra Lala Mittra, Pundits Eshwara Chundra Vidyasagara, Krishna Kamala Bhattacharjya and others of a similar stamp all over our country. But there is one man more— a living iconoclast to you (for he hates the name of Hindoo, which means " slave ") a philosopher whom I should very much like to see, if the very idea were not extremely absurd, in Germany for it is a man like Pundit Dayanand Saraswaty ! (would that he were a little more decently dressed, his breeches a little more extended and his shoes a little less worthy) who alone could give the Europeans an idea what the native indigenous forces of our soil, apart from all extraneous "goranda" influences, are still able to produce in the shape of a philosopher of vast logical intellect and profound lore. There are vital forces enough still slumbering in the soil itself to produce minds of a high order which need only to be utilised for the regeneration of the whole land."

* * * * *

আমাদের পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের জন্য উপরোদ্ধৃত পত্রখানি অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থানাভাব বশতঃ এই পত্রের সম্পূর্ণ অনুবাদ করিতে পারিলাম না ; অনেক অংশ ছাড়িয়া বা সংক্ষেপ করিয়া স্থূল মর্ম্মাভাস মাত্র দিতেছি। যথা ;—

"শীতাবকাশের পর গ্রীষ্মারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত হইল। অধ্যাপক ব্রক্‌হ্যাম্‌স সংস্কৃতের উপদেশ (লেক্‌চর) আরম্ভ করিলেন। আমাদের প্রিয়তম প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তিনি কি বলেন, এই কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থ আমি তাঁহার প্রথম দুই দিনের লেক্‌চরে উপস্থিত ছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত দ্বারা উপদেশ আরম্ভ করিলেন—কি চমৎকার, বিচিত্র এবং আদি অর্থাৎ অন্যের আদর্শ শূন্য স্বয়ংজাত সাহিত্য ভারতবর্ষে সংরক্ষিত রহিয়াছে—কি অসাধারণরূপে ব্রাহ্মণদিগের তীক্ষ্ণ প্রতিভা দার্শনিক ও ধর্ম্মনৈতিক তত্ত্ব সকল বিকাশ করিয়াছে—ইত্যাদি প্রসঙ্গ যখন তিনি বিবৃত করেন, তখন তিনি জানিতেন না, যে, যে ব্রাহ্মণের এত উচ্চ প্রতিষ্ঠা তাঁহার রসনা নিঃসরণ করিতেছে, সেই ব্রাহ্মণ বংশীয় এক জন তাঁহার সম্মুখস্থ দ্বিতীয় পংক্তির আসনে বসিয়া আছে !

সে যাহাহউক, অধ্যাপক মহাশয়ের প্রত্যেক

বাক্য আমার হৃদয়ের গভীর তলে গমন করিল— প্রতি বাক্য স্মরণ করিয়া দিতে লাগিল, যে, হায় ! এককালে আর্য্যাবর্ত্ত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবংশ কি উচ্চ পদেরই যোগ্য ছিল ! ফলে অদ্যাপি যে আমাদের জন্মভূমি সভ্যতম জাতিদিগের নিকট পূর্ব্ব-গৌরবের সৌরভভূমি রূপে প্রকাশ পায়, তাহা কি কেবল ব্রাহ্মণগণের নিমিত্তই নহে ? অতএব প্রকৃত বুঝিলে " ব্রাহ্মণ " পদবীটী অতি উচ্চ ও অতি সম্ভ্রান্ত। শর্ম্মণ্য দেশে ঐ শব্দটী অধুনা সেই ভাবেই গৃহীত, উচ্চারিত ও সমাদৃত হইয়া থাকে ! অধিক কি, উহার যে কি তাৎপর্য্য, তাহা শর্ম্মণ্য দেশীয়েরা আমাদের অপেক্ষা অধিক জানেন। যেহেতু, পৃথিবীর সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা তদ্দেশীয় পণ্ডিতেরাই সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন ও পুনর্জ্জীবনদান ব্রতে কায়মনোবাক্যে ব্রতী আছেন। উইঃ ভন্ হম্‌বোলট্, সেলিগেলদ্বয়, বপ্, ল্যাসন্, গোল্‌ডষ্টকর, মোক্ষমূলর, ইত্যাদি জগদ্বিখ্যাত নাম কি ভারতের প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ে উষ্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত চিরস্থাপিত রহিবে না ? তাঁহারা কি অসীম অধ্যবসায় সহযোগে কূটতম ও জটিলতম সংস্কৃতভাষা মন্থন করিয়া এককালে আর্য্যাবর্ত্ত যে কি ছিল, তাহা সমস্ত জগৎকে দেখাইয়া দিতেছেন না ? বুদ্ধিমান, সাহিত্যবান, বিজ্ঞানবিদ্, দার্শনিক, সভ্য, ইত্যাকারের যে কোনো প্রার্থনীয় পদে ও মানে আমরা ইউরোপীয়দের চক্ষে দাঁড়াইতেছি, তাহা কি কেবলই ঐ মহাত্মাদিগের গুণে নয় ? শর্ম্মণ্য দেশের লোকেরা হিন্দুজাতিকে কত যে গৌরবের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, তাহা আমার দেশের লোক ভালরূপে জানেন না। শকুন্তলার প্রতি শর্ম্মণ্য দেশের অভিপ্রায় সুবিদিত আছে। কিন্তু সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের তত্ত্ব সমূহকে আদর্শ করিয়া তত্রত্য মহামহোপাধ্যায় দার্শনিকগণ যে নব নব তত্ত্ব ও মতাদির প্রচার করিতেছেন, তাহা বোধ হয়, অনেকে অভিজ্ঞাত না থাকিতে পারেন। ফলতঃ যদি কোনো জাতির ভাবী উন্নতির জন্য বিগত গৌরবের আবিষ্কার ও আলোচনা আবশ্যক হয়, তবে এস, ভ্রাতৃগণ ! আমরা কৃতজ্ঞতা ও উৎসাহোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে ঐ সব মহাত্মাগণকে অভিবাদন করি, যেহেতু তাঁহারাই আমাদের বিগত গৌরবের এক মাত্র প্রকৃত প্রদর্শক! আমরা যে সুমহৎ পিতৃপুরুষগণের সন্তান, ইহা কেবল তাঁহারাই দেখাইয়া দিয়া আমাদের ভাবী উন্নতির জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন !

সে যাহা হউক, আমি যখন স্বদেশে ছিলাম, তখন বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে উৎকট-উন্নতিশীল নাম পাইতে পারিতাম।* যেহেতু আমি পৈতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি ; কিন্তু শর্ম্মণ্য দেশে "শর্ম্মণঃ" কি "ব্রাহ্মণঃ" নামের কি আদর দেখিয়া আমি মহোপাধ্যায় গণের নিকট সেই ব্রাহ্মণকুলের একজন অযোগ্য সন্তান বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলাম। একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক আমাকে পৈতা ত্যাগের অবৈধতা ও অযৌক্তিকতা দেখাইয়া যথার্থই ভৎ'সনা করিলেন। ফলতঃ আমার পিতা যদি তাঁহার শূরত্ব ও মহত্ত্বের কোনো চিহ্ন রাখিয়া যাইতেন, তাহা ধারণ জন্য যদি আমাকে লজ্জা পাইতে না হয়, তবে ব্রাহ্মণকুলের পুরুষানুক্রমিক চিহ্ন স্বরূপ সুপবিত্র পবিত্রধারণেই বা অম-

* " পারিতাম " কেন, পারিয়াছিলেন—মুক্ত রাজেন্দ্র বাবুর মতে কেন, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মতেও তিনি ঐ নাম পাইবার যোগ্য ছিলেন। তিনি স্বধাম হইতে যে সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ হিন্দুমতে " অতি-অতি-অত্যুৎকট উন্নতিশীল " বা অবনতিশীল নামের যোগ্য। ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা সহকারে ভরসা করি, শর্ম্মণ্য দেশে গিয়া তাঁহার অশর্ম্মণ্য বুদ্ধি ও অসামান্য উৎকট মতি গতির যেন শমতা হইয়া থাকে। শ্রীমধ্যস্থ।

র্য্যাদা কি ? বরং তাহা বহন না করাতেই অপরাধ ও অপযশ। *

আমার উক্ত শিক্ষক মহাশয় বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তাঁহার স্বদেশীয় বহু জনাপেক্ষা উত্তম জানেন। অধ্যাপক ব্রক্‌হ্যাম্‌স মহাশয়ের নিকট পরিচিত হইব বলিয়া তিনি আমাকে একখানি পরিচয়-পত্র (Introduction card) দিয়াছেন। কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত তাহা ব্যবহার করিতে সাহসী হই নাই। সাহসী না হইবার বিশেষ কারণ আছে। অধ্যাপক ব্রক্‌হ্যাম্‌স আমাকে আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ জানিয়া (কিন্তু হায়! আমি জলাময় বঙ্গের সন্তান!) যদি দেব-ভাষায় কথোপকথন খুলেন, তবে কি ভীষণ! আমি অন্য শত যন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত সম্বোধনের উত্তরে তাঁহার দেশের ভাষা প্রয়োগ দ্বারা "ব্রাহ্মণের পুত্র সংস্কৃত জানে না" এ লজ্জা ও কলঙ্কের ব্যথা সহ্য করিতে পারিব না! যেহেতু কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থ যাহা কিছু টটাটটী সংস্কৃত শিখিয়াছিলাম, তাহাও এত কালে বিস্মৃতি-হ্রদে ডুবিয়া গিয়াছে! অতএব তৎপ্রতিবিধানার্থ অধুনা আমি পূর্ব্বতন ব্যুৎপত্তিকে মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টায় আছি। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন ঐ পরিচয়-পত্র অমনিই তোলা থাকিল! ফলতঃ অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইয়া এদেশে আগমন করা নিতান্ত লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই! রাজেন্দ্র বাবু, বিদ্যাসাগর বা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহাশয়েরাই এদেশে আসিবার যোগ্য পাত্র। কিন্তু দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় বেদ বেদান্ত দর্শনবিদ্ পণ্ডিত আইলেই ইউরোপীয়দিগকে আমাদের শাস্ত্রের মহিমা ভালরূপে জানাইয়া যাইতে পারেন, ইত্যাদি।"

* আমরা এতৎপাঠে মহা মহা সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীমধ্যস্থ।

প্রকৃতি পর্য্যালোচনা।

ভূতল† হইতে আবিষ্কার।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, যে, সকল সময়ই জল বাষ্প উদ্গীরণ করে। অনাবৃত পাত্রে জল রাখিলে কয়েক দিন পরেই দেখিতে পাওয়া যায় যে পাত্র শূন্য হইয়াছে। সর্ব্বদেশে, সকল ঋতুতে, সকল সময়েই জল হইতে বাষ্প উত্থিত হয়। কিন্তু সূর্য্যোত্তাপই বাষ্পের প্রধান কারণ। সূর্য্য-কিরণ সাগর, নদী, তড়াগ ও আর্দ্রস্থান হইতে বাষ্প আকর্ষণ করে। বাষ্প বায়ুর সহিত প্রথমে মিশ্রিত হয়; হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে, পরে শীতল বায়ুর সংযোগে বৃষ্টি, তুহিন অথবা শিলাকারে পরিণত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে, প্রতিবৎসর এক লক্ষ বর্গ মাইল বাষ্প শূন্যে অবস্থান করে; কিন্তু সকল সময় ঐ পরিমাণে বিদ্যমান থাকেনা। সমুদ্রের জল লোণা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ জল বহুপদার্থ-মিশ্রিত। কিন্তু জল বাষ্পাকারে পরিণত হইতে পারে বলিয়াই আকাশে লবণ অথবা অন্য কোনো পদার্থ উত্থিত হয় না। বৃষ্টির জল পান করিলেই ইহার সত্যতা অনুভব করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ বৃষ্টির জল পরিশুদ্ধ। এস্থলে মনুষ্য জল "চোঁয়াইবার" সঙ্কেত পাইয়াছে। এই সঙ্কেত অতি পূর্ব্বকাল হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এখন আমরা জল, বায়ু, মৃত্তিকা, অগ্নি, এবং ব্যোমকে ভূত শব্দে বাচ্য করিলাম, কেহ যেন নবাবিষ্কৃত ৬৬ ভূত মনে না করেন।

মরা জল হইতে কেবল লবণ প্রভৃতি দ্রব্য বিশ্লেষিত করিতে পারি এমন নহে, যে সকল দ্রব্য উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হয় না, তাহা হইতেও অপরবিধ বস্তু পৃথক করিতে পারি; এবং অল্পোত্তাপে দ্রবণীয় বস্তু হইতে অধিকোত্তাপে দ্রবণীয় বস্তুর পার্থক্য সাধন করিতে পারি। চোঁয়াইবার যন্ত্রে উত্তপনীয় (Retort) ও উত্তপ্তকারী (যথা প্রদীপ) ও স্নিগ্ধকারী যন্ত্র থাকে। এস্থলে প্রদীপ সূর্য্যের এবং স্নিগ্ধকারী যন্ত্র শীতল বায়ুর কার্য্য করে।

জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া পরে মেঘ হয়। কথিত আছে, ব্যোমযানের আবিষ্কর্ত্তা মহাশয় মেঘ দর্শনে উহার সৃষ্টি বিষয়ে ইচ্ছা করেন। আকাশে মেঘের সঞ্চালন দর্শন করিয়া তিনি মনে করেন, যে, যদি তিনি মেঘ প্রস্তুত করিয়া কোনো পাত্র মধ্যে তাহা পূরিতে পারেন, তবে হয়তো উহার সহিত তিনি ঊর্দ্ধে উঠিতেও সমর্থ হয়েন। তিনি মেঘকে ধূমের মত পদার্থ মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করেন। একটা পাত্রে ধূম পূর্ণ করিয়া উহা শূন্যে ছাড়িয়া দিলেন, উহা কতকদূর উঠিল। পাত্রস্থ বায়ু চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা তরল ও লঘু হওয়াতে যে ঐ ঘটনা হয়, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ধূমদ্বারা তাহার সাহায্য না হইয়া বরং যে ব্যাঘাত জন্মিতেছে, তাহা তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই। বহু দিন পরে ঐ ভ্রম দূরীকৃত এবং ধূমের পরিবর্ত্তে উদ্‌জান বাষ্প দ্বারা ব্যোমযান প্রস্তুত হয়।

মেঘ শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বৃষ্টি আকারে পরিণত হইয়া বিন্দু বিন্দু পতিত হয়। বৃষ্টি হইয়া গেলে ছাদ বা চাল হইতে সম-সময়াভ্যন্তরে দোলক অর্থাৎ পেণ্ডুলামের ন্যায় নিয়মিত রূপে জল টপ্‌ টপ্‌ করিয়া নিপতিত হইতে থাকে। প্রাচীন হিন্দুরা ও গ্রীকেরা এই প্রাকৃতিক ঘটনা হইতে "জলঘড়ি" প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন। সাধারণ জল ঘড়িতে জল ছিদ্রপথ দ্বারা একপাত্র হইতে অন্যপাত্রে পতিত হয়। শেষোক্ত পাত্রে ভাসমান পদার্থ থাকে, উহার ঔন্নত্য দর্শন করিয়া সময় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে একটী অসুবিধা আছে—জল প্রথমে যেরূপ দ্রুত পতিত হয়, তৎপরে আর সেরূপ হয় না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের জলঘড়ি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। *

অনেকেই জানেন পর্ব্বতশিখর হিমাবৃত হইয়া থাকে। যৎকালে তুষার গলিয়া পতিত হয়, তখন উহা স্তম্ভ প্রভৃতির ন্যায় আকার ধারণ করে। মেরু সন্নিহিত সমুদ্রে ভাসমান তুষার মন্দির প্রভৃতির ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয়। গ্রীনলণ্ডের পশ্চিম হইতে ডেবিস প্রণালী পর্য্যন্ত তুষার পর্ব্বত শ্রেণী কখনো কখনো অপূর্ব্ব আকৃতি ধারণ করে। দূর হইতে উহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন জাহাজ মন্দির দুর্গ প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত নগরের প্রান্তভাগ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে উহা ভাসিয়া উষ্ণ কটিবন্ধস্থ সমুদ্রে উপস্থিত হয়। সমুদ্রতীরবাসিগণ উহাদিগকে পরিচিত-নগর নামে অভিহিত করে।

কাউপার কবি ইংলণ্ডের গ্রীষ্ম বর্ণনা স্থলে বলিয়া গিয়াছেন ;—

* ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট একটী তামার বাটী অপর পাত্রস্থ জলের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাটী ডুবিয়া যাইবে এবং অর্দ্ধ বা তদর্দ্ধ দণ্ডাদি নিরূপণার্থ বাটীর মধ্যে রেখা থাকে সুতরাং জলের উত্থানানুসারে সময় বুঝা যায়। আমাদের বাটীতে সন্ধিপূজার সময় এই জলঘড়ি দেখিয়াছি। কিন্তু অসুবিধা এই, আচার্য্যকে সূর্য্যোদয় হইতে সন্ধি পূজার ক্ষণ পর্য্যন্ত সেই এক স্থানে বসিয়াই প্রহরিতা ও কতবার বাটী ডুবিল গণনা করিতে হয়। অধুনা কলের ঘড়ির প্রসাদাৎ জলের ঘড়ি আর আনিতে হয় না। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের প্রাপ্য যুচিবার নয়!

শ্রীমধ্যস্থ।

——————" The crystal drops,
That trickle down the branches, fast congealed,
Shoot into *hillars* of pellucid length,
And prop the pile they but adorned before.
Here *grotto* within *grotto* safe defies
The sunbeam. "

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবর্গে সাইবিরিয়া হইতে একটা ম্যামথের কঙ্কাল আনীত হয়। ঐ জন্তু তুষার রাশির উপর হইতে পতিত হইয়া লেনা নদীর তীরে প্রাণত্যাগ করে। মৃত্যুর পর উহার শরীর তুষারাবৃত থাকে। উহার কোমল অংশগুলি এরূপ অবিকৃত ছিল, যে, মাংসাশী জন্তুগণ উহা আগ্রহ সহকারে আহার করে। আমরা এই স্থানে মাংস অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার সঙ্কেত দেখিতে পাই।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কেণ্ডাল সাহেব দক্ষিণ শেটলণ্ড দ্বীপে একজন মৃত নাবিকের দেহ ও মুখাকৃতি অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। এই ঘটনার বহুদিন পূর্ব্বে উহার মৃত্যু হয়।

তুহিন দ্বারা আমরা সহজে প্রস্তর ভগ্ন করিতে পারি। বোধ হয়, অনেকেই জানেন, যে, বর্ষাকালে পর্ব্বত-কন্দরে যে জল সঞ্চিত হয়, শীতকালে উহা জমিয়া বরফ হয়। তৎপরে উহা প্রবল বেগ সহকারে অকস্মাৎ বর্দ্ধিতায়তন হয় এবং তজ্জন্য প্রস্তর খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। শীতপ্রধান স্থানে প্রস্তরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে জল দিলে কঠিনতম প্রস্তরও অনায়াসে খণ্ড খণ্ড হয়।

দর্পণ সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিলে বোধ হয়, মনুষ্য জল হইতে উহার সঙ্কেত জ্ঞাত হইয়া থাকিবে। প্রথমতঃ পরিষ্কৃত জলে মুখ দর্শন করিয়া, অথবা চাক্‌চিক্যময় ধাতু পাত্রে অবয়বের প্রতিরূপ দেখিয়া ধাতুর দর্পণ প্রস্তুত হইয়াছে। এদেশে বিবাহের সময় বরের হস্তে যে " দর্পণ " দেওয়া হয়, তাহা দর্শন করিলে আমাদের এ অনুমানের অর্থাৎ ধাতু দর্পণের সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারে। ধাতুময় " দর্পণের " উন্নতি হইয়া পরে কাচময় দর্পণের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাচ নির্ম্মাণ করিবার যে গল্প আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন; বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে, মনুষ্য স্বভাব হইতেই উহার মূল সঙ্কেত অবগত হইয়াছে। যদিও ঐ গল্প সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে, কিন্তু প্রকৃতিই যে তদাবিষ্করণের নিদান, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঘড়ি সৃষ্টির পূর্ব্বে বৃক্ষ ও গৃহের ছায়া দর্শন করিয়া বেলা বুঝা হইত। এক দিন কোনো বিশেষ সময়ে কোনো বস্তুর ছায়া যতদূর বিস্তৃত হয়, পর দিন ঠিক সেই সময়ে সেই বস্তুর ছায়া প্রায় ততদূর বিস্তৃত হয়। (সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হেতু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়) স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ও মধ্যাহ্ন হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ছায়া দর্শন করিয়া ও মধ্যবর্ত্তী সময় বিভাগ করতঃ চিহ্ন প্রদান করিয়াই সূর্য্য ঘড়ির সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীপ্রঃ—

দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন।

(৫৫৭ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে দুলীন ভয় মৈত্রতা—শাসন ও স্নেহ প্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বকার অত্যাচার নিবারণ, অথচ তজ্জন্য কর্ম্মচারীবর্গের অসন্তোষ উৎপাদন পথে বাধা দান করিলেন। অবিলম্বে তাহাদের বেতন বাড়াইয়া দিলেন। অতি বিশ্বাসী, নিতান্ত অনুগত, অপেক্ষাকৃত অধিক ন্যায়পরায়ণ এবং সুদক্ষ

সঙ্গী বাছিয়া তাহাদের হস্তে শান্তি কার্য্যের (পুলিসের) ভার অর্পণ করিলেন। তদ্রূপ সৈনিক কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদেশ-প্রবেশের কয়েকটী পথ-সীমায় রক্ষক শ্রেণীর অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত রাখিলেন—তিনি যেমন দণ্ডবরের শাসনকালে বিনা বাধায় দুর্গ দ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার কোনো বিপক্ষ সহসা সেরূপ না পারে, এই জন্যই ঐ ব্যবস্থা হইল। শান্তিরক্ষক, পথরক্ষক, দুর্গরক্ষক, প্রভৃতির অনুচরগণ প্রায়ই দুর্দ্দান্ত বা সাধারণ প্রজার উপর অত্যাচারী হইয়া থাকে—প্রায়ই "যে রক্ষক, সেই ভক্ষক" হয়। তৎপ্রতিবিধানার্থ মহাত্মা দুলীন সুদৃঢ় রূপে কতকগুলি খরতর উপ-নিয়মের প্রচারণ ও প্রচলন করিতে লাগিলেন। সুখের বিষয়, নিজের মহদ্দৃষ্টান্ত ও শাসনের সুকৌশলে অচিরেই তিনি তদ্বিষয়ে সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিলেন। অর্থাৎ অনতিকালে রক্ষকেরা যথার্থই রক্ষক হইয়াছিল—ক্বচিৎ কখনো ভক্ষকরূপে প্রকাশ পাইত।

দুলীনের দৈনন্দিন কার্য্য-রীতির কথা পূর্ব্বেই প্রায় বলা হইয়াছে, অতি অল্প মাত্র বলিতে অবশিষ্ট। যাঁহাদের বহু কার্য্য করিতে হয়, তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্যের নিমিত্ত সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে কোনো কাজই যথা সময়ে ও যথা নিয়মে নিষ্পাদিত হয় না— সকলই গোলমালে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে। সুনীতিজ্ঞ দুলীন ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, এজন্য প্রাতর্ভোজনের পর প্রায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যে দরবার হইত, তাহাতে রাইয়ত ও সামান্য ব্যবসায়ীরা মাত্র আসিতে পাইত—তাহাদের হিসাব কিসাব, দেনা পাওনা, রাজস্বসংক্রান্ত ও শান্তি সম্বন্ধীয় বিচারাদি হইত। মধ্যাহ্নে তদ্দেশের অবলোকে স্নানাহারাদিতে ব্যস্ত থাকে, একারণ সেই সময়ে নরশাসন-কর্ত্তা স্বীয় নিভৃত গৃহে গিয়া গ্রন্থ বা সংবাদ পত্রের পঠন ও পত্রাদি লিখন ব্যাপারে একাকী ব্যাপৃত থাকিতেন। পরে পরাহ্নে যে দরবার হইত, তাহাতে ভূম্যধিকারী বা তদ্বৎ সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম এবং বড়লোকের সংক্রান্ত কাজই নির্ব্বাহ হইত। সায়াহ্নে ভ্রমণ—কখনো কখনো কোনো কোনো বড় লোকও সে সময়ভিব্যাহারে থাকিতেন। সন্ধ্যার পর যে দরবার বসিত, তাহাতে বাহিরের লোক প্রায় আসিত না—সৈনিক ও রাজকীয় কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ, বিচার, নিয়ম নির্দ্ধারণ বা উপদেশ দান প্রভৃতি হইত।

দুলীন মধ্যে মধ্যে মৃগয়ায় বহির্গত হইতেন—ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে যে কয়জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে সাহেবকে স্ব স্ব অধিকারে মৃগয়ার্থ আমন্ত্রণ করিতেন। সেই উপলক্ষে এবং প্রদেশের দূর স্থান সমূহ পরিদর্শনার্থ দুলীন সাহেব স্বীয় বিশ্বাসী উপযুক্ত সহকারীর হস্তে দুর্গভার ন্যস্ত রাখিয়া আবশ্যকমত সহচর সমভিব্যাহারে কয়েক দিবসের নিমিত্ত কোটকাংরা ছাড়িয়া যাইতেন। কদাপি বা কোনো দুর্দ্দান্ত বন-দস্যুপতির সন্ধান পাইয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন জন্যও সসজ্জ হইয়া যাইতে হইত। দুলীন একবৎসরের মধ্যেই হিংস্র চতুষ্পদাপেক্ষা ক্রূরতর সেই সেই দস্যু তস্করের হস্ত হইতে কাংরা দেশ নিরুপদ্রব ও নিরাপদ করিয়া তুলিলেন। তজ্জন্য এবং সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান জন্যই প্রজারা মনের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। ফলতঃ সুশাসনের সৎফল এমনি শুভ, যে, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কাংরা দেশের যে সকল জনপদ জনশূন্য অরণ্যবৎ বা বিরলবসতি হইয়া উঠিতেছিল, ঐ বৎসরৈকের মধ্যেই সেই সব স্থান পুনর্ব্বার প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র সকল পুনর্ব্বার হলকর্ষিত এবং শস্যপূরিত হইতে

লাগিল—পূর্ব্বে কাংরার প্রজারা পৈতৃক বাসগ্রাম ছাড়িয়া অন্যাধিকারে পলাইয়া যাইতেছিল, এখন তাহারা তো পূর্ণানন্দ মনে প্রত্যাবৃত্ত হইলই, তদ্ব্যতীত অন্যাধিকার হইতেও শত শত নিপীড়িত মানব কাংরার সুখাধিকারে আসিয়া কৃষি ও বাসভূমি পাইয়া পরমসুখে নিরাপদে বাস করিতে লাগিল! কিন্তু এ বিষয় এখন নয়—ঢুলীন কিছুকাল রাজত্ব করুন, শেষ দেখা যাইবে তাঁহার অধীন দেশকে তিনি কিরূপ উন্নত করিতে পারিলেন—এখন আমাদের ইতিহাসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ উচিত নয়।

৩য় ভাগ—১১শ অধ্যায়।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিল। ইতি মধ্যে চাঁদখাঁর বহু পত্র আসিল—বহু উত্তর গেল। দরবারের সহিত অল্প লেখালেখি চলিল। সাধারণতঃ ঢুলীনের সকল অনুষ্ঠানই দরবারের অনুমোদনীয় ও মহারাজার আন্তরিক সন্তোষোৎপাদক হইয়াছিল। মহারাজার মনের কথা ফকিরজী যেমন জানিতেন, এমন আর কেহই না। মহারাজার মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য ফকিরজীর গোপনীয় পত্র যেরূপ অমোঘ উপায়, এমন আর কিছুই নয়। ঢুলীনের প্রতি ফকিরজী নিতান্তই অনুকূল ছিলেন—পঞ্জাবের উচ্চপদস্থ সচিবাদি শ্রেণীর মধ্যে ফকিরজীর ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং মহারাজার অকপট বন্ধু ও নিঃস্বার্থ হিতৈষী আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ, সুতরাং ঢুলীনের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ, চাটুকারিতাশূন্য, সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী দ্বারা ভূপতি ও প্রকৃতি, উভয় পক্ষেরই যে অশেষ ইষ্টসিদ্ধি ও উপকারের সম্ভাবনা, তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, কাজেই তেমন সৎভৃত্যের পৃষ্ঠরক্ষা কার্য্যটী অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া লইলেন। বিশেষতঃ সদাশয় ও সহৃদয় পুরুষেরা তদ্রূপ স্বভাবের লোকের প্রতি স্বভাবতঃই স্নেহপরায়ণ ও প্রণয়-প্রবণ হইয়া থাকেন। তদনুসারে ঢুলীনকে চাক্ষুষ করিয়া অবধি ফকিরজীর মহদন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি সমাকৃষ্ট আছে। তিনি মধ্যে মধ্যে কোটকাংরায় যে সব গোপনীয় পত্র প্রেরণ করিতেন, তাহাতেই সে ভাব প্রকাশ পাইত। ঢুলীন লাহোর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যখন ফকিরজীর নিকট গুপ্ত বিদায় গ্রহণ করেন, তখন ফকিরজী তাঁহাকে স্থূলরূপে একটী সাঙ্কেতিক ভাষা শিখাইয়া বলিয়া দেন, যে, এই সাঙ্কেতিক ভাষার দ্বারাই আমাদের পত্রাদি চলিবে—সাবধান! কেহ যেন ইহার সঙ্কেত জানিতে না পারে।”

ঢুলীনের কাংরা যাত্রা কালে ফকিরজী যখন তাঁহাকে নিয়োগপত্র ও মহারাজার উপদেশপত্র প্রেরণ করেন, সেই সঙ্গে ঐ সাঙ্কেতিক ভাষার সঙ্কেতও লিখিয়া দেন। এবং তদ্ভাষায় লিখিত সতর্কতাপূর্ণ ও সুনীতিগর্ভ একটী স্বতন্ত্র উপদেশ-পত্রও অর্পণ করিয়াছিলেন। ঢুলীন তজ্জন্য এবং পরবর্ত্তী নানা কারণে তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন—অদ্যাপিও আছেন। ঢুলীন যত কাল পঞ্জাবসিংহের অধীনতায় কালযাপন করিয়াছেন, একদিনের নিমিত্তও ফকিরজীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিস্মৃত হয়েন নাই—সেই উপদেশানুসারে কাজ করিয়া কত বার কত বিপদে ত্রাণ পাইয়াছেন।

সে যাহা হউক, কাংরার নব শাসনকর্ত্তা ফকিরজীর যত সপ্রণয় পত্রী পাইতে লাগিলেন, সকলই সাঙ্কেতিক ভাষায়—সকলই তাঁহার কার্য্যের অনুমোদক—সকলই তাঁহার চরিত্রের অনুরাগব্যঞ্জক—সকলই সতর্কতার সহিত উৎসাহবর্দ্ধক। তত্তাবতের সাধারণ ভাব এই;—“যেরূপ করিতেছ, উত্তম হইতেছে; তাহাই করিবে; ধর্ম্ম ও নেমকের জয় অবশ্য জানিবে; অচিরাৎ ইহার পুরস্কার পাইবে, ইত্যাদি।”

এমন হস্তের এমন লিপিতে কাহার না হৃদয় আনন্দে, উৎসাহে, আশাতে আপ্লুত হয়? ঢুলীনের তো হইবেই। তিনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রাণপণে রাজা প্রজার মঙ্গলোদ্দেশে যত অসাধারণ আয়াস করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পত্র আসিয়া তাহা সম্যগ্ সার্থক করিতেছে—তাঁহাকে মহা মহা পুরস্কার দিতেছে—আর আর দিগে, বিশেষতঃ চাঁদখাঁর বিজ্ঞপ্ত নানা দিগে এবং নন্দসিংহের ষড়চক্রের দিগে যতই কেন প্রতিকূল বাত্যা প্রবাহিত হউক না, তাঁহার জীবন-তরীর আশা পা'ল্ এবং উৎসাহ হা'ল্ ঠিক চলিতেছে!

এইরূপে প্রায় আর এক বৎসর অতীত হইল। ইতিমধ্যে আলিবর্দ্দীর অনেক পত্র আসিয়াছে! কিন্তু আমরা খণ্ড খণ্ড রূপে আলিবর্দ্দীর অনুসন্ধানের ফল জ্ঞাপন করিব না—সে বিষয় এককালেই বিদিত হইবে।

এইরূপে বৎসর যায়, এমন সময় একদিন দল বল সমভিব্যাহারে বিশ্বাসী আলিবর্দ্দী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আলিবর্দ্দী রিক্ত হস্তে প্রত্যাগমন করে নাই—সপ্ত জন আক্রমণকারী দস্যুকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে—অপরাধীরা প্রথমে সমস্তই অস্বীকার করিয়াছিল, শেষে আলিবর্দ্দী ও ওয়াবালির চতুরতা ও ভয়মৈত্রতাময় কৌশলে আপনারাই মুক্তকণ্ঠে সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছে—বিচারস্থলে করিতেও প্রস্তুত আছে।

আলিবর্দ্দী আসিয়াই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক যে স্থূল বিজ্ঞাপন বিবৃত করিল, তাহাতে প্রকাশ পাইল, যে, এই সাত জনই দুর্বৃত্ততা ব্যবসায়ী; ইতর জাতিরও ইতর; তাহাদের কেহ কেহ কোন্ জাতীয়, তাহার স্থিরতা নাই—হিন্দু কি মুসলমান, আপনারাই তাহা জানে না—কোনো ধর্ম্মেরই সম্বন্ধ রাখে না—দস্যুতা, লুঠ, নরহত্যাদি পাপে বাল্যাবধি অভ্যস্ত! অপর কয়জনের মধ্যে কেহ গুর্জ্জর, কেহ কঞ্জর, কেহ চামার। রাজ্যবিপ্লব, বিদ্রোহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ই তাহাদের সুসময়! কোনোরূপ সৈনিক কুচের সুযোগ পাইলেই তাহারা গোলেমালে দলে মিশিয়া যায়; সাহেবের কাংরা কুচেও তাহারা মিশিয়াছিল এবং অল্প কাল মধ্যেই তাহাদের স্বাভাবিক তীব্র দর্শনশক্তি সাহায্যে তাহারা সৈনিক কর্ম্মচারীদের ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়াছিল। অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যক্তি সাহেবের যথার্থ অনুগত এবং কাহারাই বা তাহা নয়, ইহার মর্ম্মোদ্ভেদে তাহারা সম্যগ্ সমর্থ হইয়াছিল।

একদা মহম্মদ সা নামা জনৈক অধ্যক্ষের মুখে তাহাদের একজন এরূপ ইঙ্গিত পায়, যে, কয়েকজন সাহসী লোক কোনো একটা কাজ করিতে পারিলে বিস্তর টাকা পুরস্কার পাইতে পারে। দুর্বৃত্তেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলে পাঁচ শতটাকা পারিতোষিক নির্দ্ধারিত হইল। এই ষড়যন্ত্রে সর্ব্বশুদ্ধ ষোল জন প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে চারিজন কাংরার অধিবাসী। তাহারা কুচের পথের সকল সন্ধান জানে। তাহাদেরই উপদেশে সেই নালাটী সংঘটনস্থল রূপে নির্ণীত হয়। কিন্তু প্রধান উত্তেজকেরা প্রকাশ্যরূপে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারাতে ষড়যন্ত্রের বন্দোবস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই এবং সুনিপুণ সাহসী অধ্যক্ষ না থাকিলে দুর্বৃত্তদল কখনই কোনো বিশেষ দুঃসাহসিক কাজ সিদ্ধ করিতে পারে না। এই জন্যই ঈশ্বরানুগ্রহে সে দিবস তাহাদের দুরভিসন্ধির শোচনীয় পরিণাম ঘটে নাই!

দুর্বৃত্তেরা স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে, তাহারা এরূপে ধরা পড়িবে। একে বন, তায় রাত্রিকাল, আক্রমণকারীদিগকে চিনিবার কি দেখিতে পাইবারও সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ তাহারা এ-

কটী নালা পার হইয়া গিয়াছে—পারের সময় পদচিহ্নের কোনো সন্ধান না থাকে, এরূপ কৌশল করিয়াই পার হইয়াছে। এত সতর্কতার পর বিপদের আর আশঙ্কা কি?

কিন্তু দুর্জ্জনের কৃতান্ত স্বরূপ অতি সুদক্ষ "পদচিহ্নানুসারী" লোক যে সাহেবের চমূ মধ্যে আছে এবং পবনপুত্র হনুমান যেমন রামগত-প্রাণ, সাহেবের সেইরূপ ভক্তজন যে সেই "পদাঙ্কদূতের" অবিশ্রান্ত ও একান্ত পরিচালক, তাহার অনুমাত্র আভাসও তাহাদের কল্পনায় আইসে নাই—আইলে কি তাহারা এমন কাজ করে?

আলিবর্দ্দী যথার্থই মারুতীর ন্যায় প্রভুভক্ত—তাহার অধ্যবসায়, আগ্রহ, সাহস ও চতুরতা অসীম। সেরূপ ব্যক্তি যখন কোনো সৎকর্ম্মে, বিশেষতঃ দুষ্ট-দমনে নিযুক্ত হয়, তখন প্রভুকার্য্যে স্বাভাবিক অনুরাগ এবং প্রভুর নিকট প্রতিপত্তি ও পুরস্কারের আশা তো তাহার মহা মহা উত্তেজক হয়; তদ্ব্যতীত সামান্য দুষ্ট লোকের নিকট পাছে চতুরালিতে হারিয়া যাইতে হয়—পাছে তজ্জন্য স্বসম্প্রদায়স্থ লোক এই বলিয়া টিট্‌কারি দেয়, যে "এই বুঝি বড়াই—এই বুঝি যোগ্যতা—যদি যোগ্যতাই নাই, তবে লোক হাসাতে গেলি কেন!" ইত্যাদি ভাব ও চিন্তা তাহাকে শতগুণে উত্তেজিত করে।

যে কারণেই হউক, এই কর্ম্মে আলিবর্দ্দী অসম্ভব আয়াস ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছে। তদ্দৃষ্টান্তে ও উচ্চ পারিতোষিকের লোভে তাহার সহচরেরাও সামান্য সহকারিতা করে নাই। সর্ব্বোপরি পদাঙ্ক-দূত দ্বয় স্বব্যবসায়ে যেরূপ নৈপুণ্য ও গুণপনা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। কোনো "গ্রে-হাউণ্ড" কুক্কুর এমন পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে পলায়িতের বা শিকারী কুক্কুর শিকারের অনুসরণ করিতে পারে না!

কিন্তু যেমন চতুর কুকুর, বধ্য শৃগালেরাও তেমনি ধূর্ত্ত ছিল! অনুগামী শিকারী দলকে তাহারা যে কষ্ট দিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনুগামীদল কতবার মনে করিত, এইবার ধরিলাম—অদ্যই ধরিব—আর কোথায় যায়, কিন্তু হায় মরীচিকার ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত ধূর্ত্তেরা আবার যেন দূরে পলায়—যেন হাত পিছলিয়া যায়! অধিক কি, দুর্জ্জনেরা যে স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া পাক করিয়াছে, আলিবর্দ্দীর দল কতবার তেমন স্থলে গিয়া ইহা দেখিয়াছে, যে, অগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই—তাহারা অবশ্যই অধিক দূরে যাইতে পারে নাই—তৎক্ষণাৎ বিনা আহারে, বিনা বিশ্রামে, তাহাদের অনুসরণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি দুর্ব্বৃত্তগণ আয়ত্ত হয় নাই। বন পর্ব্বতের পথ অধিক জানে বলিয়াই হউক, বা প্রাণের ভয়ে অধিকতর খর-গতি ও কৌশল-শালী হইত বলিয়াই হউক, অথবা অনুগামী দলের অধিক লোক সংখ্যা, বিশেষতঃ পদচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া অগ্রসর হওনের প্রয়োজন জন্যই বা হউক, দস্যুরা ধরা পড়িয়াও পড়িত না।

তাহারা আপনাদের পদাঙ্ক চিহ্নের অপহ্নব জন্য না করিয়াছে এমন কৌশলই নাই—কতক দূর গাছে গাছে—শাখা বাহিয়া বাহিয়াও পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু ওয়াবালি ও খয়রাতালি প্রতারিত হইবার লোক নয়—তাহারা স্বব্যবসায়ে কালীদাস বলিলেও হয়! যেখানে কোনো লোক কোনো চিহ্নই পাইতে পারে না, তাহারা তেমন স্থলেও ভৌতিক দৃষ্টির ন্যায় আশ্চর্য্য দর্শন-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। যদি আলিবর্দ্দীর অনুগমন বিবরণটী আরো বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে পাঠক! তাহার নিজের মুখেই তাহা শ্রবণ করুন—আমরা তাহার বিজ্ঞাপনের মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

১। আর্য্যরচিত ১ম ভাগ।

শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। পুস্তকখানি ডিমাই ১২ পেজির ৪ ফরমে সম্পূর্ণ। মূল্য তিনআনা মাত্র। ইহাতে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য ও বিজয়সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইয়াছে। এত ক্ষুদ্র পুস্তকের মধ্যে এত গুলি মহাত্মার জীবনী সন্নিবেশিত হওয়াতে অনেকে নৈরাশ্যানুভব করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব নৈরাশ্যের কারণ নাই। ইহা বালকদিগের শ্রেণীপাঠ্য হওনোদ্দেশে রচিত—সে উদ্দেশ্য স্মরণরাখিয়া আদ্যন্ত পড়িয়া দেখিলে বরং গ্রন্থকারকে প্রশংসা করিতে হয়। তিনি ভূমিকাতে যথার্থই লিখিয়াছেন, যে "অষ্টমবর্ষীয় একজন বালক ডুবাল, সিম্‌সন প্রভৃতির জীবন বৃত্তান্ত অনর্গল বলিতে পারে, কিন্তু বিংশবর্ষীয় যুবকও বাল্মীকি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় প্রাচীন মহাত্মাগণের নাম পর্য্যন্তও জানে কিনা সন্দেহ।" তিনি সেই অভাব নিবারণার্থ "আর্য্যচরিত, ১ম ভাগ" প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে "দুরূহ কোনো বিষয়ই নাই। কাল নির্ণয় করিতে গেলে অনেক কূট তর্কের অবতারণা করিতে হয়, বালকদিগের পক্ষে তাহা কঠিন হইয়া উঠে, এজন্য তদ্বিষয়ে কোনো কথা বলা হয় নাই; যে মতটী সাধারণে প্রচলিত, তাহাকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং স্থানে স্থানে নব প্রচারিত মতের সহিত অনৈক্য হইয়াছে।" আমাদের বিবেচনায় তিনি ভালই করিয়াছেন। সাধারণ মতকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে খণ্ডন করিতে পারে, এমন কোনো "নবপ্রচারিত মত" অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। কাজেই সন্দেহের স্থলে চির-প্রচলিত প্রবাদ বা বহুকালের মান্য গণ্য মতই বালকদিগের পক্ষে যথেষ্ট। পুস্তক খানির ভাষা, রচনা-প্রণালী ও বিবরণ-রীতি যথোপযুক্ত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি, শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয়েরা শ্রেণীপাঠ্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক গ্রন্থকারকে ইহার দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ প্রণয়ণে উৎসাহিত করিবেন।

২। বাঙ্গালা শিক্ষা, ১ম ও ২য় ভাগ।

এ দুখানিও উক্ত বীরেশ্বর বাবু প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথম ভাগের মুখবন্ধে বর্ণের আকার প্রকার, উচ্চারণ, প্রয়োগাদি বিষয়ে তিনি যে সুদীর্ঘ বিচারপত্র প্রকাশ দ্বারা অভিনব মত প্রচলনে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার অংশ বিশেষের প্রতি আমাদের আপত্তি, অংশ বিশেষে সন্দেহ, অংশ বিশেষে অনুমোদন, ইত্যাদি বিস্তর বলিবার কথা আছে। কিন্তু এপ্রকার ক্ষুদ্র আলোচনায় তাহা সম্ভবে না। বিশেষতঃ আমাদের সাবকাশ, ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণজ্ঞান এত অল্প, যে, তদ্বিচার ভার দেশস্থ বুধমণ্ডলীর প্রতি অর্পণ করিয়া এই বলিয়া ঐ প্রথম পাঠ্য পুস্তকদ্বয়ের আলোচনা সম্পূর্ণ করিতেছি, যে, পুস্তকদ্বয়ের বর্ণযোজনা ও পাঠ বিন্যাসাদির প্রণালী উত্তম হইয়াছে—প্রথম পাঠীদের পক্ষে বিশেষ সৌকর্য্যসাধক বটে।

৩। শিশু বিজ্ঞান, ১ম ভাগ।

এখানিও উক্ত বাবুর প্রণীত। আমরা দেখিতেছি, ইনি বালকশিক্ষা কল্পে নানা বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ শিক্ষক বটেন। এখানি পদার্থবিদ্যার সংক্ষিপ্ত পুস্তক। ইহাতে জড়প্রকৃতি, যোগাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, তাপ, তাড়িত, আলোক, গতি এবং জড়ের বিশেষ ধর্ম্ম এই কয়টী বিষয় অতিসং-

ক্ষেপে, সহজরূপে ও সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু ও ভূদেব বাবু প্রভৃতির পদার্থবিদ্যা শিখাইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ নিম্নতর শ্রেণীতে ইহা অনায়াসে অধীত হইতে পারে। ভরসা করি, গ্রন্থকারের আশা সফলা হউক।

৪। হিতৈষিণী।

ইহা মাসিক পত্রিকা, বরিশাল হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা। বিগত বৈশাখ হইতে প্রচারারম্ভ হইয়াছে। আমরা ইহার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা পাইয়াছি। এই দুই সংখ্যা পাঠে যেরূপ প্রীতি লাভ করিলাম, ভবিষ্যতে যদি এইরূপই থাকে, তবে ইহা একখানি উত্তম সাময়িক পত্র হইতে পারিবে। একে তো মফঃস্বল হইতে সংবাদ ও জ্ঞানগর্ভ পত্রাদি যত প্রকাশ পায়, ততই ভাল; তাহাতে এরূপ সুসম্পাদিত পত্রিকার তো কথাই নাই। ইহাতে যে যে গদ্য পদ্য লিখিত হইয়াছে, তাহার একটীকেও মন্দ বলা যায় না, বিশেষতঃ "কাল বিভাগ" নামক ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিষয়টী নানা কারণে অতীব হৃদয়গ্রাহী ও বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপকারী সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের নব সহযোগীর সম্পূর্ণ সফলতা প্রার্থনা করি।

ডাক্তার বাবু নাটক।

এখানি উত্তম হইয়াছে। দুই এক কথায় ইহার দোষগুণের আলোচনা করিলে চলিবে না। এতৎসম্বন্ধে বিস্তর বলিবার কথা আছে। কিন্তু এ সংখ্যায় স্থানাভাব। সুতরাং আগামী সংখ্যার নিমিত্ত ইহার সমালোচনা স্থগিত রহিল।

উক্ত কারণে অর্থাৎ স্থানাভাব বশতঃ নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর প্রাপ্তি স্বীকার মাত্র এ সংখ্যায় করিতে বাধ্য হইতেছি।

১। কলির দশ দশা।
২। হিন্দু বিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড।
৩। বীরবালা নাটক।
৪। অণুবীক্ষণ পত্র।
৫। চিতোর রাজসতী পদ্মিনী।
৬। চন্দ্র রোহিণী।
৭। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক।

অসাধারণ বল।

"অনেক সহযোগীকেই ব্যক্তি বিশেষের বলের প্রশংসা করিতে শুনিতে পাই। আমরা অদ্য এক ব্যক্তির অসামান্য বল ও সাহসের প্রশংসা করিব। পাবনা নিবাসী বাবু প্যারীমোহন সেনকে হয়তো অতি অল্প লোকেই জানেন, ফলতঃ তাঁহার অসাধারণ শক্তি এবং সাহস, এদেশে বিরল। ইনি অবলীলাক্রমে, মুষ্টির আঘাতে বড় বড় বন্য বরাহ এবং ব্যাঘ্র নিহত করিয়া থাকেন। ইহাঁর এতদূর বল যে সমূলে বংশ ঝাড় হইতে একটা বাঁশ উৎপাটিত করিতে পারেন। যখন মৃত লর্ড মেও বরাহ শিকার করিতে পাংশা আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে প্যারীবাবু বিনা বাণে পাদচারী হইয়া একটা বৃহৎ বরাহের পশ্চাৎপদদ্বয় ধারণকরতঃ মহাবেগে ঘূর্ণিত করিয়া, উহাকে ভীমবলে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই নিরুপায় বরাহ লীলা সম্বরণ করিল। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম, তাঁহার বিক্রম পরিদর্শন করিয়া লর্ড মেও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।" সম্মিলনী।

মধ্যস্থ সম্বন্ধে নিয়ম।

মধ্যস্থের মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	৩ তিন টাকা।
ঐ যাণ্মাসিক	১৸০ সাতসিকা।
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক	৪ চারি টাকা।
কোনো এক সংখ্যা	।৵০ ছয় আনা।

১। অগ্রে মূল্য না পাঠাইলে কাহারো নামে কাগজ যাইবে না।

২। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা কোন্ সময় হইতে কাগজ লইবেন, অনুগ্রহ করিয়া স্পষ্ট লিখিবেন।

৩। মনি অর্ডার, হুণ্ডি, বরাতচিঠি, করেন্সি নোট, নগদ টাকা বা অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কেহ যেন মূল্য না পাঠান। অর্দ্ধ আনার বেশী মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে প্রতি টাকায় এক আনা হারে ডিস্কৌণ্ট দিতে হইবে। মূল্য ও মনিঅর্ডার প্রভৃতি আমার নামে প্রেরিতব্য।

৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি ছত্র /১০ দেড় আনা মাত্র। বেশী স্থান লইলে বা বেশী বার হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।

শ্রীবিজয়কুমার বসু।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

১২৭৯। ৮০। ৮১ সালের মধ্যস্থ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য প্রতি খণ্ড ৩ তিন টাকা; মাসুল আট আনা।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরি—তুষভাণ্ডার	৩।৵০
,, হরলাল চৌধুরি—কুস্তিয়া	১৲
,, শ্যামদাস সেন—বহরমপুর	৩৲
,, গুরুগোবিন্দ গুহ—কুচবেহার	৪৲
,, দীননাথ পরামাণিক—শান্তিপুর	৩৲
,, দ্বারকানাথ পরামাণিক—কুমারখালি	১৲
,, তারাচাঁদ গুহ—হোগলকুঁড়িয়া	১৸০
,, ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক—বড়বাজার	।।০
,, গৌরীশঙ্কর দে—দরজিপাড়া	৩৲
,, নবীনচন্দ্র পালিত—সার্কুলারোড	১৸০
অনরেবল বাবু দিগম্বর মিত্র—ঝামাপুকুর	১৸০
বাবু শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ—দার্জিলিং	৩৲
,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—ঘোড়াসাঁকো	১৸০

REGISTERED NO. 43.

2 DEL LUCKNOW. AUG:20

সতীনাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

"BABOO MANOMOHANA BASU, who is the author of the *Ramabhishaka-Nataka* and *Pranaya Parikha*, has made another accession to the dramatick literature of Bengal. The Third drama is entitled the *Sati-Nataka*. Our author dramatizes the well-known mythological story of the Daksha-Jajna, and dwells on the virtues of Sati—the beau idial of Hindu conjugal faithfulness. Babu Basu's drama is above the level of ordinary Bengali dramas. He seems to us to possess considerable dramatick power; and as the present work is superior to the two first, we have no doudt he will go on improving till he gives us a play of sterling merit." *Bengal Magazine, July* 1874.

"হিন্দু আচার ব্যবহার" পুস্তক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

* * * ফলতঃ এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তৎপাঠে হিন্দু সাধারণ স্বীয় সমাজের অনেক উৎকৃষ্টতর নিয়মাদির গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। * * মনোমোহন বাবু লিপিনৈপুণ্যে হিন্দুআচার গুলি অতি আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই বক্তৃতায় মনোমোহন বাবুর হিন্দুসমাজ-হিতৈষিতার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের উৎসাহ জন্য নয়, শুদ্ধ আপনাপন উপকারের জন্যই প্রত্যেকের এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।"

হিন্দুহিতৈষিণী। ২৬ শে, ফাল্গুন ১২৭৯।

প্রেস ও অক্ষর বিক্রয়।

একটা উত্তম লৌহ যন্ত্র; বিহারীর দেবনাগর ইংলিস; কৃষ্ণচন্দ্রের দেবনাগর গ্রেট; রামচন্দ্রের বাঙ্গলা স্মলপাইকা অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে। অক্ষরগুলি প্রায় নূতন। মূল্য সুলভ। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিবেন।

নূতন পুস্তক।

কাশ্মীর-কুসুম।

অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ। কাশ্মীরবাসী সদ্বিদ্বান বাবু রাজেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে কাশ্মীরের বহুতর আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ও শিল্পজ পদার্থ সমূহের এবং আচার ব্যবহার রাজনীতি ইত্যাদির বিবরণ অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় দেশ ভ্রমণ বিষয়ের এমন উপাদেয় গ্রন্থ আর দৃষ্ট হয় না। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে, অবিলম্বে প্রকাশ পাইবে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাসুল আন্দাজ ৶০ তিন আনা।

দ্বৈপায়ন যন্ত্র বিক্রয়।

উক্ত নামে ঠনঠনিয়া চোর বাগানের মোড়ে যে এক প্রেস ছিল, তাহা সায় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও দেবনাগর অক্ষর এবং বিবিধ সরঞ্জাম বিক্রয় হইবে। ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাশয়ের ভবনে তত্ত্ব করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ।

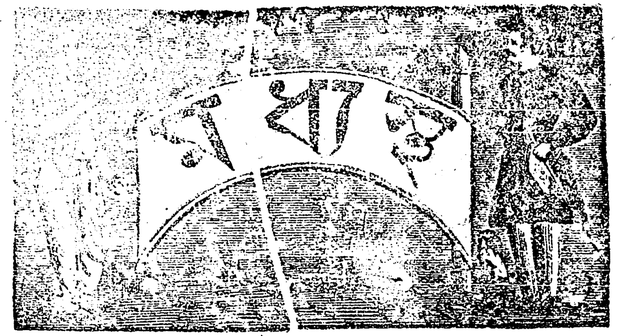

মাসিক পত্র।

নবীনভাবাচ্চপলান্নবান্নবেৎযবীয়সোঽপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

৪র্থ ভাগ।] আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১২৮২ সাল। [৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মুখোপাধ্যায়ার বরদা পুস্তক	৪৯
শুষ্ক তরু (পদ্য)	৯০
সপ্তরত্ন পঞ্জিকা	৯১
পরমেশ্বরাষ্টক সম্বন্ধে উক্তি	৯৪
উলুপীর প্রতি চিত্রাঙ্গদা (পদ্য)	৯৫
প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি	৯৬
Moral Sellections	৯৬

কলিকাতা—৩০ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

মূল্য অগ্রিম বার্ষিক (মাশুল সম্বলিত) তিন টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মধ্যস্থ প্রকাশের অনিয়ম দৃষ্টে গ্রাহক মহাশয়েরা বিরক্ত হইতেছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুগৃহীত পাত্র বলিয়া আমার যে স্পর্দ্ধা আছে এবং অনিয়মের কারণ স্বরূপ যে সরল সত্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি, ভরসা করি তাহাতেই ক্ষমা প্রাপ্ত হইব।

যে দৈহিক পীড়া বশতঃ জ্যৈষ্ঠের মধ্যস্থ বিলম্বে বাহির হয়, সেই পীড়া তখন প্রশমিত হওয়াতে ভাবিয়াছিলাম এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখিয়াওছিলাম যে, আর যদি কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তবে এখন অবধি আর বড় অনিয়ম হইবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ব্যাঘাতই ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রচার ও আষাঢ়ের কয়েক ফরম মুদ্রাঙ্কণ হওনের পর সেই পীড়া আবার ভাদ্র পর্য্যন্ত দ্বিগুণ বলের সহিত আমাকে নিতান্ত অসমর্থ করিয়া রাখিল। সুতরাং আষাঢ় ও শ্রাবণের সংখ্যাদ্বয় একত্র এত বিলম্বে বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। পরবর্ত্তী সংখ্যারও মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে; তাহা অতি শীঘ্রই প্রকাশ পাইবে।

শ্রীমধ্যস্থ।

মধ্যস্থ সম্বন্ধে নিয়ম।

মধ্যস্থের মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	... ...	৩৲ তিন টাকা।
ঐ ষাণ্মাসিক	... ...	১৸০ সাতসিকা।
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক	... ...	৪৲ চারি টাকা।
কোনো এক সংখ্যা	... ...	।৵০ ছয় আনা।

১। অগ্রে মূল্য না পাঠাইলে কাহারো নামে কাগজ যাইবে না।

২। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা কোন্ সময় হইতে কাগজ লইবেন, অনুগ্রহ করিয়া স্পষ্ট লিখিবেন।

৩। মনিঅর্ডার, হুণ্ডি, বরাতচিঠি, করেন্সি নোট, নগদ টাকা বা অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কেহ যেন মূল্য না পাঠান। অর্দ্ধ আনার বেশী মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে প্রতি টাকায় এক আনা হারে ডিস্কৌণ্ট দিতে হইবে।

৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি ছত্র /১০ দেড় আনা মাত্র। বেশী স্থান লইলে বা বেশী বার হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।

শ্রীবিজয়কুমার বসু।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

১২৭৯।৮০।৮১ সালের মধ্যস্থ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য প্রতি খণ্ড ৩৲ তিন টাকা; মাসুল আট আনা।

মুখোয্যার বরদা পুস্তক।

আমরা দেখিতেছি, ঐক্যের কাজ ব্যতীত আর সকল কর্ম্মেই বাঙ্গালী পারগ। মন্ত্রণা-ভবনে, বিচারাসনে, ব্যবস্থাপক মণ্ডলে, সামাজিক সভামণ্ডপে, ধর্ম্মমন্দিরে, কেরাণীর টুলে, বাণিজ্যের হাউসে, মুৎসুদ্দির দপ্তরে, মহাজনের গদিতে, ওজনের কাঁটায়, পুলিস থানায়, মাজিষ্ট্রেটি অশ্বে, দেওয়ানি চৌকিতে, সম্পাদকীয় সপে (মাদুরে), গ্রন্থকারের তক্তপোষে, সমালোচকের শয্যায়, প্রোফেসরের চেয়ারে, বাষ্পশকটে, তাড়িত গৃহে, চিত্রশালায়, নাট্যশালায়, ডাক্তারখানায়, ছাপাখানায়, যেখানে তাহাকে পাঠাইবেন, বসাইবেন বা লাগাইবেন, সেইখানেই জয়-জয়কার! অধিক কি, সুযোগ ও শিক্ষা পাইলে রণরঙ্গে ও অর্ণবতরঙ্গেও নৈপুণ্য প্রদর্শনে কুণ্ঠিত নয়। তিন অধিকারে মন্ত্রী কি বিচারক হইল, তাহাতেও জয়জয়কার! নবাধিকৃত অযোধ্যায় বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই বাঙ্গালী তথায় প্রবেশ করিল, অমনি দুর্দ্দম্য প্রবল পরাক্রম ভূম্যধিকারিগণ মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ঝাঁপি প্রবেশের ন্যায় রাজনৈতিক সভায় প্রবিষ্ট হইল—যাহারা কখনই নিয়মতন্ত্রতা কি পদার্থ, জানিত না, অমনি তাহারা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইল—শত ইংরাজে কত বর্ষে যাহা পারিতেন কি না সন্দেহ, দুই এক বর্ষ কালে বঙ্গালী তাহা করিয়া তুলিল—অভিমানী মানী রাজাগণ, জমীদারগণ হাস্যমুখে চিরাধীনতার জোয়ালি ঘাড়ে পাতিয়া লইল—যাহারা পূর্ব্ব প্রভুর নিকট আপনাদের সত্বের কথা ও হৃদয়ের ব্যথা অসিদ্বারা জানাইত, বাঙ্গালীর পরিচালনায় তাহারাই এখন মসি দ্বারা জানাইতে সম্মত হইল—নূতন শিখিল! অতএব বাঙ্গালী সামান্য নয়—সামান্য প্রভুভক্ত নয়—প্রভুর সামান্য উপকারী নয়—প্রভুর নিকট গুণশিক্ষারূপ উপকার পাইয়া সামান্য প্রত্যুপকারী নয়!

বাঙ্গালী জয়পুরে গেল; জয়পুর তখনি আদর্শ রাজ্য হইল। বাঙ্গালী কাশ্মীরে গেল, অমনি কাশ্মীরে সোনা ফলিল।

বাঙ্গালী উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে বসিল, অমনি উচ্চতম বিচারশক্তিই দেখাইল। ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাইল, সে স্থানও উজ্জ্বল করিল। জষ্টিস সভায় অধিবেশন করিল, অমনি পুরুষানুক্রমিক আজন্ম স্বাধীন ইংলণ্ডীয় যোগ্যতম জষ্টিসগণের সহিত সম-যোগ্যতা ও সম-স্বাধীনতার ভাব দেখাইতে লাগিল।

বাঙ্গালী গ্রন্থকার হইল, অমনি অনতিকালে ভারতের অন্যান্য সকল খণ্ডাপেক্ষা স্বীয় মাতৃ ভাষাকে অধিকতর শোভায় ও রম্যতর বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া তুলিল।

বাঙ্গালী রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিল, অমনি রাজকীয় জ্ঞান, দেশের ভাব-অভাব-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা, রাজভক্তিমূলক ধীর, স্থির, অথচ তীক্ষ্ণ যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ প্রার্থনা, মন্ত্রণা ও উপদেশাদি দ্বারা রাজ-প্রতিনিধিবর্গের বিচার-সাহায্য, গৌরবাকর্ষণ, সুতরাং কিছু না কিছু ক্ষমতা ধারণে অবশ্যই সমর্থ হইল।

বাঙ্গালী সম্পাদক হইল, শতগুণে অধিক বিদ্বান ইংরাজ সম্পাদকেরা শত বর্ষে দেশের যত কিছু জানিতে ও জানাইতে না পারিতেন, এমন কত নিগূঢ় জানাইয়া দিল—রাজকীয়, বিচার সম্বন্ধীয় ও

বিশেষ শাসনবিষয়ক কত দোষই ধরিয়া দিল—রাজা প্রজার কত অনভিজ্ঞতাই দূর করিল—রাজার যে সব গূঢ়াভিপ্রায় প্রজায় বুঝিত না বা বিপরীত বুঝিত এবং প্রজার যে সব কথা রাজা জানিতেন না বা বিপরীত জানিতেন—এ দোষ সামান্য দোষ নয়—এ উপসর্গ মারাত্মক—তেমন উৎকট উপসর্গের চিকিৎসাতেও বাঙ্গালী সম্পাদক সামান্য বৈদ্যরূপে প্রকাশ পায় নাই।

ঐ সভা আর ঐ সম্পাদকগণ নিয়তই হিত চেষ্টা করিয়াছে—নিয়তই হিত কথা বলিতেছে। রাজপুরুষেরা ভ্রান্ত সংস্কারে, সর্ব্বজ্ঞতা অভিমানে বা উচ্চ সভ্যতা মদে মত্ত হইয়া সে সব হিত শুনুন বা না শুনুন—বুঝুন বা না বুঝুন—অসভ্য অজ্ঞান দাস-জাতির বে-আদবি বলিয়া প্রথমে গ্রাহ্য করুন বা না করুন, শেষে কিন্তু গরিবদের অনেক কথা খাটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো বহু খাটিবে—শেষে কিন্তু অনেক কথা মানিতে ও স্মরণ করিতে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো বহু করিতে হইবে! বর্ত্তমান কুসংস্কার ও কদভিমান ইহার সত্যতা স্বীকার করুক বা না করুক, ভাবী ইতিহাস-লেখক—ইংরাজ বাঙ্গালী উভয় লেখক এবং ভাবী শাসক বৃন্দকে অনুতাপের সহিত তাহা স্মরণ করিতে হইবে!

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির স্পষ্টবক্তা বিজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীর হিতবাদী। তাঁহার কথা এখন কটু বা তিক্ত লাগিতে পারে—পারে কেন, লাগিয়াছে—কোনো কোনো ইংরাজ সম্পাদক তৎপাঠে তাতিয়া উঠিয়াছেন—কেহ কেহ বা সেই লেখাতে বিদ্রোহিতার স্পষ্ট লক্ষণ ঈক্ষণ করিতেছেন—ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক হইতে এবং লেখকের দণ্ড বিধান করিতে বসিতেছেন—মুখোপাধ্যায়কে ব্রিটিশ জাতির পরম শত্রু ও ঘোর ঘৃণাকারী ভাবিতেছেন; কিন্তু যদি তাঁহারা সারগ্রাহী হইতেন, তবে কদাচ এরূপ বলিতেন না—এরূপ ভাবিতেন না। তাঁহারা ভ্রমান্ধ ও গর্ব্বান্ধ না হইলে মুখোপাধ্যাকে বিপক্ষ না ভাবিয়া পরম বন্ধুই জ্ঞান করিতেন। প্রকাশ্যরূপে গোপনীয় দোষ প্রকাশ শত্রুর কাজ বটে, কিন্তু প্রকাশমান দোষের প্রকাশ্য প্রদর্শন কি তাই? প্রকাশ্য কাজের প্রকাশ্য সমালোচন শাত্রবতার লক্ষণ নয়—বিশেষতঃ এরূপ বিষয়ের দোষাদোষের ব্যাখ্যা করা সকলেরই অধিকার আছে; যে হেতু রাজকীয় বিষয় সাধারণ সম্পত্তি। বরং দোষ জানিয়া তাহার গোপন চেষ্টায় প্রত্যবায় আছে, কারণ তাহাতে নানা অমঙ্গল ও নানা বিপদের সম্ভাবনা। সেই দোষোদ্ঘোষণে বিদ্রোহিতা হয় না, বরং দোষ প্রদর্শনের অভাবে ক্রমশঃই দোষের বৃদ্ধি হইয়া সেই দোষই বিদ্রোহিতার অব্যর্থ কারণ হয়। অতএব দোষ প্রদর্শক শত্রু নয়, মিত্র—সমালোচক বিদ্রোহী নয়, তন্নিবারক।

বরদার চমৎকার অভিনয় সম্বন্ধে এদেশে ও বিলাতে না লিখিয়াছেন এমন লেখকই বিরল। দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্পাদকগণ, পত্রপ্রেরকবৃন্দ, সাময়িক পত্র পুস্তকাদির লেখকচয় এবং রাজনীতিবেত্তা মাত্রেই কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকে প্রায় কেহই ভাল বলেন নাই, তৎপ্রতি প্রায় সকলেই প্রতিকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ দেশীয় কমিস্যনরদিগের সূত্র, কেহ প্রকাশ্য বিচার প্রথার অযৌক্তিকতার সূত্র, কেহ চরমাজ্ঞার সূত্র, কেহ অপূর্ণ মেয়াদের সূত্র, কেহ কেহ অন্যান্য সূত্র এবং সকলেই এককালে ঐ সকলের অনেক সূত্র ধরিয়া গবর্ণমেণ্টকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় মখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের সকলের

অপেক্ষা সূক্ষ্মতর অথচ মহত্তর সূত্র সমূহের আবিষ্করণ ও অবলম্বন পূর্ব্বক বিচার্য্য বিষয়াবলীর উৎকৃষ্ট মীমাংসা করিয়া তুলিয়াছেন। যদিচ তাঁহার সকল সূত্রই তিনি নূতন আবিষ্কার করেন নাই, তথাপি কয়েকটী যে নিতান্ত নূতন এবং অবশিষ্ট কয়টী যে অভিনব অঙ্গরাগে রঞ্জিত ও অভিনব সজ্জায় সুসজ্জিত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার সে গুলি সুদ্ধ নবীনত্ব গুণেই চিত্তাকর্ষক নয়, তৎসঙ্গে অন্তঃসারত্ব গুণে আরো হৃদ্বোধক হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি, প্রমাণ, উদাহরণ, অনুমান ও উপপত্ত্যাদি যেমন নবীন, তেমনই সত্য—যেমন পরিপাটী, তেমনই অকাট্য। অত বড় বিষয় লিখিতে গেলে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যে সমান সারবান, সমান উদ্বোধক ও সমান অকাট্য হইবে, ইহা মনুষ্যের লেখনীতে সম্ভবেনা; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ বিবৃতি পক্ষে আমাদের উক্ত প্রতিজ্ঞা যে প্রযুজ্য, তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি।

তাঁহার বিষয় বিভাগ ও রচনা প্রণালী এবং ভাব ও ভাষা প্রভৃতিও সেইরূপ উচ্চ ধাতুর পদার্থ। কি চমৎকার ইংরাজীতে অধিকার! স্বদেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীর ও রাজা রাজড়াদের মনোগত ভাবাভিপ্রায় প্রকাশে কি চমৎকার ক্ষমতা! ব্রিটনীয় এবং ব্রিটিস-ভারতীয় রাজনৈতিক জ্ঞানে ও রাজকীয় ঐতিহাসিক জ্ঞানে কি চমৎকার ব্যুৎপত্তি! একথা কেবল আমরাই বলিতেছি এমন নয়, বিলাতের স্পেক্টেটর নামা প্রসিদ্ধ পত্রিকাও মুখোপাধ্যায়ের অন্য এক পুস্তিকা সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"Generally the Authors exposition of native feeling is profoundly intersting and expressed with great force. We may add that he shows as keen an understanding of our own politics, when his subject happens to bring him into contact with them, as could any writer of our own."

The spectator (London.)

কিন্তু শম্ভু বাবুর রচনা যে কেবলই গুণময়—এককালে দোষমাত্র-শূন্য, এমন কথা কখনই হইতে পারে না। তাঁহার লৈপিক তেজস্বিতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকে আবার সেই তেজস্বিতার বিশেষণ স্থলে "অতি" শব্দ প্রয়োগ করিতে চাহেন। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার প্রথম যৌবনে তিনি যখন ইংরাজী ভাষায় ম্যাগেজিন লেখকরূপে প্রথম প্রকাশ পান—সে ম্যাগেজিন নানা কারণে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই—তদবধিই আমরা তাঁহার লেখার পক্ষপাতী—তদবধিই আমরা তাঁহার সমালোচন, সূক্ষ্মদর্শন, বিস্তৃত অধ্যয়ন, বিশেষতঃ রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসাকারী—তদবধিই আমরা তাঁহার স্বদেশানুরাগ-ধর্ম্মের অনুরাগী আছি। কিন্তু তদবধি ইহাও জানি, যে, বিষয় বিশেষে তাঁহার লেখনী খরতররূপে বেশী বেগবতী—কখনো কখনো কীর্ত্তিনাশা নদীর ন্যায় চণ্ডমূর্ত্তি-ধারিণী—বিধ্বংশ-কারিণী। অনেক স্থলে তাহাতে বড় উপকার—অনেক স্থলে কিঞ্চিৎ অপকারও ঘটে। উগ্র পাঠকের মন সেই স্রোতে ভয়ানক ভাবে ভাসিয়া যায়—দিগ্‌বিদিগ ভাল রূপে দর্শন বা প্ররোজনীয় বিশ্রামের সুযোগ পাইতে পারে না—রহিয়া বসিয়া তীর ভূমির সকল স্থানের ভাবাভাব দেখিতে শুনিতে সময় পায় না। আবার ধীর পাঠকের মন এই শঙ্কায় আর এই সন্দেহে ভীত হয়, যে, পাছে অতি-বর্ণনা রূপ বিশাল চক্রে পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হই! বিশেষতঃ ব্রিটিশ দ্বীপে যে কয়জন ভারতবন্ধু আছেন, তাঁহারা নাকি দুই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—তাঁহাদের

মধ্যে এমন উভ-মতাক্রান্ত লোকও আছেন, যাঁহারা ভারতের দুঃখী প্রজা নিকরের দুঃখে দয়ানুভব করিতে প্রস্তুত, কিন্তু রাজ্যের স্বরূপাবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানেন না কিম্বা মাধুর্য্য-ভাব-বর্জ্জিত অভিযোগাদি বিশ্বাস করেন না—তাঁহাদের মতে ভারতের অধিকাংশই সুখ, অল্পাংশই দুঃখ—তাঁহাদের কুসংস্কারের প্রতীকার জন্য তীব্র ঔষধ উপযুক্ত নয়—তজ্জন্য স্নিগ্ধ যুক্তির মুষ্টিযোগ, অমোঘ প্রমাণাবলীর পাঁচন এবং তাঁহাদের স্বজাতীয় নিরপেক্ষ লেখক ও রাজপুরুষগণের মত ও উক্তি সংগ্রহরূপ "সোনা-জরা" ভৈষজ্যের প্রয়োজন!

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান পুস্তকে শেষের দুইটী অর্থাৎ প্রমাণ সংগ্রহ রূপ পাঁচন ও মতসংগ্রহ রূপ সোনাজরা বিলক্ষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমটী অর্থাৎ অতীব্র প্রকরণের মৃদু মধুর যুক্তিমূলক মুষ্টিযোগ প্রদানে তত সতর্ক ও তত যত্নশীল হয়েন নাই। ইহাতে বিদ্বেষী দলের ছলবলের বৃদ্ধি হইয়া কৌশলে তাহারা এই বুঝাইতে পারে এবং বুঝাইতেছে, যে, "মুখোয্যা একজন ইংরাজ-দ্বেষ্টা ও ইংরাজ-ঘৃণাকারী অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহী লেখক, তাহার কথা কি প্রাজ্ঞমণ্ডলে গ্রাহ্য হইতে পারে?"

ইংলণ্ডীয় রাজনৈতিক সমাজের অধিকাংশ লোক যদি মুখে যেমন, কাজে তেমন যথার্থ ধার্ম্মিক খৃষ্টান, যথার্থ উন্নতাশয়, যথার্থ ন্যায়ানুষ্ঠাতা এবং অধীন রাজ্যের যথার্থ অকপট হিতৈষী হইতেন, তবে আমরা বিপক্ষ পক্ষের ঐ ছল কৌশলের নিন্দাবাদে কিছুমাত্র ভীত হইতাম না—কোনো অপকারেরও আশঙ্কা করিতাম না। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট ও ইংলণ্ডের কলঙ্কভাগ্য বশতঃ তত্রত্য অতি অল্প সংখ্যক রাজনীতি-বিশারদ ও রাজকীয় ক্ষমতাধারী মাত্র ঐরূপ মহদন্তঃকরণের লোক, নতুবা অধিকাংশই তদ্বিপরীত। সুতরাং অধিকাংশই ছলগ্রাহী—অধিকাংশই আমাদের অল্প দোষের ছল ধরিয়া গুরুদণ্ড বিধানে উদ্যুক্ত। তদ্দেশে সকল কার্য্যই অধিকাংশের মতে নির্ব্বাহিত হয়। কাজেই আমাদিগের সাবধানতায়, ভয়ে ভয়ে, শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপ ব্যতীত গত্যন্তর কি?

তাহার সাক্ষী দেখুন, এই বরদাভিনয় সম্বন্ধে বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ ও কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা যে সব উক্তি করিয়াছেন, তেমন বা তদপেক্ষা কটুতর-গন্ধা ও কর্কশ-কেশরা মন্তব্যমালা বহু বহু ইংরাজ লেখকেরা পদে পদে বর্ণসূত্রে গাঁথিয়া গবর্ণমেণ্টের গলায় পরাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হায়, ভগবতী অধীনতা দেবীর কি আশ্চর্য্য ভবিতব্যতা! জেতৃত্ব অপদেবত্বের কি অত্যাশ্চর্য্য আধিপত্য-প্রভাব! সসাগরা বসুন্ধরাধিকার-জনিতা তেজস্বিতা দেবীর কি আশ্চর্য্য অধীরতা ও অসহিষ্ণুতা! যে তথাপি তাহাতে কোনো শ্বেত পুরুষের নাসারন্ধ্র কটু গন্ধানুভব করে নাই—সে আঘাতে কোনো শ্বেতাঙ্গের একটী কেশও কম্পিত হয় নাই, কিন্তু ইন্দুপ্রকাশের ফুলের ঘায় অনেকের মূর্চ্ছা প্রায় মোহ ঘটিয়াছে—কত প্রলাপ, কত বিলাপ, কত প্রতাপ, কত গর্জ্জন, কত কি হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা করা ভার—তাহা যত কাল স্মরণ করিব, তত কালই অবাক্ হইব!

এই কারণেই গুণাকর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণময় লিপিস্রোতের ও তীব্র সমালোচনের নিমিত্ত যেমন প্রতিষ্ঠা, তেমনই আশঙ্কা করিতে হয়—সুদ্ধ এই কারণেই বীরসিংহ রাজার উক্তিটী মুখে আইসে, যে, পাছে—

"গুণ হ'য়ে দোষ হয় বিদ্যার বিদ্যায়!"

শম্ভু বাবুর এই লৈপিক তেজস্বিতা ও অভি-

তীব্রশালিতা ও বর্ণনা স্রোতসম্বন্ধে কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরাজ সম্পাদক এইরূপ লিখিয়াছিলেন, যথা ;—

"A more uncompromising piece of criticism was never offered to the public." *The Friend of India.*

"This may appear high-flown language to Europeans, who we are told, are 'accustomed to self-restraint in language and fancy' but it is writ with a purpose." *The Englishman.*

কিন্তু ইহার উত্তর শম্ভুবাবু তাঁহার পূর্ব্ব কোনো গ্রন্থে দিয়া রাখিয়াছেন, যথা ;—

"Why should Indian writers sacrifice any true Asiatic vision they might see, any glow and enthusiasm for color, sound and scent, at the shrine of English repugnance to passion and ornament."

এই উক্তির উপলক্ষে ইংলিসম্যান বলিয়াছেন ;—

"And readers will find that our Author makes no such sacrifice."

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, ইউরোপীয় অপেক্ষা এদেশীয় লোকের কল্পনা, ভাব, রস ও বর্ণনা স্বভাবতঃ বেশী দৌড়দার হয়। মুখোপাধ্যায় বলেন, ইংলিস রুচির বেদীর নিকট কেনই বা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বলিদান করিব? অতএব তিনি জানিয়া শুনিয়াই এরূপ লিখিয়া থাকেন।

কিন্তু আমরা উপরে যে একটী হেতুবাদ বলিয়াছি তজ্জন্যই যাহা কিছু আপত্তি, নতুবা এরূপ লেখা দেশীয় লোকের মনে প্রাণে অবশ্য লাগিবে।

আবার কোনো কোনো ইংরাজের মতে এরূপ লেখায় দোষ দৃষ্ট হইলেও অনেকের দৃষ্টিতে আবার তাহা স্থলবিশেষে গুণ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ স্থলবিশেষে ও অবস্থা বিশেষে ইটী গুণ দোষ দুই হইতে পারে। বর্ত্তমান বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে যে কারণ নির্দ্দেশ করিলাম, সেইটী মনে উদিত ও জাগরিত না থাকিলে অথবা সেইটীকে ভুলিতে পারিলে ইহার অপূর্ব্ব গুণ-ভাবে নিতান্তই মুগ্ধ হইতে হয়। আমরা বাঙ্গালীর লেখনীতে এমন স্বাধীনতা, এমন তেজস্বিতা, এত অভিজ্ঞতা, এমন সুতার্কিকতা, এমন ঋজুতা, এমন বর্ণনা চাতুর্য্য, এমন রসাভাষ, এমন সুশ্রী শ্লেষোক্তি এবং এমন উচ্চধাতুর কল্পনা ও বিচারশক্তি অতি অল্পই দেখিয়াছি—অথবা আর কখনো দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

করদ ও মিত্র (নামে হইলেও) রাজাদের সহিত গবর্ণমেণ্টের কিরূপ সম্বন্ধ রাখা উচিত—সে সম্বন্ধ সন্ধিনির্ব্বন্ধ কালে কিরূপ ছিল, ক্রমে ইংরাজ রাজপুরুষেরা ছলে বলে কৌশলে কিরূপ গঠনে গড়িয়া লইয়াছেন—ন্যায়তঃ তাহা কত দূর সঙ্গত—ন্যায়ান্যায় ত্যাগ করিলেও ভবিষ্যৎ বিগ্রহ বিপদ নিবারণ জন্য কিরূপ হওয়া আবশ্যক—এক বরদার অভিনয়ে আমাদের শাসনকর্ত্তারা কিরূপে তাঁহাদের ঔচিত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন—কিরূপে বরদার সহিত সিন্ধিয়া ও জয়পুরকেও, সুতরাং সেই সূত্রে এদেশীয় সমস্ত স্বাধীন রাজা নামধারী শ্রেণীকে গ্রন্থন করিয়া এক ক্ষুরে সকলেরই শিরঃমুণ্ডন করিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় মুখোপাধ্যায় যেমন নবভাবে এবং অভিনব অথচ অন্তঃসারবান যুক্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন আর কেহই পারেন নাই—ইংরাজ, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয় কেহই পারেন নাই। আবার, সূত্রধর কর্ণেল ফেয়ারের আসরে অবতরণাবধি সিংহাসন-চ্যুতি নামা (বিয়োগ-শেষ নাটকের) শেষ অঙ্কের অভিনয় এবং মিনিউট নামা এপিলোগ্ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ছিল, তাহাও চমৎকার প্রাজ্ঞতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন।

আর এক বিষয়ে শম্ভুবাবুর বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে। মল্হার রাওর পক্ষ সমর্থনার্থ সার্জ্জেণ্ট ব্যালেণ্টাইন সাহেব যে প্রণালীর যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সমালোচন সময়ে ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডস্থ সর্ব্বপ্রকারের লেখক ও আলোচক একবাক্যে কেবল প্রশংসাই ক-

রিয়াছেন—তদবলম্বিত পন্থা ব্যতীত অন্য কোনোরূপ ওকালতী রীতি বা অন্য কোনোরূপ বুঝাইবার প্রণালীর সম্ভাবনা ও প্রয়োজন ছিল কিনা অথবা তিনি অপেক্ষাকৃত কোনো দৃঢ়তর মূলভিত্তির উপরি বিতণ্ডা পুরী নির্ম্মাণে সমর্থ হইতেন কিনা, এ প্রসঙ্গ কেহ অনুমাত্রও উত্থাপন ও আন্দোলন করেন নাই—এ প্রসঙ্গ কেবল শম্ভুবাবুই প্রথম তুলিয়াছেন এবং অতি সন্তোষজনক রূপেই তাহার সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তিনি এ সম্বন্ধে আক্ষেপের সহিত যাহা বলিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম যথাস্থানে পরে লিখিব, এইজন্যই তদ্বিশেষ এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজনাভাব। স্বীয় অবলম্বিত প্রণালীতে ব্যালাণ্টাইন যাহা করিয়াছেন, মুখোপাধ্যায় সে অঙ্গে তাঁহার নিন্দা বা ত্রুটী প্রদর্শন করেন নাই; বরং এই বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যে, সে প্রণালীতে যত দূর হইতে পারে তাহা হইয়াছে—সে প্রণালীতে ওকালতির সম্পূর্ণতা বই হীনতা দৃষ্ট হয় নাই—কেবল যাহার উপর তিনি ষড়যন্ত্রের বা বিষ প্রয়োগের সন্দেহ সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মুখোপাধ্যায়ের মতে (এবং মুখোপাধ্যায়ের হেতুবাদ পাড়িয়া আমাদের মতেও) তাহার পরিবর্ত্তে ভাও পুনাকরের বিরুদ্ধে সাহেবের কল্পনা রূপ শানিতাস্ত্র চালিত হইলেই অধিকতর উপযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত হইত।

অনেকে বলিতে পারেন, "এখন আর তদালোচনা বা নব পন্থা প্রদর্শনের ফল কি? যাহা হইবার তাহা তো হইয়া বহিয়া গিয়াছে—দৃঢ়তর ভিত্তির অন্যবিধ শত প্রণালী আবিষ্কৃত ও আন্দোলিত হইলেও মহ্লার রাও তো আর সে রাজমুকুট মস্তকে পরিতে পাইবেন না! এবং এখনকার কথা তো চুল্লিতে যাউক, তখন—কাউন্সিল যখন কমিশ্যন নামা বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন—তখন এমন শত সহস্র প্রণালীর ওকালতিতেই বা কি কাজ দেখিত? যাহা হইয়াছে, তাহাতে কি তাহা নিবারিত হইত? ইংরাজ কমিশ্যনারত্রয় যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার কি কোনো রূপান্তর ঘটিত? না, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর যে কঠোর আজ্ঞা প্রসব করিয়াছেন, তাহার কিছু মাত্র অন্যথা হইত?

আমরা স্বীকার করি, সেরূপ কোনো ফল ফলিত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারি না। কিন্তু তবু সেরূপ ওকালতি এককালেই নিষ্ফল হইত না। উচ্চ ধাতুর হেতুবাদ শুনিলে রাজপ্রতিনিধিগণের হস্ত (অন্যায্য আদেশ লিখন কালে) অবশ্যই একটু কাঁপিত—নিরপেক্ষ ইংলণ্ডীয় জন সাধারণ (যে কয়জন হউন) সেই উপলক্ষ ধরিয়া স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টকে আরো অধিক তিরস্কার করিতে পারিতেন, সুতরাং ভবিষ্যতে এরূপ বিষয় উপস্থিত হইলে শাসক গণের যদৃচ্ছাচার কতক শাসনে থাকিত। এবং সর্ব্বোপরি আমীর খাঁর বেলা নির্ভীক ব্যারিষ্টার মেং এনেষ্টি যেমন উচ্চ রাজনীতি-মূলক তত্ত্ব সমূহের তর্ক তুলিয়া আত্ম গৌরবের সহিত সত্যের গৌরবকে চিরস্মরণীয় রাখিয়া গিয়াছেন, ব্যালাণ্টাইন অন্ততঃ তদ্রূপ সুমহৎ কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন।

কিন্তু আর আমরা আপনাদের মন্তব্য দ্বারাই প্রস্তাবের বৃদ্ধি করিতে চাহি না। পুস্তক বিশেষের সমালোচন কার্য্যে সেই পুস্তক হইতে প্রধান প্রধান অংশের উদ্ধার বা মর্ম্মানুবাদ তাহার প্রতিষ্ঠার যেমন সুন্দর উপায়, এমন সহস্র ধন্য ধ্বনিতেও হয় না। মুখোপাধ্যায়ের ম্যাগেজিনের বর্ত্তমান সংখ্যা * সেই ধাতুর পুস্তক। তাহাতে কি কি বিষয় কি কি ভঙ্গীতে বিবৃত হইয়াছে, তাহার একটু বিশেষ আভাস না

* অপরা সংখ্যা ত্রয়; কেননা ইহা মার্চ্চ, এপ্রেল ও মে এই তিন মাসের তিন সংখ্যার সমষ্টি।

দিলে আমাদের পাঠকবৃন্দ প্রশংসিত গ্রন্থের গুণমাহাত্ম্য বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। বিশেষতঃ যাঁহারা ইংরাজী জানেন না এবং যাঁহাদের তৎপাঠের সুযোগাভাব, তাঁহাদের সন্তোষার্থ তচ্চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। অতএব প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যাদৈর্ঘ্য প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমরা ঐ উপাদের গ্রন্থের মর্ম্ম জ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলাম।

তাহার মুখবন্ধে এই ভাব;—বরদার ব্যাপারে সমস্ত ভারত বিস্ময়ে ও ভয়ে এককালে অভিভূত হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক যাহা করিলেন, এমন কাজ ভারতের কোনো সম্রাট (যত বড় ক্ষমতাশালী হউন) কখনই আর করিতে পারেন নাই। কত রাজা ধৃত, সিংহাসন-চ্যুত এবং নিহত পর্য্যন্ত হইয়াছেন, কিন্তু সেসব যুদ্ধযোগেই বা রাগান্ধতার সময়েই ঘটিয়াছে। কিন্তু এমন শান্তির কালে এবং কোনো শাত্রবতা সূত্র ব্যতীত এক জন মিত্র রাজার প্রতি এমন অত্যাচার কি কস্মিন্‌কালে কেহ দেখিয়াছে? তবে স্বাধীন নামধারী রাজাদের আর কিসের স্বাধীনতা? তবে রাশি রাশি এত সন্ধিপত্রেরই বা কি প্রয়োজন?

তৎপরে তিনি বুঝাইয়াছেন;—রাজ্যগ্রহণ (হরণ) প্রণালী কি রহিত হইয়াছে? সে প্রণালীর সত্তা কি কথায় কখনো স্বীকৃত হইত? সে রাক্ষসের প্রভাব মুখে নয়, কাজেই অনুভূত হইয়া আসিতেছে! মহারাণীর সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণা এবং লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের পোষ্যপুত্র বিষয়ক অঙ্গীকার কি ঐরূপ বিষয়ের প্রথম প্রতিজ্ঞা? সে সব কি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতির পৌনরুক্তি নয়? কিন্তু হায়! তেমন এক শত প্রতিজ্ঞার ঊনশত উপেক্ষিত—এক মাত্র রক্ষিত হয়! এবং যে পর্য্যন্ত সমস্ত আসিয়াখণ্ড (নামে নয় কার্য্যতঃ) করকবলিত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত ঐরূপ পৌনরুক্তি নব নব ভাবে কতই চলিতে থাকিবে! ইহা অপরিহার্য্য! ইহা অখণ্ডনীয় অদৃষ্টলিপি! ইহা ইংরাজ বলিয়া নয়—ইহা মানব-প্রকৃতির অব্যর্থ ভাব। ইহা সামান্য মহলদার হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত ছোট বড় সকলেরই স্বভাব। দস্যু অবধি ভূপতিপর্য্যন্ত কেহই ইহার বেগ সম্বরণে সমর্থ নয়।

"জোর যার রাজ্য তার"

একথা পরীক্ষিত প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্য—নীতিবেত্তাদের উপদেশ বাক্য নয়, বহুদিনের সিদ্ধান্ত বাক্য—ইংরাজী কবিতাও তাই বলে;

.....The good old rule,
.....the simple plan,
That they should take who have the power,
And they should keep who can.

কার্লাইল, হবিস, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইহার বৈধতা সমর্থন করিয়াছেন—ইউরোপের এই মত—ইউরোপীয়ানদের ইষ্টদেব যীশুখৃষ্টের এ মত নয়—কিন্তু তিনি ইউরোপীয় নন, আসিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!

ইংলণ্ডের এক জন বড় কবি বলিয়াছেন;—

All kinds and Creations, stand and fall
By strength of powers or of wit.
T'is God's appointment who must sway;
And who is to submit.

অঙ্গীকার! ঘোড়ার ডিম!—সত্ত্ব! কলা! কেননা, এক জন ইংরাজ দার্শনিক কি বলেন, শুনুন;—

"Fishes are determined by nature to live in water, and *the great to devour the small.* Fishes therefore possess the water by the highest natural right, and by the same do *the great live on the small.* * * * *the right of nature is as extensive as its power.* * * * that each individual thing has the highest right to all it can compass or attain, and that *the rights of individuals are co-extensive with their power.*

* * *Nor do we here recognise any difference between man and the rest of the beings of Creation*"

ইহার অর্থ আর কি করিব—বড় মৎস্য যেমন ছোট মৎস্যকে ধরিয়া খাইতে স্বত্ববান, যেহেতু ঈশ্বর তাহাকে তদুপযোগী শক্তি ও বুভুক্ষা দিয়াছেন, ক্ষমতাবান মনুষ্যও তেমনি দুর্ব্বল মানবগণকে স্বীয় প্রবৃত্তি ও শক্ত্যনুসারে যদৃচ্ছা আয়ত্ত বা অধীন রাখিবার অধিকারী—তাহাতে আবার ন্যায়ান্যায় কি?

আবার সন্ধি-পত্র বা স্বীকৃত-নামাই বা কি? ছাই আর ভস্ম!

"* *treaty or compact remains in force so long as the motive which led to its being entered into—whether fear of danger or prospect of advantage—continues to be felt,*"

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, বিপদের ভয় বা উপকারের আশা যতক্ষণ, ততক্ষণ পর্য্যন্তই সন্ধি অটুট!

আবার ঐ জ্ঞানীয় নিম্ন লিখিত উপপত্তিটী ইউরোপীয় রাজগণ, বিশেষতঃ আমাদের গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কি সুচারুরূপে প্রয়োগশীল—যথা;—

"for who but a fool, ignorant of the rights of ruling powers, would trust to the mere words and assurances of one possessed of supreme authority, armed with the power to do as he pleases, and to whom the glory and advantage of his own nation must be the supreme law! When with these we connect moral considerations, we shall see that no one who holds the chief authority could without guiltiness keep promises that would prove injurious to the interests of the state he rules. Whatever promises he may have made which he sees involves injury to the community over which he presides cannot be kept unless he breaks faith with his subjects, and this he is especially bound to observe; this indeed it is customary for rulers to engage themselves by solemn oaths to observe."

ইহার তাৎপর্য্য আর কি বুঝাইব! বুঝাইতে শরীর কেমন করে! যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের নিমিত্তই বুঝাইবার প্রয়োজন; কিন্তু তাঁহারা না জানিয়া আছেন ভাল—তাঁহারা প্রাচীন আর্য্য বংশীয় ক্ষত্রনৃপতি জাতির অনুপম সত্যপরায়ণতা ও প্রতিজ্ঞা-পালনরূপ মহোচ্চ ধর্ম্মামৃত পানে পরম সুখী আছেন—সত্যের অনুরোধে (তাও নিজের নয়—পিতৃ সত্যানুরোধে) মহাবীর্য্য শ্রীরামচন্দ্র অতুল ঐশ্বর্য্য অনায়াসে পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষ পরিব্রাজক হইয়া সর্ব্বপ্রকারের অসীম কষ্ট ও অপরিমেয় বিপদ কত যে সহ্য করিয়াছিলেন; প্রতিজ্ঞার অনুরোধেই ভূ-বিজয়ী ধনঞ্জয় দ্বাদশ বর্ষ বনে বনে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ যে করিয়াছিলেন; তদ্ধর্ম্মানুরোধেই ভীমার্জ্জুন-প্রমুখ রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সস্ত্রীক নিদারুণ বনবাস ও অজ্ঞাত বাসের যাতনা পরম্পরা বহন ও সসাগরা বিশাল সাম্রাজ্য সুখ যে বর্জ্জন করিয়াছিলেন; এবং সেই মহা ধর্ম্মানুরোধেই জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মদেব আমরণ রমনী মুখাবলোকন করেন নাই এবং স্বীয় পতন নিশ্চয় জানিয়াও নপুংসকের সমক্ষে অস্ত্র ধারণে বিমুখ হইয়াছিলেন, এ সকল শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বের তত্ত্ব-রসে আমাদের ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকেরা নিয়ত মুগ্ধ আছেন—রাজ ধর্ম্ম যে তদ্বিপরীত হইতে পারে—তা আবার যাঁহারা আপনাদিগকে সত্যতম জাতি বলিয়া মহা গর্ব্বে স্ফীত এবং যাঁহারা ঐ রামার্জ্জুন ভীষ্ম বংশীয়গণকে অসভ্য (কেহ কেহ দয়া করিয়া অর্দ্ধ-সভ্য) বলেন, তাঁহাদেরই দ্বারা হইতে পারে, ইহা তো ঐ পাঠকেরা জানেন না—সুতরাং পরম সুখে আছেন। হায়! কোন্ প্রাণে ঐ ইংরাজীর অর্থ বুঝাইয়া আ'জ্ তাঁহাদের সুখ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিব—কি বলিয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক সংস্কারের অঙ্গে এই কঠোর আঘাত করিব, যে, তোমরা যাঁহাদিগকে জ্ঞানীতম, সভ্যতম ও শ্রেষ্ঠ ন্যায়বান্ রাজা বলিয়া জান, তাঁহাদের সন্ধি বা চুক্তি আর কিছুই না, কেবল মুখের কথা—কেবল সুবিধার ব্যবস্থা—কেবল কার্য্য সাধনের কল, কৌশল, ছল! তাহা সেই পর্য্যন্তই রক্ষিত হইবে, যতক্ষণ তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বজাতির ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত না করে—যতক্ষণ কোনো রাজপ্রতিনিধির বা অপর কর্ম্মচারীর খেয়াল সেই ভাবে খেলিতে চায়! উপরের ঐ ইংরাজীতে স্পষ্ট লেখা—

"নিতান্ত নির্ব্বোধ (fool) ব্যতীত ক্ষমতাধারী স্বেচ্ছাচারী রাজার (ঐরূপ প্রতিশ্রুত) কথায় কে আর প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারে?"

তৎপরক্ষণে আরো স্পষ্ট লেখা;—

"যদি ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বিচার করা যায়, তবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে, যে রাজা প্রবল প্রতাপবান্ তাঁহার আপন প্রজামণ্ডলীর ইষ্টলাভাংশে হানিজনক বোধ হইলে পরকীয় রাজ্যের সহিত তাঁহার যে কিছু সন্ধি বা প্রতিজ্ঞা থাকুক, তাহা কোন্ কাজের? সে সত্য পালন জন্য বরং তাঁহাকে অপরাধী বলিব। এবং কোন্ রাজাই বা তাহা করিয়া থাকে?"

মুখোপাধ্যায় সত্যই বলিয়াছেন, লর্ড ড্যালহাউসির প্রেত আসিয়া যেন ঐ উক্তি গুলি প্রসব করিয়া গেল!

ফলতঃ উহার তাৎপর্য্য ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়, যে,—"অঙ্গীকার আবার কি? ঘোড়ার ডিম! সন্ধি কি? কেবল কস্ কাগজ! বাধ্য হইলেই স্বাক্ষর এবং সুযোগ পাইলেই ভঙ্গ করিতে হয়!—ইষ্টলাভই তাহার একমাত্র অভিপ্রায়!—এ বিষয়ে প্রতারণা মর্য্যাদাহারক নয়! * * * —সন্ধিপত্র! কামানের গোলার কাছে আবার কিসের সন্ধিপত্র!"

তাহার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে, যদিও সামান্য একজন দেওয়ানি আসামী ধরার ন্যায় এ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল—যদিও কোনো

উচ্চ বাচ্য বা কোনো গোলযোগ হইল না—যদিও একটী বন্দুকের শব্দ করিবারও প্রয়োজন হইল না, তথাপি এই শীতল শান্তির তলদেশে কোনো ভবিষ্যৎ অশান্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে কি না, কে বলিতে পারে? আর এই যে বৃহৎ কাজ এরূপ নিঃশব্দে হইয়া গেল—একজন পুলিসের সাহেবের অনুসন্ধান-জনিত বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিয়া এক স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় ভূপালকে তাঁহার নিজ রাজধানীতে ধৃত করা হইল—একজন মিত্র রাজাকে (যত ক্ষুদ্রই হউন) বিচারাধীন ও সিংহাসনচ্যুত করা হইল—এত বড় অসামান্য কার্য্যটা কোনো দিগ্ হইতে কোনো ব্যাঘাত বা চুঁ শব্দ ব্যতীত হইয়া গেল, ইহাতে কি বুঝায়? ইহাতে কি ভারতের অপার অবনতির স্পষ্ট লক্ষণ ঈক্ষিত হইতেছে না?

লেখক তৎপরে ব্রিটিস শাসনের গুণ ও দোষ; এরূপ একাধিপত্যের সাধারণ দোষ এবং শাসিতের সহিত শাসক শ্রেণীর সমহৃদয়তা বা সমসুখ-দুঃখানুভবতার অভাব জনিত দোষ প্রভৃতি সুচারুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু অপর পক্ষে আবার বলিয়াছেন, রাজ্যশাসন কার্য্যটী যে সহজ ব্যাপার নহে, তাহা আমরা জানি এবং দেশীয় রাজগণের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক স্নেহানুরাগ যে আছে, তাহাও স্বীকার করি। তদনুসারে মহ্লার রাওর উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের অতি কোমল ভাব যে উত্থিত ও উদ্বেলিত হইবে, সন্দেহ কি? কিন্তু তাহাতে আমাদিগকে অন্ধ বা সেই পক্ষপাতে আমাদিগকে সত্য তত্ত্ব ও ন্যায় বিমূঢ় করিতে পারে নাই। গৈকবাদ ব্রিটিস রাজদূতের প্রাণহরণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, ইহা যদি বুঝিতাম, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অন্তর হইতে অন্তর করিতাম। যদি তিনি সাম্রাজ্যের এক জন সামান্য অধিবাসী হইতেন, তবে আ-

মরা তাঁহার কথা ধর্ত্তব্যই করিতাম না—কেবল ন্যায়তঃ বিচার হইলেই সন্তুষ্ট হইতাম। তিনি এক জন রাজা; তথাপি আরোপিত দোষের প্রবল হেতু থাকিলে তাঁহাকেও বিচারাধীন দেখিতে আমরা অনিচ্ছুক নহি। আমাদের আপত্তি কেবল এই, যে, তাঁহার দোষের নিমিত্ত বরদা সিংহাসনের অমর্য্যাদা না হয়। তিনি বরদার প্রতিনিধি, সুতরাং তাঁহার অযথা অপমানে বরদার অপমান এবং বরদার অপমানে অন্য সকল রাজ্যেরও অপমান। এই সূক্ষ্মভাবকে রক্ষা করা অতীব দুরূহ কাজ। অর্থাৎ মহ্লার রাওর দোষ হইয়া থাকে, তাঁহাকে বিচারাধীন ও দণ্ডাধীন করিতে পার, কিন্তু যেন সেই সঙ্গে বরদার বিচার ও দণ্ডবিধান না হয়। অথবা বরদাকে দণ্ড দিতে গিয়া যেন সকল স্বাধীন রাজ্যকে অপদস্থ করা না হয়। এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ভার লর্ড নর্থব্রুকের উপর পড়িয়াছিল। তিনি কিরূপে সে অঙ্ক কষিয়া কি ফল বাহির করিয়াছেন, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য।

দুঃখের বিষয় তিনি আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন—তাঁহার সিদ্ধান্ত আমাদিগকে নিতান্ত অসন্তোষ দান করিয়াছে—তিনি সম্পাদ্য অঙ্কের অর্দ্ধভাগ (কঠিনার্দ্ধ) ধরিতে বা কষিতে ভুলিয়াছেন। বোধ হয়, কেবল একটীমাত্র ভাব দ্বারাই তিনি চালিত হইয়াছিলেন। সেটী এই, যে, মহ্লাররাও দোষী কি না তাহার বিচার এবং যদি দোষী হয়েন, তবে তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দান করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের ভাব কেহই অস্বীকার করিবে না। কেন না, পবিত্র দৌত্য পদাধিকারী—বিশেষতঃ ব্রিটিস রাজদূতের প্রতি অত্যাচার করা সামান্য অপরাধ নহে; সুতরাং সেরূপ অপরাধী যে হউক, তাহাকে কখনই নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সেই ভাবের সঙ্গে অন্যান্য ভাবের আবির্ভাব হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহার প্রতি অপরাধের সন্দেহ, তাঁহার উচ্চপদ ও স্বাধীন পদের জন্য বিশেষ একটা বিবেচনা ও বিশেষ কোনো ব্যবস্থার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। আমরা অনিচ্ছাপূর্ব্বক বলিতে বাধিত হইতেছি, লর্ড নর্থব্রুক সেই বিবেচনা ও সেই ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি যে স্বেচ্ছাক্রমে করেন নাই, ইহা আমরা বলি না—যেরূপে ইউক করিতে পারেন নাই, ইহাই বলিতেছি। ইহাতে আমরা বড় দুঃখিত। দুঃখের ও শোকের আরো কারণ, যে, উত্তর উত্তর দেশীয় রাজগণের অবস্থা আরো অবনতি ও অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। লর্ড নর্থব্রুক যাহা করিলেন, অন্য শাসনকর্ত্তা ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুবিবেচনার কাজ যে করিতেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? সম্ভবতঃ আরো মন্দই হইত। বর্ত্তমান অবস্থায় ভালর আশা কোথায়? রাজগণের মধ্যে উচ্চধাতুর রাজযোগ্য ক্ষমতা কাহারো নাই; তাঁহাদের তেমন দৈহিক তেজস্বিতা আর নাই; অপত্যোৎপাদনে ক্রমশঃ অনুর্ব্বরত্ব; নাবালক প্রভৃতি কারণে বহু রাজ্য মধ্যে সময়ে সময়ে সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষীণতা; ব্রিটিস রাজ্যের সীমা ও শক্তির বিস্তার; ইত্যাদি বহু কারণ বহু কাল হইতে সমবেত হইয়া দেশীয় রাজগণের ক্ষমতা ও গুরুত্ব ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। সুতরাং ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধিগণের ইচ্ছা সত্ত্বেও কোনো দোষী রাজার প্রতি কোনো দণ্ডবিধান কালে তাঁহার নিজের বা তাঁহার রাজ্যের গৌরব রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে। এবিষয়ে যাহা কিছু মধ্য বা সুন্দর পথ থাকুক, তাহার আবিষ্কার ও অবলম্বন বর্ত্তমান গবর্ণর-জেনারেলের ভাগ্যে ঘটিল না—ভবিষ্যতে কোনো ভাগ্যধর রাজপ্রতিনিধির নিমিত্তই তাহা তোলা থাকিল!

কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের অভিপ্রায়ের প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না—সদভিপ্রায় মূলক অনেক অনুষ্ঠান মন্দ ফল উৎপাদন করে—বুঝিয়া কার্য্য করিতে না পারিলেই ভালতে মন্দ ঘটে। অস্ত্র চিকিৎসক মঙ্গলোদ্দেশেই অস্ত্র চালনা করেন; কখনো কখনো তাঁহার অস্ত্র চালনার দোষে তাঁহার অভিপ্রায়ের বিপরীত পরিণাম হয়—রোগীর রোগ না গিয়া প্রাণ যায়! আবার মনে কর, এক জনের পৃষ্ঠে ভয়ঙ্কর স্ফোটক হইয়াছে, তাহা কাটিলেই উপকার, কিন্তু সে কাটিতে দেয় না। এমন সময় আততায়ী দস্যু তাহার বধোদ্দেশে পৃষ্ঠ দেশে অস্ত্রাঘাত করিল—রোগ সারিল; কিন্তু তথাপি সেই দস্যুর অভিপ্রায় ভয়ানক। অতএব অভিপ্রায় সৎ হইলেই হয় না, সেই সদুদ্দেশ্য সাধনোপযোগী সুকৌশলাদিরও নিতান্ত প্রয়োজন—নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটে। লর্ড নর্থব্রুকের ভাগ্যে তাহাই হইয়াছে। গৈকবাদের প্রতি সদ্বিচার হয়, তাঁহার মনে হয়তো এই অভিলাষই ছিল। টঙ্ক দেশের নবাবের প্রতি সুবিচার হয় নাই বলিয়া লর্ড লরেন্সের বিরুদ্ধে সাধারণের অভিযোগ রহিয়াছে। পাছে সেইরূপ নিন্দা হয়—পাছে ফরেন্ আফিসের প্রেরিত কর্ম্মচারীদের অনুসন্ধান ও বিচারে দেশের রাজগণ ও সাধারণ লোক সন্তুষ্ট না হয়—পাছে সেই কর্ম্মচারীরা কুসংস্কারাদি কারণে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করে, এই ভয়ে লর্ড নর্থব্রুক প্রকাশ্য বিচারের বিধান করিয়াছিলেন। দেশীয় রাজগণকে তিনি এই বুঝাইলেন, যে, "গোপনীয় অনুসন্ধানের প্রতি তোমাদের আপত্তি; গোপনীয় বিচারকগণ যাহা ইচ্ছা বিজ্ঞাপন করিতে পারেন বলিয়া তোমাদের আশঙ্কা; সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও নিরপেক্ষ প্রধানতম বিচারালয়ের বিচার লাভের অধিকারী, অথচ স্বাধীন সিংহাসনস্থ উচ্চতম শ্রেণীর লোক হইয়াও তোমরা সে অধিকারে বঞ্চিত, এই তোমাদের অভিযোগ; তোমরা সামান্য প্রজার ন্যায় উকিল কৌন্সিলি দ্বারা নির্দ্দোষিতা সমর্থনের সুযোগ পাওনা বলিয়া তোমাদের ঘোর অসন্তোষ; অতএব আইস—সেই সুযোগ তোমাদিগকে দিতেছি!"

কিন্তু হায়! এই সুযোগ দান দ্বারা তাঁহাদের মানাকাশে ঘোর অভ্রযোগ ও ঘোর দুর্যোগ যে বাঁধিল, তাহা লর্ডবাহাদুর ভাবিয়া দেখিলেন না! কোনো নির্ব্বোধ রাজা বা তৎপক্ষীয় আন্দোলকের অসার বাক্যে উত্তেজিত হইয়া তিনি স্বীয় স্থির বুদ্ধির সহিত পরামর্শ করিতে সময় লইলেন না। যাহারা রাজাদের হইয়া এ দেশে কি বিলাতে গিয়া আন্দোলন করিয়া থাকে, তাহারা যে উচ্চ শ্রেণীর ভাবুক লোক নহে, তাহা কি তিনি জানেন না? তর্কযুদ্ধে মত্ত হইয়া যে যুক্তিবাণ সম্মুখে পায়, তাহারা তাহাই নিক্ষেপ করিয়া থাকে—তদ্দ্বারা পশ্চাতে কোনো অনিষ্ট ঘটিবে কি না, তাহারা সে দিগে বড় দৃষ্টি রাখে না। লর্ডনর্থব্রুকও যে তাহাদের ন্যায় অদূরদর্শী হইবেন, ইহা আমরা আশা করি নাই। তিনি গোপনীয় অনুসন্ধানের দোষ ও আপত্তি শুনিলেন, অমনি প্রকাশ্য বিচারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সামান্য লোকেরা যেমন সন্দেহ প্রযুক্ত বিচারাধীন হইয়া নির্দ্দোষী রূপে অব্যাহতি পাইলেই সকল জ্বালা ঘুচিয়া যায়, এক দেশের এক জন স্বাধীন রাজা যে সেরূপে খালাস পাইলেও আর সে উচ্চ গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য থাকেনা, তাহা কি লর্ডবাহাদুরের অমন সূক্ষ্ম বুদ্ধির কোনোও স্থানমাত্র পায় নাই? সামান্য ব্যক্তির অবস্থা আর একজন স্বাধীন রাজার অবস্থা যে ভূ স্বর্গ পরিমাণে বিভিন্ন, তাহাও কি তিনি স্মরণ করিলেন না? প্রথমে তো ইহাই এক নিদারুণ ভুল! রাজপদের সহিত একটী মহোচ্চ পবিত্রভাব যে মিশ্রিত আছে, তাহা সভ্য জন মাত্রেরই মান্য করা উচিত। সামান্য

লোকের ন্যায় রাজার বিচারই হইতে পারে না—রাজার অপরাধের জন্য বিচারকই বসিতে পারে না। ক্বচিৎ এমন ঘটিয়া থাকিবে, যে, ক্রোধোন্মত্ত বিদ্রোহী প্রজারা রাজাকে ধরিয়া আনিয়া বিচারাধীন করিয়াছে, কিন্তু এক জন মিত্র রাজাকে ধরিয়া আনিয়া ভিন্ন দেশীয় রাজা আপন প্রজাগণকে তাঁহার বিচারক পদে বরণ পূর্ব্বক সামান্য ধর্ম্মাধিকরণের প্রথানুসারে তাঁহার অপরাধের বিচার যে করিয়াছেন, এমন তো কস্মিন্‌কালে কোনো দেশে ঘটে নাই। কেবল লর্ড নর্থব্রুকই এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখাইলেন!

লর্ডবাহাদুর বলেন, কাউচের কমিস্যন তো ধর্ম্মাধিকরণ নয়, কেবল অনুসন্ধানের সভা—তৎসভ্যগণ কেবল বিজ্ঞাপন করিবার অধিকারী। এ কথা কখনই নহে। নামে কি করে? সেই সভা দ্বারা ধর্ম্মাধিকরণের কোন্ কাজ অবশিষ্ট ছিল? মহারাণীর প্রিবি কৌন্সিলও তো বিজ্ঞাপন করিয়া থাকেন—তবে কি তাহা বিচারালয় নয়? কাউচের কমিস্যন বিচারালয় না হইলে সাক্ষীগণকে শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দেওয়ানো হইল কেন? উভয় পক্ষে কৌন্সিলি—পরীক্ষা—জেরা—আদালতের কি না ছিল? সুতরাং কার্য্যতঃ তাহা আদালত। অধিকন্তু আইন-বিরুদ্ধ আদালত। গৈকবাদ সে আদালতের ক্ষমতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া তাহা কদাচই আইনসম্মত নাম পাইতে পারে না। কোন্ আইনানুসারে এক জন স্বাধীন মিত্র রাজার উপর ব্রিটিস রাজপ্রতিনিধি-স্থাপিত আদালতের এলাকা বর্ত্তিতে পারে? গৈকবাদ ধরা দিলেন ও বিচারাধীনতায় আত্ম সমর্পণ করিলেন বলিয়া এবং কেহ কোনো বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহসী হইল না বলিয়া কি তাহা ন্যায় সঙ্গত ও নিয়মমত কাজ হইয়া গেল। এ দেশের রাজগণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন—অধঃপাতে গিয়াছেন। কিন্তু সেই ক্ষীণতার সুযোগ পাইয়া অন্যায় পূর্ব্বক তাঁহাদের মান হানি করা কি ন্যায়বান্ ব্রিটিস রাজপুরুষগণের উচিত? বড় দুঃখের বিষয়, যে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট ক্ষুদ্র ভূপতিগণের সহিত সন্ধিপত্র বা প্রতিজ্ঞানুসারে যথোচিত ব্যবহার করেন বলিয়া সর্ব্বদা আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারি না।

ঐ কমিস্যন কি পদার্থ? আইনের আদালত নয়, অনুসন্ধানের কমিটিও নয়, এবং দেশের প্রথানুযায়ী কোনো সভাও নয়। সুদ্ধ আইনজ্ঞ বিচারপতিদের বিচারালয় বা সুদ্ধ প্রধানগণের সভা, ইহার কিছুই নয়। ইহা এরূপ বিমিশ্র ধাতুর পদার্থ, যে, মূল রাজনীতির সহিত কিছুতেই ইহার সঙ্গতি রক্ষা হয় না। আমরা ভাবিতাম, যদিও ইংরাজ-শাসন একাধিপত্যের অপত্য, কিন্তু নিতান্তই স্বেচ্ছাচারের শাসন নয়—অন্ততঃ আমরা নিয়ম-প্রধান ও নির্দ্দিষ্ট রাজনীতিমূলক শাসনের অধীন আছি; কিন্তু ঐ চমৎকার আদালত স্থাপনাবধি আমাদের সে ভ্রম বিলক্ষন কম্পিত হইয়াছে। এরূপ আদালত স্থাপনের বিধি তো কোনো আইন পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। লর্ড নর্থব্রুক কি আমাদিগকে রাজনৈতিকের পরিবর্ত্তে রাজ-প্রাতিনৈতিক স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? তাহাতে কি পার্ল্যামেণ্ট ও মহারাজ্ঞীর কোনো বিধি ব্যবস্থার আবশ্যকতা রহিবে না? আমাদের হাইকোর্টগুলির নির্ম্মাণ সময়ে কি পার্ল্যামেণ্টের আইনানুযায়ী মহারাণীর নিয়োগপত্রের প্রয়োজন হয় নাই। আইনের ক্ষমতা না পাইয়া কোনোরূপ আদালত স্থাপনে কি কাহারো অধিকার আছে? এ কোর্টের জন্য তো তাহার কিছুই হইল না। সেরূপ কোনো আইন না হইলে তো কোনোরূপ নূতন আদালত বসিতে পরে না। অতএব কোন্

ক্ষমতানুসারে লর্ড বাহাদুর মিত্র রাজগণের বিচারার্থ (অস্পস্থায়ী হইলেও) রিচারালয় বসাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

স্যার রিচার্ড কাউচও যে কোনো আপত্তি করেন নাই, ইহাও আশ্চর্য্য। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ইম্পিকে সদর আদালতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া পার্ল্যামেণ্টে তাঁহাদের উভয়েরই নামে অভিযোগ হইয়াছিল।

তাহার পর আরো আশ্চর্য্য এই, যে, দুইজন স্বাধীন রাজাকে অনায়াসে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিচারক পদে নিযুক্ত করা হইল! এক মিত্র রাজার সহিত বিবাদ হইলে বা তদ্বিরুদ্ধে দোষের অভিযোগ থাকিলে অপরাপর মিত্র রাজারা মীমাংসক বা মধ্যস্থ পদে বরিত হইতে পারেন। কিন্তু কোনো মিত্র রাজাকে বিচারক পদে বসিতে আজ্ঞা করা যে কতদূর বিস্ময়ের বিষয়, তাহা ভাবুক পাঠক ভাবিয়া দেখুন। অপিচ মিত্র রাজার দ্বারা কোনো কার্য্য করাইবার অভিলাষ হইলে তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করাই সম্ভব। কিন্তু সিন্ধিয়া ও জয়পুরাধিপতিকে কি প্রার্থনাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল? গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য কয় জনের উদ্দেশে যেরূপ নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়, তাঁহাদের নিমিত্ত তদতিরিক্ত আর কিছুই প্রকাশ পায় নাই। যদি গোপনে কোনো পত্রাপত্র চলিয়া থাকে, তাহা তো সাধারণে জানে না। সম্ভ্রম ও গৌরব প্রকাশ্য সম্পত্তি। কাহারো অন্তঃপুরে গিয়া বিরলে তাহাকে 'মহাশয়' বলিয়া প্রকাশ্য স্থলে 'তুমি' সম্বোধন করিলে যেরূপ মর্য্যাদা রাখা হয়, ইহা কি তাহাই হয় নাই? গবর্ণমেণ্টের গেজেটে যে নিয়োগপত্র প্রকটিত হইয়াছিল, সাধারণে কেবল তাহাই দেখিয়াছে—গোপনে অন্য কিছু লেখালেখি হইয়াছে কিনা, কে জানে? ইংরাজী ভাষা কি এত দরিদ্র, যে, তদ্দ্বারা ঐ মিত্র রাজ-দ্বয়ের জন্য সম্মানসূচক স্বতন্ত্র কোনো প্রার্থনা পত্র লিখিত হইতে পারিত না? ভৃত্যগণকেও যা, তাঁহাদিগকেও তাই! এক তো গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় বিচারকের পদে নিযুক্ত করাতেই তাঁহাদের অপমান, তাহাতে আবার ভৃত্য-মর্ম্মার্থক এই নিয়োগপত্র! ইহাতে কি দেশীয় রাজগণকে এককালে অগৌরব ও অসম্ভ্রম হ্রদে মগ্ন করিয়া দেওয়া হইল না? সত্যই কি বিশারদ রাজপুরুষগণ ইহা লক্ষ্য করেন নাই? ইহাতে মিত্র রাজগণকে খাট করার অভিপ্রায় কি লোকে সন্দেহ করিতে পারেনা? উক্ত রাজদ্বয় গবর্ণমেণ্টের নিয়োগমতে কার্য্য করিবেন কি না, তাহাও কি তাঁহাদিগকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই? অবশ্যই হইয়া থাকিবে। যদি হইয়া থাকে, তবে সেই প্রার্থনাপত্র ও তদুত্তর কি গেজেটে প্রকাশ করা উচিত ছিল না? তাহা দেখিলে লোকে বুঝিতে পারিত, গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মানপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছেন ও রাজারা কিরূপ সগৌরবে সম্মত হইয়াছেন। তাহা না হওয়াতে ঠিক যেন এই বুঝাইতেছে, যে, গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্মচারীগণকে কোনো বিশেষ বা অতিরিক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময় যেমন এক খান আদেশপত্র প্রেরণ ও নিয়োগ-সংবাদ প্রকটন করেন, ইহাও অভিন্ন তাই!—হায় দেশীয় ভূপালবর্গ! তোমাদের কি অধোগতিই ঘটিয়াছে!—হায়! অবশেষে তোমরা ব্রিটিস কর্ম্মচারী পদেও নিযুক্ত হইলে—বরদার অভিনয়ে পাকতঃ তোমাদের তাহাই হইতে হইয়াছে। কেবল শপথ পূর্ব্বক বিচারাসন গ্রহণটী মাত্র হয় নাই! কিন্তু পাছে তাহা করিতে গেলে তোমাদের নয়ন হইতে ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা ঠুলি খুলিয়া যায়—পাছে তাহাতে তোমাদের নয়নে প্রকৃত অবস্থা দৃষ্ট হয়, এই জন্যই হয় তো তাহা হয় নাই!—হায়! তোমরা যতই চতুর হও, ইউরোপীয় সভ্য চতুরতার নিকট তোমা-

দের সর্ব্ব প্রকারেই পরাজয়! যদিও তোমরা ভয়ে ও ভক্তিতে জড়ীভূত হইয়া আজ্ঞামাত্রই পালন করিয়া থাক, কিন্তু এত ক্ষীণতার পরিণাম উত্তরোত্তর আরো ক্ষীণতা অবশ্যম্ভাবী! যুক্তিযোগে স্বপদের সম্ভ্রম রক্ষার্থ যত্ন করিলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কখনই বিরূপ হইতেন না, অথচ তোমাদের এরূপে অপমান ও অবতরণও ঘটিত না!

বিচারাসনে নিয়োগ ও নিয়োগ-পত্রের রূঢ়তা জন্য যে অগৌরব হইয়াছে, তাহাতেই অসম্ভ্রমের সীমা নাই।

সিন্ধিয়া ও জয়পুরের মহারাজা ব্রিটিস কাজীর প্রাধান্য ও সভাপতিত্বের অধীন থাকিয়া বিচার করিয়াছেন, ইহা বড় সহজ কথা নহে। কোথায় মহারাজগণ যখন সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিবেন, তখন কাজী বা ব্যবস্থাবিদ্ স্মার্ত্তগণ সভাসদের পদে বসিয়া বিচার-সাহায্যে নিযুক্ত রহিবেন, না, মহারাজারা কাজির সহকারী রূপে নিম্ন পদে অধিস্থাপিত হইলেন! মহারাজারা কি কাজীদের অপেক্ষা হীন পদের লোক?

আরো আশ্চর্য্য, কাউচ সাহেব তখন প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারক ছিলেন না—তখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে যাইতেছিলেন। সুতরাং তখন মহারাণীর প্রজা বই আর কিছুই নন। আর দুইজন ইংরাজ মহারাণীর কর্ম্মচারী মাত্র; এখন বিবেচ্য এই, স্বীয় ভৃত্য আর প্রজার সহিত মিত্র রাজাকে বসানো কিউচিত হইতে পারে? যদি অনুচিত হয়, তবে কাউচ সাহেবের অধীনে মহারাজগণকে বসানো কতদূর অসঙ্গত কাজ, তাহা সুবিজ্ঞ জন বিচার করুন।

এস্থলে প্রাসঙ্গিক একটী প্রশ্ন উঠিতেছে—এদেশীয় স্বাধীন মহারাজা বা মিত্র-রাজা নামধারী শ্রেণী আপেক্ষা ব্রিটিস কর্ম্মচারীদের মধ্যে কোন্ শ্রেণী পদে ও মানে বড়? আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে মহারাণীর সর্ব্ব প্রধান প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারেল ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন না—বড় হওয়া তো দূরের কথা! তবে কি বলিয়া কাউচের নিম্নে তাঁহাদের আসন হইল? তবে কি তাঁহারা হাইকোর্টগুলির প্রধান বিচারপতিগণ অপেক্ষা ছোট? তবে তো তাঁহারা প্রধান সেনাপতি হইতেও অপ্রধান! তবে তো তাঁহারা মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতির গবর্ণর ও লেঃ গবর্ণরাদি অপেক্ষাও ক্ষুদ্র! তবে তো তাঁহারা কৌন্সিলির মেম্বরগণেরও নিম্ন-স্তরের লোক! তবে আর তাঁহারা কাহার উপর? কিন্তু আমাদের ঘোর ভ্রান্তি, যে, এ বিষয়ে এত বাচালতা করিতেছি—আমাদের ইটী স্মরণ করা উচিত, যে, ধবলকায় মাত্রই কৃষ্ণকায়াপেক্ষা প্রবল—সুতরাং প্রধান—এদেশীয় রাজগণও তো কৃষ্ণকায়—সুতরাং তাঁহাদের কি কোনো ইংরাজ অপেক্ষা উচ্চ হওয়া সম্ভব?

কিন্তু হা ভাগ্য! তাঁহারা যেন শ্বেত জাতি হইতে উচ্চ হইতেই পারিলেন না—তাঁহাদের স্বশ্রেণীর মধ্যেও কি ইতর বিশেষ নাই? এবং কৃষ্ণকান্তি স্বজাতীয় ব্রিটিস প্রজা অপেক্ষাও কি তাঁহারা শ্রেষ্ঠ নন? একথা অকারণ বলা হইতেছে না। সিন্ধিয়ার মহারাজা এক জন প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন বা মিত্র ভূপতি; জয়পুরের মহারাজা তন্নিম্ন স্তরের করদ রাজা; কি বলিয়া এক পরওয়ানাদ্বারা তাঁহাদিগকে একাসনে বসানো হইল? ভাল, তাহা যেন সহনীয়; কিন্তু সেই আসনে আবার দিনকর রাওকে বসাইয়া অসহনীয় অমর্য্যাদার দোষ করা হইতেছে। ইনি যদিও সুযোগ্য পুরুষ; কিন্তু এক জন সভ্রান্ত প্রজা বই আর কিছুই নন। আবার সুদ্ধ প্রজা হইলেও তত ক্ষতি ছিল না, তিনি গোয়ালিয়র মহারাজার ভূতভূর্ব্ব ভৃত্য! সুদ্ধ ভৃত্য নন—ভৃত্য ও জায়গীরদার! প্রভু ভৃত্য—রাজা প্রজা সমকক্ষ! তুল্যাসনে তুল্য পদে তুল্য ক্ষমতায় উপবিষ্ট—বিচিত্রের পর বিচিত্র!

তায় আবার যে ভৃত্যকে তিনি অবিশ্বাসী জানিয়া ছাড়াইয়া দিয়াছেন—যে ভৃত্য স্বীয় প্রভুর অপেক্ষা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সত্ত্ব, লভ্য ও মুখের দিগে অধিক চাহিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রভুর প্রতি এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে ঘোর অপরাধী ছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার যোগ্যতা সত্ত্বেও অদ্যাপি আর কোনো দেশীয় রাজা তাঁহার হস্তে রাজকার্য্য ন্যস্ত করিতে চাহিলেন না—এমন ভৃত্যের সহিত আপনাকে সমসূত্রপাতে অধিস্থাপিত দেখিলে এক জন সামান্য ব্যক্তিরও মনস্তাপ ও অপমান বোধ হয়, এ তো অত বড় তেজীয়ান মহারাষ্ট্রীয় রাজা—তাঁহার অন্তস্তল যে সেরূপ ভাবে পরিপ্লুত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

ইহাতে লর্ডবাহাদুর এক লোষ্ট্রে সর্প ভেক উভয়েরই নিধন সাধন করিতে পারিয়াছেন। প্রথম তো উক্ত দুই মহারাজার মান হরণ। দ্বিতীয়, বরদা-রাজের বিপদের উপর অপমান ভোগ। যে গৈকবাদ প্রথম শ্রেণীর মহারাষ্ট্রীয় নরপতি—যাঁহার নিমিত্ত একবিংশ সম্ভ্রমের তোপ নিরূপিত, তাঁহার দোষের বিচারক কে হইল?

তাঁহার এদেশীয় বিচারকগণের মধ্যে এক জন তো স্বশ্রেণীস্থ অপর এক মহারাষ্ট্রীয় রাজা—সিন্ধিয়া। এই সিন্ধিয়া বংশের সহিত গৈকবাদ বংশের চিরবৈরিতা ও মোগল সিংহাসন লইয়া ঘোর প্রতিযোগিতা ছিল এবং উভয় রাজকুলের মধ্যে দ্বেষ হিংসা ঘৃণা বই অন্য ভাব কখনই প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার অপর বিচারকও অপর বৈরী—সেই জয়পুরের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শত্রুকে বিচারক হইতে দেখিলে তেজীয়ানের মস্তক কি অবনত হয় না? যদি মহ্লার রাও পুনর্ব্বার সিংহাসন পাইতেন, তবে কি সিন্ধিয়া ও জয়পুরের নিকট আর তাঁহার তেমন তেজ থাকিত? না, বরদার সিংহাসনে এখন যে কেউ বসুন, আর কি তাঁহার ঐ দুই রাজ বংশের নিকট তেমন তেজ থাকিবে?

তাঁহার তৃতীয় বিচারক তো প্রথমের ভৃত্য! সুদ্ধ তাহাই নহে; ইতিপূর্ব্বে গৈকবাদের নিকট তিনি মন্ত্রিত্ব পদের প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইয়াছেন! অতএব এই অপূর্ব্ব মিশ্র কমিস্যন নিয়োগ দ্বারা আসামী ও বিচারক, উভয়পক্ষের কত অমর্য্যাদা ও মনস্তাপ ঘটিয়াছে, তাহা পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন।

এসব কথা ইংরাজ রাজপুরুষেরা বলদর্পে দর্পিত হইয়া গ্রাহ্য না করেন তো নাচার, কিন্তু এ সব সামান্য কথা নহে। ইউরোপেও কি প্রধান লোকেরা অপ্রধানের সহিত সমকক্ষ ভাবে বসিতে বিমুখ নন? আসিয়াখণ্ডে এ বিষয় আরো গুরুতর। আমাদের হতভাগ্য দেশের রাজা, নবাব ও আমির ওমরাগণ সফল হারাইয়াছেন, তথাপি এ পক্ষে অদ্যাপি পূর্ব্ব প্রথার প্রবল দাস আছেন! ভাগ্যহীন দিল্লীর বাদসাহের সমক্ষে গবর্ণর জেনারেল লর্ড এমহার্ষ্ট বসিবার জন্য চেয়ার চাহিয়াছিলেন, তাহাতে (নির্ব্বোধ কিন্তু প্রথার দাস) বাদসাহ ভৎর্সনা করেন। হায়! সেই ভৎর্সনা মর্ম্মযন্ত্রণা রূপী অবমাননার কারণ হইয়াছিল! মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম গবর্ণর জেনারেলকে নজর দিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে তাঁহার দুর্গতির প্রধান সূত্রপাত আপনিই করিয়াছিলেন! যোধপুরের রাজা গবর্ণর জেনারেলের বিধানের বিরোধে অন্য রাজার অপেক্ষা প্রধান্য দাবী করাতেই ব্রিটিস অধিকার হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন! অ-

ধিক কি, ঐ স্যার দিনকর রাও গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য ছিলেন বলিয়া পাতিয়ালার মহারাজা নরেন্দ্র সিংহ বাহাদুর তৎ-সভ্যত্ব পদ গ্রহণে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যদি গবর্ণর জেনারেল অনুগ্রহপূর্ব্বক কোনো বিষয়ে আমার পরামর্শ-সাহায্য চাহেন, তাহা আহ্লাদ পূর্ব্বক দিব, কিন্তু এক জন সমপদস্থ রাজার ভৃত্যের সহিত সভাকুটিমে সমপদে বসিয়া ব্যবস্থা স্থাপন কার্য্যের সাহায্য করিতে পারিব না। অতএব যাঁহারা এরূপ বিষয়কে অতি তুচ্ছ বা সামান্য জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা এখন ভাবিতেছেন, যে, সিন্ধিয়া, জয়পুর এবং বরদারাজ স্যার দিনকর রাওর নিমিত্ত তত দুঃখানুভব করেন নাই, তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি! আমাদের রাজাদের সর্ব্বস্ব গেলেও মান সম্ভ্রমের আদব কায়দা তাঁহারা ভুলিতে পারেন না। নতুবা তোপের জন্য এত হুড়াহুড়ি হইত না! সুদ্ধ তাঁহারাই বা কেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী বাবুরাই বা কি? রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, অনরেবেল ইত্যাদি খেতাবের জন্য কে না কি করিতেছেন?

আবার মহারাজ জিয়াজি রাও এবং রামসিং বাহাদুরই বা কি বলিয়া এই বিচারক পদ স্বীকার করিলেন? এতদ্দ্বারা পাকতঃ—পাকতঃ কেন, স্পষ্টই—আপনাদের এবং সেই সঙ্গে সমস্ত রাজগণের স্বাধীনতা ভাব (যাহা কিছু নামেও ছিল, তাহা পর্য্যন্ত) বিসর্জ্জন দেওয়া হইল! কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, এ দেশীয় ভূপতিগণ অন্যান্য হীনতর বিষয়ে যত চতুরতাই কেন প্রদর্শন করুন না, উচ্চ রাজকীয় ব্যাপারে তাঁহারা সুকৌশলী ব্রিটিস রাজপুরুষগণের নিকট পঞ্চম বর্ষীয় বালক বলিলেই হয়!

হায়! এত আড়ম্বরসহকারে তাঁহারা যে বিচারক পদে নিযুক্ত হইলেন, সে পদই বা কি? তাঁহাদিগকে কি এমন ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, যে, তাঁহারা যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহাই গ্রাহ্য হইবে? তাহা দূরে থাকুক, প্রকাশ্য সভা স্থলে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত বা কোনো অভিপ্রায় প্রকাশেরই কি অধিকার ছিল? তাঁহারা চুপি চুপি গবর্ণর জেনারেলের কর্ণে স্ব স্ব অভিমতি জ্ঞাপন করিবেন—তাহা গ্রাহ্য করা না করা গবর্ণর জেনারেলের ইচ্ছা! আ মরি, কি মানের কাজই হইল! সুচতুর হল্‌কর বাহাদুর তাঁহাদের ন্যায় বোকা নন—তিনি হয় তো ইহার আমূল অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ঐ অসম্ভ্রম ও বিপদের পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন!

ফলতঃ যে পক্ষে বিবেচনা করা যায়, বরদা-কমিস্যন সেই পক্ষেই অযোগ্য ব্যাপার হইয়াছে। লোকে যে ইহাকে একটী অসামান্য প্রহসনাভিনয় বলিয়া গণনা করিতেছে, তাহা কি অন্যায্য কথা? এবং মহ্লার রাওকে তাঁহার আত্ম দোষোদ্ধারের সুযোগদান ও তাঁহার প্রতি সদ্বিচার বিতরণই বরদা কমিস্যনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া যে গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয়েরা রটনা করিয়াছেন, লোকে যে তাহার বিপরীত ভাবগ্রহণ করিতেছে—অর্থাৎ লোকে যে তদ্ভিন্ন অন্য গূঢ় উদ্দেশের কল্পনা করিতেছে, তাহাও আশ্চর্য্য নয়! যেহেতু, সদ্বিচারের অকৃত্রিম বাসনা থাকিলে আদ্যোপান্ত এমন সকল কাণ্ড হইত না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামান্য ব্যক্তিদের ন্যায় রাজাদের বিচার হইতে পারে না—সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অপরাধ সপ্রমাণ হওনের পূর্ব্বে রাজাদের গ্রেপ্তারি সম্ভাবনা। কিন্তু গৈকবাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। যখনি তাহা ঘটিয়াছে, তখনি নিশ্চিত জানা গিয়াছে, যে, তাঁহার সিংহাসন গেল—তাঁহার মান সম্ভ্রম পদ মর্য্যাদা সকলই গেল—

জন্মের মত গেল—তিনি নির্দ্দোষ, এমন সপ্রমাণ হইলেও গেল! যাঁহাকে অমন করিয়া ধরিয়া আনিয়া বন্দী ও বিচারাধীন করা হইল, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কি বলিয়া আবার সিংহাসনে বসাইতে পারেন? গৈকবাদই বা কি মুখে আর সিংহাসনে বসিবেন? বসিলেই বা কে আর তাঁহাকে কাটি দিয়া স্পর্শ করিত? কারাগারে একবার গেলেই এদেশীয় লোকের মান যায়, ইংরাজদের যায় না। তাহাতে মহ্লার রাও তো রাজা—তাঁহাতে কি আর পদার্থ থাকিত? তখন লোকে কি ঘৃণা করিয়া বলিত না—

"এই মুখে খাও তুমি কনক লঙ্কাপুরি!"

এমত অবস্থায় বিচারের পূর্ব্বেই কি তাঁহাকে অপদস্থ করা হয় নাই?

"বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার!"

সুতরাং

বিচারের পূর্ব্বেই দণ্ড বিধান হইয়াছিল!

সুতরাং

বরদা ব্যাপারকে লোকে গবর্ণমেণ্টের একটা হাস্যজনক প্রহসনাভিনয় বলিবে সন্দেহ কি!

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এস্থানে একটী তর্ক তুলিয়াছেন। তিনি বলেন, বিচার! বিচার কৈ? বিচারের অভিপ্রায় থাকিলে বিচারালয় নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার করা হইবে কেন? সামান্য লোকও জামিন দিয়া বিচারের দিন পর্য্যন্ত মুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অতবড় এক রাজাও তাহা পারিলেন না। যদি বলেন, এ অপরাধে জামিন চলে না। তবেতো স্বীকার করিতে হইল, যে, ইহা সামান্য ফৌজদারী মামলা এবং বরদা কমিস্যন প্রকৃত বিচারালয়। তবে তো মিত্র রাজাকে ধরিয়া আনিয়া প্রকৃত বিচারালয়ের বিচারাধীন করা হইল। কিন্তু গবর্ণর জেনারেলের সে ক্ষমতা কোনো আইনে তো নাই। প্রকৃত পক্ষে গবর্ণর জেনারেল ফরিয়াদী! কর্ণেল ফেয়ার কে? তাঁহার প্রতিনিধিবৈ আর কি? কাজেই গবর্ণর জেনারেলই অভিযোক্তা। অভিযোক্তার স্থাপিত আদালতে আসামীর বিচার হওয়া কি বে-আইন ও বিস্ময়ের বিষয় নয়? ফলতঃ যথার্থ পক্ষে গৈকবাদের দোষের বিচার জন্য গোপনীয় কমিস্যন নিয়োগ পর্য্যন্তই গবর্ণর জেনারেলের অধিকার। এরূপে প্রকাশ্য বিচার জন্য কোনো আদালত তিনি খুলিতে পারেন না। যদি একান্তই বিচারালয়ে বিচারের আবশ্যকতা বোধ হয়, তবে মহারাণী ও পার্ল্যামেণ্টের বিশেষ বিধান দ্বারা কোনো নূতন ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত না হইলে মিত্র রাজাদের বিচার কোনোমতেই মূল-রাজনীতি-সম্মত হইতে পারে না।

আর এক কথা। ইতিপূর্ব্বে কল্পনা করা হইয়াছে, যে, অপরপক্ষীয়েরা গৈকবাদের অপরাধকে জামিনির অতীত বিষয় বলিতে এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে বন্দী রাখা হইয়াছিল, এমন বুঝাইতে পারেন। কিন্তু সামান্য লোকের পক্ষেও সর্ব্বপ্রকার অপরাধ জন্য জামিনি চলিতে পারে। কেবল খুনি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের আসামী পাছে পলাতক হয়, এই ভয়েই জামিনের আদেশ হয় না। নতুবা যতক্ষণ না দোষ সপ্রমাণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাকেই কারাগারে থাকিতে হইত না। বিচারের পূর্ব্বে কয়েদ রাখার অভিপ্রায় সুদ্ধ আসামীর হাজির বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া বই আর কিছুই নয়।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, গৈকবাদ কি সেইরূপ আসামী? তিনি কি পলাতক হইতেন অথবা হইতে পারিতেন? তাঁহার উচ্চতম রাজপদই কি তাঁহার উপস্থিতি পক্ষে যথেষ্ট প্রতিভূ নয়? তবে কেন তাঁহাকে বিচারের পূর্ব্বে কারাবন্দী রাখিয়া অনর্থক অপমান করা হইল? তাঁহাকে নিতান্ত

অপদস্থ করিবার মানস না থাকিলে কি এই নিদারুণ ব্যবহার সম্ভব হয়? তাঁহার প্রতি যথার্থ সুবিচার করিবার অভিপ্রায় থাকিলে কি এরূপ নৃশংস আচরণ সম্ভব হয়? পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার দণ্ড নিরূপিত না হইলে কি এমন কদর্য্য কার্য্য সম্ভব হয়?

আবার মনে কর, তিনি যেন পলায়নই করিতেন; তাহা হইলে তো ভালই হইত—তাহা হইলে তো আত্মদণ্ড তিনি আপনিই স্কন্ধ পাতিয়া লইতেন—তাহা হইলে তো গবর্ণমেণ্টকে কলঙ্কী হইতে হইত না—তাহা হইলে তো তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইত না—তিনি আপনিই সিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন—জন্মের মত যাইতেন—আর মুখ দেখাইতে পারিতেন না—এখন তাঁহাকে যে পেন্সন দিতে হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া যাইত!

কিন্তু সে কল্পনা মিথ্যা—তিনি পলাইতে পারিতেন না। চতুর্দ্দিগে ব্রিটিস সৈন্য দ্বারা বরদা বেষ্টন করিয়া রাখিলেই হইত—তাহা হইলে ক্ষুদ্র কারাগারের পরিবর্ত্তে গৈকবাদের জন্য বাস্তবিক একটী বিস্তৃত কারাগার নিরূপিত হইত, অথচ তাঁহাকে বন্দী করণ জন্য কলঙ্ক ঘটিত না! অতএব যে পক্ষে বিচার কর, গৈকবাদকে ধৃত, অপমানিত ও বন্দী করা নিতান্তই অবিবেচনা, অবিচার ও নির্দ্দয়তার কাজ হইয়াছে।

আবার মল্হার রাওর উদ্দেশে এই বলা যায়, যে, যে দিন তিনি ধরা দিয়াছেন—যে দিন তিনি বন্দী হইতে স্বীকার পাইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার "মহারাজ" নাম মুছিয়া গিয়াছে—তদবধিই তাঁহার রাজপদ ঘুচিয়াছে—তদবধিই তিনি এখন যা, তাই হইয়াছেন! তাঁহার দেহে যদি যথার্থ ক্ষত্রিয় তেজ থাকিত, তবে তিনি তাঁহার নিজের ও সেই সঙ্গে সমস্ত রাজগণের পদমর্য্যাদা রাখিতে পারিতেন। কিরূপে পারিতেন? ত্যাগস্বীকার দ্বারা পারিতেন। কি ত্যাগ-স্বীকার? সূক্ষ্ম বিচারের আশা ত্যাগ অথবা সিংহাসন ও প্রাণের মায়া ত্যাগ! সূক্ষ্ম বিচারের আশা ত্যাগের অর্থ এই, যে, প্রকাশ্য বিচারের পরিবর্ত্তে গোপনীয় অনুসন্ধানের প্রার্থনা করা। তাহাতে কপালে আর যাহাই হউক, প্রকাশ্য বিচারের অপমানতো সহিতে হইত না!

সিংহাসন ও প্রাণের মায়া ত্যাগের অর্থ এই, যে, গ্রেপ্তারি রূপ অপমান স্বীকার না করা—রাজপুত্র হইয়া পুলিসের পেয়াদার হাতে ধৃত ও অপমানিত হওনাপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া মরা তো ভাল ছিল! যদি ঘটনাক্রমে না মরিতেন, তথাপি হাতে পায় বেড়ী ও বুকে জগদ্দল পাথর দিয়া চিরবন্দী রাখিত, তাও শ্রেষ্ঠ ছিল!!

এই অধ্যায়ের শেষে মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের কথায় না বলিলে তৃপ্তি হয় না—

"There is no doubt that as a prince his line lay that way. Hereditary rulers do not allow themselves to be captured by police and handed up before Magistrates. They do not look out for *Mooktears* or send for eminent criminal lawyers, or assist at the preparation of briefs. They sooner die. It were better for Baroda and for Native India, in general, if he were capable of sacrificing himself. Would that his brother Princes might, with truth, say to Mulhar Rao—

You have done well and like a gentleman.

But true to his antecedents, he preferred life to honor."

তৎপরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচার সম্বন্ধে সম্যগ্ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা

তাহার অধিকাংশই ত্যাগ করিব। গবর্ণমেণ্টের অযোগ্যতা, সাউটার সাহেবের ভয়ানক তৎপরতা, পুলিসের দুর্ব্বৃত্ততা প্রভৃতি বিষয় বহু বহু সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইয়া গিয়াছে! যদিও মুখোয্যার ম্যাগাজিনে সে সব ব্যাপার নূতন ভাবে ও আশ্চর্য্য স্পষ্টভাষিতা সহকারে বর্ণিত ও বিবেচিত হইয়াছে, সুতরাং পাঠকগণ তৎপাঠে উপকৃত ও সন্তৃপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু প্রস্তাবের অসঙ্গত দীর্ঘতা হইয়া উঠিল—কাজেই সংক্ষেপ করণে ও ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য হইলাম। কেবল এইমাত্র বলিব, যে, পুলিসের শঠতা-গঠিত প্রমাণাদির স্বরূপ মূর্ত্তি যতদূর মুক্ত করিয়া দেখানো সম্ভব, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে তাহার ত্রুটী হয় নাই। এমন কি, এক একটা পড়িয়া তাঁহার কল্পনা, বিচারশক্তি এবং সাহসিকতার বিস্তার দেখিয়া ধন্যবাদ দিতে হয়—কখনো কখনো কাঁপিতেও হয়!

সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন, গৈকবাদের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগটী হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তৎসমর্থনার্থ যে সকল প্রমাণ ও সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এমন একটীও ছিল না, যাহাকে বিশ্বাসযোগ্য বা সম্ভ্রান্ত পদে বাচ্য করা যায়। অধিকন্তু পদে পদে পুলিসের হস্ত-চাতুর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। যে কয়জন ইউরোপীয় সাক্ষী ছিলেন, তাঁহারাও আশামত গৌরবের সহিত সাক্ষীর কাঠরা হইতে অবতরণ করেন নাই—বিশেষতঃ সকল নাটের গুরু কর্ণেল ফেয়ার মহোদয় স্বীয় সাক্ষ্য দান কালে মহারথী ব্যালেণ্টাইনের নিদারুণ জেরা অস্ত্রে এরূপ জর্জ্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, বাহাদুরের সকল বাহাদুরী ভাঙ্গিয়া গিয়া রাগে, ঘৃণায়, প্রতিহিংসায় এবং লজ্জা (যদি থাকে) নামা রিপুতে তাঁহাকে কাঁদো কাঁদো প্রায় করিয়া তুলিয়াছিল! তাঁহার অবলা সরলা আয়া বালা তো যথার্থই নেত্র-নলিনের নীর নিক্ষেপ করিয়াছিল! এই সকল ব্যাপার মুখোপাধ্যায় চমৎকার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দর্শন, অসাধারণ সাহসিকতার সহিত বর্ণন এবং যেখানে যেমন, সেখানে সেই রসের উদ্দীপন করিয়াছেন। অর্থাৎ স্থলবিশেষে গাম্ভীর্য্য; স্থলবিশেষে উৎকৃষ্ট শ্লেষাভাস; স্থলবিশেষে রাগ, দুঃখ, ঘৃণাপ্রকাশ; স্থল বিশেষে প্রতিষ্ঠাবাদ; স্থল বিশেষে কর্ত্তব্য নির্ণয়; স্থল বিশেষে উপদেশ দান এবং স্থলে স্থলে সুকল্পনারও আবির্ভাব ইত্যাদি সুনিপুণ চিত্রকরের কার্য্যই করিয়াছেন।

কিন্তু এসমস্ত অঙ্গে অন্যান্য বহু লেখকও লিখিয়াছেন, সুতরাং সে খণ্ড বিস্তার ক্রমে বলিলাম না। কেবল সার্জ্জেণ্ট ব্যালাণ্টাইনের বক্তৃতা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহারই স্থূল মর্ম্ম জ্ঞাপন করা আবশ্যক। যেহেতু তাহাতে বিশেষ কিছু নবীনত্ব ও সারত্ব আছে।

মুখোপাধ্যায় বলেন, ব্যালাণ্টাইনের বিশেষ যোগ্যতা, বিশেষ রূপ আগ্রহ এবং স্বাধীনতাদি উচ্চ গুণে যদিও আমরা মুগ্ধ আছি, কিন্তু তাঁহার নিকট একটী বিষয়ে যে আমরা নৈরাশ হইয়াছি, তাহার আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি যাহা করিয়াছেন, সাধারণ ফৌজদারী মামলা সম্বন্ধে তাহা অতি প্রশংসিতরূপে যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু যে স্থলে একজন স্বাধীন রাজা আসামী, তাঁহার রক্ষক অথচ মিত্র গবর্ণমেণ্ট অভিযোক্তা অথচ বিচারক, সে ধাতুর বিচার সাধারণ মোকর্দ্দমা নহে, সুতরাং অসাধারণ বিষয়ের পক্ষে সাধারণ ওকালতী যথেষ্ট হয় নাই—এরূপ অসাধারণ বিচার স্থলে অসাধারণ যোগ্যতার সহিত অসাধারণ প্রণালীর ওকালতীই আবশ্যক। অর্থাৎ উচ্চ রাজনীতিমূলক বিতণ্ডা দ্বারা তাঁহার বক্তৃতা নির্ম্মিত হইলেই

উপযুক্ত হইত। একজন মিত্র রাজাকে এরূপে বিচারাধীন করা গবর্ণর জেনারেলের অধিকারের অতীত বিষয়, ইত্যকারের মূলভিত্তির উপর নির্ভর করা উচিত ছিল। কিন্তু হয় তো সে প্রণালীর বক্তৃতায় কাজ দর্শিবে না, এই ভয়ে তিনি না করিয়া থাকিবেন। কিম্বা হয় তো সেরূপ প্রণালী তাঁহার অভ্যাসাধীন নহে। যদিও তিনি ইংলণ্ডে ফৌজদারী ওকালতীতে বিশিষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ কোনো অসামান্য রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি কখনো তো লিপ্ত হয়েন নাই। বিশেষতঃ তিনি এদেশে নবাগত, হয়তো তিনি এদেশের দুরূহ রাজনীতির অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতা বিষয়ে অপটু। অথবা হয় তো তাঁহাকে এ প্রণালীর ওকালতী জন্য অনুরোধ করিলে বা উপদেশ দিলে তিনি তাহা অবলম্বন করিতেন। যাহাই হউক এবং যে কারণেই হউক, ইটী হওয়া বড় আবশ্যক ছিল এবং না হওয়াতে বড় দুঃখের বিষয় হইয়াছে।

ফলতঃ এরূপ বিচার স্থলে যেরূপ (ব্যারিষ্টার) উকিলের এবং যেরূপ যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা এখন নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। সুদ্ধ আইনজ্ঞ, বিষয়জ্ঞ, সদ্বিদ্বান, সদ্বক্তা, সুতার্কিক ইত্যাদি হইলেই হইবে না; তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও রাজকীয় বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হওয়া চাই। আবার তদুপরি এদেশীয় রাজবর্গের রাজধানী, রাজ কার্য্য, রাজ সভা, রাজ চরিত্র, রাজান্তঃপুর প্রভৃতি বহু বিষয়ক জ্ঞানের সহিত তন্ন তন্ন রূপে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আবার সেই সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভাব, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী বিশেষতঃ রাজদূতগণের কার্য্যরীতি ও প্রকৃতি এবং ইংরাজ পুলিসের ভয়ানক হাব, ভাব, প্রভাবাদির বিষয়েও সম্যগ্ প্রকারে অভিজ্ঞ না হইলে চলিবে না। একাধারে এত গুণ প্রায় আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তেমন ব্যক্তি ব্যতীত একাজের যথার্থ যোগ্য উকীল হওয়াও ভার। তেমন লোক হইলে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দয়তা, অযোগ্যতা, অনধিকার চর্চ্চা, অবিমৃষ্যকারিতা দেখাইতে পারিতেন। তেমন উকীল হইলে পুলিসের অত্যাচার ও শঠতা ব্যালাণ্টাইন যাহা দেখাইয়াছেন, তদপেক্ষা শতগুণে আরো বেশী দেখাইতে পারিতেন। তেমন লোক হইলে এদেশীয় রাজাদের ভাবগতিক স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া মহ্লার রাও কর্ত্তৃক একাজ যে অসম্ভব, তাহা আরো জোর করিয়া দেখাইতে পারিতেন। তেমন উকীল হইলে ব্রিটিস রেসিডেণ্ট দলের প্রচলিত আচার ব্যবহার ও অত্যাচারাদির প্রকরণ চূড়ান্ত দেখাইয়া দিতে পারিতেন। পরিশেষে, তেমন উকীল হইলে ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সূত্র ধরিয়া বরদার সত্ব, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহার সম্বন্ধ, উভয় পক্ষের সন্ধিপত্র, উভয়ের বাধ্যবাধকতা, একের অত্যাচার, অন্যের সহিষ্ণুতা, এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অবৈধতা ইত্যাদি উচ্চ ধাতুর সমর্থন-মার্গ অবলম্বনে (যদিও গৈকবাদকে বাঁচাইতে না পারুন) জগতকে চমৎকৃত, রেসিডেণ্টগণকে কম্পিত এবং মহারাণীর প্রধান প্রধান প্রতিনিধিগণকে সতর্কিত করিতে পারিতেন।

সাধারণতঃ ব্রিটিস রেসিডেণ্ট নামা রাজদূত মহাশয়েরা যে কি ভয়ানক লোক তাহা ঐ "বরদা-পুস্তকের" তৃতীয় বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে মুখোপাধ্যায় কেবল আপন মত বা আপন বাক্য দ্বারাই তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই, পাকা পাকা দলিল দাখিল দ্বারা অকাট্যরূপে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তত্তাবৎ পাঠ করিলে নানা ভাবে হৃৎপিণ্ড তোলপাড় হইতে থাকে—মনে হয় "উঃ! এত দূর!—অনেক জানিতাম, কিন্তু এত দূর জানিতাম না!—অথবা, সিন্ধু সেতারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা যাহা পড়িয়াছি, ভাবিতাম তত্তাবতের ন্যায় অহিতাচার আর হইতে পারে না; কিন্তু মানুষ যত বাঁচে, ততই দেখে—ততই শিখে!

পাঠক! (তাঁহাদেরই প্রতি এ সম্বোধন, যাঁহারা মুখোপাধ্যায় বরদাপুস্তক পান নাই) শ্রবণ করুন—আমাদের একা বুক ধড়্ফড়্ করিবে কেন—তোমাদেরও করুক! ইহাতে আর কিছু না হউক, আমাদের দুঃখের ভার বাঁটিয়া লউন!

মুখোপাধ্যায় দলীল দাখিলের পূর্ব্বে এই বলিয়া ভূমিকা খুলিয়াছেন, যে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, গৈকবাদের পক্ষীয় উকীল কৌন্সিল মহাশয়েরা নিম্ন লিখিতরূপ দলীলাদির ব্যবহার করেন নাই। এমন লিপি কতই আছে। জানি, তাহাতে মহ্লার রাও নিষ্কৃতি পাইতেন না; তথাপি ব্রিটিস রেসিডেণ্টগণ দেশীয় রাজাদের লইয়া কিরূপ বানরনাচ নাচান এবং সভ্যাভিমানী প্রবল পরাক্রান্ত জেতৃজাতি ও জেতৃগবর্ণমেণ্ট নিরীহ আশ্রিত ও একান্ত অনুগত দেশীয় সর্দ্দারগণের প্রতি কিরূপ সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, তাহা তো সভ্য সমাজ জানিতে পারিতেন।

এই যে এখন আমরা দলীল দাখিল করিতেছি, ইহাও নিষ্ফল হইবার নহে—এতদ্দ্বারা অবশ্যই কিছু কাজ দর্শিতে পারে। এরূপ বহু দলীলই সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু তেমন পুস্তকালয়ের অভাবে অতি অল্প সংখ্যক মাত্রই সঙ্কলিত হইতেছে। প্রত্যুত নমুনার জন্য এই কয়টীই যথেষ্ট!

যে উপাখ্যানটী নিম্নে প্রকটিত হইতেছে, ইহা অন্য কাহারো লেখনী সম্ভূত নহে—ইহা আমাদের এক জন উত্তম শাসক লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের নিজের লেখা—তিনি ইহাকে গুপ্ত লিপিভাবেই রাখিয়া গিয়াছেন। অযোধ্যার নবাব (তখন তিনি স্বাধীন নামধারী ছিলেন) বাহাদুরের কোষ হইতে কৌশলে অর্থাকর্ষণ অভিপ্রায়ে উক্ত লর্ড বাহাদুর যখন অযোধ্যায় গিয়াছিলেন, ইহা তখনকার কথা।

গবর্ণর জেনারেলের লিপির মর্ম্মানুবাদ।

"১৮১৪ সাল। ১৩ই অক্টোবর।

"* * আমি নবাবের সহিত স্বতন্ত্ররূপে কথা কহিতে চাহিলাম। তিনি এক বিরল শিবিরে আমায় লইয়া গেলেন। সঙ্গে মেং রিকেটস, মেং সুইণ্টন এবং মেজর বেলি। আমিই ইঁহাদিগকে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলাম। সকলে উপবিষ্ট হইলে নবাবকে সম্বোধন পূর্ব্বক আমাদের উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও যে ভাব থাকা উচিত, তাহা আমি বিবৃত করিলাম। বলিলাম, তাঁহার আভ্যন্তরিক শাসন সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমি তাঁহাকে দৃঢ়তররূপে জানাইলাম, তাঁহার বর্ত্তমান অধিকারে কিছুমাত্র ব্যাঘাত, ব্যত্যয় বা হস্তক্ষেপ করিতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমাত্র ইচ্ছা নাই।* যাহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতার ঔজ্জ্বল্য ও প্রাবল্য হয়, তদ্বিধান করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং তাঁহার সভায় যিনি রেসিডেণ্ট আছেন, সেই এই মেজর বেলির উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও কার্য্যভার অর্পিত আছে, অতএব নবাবও যেন তাঁহার উপর অসীম বিশ্বাস স্থাপন করেন, এই বলিয়া উপসংহার করিলাম।

এই বক্তৃতার কয়েক স্থলে নবাবকে অতি সুবোধ ও প্রবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় সায় দিতে দেখিলাম, কিন্তু শেষভাগে সন্তোষের অভাব দর্শনে আমি

* কিন্তু হায়! এ প্রতিজ্ঞা বালির বাঁধের ন্যায় শেষে কোথায় ভাসিয়া যায়!

আশ্চর্য্য হইলাম। তখন মনে করিলাম, এদেশীয়দের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যই ইহার কারণ হইবে।

তিনি প্রত্যুত্তরে আমাকে অভিবাদন করিলেন; অযোধ্যার সিংহাসন আমাদের আশ্রয় ও ন্যায়-পরায়ণতা দ্বারাই তিষ্ঠিবে এমন জানাইলেন; এবং পূর্ব্বে যাহা কিছু মনান্তর বা গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা অদ্য হইতে সম্পূর্ণ নিবারিত হইবে ও এই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন ইত্যাদি জ্ঞাপনই করিলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন, "আপনার অনুকূল বিবেচনার আশায় আমি গুটীকতক বিষয় লিখিয়া আনিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎপ্রতি কৃপাবলোকন করিবেন।" এই বলিয়া আমার হস্তে একখানি কাগজ অর্পণ করিলেন। কাগজখানি পারসীক ভাষায় লিখিত, এজন্য আমি তাহা সুইণ্টনের হস্তে দিলাম। বলিলাম, অনুবাদ হইলেই আমি ইহা পড়িব।

কিন্তু এই ঘটনাতে মেজর বেলি যেন বিস্মিত ও অসুখী হইলেন—তিনি চেষ্টা করিয়াও তাঁহার বিস্ময় ও অসন্তোষ ভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না। তিনি এত দূর আত্ম-বিস্মৃত ও কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উঠিলেন, যে, অনায়াসে মেং সুইণ্টনের হস্ত হইতে ঐ কাগজখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং আমাকে এই বলিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার পাঠ রহিত করিতে হইল, যে, এত ব্যস্ত হইয়া এখন উহা পড়িবার আবশ্যকতা নাই; এপ্রকার বিষয়ের প্রত্যুত্তর তো এখনই দিতে হইবে না। এই পর্য্যন্ত হইয়া সেই নিভৃত আলাপের শেষ হইল। যে শিবিরে আর আর সকলকে রাখিয়া আমরা গিয়াছিলাম, পুনর্ব্বার তথায় প্রত্যাগমন করিলাম। গিয়া দেখি, কতকগুলি পাত্রে বহুমূল্য শাল ও জহরাত ভেট স্বরূপ উপস্থিত রহিয়াছে। আমি তত্তাবৎ গ্রহণে অসম্মত হইলাম। কেবল হীরকাদি খচিত এক খানি অসি মাত্র গ্রহণ করিলাম। সেখানি আমারই নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। ***

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে মেং ক্লার্ক নামক জনৈক ইংরাজ নবাবসরকারে কর্ম্ম করিতেন। তিনি লক্ষ্ণৌর সকল বিষয় জানেন এবং ন্যায়পরায়ণতাদি গুণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-পাত্র ছিলেন। নবাব তাঁহাকে আমার সেক্রেটরি মেং টম্‌সনের নিকট এই অভিপ্রায়ে পাঠাইয়াছিলেন, যে, যত দিন আমরা অযোধ্যায় থাকিব, ততদিন তাঁহার বহুদর্শন আমাদের বিশেষ কাজে লাগিতে পারিবে। অদ্য আমার সহিত আহার করিবেন বলিয়া তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গে কাপ্তেন ম্যাক্‌লিওড নামা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইনি পূর্ব্বে কোম্পানির ভৃত্য ছিলেন। কোনো একটী বিশেষ পুরী নির্ম্মাণার্থ ইঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে নবাব সাদতালী চাহিয়া লন, ইনি তদবধি নবাব সরকারেই আছেন।

যখন তাঁহারা অর্থাৎ ক্লার্ক ও ম্যাক্‌লিওড আমার সেক্রেটারী টম্‌সনের শিবিরে (ভোজনের কিছু পূর্ব্বে) উপস্থিত হইলেন, তখন টম্‌সন কথাচ্ছলে বলিলেন, যে, গবর্ণর জেনারেল অদ্য যেরূপে নবাবের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন ও যে সব কথা বুঝাইয়াছেন, বোধ করি, নবাব উজীর * তাহাতে মহা সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন।

তাঁহারা উত্তর করিলেন 'সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, গবর্ণর জেনারেলের বাক্য আকর্ণনে নবাব একবারে নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন হইয়াছেন!'

এই উত্তরে টম্‌সন অতীব বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন 'কারণ আর কি? গবর্ণর জেনারেলের অযোধ্যাগমনে নবাবের মনে বড় আশা হইয়াছিল, যে, এত দিনে বুঝি **রেসিডেণ্ট বেলি সাহেবের অতি কঠোর একাধিপত্যের অধীনতা** হইতে তিনি বিমুক্ত হইতে পারিবেন—হায়! সেই কঠোর শাসনে নবাব দণ্ডে দণ্ডে প্রপীড়িত ও রুদ্ধশ্বাসবৎ হইতেন! কিন্তু গবর্ণর জেনারেল অদ্য স্পষ্ট জানাইয়াছেন, যে, মেজর বেলির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; সুতরাং মেজর সাহেবই দৃঢ়তররূপে পূর্ব্ব পদে অধিস্থাপিত রহিলেন—সুতরাং নবাব নিরাশ হইলেন!'

তৎক্ষণাৎ টম্‌সন আমাকে সমুদয় শুনাইলেন। আমি ক্লার্ক ও ম্যাক্‌লিওডকে একে একে স্বতন্ত্র ডাকাইয়া তন্ন তন্ন শুনিলাম। স্পষ্ট বুঝা গেল, নবাবের সহিত অদ্য আমার যে সব কথা বার্ত্তা হইয়াছে, তাহা নবাব ঐ সাহেবদ্বয়কে সকলই বলিয়াছেন। *** নবাবের অভিযোগের মর্ম্ম এইরূপ;—অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও বেলি সাহেব তাঁহাকে প্রভুত্ব সহকারে বাধা দেন বা যাহা ইচ্ছা আদেশ করেন; যখন কোনো স্বেচ্ছাচার-মূলক আজ্ঞা পরিচালনের ইচ্ছা হয়, তখন সংবাদ দান ব্যতীত যখন ইচ্ছা নবাবপুরীতে গিয়া উপস্থিত হন; নবাবের কার্য্যের উপর গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য সাহেব আপনার মনোনীত লোক জনকে অতিরিক্ত বেতনে নিযুক্ত রাখেন; এবং সর্ব্বোপরি, প্রতিনিয়ত প্রভুত্ব ও স্বেচ্ছাচারের ভাব দেখাইয়া নবাবকে তাঁহার পরিজন ও প্রজাগণের দৃষ্টিতে অতি লঘু ও অপদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন!

আমি বলিলাম 'যখন আমি নবাবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যে, আমার দ্বারা কিসে আপনার সচ্ছন্দতা ও সুখ-স্বস্তি হইতে পারে বলুন? তখন কেন তবে তিনি এসব কথা আমাকে বলিলেন না?' ইহার উত্তরে উক্ত প্রত্যেক সাহেবই বলিলেন, যে, 'মেজর বেলির ভয়ে নবাবের হৃদয় এত শঙ্কাকুল আছে, যে, উহা আপনাকে খুলিয়া বা ইঙ্গিত দ্বারা বলিতেও তাঁহার সাহস হয় নাই!'

ইহা শুনিয়া আমি এই মাত্র কহিলাম, যে 'নবাবের পদ-গৌরব প্রকাশ্যরূপে বর্দ্ধিত ও তাঁহার অবস্থা বিশেষরূপে সুখজনক করিয়া দিতে আমি যে আশা করিয়াছিলাম, দেখিতেছি, তাহাতে নিরাশ হইলাম।' আমি ইহা ভিন্ন আমার মনের যাহা সংকল্প তাহার কিছুই ব্যক্ত করিলাম না। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

১৪ই অক্টোবর। মেং ক্লার্কসাহেবের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'নবাবউজীর মন খুলিয়া আপনাকে মনের কথা বলেন নাই বলিয়া আপনি যে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, আমি নবাবকে তাহা জ্ঞাত করিয়াছি। তিনি তদুত্তরে প্রার্থনা করেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পরদিন যখন তিনি আপনার সহিত ভোজন করিতে যাইবেন, তখন তাঁহাকে বিরল কথোপকথনের সুযোগ দান করেন।' আমি রিকেট্‌স সাহেবের দ্বারা সম্মতিজ্ঞাপক উত্তর পাঠাইলাম।

১৫ই অক্টোবর। * * গোপনীয় গৃহে নবাবকে লইয়া গেলাম। মেং রিকেট্‌স, এড্যাম ও সুইণ্টন সাহেবকে সঙ্গে আসিতে কহিলাম। মেজর বেলিকে এমন ভাব জানাইলাম, যে, তোমার আসা হইবে না। নবাবকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বুঝাইলাম, যে, এই তিন জন সাহেব গবর্ণমেণ্টের গুপ্ত বিষয় মাত্রেই লিপ্ত—তাঁহারা প্রধান কর্ম্মচারী—তাঁহারা গুহ্য বিষয় গোপন রাখিবার জন্য শপথ করিয়াছেন—তাঁহারাই আপনার সহিত সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিবার অধিকারী, ইত্যাদি। নবাব শুনিয়া তাঁহাদের নিমিত্ত কোনো আপত্তি করিলেন না।

* দিল্লীর উজীরই নাকি লক্ষ্ণৌয়ের নবাব হন, এই জন্য নবাব মাত্রেই নবাবউজীর নামে অভিহিত হইতেন।

আমি তাঁহাকে কহিলাম, আপনার কোনো আত্মীয়কে আনাইবার ইচ্ছা হয় তো ডাকিতে বলি। তিনি 'না' বলিলেন।

আমি কোনো প্রস্তাব না তুলিতেই নবাব আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন, যে—

"যেহেতু আপনারা এক্ষণে একটী বহুব্যয়-সাধ্য যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াতে আপনাদের আর্থিক অনাটনের সম্ভাবনা, অতএব অনুমতি করুন, মহামান্য কোম্পানি বাহাদুরকে উপঢৌকন স্বরূপ আমি এক ক্রোর টাকা অর্পণ করি!"

ইহা আমি আশা করিতেছিলাম!

আমি জানিতাম, তাঁহার পিতার (সাদতালীর) এইরূপ উপঢৌকনদানের মানস ছিল; যেহেতু—

আমি তাঁহাকে ভদ্রলোক* রূপে গণ্য মান্য করাতে তিনি কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন!!!

কিন্তু উহাতে তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহারের অতিরিক্ত আর কিছুই যে আমি করি নাই, তাহা আমি জানি।

রেসিডেণ্ট সাহেব আমাকে এমন ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, যে, বর্ত্তমান নবাব তাঁহার পিতার মানস জানিয়া এরূপ উপঢৌকন দিবার অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের প্রতি এই আনুরক্তি ও স্নেহের চিহ্ন প্রদর্শন জন্য আমি নবাবকে (thanked) নমস্কার করিলাম! এবং বলিলাম, দান স্বরূপ এই টাকা গ্রহণ করা অসম্ভব; কিন্তু কোম্পানি ছয় টাকা সুদের যে লোন খুলিয়াছেন, সেই হিসাবে আপনি ঋণ দান করিলে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।

তাহাই স্থিরীকৃত হইল। তৎকালে এই অর্থানুকূল্য যেরূপ মহোপকারী হইয়াছিল, এমন আর কিছুতেই হইত না। গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অর্থানটন ঘটিয়াছিল, সেই সকল উপস্থিত ঘোর দায় হইতে এতদ্দ্বারা উদ্ধার পাওয়া গেল।*

নবাবকে বলিলাম, আপনি আমার শাসন সময়ে যে উপকার করিলেন, তাহাতে আপনার প্রতি আমার যেরূপ আন্তরিক ভাব তাহা তো বুঝিতে পারিতেছেন; অতএব কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা ভাব না ভাবিয়া আপনার মনের কথা সচ্ছন্দে খুলিয়া বলুন—আপনার ক্ষমতা সম্বর্দ্ধিত ও অবস্থা তৃপ্তিজনক হয়, ইহা আমার নিতান্ত ইচ্ছা। সুতরাং আপনার অভিলাষ মাত্রই অকুতোভয়ে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করুন।

তিনি উত্তর দিলেন, আমি যে বিষয়ের জন্য অত্যন্ত লোলুপ, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি; সে লিপি সঙ্গে নাই; কল্য আপনার নিকট প্রেরণ করিব।

আমার এত অনুরোধেও যখন তিনি সঙ্কোচিত ভাব ত্যাগ করিলেন না, তখন আমার এই সন্দেহ জন্মিল, যে, তবে কি এই গোপনীয় সাক্ষাৎ তাঁহার প্রার্থনায় ঘটে নাই? আমি সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলাম মেং ক্লার্ক সাহেবের নিকট এই বিরল আলাপ এবং এস্থলে বেলি সাহেবের অনুপস্থিতি নিমিত্ত তিনিই তো ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন? নবাব তাহা স্বীকার করিলে আমি তাঁহাকে এই সুযোগে স্বীয় গূঢ়াভিপ্রায় প্রকাশার্থ পুনর্ব্বার জিদ করিলাম। তিনি তদুত্তরে পুনঃ

*পাঠক! এই "ভদ্রলোক" শব্দটী কি লক্ষ্য করিয়াছেন? ইংরাজীতে ইহার প্রতিশব্দ "Gentleman" আছে।

* কিন্তু হায়! এই উপকারের প্রতিশোধ লর্ড ড্যালহৌসি যেরূপে দিয়াছেন, তাহা কাহারো অগোচর নাই!!

পুনঃ ঐ লিপির কথাই বলিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য তাহা মেহেদি আলি খাঁ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন, এমন ভাব জানাইলেন। সে দিন এই ভাবে গেল।

৩০শে অক্টোবর।---- কাপ্তেন গিলবার্ট আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন। নবাব তাঁহাকে প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—তাঁহার গমনের পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, যে, "কথা প্রসঙ্গে তুমি নবাবের মনের এই ভাবটী জানিতে চেষ্টা করিবে, যে, তিনি কোন্ ডাক্তার সাহেবকে তাঁহার নিজের চিকিৎসক করিতে চাহেন? কিন্তু তুমি যে শিক্ষিত হইয়া প্রশ্ন করিতেছ, ইহা যেন নবাব না বুঝিতে পারেন।"

কি অভিপ্রায়ে আমি ইহা জানিতে ইচ্ছুক, তাহা কাপ্তেনকে আমি বলিলাম না। কিন্তু সে অভিপ্রায়টী এই;—মেং ক্লার্ক সাহেব বেলির বিরুদ্ধে নবাবের যে কয়টী অভিযোগের পরিচয় আমাকে দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইটীও ছিল, যে, "নবাবের পিতার চিকিৎসক ডাক্তার লা সাহেবকে রাখাই নবাবের ইচ্ছা, কিন্তু মেজর বেলি বলপূর্ব্বক তাঁহার আপনার চিকিৎসক ডাক্তার উইল্‌সনকে নিযুক্ত করিয়া দিতে চাহেন!" অথচ মেজর বেলি মূষা বাগে আমাকে বলেন, যে "উইলসনকে চিকিৎসক করিতে নবাবের বড় ইচ্ছা, কেবল আপনি মঞ্জুর করিলেই হয়!" আমার সন্দেহ হওয়াতে বেলিকে তখন বলিয়াছিলাম, যে, "পরে বিবেচনা করিব।" এক্ষণে সেই সন্দেহ নিবারণ জন্যই কাপ্তেন গিল্‌বার্টকে ঐ কথা শিখাইয়া দিয়াছিলাম।

কাপ্তেন গিল্‌বার্ট বিজ্ঞপ্তি করিলেন, যে "প্রাতরাশের পর নবাব আমার সহিত গোপনে কথা কহিতে ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে আমরা গুপ্ত গৃহে গেলাম। কেহ আড়ি পাতিয়া শুনিতে পারে কি না, এই ভয়ে নবাব যখন সেই গৃহের চতুর্দ্দিগে দেখিতেছিলেন, তখন আমার মনে যেন হঠাৎ উদয় হইল, এই ভাবে নবাবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কাহাকে চিকিৎসক পদে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন?' তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'ডাক্তার লা সাহেবকেই অবশ্য চাই।' তৎপরেই পরম দুঃখের সহিত উইল্‌সনের নিমিত্ত মেজর বেলির বলপ্রয়োগের কথা উল্লেখ করিলেন। এবং রেসিডেণ্টের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ বাক্য মেংক্লার্ক সাহেবের নিকট অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সেই সমুদয় অবিকল বলিলেন। বিশেষতঃ এমন ভাব ব্যক্ত করিলেন, যে, 'গবর্ণর জেনারেল মেজর বেলিকে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস-পাত্র বলাতে আমি এককালে নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিয়াছি, যেহেতু বেলি সাহেব স্থানান্তরিত না হইলে আমার সুখ ও প্রজার নিকট মান মর্য্যাদা কিছুই আর রক্ষিত হইবার উপায় নাই!' কাপ্তেন বলিলেন 'কেন তবে আপনি গবর্ণর জেনারেলের সাক্ষাতে এসব কথা বলিলেন না?' নবাব কহিলেন—

"—WAS AFRAID!"

"আমি ভয় পাই!"

৩১শে অক্টোবর। গোমতীর সেতু পারে সৈনিক রিভিউ—তর্দ্দর্শনে নবাবপুরীর সম্মুখ দিয়া গমন কালে দেখিলাম, নবাবউজীর যানারোহণোন্মুখ। আমি আমার ফিটনে একা; সুতরাং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলাম, তিনি সম্মত হইলেন। পথিমধ্যে আমি গিল্‌বার্টের পরিচয় উল্লেখপূর্ব্বক কহিলাম, যে, আপনার ইচ্ছানুসারে ডাক্তার লা সাহেবই আপনার চিকিৎসক হইবেন। নবাব মহা আগ্রহ সহকারে আমার হস্ত মর্দ্দন করিয়া সাহ্লাদে বলিলেন, 'আপনার অনুকম্পাই আমার আশা ভরসা সব!' রিভিউ হইয়া গেল। আমরা

স্ব স্ব স্থানে গেলাম। * * কাপ্তেন গিল্‌বার্টের পরিচয়ানুসারে মেং রিকেট্‌স সাহেবকে নবাবের নিকট এই বলিতে পাঠাইলাম, যে, "এরূপ প্রকারান্তরে ও গুপ্তভাবে কথা বার্ত্তা চালনা করা তাঁহার ও আমার পদ-যোগ্য কর্ম্ম নয়; অতএব অদ্য সায়ংকালে তিন জন সেক্রেটারীর সাক্ষাতে ও বেলির অসাক্ষাতে আমার নিকট তাঁহার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটনার্থ সুযোগ করিয়া দিব। তিনি যেন অবলীলা-ক্রমে তাঁহার মনের সকল কথা অভিব্যক্ত করেন। তাঁহার সুখ শান্তির দৃঢ়তা সম্পাদনপক্ষে যেমন আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, এমন আর কোনো বিষয়ে নাই।'

নবাব রিকেট্‌সের সাক্ষাতেও গিল্‌বার্টের নিকট যেমন যেমন বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ সকল কথাই কহিলেন। অধিকন্তু রিকেট্‌সের বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহার কর্ণে চুপি চুপি বলিলেন 'আপনারা কি মেজর বেলিকে স্থানান্তরে পাঠাইতে পারেন না?'

পরাহ্ণ-ভোজের পর মেজর বেলিকে অন্যত্র যাইতে কহিয়া নবাব ও সেক্রেটারী তিনজনকে লইয়া স্বতন্ত্র গৃহে গেলাম। দ্বাররুদ্ধ হইলে নবাব একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া রিকেট্‌সের হস্তে দিয়া কহিলেন, 'এই সেই প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় লিপি—ইহাতে একটী ব্যতীত আমার আর সকল কামনাই বিবৃত আছে।' তৎপরে বিশেষ দুঃখ-বিকাশক ভাবে বলিতে লাগিলেন, যে 'চির প্রচলিত প্রভাতের নহবত-বাদ্য পর্য্যন্ত বেলি সাহেব নিবারণ করিয়াছেন, যেহেতু তাহাতে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়! * কিন্তু এই নহবত আমাদের রাজপদের গৌরব-ব্যঞ্জক—অতএব নিতান্ত আবশ্যক। তদভাবে রাজ্য মধ্যে আমার ঘোর অমর্য্যাদা হইয়াছে!'

আমি কহিলাম, 'এই নহবতের বিষয়ে এখনি আপনার ইচ্ছামত ব্যবস্থা হইবে এবং আপনার প্রদত্ত এই লিপির প্রতি আশু চিন্তার্পণ করা যাইবে।'

পাঠক! এই গেল প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় অঙ্ক ও পাঠ করুন। দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠে অনেকে অদ্ভুত রসে পরিপ্লুত হইবেন—কেহ কেহ বা (যাঁহারা রেসিডেন্টি লঙ্কাকাণ্ড জানেন না) নবাবকে দোষী ভাবিবেন; কিন্তু যাঁহারা বিশেষ জানেন, তাঁহারা অন্যবিধ ভাব গ্রহণে সমর্থ হইবেন।

যে মেজর বেলি স্বীয় নিয়োগকর্ত্তা গবর্ণর জেনারেলের সমক্ষেই আদব, কায়দা, সভ্যতা ওশিষ্টাচার গ্রাহ্য করেন নাই, তিনি কি সেই কাগজ অর্পিত হইতে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিবার লোক? না, তিনি সেই কাগজের মর্ম্ম গ্রহণে অপারগ? না, তিনি আপনার পূর্ব্বাচরণ সমূহ স্মরণ পূর্ব্বক তত্তাবতের যোগ্য পুরস্কার কি হইতে পারে, তাহা বুঝিতে অক্ষম? না, তিনি কি অমন বাদশাই চাকরী (যে চাকরীতে এক জন নবাবের উপরেও নবাবী চলিতেছে!) সহজে ছাড়িয়া দিবার পাত্র? তাঁহার যত কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধ্য, শক্তি, কল, বল, ছল, কৌশল ছিল, সেই সময় তত্তাবৎ প্রয়োগ না করিয়া তিনি উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন, যে পাঠক এরূপ আশা করিতেছেন, তিনি নিতান্তই পাগল!—নবাব এত বিপুল (এক ক্রোর টাকা!) ঘুস দিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃপাকটাক্ষ ক্রয় করিতেছেন, তাহা কি বেলি জানিতেন না? তদবস্থায় অসম্ভ্রমের সহিত তাঁহার পদচ্যুতি ভিন্ন অন্য আর কি প্রত্যাশা? সুতরাং বড় বিকারে বিষ চিকিৎসা!

* হায়! নিয়মতন্ত্র সুসভ্য শাসনাধীন আছি বলিয়া আমাদের যে অভিমান, তাহা কি ভ্রান্তি!

সেই সূচিকাভরণ তিনি প্রয়োগ করিলেন! তৎফল কি হইল, শুনুন;—

দ্বিতীয় অঙ্ক!

(সেই লর্ড বাহাদুরের সেই লিপি)

"১লা নবেম্বর। ... ... মেং এড্যাম আসিয়া আমাকে একটী আশাতিরিক্ত আশ্চর্য্য সম্বাদ দান করিলেন। তিনি কহিলেন, আগা মীর নামক নবাবের প্রিয় কর্ম্মচারী নবাব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই বলিয়া গেলেন, যে, 'গত সায়াহ্নে যাহা হইয়া গিয়াছে, তচ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া নবাব উজীর সমস্ত রজনী নিদ্রাহীন অবস্থায় অতিবাহন করিয়াছেন। এক্ষণে তৎপ্রতিবিধানার্থই আমাকে পাঠাইয়াছেন। অর্থাৎ নবাব উজীর যে কাগজ অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে যে যে কথা লেখা আছে, তত্তাবৎ কিছুই ঠিক নয়—মেং ক্লার্ক সাহেব নানা প্ররোচনা দ্বারা ঐ গুলি লিখাইয়াছিলেন—সে সব নবাবের নিজের ভাবাভিপ্রায় নয়!' আগা মীরের এই অদ্ভুত বাক্য আকর্ণনে এড্যাম তাঁহাকে বলিলেন, সে কাগজে মেজর বেলির বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ আছে, মেং ক্লার্ক সাহেব কি প্রকারে নবাবের ইচ্ছার বৈপরীত্যে তেমন কাজে প্রবৃত্তি দিতে বা তেমন গুরুতর কার্য্য স্বয়ং করিতে পারেন?

আগা মীর উত্তর দিলেন 'ক্লার্ক সাহেব নবাবকে এই বুঝাইয়াছিলেন, যে, মেজর বেলির প্রতি গবর্ণর জেনারেল রুষ্ট আছেন; বেলির বিরুদ্ধে নবাব ঐরূপ লিখিলে তিনি তুষ্ট হইবেন এবং সেই ছলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন!' আগা আরো কহিলেন 'গবর্ণর জেনারেলের কানপুর আসিবার পূর্ব্বেই ক্লার্ক সাহেব, কাপ্তেন ম্যাক্‌ফলিওড এবং ডাক্তার লা তিন জনেই নবাবের ঐ প্রকার সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন!'

আমি বুঝিলাম, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। আমার সন্তোষের জন্য নবাব যদি এ কাজ করিতেন, তবে তো সেক্রেটারী প্রভৃতি সকলের সমক্ষে প্রকাশ্য রূপেই জানাইতেন। বিশেষতঃ যখন আমি তাঁহাকে এমন সতর্ক করিয়াছিলাম, যে, প্রকারান্তরে বা গুপ্ত ভাবে অভিযোগ উপস্থিত করিলে তাহা কোনো কাজের হইবে না, তখন (আমার সন্তোষার্থ হইলে) অবশ্যই প্রকাশ্য অভিযোগের প্রণালী অবলম্বিত হইত—তাহা হইলে কাপ্তেন গিল্‌বার্টকে লইয়া গিয়া অমন গোপন করিয়া দুঃখাবেদন হইত না। অধিকন্তু কাপ্তেন গিল্‌বার্টকে অনুরোধ করিবার তাৎপর্য্য এই, যে, তিনি লেডী লাউডনের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছেন—তাঁহার পত্নীও ঐ লেডীর সঙ্গে আসিয়াছেন, সুতরাং কাপ্তেনকে বশীভূত করিতে পারিলে স্ত্রী-পরম্পরা দ্বারা আমাকে বশ করা সহজ ও সম্ভব হইতে পারিবে। অতএব আমার সন্তোষার্থ অভিযোগ না হইয়া বরং অভিযোগ দ্বারা আমার অসন্তোষ না জন্মে, ইহারি চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। ... ... এ বিষয় এত তন্ন তন্ন রূপে লিখিতেছি, যে, তৎপাঠে আসিয়াখণ্ডের রাজ-সভাসম্বন্ধীয় ভাব ও রাজকীয় ব্যাপার সুন্দর-রূপে বোধগম্য হইবে।

২রা নবেম্বর। মেং ক্লার্ক ও কাপ্তেন ম্যাক্‌লিওডকে ঐসব কথা বলা কর্ত্তব্য বোধে তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলাম। তাঁহারা নিশ্চিতরূপে জানাইলেন, যে, মেজর বেলির বিরুদ্ধে যত কিছু অভিযোগ, নবাব নিজেই তাহার জন্মদাতা; তিনি পুনঃ পুনঃ তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন; তাঁহারা তাঁহার ক্রমশঃ উত্তেজনার উত্তরে এই পর্য্যন্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন, যে তাঁহার দুঃখের কথা আমার জ্ঞাতসার হওয়া উচিত; এবং

তাঁহারা ইহা ভিন্ন আর কিছুই করেন নাই অথবা মেজরের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকূল ভাব উত্তেজিত করিয়া দেন নাই। অপিচ, তাঁহারা কেহই কখনো নবাবকে এমন ভাব জানান নাই, যে, আমি মেজরের প্রতি রুষ্ট—তাঁহারা কল্পনাতেও কস্মিন্‌কালে এরূপ ভাব ভাবেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত জিদের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যে, আমি রীতিমত গবর্ণর জেনারেলের আসনে আসীন হইয়া নবাবের সমক্ষেই এবিষয়ে তাঁহাদিগের শপথ-সহকৃত সাক্ষ্য গ্রহণ করি।

আমি ভাবিলাম, যদিও এতদ্দ্বারা তাঁহাদের দোষ নিরাকৃত হইবে, কিন্তু সকল দিক ঠাহর করিয়া দেখিলে একাজ বৈধ বোধ হয় না। এই জন্য আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, যে, তাঁহাদের কথার প্রতি অনুমাত্রও সন্দেহ করি না, কিন্তু তাঁহারা যে প্রকাশ্য কাণ্ডের কথা বলিতেছেন, তাহা করিতে গেলে নবাবকে মিথ্যাবাদী করিয়া দেওয়া হয়—সুতরাং তাহা পারি না। এমতে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিলাম, যে, নবাবের সহিত তাঁহাদের এবিষয়ে যখন যে কিছু কথোপকথনাদি সংঘটিত হইয়াছে, তাহা যেন প্রত্যেকেই পৃথক্‌রূপে এক এক কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। মেং রিকেট্‌সকেও ঐরূপ করিতে বলিলাম।

৩রা নবেম্বর। রিকেট্‌স, এডাম ও সুইণ্টনকে নবাবের নিকট পাঠাইলাম। তাঁহারা এই বলিতে গেলেন, যে 'তিনি তাঁহার মনের কথা ঠিক করিয়া খুলিয়া বলুন, নচেৎ পরস্পর-বিরোধী এত গোলের কথার মধ্যে সত্য নির্ণয়, সুতরাং সুবিচার হওয়া দুষ্কর।' কিন্তু নবাব পীড়ার ছলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। পরদিবস দেখা হইবে, বলিয়া পাঠাইলেন। বোধ হয়, তাঁহারা যখন সত্য বলিতে জিদ করিবেন, তখন কি উত্তর দেওয়া আবশ্যক, এই বিষয় পরামর্শের উদ্দেশেই ঐ সময় লওয়া হইল! ডাক্তার লা আমার নিকট আসিয়া ক্লার্ক ও ম্যাক্‌লিওডের ন্যায় শপথ সহকারে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকেও সেইরূপ বুঝাইলাম। ... ...

৪ঠা নবেম্বর। পূর্ব্ব দিনের তিন জন সাহেব অদ্য গিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি আগা মীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সাক্ষাতে তাহাই বলিলেন। বাড়ার ভাগ ব্যক্ত করিলেন, যে, "মেজর সাহেবের প্রতি আমার দ্বেষভাব দূরে থাকুক, তাঁহার মিত্রতার জন্য আমি তাঁহার নিকট মহা কৃতজ্ঞ আছি এবং তাঁহার স্থানান্তরের ইচ্ছা দূরে থাকুক, তিনি থাকিলে বাঁচি!"

তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই আলাপ চলিল। নবাব ঐ অভিপ্রায় হইতে তিল মাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি মেং ক্লার্ক, কাপ্তেন ম্যাক্‌লিওড ও ডাক্তার লার নামে পূর্ব্ববৎ দোষারোপ করিলেন। এক্ষণে আবার সেই সঙ্গে ডি, এল এটেং নামা জনৈক ফরাসী সাহেবকেও গাঁথিয়া দিলেন। বলিলেন ইঁহারা মেজর বেলিকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বহুকাল হইতে ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছেন। যদিও তাঁহারা এই দুরভিসন্ধিতে সফল না হউন, কিন্তু তাঁহার ভ্রম জন্মাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন! আরো বলিলেন, ডাক্তার লা কখনই তাঁহার চিকিৎসক ছিলেন না—তাঁহার পীতা সাদতালীর সময়েও নয়! তাঁহার পিতার সন্তোষ জন্য তিনি কখনো কখনো ডাক্তার লার পরামর্শ চাহিতেন, তাঁহার ঔষধ সেবন করিতেন না, কিন্তু গোপনে গোপনে ডাক্তার উইল্‌সনের ব্যবস্থা মতেই চলিতেন।

আমার ফিটন যানোপরি নবাব আমাকে যাহা

বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত এই বাক্যের এত বিরোধ, যে, কখনই এখনকার কথা সত্য হইতে পারে না!

সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে উল্লিখিত তিন জন সাহেব এই বলিয়া নবাবকে শক্তাশক্তি করিয়া ধরিলেন, যে, 'গবর্ণর জেনারেলের নাম লইয়া কেহ কি আপনাকে ভয় দেখাইয়াছে?' তিনি বারম্বার অস্বীকার করিলেন।

আমারই উপদেশে তাঁহারা ঐ প্রশ্নটী করিয়াছিলেন। এরূপ প্রশ্ন অকারণ করা হয় নাই। পূর্ব্ব দিন কাপ্তেন ম্যাক্‌লিওড আমাকে যে কথা শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐরূপ প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। ম্যাক্‌লিওডের সংবাদটী এই;—রেসিডেন্সী-ভবনে যেদিন আমার সহিত নবাবের সাক্ষাৎ ও গোপনীয় কথোপকথন হয়, তৎপরদিন প্রাতে আগা মীর * নবাবের নিকট গিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুলভাবে বলে, যে 'আপনি কি করিয়াছেন—একবারে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন! আপনি মেজর বেলির নামে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া গবর্ণর জেনারেল এককালে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছেন এবং তজ্জন্য আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সংকল্প পর্য্যন্ত করিতেছেন!' নবাব এই কথায় অপার ভয় পাইয়া আগাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখন উপায় কি?' আগা বলিল, 'উপায় কেবল এই আছে, যে, যে কাগজ দিয়াছেন, তাহা আপনার নিজের অভিপ্রায়মূলক লিপি নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা এবং মেং ক্লার্ক, কাপ্তেন ম্যাক্‌লিওড ও ডাক্তার লার স্কন্ধে সকল দোষ ফেলিয়া দেওয়া, ইত্যাদি!'

আগা মীর মেজরের অনুগত লোক, ইহা সুবিদিত থাকাতেই ঐ সংবাদটী আমার মিথ্যা বোধ হয় নাই। এই জন্যই নবাবকে উপর্য্যুক্তরূপ প্রশ্ন করিবার উপদেশ দিয়াছিলাম।"

শম্ভুবাবু এই স্থলে নিজের উক্তিতে লিখিয়াছেন, যে, ঐ সংবাদ অবশ্যই সত্য। শম্ভুবাবু যখন অযোধ্যায় ছিলেন, তখন তত্রত্য প্রাচীন সভাসদগণের মুখেও এই কাহিনীটী শুনিয়াছিলেন।

মেহেদালীর ন্যায় তৎকালে সুমন্ত্রী আর পাওয়া যাইত না, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মালিন্যভাব ছিল না এবং নবাব তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীচ ষড়যন্ত্রী আগা মীরকে যে পদস্থ করিতে চাহিবেন, ইহা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তথাপি মেজর বেলি গবর্ণর জেনারেলকে জানাইয়াছিলেন, যে, মেহেদালী ব্রিটিস-দ্বেষ্টা এবং নবাব তাঁহাকে চাহেন না—আগা মীরকে চাহেন!

এই উপলক্ষে অযোধ্যার স্বাধীন নামধারী অধীশ্বরের অবনতি পূর্ণ হইয়া উঠিল—একজন স্বাধীন নবাবকে জানিয়া শুনিয়া এক জন নীচাশয় দুর্ব্বৃত্তকে অঙ্কে লইতে হইল ও স্বীয় ইচ্ছার বৈপরীত্যেও প্রধানতম পদে স্থাপন পূর্ব্বক ধন রাশি ও মান রাশি দ্বারা পূজা করিতে হইল, ইহা কি চারিপোয়া অবনতি নয়? কিন্তু আমাদের মন্তব্য এখন আর না, লর্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের লিপির শেষ হউক।

(ঐ লিপি)

"৬ই নবেম্বর। ... ... রেসিডেণ্ট বেলি সাহেব বিজ্ঞপ্তি করিলেন, যে, মন্ত্রী নিয়োগ বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, আগামী কল্য নবাব তাহা আমাকে বলিয়া পাঠাইবেন। সে বন্দোবস্ত এই;—তাঁহার বালক পুত্র নামে প্রধান মন্ত্রী; রায় দেবকৃষ্ণ সহকারী অথবা কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রী; এবং আগা মীর রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী হইবেন। ইহা শুনিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম, যে, আগা মীর

* এই আগা মীর যে মেজর বেলির একান্ত অনুরক্ত ভক্ত বা দাস, তাহা প্রসিদ্ধ।

এত বড় উচ্চ পদে কি বলিয়া মনোনীত হইল। সে তো অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আদৌ সে নবাবের খেজমতগার ছিল! নবাবের পুত্র যখন কানপুরে আমার সঙ্গে আহার করেন, তখন সে তাঁহার আসনের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া ঐ কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিয়াছিল! কিন্তু আমার বিস্ময় ভাব আমি প্রকাশ করিলাম না। বেলিকে কেবল এই মাত্র কহিলাম, যে, নবাব আপন ভৃত্য নিয়োগে সম্পূর্ণ অধিকারী—তাহাতে আমাদের কোনো কথাই নাই, সুদ্ধ ব্রিটিসের প্রতি প্রতিকূল, এমন লোক না হইলেই হইল।

৮ই নবেম্বর। মেজর বেলির মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, যে, নবাব আগা মীরকেই কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রী এবং রায় দেবকৃষ্ণকে রাজস্বমন্ত্রী করিয়াছেন! আমি পূর্ব্বের ন্যায় মন্তব্য প্রকাশ ব্যতীত এ কথায় আর কিছু ফুটিলাম না। কিন্তু এই বন্দোবস্তের আভ্যন্তরিক গূঢ়ভাব বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না! অর্থাৎ আগা মীর নবাবকে ভয় দেখাইয়া মেজর বেলির মহোপকার করিতেছে, এই পদোন্নতি যে তাহারই পুরস্কার, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না!

বুঝিলাম বটে, কিন্তু এসব ষড়যন্ত্রকে আরো গাঢ়তর করিয়া তোলা আমার কার্য্য নয়। নবাবের চিত্তবৃত্তির উপর মেজর বেলি যে প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা যদি আগা মীরের সহযোগিতা-সাহায্যে সাধারণ কার্য্যের পুষ্টিকারক হয়, তবে তাহাতে আমার আপত্তি উত্থাপনের আবশ্যকতা কি? এই সব ছল কৌশলের বেদি সমক্ষে যাহাদের বলিদান ঘটিয়াছে,* তাহাদের বিষয়ে পরে বিবেচনা করিলেই হইতে পারিবে! ফলতঃ নবাবের উপর যে কোনোরূপ ভয়-প্রদর্শনাদি আচরিত হইয়াছে, ইহা আমার মনে বেস লাগিয়াছিল; নবাব নির্ব্বোধ নন, কিন্তু ক্ষীণ-চেতা।"

কখনই না! ইহাতে নবাবের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য কিছুই দেখা যায় না! বহুদর্শন বলিয়া দিতেছে, রেসিডেণ্টের ইচ্ছার বিরোধী হইলে এদেশীয় রাজগণের মহৎ ভয়ের সম্পূর্ণ কারণ আছে! তদুপরি প্রথম দিনের দর্শনেই গবর্ণর জেনারেল বলিয়া দিয়াছেন "মেজর বেলির উপর আমার অতর্কিত বিশ্বাস আছে!" সুতরাং ধূর্ত্ত আগা মীরের ভয়প্রদর্শনে নবাব যে ভীত হইবেন, আশ্চর্য্য কি? গবর্ণর জেনারেল ঐ বিশ্বাসের কথাটী যে কথার কথায় বা ভুলক্রমে বলিয়াছিলেন, ইহা মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, নবাবের সঞ্চিত ধনরাশির ভার লাঘব করণার্থই যখন তাঁহার অযোধ্যায় শুভ পদার্পণ হইয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির টাকার যখন অত দরকার, তখন রেসিডেণ্টের কল, ছল, কৌশলাদি প্রয়োগের সাহায্য দ্বারা ধনকোষোদ্‌ঘাটন কি অপ্রিয় কাজ হইতে পারে? তদবস্থায় মেজর সাহেব যাহাই কেন করুন না, তিনি বাপের ঠাকুর!!

সত্য বটে, মেজরকে নিবারণ ও দমন করা উচিত ছিল—সত্য বটে, দেশীয় রাজগণের দুঃখাপনোদনের অভিপ্রায় না থাকিলে তাঁহাদের সহিত গবর্ণর জেনারেলের সাক্ষাতের প্রয়োজন কি? কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আত্ম-স্বত্বই জগৎপূজ্য। উপরে লর্ড বাহাদুরের যে অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হইল, তাহাতে কি স্পষ্ট বুঝায় না, যে, নবাবের কোনো অভিযোগই শ্রুত হইত না?

(পুনর্ব্বার ঐ লিপি)

"১০ই নবেম্বর।..... আমাদের বিদায়-ভোজের সময় নবাব আমার প্রতি এই বলিয়া বা-

* ঐরূপ সতর্কতাচ্ছাদিত বাক্যাবলীর গৌণার্থ ইহা বই আর কিছুই নহে, যে, প্রতারণা দ্বারা সুযোগ্য মন্ত্রী প্রভৃতির সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে।

ষ্যতা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, যে, 'আপনার দয়া বশতঃই আমার পিতার শেষাবস্থা সুখজনক হইয়াছিল।' কিন্তু এই বাক্য বিস্ময়কর বোধ হইল। নবাব সাদতালীর প্রতি আমার দয়ার কার্য্য তো আর কিছুই হয় নাই, কেবল মেজর বেলি দ্বারা যে জবরদস্তীর প্রণালী প্রস্তাবিত হইয়াছিল, আমি তাহা গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু আমার ভারতাগমনের পূর্ব্বেই সেই প্রণালী কঠোর ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় এবং মেংক্লার্ক বলিয়াছেন, যে, তাহাতেই

সাদতালীর হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়!

কাপ্তেন গিল্‌বার্ট পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, ঐ বিদায়-সভা স্থলে পুষ্পমাল্য বিতরণ কালে যে একটু গোলমাল হয়, সেই সুযোগে অন্যের অলক্ষ্যভাবে নবাব-উজীর তাঁহার নিকট গিয়া অত্যন্ত ব্যথিত ভাবে তাঁহার হস্ত লইয়া আপন হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছিলেন, 'যাহা কিছু সংঘটিত হইতে দেখিতেছেন, তাহা যাহাই হউক, কিন্তু আপনার প্রতি আমার মৈত্রতা অণুমাত্র শিথিল হইবার নয়—সুসময় পাইলে অবশ্যই তাহার প্রমাণ দেখিতে পাইবেন!' প্রকাশ্যতঃ তখন তাঁহার 'সুসময়' বই 'কুসময়' তো লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং কোনো অনির্দ্দেশ্য গুপ্ত কারণে ও অযথা গুপ্ত প্রভুত্বের অধীনে অবশ্যই তাঁহার গুপ্ত যন্ত্রণা ভোগ হইতেছিল।"!

হায়! এই যন্ত্রণার কারণ কি লর্ড বাহাদুরের নিকট সত্যই অনির্দ্দেশ্য ও গুপ্ত ছিল? হায়! এ যেন পরিহাস করা!—'গুপ্ত প্রভুত্ব!' অযোধ্যায় কাহারো নিকট তো সে প্রভুত্ব গুপ্ত ছিল না—কেবল কি, হে ধার্ম্মিকাভিমানি ও সভ্যাভিমানি ইংলণ্ডের লর্ড বংশজ হেষ্টিংস বাহাদুর! কেবল কি তোমারই নিকট উহা গুপ্ত ছিল?—তাহা তো নয়। তোমার আপনার লিপি মধ্যেই এমন আভাস ও ইঙ্গিত স্পষ্টই আছে যে, তুমি সকলই জানিয়াছিলে; তবে যদি বুঝিয়াও না বুঝিতে চাও, নাচার! কিন্তু ধর্ম্মের এমন কর্ম্ম নয়! যাহার প্রতি অবিচলিত মিত্রতা স্বীকার করিতেছ—যাহার পদ মর্য্যাদা ক্ষমতা অটুট রাখিতে পদে পদে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছ—যে মানুষ তোমাদের ঘোর আর্থিক দায় হইতে অতুল্য সততার সহিত রাশীকৃত সুবর্ণ দিয়া উদ্ধার করিল—যে মানুষ এরূপ বদান্য না হইলে তোমাদের পরিত্রাণের আর দ্বিতীয় পন্থা ছিল না—যে মানুষ তোমাদের নিতান্ত আশ্রিত, শরণাগত ও মুখাপেক্ষী—যে মানুষ তোমাদের নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহার প্রতি কি এই ব্যবহার উচিত? তাহার প্রতি এত ছলনা!—তুমিই কর, আর তোমার প্রতিনিধিই করুক, এত নির্দ্দয় ও অন্যায্য আচরণ কি সভ্যতা ও খৃষ্টান-ধর্ম্মের গর্ব্বকারী জাতির শোভা পায়? তোমাদের সকলই কলে চলে—তোমাদের এক একটা কলে কত চক্রই ঘুরে—তোমাদের ইউরোপীয় রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতিও চক্রে চক্রে বক্রে বক্রে চালিত হয়—সামান্য-বোদ্ধা আসিয়া-বাসীরা সে কল দেখিয়া বিকল হয়—সভ্য জাতির চক্রে পড়িয়া গমের ন্যায় পেষিত হয়! তোমাদের কার্য্যচক্র এমনি বক্র, যে, তুমি মুখে বন্ধুতা ও দয়া প্রকাশ করিলে; তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া নবাব যেন বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু তোমার প্রতিনিধি তোমার সাক্ষাতেই ভয়ানক কল চালাইল, নবাবের মান সম্ভ্রম সুখ শান্তি পেষিত হইল—সেই কলে পড়িয়া নবাব মিথ্যাবাদী, ভীরু ও অন্যান্য দোষে দোষী হইয়া উঠিল—তুমি সত্যময় ও দয়াময় রহিয়া গেলে—তোমার রেসিডেণ্টও সম্ভ্রান্ত, ন্যায়বান—Honorable gentleman রহিয়া গেলেন!!

আবার মহারাণীর যত কর্ম্মচারী, সকলে জড়িয়া একটী মহা কল! গবর্ণর জেনারেল তাহার

প্রধান স্ক্রু—গবর্ণর, চিফ্ কমিস্যনর, কমিস্যনর প্রভৃতিরা সহকারী স্ক্রু—রেসিডেণ্টগণ মহোপকারী ও মহা কার্য্যকারী চক্র! পরস্পরের সাহায্যই বা কত! রেসিডেণ্ট প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা প্রধান স্ক্রুর নিকট তো ঋণী আছেনই—প্রধান স্ক্রু মহাশয়ও রেসিডেণ্টদিগের নিকট ঋণী! তাহার সাক্ষী লর্ড হেষ্টিংস ও মেজর বেলি। বেলি সাহেব সাদতালীর পরিত্যক্ত বিপুল ধনরাশির প্রলোভন দেখাইয়া লর্ড বাহাদুরকে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। লর্ড বাহাদুরের পশমের বড় প্রয়োজন; মেজর বাহাদুর ভেড়ার গায় হাত বুলাইয়া—না, না, (এবারে) সুধু হাত বুলাইয়া নয়, বলিদানের ভয় দেখাইয়া শিং বাঁধিয়া পা ছাঁদিয়া পশম কাটিবার আয়োজন করিয়া দিলেন—লর্ড বাহাদুর হাসি মুখে কাঁচি ধরিলেন! মেষ দেখিল, যদি এক পুরু ছাল সুদ্ধ লোম দিয়া কামারের হাতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেও তো ভাল! এই ভাবিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রক্রিয়ার অধীন হইল। কিন্তু হায়! লোমও গেল, আবার কামারের হাতের খাঁড়াও কোপ করিল!

আমাদের সেকেলে দারোগারা যেমন ঘুস লইত, তেমন খুনী দায়ে বাঁচাইয়া দিত। ইহাতে তাহাও হইল না! ক্রোর টাকা ঘুস গেল, তথাপি বেলির যে দৌরাত্ম্য তাহাই রহিল—বরং বাড়িল!

কিন্তু ইহা বা কি? ইউরোপীয় মহাত্মারা এতদপেক্ষা নিম্নতর নীচতা কূপেও নামিতে পারেন! শুনুন, স্যার চার্লস নেপিয়ার কি লিখিয়া গিয়াছেন—শুনুন, ব্রিটিস প্রধান কর্ম্মচারীরা কত দূর নীচাশয়তার ব্যবহার করিয়াছেন! এতৎ পাঠে মহলার রাওর ভাগ্য সম্বন্ধে কতক জ্ঞান জন্মিতে পারিবে। ইহাতে বরদাভিনয়ের জহুরীর ব্যবহার উপলব্ধ হইবে। এস্থলে পাঠক মহাশয়েরা স্মরণ করিবেন, যে, বরদার প্রথম কমিস্যনের সময় কর্ণেল মীড মহোদয় রাজ্য মধ্যে বিজ্ঞাপন লট্কাইয়া গৈকবাদের প্রতিকূল সাক্ষ্য আহ্বান ও তদ্রূপ সাক্ষীগণকে অভয় দান করিয়াছিলেন!

(আরো নিম্ন)

(স্যার চার্লস নেপিয়ারের লিপি)

"১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেনবরা যখন আমার হস্তে সিন্ধু প্রদেশের রাজকীয় ভার অর্পণ করেন, তখন সেই দপ্তরে আলী আকবর নামা এক জন মুন্সী ও দ্বিভাষী ছিল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী কর্ণেল আউটরাম তাহার নিমিত্ত বিশেষ রূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তৎপ্রদেশে তৎপরে যত যুদ্ধ হইল, তাহাতে আলী আকবরের গুণ উজ্জ্বল রূপেই প্রকাশ পাইল। আলী আকবর যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সাহসী; আবার তেমনি সরল-স্বভাব ও রাজভক্ত; তাহার দৈহিক ও মানসিক সহিষ্ণুতা, বিপদ কালে ধৈর্য্য এবং কর্ত্তব্য পালনে আগ্রহ অতি প্রশংসিত। তাহার ব্যবহারে সমরাঙ্গণে যেমন, পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের রাজ কার্য্য পরিচালনেও তেমনি প্রীতি পাইয়াছিলাম। প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকও সে পুরস্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনাই তাহার ধ্বংসের কারণ হইল—সেই হইতে সে বোম্বাই কৌন্সিলের লক্ষ্য স্থল হইল—অর্থাৎ তাহার সর্ব্বনাশ দ্বারা আমাকে জব্দ করা উদ্দেশ্য হইল!

সূত্র ধরা হইল এই, যে, ইং ১৮৪২। ৪৩ সালে আলী আকবর তাহার বোম্বাইস্থ বণিক ও এজেণ্ট আগা মহম্মদ রহিমের নিকট অনেক টাকা পাঠাইয়াছিল। রাজ্যময় সাক্ষী খোঁজা হইল এবং সিন্ধু প্রদেশীয় তাবৎ নগরের পুলিস কর্ম্মচারীগণ দ্বারা

সাক্ষী আমন্ত্রণ উদ্দেশে বিজ্ঞাপন লট্কানো হইতে লাগিল। তখন আমি অবসৃত, মেং প্রিঙ্গল আমার পদে অধিষ্ঠিত। ঐ সব অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ মেং প্রিঙ্গল যে বিজ্ঞাপন (রিপোর্ট) দিয়াছিলেন, সংক্ষেপের আশায় নিম্নে তাহার সারোদ্ধার মাত্র করিতেছি।

(বিজ্ঞাপনের সার মর্ম্ম)

আলি আক্বর এজাহার দিল, প্রথমতঃ ৩৫১৭০ টাকা আমি পৈতৃক সম্পত্তি রূপে প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ মহম্মদ হোঁসেন ১৮৪৩ সালে আমার সঙ্গে মক্কায় যাইবেন বলিয়া আমার হস্তে ত্রিশ হাজার টাকা ন্যস্ত করেন। তৃতীয়তঃ বাকী টাকা আফ্গান যুদ্ধের সময় আমার উপার্জ্জন হয় এবং হাজি আলি নামক এক ব্যক্তির সহিত সাড়ে পাঁচ বৎসর আমার যে কারবার ছিল, তাহারই লভ্যাংশ পাইয়াছিলাম।

যে সকল সাক্ষ্য সংগৃহীত হইল, তত্তাবতের সহিত আলি আকবরের এজাহারের ঐক্য হইল। কেহ কেহ সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল না; কিন্তু হয় তো সওদাগরী বিশ্বাস ভঙ্গের ভয়ই তাহার কারণ হইবে।

এস্থলে বলা আবশ্যক, যে, সিন্ধু দেশীয় ব্যবসায়ীরা কিছুতেই আপনাদের খাতা দেখাইতে চায় না—তাহাদের রীতিই এই। আমীরগণের শাসন কালে ঋণের ছলে বল পূর্ব্বক অর্থ হরণ প্রচলন ছিল, তাহারা সেই আশঙ্কাতেই আপনাদের লভ্য প্রদর্শনে অনিচ্ছুক। ... ... মেং প্রিঙ্গল এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে, যখন কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল না, তখন সুদ্ধ 'এত টাকা কোথায় পাইল' এই সন্দেহে আলি আক্বরকে দোষী করা উচিত নয়। যে কয় জন অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা নীচ লোক—তাহাদের কাজই এই—তাহারাও সঠিকরূপে কিছু দেখাইতে পারে নাই।

মেং প্রিঙ্গলের মতে আলি আক্বরের সম্পত্তি ও সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কিছুই করা সঙ্গত হয় না। তিনি বলেন, সিন্ধু প্রদেশে তাহার প্রভুত্ব আছে; তাহাকে স্থানান্তরিত বা পেন্সন দিয়া অবসৃত করাই উচিত।

প্রিঙ্গলের ন্যায়মূলক এই বিজ্ঞাপন পাইয়া বোম্বে-গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন? স্বভাবতঃ তেমন রিপোর্টের পর আলি আক্বরকে পেন্সন দিয়া অবসৃত করা অথবা মান পূর্ব্বক খালাস দেওয়াই উচিত। তাহা কি হইয়াছিল? ঐ দুয়ের একটীও না! মেং প্রিঙ্গলের সূক্ষ্ম সত্যানুসন্ধান ও ধর্ম্মমূলক ব্যবহারে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া মেং উইলফ্বি ঐ রিপোর্টকে দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অপরবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তদ্বিবরণ সংক্ষেপে বলিতেছি।

উক্ত রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিবার পূর্ব্বে আগা মহম্মদ (যাহার নিকট আলি আক্বর টাকা পাঠাইয়াছিল) নামা বণিকের বিরুদ্ধে কয়েকটী মোকদ্দমা বম্বে-সুপ্রীম-কোর্টে ঝুলিতেছিল। ঐ কয়েকটীর মধ্যে একটীতে আগা মহম্মদের সম্পত্তিতে দাবীদার রূপে আলি আক্বর সম্বদ্ধ ছিল। এই সন্ধান পাইয়া মেং উইলফ্বির মনে এই ভাব উদিত হইল, যে, তবে তো মুন্সি আলি আক্বরের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে—তবে তো আগার সহিত আলির কিরূপ কাজ কারবার এবং কিরূপে সে সিন্ধু হইতে টাকা পাঠাইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—তবে তো হিসাবের নথি ইত্যাদিও সে দাখিল করিয়াছে।

আগা মহম্মদ দেউলিয়া জুয়াচোর; আলি আক্বর তাহার সম্পত্তিতে দাবীদার। উভয়েরই সাক্ষ্য

গৃহীত হয়। প্রতারক আগার সকলই জাল সাক্ষ্য। গবর্ণমেণ্ট আলি আক্‌বরের সাক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া সে মোকদ্দমার কাগজ পত্রের নকল লইলেন না, কিন্তু ঐ প্রতারকের জাল সাক্ষ্যের প্রতিই তাঁহাদের লক্ষ্য হইল! অর্থাৎ তাহার প্রবঞ্চনাময় বাক্যাবলীর মধ্যে আলী আক্‌বরের প্রতিকূল বাক্যানুসন্ধানই তাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল!

"আদালত হইতে যখন ঐ সকল সকল গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হয়, তখন প্রধান বিচারপতি ইহাকে 'নূতন পদ্ধতি' রূপে বাচ্য করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন 'ভরসা করি, এ সব দলিল ন্যায্য উদ্দেশেই ব্যবহৃত হইবে!' কিন্তু কিরূপ ন্যায্য কার্য্যে প্রযুজ্য হইয়াছিল, সাধারণে তদ্বিচার করুন।

ঐ সমস্ত কাগজপত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে, আলি আক্‌বর যখন নাবালক, তখন আগা মহম্মদ তাঁহার রক্ষক ও বিষয়ের ট্রষ্টি ছিল। আলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সে তাহার পোদ্দার ও এজেণ্ট রূপে কার্য্য করিত। খৃঃ ১৮৪৫ সালে আগার দেউলিয়া অবস্থা আলির কর্ণগোচর হইলে আপন টাকা চাহিয়া পাঠাইল। আগা অর্থ প্রদানে অক্ষম, সুতরাং ভাঁড়াভাঁড়ি টালমাটাল ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতে লাগিল। এ দিগে শঠতা সহকারে আলিকে কতকগুলি ভূসম্পত্তি লিখিয়া দিতে লাগিল, ওদিগে গবর্ণমেণ্টকে গোপনে গোপনে জানাইল, যে, যৎকালে সিন্ধুজয় ও সিন্ধু লুঠ হয়, তৎকালে আগা যে সব টাকা পাঠাইয়াছে, তাহাতে অন্যায়োপার্জনের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। আলি আক্‌বরই তাহার প্রধান উত্তমর্ণ; তাহাকে নষ্ট করিতে পারিলেই প্রধান দায়টা বাঁচিয়া যায়; কাজেই তৎপক্ষে সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইল এবং পশ্চাল্লিখিতরূপে সিদ্ধও হইল!

সুপ্রীমকৌর্টের সরিফ (নাজির) যখন আগার সমুদয় বিষয় ক্রোক করেন, সেই সঙ্গে আলিকে সে যে যে সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিল, তাহাও ক্রোক হইল। তত্তাবতের প্রতি দাবী খাড়া করণ জন্যই আলি আক্‌বরকে সরিফের বিরুদ্ধে নালিস করিতে হয়। আলির মোকদ্দমায় লিপ্ত হইবার কারণ এই।

এরূপ মোকদ্দমার কাগজ পত্রের ভিতর আলি আক্‌বরের উপার্জ্জন ন্যায় কি অন্যায়-মুলক, তাহা কি কিছু মাত্র প্রকাশ পাইবার সম্ভব? যাঁহারা বিচার প্রণালীর জ্ঞানে অভিজ্ঞ, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে, তাহা সম্ভব নয়। কেননা, আলি কোথা হইতে টাকা পাইল, সে কথা উঠিবার কোনো সূত্রই ছিলনা—টাকা গচ্ছিত ছিল এবং তাহারই দরুণ ভূসম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছে, কেবল এই কথা মাত্রই উত্থাপিত ও প্রমাণীকৃত হওয়া আবশ্যক। ইহা কি গবর্ণমেণ্ট জানিতেন না? অবশ্যই জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন, যে, ঐ প্রতারক মহম্মদ জাল সাক্ষ্য দ্বারা আলি আক্‌বরকে বিপজ্জালে ফেলিতে চেষ্টা পাইয়াছে—সে জাল সকলের চক্ষে জাজ্বল্যমান থাকিলেও মেং উইলফ্‌বির অভিপ্রায় সাধন পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; সুতরাং তিনি তদবলম্বনেই বধ্যের বধ সাধন করিলেন!

আগা মহম্মদের সাক্ষ্য-বাক্যের মর্ম্ম এই;—'যখন আলি আক্‌বর সিন্ধু দেশে যায়, তখন এক কড়ারও সঙ্গতি ছিলনা। যখন সে বিপুল অর্থ আমার নিকট পাঠায়, তখন আমার সন্দেহ হওয়াতে গবর্ণমেণ্টকে এই পত্র লিখি।'

এখন কথা হইতেছে এই, যে, 'এই পত্র' বলিয়া সে যে পত্রের উল্লেখ করে, সে পত্র তো ১৮৪৫ সালের অক্টোবর মাসে আমাকেই লিখে। তখন তো আগা মহম্মদ দায়ে পড়িয়াছে, ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইয়াছে এবং ফাকি দিতে চেষ্টা পাইতেছে!

আলি আক্‌বর টাকা পাঠাইল ১৮৪২।৪৩সালে—তাহার সন্দেহ হইল ১৮৪৫ সালের শেষ ভাগে!!

সেই পত্রে আগা লিখিয়াছিল 'আমি আলির বাপের এজেণ্ট ছিলাম। আলির বাপ কোম্পানির সরকারে ৩৩ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিল। আলির বাপ ধনী ছিল। আলির বাপ আমার নিকট ৩৫৫৮৯টাকা জমা রাখিয়াছিল। সে টাকার প্রায় সকলই আলি আমার নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে লইয়াছে, ইত্যাদি।'

শ্বেত আর কৃষ্ণবর্ণ যত পৃথক, তদপেক্ষা কি আগার ঐ দুই সময়ের দুই বিবরণ অধিক বিভিন্ন নয়? মুন্সি যখন সিন্ধু দেশে যায়, তখন তাহার এক কড়ারও সঙ্গতি ছিলনা, তথাপি সে ক্রমে ক্রমে অত টাকা তুলিয়া লইল! আবার দুই তিন বৎসরের পর সন্দেহ জন্মিল!

আদালতে যে সাক্ষ্য দেয়, তাহাও ঐরূপ চমৎকার। আদালতে স্বীকার করিল, যে, আলি আক্‌বর ব্যবসায় চালাইয়াছিল। যদি আলির এক কড়াও ছিল না, তবে সে কিসে ব্যবসায় চালাইল?

এসব প্রতারণার কথা বালকেও বুঝিতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট এ সকল গ্রাহ্য হইয়াও হইল না! গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা শুনুন;—

'আগা মহম্মদ যাহা বলিয়াছে, তাহার সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেল না; কিন্তু তথাপি আমি বিবেচনা করি, যে, সন্দেহের সমবেত এত কারণ উপস্থিত, যে, আলি আক্‌বরের নির্দ্দোষিতা প্রত্যয় করিতে পারি না!'

এমতে অপমানের সহিত আলিকে সরকারী কর্ম্ম হইতে জন্মের মত রহিত করিয়া দেওয়া হইল! আলির দণ্ড সুধু ইহাই নহে—এই মীমাংসার এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে সে সম্পৎ ছিল—সেই দ্বাদশ মাসের মধ্যে বেতন কি খোরাকি কিছুই পায় নাই! কয়েদী চোরেরাও আহার পাইয়া থাকে—সে তাহাও পায় নাই! হায়! চোর ডাকাইত হত্যাকারীরাও সন্দেহের স্বত্ব যে নিষ্কৃতি, তাহা পাইয়া থাকে, সে তাহাতেও বঞ্চিত হইল!—হায়! সুদ্ধ সন্দেহের ছলে অমন এক জন যোগ্য কর্ম্মচারীকে এককালে ধনে মানে মজাইয়া পথের কাঙ্গাল করিয়া দুঃখার্ণবে ভাসানো হইল!"

এস্থলে বিজ্ঞাপ্য, মুন্সির উপর যখন ঐ সকল অত্যাচার চলিতেছিল, তখন স্যার চার্লস নেপিয়ার বিলাতে ছিলেন। ঐ সম্পেণ্ডের বৎসর মধ্যেই অত বড় বলবান পলওয়ান একবারে রুগ্নদেহ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল! ১৮৪৯ সালে স্যার চার্লস প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহার কোনো বন্ধু করাচি হইতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন 'আপনার নিয়োগ সংবাদে মুন্সির জীবন বাঁচিল!' কিন্তু সেই সংবাদ অপর পক্ষে তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। কেননা, যেই ঐ সংবাদ বম্বে-গবর্ণমেণ্টের শ্রুত হইল, অমনি তাড়াতাড়ি পূর্ব্বোক্ত 'সন্দেহ' হেতুতে মুন্সির 'বরতরফের' হুকুম হইয়া গেল!

স্যার চার্লস লিখেন "উইলফ্‌বি ও রিড সাহেবের কৌশলময় উত্তেজনায় (গবর্ণর) লর্ড ফাক্‌ল্যাণ্ডের 'সন্দেহ' জন্মিল বলিয়া এমন বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য—যে সংগ্রাম ও শান্তি কালে নানা গুণে ভূষিত—জন্মের মত নষ্ট হইয়া গেল, একথায় শোণিত উত্তপ্ত হইতে থাকে! মুন্সিকে লর্ড ফাক্‌ল্যাণ্ড জানিতেন না, আমি তাহাকে উত্তমরূপেই জানি। মুন্সি অতি ন্যায়-পরায়ণ মানুষ। তাহার পতন সাধন নিতান্ত লজ্জাকর ব্যাপার—ভরসাকরি লর্ড বাহাদুর জানিয়া শুনিয়া এই ঘৃণাজনক কৌশল জালে জড়িত না হইয়া থাকিবেন!

"এদেশের সাক্ষীগণকে পুলিস সহযোগে প্রলোভনময় বিজ্ঞাপন দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলে সর্ব্ব প্রকা-

রের মিথ্যা শপথ ও মিথ্যাসাক্ষ্য যে ক্রয় করা যায়, তাহা কে না জানেন! বম্বেগবর্ণমেণ্ট তাহাই করিয়াছিলেন! রিড ও উইলফ্‌বির আশা ছিল, এই উপায়ে মুন্‌সির বিরুদ্ধে অসংখ্য সাক্ষী জুটাইতে পারিবেন; এবং তৎসহযোগে আমার প্রতিও কোনো একটা বিশেষরূপ অপরাধ খাড়া হইয়া উঠিবে! এই নীচাভিপ্রায়েই নীচ প্রক্রিয়া সকল দেড় বৎসর ধরিয়া চালাইয়াছিলেন—শেষে মিছা একটা 'সান্দেহের' ছল ধরিয়া এক জন নেমকের চাকরের সর্ব্বনাশ করিলেন!"

ইহার পর যে কয়টী কথা লিখিত আছে, তাহা ভয়ানক! স্যার চার্লসের নিজের বাক্যেই বলি;—

"A suspicion of what? Of having taken presents!!! It were better not to examine too minutely into such questions in Bombay, if suspicion is to be taken as proof. Suspicion! Why, WILLOUGHBY and REID are not only pointed at, but absolutely and distinctly declared by natives of Baroda to be the recipients of bribes from the GWICOWAR, and that declaration, with the sums specified, are to be found in the Parliamentary Book on Baroda affairs!"

তাৎপর্য্যঃ।

"কিসের সন্দেহ? উপঢৌকন লওনের সন্দেহ!!! যদি সন্দেহই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, তবে বোম্বাইতে এরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসন্ধান না হওয়াই শ্রেয়ঃ! কেননা, উইলফ্‌বি ও রিড সাহেবের নামে বরদার লোক সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে বলিয়া থাকে যে তাঁহারা গৈকবাদের নিকট ঘুস-গৃহীতা! সেই উক্তি এবং ঘুসের পরিমাণ পর্য্যন্ত বরদাসম্বন্ধীয় পার্ল্যামেণ্টের পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে!"

আমরা এ কি শুনি? বোম্বাইয়ের কৌন্সিলের মেম্বর—অত বড় উচ্চ পদস্থ—ইউরোপীয় যোগ্য কর্ম্মচারীরাও এমন সন্দেহের অতীত নন! ব্রিটিস প্রধান পদের ব্যক্তিরা কি এত নীচ হইতে পারেন? যে গৈকবাদকে এত সামান্য ও ঘৃণ্য জ্ঞান, তাঁহার নিকট এমন সকল লোক ঘুসের জন্য হস্ত-প্রসারণ করিয়াছেন, এও কি সম্ভব হয়? এরূপ কোনো কথার কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও যদি অমৃতবাজারে কি ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশ পাইত, তবে কি তত্তৎসম্পাদকগণকে ঘোর বিদ্রোহী পদে অধিস্থাপিত করা হইত না?—হায়! দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যেও এমন লোক বিস্তর আছেন, যাঁহারা তখন তাঁহাদের বিপক্ষ পক্ষেই সহকারিতা করিতেন! কিন্তু এ উক্তি এক জন নেপিয়ারের! তাঁহার দলীল পার্ল্যামেণ্টের বুবুক!

কিন্তু এই অধার্ম্মিক যুগে একটী পুরুষ যে প্রলোভনের হস্তে মুক্ত আছেন, ইহাও প্রচুর প্রবোধের বিষয়—সে মহা পুরুষ বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান পুলিসাধ্যক্ষ মহামান্য মেং সাউটার—তিনি স্পর্দ্ধা করিয়াছেন, যে, তিন লক্ষ টাকার ঘুসের বিরুদ্ধেও তিনি আপন তিতিক্ষা ও শম দম ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন!

নেটিবেরা তো অতি দুরাত্মা—নেটিব রাজারা এবং মন্ত্রীরাও তো কুচক্রী, ঘুসখোর ও ঘুসদাতা! ইউরোপীয় রাজনীতিকুশল সচীব ও রাজদূতগণ অবশ্যই সরল, সম্ভ্রান্ত, সত্যশীল, ন্যায়বান, অযথা-উপার্জ্জনে বিরত, ইত্যাদি সর্ব্ব ধর্ম্মাক্রান্ত! কেবল দোষের মধ্যে মেকিবেলি ও মারলবরা প্রভৃতি পুরুষগণ অধর্ম্মময় আসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহাদের স্বভাবের প্রতিচ্ছায়া আধুনিক অনেক পাশ্চাত্য মহাত্মাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে!

আমরা কি অযথা ও অপ্রত্যয়-যোগ্য প্রমাণের বলে একথা বলিতেছি? তবে পশ্চাতে একটী আদর্শ চিত্র দর্শন করুন;—

দেশীয় রাজাদের রাজ্যে কর্ত্তারা কিরূপ ব্যবহার করেন?

জগদ্বিখ্যাত ডিউক আফ ওয়েলিংটন যখন ভারতবর্ষে সেনানায়ক ছিলেন, তখন তাঁহার কোনো বন্ধুকে তিনি যে পত্র লিখেন, সেই পত্র খানি মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কর্ম্মচারী বিশেষের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এস্থলে গ্রহণ করিলাম না। কেবল রাজদূতশ্রেণীর সাধারণ ব্যবহার উপলক্ষে তাঁহার ঐ পত্রের শেষাংশে যে অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"We have never been hitherto accustomed to a native Government, we cannot readily bear the disappointment and delays which are usual in all their transactions, prejudices are entertained against them, and all their actions are misconstrued, and we mistrust them. I see instances of this daily in the best of our officers, and I cannot but acknowledge that, from the delays of the natives they have sometimes reason to complain; but they have none to illuse any man."

ইহার তাৎপর্য্য এই, যে, "আমরা এপর্য্যন্ত দেশীয় শাসন-সহিষ্ণু হইলাম না। এ দেশের লোক একটু দীর্ঘসূত্রী; আমরা যেমন চাই, তেমন তাহারা পারে না; এই বিলম্ব ও এই নৈরাশ্য আমাদের সহ্য হয় না; একবারে তাহাদের বিরুদ্ধে আমরা কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া উঠি, তাহাদের সকল কার্য্যকেই মন্দ করিয়া তুলি, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি। ইহার প্রমাণ আমি প্রত্যহ দেখিতেছি—অধিক কি, আমাদের অত্যুত্তম কর্ম্মচারীরাও এই দোষে দোষী। কিন্তু বিলম্ব জন্য কুব্যবহার করা কি উচিত? তজ্জন্য অভিযোগ মাত্রই হইতে পারে।"

এদেশে একাল পর্য্যন্ত যত ইংরাজ আসিয়াছেন, তন্মধ্যে যে কয় মহাশয় সৎস্বভাবী, সদ্ভাবী, দয়ার্দ্র ও জ্ঞানী রূপে পরিচিত, অনরেবল ফ্রেডারিক সোর সে দলের শিরোমণি। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, শ্রবণ করুন;—

"এক জন সিবিলিয়ান গুরুতর অপরাধে জন্মের মত কোম্পানির কর্ম্ম হইতে রহিত হন। গবর্ণর জেনারেল অযোধ্যারাজের উপর এক খানি সুপারিস চিঠি দিয়া তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ পাঠাইলেন। সুপারিস আর আজ্ঞাপত্র একই কথা! * অযোধ্যারাজকে সে আজ্ঞাপত্র শিরোধার্য্য করিয়া ঐ লোককে কর্ম্ম দিতে হইল! কাহার না স্মরণ আছে, যে, এইরূপ উপায়ে একজন ইংরাজ গায়ক ও তাহার স্ত্রীকে উক্ত হতভাগ্য রাজার পেন্সন দিতে হইয়াছিল? আমি আপনি দেখিয়াছি, রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রভুত্ব-প্রভাবে উক্ত রাজা অতি অসঙ্গত মূল্য দিয়া একটা ফ্রেঞ্চ খেলানা লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন! রেসিডেণ্ট আপনি ঐ খেলানা রাজাকে দেখাইলেন এবং লইতে অনুরোধ করিলেন! অযোধ্যার নবাব যেরূপে রেসিডেণ্টের সম্পূর্ণ প্রভুত্বের অধীন, তাহাতে ইহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজকর্ত্তৃক রাজ্য শাসন বই আর কি বলিব? এইরূপ প্রভুত্ব পরিচালন দ্বারা নবাবের ইচ্ছার অভাবেও তাঁহাকে কয়জন ইংরাজ কৌচম্যান, কয়জন ইংরাজ মালী, ইংরাজ গায়ক বাদক এবং অন্য বহু প্রকারের ইংরাজ ভৃত্য রাখিতে হইয়াছে!"

ঐ লিপির শেষে এই কয়টী কথা স্পষ্ট লেখা আছে;—

* এই কর্ম্মচারী এত বড় দোষী, যে, তাঁহাকে আপনাদের সরকারে রাখা অযোগ্য বোধ হইল। অথচ তিনি স্বজাতীয় লোক, তাঁহার তো উপায় চাই— ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা এ দেশের রাজারা আছে—যা সেখানে যা—তাহাদের লুটুক, পুটুক, অনিষ্ট করুক, রাজ্য ছার খারই বা করিয়া দিউক, তাহাতে কি? এঁরাই আবার ধার্ম্মিক, সভ্য, খৃষ্টান!

"It is probable that the convenience which has in this way resulted to men in authority—not even excluding the head of the Government—have been one cause that Oude has so long been suffered to remain an independent Kingdom."

তাৎপর্য্য;—"প্রধান কর্ম্মচারিগণ (সর্ব্ব প্রধান মহাশয় পর্য্যন্ত) এইরূপ সুবিধা ও প্রভুত্ব ভোগ করিতে পান বলিয়াই সম্ভবতঃ অযোধ্যা অদ্যাপি স্বাধীন আছে !"

হায় ! ন্যায়বান সোর সাহেব যে অযোধ্যাকে নামে স্বাধীন দেখিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে তিনি কি বলিতেন, তাহা, পাঠকগণ ! মনে মনে কল্পনা করুন?

তৎপরে শম্ভুবাবু ব্রিটিস কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক দেশীয় রাজগণের প্রত্যেক কার্য্য ও প্রত্যেক বিষয়ের উপর গোয়েন্দা নিয়োগের বহুল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সে সমস্ত অনুবাদ করিতে গেলে অতি বিস্তারিত হইয়া পড়ে। অতএব তন্মধ্য হইতে দুই একটীর মর্ম্মাভাস মাত্র গৃহীত হইতেছে।

যে ডিউক আফ ওয়েলিংটনকে ইংরাজ জাতি ন্যায়ের অবতার বলিয়া পূজা করেন—প্রলোভনের পক্ষে লোহার ডিউক বলিয়া যাঁহার খ্যাতি, তিনিও দেশীয় রাজাদের প্রতি যাহা করিয়াছেন, এবং যাহা করিতে চাহিয়াছেন, তাহার আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"But would it not be advisable to employ agents to observe the councils, and intentions of these chiefs and to spend money and exert ourselves for this purpose ?"

ইহার ব্যাখ্যা আর কি করিব ? ঘুস দেওয়া আর গোয়েন্দা নিযুক্ত করা ইত্যাদির পরামর্শই ইহার তাৎপর্য্য।—আবার ঐ আদর্শ—

"The Peshwah has no ministers. He is every thing himself, and every thing is little. In my opinion, therefore, we ought to pay those who are supposed to be and are called his ministers, not to keep the machine of Government in motion, in consistence with the objects of the alliance, as we do at Hyderabad, but to have intelligence of what passes in the Peshwa's secret Councils, * * "

ইহাতে এই বুঝায়, হাইদ্রাবাদের মন্ত্রীগণকে এই অভিপ্রায়ে ঘুস দেওয়া হয়, যে, তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুকূল প্রণালী গঠন ও পরিচালন করিবেন ! কিন্তু পেসোয়ার তেমন মন্ত্রী নাই, তিনি নিজেই সব ; সুতরাং তাঁহার সভায় যাহারা মন্ত্রী নামে খ্যাত, তাহাদিগকে সে অভিপ্রায়ে ঘুস না দিয়া, কেবল পেসোয়ার গুপ্ত মন্ত্রণা বলিয়া দিবার জন্যই ঘুস দেওয়া আবশ্যক ! !

ডিউকের নিম্নলিখিত প্রস্তাব আরো ভয়ানক—পড়িতে পড়িতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। তাঁহার নিজের বাক্যই তাহার সাক্ষী হউক !

"2, There ought to be no restriction whatever upon the princes to *take as many women, either as wives or concubines*, as they may think proper. *They cannot employ their money in a more harmless way* ; and the consideration of the future expense of the support of a few more women, after their death, is trifling.

"Let them marry whom they please. Their marriages with Mussulman families only create an additional number of dependents and poor connections, and additional modes of spending their money.

"4. THE PRINCESSES OUGHT NOT TO BE ALLOWED TO MARRY. A Mussulman would found a pretension, either to a large pension or even to the Government of Mysore, upon his connexion with one of Tipoo's daughters. It is as well to avoid this, and therefore these ladies must continue in their present state. They ought, however, to have any additional comfort or allowance which can make them happy, and reconcile them to their fate."

ইহার তাৎপর্য্য বলিতে ইচ্ছা নাই, নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গালা পাঠকেরা যতক্ষণ তাহা না শুনিবেন, ততক্ষণ ভালই থাকিবেন ! কিন্তু সত্য সর্ব্বাবস্থাতেই জ্ঞাতব্য ; সুতরাং সেই অনুরোধে অনিচ্ছাতেও মর্ম্মাভাস দিতে হইল !

মর্ম্মাভাস এই, যে, যে ওয়েলিংটন মহারথী, মহামান্য, ইংরাজজাতির অগ্রগণ্য ; বোনাপার্টজয়ী সেই মহাভুজ স্থির গবেষণার পর প্রস্তাব করিতেছেন, যে—

"রাজপুত্রেরা পত্নীতে ও উপপত্নীতে যাহার যত ইচ্ছা স্ত্রীলোক রাখুক, তাহাতে বাধা দিয়া কাজ নাই।"

কেন কাজ নাই ?

"তাহাদের অর্থ-ব্যয় পক্ষে এমন অনপকারক বিষয় আর নাই !"

কাহাদের অনপকারক ? তাহাদের নয়—ব্রিটিস জাতির ! অর্থাৎ পাছে তাহারা মনুষ্যত্ব-সাধক কর্ত্তব্য-বর্ত্মে বিচরণ করিয়া তেজীয়ান্ থাকে—তবে তো ভয়ের কারণ বিদ্যমান রহিল ! অতএব 'ম'ক্ বেটারা গোল্লায় যা'ক্ !'

'ব্রিটিস প্রভুত্ব অটুট থা'ক্ !'

এত অসীম ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অবশ্যই আশু-মৃত্যুর কারণ হইবে ; তাহাতে কতকগুলা বিধবা পড়িয়া রহিবে ; তাহাদের খোর পোষার্থ যে টাকা লাগিবে, তাহাকে ডিউক বাহাদুর (ঐ উপকারের তুলনায়) তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন !—তৎপরে আরো শুনুন—

"রাজপুত্রেরা যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক। কেননা. তদ্দারা তাহাদের বহু প্রতিপাল্য ও বহু মুখাপেক্ষী কুটুম্ব বাড়িবে—সুতরাং তাহাদের অর্থব্যয় পক্ষে নূতন পন্থা জন্মিবে !"

আবার শুনুন ;—

"কিন্তু রাজকন্যাগণকে মূলেই বিবাহ করিতে দেওয়া হইবে না ! কেননা, তাহা হইলে কোথাকার একজন মুসলমান আসিয়া টিপুর জামাতা বলিয়া রাজ্যশাসনে হস্তক্ষেপ বা বৃহৎ পেন্সনের দাবী সে করিতে পারে !"

পাঠক ! বুঝিলেন তো ? রাজপুত্রেরা হতবীর্য্য ও গত-বিত্ত হইল—সে পক্ষে নিরুদ্বেগ ! কিন্তু পাছে কোনো তেজীয়ান আত্মীয় বা মানুষের মত মানুষ এমন পুরুষ আসিয়া তাহাদের হইয়া যথোপযুক্ত বংশ মান ও পদমর্য্যাদা এবং স্বাধীনতা সমর্থনে উদ্‌যুক্ত হয়, সে পথেও কণ্টক বিস্তার আবশ্যক ; তাহাতে রাজকন্যাগণের মানবী জন্ম বিফল হয় হউক—তাহারা যার পর নাই মনস্তাপে দগ্ধ হয় হউক—ঐশিক নিয়ম ও ঈশ্বরের আজ্ঞা (বাইবেলের অনুজ্ঞা পর্য্যন্ত) অবহেলিত হয় হউক—স্বভাবের গতি রোধে অসমর্থা হইয়া যদি তাহারা কলুষ-হ্রদে মগ্ন হয় হউক—তাহাতে কি আইসে যায় ? ব্রিটিস জাতির স্বার্থ সিদ্ধ হইলেই হইল ! !

কিন্তু অধর্ম্মে কথা বলিতে পারিব না—দয়াময় ডিউক বাহাদুর ঐ রাজকন্যাদের সুখের মুখের দিগে যে এককালে চাহেন নাই এমন নয়—চাহিয়াছেন—নিম্নলিখিত কয়েকটী কথায় দুগ্ধের স্থলে ঘোল ঢালিয়া দিয়াছেন !

"রাজকন্যারা যেমন আছেন, অমনি থাকিবে বটে, কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা ও আ-

মোদ আহ্লাদের সুবিধা করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সুখিনী রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে—যেন তাহাদের ভাগ্যের প্রতি তাহারা খুঁত খুঁত না করে!”

হে প্রিয় পাঠকগণ! তোমরা কংস রাজাকে অসুর বলিয়া আর নিন্দা করিতে পারিবে না! কংস রাজা আত্ম-প্রাণের আশঙ্কায় ভগ্নী ভগ্নীপতিকে অবরোধে রাখিয়াছিল এবং ভগ্নীর অষ্টম গর্ভের সন্তান নির্ব্বাচনে নারদ গোল বাঁধাইয়া দেওয়াতেই সকল সন্তানেরই বধ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি স্বভাবের গতি রোধের নির্দ্দয়তা অবলম্বন করে নাই! আমাদের দয়াময় রাজপুরুষশ্রেষ্ঠ তাহা পর্য্যন্ত দেখাইলেন!!!

আর, রাজপুত্রগণ সম্বন্ধে ঐ যে প্রস্তাব, উহা কিছু নূতন ব্যাপার নয়—আমাদের দেবতারাও তেমন কাজ করিয়াছিলেন! লিখিত আছে, দেবতারা কিছুতেই অসুরদের পারিয়া উঠেন না; শেষে তাঁহাদের মধ্যে ডিউক রূপী কোনো মহাত্মার মন্ত্রণায় দানবরাজ সান্নিধ্যে নারদ গোস্বামী প্রেরিত হইলেন। নারদ সর্ব্বগামী ও সর্ব্বপূজ্য ছিলেন। তিনি গিয়া বাক্-চাতুর্য্য-কৌশলে দনুজ দলে তন্ত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন। দৈত্যেরা তান্ত্রিক ভোগ বিলাসে মত্ত হইয়া বামাচার বীরাচার পশ্বাচার প্রভৃতি পঞ্চ মকারময়ী প্রবৃত্তির চরণে একবারে অবিচার্য্য রূপে অঙ্গ ঢালিয়া দিল—অল্পকালেই অল্পায়ু ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল—দেবতাদের মানস পূর্ণ হইল!

এখন কলিকাল। এখন দেবতারা শ্বেতাবতারদের প্রতি প্রতিনিধিত্ব ভার দিয়া নিদ্রিত। সুতরাং ইংরাজেরা এখন দেবতা—রেসিডেণ্ট নামা সিদ্ধ পুরুষ এখন নারদ—এদেশীয় রাজাগণ এখন ঘৃণ্য দানব স্থলাভিষিক্ত—তাঁহারা নারদী চক্রে পড়িয়া স্ব স্ব পুরী মধ্যে কেবল যোগিনী চক্রেই ঘুরিতেছেন, আর হতবীর্য্য হইয়া দেবতাদের অস্ত্রে পুট্ পুট্ করিয়া মরিতেছেন—এখন আর দেবতাদের অন্য অস্ত্রও প্রয়োগ করিতে হয় না—কেবল পদাঘাতই যথেষ্ট!!!

—

আর কয়েকটী কথা বলিলেই এ প্রস্তাবের শেষ হয়। বরদা-ব্যাপারের আদ্যন্তেই গবর্ণমেণ্টের ভুল, নির্ব্বুদ্ধিতা, অনধিকার-প্রভুত্ব, অবিচার ও নির্দ্দয়তা যে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এ দেশ সে দেশে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ মিনিউট, রেজোলিউসন, প্রোক্ল্যামেসন, প্রেস-কেরস্পণ্ডেন্স বা অন্যবিধ যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার একটীও সাধারণের সন্তোষকর ও হৃদ্বোধক হয় নাই—বরং তাহাতে ভাক্ত-তার্কিকতাই প্রকাশ পাইয়াছে। অবশেষে তৎপক্ষীয় কেহ কেহ স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন, ‘দোষ ধরা সহজ, কিন্তু অমন জটিল বিষয়ে কি করিলে উত্তম হইত, সকল দিগ রক্ষা পাইত, তাহাতো কোনো সমালোচককে নির্দ্দেশ করিতে দেখিলাম না।’ ইহার উত্তরে পাল্‌মাল্ গেজেট লিখিয়াছিলেন “বিনা বেতনে প্রকাশ্য-পত্র-সম্পাদকগণ কেনই বা উচ্চ উচ্চ বেতনভুক্ রাজকর্ম্মচারীগণকে তাঁহাদের করণীয় কল কৌশল শিখাইয়া দিবেন? আর, রাজপুরুষগণের ন্যায় সম্পাদকগণ প্রয়োজনীয় সঠিক সংবাদইবা কোথায় পাইবেন?”

যদিও সম্পাদক ও সমালোচক শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে উক্ত গেজেট গবর্ণমেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা বলিয়া দিতে অস্বীকার পাইয়াছেন তথাপি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে কর্ত্তব্যও নির্দ্দেশ

পূর্ব্বক বহুদর্শন-জনিতা স্বীয় বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকাশ্য বিচারের ঢলাঢলি না করিয়া এক জন বহুজ্ঞ, রাজ-নীতিজ্ঞ, ব্যবস্থা-শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মপরায়ণ বিজ্ঞ রাজ-পুরুষকে গোপনীয় অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করিলেই সকলদিগ রক্ষা পাইত।

ব্রিটিস-ভারত-সাম্রাজ্য মধ্যে পূর্ব্বেও তো এমন ঘটনা আরো কয়টী ঘটিয়াছিল—লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সময়ে জয়পুরে যে কাণ্ড হয়, তাহা বরদার অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার। বরদাধিপতির বিরুদ্ধে ব্রিটিস রেসিডেণ্টের প্রাণ হরণের অভিযোগ; কিন্তু সেতারার মহারাজা ব্রিটিস সিংহের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রীরূপে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথাপি ইহার ন্যায় ঢলাঢলি কাণ্ড বাঁধে নাই। তথাপি তখনকার রাজপুরুষগণ এরূপে অন্তিম সীমায় গমন বা ধৈর্য্য ত্যাগ করেন নাই! মুখোপাধ্যায় এতৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্তই হৃদয়গ্রাহী ও পরম সত্য। আমরা বেবল বাহুল্যের ভয়েই তাহার আভাস মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

এস্থলে প্রাসঙ্গিক আর একটী কথা বলিয়াই উপসংহার করিব, ইহা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বরদাপুস্তকের অন্তর্ভূত নয়—অতীত কথা। সে কথা এই, যে, এই প্রস্তাব মধ্যে বম্বে গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার সম্বন্ধে স্যার চার্লস নেপিয়ারের তীব্র উক্তিগুলি পাঠক অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু যে স্যার চার্লস আপনার অনুগত আলী আক্‌বরের দুঃখে গলিয়া মেং উইলফ্‌বি, মেং রিড ও লর্ড ফাক্‌ল্যাণ্ডের প্রতি দোষারোপকালে শতমুখ হইয়াছেন, অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়, সেই স্যার চার্লস নেপিয়ারই সিন্ধু প্রদেশস্থ আমীরগণের উপর ভয়ানক ও অসাধারণ অত্যাচাররূপ বিষাক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা যেরূপে তাহাদিগকে বিগ্রহ ভিন্ন অনন্যগতি করিয়া তুলিয়া অবশেষে পরাজিত, লাঞ্ছিত, নির্ব্বাসিত ও পদদলিত অবস্থায় দুঃখার্ণবে ভাসাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি স্মরণ করিতেও নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়!

কিন্তু তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ না করিলে পাঠকগণ আমাদের কথা সম্পূর্ণ প্রত্যয় না করিতে পারেন, এই জন্য সেই ইতিহাস সংকলনের অভিলাষ করিতেছি। অপিচ, সেই ইতিহাস ও সেতারার ইতিহাস উত্তমরূপে গবেষণা করিয়া দেখিলে স্বাধীন নামধারী এবং মিত্র ও করদ সংজ্ঞক এ দেশীয় রাজাদের কত দূর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বা আরো ঘটিতে পারে, তাহা দিব্য দর্শনের ন্যায় দৃষ্ট হয়! তৎসঙ্গে নিশ্চিতরূপে এই সংস্কারটী জন্মে, যে, ব্রিটিস রেসিডেণ্ট বা পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মহাত্মারাই এ দেশীয় রাজাদের রাজা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা—রাখেন তাঁরা, মারেন তাঁরা! এল্‌ফিনিষ্টন, ম্যালকলম্, সোর, গ্রাণ্ট ডফ প্রভৃতি ভারতের চিরস্মরণীয় মহাশয়েরা যে শ্রেণীর রাজপুরুষ, সেই সদ্বিবেচক দয়ামণ্ডিত শ্রেণীতে এ পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকই দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে রাজার সৌভাগ্য ক্রমে যতদিন তেমন লোককে তাঁহার রাজসভায় পাইয়াছেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের ও নিজের পরম মঙ্গল—তত দিন পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য-শাসন কার্য্যে যথার্থ সুপরামর্শ ও সৎসাহায্য পাইয়া থাকেন—তত দিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টে তাঁহার সু[illegible]তিষ্ঠা, নিজেরও [illegible] ও [illegible] গণেরও সদুৎসাহ থাকে—সর্ব্ব [illegible] রক্ষিত হয়, বিশেষ কোনো [illegible] যেইমাত্র তেমন লো[illegible] রের ন্যায় রাজকর্ম্মচারী [illegible] যেন আত্মারাম সর[illegible] সুপালক রাজাই কুপা[illegible] ব্রিটিস বিরোধী ও প্র[illegible]

ডক্ষ যত দিন সেতারায় ছিলেন, তত দিন প্রতাপরায়ের যোগ্যতা ও গুণের সীমা ছিল না। তিনিও চলিয়া গেলেন, অমনি সেই প্রতাপরায় গোলক ধাঁধায় পড়িয়া বিকৃতবুদ্ধি, চঞ্চলচেতা ও সুনাবিকহীন পোতের ন্যায় ইতস্ততঃ চালিত হইয়া শেষকালে একবারেই মগ্ন হইলেন! সেইরূপ, কর্ণেল আউটরামের সময় সিন্ধুর আমীরগণ নিতান্তই যশস্বী ও অকৃত্রিম মিত্র রূপে গবর্ণমেণ্টের নিকট পরিচিত ছিলেন; লর্ড এলেনবরা কুক্ষণে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া রণবিশারদ কিন্তু রাজ-নীতিতে অনভিজ্ঞ স্যার চার্লস নেপিয়ারকে অপেক্ষাকৃত অধিকতর ক্ষমতার সহিত তথায় পাঠাইয়া দিলেন! অবিলম্বেই তথায় এমন সকল ভয়ানক ব্যাপার হইল, যে, তত্তাবৎ চিরকালের মত দুরপনেয় ব্রিটিস কলঙ্ক নামে ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত হইয়া রহিল!

আমরা সেই ইতিহাস শীঘ্রই পাঠক মণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টায় রহিলাম।

শুষ্ক তরু!

(১)

বড় দুখী তরু তুমি সুখের ধরায়!
কাননে, উদ্যান মাঝে, মনোমুগ্ধকর সাজে,
সাজিয়াছে সব তরু; কেবলি তোমায়
থাকিতে হয়েছে হায় শুষ্ক কাষ্ঠ প্রায়!
আর যত আছে তরু উদ্যান ভিতর,
তুমিও তাদের মত, ভুঞ্জিতেছ অবিরত,
রবির আলোক আর উত্তাপ প্রখর;
তুমিই বা দিন দিন, কেন হও রসহীন,
তারা বা সকলে কেন বাড়ে নিরন্তর?
বড় দুখী তরু তুমি পৃথিবী ভিতর!

(২)

শশীর শীতল রশ্মি রজত ধবল,
মিশি নৈশ সমীরণে, তুষে যত তরুগণে,—
নাচি নাচি গাহে গান পল্লব শ্যামল!
তুমিই মনের দুখে নেহার ভূতল!
সুনীল অম্বরে হেরি তারকা নিকর,
নভে খেপাবার তরে, আর আর তরু ধরে
নিজ নিজ দেহ মাঝে কুসুম সুন্দর;
তুমিই মনের দুখে নেহার ভূতল!
ধরায় বল্‌কল মাত্র, তোমার সম্বল!
বড় দুখী তরু তুমি পৃথিবী ভিতর!

(৩)

তুমি তরু বরষায় আর তরু সনে
শির পাতি লহ জল, নিরমল, সুশীতল,
তবে কেন তরু তুমি শুকাও জীবনে?—
তারা বা শোভিত কেন কুসুম ভূষণে?
তোমারো তো শিরোপরে, তাদের যেমন,
শোভে চারু চন্দ্রাতপ, সুনীল গগন,
চারুতায় তাহারা বা কেন মোহে নরে?
তোমারে দেখে বা কেন অশ্রুধারা ঝরে?
তাহাদের মত তরু তোমারো শাখায়,
বিহগ বিহগী আসি, গঞ্জিয়া মোহন বাঁশী,
সুন্দর মধুর কত সঙ্গীত ছড়ায়;
তথাপি তোমার তরু শুষ্ক কলেবর!
তরু কুলে উদাসীন, তুমি তরু শোভা হীন,
বড় দুখী তরু তুমি পৃথিবী ভিতর!

(৪)

বল বল ওহে তরু, সুধাই তোমায়;—
সবাই তোমার প্রতি, সদাই প্রসন্ন অতি,
তবু সদা পুড়ে ময়র কিবা যাতনায়?
সকলি তোমার আছে; পাও সকলেরি কাছে,
মধুমাখা ভালবাসা তুমি নিরন্তর;
কোন্ দুখে তবে তব পুড়িছে অন্তর?
খুলে বল, শুনে যেন মানব নিকর!
প্রসূতি ধরণী সতী; নাহি তাঁর তোমা প্রতি
তিল মাত্র ভালবাসা ওহে তরুবর!
ধরণীর রস পান অদৃষ্টে ঘুটে না!
সেই দুখে প্রাণ পুষ্প তোমাতে ফুটে না!
বড় দুখী একা তুমি নহ তরুবর!
আছে দুখী তোমা সম পৃথিবী ভিতর!

(৫)

আমিও তোমার মত, ওহে তরুবর,
সদা প্রাণে পুড়িতেছি পৃথিবী ভিতর;
তোমারি মতন তরু! আমিও দেখি যে মরু
এ সংসার, অন্যে যাহা দেখে গো সুন্দর!
জনক, ভগিনী, আর প্রিয় সহোদর,
দারা, বন্ধু, সবি আছে; পাইও সবার কাছে
অকৃত্রিম ভালবাসা, মধুর সুন্দর;
তবু সদা জ্বলিতেছে আমার অন্তর!
বিহনে মায়ের স্নেহ, ভাল নাহি লাগে কেহ—
ভাল নাহি লাগে মোর কাহারো আদর!
এ সংসারে বড় দীন, আমি চির মাতৃহীন!
তুমি আমি সমদুখী পৃথিবী ভিতর!
তোমার তলায় তাই কাঁদি নিরন্তর!

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।
ভবানীপুর।

সপ্তরত্ন পঞ্জিকা।

চিন্তাশীলতা।

যখন কেহ বৃষ্টিজলসিক্ত উন্নতকর্ণ গর্দ্দভ, রোমন্থকারী বৃষ, অথবা পিঞ্জরস্থিত অর্দ্ধ নিমীলিত-নয়ন শুক দর্শন করেন, হয়তো তাঁহার মনে মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে "উহারা কি ভাবে?" দুই একজন এই চিন্তাশীলতার পরিচয়ও দিয়াছেন, যথা

"পিঞ্জরে বসিয়া শুক, মুদিয়া নয়ন,
কি ভাবিছ মনে মনে?"

গর্দ্দভ, বৃষ, অথবা শুক পাখী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। আবার, পরচিত্ত অন্ধকার; প্রকাশ করিয়া কেহ মনের কথা খুলিয়া না বলিলে আমরা তাহা জানিতে পারি না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারেনা।

ইতর জীবের চিন্তাশক্তি আছে কিনা তাহা আমি দেখিতে চাহিনা—আমাদের নিজ জাতির মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহার অনুশীলনে সময় সার্থক অতিবাহিত করিতে পারিব।

যখন সভায় বক্তৃতা শ্রবণ সময়ে গর্দ্দভবৃত্ত উন্নত-কর্ণ শ্রোতৃবর্গ, যাহারা কর্ত্তব্য বোধে বক্তৃতা শ্রবণ করেন—বক্তৃতার মর্ম্ম গ্রহণে বা তদনুযায়ী কার্য্য করিতে একবারও ইচ্ছুক নহেন, কিম্বা যাহাদের মধ্যে কেহ কেহ (ইহারা উচ্চ জাতীয়, সন্দেহ নাই) বক্তৃতার ভাষার প্রশংসা করে না—আপনাকে এক জন দেশহিতৈষী বলিয়া জ্ঞান করেন;—অথবা যখন বৃষবৃত্ত তাম্বুলচর্ব্বণকারী শয্যাশয়ান বাবুগণ কিম্বা ততোঽধিকঘৃণাকর গিলিতোদ্গারক

লেখকগণ—অথবা শুকরুত্ত জড়পদার্থবৎ নিশ্চল বঙ্গ সন্তানগণ নিরুদ্যম অবস্থায় বাস করেন, তখন আমার মনে স্বতঃ উদয় হয় "ইহারা কি ভাবে?"

বুদ্ধিমান জীব মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে এবং কারণ ব্যতীত কার্য্য নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন শত শত ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের জীবনে যেন কোনো ঘটনাই ঘটে নাই; তাহারা কিছুই যেন শিক্ষা করে নাই, যে তদ্বিষয়ে তাহারা দুই দণ্ড চিন্তা করিতে পারে; নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা একদণ্ডও চিন্তা করে না, "কি ছিল, কি হইল, কি হওয়ার সম্ভব" এ কথা একবারও তাহাদের মনে উদয় হয় না;—তবুও তাহাদিগকে আমরা চিন্তাশীল জীব আখ্যা দিই।

প্রত্যেক কার্য্যের কর্ত্তা চাই। যিনি ভাবিবেন, তাঁহার অবশ্যই কিছু ভাবিবার বিষয় চাই, নহিলে তিনি কি ভাবিবেন? কিন্তু পাঠক! একবার আমাকে বল দেখি, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যুবকেরা কি ভাবে? পদি পিসী বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী আসিয়াছেন, তিনি কি ভাবেন? আর, ঐ যে বাবু মদ ঢালিয়া জীবিতাত্মার অন্তর্জ্বা[illegible]রিতেছেন এবং গর্দ্দভ স্বরে নেত্র শূন্য বদ[illegible] বিগলিত করিতেছেন, তিনি বসিয়া কি ভাবিতেছেন?

কোনো কোনো পণ্ডিত [illegible] জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগ কর্ম্মশীল; অপর ভাগ চিন্তাশীল। কিন্তু এই বিভাগ সঙ্গত নহে। আমি সহস্র সহস্র লোক দেখাইতে পারি, তাহারা সৎ অসৎ কোনো রূপ কার্য্যই [illegible] করে না। তাহাদিগকে চিন্তাশীলও বলিতে পারি না; তাহাদের জীবনবৃত্তি সাড়ে তিন কথায় শেষ করা যায়—তাহাদের আত্মাবস্থায় দৃষ্টি নাই—তাহারা স্বভাব পর্য্যালোচনায় বিমুখ—তাহারা চিন্তাশূন্য হৃদয়ে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া রাত্রিতে শয়ন করে, আবার প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে। অথবা দুই এক জন (দুই এক-জন কেন? অনেক) মহাত্মা মদিরার সাহায্যে বহু বহু সপ্তাহকে জীবন পঞ্জিকা হইতে বাহির করিয়া দেন! ইহাদের কিঞ্চিৎ দয়া-বৃত্তির কথা না বলিলে অন্যায় হয়। ইহারা গবর্ণমেণ্টের লাভ করিয়া দেন এবং মাতুল মহাশয়দিগেরও আয় বৃদ্ধি করেন! না করিবেন কেন? কথায় বলে "খাই বা না খাই, মাতুল অন্নে শরীর।" যাহা হইতে দেহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের গুণ না গাইলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। আমি শারীরস্থান বিদ্যার সাহায্যে দেখাইতে পারি যে, এই দলের অনেকের দেহ মধ্যে ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্রকতা, সর্পের ন্যায় ক্রুরতা প্রভৃতি বিরাজমান; উপরে একখানি মানুষের চর্ম্ম দ্বারা আবৃত—তাহারা মনুষ্য চর্ম্মাবৃত জন্তু বিশেষ!

ইহাদের মধ্যে সভাস্থলে যিনি বক্তৃতা করেন, অনেকে তাহার অন্যায় অর্থ করেন; অল্প বিশ্বাসী চপলমতি বালকেরা বলে যে বক্তৃতা কারক দেশ হিতকর প্রস্তাব উল্লেখ করেন; বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে—অনেকের শ্রুতির বা মতির ভ্রম—উহা প্রায়ই মদের মাহাত্ম্য বর্ণনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ বক্তৃতা গুণে গুণী রূপে গণ্য হইয়া শিষ্য আকর্ষণে সমর্থ হন—ঐ বক্তৃতা না করিলে শিষ্য যুটিত না, সুতরাং অনেক বালক মজিত না!

দার্শনিক পণ্ডিতেরা এক সময়ে একটী গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন; সে প্রশ্নটী এই—"আমরা সর্ব্বদাই চিন্তা করি কিনা?" কেহ কেহ বলেন, চিন্তাশূন্য নর সম্ভব হইতে পারে না—যাহার চিন্তা নাই, সে জীবিত নহে। চিন্তা, নর-জীবনের সারভাগ। মনের চিন্তা হইতে বিরতি অথবা মৃত্যু

একই কথা। কিন্তু এই বাক্য সত্য নহে—অনেকের মনে চিন্তার লেশ মাত্র নাই।

কোনো কোনো দার্শনিক পণ্ডিত বলেন, মন সর্ব্বদা চিন্তা করে না। রাত্রিতে যে সময়ে গভীর নিদ্রা অর্থাৎ স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রা হয়, তখন আমাদের কোনো চিন্তা হয় না। কারণ চিন্তা করিলে অবশ্যই তাহার স্মৃতি থাকিত। এসম্বন্ধে লক্ সাহেব বলেন,—

"জীবাত্মা যে সর্ব্বদাই চিন্তা করিবে, এমন কোনো কথা নাই; এবং দেহ মাত্রই যে সতত সঞ্চালন করিবে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। সঞ্চালনের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, মনের সঙ্গে চিন্তারও সেই সম্বন্ধ; উহা সার ভাগ নহে—আংশিক কার্য্য মাত্র। চিন্তা মনের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া মন সতত চিন্তারত থাকিবে, অথবা সঞ্চালন শক্তি দেহের প্রধান কার্য্য বলিয়া সর্ব্বদাই যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইবে, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। আমরা দেখি, যে, আমরা কখনো কখনো চিন্তা করি, অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, আমাদের দেহমধ্যে এমন কোনো পদার্থ আছে, যে, চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু এই চিন্তাশক্তি যে অবিচ্ছিন্ন থাকিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। "চিন্তা মনের অবিচ্ছেদ্য কর্ম্ম" এরূপ বলিলে যাহা প্রমাণ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই স্বীকার করা হয়। চিন্তা মনের অবচ্ছিন্ন কার্য্য কিনা, তাহা সকলকে জিজ্ঞাসা কর।

আমি গত রাত্রিতে নিদ্রাকালীন কিছু চিন্তা করিয়াছি কিনা তাহা আমার স্মরণ নাই, একজন আসিয়া বলিবেন, তুমি গত রাত্রিতে চিন্তা করিয়াছ, আমি তাহা অমনি স্বীকার করিব কেন?

কেহ কেহ বলেন, গভীর নিদ্রাকালে মন চিন্তারত থাকে বটে, কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় তাহা স্মরণ থাকে না। কিছুকাল গত হইল, যিনি গভীর নিদ্রা হইতে উঠিলেন, তাঁহার চিন্তার লেশমাত্রও স্মরণ নাই, অথচ পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বলিতে হইবে যে তিনি চিন্তা করিয়াছেন; এ বড় কঠিন কথা। এ কথার প্রমাণ কি? যদি কিছু প্রমাণ থাকে তবে মন—কিন্তু মন কি বলে? যদি নিদ্রার মধ্যে এক জনকে জাগরিত করিয়া জিজ্ঞাসা কর "তুমি কি ভাবিতেছ?" সে কিছুই বলিতে পারিবে না।" এক জন ছাত্র নাকি লক্ সাহেবকে বলিয়াছে, যে, তাহার একবার জ্বর হওয়ার পূর্ব্বে সে কখনো স্বপ্ন দেখে নাই। লক্ বলেন, "আমি বলি, আমার নিদ্রার সময়ে কোনো চিন্তা হয় নাই, একজন আমাকে বলিলেন, তুমি নিদ্রিতাবস্থায় চিন্তা করিয়াছ। তিনি কিরূপে জানিলেন? তিনি কি পরের অন্তরদর্শী? যদি মনকে চিন্তাশীল পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা কর, তবে সব ফুরাইল। কারণ যাহা প্রমাণ করিবে তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। ইহাতে অনেকে ভাবিতে পারেন, যে, তাঁহাদের আত্মা নাই, কারণ তাহাদের জীবনের অনেক অংশ কোন চিন্তায় অতিবাহিত হয় না।"

প্রতিবাদী লাইবনিট্স বলেন, "আমরা এক দণ্ডে বহু চিন্তা করি, কিন্তু কেবল উজ্জ্বল প্রতিভাত চিন্তাগুলির প্রতিই মনোযোগ করি; যদি প্রতি মুহূর্ত্তের চিন্তার প্রতি আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হয়, তবে অসংখ্য চিন্তা যুগপৎ আমাদের স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল চিত্রিত হইতে পারে; কিন্তু আমরা তাহা পারি না, আমরা যে সময়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন অবিস্পষ্ট অসংখ্য চিন্তা মনে উদয় হয়—সে গুলি স্মৃতি পটে জাজ্জ্বল্যরূপে প্রকাশমান থাকে না।" দুই মুহূর্ত্ত গত হইল যে চিন্তা করিয়াছি, এখন তাহা আমার মনে না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কি আমাকে স্বীকার ক-

রিতে হইবে, যে, আমি চিন্তা করি নাই? স্মৃতি ও চিন্তা এক কথা নহে। কোনো নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি অসংলগ্ন কয়েকটী কথা বলিল, সে কথা যে তাহার চিন্তার ফল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সময়ে তাহার মন প্রকৃতিস্থ হয়, অর্থাৎ যখন সম্যক্ প্রবুদ্ধ হয়, তখন তাহার সে কথা মনে থাকে না। সে যদি তখন বলে, যে, সে কোনো কথা বলে নাই, তবে কি তাহার কথা বিশ্বাস করিব?

পণ্ডিতবর হামিল্টন মানসিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য কয়েক রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিলেন। অলসপ্রকৃতি বাবুগণ অবশ্যই তাঁহার এই নিদ্রা ব্যাঘাতের জন্য সমদুঃখী হইবেন, সন্দেহ নাই। হামিল্টন বলেন, তিনি নিদ্রোত্থিত হইলে, তাঁহার বোধ হইত, যে, তিনি যেন কিছু ভাবিতেছিলেন। কিন্তু কি ভাবিতেছিলেন, তাহা তাঁহার সুস্পষ্ট স্মরণ হইত না।

এ সকল প্রশ্নের একটী সুন্দর মীমাংসা আছে। তাহা এই;—যে চিন্তা করিবে, তাহার অবশ্যই চিন্তার উপকরণ চাই। একথা যদি সত্য হয় তবে কতকগুলি লোকের চিন্তা নাই। বল দেখি পাঠক! পেটুকে আহারের মধ্যবর্ত্তী সময়, অথবা অসচ্চরিত্র লোক প্রণয়িণীর নিকটে যাইবার পূর্ব্বে, আর বর্ষাকালে বাবুগণ মৎস্য ধরিবার মধ্যবর্ত্তী সময়ে কি চিন্তা করেন?

পরিহাস ত্যাগ করিয়া বলিতে গেলে, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা কোনো ক্রমেই উচিত নহে। নিশ্চেষ্ট ও মৃতপ্রায় একরূপ পদার্থ। বিভেদ এই, মৃত বস্তু দুইদিন পরেই দুর্গন্ধ হয়, নিশ্চেষ্ট মনুষ্য তাহা হয় না। আপনার ক্ষমতায় অবিশ্বাসী হইয়া বসিয়া থাকা নির্ব্বোধের কার্য্য, তুমি আমি সকলই প্রধান কার্য্য করিতে না পারি, অন্ততঃ সামান্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে; দেশের উন্নতি করিতে সাধ্য না থাকে, আপনার পরিবারের উন্নতি করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে—সকলে আপনার উন্নতির পথ অবলম্বন কর—স্বাবলম্বনবৃত্তি আশ্রয় কর—পরে খাইতে দিলে খাইব, এ চিন্তা ত্যাগ কর—তখন দেখ, নিজের উন্নতি কত দূরে থাকে! যখন প্রত্যেকের এইরূপ উন্নতি হইবে, তখন দেশের উন্নতি আর দূরবর্ত্তী নহে, কারণ প্রত্যেকের উন্নতির অপর নাম দেশের উন্নতি।

সংসার স্রোতে শরীর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হওয়া পুরুষের কার্য্য নহে—যাঁহাদের পুরুষত্ব আছে, তাঁহারা সেই জল আন্দোলন করেন—জলে চক্ররাজি বিস্তার করেন। যাহার সে ক্ষমতা না থাকে, সে যেন অন্ততঃ প্রতিকূল মুখে গমন করে; কিন্তু এরূপ অবস্থার সাবধানতা চাই—নিজের কতদূর বল তাহা জানা আবশ্যক—জল-মধ্যস্থ-শৈল শৃঙ্গের আঘাত করিতে যাইয়া আপনাপনি কষ্ট পাওয়া উচিত নহে। উচ্ছেদশীল ব্রাহ্মেরা প্রতিকূল মুখে যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা নাই; তাঁহারা অটল হিন্দু সমাজের গাত্রে ঠোক দিয়া নিজের দন্তে কষ্ট পাইতেছেন—কাহারও বা দন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সাহস ও বীর্য্য দুষ্ ধাতুর ন্যায় গুণ হইয়া দোষ হইয়াছে!

শ্রীঃ—
ভাঃ

প্রাপ্ত।

পরমেশ্বরাষ্টক সম্বন্ধে উক্তি।

বিগত ২৬শে ভাদ্র তারিখের এডুকেশন গেজেটে দার্জিলিং রাজবাটীর বিজ্ঞাপন অনুযায়ী একটী পরমেশ্বরাষ্টক প্রকাশিত হয়। সেই [illegible]টীর রচনার গাঢ়ত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতি মোহিনী [illegible]

সম্পাদক মহাশয়কে এরূপ বিমোহিত করিয়াছে, যে, তিনি আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞদিগের নিকট হইতে তদ্রূপ রচনার প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরাতো পরমেশ্বরাষ্টকের রচনার প্রগাঢ়ত্ব ও প্রাচীনত্বের কোনো পরিচয় পাইলাম না। সম্পাদক মহাশয় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে বোধ হয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে শ্লোকগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। কেননা স্থূল দৃষ্টিতেও যে সকল ব্যাকরণাশুদ্ধি, ছন্দঃপতন, অবিস্পষ্টতা, দুরান্বয়িত্ব, অবাচকত্ব, অধিকপদত্ব দোষ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, সে সকল দোষ কেনই বা এতাদৃশ দুরদর্শী সুবিচারক সম্পাদকের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবে? শ্লোকগুলি যে নির্দ্দোষ নহে, তাহা সম্পাদক মহাশয় আপনার চির প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞাচক্ষুর কটাক্ষপাত মাত্রেই দেখিতে পাইবেন। তাহা উল্লেখ করিয়া দেখাইবার কোনো আবশ্যকতা নাই। শ্লোকমালা স্থানে স্থানে সুগন্ধি কুসুমে গ্রথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সেই সুস্নিগ্ধ সৌরভ কতকগুলি কদর্য্য পত্রাদিতে এরূপ আবৃত হইয়া রহিয়াছে, যে, পুষ্পগুলির সৌগন্ধ বিস্তারের পথ একবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীআঃ—

উলুপীর প্রতি চিত্রাঙ্গদা।

(অর্জ্জুন বিরহে)

চল্ সখি চল্ নিকুঞ্জে যাই!
চল্ সেথা গিয়ে যাতনা জুড়াই!
চল্ চল্ চল্—চল্ লো!
সে বিজন দেশে,
বিরহিণী বেশে,
আলু থালু কেশে,
বিরহ যাতনা গোপনে জুড়াব!
আয় সখি আয় দুজনে যাব!
মরি ত মরিব—
দুজনে মরিব,
দেখি ত দেখিব—
দুজনে দেখিব,
স্বপনেতে যাহারে নিতি নিতি নেহারে
মানস-নয়ন (আমার, তোর)!
দেখি ত দেখিব—
দুজনে দেখিব
আমাদের সেই মানস চোর!
চল্ সখি চল্ নিকুঞ্জে যাই!
চল্ সেথা গিয়ে যাতনা জুড়াই!
চল্ চল্ চল্—চল্ লো!
যেইখানে গিয়ে, মন হারাইয়ে
এসেছি, সেখানে সখি চল্ লো!
ফাঁদ পেতে চোর ধরিব!
আর কভু নাহি ঠকিব!
ফিকির শিখেছি, সেয়ানা হয়েছি,
চল্ চল্ সখি চল্ লো!
পরি বর সাজ, আসিবেই আ'জ্
নিকুঞ্জেতে সেই মানস চোর!
স্বপনেতে যাহারে নিতি নিতি নেহারে
মানস-নয়ন (আমার, তোর)!
প্রাণের রতনে দেখিব যখন,
ধরিব দুজনে দুখানি চরণ!—
বন লতা দিয়ে বেড়ি দিব পায়!—
কর যুগ বাঁধি ফুলের মালায়,
হৃদি মাঝে মোর রাখিব তাহায়!—
তোর গে হৃদয় ঢাকা দিব তায়!
দেখিব তখন কেমনে পলায়

আমাদের সেই মানস চোর,
ভাঙ্গিয়া হৃদয় (আমার, তোর)!
চল্ সখি চল্ নিকুঞ্জে যাই!
চল্ সেথা গিয়ে যাতনা জুড়াই!
চল্ চল্ চল্—চল্ লো!

শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ।
ভবানীপুর।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

আমাদের দৈহিক পীড়া বশতঃ মধ্যস্থ প্রকাশে এত বিলম্ব হইয়াছে, তাহা বিশেষ বিজ্ঞাপনে জ্ঞাপন করিয়াছি। সেই কারণ বশতঃই প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা এ সংখ্যায় বাহির করিতে পারিলাম না। কেবল গত সংখ্যায় স্বীকৃত পুস্তকাদির পরে আমরা আর যে যে পুস্তক পাইয়াছি, এ সংখ্যায় তাহারই প্রাপ্তি স্বীকার করিলাম। সমালোচনা ভাদ্রমাসের সংখ্যায় শীঘ্র প্রকাশ পাইবে। ভরসা করি, গ্রন্থ প্রেরক মহাশয়েরা ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

১। শক্র সিংহ নাটক।
২। একাধিক সহস্র রজনী—ইব্রাহিম ও জেমিলে।
৩। Calcutta Journal of Medicine Nos. 2 to 6.
৪। পদ্য-পদ্ম-মালিকা।
৫। সিকিমের ইতিহাস।
৬। পশুবলি নিষেধঃ।
৭। ভূশিক্ষা।
৮। বাঙ্গালির মুখে ছাই—প্রহসন।
৯। কনক-পদ্ম নাটক।
১০। ভারতের সুখ শশী যবন বলে।
১১। ধর্ম্ম-মীমাংসা।
১২। Scientific Settlement.
১৩। চন্দ্রাবতী নাটক।
১৪। তীর্থ মহিমা নাটক।
১৫। ধ্রুবচরিত্র নাটক।
১৬। সম্মিলনী—সাপ্তাহিক পত্রিকা।
১৭। হিন্দু দর্পণ— পাক্ষিক পত্রিকা।
১৮। মানস রঞ্জিনী।
১৯। সত্যবতী নাটক।
২০। কর্ণার্জ্জুন কাব্য।
২১। কাশ্মীর কুসুম।

MORAL SELECTIONS.

"Go not loose and unbuttoned; for, a slovenly dress betokens a careless mind; or, as in the case of Julius Cæser, it may be attributed to cunning.

"Conceal not the meanness of thy family, nor think it disgraceful to be descended from peasants: for, when it is seen, that thou art not thyself ashamed, none will endeavour to make thee so; and deem it more meritorious to be a virtuous humble man than a lofty sinner.

"If peradventure any one of thy kindred visit thee in thy government, do not slight nor affront him; but receive, cherish, and make much of him; for, in so doing thou wilt please God, who allows none of his creatures to be despised; and thou wilt also manifest therein a well-disposed nature.

"He is no fool who can both spend and spare.

"Rich man's blunders pass current for wise maxims."

মধ্যস্থের ক্রোড় পত্র!

মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

আমি আগত-প্রায় যুবরাজ আল্‌বার্টের অভ্যর্থনা সূচক "যুবরাজ আগমন" নামে এক খানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়াছি। যুবরাজের ভারতবর্ষে শুভাগমনের পূর্ব্বে অত্র কাব্যের যে অংশ প্রকাশ করা যাইতে পারে না, কেবল সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। ভরসা করি, অনুকম্পা পুরঃসর আপনকার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় স্থান দান করিবেন। কাব্যটী এতদ্দেশের প্রতিনিধিত্ব সম্পাদন করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, যদি তৎ সম্বন্ধে আপনকার সুযোগ্য লেখনীর মুখ হইতে কিছু বিনির্গত হয়, তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব।

নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীব্রজলাল সাহা।
শ্যামবাজার হাইয়ার গ্রেড্ স্কুলের ২য় শিক্ষক।

যুবরাজের আগমন।

কাব্য

প্রস্তাবনা।

বীণা-পাণি, বাগ্‌বাদিনি, ওগো মা শারদে,
দয়া করি, অকিঞ্চনে, দয়াময়ি তুমি,—
(চাও সুনয়নে তারে, যে যাচে তোমারে,
পাত্রাপাত্র নাহি ভেদ) বাজাও ও বীণা!
গাইয়া তোমারে তুষি, বাঞ্ছা বড় মনে;
কিন্তু পঙ্গু হ'য়ে আমি, কেমন লঙ্ঘিব,
দেবি, তুঙ্গ গিরি, হায়, তাই ভাবি মনে!
সন্তানের আব্‌দার—মাকে বলে দিতে
ধরি গগণের চাঁদ; দুর্ব্বলা মানবী
সে, না পারে পূরাইতে (কেবল প্রলোভ
বচনে ভুলায় "আয় আয়, চাঁদ, আয়"
বলি) শিশুর বাসনা; কিন্তু দেবি, হয়
অসাধ্য সাধনা তব করুণা প্রভাবে!
যে ঘোর বর্ব্বর বসি যে ডালে কাটিলা
সে শাখা-মূল, করিলা তারে তুমি মহী-
পূজনীয়; দেবি, তব শত দল-বেদি-
সন্নিধানে কুটে শির, যে সাধক, দিয়া
ধূলা হ'য়ে অনশন; (উঃ কঠোর ব্রত—
সুর-ব্রত! মম সম দীন হীন জনে
না পারে পালিতে) দেও কল্পনা-মহত-
বর তারে; ধরাধামে যে বর প্রভাবে
বাল্মীকি আদি হইলা ধন্য; অম্বু-নিধি-
প্রকৃতি মন্থিলা, সুধা উত্তোলিলা কত;
পিয়ে হইলা অমর, সেই কবিগণে।

শুনি, বাঙ্‌ময়ি, যে সাধে তোমারে একান্ত,
মাতঃ হয় ধনহীন;—প্রপঞ্চ! তাহার
ভালে সামান্য বৈভব নাহি, সত্য; কিন্তু
দেও জগত ভাণ্ডার (যাতে সূর্য্য চন্দ্র
তারা নদ নদী গিরি জলনিধি) তারে।
হইব ভিখারী-ধনী, যাইব অরণ্যে
পূজিতে তোমারে, কমল আসনে!
যেমতি গণিকা-সুখ-উল্লাস লোভে না
অর্থ-হীনা-সতী, ছাড়ি সতীত্ব-ধরম;
তেমতি তব সাধক চায় না সামান্য
বিভব, তেয়াগি তব সাধনা, বরদে!
হয় গুণ-হীন যদি সন্তান, তথাপি
দেখে মাতা গুণ তার—(স্নেহের পুতুলী)
চা'র চক্ষে; এই আশা ভরসা আমার।

মায়া-বশে ধর বীণা, হউক সঙ্গত ;
শুনুক গৌড়-ভ্রাতৃগণে ; গাইব, জ্ঞানদে !
যুবরাজ-আগমন ভারতে ; গাইব
ভিক্টোরিয়া গুণ-গান ; জনম ভূমির
দশা—পূর্ব্ব, বর্ত্তমান—স্বদেশানুরাগে।

(এস্থলে যুবরাজাগমনের বিশেষ বর্ণন এক্ষণে পরিত্যক্ত হইল)

ইংলণ্ড-ঈশ্বরি ! জীব অসংখ্য পালিতে
রাজরাজ ত্রিভুবন-পাল-পরমেশ
প্রসাদে আসীনা রাজ-আসনে। উড়িছে
ধরাতলে তব জয়-পতাকা সর্ব্বত্র।
গগণে তারকা-মাঝে যেমতি চন্দ্রমা ;
তেমতি ধরায় তুমি, রাণি ! রাজপুঞ্জে।
সুধাংশু-সুরয অর্দ্ধ-ধরায় উদয়ে
অর্দ্ধ দিনে ; প্রকাশিত কিন্তু তব যশঃ-
চন্দ্রমা প্রতাপ-ভানু নিখিল বসুধা-
তলে সদা ! তব দয়া অম্বর বরষি
সিঞ্চিছে মহীরে, আহা, হাসিছে উল্লাসে
সে ভাবিনী নিরন্তর ! শান্তি সার পেয়ে
অভ্যুদয় মহীরুহ তেজোবান অতি—
কুসুমিত, পল্লবিত তব রাজ্যে। কর-
তল-ছায়া সুশীতল তব, যে পেয়েছে,
অবিচার-দিনকর-তাপ একবারে
ভুলেছে ; সেবিছে সদা স্বাধীনতা বায়ু-
হিল্লোল বিমল। মরি, কি মহিমা তব !
কি যাদু শাসন-দণ্ড তব ধরে ! যাহা
পরশিলে ক্রুত-দাস, খসিয়া অমনি
পড়ে, শৃঙ্খল তাহার, হয় বীত-দুখ।
প্রজা-সুবৎসলা রাণি ! প্রজা-অনুরাগ
তব শুনি, কে না হয় চকিত ? একদা
অপর বালক সনে করি দ্বন্দ্ব, তব
বালক সন্তান, তব ঠাঁই জানাইলা
রাগ-বশে। স্বভাবতঃ জননীর হয়
অসীম অপত্য-স্নেহ। তুমি গো জননি !
নারী-কুল-শিরোমণি ; আপন সন্তানে
বিভৎসিলা, দেখাইলা প্রিয়-ভাব অতি
অপরের প্রতি (যেই ছিল বড় দোষী) !
দয়াময়ি রাণি ! তব দয়ার তুলনা
কি দিব ? শিরো মুকুট ছাড়ি যান যিনি
অনাথ-নিবাসে, অশ্রু তাদের মুছিতে।
স্কটলণ্ডে, মহারাণি ! এলে ভ্রমিবারে ;
চিত্রকার-পুত্র এক এল তব ঠাঁই ;
চুম্বিয়ে শিশুরে নিলে স্নেহময়ি মাতঃ !
তব অঙ্ক কোকনদে ; সারল্য-প্রতিমা
শিশু বলিয়া উঠিলা,—“ রবনা তোমার
ক্রোড়ে, তোমরা নিঠুর বড়, জানি আমি।
আমাদের রাণী মেরি, লইলা আশ্রয়
এলিজাবেথের ঠাঁই, পড়িয়া সঙ্কটে ;
বধিলা নিদয় রাণী অবাধে তাঁহারে। ”
শুনিয়া শিশুর বাণী, শোকের কালিমা
তব সুন্দর বদনে, আহা ! আবরিল ;
জলদ আবরে যথা পূর্ণচন্দ্রমারে।
নয়ন-নীরদ হতে তিতিয়া বসন,
বরষিল বারিধারা। যেমতি ভূতলে
বারিদ সলিল হয়ে হয় নিপতিত,
মহোচ্চ গগণ ছাড়ি ; অথবা যেমতি
তুঙ্গ-গিরি-শির হতে, বারি হয়ে নামি
ভূতলে তুষার বহে ; তেমতি হে রাণি !
অবরোহি রাজপদ, দয়ায় গলিয়া,
বলিলে শিশুরে চুম্বি কাতর হৃদয়ে,
“ ক্ষম, শিশু, নহি আমি হেন দোষে দোষী ;
মেরির নিধনে, বাপ, তোমার সমান,
আমিও দুখিনী ; আমি হই গরবিনী
তাঁহার রুধিরে—যাহা বহে মম শিরে।”
আমরি ! হৃদয় কাঁদে আনন্দে, শুনিয়া
দয়ার কাহিনী তব ; ধন্যা তুমি রাণি !
অভাগিনী শোকাকুলা-অবনীরে যবে
যাবে ছাড়ি (তব নাম) অমূল নিধি সে,
মানব-অধররূপী পেটকে রাখিবে
সবে সযতনে ! ধন্যা তুমি রাণি ধন্যা !

(অবশিষ্ট অংশ পরে প্রকাশ্য।)

প্রেস ও অক্ষর বিক্রয়।

একটা উত্তম লৌহ যন্ত্র ; বিহারীর দেবনাগর ইংলিস; কৃষ্ণচন্দ্রের দেবনাগর গ্রেট ; রামচন্দ্রের বাঙ্গালা স্মলপাইকা অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে। অক্ষরগুলি প্রায় নূতন। মূল্য সুলভ। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিবেন।

নূতন পুস্তক।

কাশ্মীর-কুসুম।

অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ। কাশ্মীরবাসী সদ্বিদ্বান বাবু রাজেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে কাশ্মীরের বহুতর আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ও শিল্পজ পদার্থ সমূহের এবং আচার ব্যবহার রাজনীতি ইত্যাদির বিবরণ অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় দেশ ভ্রমণ বিষয়ের এমন উপাদেয় গ্রন্থ আর দৃষ্ট হয় না। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাসুল ৵০ তিন আনা।

মূল্য প্রাপ্তি।

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর	পাথুরিয়াঘাটা	১৸০
বাবু লোকনাথ ধর	বহুবাজার	১৸০
,, বনওয়ারিলাল মুন্সী	অলিপুর	৫৲
,, বৈদ্যনাথ দে	এবাটাবাদ	৩৲
,, সুরেশচন্দ্র বসু	সিমুলীয়া	১৲
,, প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বহুবাজার	১৲
,, মহেন্দ্রনাথ বসু	গরাণহাটা	১৸০
,, ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	পাথুরিয়াঘাটা	১॥০
,, গৌরচন্দ্র রায়	ভাগলপুর	৩৲
,, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়	পুরী	২॥০
,, গোকুলচন্দ্র মজুমদার	চিতোলিয়া	৩৲
[illegible]তকৃষ্ণ বসু	বহুবাজার	১৸০
[illegible]বন্ধু দত্ত	ইটালি	১৲
[illegible]রাম বড়ুয়া	শ্রীহট্ট	৩৲
[illegible]শচন্দ্র দত্ত	মলঙ্গা	৩৲
[illegible] মিত্র	রামবাগান	১৸০
[illegible]ন্দ্র [illegible]ল্লিক	বড়বাজার	১৸০
[illegible]	চুণাগলি	১৸০
[illegible] চৌধুরী রায় বাহাদুর	তুষভাণ্ডার	৩।৵০

REGISTERED No. 43.

পুস্তক বিক্রয়।

(মনোমোহন বসু প্রণীত)

	মূল্য।	মাসুল।
রামাভিষেক নাটক (৩য় মুঃ)	১ৣ	৵০
প্রণয় পরীক্ষা নাটক (২য় মুঃ)	১ৣ	৵০
সতীনাটক	১ৣ	৵০
হরিশ্চন্দ্র নাটক	১ৣ	৵০
পদ্যমালা, ১ম ভাগ (শ্রেণী পাঠ্য)	৶০	⁄০
বক্তৃতা মালা	৷৵০	৵০
হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক	৷৵০	⁄০
নাগাশ্রমের অভিনয় (কেঁড়েল কৃত প্রহসন)	৷৷০	⁄০

মধ্যস্থ যন্ত্রালয়, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং চিনাবাজার, পটলডাঙ্গা ও বটতলা প্রভৃতি সর্ব্ব স্থানের প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

"বক্তৃতামালা" সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

"A speech in the Bengalee language, worthy of the name, had, till lately, been a thing unknown. No wonder therefore, that public opinion had prejudicated the matter so far as to laugh to scorn any proposal made in its favor. To Babu Manomohana Basu, excellent editor of the *Madhyastha*, belongs the credit of rescuing Bengalee speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. We take leave now to congratulate him on his success in recommending, by the force of his own example, the cultivation of Bengalee eloquence. We have had for some day lying before us a volume of selections from his speeches, issued from the *Madhyastha* press, price ten annas. The volume contains five of his speeches three of which were delivered at the Hindu Mela, one at Baruipur Mela and one at the *Chota Jagulia Hitaishi Sabha.* We have carefully gone over the 111 pages covered by these speeches, and we have been struck with the purity and chasteness of the style; the evolution of the latent elasticity of our language in the expression of ideas, foreign and intractable; the flights of eloquence, fiery and of the heart; the warmth of feeling, the earnestness of purpose, the real patriotism, and the vein of honesty;—which mark Babu Manomohan's speeches. The last speech, in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive." *Bengal Christian Herald, June* 20th, 1873.

সতীনাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

"Baboo Manomohana Basu, who is the author of the *Ramabhishaka-Nataka* and *Pranaga Porikha*, has made another accession to the dramatick literature of Bengal. The Third drama is entitled the *Sati-Nataka*. Our author dramatizes the well-known mythological story of the Daksha-Jajna, and dwells on the virtues of Sati—the beau ideal of Hindu conjugal faithfulness. Babu Basu's drama is above the level of ordinary Bengali dramas. He seems to us to possess considerable dramatick power; and as the present work is superior to the two first, we have no doubt, he will go on improving till he gives us a play of sterling merit." *Bengal Magazine, July* 1874.

"হিন্দু আচার ব্যবহার" পুস্তক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

"* * * ফলতঃ এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তৎপাঠে হিন্দু সাধারণ স্বীয় সমাজের অনেক উৎকৃষ্টতর নিয়মাদির গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। * * মনোমোহন বাবু লিপিনৈপুণ্যে হিন্দু আচার গুলি অতি আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই বক্তৃতায় মনোমোহন বাবুর হিন্দু সমাজ-হিতৈষিতার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের উৎসাহ জন্য নয়, স্বক্ষ আপনাপন উপকারের জন্যই প্রত্যেকের এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।"

হিন্দুহিতৈষিণী। ২৩ শে ফাল্গুন, ১২৭৯।

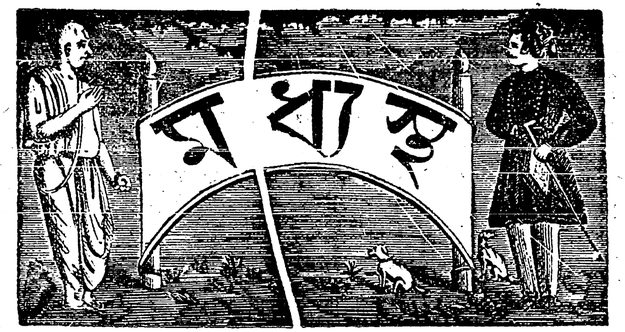

মাসিক পত্র।

নবীনভাবাচ্চপলান্নবান্নবেহ্যবীয়সোঽপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকৃতীনমূনতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

৪র্থ ভাগ।] ভাদ্র ও আশ্বিন, ১২৮২ সাল। [৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সিন্ধু জয় না হরণ ?	৯৭
প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি	১১১
পৃথ্বী ও জয়চাঁদ	১৩৭

কলিকাতা—৩০ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

মূল্য অগ্রিম বার্ষিক তিন টাকা।

মধ্যস্থ সম্বন্ধে নিয়ম।

মধ্যস্থের মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক	৩ তিন টাকা।
ঐ ষাণ্মাসিক	১৸০ সাতসিকা।
পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক	৪ চারি টাকা।
কোনো এক সংখ্যা	।৵০ ছয় আনা।

১। অগ্রে মূল্য না পাঠাইলে কাহারো নামে কাগজ যাইবে না।

২। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা কোন্ সময় হইতে কাগজ লইবেন, অনুগ্রহ করিয়া স্পষ্ট লিখিবেন।

৩। মনিঅর্ডার, হুণ্ডি, বরাতচিঠি, করেন্সি নোট, নগদ টাকা বা অর্দ্ধ আনার ডাক ষ্ট্যাম্প ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কেহ যেন মূল্য না পাঠান। অর্দ্ধ আনার বেশী মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে প্রতি টাকায় এক আনা হারে ডিস্কৌণ্ট দিতে হইবে।

৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রতি ছত্র ৵১০ দেড় আনা মাত্র। বেশী স্থান লইলে বা বেশী বার হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।

মধ্যস্থ-পুস্তক-বিক্রয়।

১২৭৯। ৮০। ৮১ সালের মধ্যস্থ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) পৃথক্ পৃথক পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য প্রতি খণ্ড ৩ তিন টাকা; মাসুল আট আনা।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমীদার	পীরগাছা	৫
,, জয়গোপাল ঘোষ	ক্ষিদিরপুর	॥০
,, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	মালির বাগান	৩
,, লক্ষ্মণচন্দ্র রায়	মুকুন্দপুর	১॥০
,, সুরেশচন্দ্র বসু	সিমুলীয়া	৸০
,, প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বহুবাজার	১
রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	সভাবাজার	১৸০
মহারাণী স্বর্ণময়ী	কাসিমবাজার	৩।৵০
বাবু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কটক	৩
,, ব্রজলাল সাহা	কুমারটুলি	৩

সিন্ধু জয় না হরণ?

মধ্যস্থের বিগত সংখ্যার "মুখোষ্যার বরদা পুস্তক" নামা প্রবন্ধ মধ্যে স্যার চার্লস নেপিয়ারের একখানি লিপির মর্ম্মাভাস প্রকাশ পাইয়াছিল। উক্ত সেনাপতির আশ্রিত ও অনুগত একজন মুসলমান কর্ম্মচারীর প্রতি বম্বে গবর্ণমেণ্ট যে অসঙ্গত অত্যাচার করিয়াছিলেন, ঐ পত্রে তাহাই বিবৃত আছে। সে অত্যাচার প্রধান কয়জন ব্রিটিস কর্ম্মচারীর চির কলঙ্কের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এবং জগতে তদ্দোষ প্রদর্শন ও তজ্জন্য দোষী গবর্ণমেণ্টকে অনুযোগ করাতে স্যার চার্লস নেপিয়ারের মহত্ত্ব এবং সাধুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু, হে প্রিয় পাঠক! যিনি অত্যাচার রূপ পাপে এত বিরক্ত, সেই সাধু সদাশয় অনুযোগকারী মহাশয় নিজে যদি তদ্রূপ পাপে লিপ্ত বা তদপেক্ষা শতগুণে অধিক অত্যাচারের অনুষ্ঠাতা হয়েন, তবে কি মহা মহা বিস্ময়ের বিষয় হয় না? বক্ষ্যমান ইতিহাস খণ্ড পাঠে সেই বিস্ময় অবশ্যই জন্মিবে। একজন অনুগত ব্যক্তির ধন, মান, স্বাধীনতার উপর আক্রমণ দেখিয়া যাঁহার অন্তঃকরণে এত করুণা ও উদার ঘৃণার উদয় হইয়াছিল, তিনি কি বলিয়া যে বহু সংখ্যক স্বাধীন, অনুগত ও নির্দ্দোষ মিত্র রাজ মণ্ডলীকে রাজ্যচ্যুত ও একটী বৃহৎ প্রদেশকে স্বাধীনতার বঞ্চিত করিলেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করা ভার!

তাঁহার ভ্রাতা মেজর জেনারেল W. F. P. নেপিয়ার "সিন্ধুজয়" নামা দুই খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ এক গ্রন্থ প্রচার দ্বারা ভ্রাতার গুণ কার্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু হায়! সে পুস্তককে "সিন্ধুজয়" কি "সিন্ধুহরণ" বলা সঙ্গত, তাহা পাঠকগণ পশ্চাল্লিখিত নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ পাঠে বিচার করিতে যোগ্য হইবেন। অতএব আর ভূমিকা বিস্তার না করিয়া প্রকৃত বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করা যাউক।

যেমন নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের নাম বঙ্গদেশ, তেমনি সুপ্রসিদ্ধ সিন্ধু নদের নিম্ন ভাগের সমীপবর্ত্তী সমগ্র স্থানকে সিন্ধু প্রদেশ কহে। অর্থাৎ যে স্থলে পঞ্জাবের স্রোতস্বিনীগণ সিন্ধুনদের সহিত সঙ্গতা হইয়াছে, তথা হইতে সিন্ধুসঙ্গম পর্য্যন্ত নদের উভয়কূলে বহুদূর ব্যাপী যত জনপদ, তত্তাবতেরই সমষ্টিই সিন্ধুপ্রদেশ। নদের নাম হইতেই দেশের নাম। গাঙ্গের বঙ্গ সে বিষয়ে সেরূপ নহে। সিন্ধুরাজ্যের এক সীমায় নিবিড় কাননময় উন্নত পর্ব্বত মালা; অপর দিগে তৃণ-তরু-শূন্য ভয়ানক মরুভূমি! তাহাতে তাহাকে এক দিগ হইতে ঠিক যেন ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী এবং অপর দিগ হইতে হস্তহীন বিকলাঙ্গ দেখায়! আবার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ অতি রম্যভাবে প্রবাহিত হওয়াতে ঠিক যেন গঙ্গাধর স্বীয় বক্ষোপরি বিশাল জটা প্রসারিয়া শয়ান রহিয়াছেন, এমনি অনুভূত হয়! কিন্তু ইহাতে এরূপ কল্পনা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না, যদি অসঙ্গত হয়, পাঠক ক্ষমা করিবেন।

যে যাহা হউক, পঞ্জাবের নদী-সঙ্গম হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত এই যে বিস্তৃত রাজ্য, ইহা আমাদের বর্ণনীয় সময়ে এক জনের শাসনে ছিল না। অনেক জন রাজার অধীনতা স্বীকার করিত। সেই রাজারা মুসলমান; তাঁহাদের উপাধি আমীর। যদিও ভূপাল বা শাসকের সংখ্যা বহু, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ভাব লক্ষিত হইত না, বরং সংশ্লিষ্ট ও মিশ্র ক্ষমতা দ্বারাই সমগ্র রাজ্য খণ্ড শাসিত হইত এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন সর্ব্ব প্রা-

ধান ছিলেন; অন্যান্য সকলে তাঁহার প্রাধান্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতেন।

সিন্ধু প্রদেশ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ উত্তর বা উপর সিন্ধু; দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণ বা নিম্ন-সিন্ধু। তদ্ব্যতীত আর একটী ক্ষুদ্র বা অতিরিক্ত অংশ আছে, তাহা কচ রাজ্যের দিগে—তাহার নাম মীরপুর। কিন্তু মীরপুরের বিষয়ে আমাদের ইতিহাস অধিক লিপ্ত হইবে না।

উত্তর সিন্ধুর রাজধানীর নাম ক্ষিরপুর। দক্ষিণ সিন্ধুর প্রধান নগর হায়দ্রাবাদ।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৪৯ (খৃঃ ১৮৪২) সালের শরতারম্ভে ক্ষিরপুরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ আমীর বাস করিতেন। তাঁহার নাম মীর রস্তম খাঁ। তিনি বয়সে যেমন প্রাচীন, তেমনি গুণে মানে সর্ব্ব প্রকারেই সকলের পূজনীয় পুরুষ ছিলেন। সকল আমীরই তাঁহাকে প্রধান বলিয়া মান্য গণ্য করিতেন। উত্তর সিন্ধুর শাসন কার্য্যে তাঁহার অংশী ও সহকারী এই তিন জন ছিলেন;—তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর আলি মুরাদ ও মীর মহম্মদ খাঁ এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মীর নসির খাঁ।

দক্ষিণ সিন্ধু বিভাগে অথবা হায়দ্রাবাদে যে কয় জন আমীর শাসন করিতেন, তাঁহাদের নাম এই;— মীর নসির খাঁ; তাঁহার পিতৃব্য পুত্র দ্বয় মীর মহম্মদ খাঁ ও মীর সর্দার খাঁ; এবং তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র মীর সাদদ খাঁ ও মীর হুসেনালি।

অতিরিক্ত বিভাগে অথবা মীরপুরে এক জন মাত্র আমীর ছিলেন, তাঁহার নাম মীর সের মহম্মদ খাঁ।

আমীরগণ স্বাধীন রাজা ছিলেন—কাহাকেও কর দিতেন না; কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতেন না; কাহারো অপকার বা কাহারো সহিত বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত ছিলেন না। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতাবস্থায় যাহাই হউক, তদবনতির কাল হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, মোগল সম্রাট স্থলীয় মহারাষ্ট্রীয়েরাও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই—পঞ্জাবসিংহ রণজিতের বিশাল কর-কবলও তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রিটিস সিংহ যাহাদের প্রতিবাসী, তাহাদের স্বাধীনতা ও শান্তি লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য ঘটিতে কতক্ষণ!

সিন্ধুর আমীরগণ ইংরাজ-রাজ্যের ছন্দাংশেও যান নাই—তাঁহাদের সহিত শাত্রবতা বা মিত্রতা কিছুই করিতে চান নাই—তথাপি ফাঁদে পড়িলেন।

কুক্ষণে আফ্‌গান যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল—আমাদের রাজার মান, রাজজাতীয় স্ত্রীপুরুষদের জাতি মান ও রাজ-সৈন্যগণের প্রাণ তো গেল এবং প্রজা সাধারণের অর্থে বা শোণিতে টান তো পড়িয়াই ছিল; কিন্তু সেই সূত্রে যে নিঃসম্বন্ধ ও নিরপরাধী সিন্ধু-আমিরগণকেও ভীষণ মৈত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ এবং তজ্জনিত বিষময় ফলের ভোক্তা হইতে হইয়াছিল, তাহাই অধিক অনুশোচনার বিষয়। খৃঃ ১৮৩৯ সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর নিতান্তই বলপ্রয়োগ দ্বারা দক্ষিণ সিন্ধুর প্রত্যেক আমীরকে যে সন্ধিপত্র শৃঙ্খলে দৃঢ়াবদ্ধ করেন, তাহার প্রত্যেক ধারার অনুবাদ আবশ্যক করে না, প্রধান কয়টী অঙ্গীকারের উল্লেখই যথেষ্ট হইবে। তাহা এই;—

প্রথমতঃ। নিম্ন সিন্ধু প্রদেশে তাতা নামক স্থানে বা সিন্ধুনদের পশ্চিমে অন্য যে কোনো স্থলে হউক এক দল ব্রিটিস বাহিনী থাকিবে, তাহাদের বেতনাদি তাবৎ ব্যয় নিম্ন সিন্ধুর আমীরগণ দিবেন (কেবল আমীর সর্দার খাঁ পূর্ব্বাহ্নেই পদাঘাত হইয়াছিলেন বলিয়া অব্যাহতি পাইলেন।

অপর কয়েকজনকে সমান অংশে বাৎসরিক তিন লক্ষ করিয়া টাকা দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে তাঁহাদের রাজ্য রক্ষা এবং আভ্যন্তরিক উৎপাত অর্থাৎ তাঁহাদের পারস্পর্য্য বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যস্থতা ভার ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লইলেন।

তৃতীয়তঃ। রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত থাকিবেন এবং আমীরগণের বিরুদ্ধে প্রজা লোকের কোনো অভিযোগ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ শাসন সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়ে ইংরাজেরা হস্তক্ষেপ করিবেন না।

চতুর্থতঃ। ও পক্ষে আবার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত আমীরগণ অন্য কোনো রাজ্যের সহিত কোনোরূপ সন্ধি করিতে বা কোনোপ্রকার সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না!

পঞ্চমতঃ। সিন্ধুনদে যে সব বাণিজ্য নৌকা যাতায়াত করে, তাহার শুল্ক রহিত করিতে হইবে।

ষষ্ঠতঃ। কিন্তু যে সব পণ্য দ্রব্য আমীরগণের অধিকার মধ্যে বিক্রয়ার্থ নৌকা হইতে স্থলে উঠিবে, তদ্ভাবতের রীতিমত শুল্ক আদায় হইবে। তন্মধ্যে কেবল যে গুলি ব্রিটিস সেনানিবাসে বিক্রেয়, তদ্ভাবৎ মাত্রই শুল্কের দায়ে মুক্ত রহিবে।

এইরূপ সন্ধিপত্রে নিম্ন সিন্ধুর প্রত্যেক আমীরকেই বদ্ধ করা হইয়াছিল। উপর বা উত্তর সিন্ধুর জন্য একখানি মাত্র সন্ধিপত্রের প্রয়োজন বোধ হয়। কেননা তদ্বিভাগে আমার রস্তম খাঁকেই প্রধান রূপে অন্য সকল আমীর স্বীকার করিতেন। সুতরাং তাঁহার সহিত সন্ধি হইলেই সকলের সহিত হইল। রস্তমের সহিতও প্রায় ঐরূপ সন্ধি হয়। কেবল নিম্নলিখিত কয় অঙ্গে বিভিন্ন। যথা;—

প্রথমতঃ। সৈনিক ব্যয় স্বরূপ কোনো অর্থ প্রদানের কথা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। স্থায়ীরূপে ব্রিটিস সেনানিবাসের বন্দোবস্ত হয় নাই; কেবল এই কথা থাকে, যে, কাহারো সহিত যুদ্ধ বাঁধিলে ইংরাজের যুদ্ধ সামগ্রী ও ধনাদি রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা কিছু কালের নিমিত্ত বুকর নামক দুর্গ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

তৃতীয়তঃ। জলপথের শুল্ক সম্বন্ধে কোনো বিশেষ নিয়ম হয় নাই। কেবল এই মাত্র কথা থাকে, যে, অন্যান্য রাজাদের সহিত রস্তমও সিন্ধুনদের বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন।

উপর সিন্ধুর আর তিনজন আমিরের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাহাতে এই মাত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, যে, তাঁহাদের রাজস্বের এক কপর্দ্দকে বা তাঁহাদের আভ্যন্তরিক শাসনে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ করিবেন না।

পর বৎসরে মীরপুরের আমীরের সহিতও এক সন্ধিপত্র হয়, নিম্নসিন্ধুর সান্ধপত্রের সহিত তাহার সম্পূর্ণ একতা। কেবল তিনলক্ষের স্থলে এখানিতে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা লিখিত হইয়াছিল।

বলপ্রয়োগ-জনিত ঐ সব সন্ধি পত্রের ন্যায়ান্যায় বিচারে আমরা কাল হরণ করিব না। যে মহাপুরুষের অগাধ বুদ্ধি ও চমৎকার ন্যায়পরায়ণতা জন্য ঘোর বিপজ্জনক আফগান যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, এই সব সন্ধি তাঁহারই কীর্ত্তি এবং এ বন্দোবস্ত আফ্‌গান বন্দোবস্তেরই একাংশ। বোধ করি, এতাবন্মাত্র বলিলেই ইহার ন্যায়ান্যায় ও বৈধাবৈধতা সম্যগ্ উপলব্ধ হইবে!

আমীরগণ ঐ সন্ধির প্রস্তাবে প্রথমে সম্মত হয়েন নাই। তাঁহারা যদি শেষে সম্মত না হইতেন, তবে ব্রিটিস সিংহের সহিত তাঁহাদের একটা ঘোর

এই স্থানেই পদোন্নতিলাভ নিশ্চিত হইবে। এই পারিতোষিকের লোভে অনেক বীরের মধ্যেই ঘোর প্রতিযোগিতা বাঁধিয়া উঠিল। অথচ সেই হুড়াহুড়িতে কোনো গোলমাল না হয়, দুলীন তৎপক্ষেও বিশেষ সতর্ক হইলেন। কয়েক জন সাহসী পুরুষ সাবধানে নদীপার হইয়া কাষ্ঠ বিড়ালের ন্যায় পর্ব্বত গাত্র দিয়া উঠিতে লাগিল—কেহ কেহ বা পুরস্কারের সমান অংশ করিয়া লইবার সংকল্পে পরস্পরকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইল; অর্থাৎ এক জন উঠিতেছে, অপরে নিম্ন হইতে তাহার অবলম্বন হইতেছে, তৃতীয়-ব্যক্তি প্রথমের দুই জনকে ধরিয়া তাহাদের পার্শ্ব দিয়া উঠিতেছে। ইত্যাকার কত জনই কত চেষ্টা করিতে লাগিল—কতক বা না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল—দুই এক জন বা কিয়দ্দূর হইতে পড়িয়াও গেল। শেষের এই ঘটনার শব্দ হইতে শুনিয়া দুলীন ভীত হইলেন এবং তন্নিবারণার্থ নদীর কোনো নিশ্চল খাঁড়ি অর্থাৎ স্রোত-শূন্য কোনো অংশ হইতে রাশি রাশি শৈবাল আনাইয়া পর্ব্বতের তলদেশে যথোচিত পুরু করিয়া পাতিয়া দিলেন। তাহাতে শব্দ নিবারণ নয়, যদি দৈবাৎ কেহ পড়িয়া যায় তাহার প্রাণ রক্ষারও কতকটা উপায় হইল।

কিন্তু যে যত চেষ্টা করুক, হাকিম সিংহকে কেহই পারিল না—হাকিম সিং সর্ব্বাগ্রেই শীর্ষদেশস্থ বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কটীস্থ রজ্জু খুলিয়া বৃক্ষকাণ্ডে দৃঢ় বন্ধন করিল। তাহার রজ্জুর অপরাগ্রভাগ তলদেশে যাহারা ধরিয়াছিল, তাহারা উপরের টান জানিতে পারিয়া সহর্ষে দৌড়িয়া গিয়া দুলীনকে সংবাদ দিল। দুলীন তৎক্ষণাৎ সেই রজ্জু-সোপানের নিম্নাগ্রভাগ বৃহৎ দুই শিলাখণ্ডে জড়াইয়া কতিপয় লোককে দৃঢ়রূপে তাহা ধরিয়া রাখিতে এবং রজ্জু বাহিয়া সৈন্যগণকে উঠিতে আদেশ করিলেন।

আমরা সামরিক ইতিহাস যত পড়ি, ততই এই সংস্কার নিঃসংশয়রূপে বদ্ধমূল হয়, যে, সেনাপতির দোষ গুণ তাড়িত তারের কার্য্যের ন্যায় সেনাগণের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক হয় তাহারা অসম্ভব শৌর্য্য, বীর্য্য, চাতুর্য্য দেখায়; নয় তো হাটের হাটুরিয়া বৎ বৃথা গোলকারী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বোনাপার্টের অধ্যক্ষতার পূর্ব্বে যে ফরাসী সেনারা পদে পদে পরাস্ত, বিপদগ্রস্ত, অপমানিত ও বহু রাজ্যাংশ-ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তিনি নায়ক হইবার পরেও কি সেই সেনারাই যুদ্ধ করে নাই? তখন কি আর কোনো নূতন সেনা তিনি আনিয়াছিলেন? তখন সেই পূর্ব্ব সেনারাই কি পদে পদে জয়ী, সম্পদশালী, গৌরবান্বিত, ভ্রষ্ট রাজ্যাংশের ত্রাতা এবং নব নব রাজ্যের জেতা হয় নাই? পূর্ব্বে যে সব মানুষ ছিল পরেও সেই—পূর্ব্বে তাহারা যেমন সাহসী ছিল, পরেও তাই। কিন্তু পূর্ব্বে জড় বুদ্ধির চালনা; পরে অলৌকিক সজীব প্রতিভার তেজঃ পদার্থ তাড়িত যন্ত্রবৎ তাহাদিগকে চালিত ও উত্তেজিত করিল; এই মাত্র প্রভেদ! অতএব যে পরিমাণে চালকের সজীবতা, নিপুণতা ও শৌর্য্যবীর্য্যাদির অংশু রাশি সৈনিক দেহে প্রবিষ্ট হয়, সেনাগণ সেই পরিমাণেই কার্য্য-সাধক হইয়া উঠে।

ঐ রজনীতে দুলীনের আশ্চর্য্য

প্রতিভা, অসীম সাহস এবং সময়োচিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি প্রদীপ্ত হুতাশনবৎ দেদীপ্যমান হইতে লাগিল, সুতরাং অধীন কর্ম্মচারী ও সৈনিকবর্গ যে সহানুভূতি ধর্ম্মবলে অসম্ভব উৎসাহিত ও বীরকার্য্যে উত্তেজিত হইবে, বিচিত্র কি? যোগ্য পরিচালক দ্বারাই চালিত, হইতেছি, এই আভ্যন্তরিক সংস্কারে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জানিয়া যেন অট্টালিকার সোপানেই উঠিতেছে, এই ভাবে পরমোৎসাহে সেই রজ্জু ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল! এরূপে অবিলম্বেই দুর্গস্থ জঙ্গল ভূমি পাঁচ শত অস্ত্রধারী দ্বারা পরিপূর্ণ হইল—সকলের শেষে দুলীন উঠিলেন।

উপত্যকাস্থ সৈন্যগণের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই এই উপদেশ দেওয়া ছিল, যে, দুর্গের অমুক ভাগ হইতে "রকেট" নামক আগ্নেয় গোলা যেই তোমরা তিনবার শূন্যে উঠিতে দেখিবে, অমনি জয়ধ্বনি উচ্চারণ পূর্ব্বক ফটক অক্রমণে ধাবমান হইবে। এজন্য দুলীন স্বীয় পাঁচ শত সহচর সঙ্গে বনভূমির বাহির হইবা-

তেছি। পাঠকগণ তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন, স্যার চার্লস নেপিয়ারের তদ্রূপ গুণ না থাকাতেই বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। আউটরাম দেশীয় লোকের চরিত্র উত্তম বুঝিতেন; দেশীয় ভাষা উত্তমরূপ জানিতেন; সকল শ্রেণীর সহিতই অবাধে মিশিতেন; ম্যালকম, মোর প্রভৃতি সদাশয় ইংরাজদের ন্যায় দেশীয় লোককে অত্যন্ত স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন; সচরাচর বা অপরাপর ইংরাজদের ন্যায় তিনি তাহাদিগকে কুচরিত্র, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া জানিতেন না, বরং তাহাদের চরিত্রের ও স্বভাবের সুখ্যাতি করিতেন; তাহাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতেন; সুতরাং তাহাদিগের সকলেই নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তিনি চিরদিন তাহাদের সহিত স্বজাতীয় সদৃশ কথোপকথন করিতেন; তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন—সে সমস্তের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতেন না, বরং সানুরাগ মান প্রদর্শন করিতেন—তাহাদের অভাব ও অধিকার বুঝিতেন ও তাহাদের মানসিক ভাব পথে প্রবেশ করিতেন—সমযাত্রী হইতেন—সর্ব্বথা তাহাদের উপকারে যত্নশীল থাকিতেন। তাহাদের প্রথাদির উচ্ছেদে নয়, উন্নতি ও সংশোধনের দিকেই উৎসাহ দিতেন। তিনি ইউরোপীয় রীত্যাদি এদেশে খাটাইতে ও বলপূর্ব্বক ইউরোপীয় সভ্যতা এ দেশীয় সমাজে প্রবেশ করাইতে চাহিতেন না—তিনি জানিতেন এবং বলিতেন, যে, তাহা অস্বাভাবিক—তাহা হইবার নহে—তাহাতে মন্দ বই ভাল ফল জন্মিবার নহে!

সুতরাং এ দেশীয় রাজা প্রজা সকলেই যে তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ও বাধ্য হইবে—তাঁহাকে পিতার ন্যায় দেখিবে—তিনি বুঝাইলে বুঝিবে ও যে পথে চালাইবেন, সেই পথে চলিবে, তাহা বিচিত্র নহে। তিনি বলিয়া নয়, ভারতবর্ষে যে যে ইংরাজ তাঁহার ন্যায় সদ্ভাবের ভাবুকতা দেখাইয়া গিয়াছেন, এ দেশীয় লোক তাঁহাদের সকলকেই ঐরূপে পরম-পূজ্য করিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রসে গলিয়াছে। সুদ্ধ তাঁহাদের প্রতিও নয়, তাঁহাদের সেই সেই গুণে তাঁহারা এ দেশের ছোট বড় সকলকেই ব্রিটিস শাসনের প্রতি সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং তদ্বিপরীত গুণাক্রান্ত এখনকার ইংরাজেরা সেই সন্তুষ্ট প্রজাগণকে সুদ্ধ নিজ নিজ ব্যবহার দোষে ঘোর অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। কোনো বিজ্ঞ ইংরাজ এ বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, ঐরূপ গুণ—

"is one of tbe most important qualifications which a British Diplomatist can possess; and is calculated more than any measure of abstract wisdom, to reconcile the princes and people of India to our rule, and thereby to preserve the peace, and promote the best interest of the country."

স্যার চার্লস নেপিয়ারের ঐসব গুণ না থাকাতে তাঁহার বীরত্ব ও স্বভাবের মধুরত্ব কেবল তাঁহার স্বজাতীয়ের নিকটই অমৃতবৎ আদৃত হইত, কিন্তু এ দেশীয়ের পক্ষে তাহা কেবল গরলই উৎপাদন করিত! যে দ্বাদশ শত সাক্ষীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহার স্বজাতীয় লোক; তিনি এ দেশীয়দের প্রতি যত কেন অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করুন না, তাহাতে তাঁহাদের কি? তিনি যে সুযোদ্ধা ও সুযোদ্ধা ছিলেন এবং সৈনিক ও অধীন লোকের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, ঐ সাক্ষীরা তাহাতেই গলিয়া যাইতেন। অধিকাংশ ইংরাজ তো এ দেশীয় জনগণকে শৃগাল কুক্কুর বৎ জ্ঞান করেন, সুতরাং তাহাদের প্রতি স্বজাতীয় প্রধান

পুরুষগণের কৃত নির্দ্দয়তাচরণকে তাঁহারা নির্দ্দয়তা বলিয়াই বোধ করেন না! বিশেষতঃ যাঁহাদের দ্বারা জয় ও রাজ্য বিস্তার ঘটে, তাঁহাদের ধর্ম্ম-নীতিমূলক সহস্র ত্রুটী সত্ত্বেও ইংরাজ সমাজে তাঁহাদের আদরের সীমা থাকে না! নতুবা পরস্বাপহারী লর্ড ড্যালহৌসী কি এতপূজ্য হইতে পারিতেন?

আমরা বলিয়াছি, কর্ণেল আউটরামের কোনো গুণ স্যার চার্লস নেপিয়ারে ছিল না। এইটী বলাতে পাঠকগণ যেন এমন ভাবেন না, যে, গুণশূন্য লোক যেমন নির্বীহ ভালমানুষ হইয়া থাকে, তবে বুঝি তিনি তাই। সুদ্ধ সেরূপ গুণহীন হইলে তো তিনি বাপের ঠাকুর হইতেন—তাহাতে তত আগুন লাগিত না।

দুঃখের উপর দুঃখ, তিনি যেমন ঐ সকল গুণ-শূন্য, তেমনি তদ্বিপরীত দোষ কলঙ্কে পূর্ণ ছিলেন। তিনি এ দেশীয় লোকের ভাষা, ভাব, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, মর্ম্ম, কিছুই জানিতেন না এবং জানা যে অত্যাবশ্যক, তাহাও স্বীকার করিতেন না। অধিকন্তু সে সব রীতি নীতি অতি মন্দ, অতি অসভ্য ও অতি জঘন্য, এইরূপই তাঁহার সংস্কার ছিল। যে দেশে তিনি তখন দৌত্য কার্য্যে ও সৈন্যাধ্যক্ষতা করিতে গিয়াছেন, তত্রত্য রাজা বা আমীরদের প্রতি তিনি ঘোর কুসংস্কারাবিষ্ট ছিলেন। যে কর্ম্মে তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন, সে পদের প্রকৃত ভাব গ্রহণ ও মর্ম্মাধধারণেও তিনি সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার সংস্কার ছিল, অসভ্য আমীরগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক শাসনে রাখাই তাঁহার নিয়োগের এক মাত্র উদ্দেশ্য। প্রত্যুত, দৌত্যকর্ম্ম যে কেবলই শান্তিবাহক ও উভয় পক্ষে মৈত্রতা সম্পাদক, এ পবিত্র ভাব তিলেকের তরেও তাঁহার মনে স্থান পাইত না। সেই সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বিখ্যাত-নামা মনরো, ম্যালকম্ ও এল্‌ফিনিস্টন প্রভৃতি মহাত্মারা বাক্যের উপপত্তি ও ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সব মহা তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না—তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন—সে ব্যবহারিক সজ্ঞানকে তিনি নিতান্তই উপেক্ষা করিতেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি যে নব পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহাতে ব্রিটিস নামে চির কলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে। আমরা পরম দুঃখের সহিত তৎপ্রক্রিয়া ও ফল বর্ণনে বাধিত হইতেছি।

স্যার চার্লস নেপিয়ার খৃঃ ১৮৪২ অব্দে ইংলণ্ড হইতে পোতারোহণে আসিয়া ৯ ই সেপ্টেম্বর দিবসে করাচিতে অবতরণ করেন। ১৭ই তারিখে সিন্ধু দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকাযোগে সিন্ধু নদ বাহিয়া যাইবার সময় নিম্ন সিন্ধুর রাজধানী হায়দ্রাবাদে উঠিয়া তত্রত্য আমীরগণকে দর্শন দিলেন। প্রথা এই, এ দেশীয় কোনো রাজসভায় যখন কোনো নূতন রাজদূত বা রাজকীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হন, তখন গবর্ণমেণ্ট সেই রাজাকে তৎসমাচার রীতিমত বিজ্ঞাপন করেন। স্যার চার্লসের নিয়োগ সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই হয় নাই এবং তিনি যে গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন, তাহার কোনো নিদর্শনই তাঁহার সঙ্গে ছিল না। ইটী সামান্য ত্রুটী বলিয়া অনেকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা এদেশীয় রাজাদের আদব-কায়দানুরাগ বিশেষরূপে জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা যৎসামান্য ভুল বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু তথাপি স্যার চার্লসকে আমীরগণ যথোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা সহকারে গ্রহণ করিলেন।

হায়দ্রাবাদে তাঁহার প্রথম কার্য্য কি হইল? তিনি যখন তথা হইতে সুকর যাত্রা করেন, তখন

আমীরগণকে একপত্র লিখিয়া গেলেন। " তোমরা সন্ধিপত্রের অন্যথা করিয়াছ " এই অভিযোগই সে পত্রের বিষয়। আমরা সেই অভিযোগের কথা যথা-স্থানে পরে বিবেচনা করিব, আপাততঃ পত্র লিখিবার ধরণ ও প্রণালী এবং পত্রের পাঠ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিতেছি।

আমীরগণ এক দেশের স্বাধীন রাজা—মহারাণীর মিত্র রাজা। স্যার চার্লস মহারাণীর প্রতিনিধির প্রতিনিধি—বেতনভুক কর্ম্মচারী মাত্র। আমীরগণকে তাঁহার পত্র লিখিতে হইলে যথা রীতি বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক শিষ্টাচারের বাক্যেই লিখিতে হয়। কিন্তু মহারাণী নিজে বা গবর্ণর জেনারেল নিজে তদ্রূপ রাজগণকে যেরূপ পাঠ ও ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেনাপতি সে দিগেও যান নাই—তিনি যেন তাঁহার কোনো অধীন কর্ম্মচারীকে লিখিতেছেন, প্রায় এই ভাবেই ঐ পত্র এবং ভবিষ্যতে বহু পত্রাদি লিখিয়াছিলেন! ইহাতে আরো আশ্চর্য্য এই, যে, তাঁহার নিয়োগ-কর্ত্তা লর্ড এলেনবরা পাছে কোনো রাজদূত বা রাজপ্রতিনিধি দেশীয় রাজগণকে অযথা ও অশিষ্টাচারমূলক লিপ্যাদি লিখেন, তন্নিবারণার্থ তৎপূর্ব্বেই এক উপদেশপত্র প্রচার করেন। তাহাতে স্পষ্ট লেখা, যে ;—

" on all occassions to manifest the utmost personal consideration and respect to the several native princes with whom they might communicate ; to attend to their personal wishes ; to consider themselves as much the representation of the *friendship* as of the *power*, of the British Government ; and to be mindful that even the necessary acts of authority may be clothed with the veil of courtesy and regard."

অর্থাৎ" সকল অবস্থাতেই রাজগণকে পত্রাদি লিখন কালে অত্যন্ত মান্য প্রদান ; তাঁহাদের ইচ্ছা ও রুচির প্রতি সবিশেষ আস্থা প্রকাশ ; আপনাদিগকে ব্রিটিস মৈত্রতা ও ক্ষমতা উভয় বিষয়েরই প্রতিনিধি জ্ঞান ; এবং ক্ষমতা প্রকাশের নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও শিষ্টাচার ও সম্ভ্রমের বাক্যে সেই ক্ষমতাকে আচ্ছাদন করিবে।"

এমন পরিস্কার আজ্ঞা সত্বেও স্যার চার্লস অমর্য্যাদামূলক, কর্কশ ও বৃথা ক্ষমতা প্রকাশক লিপি দ্বারা অনর্থক আমীরগণকে অপদস্থ ও ঘোর অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন!

প্রথম পদার্পণেই এই রূঢ় ব্যবহার করিয়া স্যার চার্লস হায়দ্রাবাদ ছাড়িয়া উপর-সিন্ধু চলিলেন। ৫ই অক্টোবরে সুকর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। উত্তর সিন্ধুতে যে ব্রিটিস বাহিনী ছিল, তাহারা ঐ স্থানেই তখন ছাউনি করিয়াছিল।

তাঁহার নিয়োগ সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, যে, " যদি আমীরগণ কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কখনো কোনোরূপ প্রতিকুলতা বা বিপক্ষতা ভাব অবলম্বন করেন, তবে তাঁহাদিগকে বা তাঁহাকে অন্যের দৃষ্টান্ত জন্য বিশেষরূপে দণ্ড দান করিতে হইবে।"

এই আদেশ পূর্ব্ব অপরাধ সম্বন্ধে নয়, ভবিষ্যতের বিপক্ষতা উদ্দেশেই প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেনাপতি সুকরে পৌঁছিয়া গবর্ণমেণ্টের যে নূতন আদেশপত্র পাইলেন, তাহাতে পূর্ব্ব অপরাধের কথাও লিখিত ছিল। অর্থাৎ " আফ্‌গান বিভ্রাটের সময় যদি কোনো আমীর শাত্রবতা অবলম্বন বা তাহার কোনো নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে এই জন্য দণ্ডাধীন করা আবশ্যক, যে, ভবিষ্যতে আর কেহ তদ্রূপ আচরণ না করে। কিন্তু সে অপরাধ নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হওয়া চাই। আপনি তন্ন তন্ন ও নিরপেক্ষ

সূক্ষ্মানুসন্ধানের পর মীমাংসা করিবেন। আপনার ন্যায়ানুরাগের উপর গবর্ণর জেনারেল নির্ভর করিয়া এই ভার দিতেছেন, যে, নিতান্ত সন্দেহ-শূন্য ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ ব্যতীত আপনি কাহাকেও অপরাধী পদে স্থাপন করিবেন না।"

সুকরে গিয়া সেনাপতি এই উপদেশপত্র পাইলেন। সে পত্র তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ডাকে আসিয়াছিল। এখন তবে নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনরুদ্দীপ্ত করাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য হইল। আফ্‌গান বিভ্রাট তখন চুকিয়া গিয়াছে, সে সময়ে কেহ কিছু গুপ্তভাবে করিয়াছিল কিনা, অধুনা তাহা খুঁচিয়া বাহির করা কি উদার গবর্ণমেণ্টের উচিত? গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতের নিমিত্ত সেনাপতিকে যে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত বটে। এখন আবার এই যে দ্বিতীয় আদেশ, ইহা কোনোমতেই মহৎ পদাকাঙ্ক্ষী মিত্র রাজার উপযুক্ত নহে। কিন্তু প্রিয় পাঠক! ইংরাজ জাতি কোনো গূঢ় অভিসন্ধি ব্যতীত কি এরূপ কাজ করেন? আমরা নিশ্চিত জানি, কোনো গুপ্ত উদ্দেশ্য না থাকিলে গবর্ণমেণ্ট এমন অনুদার কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। সেই গুপ্তাভিপ্রায় যে কি, তাহা তবে অগ্রে বলিতে হইল।

আমীরগণের সহিত ১৮৩৯ সালের যে সন্ধি ছিল, কোনো কোনো হেতু বশতঃ ১৮৪২ সালে তাহার রূপান্তরের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। অর্থাৎ কোনো অভিনব স্বার্থ উদিত হইয়াছে—হইয়া বলিয়া দিতেছে, যে, " পূর্ব্ব সন্ধি দূর কর—নূতন বন্ধনে আশ্রিতের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরো দৃঢ়তর রূপে আবদ্ধ ও আকুঞ্চিত করিয়া লহ!" পাঠক! তাহার স্পষ্ট বিবরণ শ্রবণ করুন ;—

আফ্‌গানিস্থান হইতে ইংরাজ-সৈন্য ফিরাইয়া আনা আবশ্যক হইয়াছে—সে দুর্জ্জয় প্রদেশে আর তিষ্ঠিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে এমন স্থানে রাখা চাই, যে স্থান হইতে আফ্‌গানিস্থানের উপর সতর্ক প্রহরিতা ও ব্রিটিস সাম্রাজ্যের সীমা রক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তজ্জন্য করাচি প্রদেশ ও সুকর জিলাই মনে মনে মনোনীত করা হয়। সুকরের মধ্যে বুকর দুর্গ উত্তম স্থান। ১৮৩৯ সালের সন্ধি মতে বুকর দুর্গে ব্রিটিস সৈন্যের স্থায়ীরূপে থাকিবার যো নাই। যদি কাহারো সহিত সংগ্রাম ঘটে, তবে তথায় তৎকালে মাত্র সামরিক সরঞ্জাম ও ধনাদি রক্ষিত হওনের করার আছে। কাজেই সে সন্ধি পরিবর্ত্তিত করিয়া করাচি ও সুকর প্রদেশ চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করা বড় আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তৎসঙ্গে বাণিজ্য ও সিন্ধুনদবাহী ষ্টীমার সমূহের জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতির নূতন বন্দোবস্ত আবশ্যক। ১৮৪২ সালের মে মাসের শেষে গবর্ণর জেনারেল মেজর আউটরামকে এতদুপলক্ষে যে পত্র লিখেন, তাহাতে লেখা " আমীরগণ বৎসর বৎসর নগদ যাহা দিয়া থাকেন, স্থায়ীরূপে করাচি ও সুকর বুকর দুর্গ সহিত অর্পণ করিলে তাহা আর দিতে হইবে না।"

কিন্তু আত্ম স্বার্থ কে না বুঝিয়া থাকে? আমীরগণ দুর্ব্বল হইলেও এত নির্ব্বোধ নন, যে, ইচ্ছা পূর্ব্বক কাচের বিনিময়ে মনি দান করিবেন। মেজর আউটরাম ইটী বিলক্ষণ জানিতেন। এই জন্যই তিনি সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। হঠাৎ এরূপ অকচিকর প্রস্তাব করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, কেবল আমীরগণের অতুষ্টিই জন্মিবে, সুতরাং এমন কোনো সূত্র, ছল বা উপলক্ষের নিতান্ত প্রয়োজন, যখন প্রয়োগ মাত্র ঔষধ ধরিবে!

এমন সময় সিন্ধু প্রদেশস্থ তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারিগণ হইতে তিনি এরূপ ভাবের সংবাদ

প্রাপ্ত হইলেন, যাহাতে কোনো কোনো আমীরকে ব্রিটিস বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী রূপে সন্দেহ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ আফগান বিপদের সময় আফগান দূত দ্বারা উত্তেজিত হইয়া কোনো কোনো আমীর নাকি আফগানদের সহিত অতি যৎসামান্য কুপরামর্শ বাদ করিয়াছিলেন। মেজর আউটরাম নিজেই সেই ষড়যন্ত্রকে নিতান্ত অসার ও তুচ্ছ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই অভিযোগ সপ্রমাণ হইতে পারে কিনা, তাহাতেও সন্দিহান হইয়াছিলেন; তথাপি এই ছল ধরিয়া সন্ধির পরিবর্ত্তন ও অভীষ্ট লাভ হওনের সম্ভাবনা বিবেচনায় তাহাকে প্রেমালিঙ্গন সহকারে অবলম্বন করিলেন।*

এই কৌশলানুসারে ও নূতন সন্ধির সিদ্ধি প্রত্যাশায় মেজর আউটরাম একখানি নব সন্ধির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া জুন মাসের একবিংশ দিবসে গবর্ণর জেনারেলের দৃষ্ট্যর্থ পাঠাইয়া দিলেন। তাহার প্রধান ধারা গুলি এই;—

১ম। চিরকালের মত বুকর দুর্গের সহিত সুকর ও বন্দর সহিত করাচি নগর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে অর্পিত হইবে।

২য়। করাচি হইতে তাতা পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের বাণিজ্য শুল্ক রহিত হইবে।

৩য়। ইংরাজেরা সিন্ধুনদের প্রত্যেক কূলে দুই শত হস্ত পর্য্যন্ত স্থানের কাষ্ঠ কাটিয়া লইতে পারিবেন।

৪র্থ। জলকর সম্পূর্ণরূপে রহিত হইবে।

৫ম। ঐ সকলের জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট নগদ টাকার দাবী সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিবেন।

যদিও মেজর সাহেবের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রানুসারে আমীরগণের আর্থিক ক্ষতি কিছুই হইত না, (কেননা, সেই সেই ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয় তখন সার্দ্ধতিন লক্ষ মুদ্রা; এবং তাঁহাদিগকে প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্টের হস্তে নগদ তিন লক্ষ সার্দ্ধষোড়শ সহস্রটাকা দিতে হইত; সুতরাং সাড়ে তেত্রিশ হাজার বাঁচিতে পারিত) কিন্তু এই কয়েক সহস্র টাকার জন্য পৈতৃক সম্পত্তি, চিরন্তন রাজত্ব, অনুগত প্রজা এবং অসীম প্রভুত্ব ত্যাগ করা যে কত কষ্টের বিষয়, তাহা পুরাতন ভুম্যধিকারী ভিন্ন অন্যের অনুভব করা কঠিন। রাজত্ব, প্রভুত্ব, তজ্জনিত মান, পদ, গৌরব ও মহত্ত্ব এবং পুত্রসম প্রজাধিকারের যে সুখ, তাহা কি রথ্‌সচাইলড্ সদৃশ অর্ব্বুদপতি বণিকেরও সম্ভবে? এবং আর্থিক ক্ষতিই বা নয় কেন? দেশে শান্তি বৃদ্ধির সঙ্গে ভূসম্পত্তির আয় বৃদ্ধি তো নিত্য ঘটনা। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে বার্ষিক অর্থ লইতেন, তাহা তো উত্তর সিন্ধুর আমীরগণকে দিতে হইত না। তবে তাঁহাদিগের নিকট সুকর ও বুকর গ্রহণ কি বলপূর্ব্বক হরণ নয়?

সত্য বটে, ঐ স্থান কয়টী পাইলে আমাদের গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উপকার; কিন্তু আমার বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া কি তোমার বিষয় তুমি আমাকে দিতে সম্মত হইবে? তুমি যদিও বলবান হও এবং আমি যদিও দুর্ব্বল ও আশ্রিত প্রতিবাসী, তথাপি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে তুমি কদাচ এমন প্রস্তাব করিতে পার না! অথবা তুমি নিতান্ত স্বার্থলোভে ধর্ম্মান্ধ না হইলে আর এমন কথা মুখে আনিতে, কি মনে ভাবিতেও যোগ্য হও না!

* জগতে স্বার্থের ন্যায় মোহকরী বস্তু আর নাই। যে ডিউক অব ওয়েলিংটন জাতি নির্ম্মল-চরিত বলিয়া জগৎ পূজিত, তাঁহার কথা গত সংখ্যায় পাঠক পাঠ করিয়া থাকিবেন এবং এই প্রবন্ধে পূর্ব্বে যে আউটরামের এত সুখ্যাতি লিখিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যবহারও দেখুন।

যদি আমীরগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এরূপ বন্দোবস্তে সম্মতি দান করিতেন, তবে কোনো কথাই ছিল না। তাহা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহারা কোনোরূপ নূতন সন্ধির কথায় একবারে নূতন অশ্বের পৃষ্ঠে পর্য্যাণ দিলে যেরূপ চঞ্চল হয়, সেইরূপ অসহিষ্ণু। তাঁহাদের মন তখন ইংরাজগবর্ণমেণ্টের ভাবী অভিপ্রায় ভাবনায় নিতান্ত অস্থির ও ভয়াকুল। লর্ড এলেনবরাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। কেননা, মেজর আউটরামের ঐ পাণ্ডুলিপি পাইয়া তিনি উত্তর দিলেন, যে "এত তাড়াতাড়ি এই নূতন সন্ধির জন্য জিদ করা উচিত নয়। তাহাতে আমীরগণ অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। আপাততঃ তাঁহাদের অসন্তোষ উৎপাদন আমার ইচ্ছা নয়।" ঐ পত্রে ইহাও লিখিত ছিল, যে, "পরে ভালরূপে ঠাহর করিয়া দেখিতে হইবে, যে, এই বন্দোবস্তের দ্বারা সৈনিক ব্যয় গবর্ণমেণ্টের নিজ স্কন্ধে বহনানুরূপ কোনো বিশেষ উপকার দর্শিবে কি না।" অতএব মেজর আউটরামের পাণ্ডুলিপি ও প্রস্তাব একপ্রকার স্থগিত রহিয়া গেল। মেজর সাহেবও তখন অন্য কার্য্য ব্যপদেশে কোয়েটা গিয়াছিলেন। সুতরাং আমীরগণের নিকট ঐ প্রস্তাব তখন উত্থাপিতও হয় নাই। যদি এই পর্য্যন্ত হইয়াই এ বিষয়ের শেষ হইত, তবে আমরা উপরে যত মন্তব্য প্রকাশ করিলাম, তাহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। অথবা মেজর আউটরাম যদি তত্রত্য দৌত্যপদে আরো কিছুকাল থাকিয়া যাহা হয় শেষ বন্দোবস্ত একটা করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও বিশেষ কোনো শোচনীয় ব্যাপার ঘটিত না। কেননা, তিনি আমীরগণকে ভালরূপেই জানিতেন, তাঁহাদিগকে পরিচালন করিতেও জানিতেন এবং আমীরগণও তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। তিনি বুঝাইয়া পড়াইয়া ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া উভয় দিগ রক্ষা করিতে পারিতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ দুইটীর একটীও হইল না—ঐ বিষয় স্থগিত হইয়াও হইল না এবং আউটরামও সে পদে রহিলেন না। তাঁহার পদে যিনি আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার ন্যায় কোনো গুণশালী নহেন, বরং বিপরীত দোষমালায় ভূষিত, অথচ তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর ক্ষমতাধারী; সুতরাং তাঁহা হইতে মন্দ বই ভালর আশা কি?

গবর্ণমেণ্টের নিগূঢ় অভিপ্রায় এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কথা সম্বন্ধে সে সকল গোল ছিল, তাহা বুঝাইয়া দিয়া এক্ষণে আমরা প্রকৃত ইতিহাসে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করি।

সুকরে স্যার চার্লস রহিয়াছেন; কোয়েটা হইতে মেজর আউটরাম ফিরিয়া আইলেন। স্যার চার্লস তাঁহাকে আদেশ করিলেন, যে, "যে সব সূত্রে আমীরগণকে ব্রিটিস বিরোধী বলিয়া সন্দেহ জন্মিয়াছিল, সেই সকল সূত্র জ্ঞাপন এবং তৎসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র অর্পণ কর।"

সেই আজ্ঞানুসারে মেজর আউটরাম দুইখানি অভিযোগ পত্র দিলেন। একখানি উপর সিন্ধুর দুইজন এবং অপর খানি নিম্ন সিন্ধুর চারিজন আমীরের বিরুদ্ধে। তৎসঙ্গে প্রমাণাদির কাগজপত্রও অর্পণ করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে আপন কার্য্য ভার বুঝাইয়া দিয়া ১২ই নবেম্বর দিবসে সিন্ধু পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার বিয়োগ জন্য সকলই দুঃখিত হইল।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে স্যার চার্লস নেপিয়ারের শাসন (দৌত্য কর্ম্ম নয় এবং যুদ্ধ সৈনাপত্যও নয়!) আরম্ভ হইল।

তিনি অগৌণেই ঐ সব অভিযোগের অনুসন্ধান ও বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐসব অভিযোগ সত্য হইলেই নূতন সন্ধির ছল লভ্য হয়। সুতরাং

অনুসন্ধানের শেষ হইতে বেশী সময় লাগিল না। দ্বাদশ দিবস তিনি সুকরে পদার্পণ করিয়াছেন এবং সপ্তাহ মাত্র অভিযোগের কাগজ পত্র পাইয়াছেন, তথাপি সেই স্বল্পকালের মধ্যেই অত বড় গুরুতর বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান, প্রমাণ সংগ্রহ, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং মীমাংসা সকলেই হইয়া গেল! ঐ সময়ের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টে প্রেরিতব্য রিপোর্ট প্রস্তুত হইল! সে বিজ্ঞাপন সামান্য বস্তু নহে—তদ্দ্বারা চালিত হইয়া গবর্ণর জেনারেল এক দেশের কয়েকজন রাজার ও লক্ষ লক্ষ প্রজার ভাগ্যনির্ণয় করিবেন!

এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব, নিরপেক্ষ বিজ্ঞ ইংরাজেরাও লিখিয়া গিয়াছেন, যে "এতৎপাঠে বড় কষ্টানুভব করিলাম।" বিজ্ঞাপনের স্থানে যে সব বাক্য আছে, তাহাতে বিজ্ঞাপনের মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝা যায়। সে অভিপ্রায় আর কিছুই না, কোনোমতে ছল ধরিয়া বল করিয়া রাজ্য গ্রহণ। সেই সব উক্তিতে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্তির সীমা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অতএব তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"We want only a pretext to coerce the Amirs."

অর্থাৎ বলপ্রকাশের জন্য একটা ছল মাত্র চাই!

এমন কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা কি মহাবীর ভিন্ন অন্যের সাধ্য! আবার এক স্থলে অপ্রাসঙ্গিকরূপে এবং নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে লিখিয়াছেন, যে ("barbarism of those Princes and their unfitness to govern a country.") আমীরগণ অসভ্য এবং একটা দেশ শাসনে নিতান্ত অযোগ্য! তাঁহার একথা লিখিবার অধিকার কি? অসভ্য বা অযোগ্য হউক, সন্ধি-বদ্ধ মিত্ররাজারা আপনাদের রাজ্য যদৃচ্ছাক্রমে আপনারা শাসন করিবে, তাহাতে সন্ধি পত্রের মর্ম্মানুসারে এরূপ কার্য্য অভিপ্রায় রাজদূতের মুখে সম্ভবে না। দুর্ব্বল বলিয়া এরূপ ব্যবহার বা অসমর্থ বলিয়া রাজ্যহরণ করা যদি সঙ্গত হয়, তবে মিত্র বলিয়া সম্বোধন ও মিত্রতাসূত্রে সন্ধি নির্ব্বন্ধনের প্রয়োজন কি ছিল—একবারে প্রথম হইতেই রাজ্য-হরণ করিলেই তো সকল জঞ্জাল মিটিয়া যাইত!

আবার লিখিয়াছেন;—

"the more powerful government will at no distant period swallow up the weaker."

অর্থাৎ প্রবল রাজা দুর্ব্বলকে অনতিবিলম্বে অবশ্যই গ্রাস করিবে।

হায়! ইটী যাঁহর ভবিষ্যৎ বাণী, তিনিই তাহা সিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন! ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যদি স্যার চার্লস নেপিয়ারকে একে একে এদেশীয় সকল রাজসভায় প্রেরণ করিতেন, তবে ঐ উপপত্তির (Theory) উপর নির্ভর করিয়া তিনি এমন কলকৌশল গাঁথিয়া দিতেন, যাহাতে এত দিনে সমস্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র রক্তবর্ণের রেখায় অঙ্কিত হইতে পারিত—নামে স্বাধীন বলিয়া যে কয়েকটী রাজ্য অদ্যাপি তিষ্ঠিয়া আছে, তাহার একটীও সে অবস্থাতেও থাকিত না—সর্ব্বগ্রাস ঘটিয়া উঠিত!

ঐ উপপত্তি প্রকাশের পর এমন ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, যে, যদি তাহাই নিশ্চিত হইবে, তবে আর কাল ব্যাজ কেন? তবে তাহা এই সূত্রে এখনই কেন করা যাউক না!!

পাঠক! সভ্যতম ধার্ম্মিক সেনাপতির স্বাভিপ্রায় ও চমৎকার উপপত্তি তো শুনিলেন, এখন আমীরগণের অপরাধ, তাহার প্রমাণ এবং কিরূপে

তিনি তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

দ্বিবিধ অপরাধের অভিযোগ হইয়াছিল।

প্রথম। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতি ক্ষীরপুরের প্রধান আমীর মীর রস্তম খাঁ এবং হায়দ্রাবাদের জ্যেষ্ঠ আমীর মীর নসির খাঁ শাত্রবতাচরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়। ঐ দুই আমীর এবং ক্ষীরপুরের মীর নসির খাঁ ও হায়দ্রাবাদের মীর মহম্মদ খাঁ, মীর সাদদ খাঁ ও মীর হুঁসেনালী খাঁ সন্ধি পত্রের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, মীর আলী মোরাদ নামে মীর রস্তমের এক ভ্রাতা ছিল। সেই ভ্রাতা তাঁহার পরম শত্রু। রস্তমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসন না পায় অর্থাৎ সে নিজে উত্তরাধিকারী হয়, ঐ কৌশলী বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা অতঃ পরতঃ কেবল এই চেষ্টাতেই কালহরণ করিতেছিল। সে এই উদ্দেশেই স্যার চার্লস নেপিয়ারের অত্যন্ত অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠে এবং আমীরগণের অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহে অত্যন্ত তৎপর থাকে। এই কয়টী কথা বলিয়া রাখিয়া এক্ষণে আবার আমরা উক্ত দুই অপরাধময় অভিযোগের বিচারে লিপ্ত হইতেছি।

প্রথম অপরাধের প্রকৃতি ও প্রমাণ এই;—

মীর রস্তম নাকি লাহোরাধিপতি মহারাজ সের সিংহকে এক পত্র লিখেন। কয়েক জন আমীরের সহিত শিখ মহারাজার পুনর্ব্বার বন্ধুতামূলক সন্ধি হয়, ইহাই ঐ পত্রের তাৎপর্য্য। তাহাতে ইংরাজের নাম ছিলনা; কেবল অস্পষ্ট ভাষায় "সেই জাতির প্রতি আমাদের প্রতিকূল ভাব আছে" এতাবন্মাত্র লিখিত হয়। ঐ কথাতেও ব্রিটিসের প্রতি শাত্রবতা ভাব কিছুই বুঝাইতে পারে না। মীর রস্তমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন, পত্রে এই ভাবই সম্পূর্ণ।

আবার ঐ পত্র বাস্তবিক মীর রস্তম লিখিয়াছিলেন ও পাঠাইয়াছিলেন কিনা, তাহারও অন্য প্রমাণাভাব, কেবল মীর রস্তমের উক্ত বৈরি ভ্রাতা বলে, যে, আমার লোকদের দ্বারা ইহা ধৃত হইয়াছে। এবং বিশিষ্ট প্রমাণের মধ্যে ঐ পত্র মীর রস্তমের মন্ত্রীর হস্তাক্ষরের ন্যায় লেখায় লিখিত এবং উহাতে তাঁহার মোহরাঙ্কিত ছিল। সিন্ধুদেশে এবং ভারতের সর্ব্বাঞ্চলে তখন জাল করা যে কত সহজ কাজ, তাহা বোধ হয় পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। অন্য বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত শুদ্ধ ঐরূপ পত্র কখনই কোনো আদালতে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। কর্ণেল আউটরাম বলেন, যে, "তাহার পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সিন্ধুপ্রদেশেই ঐ আমীরগণের নিকটেই অনেকে আমার স্বাক্ষরিত চিঠি উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে এত প্রতারিত করিয়াছিল, যে, সেই প্রতারকেরা ভুলম্পত্তি পর্য্যন্ত দান প্রাপ্ত হইয়াছিল। শেষে কোনো সূত্রে আমি তাহা জানিতে পারিয়া আমীরগণকে সতর্ক করিয়াছিই ইত্যাদি।" অপিচ, ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে সুকর-রাজ্য-বাসী এক ব্যক্তি জাল অপরাধে ধৃত হয়; তাহার নিকট আমীরগণের মোহরের ঠিক অনুরূপ (জাল) মোহর কয়টী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল বিশিষ্ট হেতুবশতঃ এবং রস্তমের পরম শত্রুর লোক দ্বারা লাহোরের পত্র প্রাপ্তি বিবেচনায় বিশেষ সতর্কতা সহকারে মীমাংসা করা সেনাপতির অতি কর্ত্তব্য ছিল। তিনি আমীরগণের বিরুদ্ধে নিতান্ত কুসংস্কারাবিষ্ট ও তাঁহাদের রাজ্যগ্রহণে একান্ত লোলুপ না হইলে ঐ পত্রকে এতবড় অভিযোগের সূত্র করা দূরে থাকুক, তাহাকে ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেন।

রস্তম কর্ত্তৃক উক্ত পত্র প্রেরণের সত্যতা বিষয়ে মেজর আউটরাম সন্দিহান হইয়া লাহোরের মহামান্য রাজদূত মেং জর্জ্জ ক্লার্ক সাহেবের নিকট ঐ লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, ক্লার্ক সাহেব কৌশলে লাহোর দরবার হইতে ইহার সত্য তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। মেং ক্লার্ক ছয় মাস পত্র খানি রাখিয়া লর্ড এলেনবরার নিকট বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, যে, " আউটরামের সন্দেহ অমূলক বলিয়া বোধ হইল না। "

কিন্তু সে সব কথা কি সেনাপতির স্বেচ্ছাচার ও কুসংস্কার-প্রবণ মন গ্রাহ্য করে? যেদিন ক্লার্ক সাহেবের নিকট হইতে ঐ পত্র তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আইসে, সেই দিবসেই লর্ড এলেনবরাকে তিনি লিখেন, যে, তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী লেফ্‌টেন্যাণ্ট ব্রাউন তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে জানাইয়াছেন, যে এই পত্রের সত্যতা বিষয়ে কোনো সন্দেহই হইতে পারে না! এমতে কেবল মাত্র এক জন সহকারীর ঢালা কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি এক জন সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার সর্ব্বনাশমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন! যে ভাষায় সেই পত্র লিখিত, তাঁহার সেই সহকারী সে ভাষা লিখিতে কি পড়িতেও জানিতেন না, সুতরাং সেই খৃষ্টান কর্ম্মচারী কিসে যে " নিশ্চিত রূপে জানাইলেন " এবং সেনাপতি মহাশয় যে কিসে তাঁহার কথাকে বাইবেলবৎ গ্রাহ্য করিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন—নরলোকে অন্যের জানিবার কোনো উপায়ই নাই! অধিকন্তু যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং যাঁহার মোহরাঙ্কিত ও প্রেরিত পত্র বলিয়া এত গোলযোগ, তাঁহাকে আপন অপরাধ মোচনার্থ কোনো সুযোগও দেওয়া হইল না—তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসাটাও করা হইল না—সামান্য এক জন তস্করকে যে স্বত্ত্ব দেওয়া হয়, তাঁহার প্রতি সে অনুগ্রহও হইল না, অথচ চুপে চুপে অভিযোগ ও অপরাধটী সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গেল! ইহার ন্যায় বিস্ময়কর ব্যাপার অপর কতিপয় ইংরাজ রেসিডেণ্ট বা পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মহাশয়রাই সময়ে সময়ে যাহা দেখাইয়াছেন, নতুবা অন্য কোনো সভ্য জনমণ্ডলে ইহার সাদৃশ্য নিতান্তই দুর্ল্লভ!

মনে করুন, সেই পত্র ও মোহর যেন জাল নয়—মনে করুন, যথার্থই তাহা মন্ত্রীর লেখা ও রস্তম খাঁর মোহর; তথাপি ইটীও তো অভ্রান্তরূপে সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক যে, ঐ পত্র মীর রস্তমের জ্ঞাতসারে লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার অজ্ঞাতসারে এরূপ হওয়াও কি সম্ভব নয়? তাঁহার মন্ত্রী যদি নিজে কিছু করিয়া থাকে, তবে তাঁহার দোষ কি? বা তাঁহার শত্রু পক্ষীয়েরা ধন দ্বারা তাঁহার মন্ত্রীকে বশ ও চৌর্য্য দ্বারা তাঁহার মোহর ব্যবহার কি করিতে পারে না? মোহনলাল বলিয়াছেন ১৮৩৯ সালে যখন প্রথম সন্ধি হয়, তখন ঐ আলী মোরাদ চৌর্য্য পূর্ব্বক রস্তম খাঁর মোহর হস্তগত করিয়া আপন দুরভিসন্ধি সাধনোদ্যত হইয়াছিল; কেবল স্যার আলেক্‌জন্দর বর্ণেস সাহেবের চতুরতা জন্য সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী ঘটনামালার মধ্যে ঐ ধূর্ত্ত ভ্রাতার চরিত্র যেরূপ প্রকাশ পাইবে, তাহাতে অনায়াসে অনুমিত হয়, (যুদ্ধ আমরা নই, ইংরাজ ইতিবৃত্ত লেখকেরাও এইরূপ অনুমান করিয়াছেন) যে, ঐ বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা দ্বারাই এই কর্ম্ম হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি।

গত দুই সংখ্যায় কোনো সমালোচনা প্রকাশ না পাওয়াতে প্রাপ্ত গ্রন্থের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। সে গুলির সম্বন্ধে যথাশক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উক্তি প্রকাশে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। তবে দুঃখের বিষয়, বহু পুস্তকের সমালোচনা এককালে প্রকটন করিবার প্রয়োজনে কোনো খানিরই সম্যক দোষ গুণ প্রদর্শন সম্ভবেনা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় যে সকল গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার হইয়াছে, তত্তাবতের বিচার সংখ্যাবাহিকরূপে অগ্রে নিষ্পন্ন না হইলে উত্তরকাল-প্রাপ্ত পুস্তকাদির আলোচনায় প্রায় আমরা প্রবৃত্ত হই না। অতএব যাঁহাদের পুস্তক এ সংখ্যায় আলোচিত না হইয়া উঠিবে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ নিয়ম স্মরণে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

১। কলির দশ দশা।

সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে এই আক্ষেপ উপস্থিত হয়, যে, হায়! কেন বা আমরা পরিণাম বিবেচনা না করিয়া গ্রন্থালোচনা রূপ ভয়ঙ্কর ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলাম! ইহাতে কত যে বন্ধু বিচ্ছেদ, কত যে অনুরাগী পাঠকের বিরাগোৎপাদন, কত যে শত্রু বৃদ্ধি, কত যে ক্রোধান্ধ লোকের ক্রোধে পতন ইত্যাদি বিভ্রাট জন্মে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না! অবশ্যই সেই বিচ্ছেদ, সেই বিরাগ, সেই শাত্রবতা ও সেই ক্রোধ ততক্ষণ পর্য্যন্ত নয়, যতক্ষণ ঐ বন্ধু, ঐপাঠক, ঐ শত্রু ও ঐ ক্রোধী মহাশয়েরা গ্রন্থ রচনা না করেন এবং রচনার পর যতক্ষণ না তাহা প্রচার ও আমাদের নিকট প্রেরণ করেন! ঐরূপ কোনো মহাশয় এক খানি গ্রন্থ ছাপাইয়া যখন আমাদিগকে দিতে আইসেন, তখন তাঁহার কি প্রফুল্ল মুখ—কি উৎসাহ—কি যশেপ্সা-মাখা নয়ন! যদি তাঁহার গ্রন্থ খানি ভাল হয়, তবেই উত্তম; মন্দ হইলে কি প্রমাদ! সেই প্রফুল্লতা ও উৎসাহ স্মরণ করিয়া কোন্ প্রাণে যে মর্ম্মভেদী কঠোর আলোচনা লিপিবদ্ধ করিব, তাহা ভাবিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু যে চৌকীদারী ঝক্‌মারি কর্ম্ম লওয়া হইয়াছে, তাহাতে গত্যন্তরও নাই! সুতরাং এমন কর্ম্মে ধিক! একবার প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্র ছাড়িবার পন্থাও সহজে দেখি না—অথচ কেবল মর্ম্ম পীড়ায় পুড়িয়া মরিতে হয়! কঠোর আলোচনা দ্বারা সুদ্ধ গ্রন্থকারই পুড়িয়া মরেন না—আমরাও মরি! সর্প দংশনে সুদ্ধ রোগী জ্বলে না—সর্পের ল্যাজও খসে! তবে সর্পে ও আলোচকে এই প্রভেদ, সর্প বিষদন্তাঘাতে এক জনের প্রাণ হরণের সঙ্গে সমগ্র সমাজের অপকার করে; কিন্তু সমালোচক এক জনকে দংশন বা এক জনের অপকার সাধন দ্বারা সমগ্র সমাজের উপকার করেন। কখনো কখনো ভুল হয়, কিন্তু তাহা অসাধারণ।

সে যাহাই হউক, কাহাকে দংশন করিতে হইলেই প্রাণ কাঁদে। সমাজের উপকার সত্য, কিন্তু কাজটী তো দংশন করা। সমাজের হিতানুরোধে দয়ালু বিচারক কৃষ্ণ টুপি মাথায় দিয়া যখন বধাজ্ঞা দান করেন, তখন তাঁহার হৃদয় কি দ্রবীভূত হয় না? " কলির দশ দশা " নামক গ্রন্থ বা তদ্রূপ পুস্তকাদির বিচার কালেও আমাদের অভিন্ন সেই হৃদয় বিদারক অবস্থা উপস্থিত হয়!

" কলির দশ দশা " পুস্তক খানির ললাটে বা মলাটে " প্রহসন " বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু পড়িয়া দেখিলাম এখানি ঘোর (Tragedy) দুঃখান্ত নাটকের ন্যায় ঘটনায় পরিসমাপ্ত।

ফলতঃ এ যে কি অদ্ভুত পদার্থ, তাহা যাঁহারা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। এবং কোনো পাঠক তাঁহার অমূল্য সময়ের

দুই তিন ছোরা যে এরূপ অদ্ভুত রচনা পাঠে ক্ষেপণ করেন, এমন প্রার্থনাও করিতে পারি না!

প্রধান বিষয় কুলটা ও লম্পটের কাণ্ড—প্রধান পাত্র তাঁহারাই—চরিত্র-চিত্র তদ্রূপ—ভাব, বর্ণনা, কল্পনা ইত্যাদি সকলই প্রায় তদ্বিধ! লাভে হইতে গ্রন্থকার মহাশয় আমাদের অভেদাত্মা মনোমোহন বসুর ও মৃত মহাত্মা দীনবন্ধু মিত্রের মাথা খাইতে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে কিনা, তাঁহাদের মাথায় নাকি অনেক চুল, এই জন্যই লেখকের দন্ত তাঁহাদের মস্তিষ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই—লেখক কেবল চুল খাইয়া অজস্র বমন ও রেচন করিয়া ফেলিয়াছেন!

আমাদের উক্ত উক্তির দুই একটা প্রকাশ্য-মান প্রমাণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রণয় পরীক্ষা নাটকের ভূমিকাতে বালক, কুক্কুর ও গ্রন্থকারের যে ভাবটী আছে, এ গ্রন্থের উপহারে তাহা প্রায় অবিকল লওয়া হইয়াছে! কিন্তু প্রণয়পরীক্ষা-লেখক পূর্ব্বে রামাভিষেক লিখিয়াছিলেন, সে গ্রন্থের প্রতি সাধারণে প্রশ্রয় দান করেন, প্রণয় পরীক্ষায় তজ্জন্যই সেই ভাব সংলগ্ন হইয়াছিল। কলির দশ-দশা লেখক বাবু কানাই লাল সেনও পূর্ব্বে এক নবন্যাস প্রচার করেন, তাহার নাম "আমার এক মজার কথা!!!" কিন্তু আমাদের স্মরণ হয়, প্রায় সম্পাদক মাত্রেই সে নবন্যাসকে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশ্রয় দেন নাই, বরং তদ্বিপরীত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তবে কিসে যে ঐ প্রশ্রয়ের ভাব খাটিল বলিতে পারি না। যদি সংবাদ পত্রের প্রতিকূল অভিপ্রায় সত্ত্বেও সাধারণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তবে সে সাধারণ যে কোন্ শ্রেণীর সাধারণ তাহা ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। ফল কথা, যদি এমন সকল গ্রন্থও আধুনিক চপল-চিত্ত যুবকদল ক্রয় করিয়া আগ্রহে পড়িয়া থাকেন, তবে জানিলাম বর্ত্তমান রুচির বড়ই হীন দশা ও কদর্য্য প্রকৃতি!

সতীনাটকে পরমার্থ-ভাবুক শান্তে পাগলা আছে, এ গ্রন্থেও তাহার অবিকল প্রতিরূপ "হরিদাস" গঠিত হইয়াছে। কিন্তু হরিদাসের পদ্যময় উক্তিচয় পাঠে এই বিস্ময় জন্মিল, যে. এমন অপরূপ কল্পনা ও রচনার বস্তু মুদ্রাঙ্কণ কালে প্রকাশকের কোনো হিতৈষী বন্ধুও কি তাহা ছাপাইতে নিষেধ করেন নাই? দুই একটা নমুনা দেখুন—স্থান নাই, নচেৎ এমন কি এতদপেক্ষা গুরুতর আরো দেখাইতে পারিতাম। যাঁহারা সতীনাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা শান্তিরামের বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া হরিদাসের তত্ত্ব-রসের রসিকতা আরো বেশী বুঝিতে পারিবেন।

হরিদাসের উক্তি। *

'কারে খোজে বল খুড়ো কেই বা খোজে যাবে?
কেই বা জানে ঘরের ঢেঁকি কুমীর মূর্ত্তি হবে?
তবে দরজা ভাঙ্গা কেন মিছে আঁকুড় পাঁকুড় কি?
ঘরের মধ্যে খোকার ইয়ার চিন্‌তে পেরেছি!

পুনশ্চ।

"ভবিতব্যের লিখন যেটা কে খণ্ডাতে পারে?
আল্লা মোল্লা গাজী রাম খ্রীষ্ট কৃষ্ণ হরে।
আমার ধন সেই রসিকরতন, বিচ্ছেদহৃদে জাগে।
হবেন লাস্তা নাবুদ কাণ্ড নব প্রেমের অনুরাগে॥
ভবে যার ধন তার ধন নয়, নেভোর মারে দই।
শেষে বোচ্‌কা প্রেমে কোঁচ্‌কা তুলে দুকূল গেল সই॥"

সতী নাটকের তিজ্ঞা খিলা আনা গোলা ইত্যাদি উক্তি অবিকল চুরি করা হইয়াছে। প্রণয় পরীক্ষার "দোল দোলা দোল" ইত্যাদি চরণ

* তাঁহার খুড়ী উপপতি লইয়া ঘরে খিল দিয়া আছেন, সেই সময় খুড়ার প্রতি এই উক্তি!

অবিকল চুরি করা হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবুর জামাইবারিক বর্ণিত চোরকে শতমুখী প্রহারাদি ব্যাপার অবিকল চুরি করা হইয়াছে। ঐ দুই নাটককারের আরো অনেক স্থলের ভাবাদি যাহা গৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণ সকল স্মরণ হইতেছে না—হইলেও আর প্রয়োজন নাই। ফলতঃ ঐ পুস্তক সম্বন্ধে এত কথা কওয়া কর্ত্তব্যই ছিল না, কেবল পাছে প্রশ্রয় পাইয়া ভবিষ্যতে এরূপ লেখকের সংখ্যা ও এরূপ চৌর্য্য ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়, এই মহদুদ্দেশ্যেই এত কথা বলা হইল।

পরিশেষে বক্তব্য, যেমন লেখাই হউক, এক খানি গ্রন্থ মধ্যে কিছুই যে উত্তম থাকিবেনা, এমন কখনো হইতে পারে না। অতি কদর্য্য গ্রন্থেও স্থল বিশেষে উত্তম ভাষা, উত্তম কল্পনা ও উত্তম রচনার সম্ভাবনা। কিন্তু সে যেন মরু ভূমির "ওয়েসিস" নামা আরামের স্থল—উত্তপ্ত বিশাল বালুকা ক্ষেত্র পরিক্রমণ করিতে করিতে প্রাণ যদি বাঁচিয়া যায়, তবে তো তথায় গিয়া ক্ষণকাল আরাম করিব! কলির দশদশাও তাই!!

২। হিন্দুবিবাহ সমালোচন। ১ম খণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র ইহার রচয়িতা। পূজ্যতম শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসৃষ্ট। এপুস্তকে হিন্দুবিবাহ বিষয়টী অতি বিস্তার ক্রমে আলোচিত হইয়াছে। "ইহাতে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, অসমবিবাহ, বহুবিবাহ এবং অধিবেদন; আর সাম্প্রতিক অপ্রচলিত বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ" আলোচিত হওনের সংকল্পে আপাততঃ এই প্রথম খণ্ডে বাল্যবিবাহ ও অসমবিবাহ বিষয়ক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। "প্রত্যেক বিষয়ের শাস্ত্রীয়তা ও যৌক্তিকতার" সঙ্গে কিছু কিছু বৈদ্যক বা বৈজ্ঞানিক বিচারেরও সংযোগ আছে। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া মহা প্রীতি লাভ করিয়াছি। শাস্ত্রকারদের সুগভীর তাৎপর্য্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার মর্ম্মোদ্ভেদে ভুবন বাবু যেরূপ ঐকান্তিকতা ও নিপুণতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত দল বাল্যবিবাহের দোষ কীর্ত্তনে সকলেই শতমুখ; কিন্তু (এতৎযন্ত্রালয় হইতে পূর্ব্বে প্রচারিত "হিন্দু আচার ব্যবহার" নামক পুস্তকে যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে) কত বয়স পর্য্যন্ত এদেশের কন্যারা বালিকা এবং বরেরা বালক, তাহার যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশ ব্যাপারে কেহই হস্তক্ষেপ করেন না! ভুবন বাবু শাস্ত্রানুযায়ী কালকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের সহিত যে প্রকারে ঐক্য করিয়াছেন এবং ঐ দুই প্রসঙ্গে আর আর যত কথা কহিয়াছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি। যেহেতু তাঁহার অধিকাংশ মতের সহিত আমাদের অভিপ্রায়ের প্রায় সম্পূর্ণই মিল আছে। যে অল্প বিষয়ে অমিল, সে সব গুরুতর অঙ্গ নহে।

তাঁহার লিখিবার প্রণালী, ভঙ্গী ও ভাষা সকলই বিষয়ের উপযুক্ত। সমাজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় এমন সকল বিষয়ে এমন সমালোচনার গ্রন্থ যতই প্রকাশ পায়, ততই মঙ্গল—ততই মহোপকার। যদি কোনো স্বদেশ-হিতৈষী ধনী মহাশয় এরূপ গ্রন্থ সহস্র সহস্র খণ্ড মুদ্রিত ও বিনা ব্যয়ে দেশের চতুর্দ্দিগে বিতরিত করেন, তবে তৎপাঠে সামাজিকগণের মনে মনে অবশ্যই বৈবাহিক রীতির পরিবর্ত্তন, সংশোধন ও উন্নতির প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবৃত্তি জন্মিলে কালে দোষের পরিবর্জ্জন আপনা হইতেই ক্রমশঃ ঘটিয়া উঠে। সুতরাং সভাও করিতে হয় না—আড়ম্বর, বল-প্রয়োগ, কি রাজবিধি কিছুরই আবশ্যকতা থাকে না—সমাজ মধ্যে জ্ঞানের প্রভাবে শনৈঃ শনৈঃ কুরীতির ক্ষয় হয়। তাহার

সাক্ষী, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথম দিন দিন কি আপনাপনি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে না?

কিন্তু উক্ত গ্রন্থের গুণের পরিচয়ে যেমন বহু কথা বলিলাম, কিঞ্চিৎ দোষ যাহা উপলব্ধ হইয়াছে, তাহাও না বলা উচিত হয় না। আমাদের মতে এ গ্রন্থে বহুভাষিতা দোষ হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ বিস্তার ক্রমে রচিত ও কেশ নখর পর্য্যন্ত যেরূপ বহুলতায় বর্ণিত হইয়াছে, অধিকাংশ স্থলে তত আবশ্যক ছিল না। অস্মদাদির বিবেচনায় সঙ্কোচিত অথচ বিশদ প্রণালীতে লিখিলে সংকল্পিত তাবদ্বিষয়ই এই ১১৫ পাতায় বা কিঞ্চিদধিক সংখ্যক পত্রাবলী মধ্যেই সুচারুরূপে সন্নিবেশিত হইতে পারিত। তাহাতে বুঝাইবার কোনো ত্রুটী হইত না এবং গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অণুমাত্র ব্যাঘাতও জন্মিত না। যাহা হউক, সে সামান্য দোষ সত্ত্বেও আমরা অনুরোধ করি, প্রত্যেক হিন্দু—বিশেষতঃ সমাজ বিপ্লবেচ্ছুক শিক্ষিতগণ যেন ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় ও পাঠ করেন। মুল্য ৸০ আনা মাত্র।

৩। বীরবালা নাটক।

এখানি বিয়োগ-শেষ নাটক। "শ্রীবিহারীলাল দত্ত কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ প্রেসে প্রকাশিত।"

নাটকখানি মধ্যবিধ শ্রেণীর। অর্থাৎ সচরাচর যেরূপ কদর্য্য নাটক রাশি রাশি বহির্গত হইতেছে, তত্তাবৎ অপেক্ষা কোনো কোনো গুণে কিছু ভাল। প্রথম অঙ্কের তিনটী গর্ভাঙ্ক পড়িতে পড়িতে আশা জন্মিয়াছিল, যে, এখানি উত্তম নাটকই হইবে। কিন্তু পাঠ সমাপ্তির সহিত সে আশা ফলবতী হইল না। সত্যবতী যে কারণে এবং যে ভাবে সেনাগণের অধিনায়িকা হইয়া যুদ্ধে গেলেন, তদ্বর্ণনা ও কল্পনা উত্তম হইয়াছিল। উভয় সৈন্যে দেখাদেখি ও ঠেকাঠেকি হইতে না হইতে বিপক্ষ সেনাপতি কুমার শশিশেখরকে দেখিয়াই ঐ বীরবালা যেরূপ প্রেমাকুলা এবং ঐ সেনাপতি যেরূপ প্রেম রোগে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তাহাকে প্রেমাকুলা না বলিয়া মদনবিহ্বলা ও প্রেম-রোগী না বলিয়া মদনশরবিদ্ধ বলাই যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু তদ্রূপ গুণবান বীরপুরুষ ও গুণবতী বীরবালাকে আরেবিয়ান নাইট প্রভৃতি উপন্যাসের সামান্য নায়ক নায়িকার ন্যায় করিয়া দেওয়া সুকল্পনার কার্য্য হয় নাই। এবং দৃষ্টি মাত্র এমন অনাসৃষ্টি চাঞ্চল্য ঘটিল, যে, যুদ্ধ রহিত করিতে হইল—এ কল্পনাও নিকৃষ্ট। একটা যুদ্ধ ঘটাইয়া উভয়ের সাহসাদি গুণ দর্শাইয়া কোনো কৌশলময় অসামান্য ঘটনায় উভয়ের মিলন ও প্রেমোদয় ইত্যাদি গঠন করিয়া দিতে পারিলে সুকবিত্ব হইত।

কুমারের প্রতি তদীয় পিতৃব্য ত্রিপুরারাজ জাতক্রোধ তো হইবেনই। তাঁহার মন্ত্রী বৈরনির্য্যাতনার্থ যে ছল কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও মন্দ হয় নাই। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় সেই দুরভিসন্ধিকে সিদ্ধ হইতে দেওয়া নিতান্তই হিন্দু-হৃদয়ের বিপরীত ভাব হইয়াছে। সুদ্ধ তাহাই নহে, রাজা বীরচন্দ্র ও সেনাপতি চন্দ্রনাথের যে প্রকৃতি, তাহাতে একখানা কুড়িয়ে পাওয়া পত্রের প্রমাণে পরমস্নেহপাত্র জমন জামাতাকে সহসা বিশ্বাসঘাতক বিবেচনা করা ও তৎক্ষণাৎ সেই জামাতার প্রাণ হননের আদেশ দেওয়া এবং তাহাতে মহদন্তঃকরণ মহাবীর চন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক কেবল গোটা দুই মৌখিক প্রতিবাদ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্তই স্বভাববিরুদ্ধ বর্ণনা হইয়াছে। বিশেষতঃ এক আধ দিন নয়, ছয় মাসাধিক কাল যে জামতার রীতি চরিত্র সুচারুরূপে লক্ষিত ও পরীক্ষিত

হইতেছে, তাহার চরিত্রে অত বড় দোষারোপের কথা কি এক কথায় প্রত্যয় হইতে পারে?

ফলতঃ ত্রিপুরার দুরভিসন্ধিকে প্রায় সুসিদ্ধ করিয়া এবং তদ্দ্বারা পাঠকের দুঃখ জন্মাইয়া অবশেষে কোনো আশাতীত কৌশলে শশিশেখরের প্রাণরক্ষা ও নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া দিতে পারিলেই সুকল্পনা ও সৎরুচির কার্য্য হইত।

এ নাটকে দুই একটী গান উত্তম দৃষ্ট হইল, আর কয়টী তেমন নয়। যেখানে যেখানে রসিকতার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা সার্থক হয় নাই। শোকশেষ নাটকে করুণার প্রাবল্য আশা করা যায়, গ্রন্থকার তাহাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধমনোরথ হয়েন নাই।

৪। অণুবীক্ষণ পত্র।

ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই সাময়িক পত্র খানি মনোরম্য বটে। কিন্তু প্রথম খণ্ড প্রাপ্তির পর কয়েক মাস হইল আর আমরা পাই নাই। সুতরাং ইহার আর সমালোচনা কি করিব?

৫। চন্দ্ররোহিণী।

"ঐতিহাসিক নবন্যাস। অঙ্কখণ্ড। শ্রীগজপতি রায়দ্বারা সঙ্কলিত।" যদিও এখানি মধ্য শ্রেণীর নবন্যাস, কিন্তু মানব-প্রকৃতি দর্শনে ও চিত্র করণে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। যদি কল্পনার আরো কিছু তেজস্বিতা থাকিত—যদি স্থলে স্থলে নির্ম্মাণ কৌশলের ত্রুটী না ঘটিত—যদি গল্পটী আদ্যন্ত আরো কিছু সুডৌলে ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন রূপে গঠিত হইত—যদি ভাষার প্রতি গ্রন্থকারের আরো কিছু মনোযোগ হইত, তবে ইহাকে বাঙ্গালা নবন্যাসের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীতে স্থাপন করিতে পারিতাম।

বোধহয়, পূর্ব্বে আমরা এই গ্রন্থকারের লিখিত "মাধব মোহিনী" নামক আর এক খানি নবন্যাসের আলোচনা করিয়াছিলাম। স্মরণ হইতেছে, এখানির অপেক্ষা সে খানির উপন্যাস-চাতুর্য্য অধিক মনোহর হইয়াছিল। পুরাকালাবধি দেখা যাইতেছে কোনো কোনো প্রতিভান্বিত রচকের প্রথম গ্রন্থ যেমন উত্তম হয়, পরবর্ত্তী গুলি তেমন আর হইয়া উঠে না। ইলিয়েড, অডিসি; প্যারাডাইস লষ্ট, রিগেন্‌ড; শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। বাহুল্য ভয়ে নব্য কালের প্রচুর দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও দিলাম না। কিন্তু ইহাতে আমরা এমন বলিতেছিনা, যে, চন্দ্ররোহিণী অপকৃষ্ট হইয়াছে। কেবল ইহাই জানাইতেছি, যে, ইহা ইহার অগ্রজের ন্যায় তত মনোজ্ঞ হয় নাই। তথাপি অনেক স্থলে মনুষ্য-স্বভাবের প্রকৃত হাব ভাব ও লেখার খোঁচ দেখিয়া আমাদের মনে হইল, যাঁহারা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নবন্যাস-লেখক-রূপে বাঙ্গালা-সাহিত্য-সমাজে পরিচিত ও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। ভরসা করি, এবারে গজপতি বাবু একটী ভাল উপন্যাস গড়িয়া, ভাষার মনোহারিত্ব পক্ষে অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়া এবং উপাখ্যানের সকল ভাগকে সুসংলগ্ন করিয়া আমাদিগকে এক খানি মানবতত্ত্বময় সুরস উপন্যাস উপহার দিয়া অধিক সন্তুষ্ট করিবেন!

৬। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক।

যখন বড় বড় কয়েকজন সম্পাদক এই নাটকের সুখ্যাতি বর্ণনে দশহস্ত হইয়াছেন, তখন আমাদের ক্ষুদ্র লেখনীর কথা আর কোথায় লাগিবে? কিন্তু আমাদের একটী সংস্কার জন্মিয়াছে—তাহা ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত বলিতে পারি না—যে, আমাদের বড় বড় বাঙ্গালী সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত সংবাদ

পত্রাদিতে যে সকল সমালোচনা বহির্গত হয়, তত্তাবতের অধিকাংশই প্রায় ঠিক হয় না। তাঁহারা অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তা প্রকাশে সুনিপুণ বটেন, এবং তাঁহাদের সেই সব বিষয়ের প্রবন্ধাদি পড়িয়া তাঁহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে বটে, কিন্তু কি জানি কি কারণে গ্রন্থালোচনা অঙ্গে তাঁহাদের অভিপ্রায় যেন অতি কাঁচা—যেন কখনো অনুরোধে, কখনো অবহেলায় ; কখনো কতক দেখিয়া,কখনো না দেখিয়াও(হয় তো শুনিয়া) লেখা, এমনি ভাব প্রকাশ পায়! যাহাহউক, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "সুরেন্দ্রবিনোদিনী" নাটকের যত সুখ্যাতি লিখিয়াছেন,আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহা তত প্রশংসার বস্তু বলিয়া বোধ হইল না। ভগ্নীর প্রেম লইয়া ভ্রাতা সম্পর্কীয় বাঙ্গালী যুবক কস্মিন্‌কালে এমন খেলা খেলেও নাই, খেলিবেও না এবং খেলিতে দেওয়া উচিতও নয়। আবার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, সেরূপ মাজিষ্ট্রেট একালে তো দৃষ্ট হয় না। চিত্রটী আংশিক সত্য হইতে পারে; অপর সকল অংশ আবশ্যই অতি অতিবর্ণনা নিতান্ত ইংরাজ দ্বেষ্টা না হইলে এমন অযথা বর্ণনায় কেহ সন্তোষলাভ করিতে পারে না। কিন্তু বোধহয়,সেই দোষই কোনো কোনো সহযোগীর চক্ষে অসীম গুণ রূপে গণ্য হইয়া থাকিবে! ফলতঃ আজ্‌কাল্‌ বীররসাত্মক হাঁপাইছোড়া ও ঘোড়াচড়া ইত্যাদির বর্ণনা যে পুস্তক থাকে, তাহা অনেকের চক্ষে নর্ব্বরসোৎপাদক মহা নাটক ও মহা কাব্য পদে পূজ্য হয়! এই সব বলাতে আমাদের এমন অভিপ্রায় নয়, যে, সুরেন্দ্র বিনোদিনী কেবলই দোষ পূর্ণ নাটক; ইহাতে কোনো কোনো অঙ্গে গুণও যে আছে,ইহা আমরা স্বীকার করি; তবে ইহাকে যতদূর স্বর্গে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে,ইহা তাহা নয়। ভরসা করি,গ্রন্থকার আবার যখন লিখিবেন,আসামাজিক ও আস্বাভাবিক বর্ণনারদোষ গুলি পরিবর্জ্জনের চেষ্টা করিবেন।

৭। পতিব্রতা।

এখানি নাট্যগীতি। বাঙ্গালা ভাষায় ইহা নূতন পদার্থ। সুদ্ধ নূতন নয়, উত্তম পদার্থ হইয়াছে। ইহার বিষয় সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান। ইহার প্রণেতা কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়। ইঁহার রচিত সুমধুর কবিতাবলী এই মধ্যস্থে এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। বালকদিগের পাঠার্থ ইনি দুই খণ্ড ক্ষুদ্র সুললিত ও প্রাঞ্জল পদগ্রন্থ পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছেন। যে সকল মহাত্মারা বঙ্গদেশের ভূষণ স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের গুণ গরিমাময়ী চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা ইঁহার দ্বারা গ্রথিতা এবং "বঙ্গভূষণ" নামে অভিহিতা হইয়া বঙ্গীয় পাঠকের মনোরঞ্জন ও জ্ঞান বর্দ্ধন করিতেছে। মধ্যস্থে এবং বহু সংবাদ পত্রে তাহার অনুকূল আলোচনাই প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য অধিক। এবারকার এই "পতিব্রতা" কাব্যে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কবিত্ব বেশী। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সুরসংযুক্ত গীতিকাব্য। প্রসিদ্ধনামা সঙ্গীতোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী মহাশয় ইহার সমুদয় সুর সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সুরজ্ঞ ও সুরসজ্ঞ নটগণ কর্ত্তৃক যথায় অভিনীত ও অভিগীত হইলে ইহা যে রঙ্গভূমির একটী মনোহর বস্তু ও সাধারণের নিতান্ত চিত্তাকর্ষক পদার্থ হইবে,তাহাতে সন্দেহ মাত্র করি না।

ইহার কথোপকথন ও স্বগত চিন্তা প্রভৃতি সমস্তই রাগরাগিণীময় স্বরসংশ্লিষ্ট, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে সকলই গান। এবং প্রায় সকল গানেরই শব্দবিন্যাস, ভাব ও রচনাচাতুর্য্য উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

উপযুক্ত কণ্ঠ হইতে নিনাদিত হইলে রঙ্গস্থলে অবশ্যই সুধাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

এ গ্রন্থ সম্বন্ধে এবং এ প্রণালীর গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর বলিবার আছে, স্থানাভাবে অদ্য তাহা পারিলাম না—ভবিষ্যতের নিমিত্ত বাসনা উত্তেজিতা হইয়া রহিল। এখন কেবল এই মাত্র বলিব, যাঁহারা কখনো উত্তম ঢবের গীত শুনিয়াছেন, (কলিকাতার বেশ্যা গায়িকার ঢপ নয়) তাঁহারাই এই নাট্য-গীতির ভাব অনুভব করিতে পারিবেন। তবে ইহা অধিক বিশুদ্ধ প্রণালী ও মার্জ্জিত রুচির অনুরোধে বিরচিত, সুতরাং তত জঙ্গলা অথচ দ্রবকারী আনন্দ উৎপাদনে সমর্থ হইতে না পারে। কিন্তু ও পক্ষে আবার, নাটকের পদ্ধতি জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্র ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের গায়ক হওয়াতে এবং বিভিন্ন দৃশ্য ও সজ্জাদি প্রদর্শন করাতে বহুলাংশে অধিকতর মনোরঞ্জনের সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত "অপেরা" বলিয়া যে সকল "গীতাভিনয়" হইয়াছে, তত্তাবৎ যাত্রা বই আর কিছুই নয়—সুতরাং এই পুস্তক খানিকেই "অপেরা" নামক ইউরোপীয় গীতাভিনয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি বলিতে পারি। আমাদের কালীয় দমন "অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রা" সামান্য নাট্যগীতি নহে—বোধ করি, পরমানন্দ, গোবিন্দ ও বদন যাহা করিয়া গিয়াছেন—সহস্র অসভ্যতা, অস্বাভাবিকতা ও অন্যান্য ত্রুটী সত্ত্বেও সহস্র সহস্র শ্রোতাকে যে রূপে হাসাইয়াছেন কাঁদাইয়াছেন—নানা প্রগাঢ় রসে ভাসাইয়াছেন ডুবাইয়াছেন, তেমন আর হইবে না—এখনকার বিশুদ্ধ প্রণালীর সহস্র নাট্যগীতি তেমন আর পারিবে না, তথাপি "পতিব্রতা" সদৃশ নাট্যগীতিকে প্রেমাদরে আলিঙ্গন করিতেছি। পতিব্রতার ভূমিকাটী দীর্ঘ, কিন্তু উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৮। শক্রসিংহ নাটক।

"শ্রীকুঞ্জবিহারী বসুকর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।" কুঞ্জ বাবু পূর্ব্বে "ভারত অধীন" নামক একখানি ক্ষুদ্র রূপক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহার আলোচনা মধ্যস্থে যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, বোধকরি তাহা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে। এবারেও কুঞ্জবাবুর বীর রস অবলম্বন। আজ্‌কাল্‌ বাঙ্গালী যুবকেরা স্বাস্থ্যে ও বীরত্বে যত বঞ্চিত হইতেছেন, বদনে ততই স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য রব এবং বর্ণনে ততই বীররসের ছড়াছড়ি! আমরা বৃদ্ধ হইয়া পড়িলাম, এই বীররসানুরাগের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা আমরা দেখিতে পাইব না—ভাল হইলেই ভাল—এতদ্দ্বারা যদি ঘৃণাকর "ভেতো" নাম ঘুচিয়া বাঙ্গালীর "বীর" নাম হয়, তবে তদপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি? আমরা বুড়া হইলাম বলিয়া এমত উচ্চ উদ্দেশে যুবাদের বাধা দিব কেন? কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল অসি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, গোলা, গুলি, লম্ফ ঝম্প, অশ্বারোহণাদি বীররসাত্মক কতকগুলি ভৈরব শব্দ ও উচ্চ ধাতুর ভাষা ও অঙ্ক গর্ভাঙ্ক ও যবনিকা পতন ও নেপথ্য প্রস্থান ইত্যাদি বাক্যাবলীর সংঘটন করিতে পারিলেই বীররসের নাটক যে হয় না,ইহা আমাদের বিদ্যালয়স্থ ছাত্রবৃন্দ বুঝিতে পারেন না এবং তাঁহাদের এ বয়সে সে দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে নিতান্ত অবৈধ ও অনিষ্টজনক,তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও ধৈর্য্য ধারণ করেন না। তাঁহারা হয় তো মনে করেন,ঈশ্বর তাঁহাদিগকে অভিমন্যু ও খনার ন্যায় মাতৃগর্ভেই প্রতিভা দান করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহার স্ফূর্ত্তি কার্য্যে ব্যাঘাত দিবার জন্যই বুঝি মানা করি! যাহাহউক, বিদ্যালয়ের ছাত্রপুঞ্জ দ্বারা নাট্যকুঞ্জবিলাস ও ভূরি ভূরি নাটক রচনা দর্শনে আমরা কেন যে বিপুল যাতনা ভোগ করিতেছি—

এবং তজ্জন্য সমাজের ভাবী আশায় কেন যে এত্ত নিরাশ হইতেছি, তাহা তাঁহারা স্থিরচিত্তে একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অত-এব ভরসা করি, নিতান্ত হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় এই যাহা বলিলাম, কুঞ্জবাবু ইহাতে আমাদের প্রতি বিরক্ত না হইয়া সারোপদেশটী মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার ভাষা মন্দ নহে ; ভাব ও বর্ণনা যদিও পুরাতন, তথাপি গ্রন্থবিশেষ হইতে গৃহীত বলা যায় না ; গান কয়টীর মধ্যে যদিও চুইটী হিন্দুমেলার গানমালা হইতে সঙ্কলিত, তথাপি অবশিষ্ট কয়টী মন্দ হয় নাই ; পদ্যগুলি যদিও হৃদয়গ্রাহী নহে, তথাপি এককালে নিন্দনীয় বা ভবিষ্যতের আশা-নাশক বোধ হইল না ; অতএব যদি তিনি কিছু কাল অপেক্ষা করেন—যদি অগ্রে অধ্যয়ন কাণ্ড সমাপ্ত ও বয়সাধিক্যের সহিত সমাজচক্র ও মানবমানসচক্র পর্য্যবেক্ষণে সময় লইয়া বহুদর্শী হইয়া গ্রন্থকার পদে অধিরোহণের চেষ্টা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহার এবং সমাজের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। নতুবা তাড়াতাড়ি অণ্ড ভাঙ্গিয়া উড়িতে গেলে গরুড়াগ্রজ পক্ষীরাজের দশাপ্রাপ্ত হইতে হইবে ! অর্থাৎ আত্ম তেজ অবর্দ্ধিত—কেবল পরতেজ রূপ সূর্য্য কিরণে পরিবর্দ্ধিত হওনের প্রয়োজন ঘটিবে।

৯। সিকিমের ইতিহাস।

জলপাইগুড়ি-সদর-বঙ্গ-বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র রায় প্রণীত এবং বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রাশি রাশি নাটক নবন্যাসাদির মধ্যে এই এক খানি ইতিহাস পাইয়া পরমাহ্লাদে ও পরমাদরে পড়িতে বসিলাম। ও মা ! দেখি, ইহার মধ্যেও নবন্যাস ছায়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আসিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছেন !

সিকিম রাজ্য বাঙ্গালার অতি সন্নিকট ; তথাপি ইহার বিবরণ ও ইতিবৃত্ত অত্যল্পই বিদিত আছে। এরূপ জ্ঞাতব্য বিষয়ে যিনি প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেন, তিনি আমাদের নিতান্তই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে যদিও কিছু কিছু জ্ঞান পাইলাম, কিন্তু বস্তুতঃ নিরাশ হইলাম। ইনি প্রকৃত প্রস্তাবে সিকিমের ইতিহাস না লিখিয়া কোনো কোনো ইংরাজপ্রজা তথায় গিয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তদ্বর্ণনেই পুস্তিকার পত্র গুলি পূর্ণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে নবন্যাসের ভাষা ও বর্ণনা দ্বারা বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে হাসিও পায়, কান্নাও আসে—তথাপি এই জন্য পাঠকগণকে পড়িতে অনুরোধ করি, যে, মুদ্রিত পুস্তকগুলি ফুরাইয়া যাউক ; তাহা হইলে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ কালে উমেশ বাবু ঐ সকল অনধিকার চর্চ্চা, কবির কল্পনা ও নবন্যাসের বর্ণনা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক এবং সে দেশের যথার্থ ইতিবৃত্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক ইহাকে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে জনসমাজে পুনর্ব্বার প্রচার করেন।

১০। সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী।

ভূবিখ্যাত আরেবিয়ান নাইট অনুবাদিত হইয়া গুপ্ত প্রেস হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। এ পুস্তক পূর্ব্বেও কতবার বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, কিন্তু সচিত্র নহে। যদিও কখনো চিত্র সহিত হইয়া থাকে, কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট চিত্র এবং এমন উৎকৃষ্ট ছাপা এ পুস্তকের ভাগ্যে এদেশে আর কখনই ঘটে নাই। ফলতঃ আমরা বাঙ্গালা ভাষায় কোনো গ্রন্থে এমন উৎকৃষ্ট ছবি আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কোনো নিকৃষ্ট বিষয়ের গ্রন্থ হইলেও এমন সুন্দর পুস্তক দেখিবামাত্র লইতে এবং পড়িতে ইচ্ছা করে—তাহাতে ইহা তো

নিতান্ত চিত্তহারী বিষয়। কিন্তু আমরা এক খণ্ড-মাত্র পাইয়াছি—ইব্রাহিম ও জেমিলে—ইহার পর আর বাহির হইয়াছে কিনা তাহাও জানি না। না হইয়া থাকে তো বড় দুঃখের বিষয়।

১১। Calcutta Journal of Medicine Nos 2 to 6.

প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের সম্পাদিত এই সাময়িক পুস্তকের প্রশংসা সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র আছে, আমরা নূতন আর কি লিখিব। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সময়াভাবে ও নানা কারণে ইহা নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভরসা করি, বঙ্গীয় কৃতবিদ্যগণ বহুসংখ্যায় ইহার গ্রাহক শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়া প্রকাশককে উৎসাহিত ও সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেন !

১২। পদ্যপদ্মমালিকা।

বালকদিগের শিক্ষার্থ শান্তিপুরের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যান্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। পদ্য গুলি সাধারণতঃ উত্তম, কিন্তু স্থলে স্থলে সুকুমারমতি শিশুগণের বোধাধিকার পক্ষে দুরূহ ভাব ও তাহাদের বয়সের পক্ষে অনুপযুক্ত বিষয় সন্নিবেশিত আছে। স্থানাভাবে তাহার অল্প দৃষ্টান্তই দেখাইতেছি।

" নাহি জানে কেবা কৃষ্ণ, খৃষ্ট কোন জন, "
" নাহি জানে কেশবের মত বা কেমন।"

* * * * * * *

" হে ধনিন্ বৃথা কর অহঙ্কার
বিষয় গরলে মজাইয়া মন "

* * * * * * *

" এ সুখ সম্পদ অনিত্য সকল,"

* * * * *

" সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত ভূমি,
"লাগিয়া রহিবে তব চারু কায়,"

ইত্যাদি পরমার্থ তত্ত্ব নিচয়।

১৩। পশুবলি নিষেধঃ।

বলিদান নিষ্ঠুর কর্ম্ম ও শাস্ত্রমতেও অবৈধ, এইটী প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে " শিবাক্ষেত্র হরিসমাজতঃ প্রকাশিতঃ। শিবাক্ষেত্র (সেহাখালা) নিবাসি পূজ্যপাদ শ্রীরাধানাথ তর্কভূষণ ভট্যাচার্য্য সম্মতঃ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়াত্মজ শ্রীগোপাল চন্দ্র দেবশর্ম্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিতঃ।" এখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। শাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ অবশ্যই ইহার অনুমোদন বা প্রতিবাদ করিবেন। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ আমরা নীরব !

১৪। ভূশিক্ষা।

নিম্ন শ্রেণীর বালক শিক্ষার্থ ক্ষুদ্র ভূগোল। শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। উদ্দেশ্য বিবেচনায় পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু ইহার উপহার পত্রে একটী বড় অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম। যে স্থলে গ্রন্থকারেরা উৎসর্গ পত্র সন্নিবেশ করিয়া দেন, ঐ উপহার পত্র সেই স্থানেই মুদ্রিত রহিয়াছে, অথচ ইহাকে উৎসর্গ পত্রও বলিতে পারি না। কেননা, তাহা হইলে আমাদের নাম তন্মধ্যে হস্তাক্ষরে লিখিত হইল কেন ? আমরা তো ইহার কিছুই জানি না। বোধ হয়, সম্পাদক প্রভৃতি মান্য সম্প্রদায়ে যখন যাঁহাকে এই পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইয়াছে, তখন তাঁহারই নাম ঐরূপে ঐ স্থলে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইটা বড় অন্যায়। লোকে তত তন্ন তন্ন রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন না ; যিনি যখন যে নাম পড়িবেন, তিনি মনে করিবেন, এ পুস্তক বুঝি তাঁহারই নামে উৎসৃষ্ট। ঠিক উৎসর্গের নিয়মে একটী উপহার পত্র ছাপাইয়া এরূপে দ্ব্যর্থভাবে কাহারো নাম লিখিয়া দেওয়াতে লোকের ভ্রম জন্মিবে বিচিত্র কি ? এমন কাণ্ড তো এ পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কেহই কখনো করেন নাই। অতএব ইহাতে

আমাদের বিশেষ আপত্তি—গ্রন্থকার শীঘ্র যেন ইহার প্রতিবিধান করেন।

১৫। বাঙ্গালীর মুখে ছাই।

(প্রহসন)

" শ্রীগোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। " বাঙ্গালীর মুখে ছাই সত্য, নতুবা এমন সকল পুস্তক কি প্রচারিত হয়? লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ—খেতাবের তরে লোকে—বিশেষতঃ বড়মানুষ নামধারী মহাশয়েরা যে পাগল হইয়া উঠিয়াছেন, তদুপলক্ষে এবং তন্নিবারণ উদ্দেশেই এ প্রহসন লেখা। অন্ততঃ এই মহদুদ্দেশ্য জন্যও গ্রন্থকার আমাদের প্রণম্য। কিন্তু ভাল বিষয় এরূপে অপচয় করণ জন্য তাঁহাকে অপরাধী না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাচকের দোষে পলান্ন ত্যজ্য হয়—ভোক্তারা ঘরে গিয়া ভাতে ভাত খাইয়া বাঁচেন!

১৬। কনকপদ্ম নাটক।

সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় মহাশয় কালীদাসের শকুন্তলা অবলম্বনে এই নাটক লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাকারে শকুন্তলাকে আনিতে যত চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে হরলাল বাবুর যত্নকেই সর্ব্বাপেক্ষা সফল দেখিতেছি। এবং তাঁহার কৃত অপর কয় খানির মধ্যে এখানি বিশেষ মনোজ্ঞ ও রসোৎপাদক বলিয়া বোধ হইল। ইহার উপাখ্যানাদি বিষয়ে কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই—কালীদাসের কল্পনা—তায় তাঁহার শকুন্তলা! কিন্তু হরলাল বাবু ইহার নাম "কনকপদ্ম" যে কেন রাখিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। অপিচ, ইহাতে যে কিছু দোষ দৃষ্ট হইল, তাহাও বলিতে চাহি না—যেহেতু গুণের তুলনায় সে সব অতি সামান্য।

১৭। ভারতের সুখশশী যবন কবলে।

১৮। ভারত বিজয়।

এই দুই পুস্তকের নাম একত্র স্থাপনের তাৎপর্য্য এই, যে, ঐ উভয় নাটকই এক বিষয়ে লিখিত। বিষয়টী বড় সামান্য নয়—যবন কর্ত্তৃক ভারতের প্রথম অধিকার। সুলতান মামুদ প্রভৃতি জয়োন্মত্ত যবনেরা বহুবার ভারতাক্রমণ ও লুণ্ঠনাদি দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, কিন্তু মহম্মদ ঘোরির পূর্ব্বে প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা হরণ কেহই করে নাই। এই শেষোক্ত দুর্দ্দান্ত যবন তাৎকালিক হস্তিনাধিপতি মহারাজ পৃথুকর্ত্তৃক পরাজিত ও পলায়িত হইয়া যায়। সেই অবধি আক্রোশাগ্নি তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল; কিন্তু দুরভিসন্ধির সুসিদ্ধি পক্ষে বিশেষ সুযোগ ও সম্ভাবনা না দেখিয়া পুনরুদ্যমে সাহসী হয় নাই। এমত সময় ভারতের রাজলক্ষ্মীর চাঞ্চল্য বশতঃ অথবা ভবিতব্যতার অনুল্লংঘনীয় প্রভাব বশতঃ আর্য্য রাজাদিগের ঘরে ঘরে বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। হস্তিনার পৃথু এবং কান্যকুব্জের জয়চন্দ্র এক মাতামহের দৌহিত্র। পৃথু মাতামহত্যক্ত সমস্ত রাজ্য সম্পত্তি অধিকার করাতে জয়চন্দ্র কুপিত হইলেন—উভয় ভ্রাতা শাত্রবতা সমুদ্রে ঝম্প দিলেন—জয়চন্দ্র পরাস্ত, অপমানগ্রস্ত, জাতক্রোধ, বৈরনির্য্যাতনে কৃতসংকল্প এবং ঘোর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া বৈধাবৈধতা জ্ঞান হারাইলেন। নতুবা স্বধর্ম্ম, স্বজাতি ও স্বদেশের পরমশত্রু ও আর্য্য-স্বাধীনতার সাক্ষাৎ রাক্ষসরূপী যবনরাজের শরণাপন্ন হইবেন কেন? স্বহস্তে খাল কাটিয়া লোণা জল আনিবেন কেন? তাঁহার এমন বোধ হইল না, যে, সামান্য বৈরনির্য্যাতনেচ্ছার তৃপ্তি সাধন জন্য চিরকালের নিমিত্ত জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করা নর-চর্ম্মধারী জী-

বের ধর্ম্ম নয়। হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই ভ্রান্ত কুলাঙ্গার হইতেই আর্য্য-কুলের এই চিরন্তন যাতনা! সেই স্বজাতির বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ উৎসাহ দিয়া ডাকিয়া না আনিলে অথবা সহায় না হইলে এবং মহাত্মা পৃথুকে চক্রান্ত জালে না ফেলিলে মহম্মদ ঘোরী কখনই আর আসিত না—আসিলেও সফলযত্ন হইতে পারিত না। সুতরাং তাহার সেনাপতি কুতবুদ্দিনও স্থায়ী অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইত না!

এই গেল ইতিহাসের বর্ণনা! এখন দেখা যাউক ঐ উভয় গ্রন্থকারের কে কি করিয়া তুলিয়াছেন। বিষয়টী যে অতি গুরুতর ও আর্য্য পাঠকের পক্ষে দারুণ শোকাবহ, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতেছেন। এ বিষয় লইয়া আ'জ্ কা'ল্ নাটক হওয়াও যে উচিত, তাহাও বোধগম্য হইতে পারে। ঐ নাটক যুগলে সেই গুরু বিষয়ের মর্য্যাদা কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, এখন তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। বিষয়ের গুরুত্বানুরোধেই আমরা এই দুই নাটক সম্বন্ধে বেশী কথা কহিব।

প্রথমোক্ত গ্রন্থ খানি (ভারতের সুখ শশী যবন কবলে) প্রথমে পাইয়াছি, সুতরাং প্রথমেই তাহা বিচার্য্য। তাহার স্থূল আখ্যায়িকাটী এই;—

কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করেন। তাহাতে সকল রাজা দ্বারস্থ হন, পৃথু নন। পৃথুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তার দেশে প্রতীহারী স্বরূপে রাখা হয়। উভয় রাজার শত্রুতা বড়; কিন্তু কেন যে শত্রুতা, তাহার প্রকৃত আভাস নাটককার কিছু মাত্র দেন নাই। জয়চন্দ্রের রূপবতী যুবতী কন্যা—নাম অনঙ্গমঞ্জরী—ঐ দ্বারস্থ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া পৃথুর প্রেম বাতুরায় জন্মের মত আবদ্ধা হইয়া উঠেন। কিন্তু পৃথুরাজা তাঁহার পিতার পরম শত্রু, সুতরাং ভয়ে তাঁহার মনের কথা সখীদের নিকটেও ফুটিতে পারেন না। কিন্তু কামন্দকী নামে এক তপশ্চারিণী এবং পিতৃমন্ত্রী সুমতি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের কল্যাণার্থ পূর্ব্ব হইতেই পৃথুকে রাজ-জামাতা করিবার কল কৌশল দেখিতেছিলেন—এখন রাজকন্যার মন জানিয়া আরো পুলকিত ও আরো উদ্যোগী হইলেন। এদিগে রাজা অবন্তী-রাজকুমার পুষ্পকেতুকে জামাতা করিতে মহা ব্যস্ত, পুষ্পকেতুও তৎপক্ষে মহা অনুরাগী এবং অনঙ্গের সখীরাও পুষ্পকেতুর প্রতি রাজকন্যা মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, ভ্রান্তিক্রমে এইটী ভাবিয়া সেই সম্বন্ধ ঘটাইয়া দিতে মহা উদ্যোগী; ওদিকে রাজকন্যা মনে মনে নৈরাশ্যদাহে দগ্ধ এবং কামন্দকী ও মন্ত্রী তাঁহার মনোভিলাষ সম্পূরণে গোপনে গোপনে সম্পূর্ণ চেষ্টাবান ছিলেন।

পৃথুর প্রতিমূর্ত্তি প্রতীহারে স্থাপিত হইয়াছে শুনিয়া পৃথু সসৈন্যে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। মন্ত্রী ও কামন্দকী গোপনে তাঁহাকে তৎকর্ম্মে আহ্বানই করিয়াছিলেন। জয়চন্দ্র আত্মরক্ষার্থ ভাবী জামাতা পুষ্পকেতুকে সেনাপতি করেন। পুষ্পকেতু হারিয়া যায় ও আহত হইয়া পড়িয়া থাকে। পৃথু দুর্গাধিকার পূর্ব্বক রাজপরিজন প্রভৃতি সমস্তই নিজায়ত্ত করেন। মন্ত্রী ও কামন্দকী রাজ্ঞীর সাহায্যে ক্রমে জয়চন্দ্রের মন পৃথুর মহত্ত্বের প্রতি আকর্ষিত ও তাঁহাকে কন্যাদানে কিয়দংশ সম্মত করিলেন। বিশেষতঃ পুষ্পকেতুর নীচতা প্রকাশ পাওয়াতে রাজা তাহার প্রতি অন্তরে বিরূপ হয়েন; কিন্তু পাছে লোকে বলে পৃথুর নিকট পরাস্ত হইয়া রাজ্য লোভে কন্যারত্ন উৎকোচ দিয়া জেতাকে বশীভূত করিল, এই অপবাদ ভয়ে প্রকাশ্যে পুষ্পকেতুর পক্ষেই ছিলেন। পুষ্পকেতু জানিত, অনঙ্গ তাহাকেই প্রাণের সহিত

ভাল বাসে। এই জন্য যখন জয়চন্দ্রের নিকট পৃথু প্রস্তাব করিয়া পাঠান, যে, পুষ্পকেতুর সহিত আমাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে দিউন—যে জয়ী হইবে, সেই রাজ-কন্যাকে পাইবে, তখন পুষ্পকেতু ভয় পাইয়া তৎপরিবর্ত্তে জয়চন্দ্র দ্বারা পৃথুর নিকট এই প্রস্তাবান্তর পাঠায়, যে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দ্বারা কাটাকাটির প্রয়োজন কি? তোমরা উভয়ে এক স্থানে বসিবে, অনঙ্গ যাহার গলে মাল্য দিবে, সেই আমার জামাতা হইবে। পৃথু তাহাকেই সম্মত হন। পুষ্পকেতুও মহা আহ্লাদিত চিত্তে স্বয়ম্বর সভায় গমন করে। কিন্তু রাজকন্যা পৃথুকে মালা দিলেন দেখিয়া নৈরাশ্যে, দুঃখে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া নব দম্পতীর সুখনাশের ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়া কান্যকুব্জ হইতে চলিয়া গেল। পৃথু যখন নব বধূকে লইয়া নৌকারোহণে স্বদেশে যান, তখন পথিমধ্যে পুষ্পকেতু ছদ্মবেশে ছলে কৌশলে তাঁহাদিগকে নির্জ্জন অরণ্যে লইয়া গিয়া দস্যুগণের সহায়তায় পৃথুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, তৎ পত্নীর সতীত্ব হরণে কৃতসংকল্প এবং তাঁহার প্রাণ হরণে উদ্যত হয়। দস্যুগণ মহারাজ পৃথুকে চিনিতে পারিয়া এবং তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর মহত্ত্বাদি গুণ দেখিয়া তাঁহাদের শরণাগত ও পুষ্পকেতুর প্রতি প্রতিকূল হইয়া উঠে—তাহাতেই তাঁহারা রক্ষা পান এবং পুষ্পকেতু পলায়ন করে। কিন্তু পুষ্পকেতু বৈর-নির্যাতন বিস্মৃত হয় নাই—মহম্মদ ঘোরির নিকট গিয়া যবন-সৈন্য আনিয়া হস্তিনা আক্রমণ ও চক্রান্তদ্বারা অধিকার করায়। সেই চক্রান্ত জালে জড়িত হইয়া পৃথুর বন্ধু চিতোররাজ যুদ্ধ করিতে করিতে হত, পৃথু বন্দীকৃত এবং অনঙ্গ যবন করগত হয়েন। সেই রজনীতেই পুষ্পকেতু স্বহস্তে পৃথুর প্রাণ বধ করে এবং অনঙ্গমঞ্জরী তদ্দর্শনে তাহার বক্ষে ও নিজের বক্ষে ছোরা মারিয়া শক্রহারিণী ও আত্মঘাতিনী হইলেন—যবনিকা পড়িল।

অধুনা দ্বিতীয় গ্রন্থ, অর্থাৎ "ভারত বিজয়" নাটকের রচয়িতা বাবু রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী যে আখ্যায়িকা কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয়।

ইতি হস্তিনা-মা

গিজ্‌নিপতি সাহাবুদ্দিন ভারতাক্রমণে আসিতেছে, এই সংবাদে ভীত হইয়া পৃথ্বী রাজার মন্ত্রী বিজয় স্বীয় প্রভুকে কনোজাধিপতি জয়চন্দ্রের সহিত সন্ধি করিতে প্রবৃত্তি দিলেন। মাতামহ-ত্যক্ত সমস্ত রাজপুতানার অর্দ্ধেকাংশ ধর্ম্মতঃ জয়চন্দ্রের প্রাপ্য, বিশেষতঃ প্রবল বহিঃশত্রু সম্মুখীন, এ সময় ঘরাও বিবাদ রাখিলে সর্ব্বনাশ হইবে, এইরূপ বুঝাইয়া মন্ত্রী রাজাকে সম্মত করিলেন। এমত কালে সংবাদ আসিল, যবন-সৈন্য মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হওয়াতে সাহাবুদ্দিন পঞ্জাব হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই আনন্দের সমাচার পাইয়াও মন্ত্রী গৃহ-বিচ্ছেদ মিটানো কর্ত্তব্য বলাতে যুবা সেনাপতি প্রমথকে কান্যকুব্জে পাঠানো হইল। এস্থলে বলিয়া রাখি, এই প্রমথ পৃথ্বী রাজার সখা কাশ্মীররাজ দিলীপ সিংহের পুত্র। তাঁহার পিতা কোনো যুদ্ধে হত হইলে তাঁহার মাতা সুলোচনা প্রমথকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপুরীতে ছিলেন। প্রমথ সেখানেই প্রতিপালিত এবং মহাবীর রূপে গণ্য হইয়া সেনানী পদে নিযুক্ত থাকেন। রাজার পুত্র কন্যা ছিল না, প্রমথকেই উত্তরাধিকারী করিবার সংকল্প করিলেন—রাজমহিষী কমলারও সেই ইচ্ছা।

এক্ষণে কনোজ-রাজসংসারের পরিচয় দিই। রাজমন্ত্রীর নাম বিষধর—স্বভাবেও তাই। আচার্য্যের নাম সুধীর; মহিষীর নাম বিমলা; কন্যার নাম ইন্দুবালা; ইন্দুবালার সখীর নাম চপলা।

প্রমথ কনোজে গিয়া রাজপুতানার অর্দ্ধাংশ দানে পৃথ্বীর সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। রাজা জয়চন্দ্র ও আচার্য্য সুধীর প্রভৃতি এই প্রস্তাবে সুখী ও সম্মত হইলেন। কিন্তু বিষধরের চক্রান্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল না—পর দিন যাহা হয় হইবে, এই রূপ কথা থাকিল। ইতিমধ্যে সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিষধর প্রমথকে রাজান্তঃপুরের পার্শ্বস্থ উদ্যানে ভ্রমণার্থ লইয়া গিয়া গুপ্ত হত্যার চেষ্টা করে। গবাক্ষস্থিতা রাজকুমারী তাহা দেখিতে পাইয়া চীৎকার দ্বারা প্রমথকে সতর্ক করাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা পাইল এবং তিনি আততায়ীদের সম্মুখীন হইয়া কয়েক জনকে হত ও বিষধরকে আহত ও মূর্চ্ছিত করিয়া দিলেন। অবসর পাইয়া গবাক্ষে চাহিলেন। চারি চক্ষু মিলিল—গাঢ় প্রণয়ানুরাগ উভয়কে বাঁধিয়া ফেলিল—সখী চপলা রাজকন্যার হইয়া তাঁহারা সহিত বিশ্রম্ভ আলাপ করিল—প্রমথের কৃতজ্ঞতা ও প্রেমভাব যেমন প্রকাশ পাইল, রাজকন্যার ভাবও তেমনি বিদিত হইল। রাজকন্যার প্রার্থনায় সেই বিপদের স্থান অর্থাৎ কনোজ হইতে প্রমথ প্রস্থান করিতে সম্মত হইলেন এবং চপলার বিশেষ অনুরোধে ছয় সপ্তাহ পরে আবার সেই উদ্যানে আসিয়া মনোমোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এমত প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন।

রাজা জয়চন্দ্র উদ্যানে আসিয়া বিষধরের চৈতন্য জন্মাইয়া এত নর-হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষধর যে পরিচয় দিল, তাহাতে রাজা প্রমথকে ঘোর অত্যাচারী বলিয়া জানিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া প্রমথকে ধরিয়া আনিতে চারি সহস্র সৈন্য পাঠাইলেন, প্রমথ কোনোমতে বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া সকল কথা বলিলেন। পৃথ্বী মহা ক্রোধে বিংশতি সহস্র সৈন্যের সহিত জয়চন্দ্রকে বাঁধিয়া আনিতে তাঁহাকে পাঠাইলেন। প্রমথের জয় হইল। জয়চন্দ্র অবরোধিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তখন রাগে দুঃখে জ্বলিতাঙ্গ হইয়া মনে করিলেন, মন্ত্রী যে আমায় সাহাবুদ্দিনের সাহায্যে পৃথ্বীকে দমন করিবার পরামর্শ দিয়া থাকে, এত দিন আমি তাহা গ্রাহ্য করি নাই, এক্ষণে আমার তাহাই কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া ভীম সিংহ নামক দূতকে যবনরাজ সমীপে যাইতে আদেশ দিলেন; এমত সময় যবন রাজের এক দূত আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত। সে সংবাদ দিল, যে, সাহাবুদ্দিন ফিরিয়া গিয়াছেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা অলীক; দুই দিনের মধ্যেই সাহাবুদ্দিন গুপ্ত ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ আক্রমণ করিবে—তৎ সমাচার পাইয়া প্রমথ অবশ্যই কনোজাবরোধ ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ রক্ষণে চলিয়া যাইবে—আপনি নিষ্কণ্টক হইয়া সাহাবুদ্দিনের সাহায্য করিবেন, এই তাঁহার প্রার্থনা। জয়চন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন। বিষধর স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট। তাহার মনে মনে এই ভাব, যে, যবনরাজ কখনই এত দূরদেশে রাজত্ব করিবে না—অবশ্যই জয়চন্দ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন, অর্থাৎ সমস্ত ভারতের আধিপত্য দান করিবে। তাহার পর কোনো কৌশলে জয়চন্দ্রকে মারিয়া ফেলিয়া আপনিই ভারতাধীশ্বর হইবে। *

* পাঠক। ইটী কি ঠিক বঙ্কিম বাবুর বর্ণিত নবদ্বীপের মন্ত্রী পশুপতির অনুকরণ বলিয়া বোধ হয় না?

সে যাহাহউক, সাহাবুদ্দিন আক্রমণ করিল; প্রমথের নিকট সংবাদ আসিল; তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় সহকারীর অধ্যক্ষতায় তাবৎ সৈন্য ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া দিলেন; আপনার জন্য কেবল দশ জন সৈন্য ও একখানি দ্রুতগামী নৌকা রাখিলেন। তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবার প্রয়োজন কেবল ইন্দুবালা।

ডিউ তারিখে (Due date) ইন্দু বালা ও চপলা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা আছেন, এমত সময় প্রমথ দেখা দিলেন। কিন্তু কিরূপে কি উপায়ে তিনি যে নগরে, দুর্গে, উদ্যানে প্রবিষ্ট হইতে পারিলেন, তাহা গ্রন্থকর্ত্তা আমাদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করেন নাই! যাহা হউক, দেখা হইল, বিদায় লইলেন, চলিয়া গেলেন।

ইন্দুবালার সহিত প্রমথের যখন কথাবার্ত্তা হয়, তাঁহার মাতা আড়ি পাতিয়া সকলই দেখিয়া শুনিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ইন্দুবালাকে রাজার সাক্ষাতেই রাণী বলিয়াছিলেন "মা তোমার ভাবনা কি? মহারাজ শীঘ্রই তোমার বিবাহ দেবেন বল্‌ছেন।"*

যাহা হউক, তাহার পরে একবারে আমরা যবন শিবিরে পৃথ্বী রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিলাম। তাঁহার সঙ্গে কুতবুদ্দিন কথা কহিতেছে, এমন সময় "রণসজ্জায় মহাবেগে প্রমথের প্রবেশ"। যবন শিবির—যেখানে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা বন্দী—সেখানে প্রমথ যে কিরূপে একাকী যাইতে পারিলেন—যুদ্ধে কি সর্ব্ব সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া—বরং কণোজের রাজোদ্যানে ছদ্মবেশে সম্ভব, কিন্তু তাও গ্রন্থে নাই—কিন্তু এখানে কিরূপে তাঁহার প্রবেশ ঘটিল, তাহা গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া দিতে ইচ্ছা করেন নাই! যাহাহউক, কুতবের সহিত প্রমথের যুদ্ধ বাধিল; দুই জন যবন আসিয়া কুতবের সাহায্যার্থ মন্মথকে আঘাত করিল; দুই ঘা মারিয়াই পলাইল; কেন পলাইল তাহা জানি না; প্রমথ সেই "আঘাতে অগ্রাহ্য করিয়া" বলিলেন "ছি ছি হেন পাপ যুদ্ধ কভু নাহি শুনি—"। যুদ্ধ চলিতে লাগিল; আবার দুই জন যবন আসিয়া প্রমথকে আঘাত করিল; আবার দুজন ঐ রূপ করিতে উদ্যত; ইত্যাদি যুদ্ধের পর প্রমথ মূর্চ্ছিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলেন। কমলা দেবী প্রবেশ করিলেন। সাহাবুদ্দিন তাঁহাকে গজনির ঈশ্বরী করিবেন বলিয়া অপমান করাতে কমলা তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিলেন! কুতব তাঁহাকে ধরিতে যাওয়াতে তিনি আত্ম-কণ্ঠচ্ছেদ করিলেন। সাহাবুদ্দিনের হস্তে পৃথ্বী রাজাও হত হইলেন। কিন্তু ইহাতেই নাটকের শেষ হয় নাই।

প্রমথ জীবিত আছেন; তিনি ভাবিতেছিলেন, তাঁহাকে যবনেরা কি কারণে মারিল না। কুতবের মুখে শুনিলেন, বিষধর স্বীকার করিয়াছে, বিনা যুদ্ধে কান্যকুব্জ যবন রাজার অধিকারভুক্ত করিয়া দিবে এবং প্রচুর অর্থও অর্পণ করিবে, কেবল তদ্বিনিময়ে তাহাকে প্রতিনিধি করিয়া সাহাবুদ্দিন চলিয়া যান, এই তাহার প্রার্থনা। কুতব প্রমথকে সঙ্গে লইয়া শিবিরের বাহিরে গেলেন। সাহাবুদ্দিনের ভাইপো মামেদ তাঁহাদের অগোচরে তাঁহাদের সঙ্গ লইলেন। প্রমথ কনোজে গেলেন, ইন্দুবালার সহিত এক দেবমন্দিরে দেখা করিলেন, সেখানে স্বীয় জননীকেও পাইলেন, তাঁহারা রাজা জয়চন্দ্রের নিকট গিয়া বিষধরের বিশ্বাসঘাতিতা প্রকাশ করিয়া দিলেন, বিষধর পলায়ন করিল, ইন্দুবালার সহিত প্রমথের বিবাহ হইল। আমরা ভাবিয়াছিলাম, ভারতের স্বাধীনতা নাশরূপ এমন দু-

* পাঠক! ইটী কেমন লাগে?

র্দ্দিন যেদিন ঘটিল, সে দিনের বর্ণনাত্মক নাটক অবশ্যই দুঃখশেষ ও করুণরসস্রাবী হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া অপার সুখ ও মহোৎসব-শেষ নাটক হইয়া উঠিল!!!

আবার একটী আশ্চর্য্য এই, যে, যখন শিবির হইতে প্রমথ ও ইন্দুবালা রাজার নিকট যান, তখন মামেদ তাহার সঙ্গী রহিমকে (বোধ হয় রহিমই সেই যে সঙ্গ লইয়াছিল, সেই সঙ্গ ধরিয়া ধরিয়া কণোজ পর্য্যন্ত প্রমথের পশ্চাতে আসিয়াছিল; কিন্তু প্রমথের সঙ্গী কুতব কোথায় গেল, তাহার কোনো ঠিকানা গ্রন্থে নাই) কহিল, যে, ইন্দুবালা বড় রূপসী, আমি উহাকে লইবই লইব, খুড়া মহাশয় শীঘ্র কণোজ আক্রমণ করিবেন, "আমাদের এত দিনের শ্রম সফল হল।"

এই গেল এক কথা। কুতব প্রমথকে কহিয়াছিল, যে, বিষধরের প্রার্থনায় শীঘ্র কণোজ আক্রমণ করিব। কিন্তু শেষে আবার বলে, যে, ভয় নাই, তোমার ভাবী শ্বশুরের অনিষ্ট করিব না। কেন যে কুতব প্রমথের প্রতি এত সদয়, জানি না। যাহাহউক, ঐ বিবাহের পর সাহাবুদ্দীন ও কুতব কি করিল, তাহা গ্রন্থে বাহির হয় নাই; কেবল রাজা জয়চন্দ্রের প্রতি প্রমথের উক্তিতে প্রকাশ আছে, যে "চিন্তা নাই—যবনেরা চলে গেছে।"

আমরা ভাবিয়াছিলাম, গ্রন্থের প্রথমে প্রমথের যে চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে পৃথ্বী রাজা ও জন্মভূমির শোকে প্রমথ অধীর হইবেন, কিন্তু শেষে দেখিলাম, প্রমথ কণোজে গিয়া ইন্দুবালাকে পাইয়া আনন্দ সাগরে ডুবিলেন—যেন সে প্রমথ নয়, এ যেন অন্য নাটকের প্রমথ!

ফলতঃ এ নাটকের নাম "ভারত বিজয়" না রাখিয়া "মন্মথ বিজয়" হইলেই ঠিক হইত। যেহেতু রতিপতি মন্মথের বিজয় গানেই এই নাটক পরিসমাপ্ত হইয়াছে!

কিন্তু এখনো আমাদের বিস্তর কথা বলিবার আছে—এখনও প্রথম নাটকের আলোচনা ও উভয় নাটকের তুলনা হয় নাই। যত সংক্ষেপে পারি তাহার চেষ্টা করি।

প্রথম নাটকের গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলের প্রধান পণ্ডিত—সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী। দ্বিতীয় গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার বিষয় আমরা কিছুই জানি না। লেখা দেখিয়া অনুমান হয় বয়স বেশী হইবে না। রাজেন্দ্র বাবুর লেখা আরো একটু কাঁচা আছে। বিদ্যারত্নের লেখা (অপেক্ষাকৃত) অনেক পাকা। কিন্তু ইঁহার অপেক্ষা রাজেন্দ্র বাবু ইতিহাসের মান কিছু বেশী রাখিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় পুষ্পকেতুকে স্বদেশের সর্ব্বনাশক করিয়া জয়চন্দ্রকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন—ইতিহাস তাহা বলে না—ইতিহাসে জয়চন্দ্র সেই গুরু পাপের পাপী। রাজেন্দ্র বাবু জয়চন্দ্রকে কিয়ৎ পরিমাণে এবং তাঁহার মন্ত্রী বিষধরকে সম্পূর্ণ রূপে দোষী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তুলি চালাইবার ত্রুটীতে ইতিহাস ও কল্পনা কাহারই মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রাখিতে পারেন নাই! ইতিহাস বলে জয়চন্দ্রই সাহাবুদ্দীনকে (মহম্মদ ঘোরীকে) ডাকিয়া আনিয়া জন্মভূমির চিরবিপদ ঘটাইয়াছেন। কল্পনা দ্বারা সেইরূপ ঘটাইতে পারিলেই সুন্দর হইত—ঘৃণা রস উৎপাদনে সমর্থ হইতেন। অধিকন্তু তাঁহার কল্পনাজনিত বিষধরকে তাহার প্রধান সাধন করিতে পারিলে আরো উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিত। তিনি তাহার কিছুই পারেন নাই। বিষধরের দুরভিসন্ধি মনেই রহিল—কার্য্যে স্ফূর্ত্তি পাইল না এবং যে জয়-

চন্দ্রকে হিন্দু মাত্রেরই চিরকাল ঘৃণা করা উচিত, সে জয়চন্দ্র তাঁহার নাটকে প্রায় সাধু সদাশয় চরিত্রই রহিয়া গেল! ঐতিহাসক নাটক রচনার যে মহদুদ্দেশ্য, এরূপ নাটক দ্বারা তাহার ধ্বংস বই সুসিদ্ধি কিছুই হয় না। বিশেষতঃ পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, ভারতের এমত শোকাবহ ব্যাপার—যাহার ন্যায় ঘোর দুর্দ্দিন আর কখনো হয় নাই, হইবেও না—এমন দুরপনেয় দুঃখের ঘটনা লইয়া যে নাটক রচিত হইল—আর্য্যবংশজাত একজন শিক্ষিত বাঙ্গালী দ্বারা যে দৃশ্যকাব্য প্রস্তুত হইল, তাহা কিনা হর্ষ-শেষ! তেমন বিষয়ের নাটক পড়িয়া চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল সরিল না—চক্ষু সবাষ্পও হইল না—হৃদয় একবার কাঁপিলও না—রাগ, ঘৃণা, দুঃখ, উৎসাহ, ইহার একটী রসেরও আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিল না, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও মনস্তাপের বিষয় আর কি? এমন নাটক (অন্য শত গুণ সম্পন্ন হইলেও) পড়িতে নাই! এমন নাটকের আবার গুণ দোষ বিচার কি? এমন নাটকের আলোচনা করিতে যে বসিয়াছি, ইহাই আমাদের অপরাধ! তবে কিনা পাছে দেশের লোক জানিতে না পারিয়া ক্রয় করেন, তাই একবার জানাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বোধেই এই সমালোচনা করিলাম।

এখন আমাদের ভার লঘু হইল। একখানিকে বিদায় দিয়া অপরখানির গুণাগুণ দর্শনের অবসর পাইলাম।

সাধারণতঃ বলিতে গেলে বিদ্যারত্ন সুলেখক বটেন। যদি তিনি ইতিহাসের ঠিক অনুসরণ ও অধিকতর মার্জ্জিত রুচির অনুগমন করিতেন, তবে তাঁহার নাটক অপূর্ব্ব পদার্থ হইত।

ইতিহাসের অনুসরণ বিষয়ক ত্রুটীর কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এরূপ বিষয়ে ইতিহাসে ও চাঁদকবির কাব্যে যেরূপ বর্ণনা আছে, তন্মাত্রকেই প্রধান অবলম্বন ও কল্পনা দেবীর আনুকূল্য অল্পাংশে গ্রহণ করিলে অতি চমৎকার নাটক হইতে পারিত। বিদ্যারত্ন তাহা না করিয়া অথবা তাহার বিপরীত পথে গিয়া অর্থাৎ কল্পনাকে প্রধান ও ইতিহাসকে নিকৃষ্ট অবলম্বন করাতে আশামত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয়েন নাই। তথাপি তাঁহার রচনা কৌশলে আমাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে কাঁদাইতে না পারুন, তাহার প্রাক্কালীন গম্ভীর অবস্থার অবস্থিত করিতে পারিয়াছেন।

এক্ষণে তাঁহার রুচির ত্রুটী দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে বর্ণনা ও কল্পনার ত্রুটীও লক্ষিত হইতে পারিবে।

অনঙ্গমঞ্জরীর গুপ্ত প্রেম যাহা কল্পিত হইয়াছে তাহা উত্তম। কাহার প্রতি তাঁহার মন হইয়াছে, সে বিষয়ে সখীদের যে ভ্রম জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সে কল্পনা টুকু আরো উত্তম। কিন্তু সখীদের সেই ভ্রম যে হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা যাহাতে প্রথম হইতেই বুঝিতে পারেন, প্রথম অঙ্কের প্রথম ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কের কথোপকথনে সেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। কেবল ঐ দুই গর্ভাঙ্ক পড়িয়াই সে ভাব সহজে সুগৃহীত হয় না—বহু দুর না পড়িয়া গেলে সে ভাব ধরা যায় না। ইটী বিশেষ দোষ হইয়াছে।

অনঙ্গের সহিত সখাদের যে সব উচ্চ ভাব ও উচ্চ ভাষায় কথোপকথন রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "বলি হ্যাঁলা কেতি" ইত্যাদি উক্তি যেন বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। আবার যে সময়ের বর্ণনা, তখন যাবনিক ভাষা এদেশে প্রচলিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রবেশও করে নাই। অতএব "চিটি" "খবর" "কম" "ফিরিয়া" "খবরদার" "বখসীস" "মঞ্জুর" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা সুরুচির কার্য্য হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি যে ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে এরূপ কথা খাটে না এবং তত্তাবতের প্রয়োজনও ছিল না। রাজার উচ্চ ভাষার মধ্যে "ট্যাঁটরা ফিরানো" শব্দটা অতি কদর্য্য শুনায়; ঘোষণা বলিলেই হইত।

২য় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে গণপতের সঙ্গে লবঙ্গিকার যে রসিকতা বর্ণিত আছে, তাহা না হওয়াই উচিত ছিল, তাহা যৎকুৎসিত হইয়াছে। ৪র্থ অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে "আমি প্রেয়সীকে মার মত ভক্তি কর্ব্বো, সন্তানের মত সুখে রাখ্‌বো" ইত্যী অতি জঘন্য—বিদ্যারত্নের ন্যায় লেখকের যোগ্যই নয়। ৫৭ পৃষ্ঠার প্রথম কয় ছত্রে যে রসিকতা আছে, তাহা নিতান্তই অশ্লীল, অপাঠ্য ও অশ্রাব্য। ৭৫ পৃষ্ঠার "কল্পনা" উক্তিটী অতি জঘন্য খাটিয়াছে। ফলতঃ এ নাটকে যেখানে যেখানে রসিকতা বা হাস্যরসোদ্দীপনের চেষ্টা, সেই সেই অংশ এককালে ব্যর্থ ও কুৎসিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যদি সে পক্ষে মূলেই প্রয়াস না পাইতেন, তবে তাঁহার নাটকখানি বিশুদ্ধ ও স্ত্রীলোকের পাঠ্য হইত।

সাধারণতঃ ইঁহার ভাব, ভাষা ও রচনা প্রশংসা-যোগ্য। গান ও কবিতাগুলি প্রায়ই উত্তম হইয়াছে। যদিও অনেক স্থলে উত্তররামচরিত, কুমারসম্ভব ও কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত সিন্ধুর মণি রত্নাদি সমাহৃত হইয়াছে, কিন্তু তত্তাবৎ যথাস্থানে সুসংলগ্ন করিয়া দেওয়া সকলের ক্ষমতায় হইয়া উঠে না। ইনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তদ্ব্যতীত নিজের স্বাভাবিকী ভাবপ্রসব-শক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু "ললনা-ললিত-কেশ-পাশ-নাগপাশে!!" তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত এ বর্ণনাটী কিরূপে করিলেন? কেশে কি পুরুষ বদ্ধ হয়, না প্রেমরূপ নাগপাশে?

ইনি বীর রস উদ্ভাবনেও অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। ষষ্ঠ অঙ্কের ৫ম গর্ভাঙ্কে যে বীর রস আছে, (বিশেষতঃ অনঙ্গের অভিনয়) রঙ্গভূমে অতি চমৎকার হইতে পারিবে। শ্মশানে উগ্রচণ্ডা প্রভৃতির দৃশ্যও রৌদ্র রসের উৎপাদক হওয়া সম্ভব। কেবল তৃতীয় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে বর্ণনা আরো ঘোরালো হইলে ভাল হইত। এই গর্ভাঙ্কে বীর ও রৌদ্র রসোৎপাদনের বড় একটী সুযোগ ছিল; এ স্থলে পৃথুর দয়া দাক্ষিণ্য সাহসাদি গুণ যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা উত্তম, কিন্তু সে পরিমাণে উপযুক্ত দুটী রসের আবির্ভাব হয় নাই।

পত্রের নিম্নে "তোমারই চিরদাসী" বলিয়া নায়িকা যে স্বাক্ষর করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের আপত্তি আছে। প্রথমতঃ নীচে নাম সই করার প্রথা পূর্ব্বকালে বড় ছিল না—পাঠের পূর্ব্বেই নাম বসিত—যথা "সেবক শ্রীঅমুক।" নীচে সই করা এখনকার প্রথা—ইংরাজী অনুকরণ। দ্বিতীয়তঃ "তোমারই" শব্দটীও এখনকার বিলাতী আমদানী। বিদ্যারত্ন মহাশয় পূর্ব্ব প্রথা বিস্মৃত হয়েন ইহা প্রার্থনীয় নয়, এই জন্যই ইটী লিখিলাম।

গানগুলির সুখ্যাতি করিয়াছি। কিন্তু ষষ্ঠ অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে যে গানটী আছে, তাহার ভাব ভাল হইলেও দোষাশ্রিত হইয়াছে। কিয়দংশ সুসংস্কৃত ও অপরাংশ নিতান্ত গ্রাম্য—এ উত্তম রুচির রচনা নয়—শুনিতে অতি মন্দ লাগে।

পরিশেষে একটী আপত্তি উল্লেখিতব্য। যে কোনো বিষয়ের নাটক হউক, একটী প্রধান ঘটনা লক্ষ্য করিয়া লিখিত হওয়া উচিত। এ নাটক সেরূপ হয় নাই। ইহা যেন দুই পালায় বিভক্ত। পৃথুর অনঙ্গলাভ এক পালা, "ভারতের সুখশশী যবন কবলে" পতিত হওয়া দ্বিতীয় পালা। প্রথমাঙ্ক হইতে ষষ্ঠাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক পর্য্যন্ত অর্থাৎ অনঙ্গ-মঞ্জরীর

বিবাহপর্য্যন্ত একখানি উত্তম সুখ-শেষ নাটক হইতে পারে—পারে কেন, হইয়াছে। তৎপরে পুষ্পকেতুর মনস্তাপ ও বৈরনির্য্যাতনের প্রতিজ্ঞা, বধ সস্ত্রীক পৃথুর—সেই সঙ্গে ভারতের পতন ব্যাপারটী স্বতন্ত্র একখানি দুঃখ-শেষ নাটক হইতে পারে এবং হইয়াছে।

আমাদের তাৎপর্য্য এই, যে, পৃথুর বিবাহের পালাটী এ নাটকে (ভারতের সুখাবসান নামক নাটকে) অতি বাহুল্য রূপে বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল না। অথবা সে প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে এককালে না থাকিলেই ভাল হইত। প্রথমাবধি পড়িতে আরম্ভ করিয়া যতই পড়ি, যবন কর্ত্তৃক ভারতজয়ের কোনো লক্ষণ না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম। প্রণয় ব্যাপার ও মন্ত্রী প্রভৃতির সেই দিগেই কল ছল কৌশলাদি পড়িতে পড়িতে প্রকৃত বিষয় একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ষষ্ঠ অঙ্ক পর্য্যন্ত শেষ করিয়া ভাবিলাম, যদি সকল কল্পনা—সকল প্রধান ঘটনা—সকল নির্ম্মাণ কৌশল ইহাতেই পর্য্যাপ্ত হইয়া গেল, তবে আর ছাই প্রকৃত প্রস্তাবের কখন কি হইবে? সব জড়িয়া সড়িয়া আসিয়া বিবাহেই পড়িল—অবশ্য তাহাতেই নাটকের শেষ হওয়া স্বাভাবিক। তাহার পর যবনের পালা যেন দ্বিতীয় নাটক বলিয়া বোধ হইল।

আবার দস্যু কর্ত্তৃক পৃথুর বন্ধন ইত্যাদি পালার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। ফলতঃ এ গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইহাকে নাটক বলিয়া মনে হয় না—যেন নবন্যাস পড়িতেছি এমনি বোধ হয়। যদিও নাটক মনে পড়ে, তবে যেন পুরাকালের মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের ন্যায় কোনো পুস্তকের অনুবাদ পড়িতেছি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। ঐ সকল নাটকাদি যেরূপ জটিল চক্রময় ভাব, কল্পনা ও ঘটনায় পূর্ণ, ইহা যেন ঠিক তাই।

আধুনিক বাঙ্গালা রচনা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী অবিকল ইংরাজী অনুকরণে; দ্বিতীয় শ্রেণী ঠিক সংস্কৃত ধরণে; তৃতীয় শ্রেণী তদুভয়ের মধ্য আদর্শে গঠিত। এই শেষ শ্রেণীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রত্যেক শ্রেণীর ভাষাও আদর্শের অনুরূপ। সমালোচ্য নাটক দ্বিতীয় অর্থাৎ সংস্কৃত শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। সুতরাং সে শ্রেণীর যে সব গুণ দোষ তাহার অনেক ইহাতে আছে।

যাহাহউক, তথাপি আমরা এ নাটকের প্রতিষ্ঠাবাদ করিতেছি। মাঝে মাঝে উত্তম কল্পনা, উত্তম বর্ণনা, উত্তম ভাব, উত্তম কৌশল দেদীপ্যমান। যে কৌশলে ক্রমে ক্রমে রাজা জয়চন্দ্রের মন পৃথুর পক্ষপাতে লওয়ানো হইয়াছে, তাহা উত্তম। যে কল্পনা পৃথুর মুখ হইতে পুষ্পকেতুর সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব ও তদুত্তরে স্বয়ম্বরের কৌশল স্ফুট হইয়াছে, তাহা অতি উত্তম। যে বর্ণনা চিতোররাজ সোমরাজের মুখ হইতে উৎসাহ ও ভৎর্সনা পূর্ণ পদ্য প্রসব করিয়াছে, তাহা মনোরম্য হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত দোষগুলি না থাকিলে এবং ইতিহাসের মান অধিকতর রক্ষিত হইলে এ গ্রন্থখানি প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর নাটক হইতে পারিত—বর্ত্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া আদৃত হইতে পারে।

১৯। চন্দ্রাবতী নাটক।
২০। তীর্থ মহিমা নাটক।
২১। ধ্রুবচরিত্র নাটক।

এই তিনখানিই চুঁচুড়া নিবাসী কৃতবিদ্য বাবু নিমাইচাঁদ শীল রচনা করিয়াছেন। এই নাটকত্রয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং তত্তাবতের আলোচনা বহু বার বহু সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে এবং বহু দিবসাবধি সাধারণে তত্তাবৎ পড়িয়া পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন — বোধ হয়, মুদ্রিত পুস্তকগুলি এত দিনে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া থাকিবে—এখন আর সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কি কাজ দর্শিবে? এখন করিতে গেলে বাহুল্যালোচনাই করিতে হয়, কিন্তু রিভিউ নামক সাময়িক পত্রের প্রণালীতে তন্ন তন্ন গুণ দোষের বিচার এই ক্ষুদ্রাবয়ব মাসিক পত্রিকায় সম্ভবে না। তবে পুস্তক তিনখানি যখন সম্প্রতি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তখন দুই চারি কথা বলাও আবশ্যক। এই জন্যই বলিতেছি, যে, নিমাই বাবুর লেখা সচরাচর অগণ্য জঘন্য নাটক-লেখকগণাপেক্ষা বহুলাংশে উৎকৃষ্ট। তারকেশ্বরের শোচনীয় ঘটনা অথবা এলোকেশী মহান্ত সম্বন্ধে রাশি রাশি যত প্রহসনাদি বহির্গত হইয়াছিল, যদিও আমরা তাহার সকলগুলি পড়ি নাই, কিন্তু অনেকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় সে সমস্তেরমধ্যে নিমাই বাবুর “তীর্থমহিমা” নামা নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার লেখনীর নিকট যত দূর আশা করিয়াছিলাম, পাঠ সমাপ্ত করিয়া তত দূর সন্তোষ পাইলাম না। কোনো কোনো অংশে প্রকৃত ঘটনার অপেক্ষা কল্পনার অনুরোধ যেন বেশী রাখা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় সেই সেই স্থলে কল্পনাকে খাট ও সত্যকে বড় করিয়া বর্ণনার তেজস্বিতা ও কথোপকথনের অঙ্গরাগ আরো অধিক উজ্জ্বল করিতে পারিলে ভাল হইত।

তাঁহার ধ্রুবচরিত্র নাটক পড়িয়াও আশা ক্ষুণ্ণা হইয়াছে। সামান্য যাত্রাওয়ালারা সে পালায় যাহা করিয়া তুলে, ইঁহার নাটক তাহাও পারে নাই। কথকতায় ধ্রুবচরিত্র শুনিতে শুনিতে কতবার অজস্র অশ্রুপাত ও শরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে, এ নাটক পড়িয়া তাহার কিছুই হয় নাই। চরিত্র-চিত্র পক্ষেও সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্যতা লক্ষিত হইল। পুরাণে এ প্রসঙ্গে যাহাকে যেরূপ চিত্রিত এবং কনিষ্ঠা রাণীর ঈর্ষা ও রাজার স্ত্রৈণতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভাব ও ঘটনাদি যে প্রকার বর্ণিত আছে, অবিকল তদনুসরণ করিলে নিমাই বাবু অবশ্যই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিতেন। সব উলট পালট করিয়া দিলেই নির্ম্মাণ-শক্তি বুঝায় না—ইতিহাসের প্রধান মূর্ত্তি ও পাত্রগণের প্রকৃতি সমর্থনান্তর আভ্যন্তরিক বয়ন ব্যাপারে যত কারিকুরী ও কল্পনা চাতুর্য্য দেখাইতে পারিবে, ততই নির্ম্মাণ শক্তির সুখ্যাতি ও পাঠকপুঞ্জের চিত্তাকর্ষণ ঘটিবে। কখনো কখনো কবিরা ঘটনার রূপান্তর ঘটাইয়া ঐতিহাসিক বিষয়ের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রধান পাত্রগণের ও প্রধান ঘটনাবলীর মুল প্রকৃতির অন্যথা করেন না। এইরূপে মূলতরুকে রক্ষা করিয়া তাহাকে নব নব শাখা-পল্লবে সজীব ও সুসজ্জিত করাই সুকল্পনা ও সুকবির কাজ। যদি কল্পনা অপেক্ষা ইতিহাসের বর্ণনা অধিক মনোরম্য হয় অর্থাৎ ইতিহাসের বা প্রবাদের বর্ণনা যত দূর মনোহরণ বা যে যে রসোৎপাদন করে, যদি কবি তদপেক্ষা মনোরঞ্জনে ও রসোৎপাদনে সমর্থ না হয়েন, তবে আর সে বিষয়কে কাব্যে পরিণত করিবার ফল কি? অতএব যে ধ্রুবচরিত্র চিরকাল কথকতায় বা যাত্রায় বাঙ্গালীমাত্রকেই ভক্তি, রাগ, অনুরাগ ও করুণাদি রসে আপ্লুত করিয়া আসিতেছে, তাহা নাটকের শেখরে উন্নত হইয়াও যদি তদপেক্ষা অধিক না হউক, অন্ততঃ তাহার সমান রসোৎপাদক না হইল,—বরঞ্চ (যাহা পড়িয়া দেখিলাম) সে গুণে বহু নিম্নে অবতরণ করিল, তবে শুদ্ধ নাটকের প্রণালী, ঘটকালী ও সাধুবুলি লইয়া কি লাভ?

২২। সম্মিলনী।

এখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। পূর্ব্বে তেওতা হইতে প্রকাশ পাইত, এক্ষণে অত্র নগরস্থ "প্রতিধ্বনি"র সহিত মিলিত হইয়াছে।

২৩। মানস রঞ্জিনী। ১ম ভাগ।

"শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাচরণ সেন-প্রযত্নে প্রকাশিত।" এ একখানি ক্ষুদ্র পদ্যগ্রন্থ। "আটক সংগ্রাম; দুঃখিনী জননীর অন্তর বাসনা; শ্মশানে বালক; শকুন্তলা; জন্মাষ্টমী; সাবিত্রী;" এই কয় বিষয়ের পদ্য ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে। গিজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে মুলতানাধিপতি জয়পাল ও তৎপুত্র অনঙ্গপাল যে যুদ্ধ করেন, সেই বিষয় লইয়াই প্রথম কবিতাটী লিখিত। কবির স্বীয় সহোদরা-বিয়োগ-শোক প্রকাশার্থ তৃতীয় কবিতা। এই দুইটীই দীর্ঘ: আর কয়েকটী অতি ক্ষুদ্র কবিতা। লেখকের বয়ঃক্রম অতি কিশোর—বোধ হয় অদ্যাপি ছাত্রাবস্থা। এই অল্প বয়সে লেখনীর যেরূপ তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট ভাবী আশা বিস্তর। যদিও বর্ত্তমানে পুস্তিকা খানি প্রকৃত প্রস্তাবে অথবা সর্ব্বতোভাবে মানস-রঞ্জিনী হইতে পারে নাই, কিন্তু প্রমদাবাবুর যে স্বভাবজাত প্রতিভা আছে এবং তাঁহার জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত, অভিজ্ঞতা পরিপক্ক, বহুদর্শন বিস্তারিত, কল্পনা কর্ষিত এবং রুচি মার্জ্জিত হইলে তিনি যে বঙ্গ-সমাজে একজন গণ্য কবি হইবেন, ইহা আমরা পূর্ব্বাহ্নেই মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া দিতেছি। যেমন শুক্লপক্ষের দিনমণির কিরণজাল সম্পূর্ণ অস্তগত হইতে না হইতে আকাশে অন্যদিগে পাণ্ডুবর্ণ শশধর দেখা দেন—তখনও তিনি স্বীয় স্বাভাবিকী মধুর রূপ ধারণ করেন নাই—তখন কেবল অমার্জ্জিত রূপার থালাখানি মাত্র, কিন্তু ভাবুক জন তখনই বুঝিতে পারেন, যে "আ'জ্ রজনী বড় শোভাময়ী হইবে।" অথবা বেল জুঁই গোলাপাদি মুকুলের ভাব দেখিয়াই যেমন পূর্ণ-বিকসিত অবস্থার ভাব অনুভূত হয়। অথবা ইতর ভাষায় যেমন বলে "উঠ্‌ন্তে মূলো পত্তনে চেনা যায়," সেই রূপ প্রমদাবাবুর এই প্রথম উদ্যম দেখিয়াই আমরা বুঝিতেছি যে, ঈশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবী করিলে এবং তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পথে অর্থাৎ উচ্চ অধ্যয়ন পক্ষে মনোযোগী হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা মাতৃভাষা অলঙ্কৃতা হইতে পারেন। কিন্তু "শক্রসিংহ" নাটকালোচনার সময় কুঞ্জবাবুর উদ্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছি, প্রমদাবাবুর প্রতিও সে সব অবিকল প্রযুজ্য। নিজে শিক্ষিত না হইয়াই পরকে শিখাইতে এবং মাইকেল মধু ও দীনবন্ধু প্রভৃতি হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র—অপেক্ষা কর—সবুরে মেওয়া ফলিবে, নতুবা ইঁচড়ে পাকিতে গেলে যাহা হয় তাহাই হইবে!

২৪। সত্যবতী।

এখানি "অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাটক।" আদ্যন্ত সমুদয়ই অমিত্রাক্ষর পদ্য। গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। পড়িয়া বোধ হইল, এখানিও বালকের লেখা—হায়! এখানিও কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো! পুস্তকের গুণাগুণ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব, পদ্য গুলি পড়া যায়, বিশেষ কোনো গুণ দেখিলাম না, এই পর্য্যন্ত।

২৫। কর্ণার্জ্জুন কাব্য। ১ম খণ্ড।

বহু আবর্জ্জনার মধ্যে এই একখানি কাব্যের মত কাব্য পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত এই কাব্যের কবি। কাব্যের ভূমিকা পাঠে জানিলাম, পূর্ব্বে ইনি "ভর্ত্তৃহরি কাব্য" প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাহা দেখি নাই।

বর্ত্তমান কাব্য মহাভারতীয় কর্ণপর্ব্ব অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। কবিবর যথার্থই বলিয়াছেন, যে, "পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন মহানুভব কর্ণের প্রতিকৃতি তদনুরূপ বর্ণে চিত্রিত" করেন নাই। এসংস্কার আমাদের মনে বহুকাল হইতেই বদ্ধমূল আছে। আ'জ্ বলদেব বাবুর লেখনীতে তৎপোষকতা দৃষ্টে মহা আহ্লাদিত হইলাম। বলদেব বাবু লিখিয়াছেন, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তদ্রূপ নিরপেক্ষ চিত্র "না করাতে আমি এই কাব্য খানি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।" উদ্দেশ্য অতি মহৎ—কৃতকার্য্যতাও তদ্রূপ হইয়াছে। অথবা এইকাব্যের দ্বিতীয়ভাগ যদি এইরূপ হইয়া উঠে, তবেই কৃতার্থতার পূর্ণতা জন্মিবে।

বলদেব বাবু বলেন, মাইকেল মহাশয়ের পদ্ধতিক্রমে একটীমাত্র ছন্দে কাব্যের আদ্যন্ত রচিত না হওয়াতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঐ আপত্তির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, তথাপি আমরা আরো বলি, যে, ছন্দ বৈচিত্র্য বরং অধিক মনোরঞ্জনের কারণ হয়। বঙ্গীয় কবিকুল-শ্রেষ্ঠ গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় যেখানে যেমন রস, সেখানে তদনুকূল ছন্দ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় কাব্যের চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্ব বহুগুণে যে বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব সে আপত্তি কোনো কাজের নয়—সে আপত্তি কেবল অতিরিক্ত অনুকরণ-ভক্ত দলেই উঠিতে পারে—স্বাধীনচেতা ও মার্জ্জিত-রুচি মনীষীগণ এরূপ আপত্তি কদাচই গ্রাহ্য করেন না!

যখন ছন্দের কথা উঠিয়াছে, তখন এই স্থলেই বলিয়া রাখি, যে, বলদেব বাবু এই কাব্যে যে কয়টী ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিলক্ষণ মনোজ্ঞ এবং পড়িতে ও শুনিতে অতি সুমধুর হইয়াছে, কেবল চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গের ছন্দটী ভাল লাগিল না। তিনি বলিয়াছেন, যাহারা অমিত্রাক্ষর পদ্যানুরাগী, তাঁহারা ঐ ছন্দে কতক তৃপ্তি লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল, যে বস্তু "ডুয়ের বা'র্"—যাহারা "না হিঁদু না মুসলমান"—যে পদার্থ "না হোমের না যজ্ঞের" তাহা কখনই কাহারো প্রিয় হয় না! মিত্রাক্ষর পদ্য (যে ছন্দেই হউক) কদাপি অমিত্রাক্ষরের কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা অমিত্রাক্ষরের মিত্র, তাঁহারা তাহাতে কোনোমতে সন্তুষ্ট হইবেন না এবং যাঁহারা মিত্রাক্ষর প্রিয়, তাঁহারা মিলের দূরত্ব ও উদাসীনত্ব দেখিয়া অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইবেন। অপিচ, যাঁহারা মিত্র অমিত্র উভয়েরই মিত্র (যেমন আমরা—মধ্যস্থ) তাঁহারা এই জন্যই এ ছন্দে নৈরাশ হইয়াছেন, যে, ইহাতে অমিত্রাক্ষরের চাতুর্য্যময় গাম্ভীর্য্য এবং মিত্রাক্ষরের মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্য, এ দুয়ের কিছুই নাই—এ যেন কোনো অপরিচিত অপ্রিয় জন বলপূর্ব্বক প্রিয় হইতে চায়!

আবার প্রতি সর্গের শেষে সংস্কৃত ছন্দের অনুবৃত্তিতে এক একটী বাঙ্গালা শ্লোক যে যে ছন্দোগ্রথিত হইয়াছে, তত্তাবতের অধিকাংশই শ্রুতিসুখকর হয় নাই। আমরা ভরসা করি, কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ প্রণয়ন সময়ে বলদেব বাবু আমাদিগকে সে নিগ্রহ হইতে মুক্ত রাখিবেন। বলদেব বাবুর বর্ণনা সাধারণতঃ অতি চমৎকার হইয়াছে—যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি সুললিত—যেমন বিষয়ানুযায়ী, তেমনি তেজস্বী।

চরিত্র চিত্র ও কল্পনার ক্রীড়া অধিকাংশ স্থলেই স্বভাবানুসারী এবং মনোরম্য। কেবল দুইটী স্থলে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে। এক ভীমের, দ্বিতীয় পাণ্ড্য রাজার বক্তৃতা। যখন নারায়ণাস্ত্র প্রতিমুখে সকলকে নিরস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ উপ-

দেশ দেন, তখন ভীমের মুখ দিয়া যে সব উক্তি বাহির করানো হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত হয় নাই। একতো কৃষ্ণগত-প্রাণ পাণ্ডবেরা কেহই কখনো যদুপতির অনুজ্ঞা লংঘন করিবেন, এমত সম্ভব নয়; তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে নিরস্ত্র হওনের প্রবল হেতুবাদ ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভীম রাগী বলিয়াই যে—

"কৃষ্ণের কথায় দিওনা ক কাণ;
কি জানেন উনি সমর সন্ধান?
জরাসন্ধ ভয়ে লয়ে নিজ প্রাণ
পলালেন যিনি মথুরা ছাড়ি।" ইত্যাদি।

এইরূপ বাক্য কৃষ্ণের প্রতি প্রয়োগ করিবেন এবং যে কৃষ্ণের সহায়তা মাত্র অবলম্বনে জরাসন্ধকে তিনি বধ করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি যে তাহা বিস্মৃত হইয়া গর্ব্বিত বচনে এবং অস্বাভাবিক স্পর্দ্ধাক্রমে বলিবেন, "সেই জরাসন্ধকে তৃণবৎ আমি ফাড়িয়া ফেলিয়াছি" এবং "ঐ মহাস্ত্র দেখিয়া কৃষ্ণ ভয় পাইয়াছেন, অতএব কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিও না" ইহাও কি সম্ভব হয়?

আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন কর্ণকে মহারথী রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, যে, এই রাজসমাজ মধ্যে এমন বীর নাই, যিনি কর্ণের বাণ ব্যর্থ করিতে পারেন এবং সৌভাগ্য ক্রমে ইন্দ্র তাঁহার অক্ষয় কবচ দান লইয়া গিয়াছেন, তখন পাণ্ড্য রাজা ক্রোধে ফুলিয়া যে সব উক্তি করেন, তাহাও নিতান্ত অনুপযুক্ত। পাণ্ডব পক্ষীয় কাহারই বদনে কৃষ্ণের প্রতি তেমন সব কথা সম্ভব হয় না।

আর এক স্থলে (১০২ পৃঃ) যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে অর্জ্জুন যাহা বলেন, আমাদের বিবেচনায় তাহাও ভাল হয় নাই।

এইরূপ কিছু কিছু দোষ ব্যতীত প্রায় আর সর্ব্বাংশের কল্পনা, উভয় বাহিনীয় সেনানীগণের সভা, বক্তৃতা এবং যুদ্ধবর্ণনা ইত্যাদি অতি উপাদেয়; প্রায় সর্ব্ব স্থলের ভাবও সর্ব্বাঙ্গীণ উত্তম এবং রসোৎপাদক (যাহা আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থনিচয়ে প্রায় দুর্লভ) ও সন্তোষজনক হইয়াছে। অতএব বলদেব বাবুকে আমরা কবি পদে স্থাপন করিতে অভিলাষী; কিন্তু তাঁহার কাব্যের শেষ ভাগ প্রচার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। কেননা, সর্ব্ব বিষয়ে প্রথম ভাগের সহিত তাহার সুসামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সুদ্ধ চরিত্র নয়, ঘটনাগুলি সুসংলগ্নরূপে ঘটাইয়া তোলাও বিশেষ কাজ। অনুমান হইতেছে, বলদেব বাবু তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন। এই কাব্যের মুল্য ১ এক টাকা।

২৬। কাশ্মীর কুসুম।

এখানি নাটকও নয়, কাব্যও নয়—সমালোচক, সম্পাদক এবং মাতৃ ভাষার হিতৈষী মাত্রেই যাহাতে জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছেন, এ পুস্তক তাহার কিছুই নয়—এ একখানি সর্ব্ববাদী সম্মত সুপ্রয়োজনীয় বিষয়ের গদ্য পুস্তক। ইহার প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মোহন বসু। ইনি সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী লেখক। কার্য্যব্যপদেশে বহু বৎসর কাশ্মীরে প্রবাস করিতেছেন। এই মধ্যস্থ প্রকাশের অনতিপূর্ব্বে বা অনতি পরে যখন তিনি একবার স্বদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার মুখে কাশ্মীরের অত্যাশ্চর্য্য নৈসর্গিক শোভা, অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাকৃতিক ব্যাপার এবং পুরাকালের কীর্ত্তি ও শিল্পাদির বিষয় কথঞ্চিৎ আকর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন বিস্তারিত ক্রমে সে সমস্তের বর্ণনা লিখিয়া পাঠান। এ গ্রন্থের আদি সূত্র সেই। তিনি ক্রমে ক্রমে কাশ্মীরের তাবদ্ব্যাপার দর্শন, শ্রবণ, অধ্যয়ন আদি উপায়ে সংগ্রহ

পূর্ব্বক মধ্যস্থে প্রকাশার্থ লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, পাঠকগণ অবশ্যই তাহা ক্রমশঃ পড়িয়া আসিয়াছেন। অধুনা সেই পূর্ব্ব মুদ্রিত লিপি সমুহ পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে কোনো বিষয় লিখিতে হইলে, সে এক প্রকার; আর তাহাকে গ্রন্থ রূপে প্রচার করিতে হইলে অবশ্যই আর এক প্রকার হয়। অর্থাৎ লেখক অবশ্যই গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করেন। পূর্ব্বাবস্থার শ্লথ লেখনীর তখন বেশী বাঁধনি হইয়া উঠে—পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের অসম্পূর্ণতা ছিল, তখন তাহার পূর্ণতা পক্ষে আকিঞ্চন বাড়ে—পূর্ব্বে যাহা অঠিক, বা আনুমানিক, তখন তাহাকে ঠিক করিয়া লইতে হয়—পূর্ব্বে যে যে বিষয় পরিত্যক্ত বা যে যে ব্যাপারে অনবধানতা ছিল, তখন তাহা সংযুক্ত এবং বিশেষ মনোযোগের আস্পদ হইয়া থাকে। এ রীতি সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালই প্রচলিত আছে। তদনুসারে মধ্যস্থে প্রকাশিত "কাশ্মীরের বিবরণ" সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া "কাশ্মীর কুসুম" নামে প্রচার পাইয়াছে। আমরা ইহার আদ্যন্ত বিশেষ মনোযোগ ও উৎসাহের সহিত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি দীর্ঘ হইয়াছে, তথাপি প্রায় কোনো অংশ পড়িতেই শ্রান্তি বোধ বা অতৃপ্তি জন্মে না—সমস্তই নূতন, প্রয়োজনীয় ও জ্ঞানবর্দ্ধক; অথচ প্রায় নবন্যাসের ন্যায় মনোরঞ্জক। অদ্ভুত রসের রসিকেরাও ইহাতে স্ব স্ব প্রবৃত্তি-তোষক বস্তু পাইবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধাতুর গ্রন্থ যতই প্রকাশ পায়, ততই প্রকৃত মঙ্গল। দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত অনুবাদ ভিন্ন এ প্রকার আদিগ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষার ক্রোড়ে দৃষ্ট হয় নাই—এ শ্রেণীর ইহাই প্রথম—ভরসা করি ইহা যেন অবিলম্বে অনেকের প্রথম হয়!

পরিশেষে বক্তব্য, যাঁহারা বঙ্গদেশে স্বাধীন সাহিত্যের যথার্থ হিতার্থী, তাঁহারা যেন এই পুস্তক গ্রহণ ও পাঠ দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার বর্ত্তমান কার্য্যের পুরস্কার এবং তদ্রূপ ভাবী উদ্যমের উৎসাহ-বৃদ্ধি সহকারে অন্যের রুচি ও প্রবৃত্তিকেও সেই পথে সঞ্চালিত করিয়া দেন।

২৭। ডাক্তার বাবু নাটক।

এই নাটক খানি যে ডাক্তার মহাশয় রচনা করিয়াছেন, এত দিনে তাঁহার নাম অধিকাংশ পাঠক জানিয়া থাকিবেন। তথাপি পুস্তকে যখন নাম নাই এবং "চক্ষু লজ্জা" র জন্য নাম দেওয়া হইল না বলিয়া যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, তখন আমরা তাঁহার নাম প্রকাশ দ্বারা তাঁহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু নাম ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য পরিচয় প্রদানের বাধা নাই। আমরা তাঁহাকে যত দূর জানি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে, তিনি ডাক্তার মহলে একজন অপরূপ অবতার! অর্থাৎ বাঙ্গালী ডাক্তার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মহাত্মারা যেরূপ রীতি, নীতি, চরিত্রের লোক, তিনি সে প্রকার নহেন—যে কয় জন ডাক্তার অন্যন্যপায়ী, অনহঙ্কৃত, অমন্দ-পথ-গামী, (হায়! তাঁহাদের সংখ্যা কত অল্প—হায়! তাঁহাদের নাম গণিতে একটী অঙ্গুলীর সকল পর্ব্বও লাগে কি না সন্দেহ!) তিনি সেই কয় মহাশয়ের অগ্রগণ্য। বিনয়, নম্রতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, নিষ্ঠাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম, কুসঙ্গ ও কুমার্গবর্জ্জন প্রভৃতি সূচিকিৎসকের যে যে গুণ অত্যাবশ্যক, তাঁহাতে প্রায় তাহার সমস্তই দেখিতে পাই। অধিকন্তু স্বদেশ-হিতৈষা ও পৈতৃক সমাজানুরাগ (যাহা অন্যান্য ডাক্তারে দুষ্প্রাপ্য) তাঁহাতে প্রচুর দৃষ্ট হয়। আলোচ্য নাটক খানিও যে সেই দুই ধর্ম্মের ফল, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্গীয় যুবকগণ মেডিকেল কলেজের ডিপ্লোমা

পাইয়া "সব্ এসিষ্ট্যাণ্ট" এক্ষণে সুদ্ধ "এসিষ্ট্যাণ্ট সর্জ্জন" রূপে বাহির হইয়া কিছু কালান্তেই যেরূপে মাতিয়া বেড়ান, তাহা সূক্ষ্মদর্শী সামাজিক গণের অদ্রষ্টব্য নাই। তাঁহাদের অধিকাংশই নানা জঘন্য দোষে দোষী; কেহ কেহ ভয়ানকরূপে উৎকট পাপে লিপ্ত; আবার তাঁহাদের স্থাপিত ডাক্তারখানা গুলির অধিকাংশই প্রাণ রক্ষার স্থান যত হউক না হউক, প্রাণ, মান, ধন ও ধর্ম্মনাশের অধিক উপযোগী হইয়াছে। এই সব প্রদর্শনই এই নাটক প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য।

যে উদ্দেশে ইহার প্রকাশ, তাহা অতি চমৎকাররূপে সিদ্ধ হইয়াছে। যে দোষমালা আমাদের গুণাকর ডাক্তার ভায়ারা সাধ করিয়া গলায় পরিয়া থাকেন, তাহা এই নাটকে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ও যথোচিত শ্লেষাভাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল একটী উৎকট ব্যাপার দেখাইয়া দিতে অবশিষ্ট আছে। বোধ হয়, গ্রন্থকার ডাক্তার হইয়াও সে ভয়ঙ্কর ডাক্তারি কাণ্ডের বিষয় জানিতে পারেন নাই—কোনো ভদ্রলোকের হঠাৎ তাহা জানাও সহজ নহে। আমরা দৈবগতিকে কোনোরূপে তাহা জানিতে পারিয়াছি। সেটী আর কিছুই নয়, জাল উইলের সাক্ষী হওয়া! কোনো বড় মানুষের ভ্রাতা বা অন্য নিকট দায়াদ মরিল; মৃত ব্যক্তির নিরাশ্রয় অবিরা স্ত্রীকে বা পুত্রবধূ প্রভৃতি উত্তরাধিকারিণীগণকে প্রতারিতা করিবার প্রয়োজনে জাল উইল প্রস্তুত হইল; আদালতে সার্টিফিকিট লইতে বা ঐ উত্তরাধিকারিণীদের সঙ্গে মোকদ্দমা চালাইতে গেলে উইল খানি যে অপ্রকৃত নয়, ইহা সপ্রমাণার্থ মাতব্বর সাক্ষীর দরকার হয়। একজন মহামান্য ডাক্তার অপেক্ষা অধিকতর মাতব্বর সাক্ষী আর কে? মৃত ব্যক্তির পীড়ার চিকিৎসার্থ অবশ্যই ভাল ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন—মৃত ব্যক্তির জীবনের আশা নাই, ডাক্তার একথা অবশ্যই বলিয়াছিলেন—আত্মীয়গণ তৎক্ষণাৎ উইল করাইয়া লইবেন, অবশ্যই সম্ভব—মৃত ব্যক্তি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় তাহা স্বাক্ষর করিয়াছেন, ইহা ডাক্তার বাবু যেমন প্রমাণ করিতে পারিবেন, এমন অন্যের কথায় হইতে পারে না; সুতরাং একজন ডাক্তার সাক্ষীর বড় দরকার হয়—সুতরাং একজন সম্ভ্রান্ত, কিন্তু ধনী নয়, এমন ডাক্তার এক দিনে একবারে লক্ষপতি হইয়া উঠেন!—উঠেন কেন? উঠিয়াছেন, ইহা আমরা প্রায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছি!! এবং কোনো ডাক্তার ঐ রূপে লক্ষপতি হইতে গিয়া ফাঁদে পড়িয়াছেন—জালে পড়িয়াছেন—তাহাও প্রায় দর্শন করিয়াছি!! সেই ডাক্তার সেই মৃত ব্যক্তির চিকিৎসা করা দূরে থাকুক, তাহার আকৃতি কখনো চক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ!

যদিও এরূপ ঘটনা অসাধারণ, তথাপি ইহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ থাকিলে "ডাক্তার বাবু" চিত্রটী আরো সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু তাহা না হউক, যত দূর হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। সুদ্ধ যথেষ্ট নহে, ইহাই প্রকৃত—ইহাই আশা-মত—অথচ আশাতীত। আশাতীত বলিবার তাৎপর্য্য এই, ডাক্তার বাবুরা যে সামান্যতঃ দোষী পুরুষ, ইহা আমরা জানিতাম, কিন্তু তাঁহারা যে এত দূর ভয়ঙ্কর দোষী হইতে পারেন ও হইয়া থাকেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতাম না—এখন এই নাটক পড়িয়া তাঁহাদিগকে আরো ভালরূপে চিনিলাম—পূর্ব্বে চক্ষু ফুটিয়াছিল, এখন দৃষ্টি প্রসারিত হইল—পূর্ব্বে তাঁহাদের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইতাম, এখন চিন্তিত, দুঃখিত, ব্যাকুল হইলাম—সুচিকিৎসার ভাবী ভাবনায় চিন্তিত; "শিক্ষার ফল কি এই হইল" এই ভাবনায় দুঃখিত এবং "তবে আর কাহাদের নিকট জন্ম-

ভূমির শুভ প্রত্যাশা করিব" এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম!

হায়! যে বঙ্গীয় সমাজে আবহমান কাল ঋষি তুল্য সাধু সদাশয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ চিকিৎসা নামা গুরুতম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন—যাঁহারা আপনাপন চিকিৎসাধীনা কুলস্ত্রীবর্গকে গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় দেখিতেন—যাঁহারা প্রতি গ্রামে মান্যতম অপেক্ষাও মান্যতর ও সাধুতম আপেক্ষাও সাধুতর রূপে আবালবৃদ্ধ ভদ্রেতর সকলের পূজনীয়, শ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাস-পাত্র ছিলেন—যাঁহারা আপনাদের অধীত ও আরাধ্য শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসা কার্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর ব্রত জ্ঞান করিতেন—তাহাতে অসীম দায়িত্ব অনুভব করিয়া কি সুমধুর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে রোগীর সমীপবর্ত্তী হইতেন—অভিন্ন পিতৃ-বাৎসল্যে করস্পর্শ, রোগনির্ণয়, সান্ত্বনাদান, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা ও প্রয়োগাদি করিতেন—তাঁহাদের অমৃতমাখা বাক্যে, ধৈর্য্যমাখা মনোযোগে একং স্নেহমাখা ব্যবহারেই অর্দ্ধেক রোগ দূর হইয়া যাইত—যেন সাক্ষাৎ যোগীন্দ্র বা ধন্বন্তরী আসিয়াছেন, এই ভাবে কি শ্রদ্ধাই জন্মিত—তাহাতেই রোগীর হৃদয়ে শান্তি জন্মিয়া দৈহিক শান্তির কত সাহায্যই করিত—হায়! সেই সমাজে এখন যাঁহারা সেই ভক্তিভাজন মহাপুরুষগণের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের রীতি, নীতি, প্রকৃতি কি বিপরীত!

বাবুরা আইসেন যেন "তুড়ুকসোয়ার!" তড়বড়ি ঘর ঢুকিলেন; ক্রোশান্তর হইতে নাড়ী টিপিলেন; (নাড়ী জ্ঞানও তেমনি চমৎকার!) দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কি না করিলেন; "কাগজ, কাগজ" করিয়া মহাব্যস্ত হইলেন ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন; প্রেস্ক্রিপ্সন লিখিলেন; অমনি চলিলেন; রোগীর পরিচারকেরা হতভম্বা! তাঁহারা ডাক্তারকে রোগীর অবস্থা সমুদয় বলিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, ডাক্তারের লড়া'য়ে কাণ্ড দেখিয়া তাহার বার আনা ভুলিয়া গেলেন; কেহ বা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া গিয়া বলিলেন 'মহাশয়! বড় পিপাসা"। কেহ বা ডাকিয়া বলিলেন "পেট ব্যাথার কথাটা বল না?" বাবু শুনিতে শুনিতে গাড়ি চড়িলেন—কতক কথার উত্তর দিলেন, কতক বা না দিলেন—আবার এত দ্রুতরূপে ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন, যে, সকল ভাব গৃহীতও হইল না! গাড়ি-ছুটিল—গৃহস্থও ছুটিলেন—ডাকিয়া বলিলেন "মহাশয়! কর্ণমূল বড় কট্ কট্ করিতেছে।" বাবু বলিলেন "পোস্ত ঢেঁড়ো—" আর শুনা গেল না—কোনো বহুদর্শী বন্ধু থাকিলে পোস্ত ঢেঁড়োর ফোমেণ্ট করিয়া দেন, নচেৎ কিছুই হয় না!

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার আমাদের কোনো আত্মীয়ের বাটী চিকিৎসার্থ আসিয়া ঐ রূপে তাড়াতাড়ি বলিয়া কহিয়া চলিয়া গেলেন। গৃহস্থ সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ রোগী (স্ত্রীলোক—জ্বর কালীন রজস্বলা) পেটের বেদনায় অত্যন্ত কাতরা ছিলেন; তৎপ্রতিবিধান জন্য যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা কাহারো ভালরূপে বোধগম্য হইল না—কেবল এক জন "ভূষি" শব্দটী মাত্র শুনিয়াছিল। ডাক্তার দাঁড়াইলেন না, গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন, বেদনাও বাড়িতে লাগিল, কি হইবে? তখন আমরা ঐ লোকটীর মুখে ঐ "ভূষি" শব্দের আভাস পাইয়া পূর্ব্ব-বহুদর্শন-সাহায্যে বুঝিতে পারিলাম ও গমের ভূষি আনাইয়া ভাজিয়া বালিসের ওয়াড়ে পুরিয়া সেক দেওয়াইলাম—বেদনা কমিল। কিন্তু দৈবগতিকে যদি আমরা উপস্থিত না থাকিতাম অথবা ঐ সেকের বিষয় না জানিতাম, তবে ভাবুন

কি হইত? ২৪ ঘণ্টার অধিক কালও নিদারুণ বেদনা ভোগ দ্বারা হয় তো রোগের ভয়ানক বৃদ্ধি হইয়া উঠিত! কৈ? ইংরাজ ডাক্তারেরা তো এমন ব্যবহার করেন না। তাঁহারা সূর্য্য, ইঁহারা সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত বালুকা, সুতরাং অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও নিতান্তই অসহনীয়!

এরূপ আচরণ বা দুরাচরণের শাসন হওয়া উচিত। আইন আদালতে ইহার প্রতীকার হইতে পারে না—সমাজ কর্ত্তৃকই এই সর্ব্বনেশে সামাজিক অপরাধের দমন হওয়া সম্ভব। কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ আর নিরীহ মেষপাল একই কথা। বচন ভিন্ন আমাদের কার্য্য নাই। সেই বচনও যদি যথোপযুক্ত প্রণালীতে পরিচালিত হইতে থাকে, তবে তাহা সামান্য অস্ত্র নহে। চতুর্দ্দিগে ইহার মৌখিক আলোচনা হইলেও ডাক্তার ভায়ারা ভীত, লজ্জিত ও সতর্কিত হইতে পারেন। সেই আলোচনার জন্য সংবাদপত্র ও নাটক প্রহসনাদি উপায় যেমন আশু কার্য্যকর সাধন, এমন আর কিছুই নয়। "ডাক্তার বাবু" নাটক খানি সেইরূপ শ্রেষ্ঠ সাধন ও অমোঘ উপায় হইয়াছে। অতএব তৎপ্রণেতাকে সকৃতজ্ঞচিত্তে অভিবাদন করি। যাঁহাদের হস্তে লক্ষ লক্ষ ভ্রাতাগণের জীবন মরণ সমর্পণ, তাঁহাদের ঔদ্ধত্য, অবিনয়, কর্ত্তব্যে শৈথিল্য, ব্যবসায়ে প্রতারণা, পানদোষের মত্ততা, চরিত্রে কলঙ্ক এবং ব্যবহারে অবিশ্বাস নিতান্তই শোকের বিষয় এবং সামাজিক সর্ব্বনাশের মূল। অতএব এমন গুরুতর বিষয়ের প্রসঙ্গ লইয়া এক খানি সুরুচি-সম্পন্ন সত্য-মূলক শ্লেষাত্মক সুন্দর নাটক যে প্রচারিত হইল, ইহা বিপুল সুখের বিষয়।

তবে এক কথা এই, যে, এ নাটকে মদ্যপ, বিনোদ ও কৃষ্ণ ডাক্তারের স্বরূপ চিত্র যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তদ্রূপ ওপক্ষে আবার এক জন সচ্চরিত্র উত্তম ডাক্তারের প্রতিকৃতি চিত্রিত হওয়াও উচিত ছিল। বিসম্বাদী প্রতিরূপ ও লক্ষণ (contrast) দ্বারা কোনো বিষয় যেরূপ গাঢ়রূপে হৃদয়াঙ্কিত হয়, এমন কিছু এক পক্ষীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা হয় না। এবং কোনো দোষের সংস্করণ জন্য একটী নির্দ্দোষী চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন যেমন অধিকতর কার্য্যকারী উপায়, সুদ্ধ দোষের তিরস্কার দ্বারা তেমন আশু ফললাভ সম্ভবে না। অতএব এ নাটকের বহু গুণ সত্ত্বেও এ ত্রুটীটী আমরা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

নাটকের ভাষা, ভাব, কল্পনা, কথোপকথন, ইত্যাদি সকলই প্রায় সর্ব্ব স্থলেই উত্তম হইয়াছে। এক আদ স্থানে একটু আদটু দোষ যাহা আছে, তাহা যৎসামান্য, এজন্য উল্লেখ করিলাম না। এ নাটক অভিনয়েরও সম্যগ উপযোগী—অনেক স্থলে পাঠের অপেক্ষা রঙ্গস্থলে আরো মনোহারী ও হাস্যোৎপাদক হইবে। ভরসা করি দেশস্থ সাধারণে এই সুন্দর নাটকের প্রতি যথোচিৎ উৎসাহ দান করিবেন।

২৮। যৌবনে যোগিনী।

এখানি নাটক। "ভারতের সুখশশী যবন কবলে" এবং "ভারত বিজয়" নামা নাটকদ্বয় যে বিষয় লইয়া রচিত, ইহাও সেই প্রসঙ্গের দৃশ্য কাব্য। ঐ দুই নাটকের আলোচনা মুদ্রিত হওনের পর এখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এই জন্যই সেই স্থানে ও সেই সঙ্গে এতদালোচনা ঘটে নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রণেতা। আভ্যন্তরিক প্রমাণে বোধ হইল প্রণেতার বয়ক্রম অধিক হইবে না। আমাদের এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বড় দুঃখের বিষয়—বালক-নাটক-লেখকের দল ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে—সুতরাং সমাজ ও সাহিত্য উভয়েরই নিদারুণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দিনদিন বাড়িতেছে! আমরা সবিনয়ে মিনতি করি, ছাত্রগণ এখনও ক্ষান্ত হউন—অপেক্ষা করুন এবং অভিভাবকগণ এখনও সচেতন হউন—স্ব-স্ব বালকগণকে ক্ষান্ত করুন!

নাটক খানি যদি যথার্থই ছাত্রের লেখা ও তাঁহার প্রথম লেখা হয়, তবে লেখকের নিকট ভবিষ্যতের আশা আছে বটে, কিন্তু অগ্রে প্রকৃত প্রস্তাবে সুশিক্ষিত না হইয়া তাড়াতাড়ি পাকিতে গেলে তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইবে এবং আমাদেরও আশার তরুটী আশামত বাড়িতে না পাইয়া পারিজাতের স্থলে পালিতামাদার হইয়া দাঁড়াইবে।

নাটক খানি দোষে গুণে জড়িত। মাঝে মাঝে স্বাভাবিকী ক্ষমতা দেখা দিয়াছে, ভাষা ও বর্ণনাদি অনেক স্থলে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু যে পাত্রের মুখ দিয়া যে সময় যেরূপ বাক্য ও ভাব বাহির করানো উচিত, তাহা বহু স্থলে ঠিক হয় নাই; চরিত্র-চিত্র একটীও প্রশংসাযোগ্য হয় নাই; ঘটনার বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু সকল স্থানে সুসঙ্গত বা সুমিলবদ্ধ হয় নাই—অনেক স্থলে অনেক ঘটনা সহজে ও স্বাভাবিক-স্রোত-গতিতে না আসিয়া যেন ইঞ্জিনিয়ারী বিদ্যা প্রভাবে কষ্টে সৃষ্টে খাল কাটিয়া বাঁধ বাঁধিয়া বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আনা হইয়াছে। অথবা তাহারা যেন স্বেচ্ছায় আসিতে চাহে না, লেখক জোর করিয়া ঘাড় মুচড়াইয়া আপন অভিপ্রেত পথে আনিয়া চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসাইয়া দিয়াছেন—ঠিক যেন যুড়িয়া যুড়িয়া এক রকম খাড়া করিতেই হইবে!

পূর্ব্বালোচিত নাটক দ্বয়ের প্রণেতাদ্বয় অপেক্ষা গোপাল বাবু বর্ণনীয় কালের ইতিহাস জ্ঞানে অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অতি-কল্পনা দোষে বা বয়সের দোষে তথাপি কিছু গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছেন—বহুদর্শী কবির ন্যায় সর্ব্ব সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, ইনি পরে এক জন ভাল লেখক হইতে পারিবেন।

স্থানাভাবে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির আলোচনা এবার হইয়া উঠিল না। অতএব কৃতজ্ঞতা সহকারে কেবল প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

১। সমরে কামিনী (নাটক)
২। ভারতে যুবরাজ (কাব্য)
৩। যুবরাজ আগমন (ঐ)
৪। সরোজিনী (নাটক)
৫। ভারত মিহির (সং পত্র)

পৃথ্বী ও জয়চাঁদ।

সাহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক ভারত জয় প্রসঙ্গ লইয়া যে তিন খানি নাটক সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে, তত্তাবতের আলোচনা স্থলে আমরা বলিয়াছি, যে, প্রথম দুই গ্রন্থকার ইতিহাসের প্রকৃত অনুসরণ করেন নাই। এই জন্য তাঁহাদের নাটক আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় বিষয়োচিত গৌরব সমর্থনে ও বিজ্ঞ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণে অসমর্থ হইয়াছে। পাছে তাঁহারা আমাদের ঐ উক্তিকে অপ্রামাণ্য রূপে গণ্য করেন এবং পাছে তাঁহাদের নাটক পড়িয়া ইতিহাসে অনভিজ্ঞ বহু বহু পাঠক নাটকোক্ত বর্ণনাকেই ধ্রুব জ্ঞানে প্রতারিত হয়েন, এই হেতুতে ইতিহাস হইতে তদ্‌ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। ইহার সহিত নাটকদ্বয়-বর্ণিত উপাখ্যানের তুলনা করিয়া দেখিলেই নাটককারদের অন্যায্য ব্যবহার এবং এমন গুরুতর বিষয়কে এরূপে যদৃচ্ছা-কল্পিত নাটকাকারে পরিণত করা যে নিতান্ত অনুচিত, তাহাও প্রকাশ পাইবে।

সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল টডের রাজস্থান ইতিহাসে

লিখিত আছে,যে, ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীতে অনঙ্গপাল অধীশ্বর ছিলেন। চারিশত বৎসরাবধি তাঁহার ঊনাবংশ জনপূর্ব্ব পুরুষ তথায় রাজত্ব করিয়াছেন। তিনিই তাঁহার বংশের শেষ রাজা এবং তদানীন্তন ভারতবর্ষে সকল রাজার উপর তাঁহার আধিপত্য বিস্তারিত ছিল। এক প্রকার তিনিই তখন ভারতের সম্রাট।

তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, কেবল দুই কন্যা সন্তানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আজমীরের চোহান বংশীয় রাজা সোমেশ্বরকে এক কন্যা এবং কান্যকুব্জের রাঠোর বংশীয় রাজা বিজয়পালকে অপর কন্যা সম্প্রদান করেন। সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বী এবং বিজয়পালের পুত্র জয়চাঁদ।

যদিও পৃথ্বী ও জয়চাঁদ (বা জয়চন্দ্র) উভয়েই অনঙ্গপালের দৌহিত্র, কিন্তু জয়চাঁদের পিতা বিজয়পাল স্বীয় শ্বশুরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। পৃথ্বীর পিতা সোমেশ্বর অনঙ্গপালের সহায় হইয়া তাঁহার প্রাধান্য রক্ষা করেন। এই উপকারের জন্য সোমেশ্বরকে তিনি কন্যাদান করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই অনঙ্গপাল কনোজের রাঠোর বংশীয় দৌহিত্রকে ছাটিয়া আজমীরের চোহান বংশীয় দৌহিত্র পৃথ্বীকেই স্বীয় সিংহাসনের ও সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান এবং এই হইতেই পৃথ্বী ও জয়চাঁদে এত বিবাদ ও এত মনান্তর। তখন ঐ রাঠোর ও চোহান বংশই ভারতে মহাপরাক্রান্ত, সুতরাং তদুভয়ের গৃহভেদ কারণেই আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বনাশ ঘটে!

পৃথ্বী যখন অষ্টমবর্ষীয় বালক, তখন মাতামহের লোকান্তরে দিল্লীর সিংহাসন অধিরোহণ করেন। জয়চাঁদ কর্ত্তৃক ইহার অনুমোদন বা পৃথ্বীর প্রাধান্য অঙ্গীকার দূরে থাকুক, বরং তিনি স্বীয় মাতামহের সম্পত্তিতে দাবী খাড়া করিয়া মহা বিরোধী হইয়া উঠিলেন। চোহান বংশের চিরশত্রু অনহলবরাধিপতি (গুজ্জরাষ্ট্রের রাজা) এবং মন্দরের পুরুহর বংশের রাজা তাঁহার পক্ষে ছিলেন। এই শেষোক্ত নরপতি নবীন সম্রাট পৃথ্বীর সহিত স্বীয় কন্যার শুভোদ্বাহের বাক্ দান করিয়াও শেষে বিবাহ দিলেন না। এই অপমানে ক্রোধান্বিত হইয়া যুবক পৃথ্বীরাজ মন্দর আক্রমণ পূর্ব্বক অপমানের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইলেন এবং এই প্রাথমিক যুদ্ধক্ষেত্রেই স্বীয় অসীম ভাবী বীরত্বের ও বহু বহু ভবিষ্যৎ জয়ের আদি লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন।

জয়চাঁদ ও গুজ্জরাট-রাজ ভয় পাইলেন—যুবা কেশরীকে কিরূপে নির্জ্জিত করিবেন, কেবল এই পন্থাই দেখিতে লাগিলেন—যে উপায়ে হউক, কোনোমতে খর্ব্ব করিতে হইবে, কেবল তচ্চেষ্টাতেই নিরত হইলেন—সে উপায় সদুপায় কি কদুপায়; বৈধ কি অবৈধ; ভবিষ্যতের মঙ্গল কি অমঙ্গলকর; স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের শ্রেয় কি অশ্রেয়সাধক; সে দিগে দৃষ্টিমাত্র রাখিলেন না—বৈরনির্য্যাতনে ও প্রতিহিংসার নিতান্ত বোধান্ধবৎ (ও খাল কাটিয়া লবণাক্ত জল আনয়নের ন্যায়) পালে পালে তাতার জাতীয় বিধর্ম্মী ও নির্দ্দয় যবন সৈনিকগণকে আনাইয়া ও অর্থ দিয়া পুষিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশের ভয়ঙ্কর সূত্রপাত করিলেন। হায়! তাহাদেরই সুযোগে গিজনীর সাহাবুদ্দীন হিন্দুদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও গৃহছিদ্রের তন্ন তন্ন তত্ত্ব পাইয়া এবং সেই ভ্রাতৃভেদ আরো বাড়াইয়া দিয়া "ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্টের ন্যায়" ঘোর কালাগ্নি প্রজ্জ্বলনে সমর্থ হইয়াছিল!

পৃথ্বীরাজের এক ভগ্নী ছিলেন, চিতোররাজ সমরসাই তাঁহাকে বিবাহ করেন। একে ভগ্নীপতি, তাহাতে মহাবীর ও সর্ব্বগুণে মণ্ডিত, সুতরাং পৃথ্বীর সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় জন্মিল এবং আমরণ সেই বন্ধুতা ও সাহচর্য্য অচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। যখনই পৃথ্বীর কোনো বিপদপাৎ বা সংগ্রামের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তিনি ভগ্নীপতিকে স্মরণ করিয়াছেন—ভগ্নীপতিও পরমোৎসাহে পরম সহায় হইয়াছেন। সমরসাইকে তাঁহার স্বদেশস্থ জনগণ যোগীন্দ্র বলিয়া পূজা করিত—তিনি পরম শৈব ছিলেন; গলায় পদ্মবীজের মালা ব্যতীত অন্য রত্ন ধারণ করিতেন না; তাঁহার মস্তকে প্রলম্বিত জটাজূট শোভা করিত। তিনি যেমন সাহসী, তেমনি সদ্বোদ্ধা, সুনিপুণ যোদ্ধা, সুদক্ষ সেনানায়ক, সুমিষ্টভাষী, সৎপরামর্শী ও সর্ব্বজনের প্রিয় ও পূজ্য বীর ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বদেশহিতৈষী ধার্ম্মিক জ্ঞানী একালে তো নয়ই, সেকালেও সুদুর্ল্লভ ছিল।

নাগোর নামক স্থানে পুরাকালের প্রোথিত সপ্ততি লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা বহিষ্কৃত হয়। পৃথ্বীরাজ সেই মুদ্রা রাশি স্বীয় কোষভুক্ত করণে স্থিরসংকল্প হন। কনোজের রাজা জয়চন্দ্র এবং তাঁহার সহায় রাজগণ ইহাতে এই ভয় পাইলেন, যে, একে তো পৃথ্বীরাজ সহজেই অতি প্রবল শত্রু, তাহাতে তাঁহার এত অর্থবলের বৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ অসম্ভব রূপে বাড়াইতে পারিয়া নিতান্ত দুর্দ্দম্য ও অবশ্যই সর্ব্ব বিজয়ী হইয়া উঠিবেন। * এই শঙ্কা প্রযুক্তই এবং যেন তেন প্রকারেণ পৃথ্বীরাজকে খর্ব্ব করা আবশ্যক বোধ হওয়াতেই তাঁহারা যবনরাজ গায়সুদ্দীনের ভ্রাতা মহম্মদ সাহাবুদ্দীন বা মহম্মদঘোরীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন।

এই বিষম উৎপাতের প্রতিবিধানার্থ পৃথ্বীরাজ স্বীয় ভগ্নীপতি চিতোররাজকে আনিতে তাঁহার অধীন রাজা লাহোরাধিপতি চন্দ্রপুণ্ডরকে দূত স্বরূপ পাঠাইলেন। রাজা চন্দ্রপুণ্ডর যে সকল উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিলেন, যেরূপে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাঁহার অভ্যর্থনা ও বিদায় প্রভৃতি তাবদ্বিষয় অতি সুন্দররূপে চাঁদকবি বর্ণন করিয়াছেন। এই চন্দ্রপুণ্ডর রাজা সেই সময় অবধি স্বদেশের কল্যাণোদ্দেশে আপন জীবনকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। যখন সাহাবুদ্দীন রাবী নদী পার হইতে চেষ্টা করেন, তখন এই স্বদেশবৎসল লাহোররাজ যেরূপ অনুপম সাহসিকতা ও বীর্য্য সহকারে তাঁহার নদী পারের বাধা দিয়া স্বগণসহ রণভূমিতে শয়ন করেন, তাহা পাঠ করিলে সগৌরবে স্মরণ হয়, যে, তবে আমাদের দেশেও লিওনিডাস ছিল! *

সমরসাই দিল্লীতে আসিলেন। ধার্য্য হইল, জয়চন্দ্রের প্রধান মিত্র গুজরাট রাজার বিরুদ্ধে পৃথ্বী এবং সাহাবুদ্দিনের সৈন্য বিমুখে সমরসাই গমন করিবেন। তাহাই হইল। কিন্তু যে সময়ে সমরসাই যবন সৈন্যের সহিত করবার অমীমাংসিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, (অর্থাৎ কয়েক বারেই জয় পরাজয় কাহারো ঠিক হয় নাই) তৎকাল মধ্যে পৃথ্বীরাজ গুজরাটের রাজাকে পরাজয় পূর্ব্বক সে যুদ্ধ শেষ করিয়া অবিলম্বে চিতোর রাজের সৈন্যে আসিয়া মিলিত হইলেন। একা সমর-

* হায়! তৎকালে ঐ গৃহবিচ্ছেদ যদি না জন্মিত অর্থাৎ তাৎকালিক ভারতের প্রধান চারি রাজ্য (ইন্দ্রপ্রস্থ, চিতোর, কান্যকুব্জ ও গুজরাষ্ট্র—একীভূত হইত) অন্ততঃ প্রথম দুইদেশের বীরশ্রেষ্ঠ রাজদ্বয় অবাধে কার্য্য করিতে পারিতেন—শেষোক্ত রাজদ্বয় যদি বাধ্য না দিতেন—পাপিষ্ঠ জয়চন্দ্র যদি স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক না হইতেন, তবে আমাদের জন্মভূমি কদাচই স্বাধীনতা-রত্নে এককালে বঞ্চিতা হইতেন না!

* ফলতঃ রাজপুত জাতীয় ইতিহাস যিনি মনোযোগসহ পড়িয়াছেন, তিনি অমন কত লিওনিডাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী ও দুঃখী হইয়াছেন!

সাইতেই রক্ষা ছিল না, অধুনা মহাবীর পৃথ্বী তাঁহার অজেয় বাহিনী লইয়া যোগ দেওয়াতে তাঁহারা যে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? সাহাবুদ্দীন সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত ও নিজে বন্দী হইলেন। ক্ষত্রিয় জাতি চিরকালই উদার-প্রকৃতি ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত ভূমি—পৃথ্বী ও সমরসাই দয়া করিয়া সাহাবুদ্দিনকে ছাড়িয়া দিলেন।

আবিষ্কৃত ধনরাশির কিঞ্চিন্মাত্র অংশও যোগীন্দ্র সমরসাই গ্রহণ করিলেন না; তবে তাঁহার অধীন সর্দ্দারগণকে পৃথ্বী যাহা অর্পণ করিলেন, তাহাতে তিনি বাধা দিলেন না।

কয়েক বৎসর গত হইল। ইতিমধ্যে ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ও ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া উঠিলেন—কেবলই অন্তঃপুর-মধ্যে ঘোর আলস্যে প্রণয় পূজায় রত রহিলেন। শত্রুরা সুযোগ পাইয়া আবার প্রবল হইয়া উঠিল—আবার আসিয়া আক্রমণ করিল। সমরসাই আহূত হইলেন; তিনি সম্পূর্ণ আয়োজনে দিল্লী প্রবেশ করিলেন; শ্যালককে আলস্য জন্য যথোচিত ভৎর্সনা বাক্যে উদ্রিক্ত করিয়া তুলিলেন; উভয় সৈন্য সাজাইয়া উভয় রাজা শত্রু বিমুখে যাত্রা করিলেন—হায় জন্মের মতই যাত্রা করিলেন!

যাত্রাকালে ও রণস্থলে চিতোররাজের অসীম সাহসিকতা, স্থির বুদ্ধি, নৈপুণ্য, বহুদর্শিতা প্রভৃতি বহুগুণে সমস্ত সৈনিকগণ অত্যন্ত বশীভূত ও আজ্ঞাবহ ছিল। তাঁহার পরামর্শ ও মত লইয়াই পৃথ্বীরাজ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতের প্রতি দৈব প্রতিকূল—তিন দিন ধরিয়া ভয়ানক যুদ্ধ চলিল—শেষ দিনে ভারতের আশ্রয় ও পৃথ্বীর দক্ষিণ বাহুরূপী অটল পর্ব্বত সমরসাই পতিত হইলেন! তাঁহার পুত্র মহাবীর কল্যাণও পিতার পথানুসরণ পূর্ব্বক মহারণে তনুত্যাগ করিলেন! সেইসঙ্গে তাঁহাদের ত্রয়োদশ সহস্র ভীমকর্ম্মা সেনা ও সেননীগণ প্রভুর সহগামী হইল! অবশেষে স্বয়ং পৃথ্বীরাজ জীবিতাবস্থায় নিষ্ঠুর যবন-কর-গত হইলেন!

চিতোররাজমহিষী পৃথা যখন শুনিলেন, যে, তাঁহার প্রাণেশ্বর প্রাণতুল্য পুত্র সহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতা বন্দী হইয়াছেন; এবং তাঁহার ভ্রাতৃ ও ভর্ত্তৃবংশীয় বীর চূড়ামণি সকল কারাগার ক্ষেত্রে চির নিদ্রায় শয়ন করিয়াছে, তখন অগ্নি জ্বালিয়া তৎক্ষণাৎ সতীর ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন!

তৎপরে দিল্লী আক্রমণ, রাজ্য লুণ্ঠন, দেশ ছারখার এবং বিশ্বাসঘাতক জয়চন্দ্রেরও সর্ব্বনাশ প্রভৃতি যে সকল ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যাবনিক অত্যাচার ঘটিয়াছিল, তদ্বর্ণন আর কি করিব—অদ্য এই পর্য্যন্তই উদ্দেশ্য।

সুবিজ্ঞ ইতিহাসলেখক মেং এল্ ফিনিষ্টনও আদিবৃত্তান্ত প্রায় ঐ রূপই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ইতিহাসে সাহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণের সঠিক বর্ণনা আরো বিস্তারিত আছে। অতএব তাহা হইতেও দুই চারি কথা সংক্ষেপে সংগ্রহপূর্ব্বক নিম্নে লেখা যাইতেছে। তাহা এই;—

সাহাবুদ্দীনের প্রথম আক্রমণ খৃঃ ১১৯১ সালে; স্থানেশ্বর ও কর্ণালের মধ্যবর্ত্তী তুরারি নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়; এই কুরুক্ষেত্রেই চিরকাল বড় বড় যুদ্ধ ও ভারতলোভিদের সহিত আর্য্যদিগের প্রাণপণ সংগ্রাম হইয়া আসিয়াছে। এই যুদ্ধে সাহাবুদ্দীন সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েন। হিন্দুরা বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত শত্রুর পশ্চাৎ অনুসরণ ও বিস্তর যবন বধ করেন। কিন্তু সাহাবুদ্দীনের বন্দী হওনের কথা এ ইতিহাসে নাই। এল্ ফিনিষ্টন সাহেব মুসলমান লেখক গণের ইতিহাস হইতেই অধিক চয়ন করেন, সুতরাং মুসলমানলেখকেরা আপনাদের রাজার অপমান উল্লেখ না করিয়া থাকিবেন। সে যাহাহউক, সাহাবুদ্দিন স্বীয় ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যগণকে লাহোরে সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে ফিরিয়া যান। ভ্রাতার সহিত দেখা করিয়া শেষে গিজনিতে স্থির ভাবে অবস্থান করেন। প্রকাশ্যতঃ ভারতের অপমান যেন ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, সে অপমান তাঁহার জাগ্রত স্বপ্নে হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল!

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

গ্রাহক মহাশয়গণের প্রতি নিবেদন।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় বৎসরাবধি কাল বার বার আমার দেহ পীড়াক্রান্ত হইতেছে। সুদ্ধ এই জন্যই মধ্যস্থ প্রকাশে অনিয়ম ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে যখন ভাল থাকি, তখনই লিপি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অবসর পাই। সম্প্রতি পুনর্ব্বার শিরঃরোগ-বিশেষ দেখা দিয়াছে। চিকিৎসক ও বান্ধবগণ মানসিক শ্রমকার্য্যে কিছু দিন নিবৃত্ত থাকিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু সম্পাদকীয় কার্য্যভারাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে সে নিবৃত্তি যে কতদূর কষ্ট ও অনিষ্টকর, তাহা কাহারো অগোচর নাই। অথচ শরীর রক্ষা করাও অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম। দুই কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়াছি। দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় যদি শীঘ্র স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি, তবেই পরম ভাগ্য। নচেৎ এই অপ্রতিবিধেয় কারণে মধ্যস্থ প্রকাশে যদি কিছু বিলম্ব ঘটে, তবে অনুগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা স্ব স্ব ঔদার্য্যগুণে ক্ষমাপরায়ণ হইবেন।

অনুগৃহীত
শ্রীমধ্যস্থ।

প্রেস ও অক্ষর বিক্রয়।

একটা উত্তম লৌহ রয়েল যন্ত্র; বিহারীর দেবনাগর ইংলিস; কৃষ্ণচন্দ্রের দেবনাগর গ্রেট; রামচন্দ্রের বাঙ্গালা স্মলপাইকা অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে। অক্ষরগুলি প্রায় নূতন। মূল্য সুলভ। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিবেন।

নূতন পুস্তক।

কাশ্মীর-কুসুম।

অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ। কাশ্মীরবাসী সদ্বিদ্বান বাবু রাজেন্দ্রমোহন বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। ইহাতে কাশ্মীরের বহুতর আশ্চর্য্য নৈসর্গিক ও শিল্পজ পদার্থ সমূহের এবং আচার ব্যবহার রাজনীতি ইত্যাদির বিবরণ অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষায় দেশ ভ্রমণ বিষয়ের এমন উপাদেয় গ্রন্থ আর দৃষ্ট হয় না। মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাসুল ৵০ তিন আনা।

যুবরাজ-আগমন-কাব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল সাহা প্রণীত অমিত্রাক্ষর পদ্য। মূল্য মাসুলসমেত ।০ চারি আনা; মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে প্রাপ্য।

REGISTERED NO. 43.

পুস্তক বিক্রয়।

(মনোমোহন বসু কৃত)

	মূল্য।	মাসুল।
রামাভিষেক নাটক (৩য় মুঃ)	১৲	৵০
প্রণয় পরীক্ষা নাটক (২য় মুঃ)	১৲	৵০
সতীনাটক	১৲	৵০
হরিশ্চন্দ্র নাটক	১৲	৵০
পদ্যমালা, ১ম ভাগ (শ্রেণী পাঠ্য)	৵০	/০
বক্তৃতা মালা	॥৵০	৵০
হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক	।৵০	/০
নাগাশ্রমের অভিনয় (কেঁড়েল কৃত প্রহসন)	॥০	/০

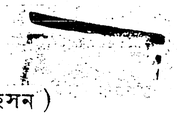

মধ্যস্থ যন্ত্রালয়, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি এবং চিনাবাজার, পটলডাঙ্গা ও বটতলা প্রভৃতি সর্ব্ব স্থানের প্রধান প্রধান পুস্তক বিক্রেতার নিকট প্রাপ্তব্য।

"বক্তৃতামালা" সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

"A speech in the Bengalee language, worthy of the name, had, till lately, been a thing unknown. No wonder therefore, that public opinion had prejudicated the matter so far as to laugh to scorn any proposal made in its favor. To Babu Manomohana Basu, excellent editor of the *Madhyastha*, belongs the credit of rescuing Bengalee speeches from the contempt in which they were held of our educated countrymen. We take leave now to congratulate him on his success in recommending, by the force of his own example, the cultivation of Bengalee eloquence. We have had for some day lying before us a volume of selections from his speeches, issued from the *Madhyastha* press, price ten annas. The volume contains five of his speeches three of which were delivered at the Hindu Mela, one at Baruipur Mela and one at the *Chota Jagulia Hitaishi Sabha*. We have carefully gone over the 111 pages covered by these speeches, and we have been struck with the purity and chasteness of the style; the evolution of the latent elasticity of our language in the expression of ideas, foreign and intractable; the flights of eloquence, fiery and of the heart; the warmth of feeling, the earnestness of purpose, the real patriotism, and the vein of honesty;—which mark Babu Manomohan's speeches. The last speech, in which the duties of Teachers and of Scholars are enforced, is particularly instructive." *Bengal Christian Herald, June* 20th, 1873.

সতীনাটক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

"BABOO MANOMOHANA BASU, who is the author of the *Ramabhishaka-Nataka* and *Pranaga Porikha*, has made another accession to the dramatick literature of Bengal. The Third drama is entitled the *Sati-Nataka*. Our author dramatizes the well-known mythological story of the Daksha-Jajna, and dwells on the virtues of Sati—the beau ideal of Hindu conjugal faithfulness. Babu Basu's drama is above the level of ordinary Bengali dramas. He seems to us to possess considerable dramatick power; and as the present work is superior to the two first, we have no doubt, he will go on improving till he gives us a play of sterling merit." *Bengal Magazine, July* 1874.

"হিন্দু আচার ব্যবহার" পুস্তক সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

* * * ফলতঃ এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছে, তৎপাঠে হিন্দু সাধারণ স্বীয় সমাজের অনেক উৎকৃষ্টতর নিয়মাদির গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। * * মনোমোহন বাবু লিপিনৈপুণ্যে হিন্দুআচার গুলি অতি আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। * * এই বক্তৃতায় মনোমোহন বাবুর হিন্দু-সমাজ-হিতৈষিতার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। গ্রন্থকারের উৎসাহ জন্য নয়, সুদ্ধ আপনাপন উপকারের জন্যই প্রত্যেকের এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।"

হিন্দুহিতৈষিণী। ২৩ শে ফাল্গুন, ১২৭৯।

[illegible]
কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

460

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উপর অসন্তুষ্ট; সুতরাং যাহার সকল ধর্ম্মপ্রবণ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি বিদ্রোহ দ্বারা সাধিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঘোর বিবাদ, এবং [illegible] তাহাদিগের অধ্যক্ষ [illegible] কোন উপযুক্ত শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তন অক্ষম। এই সকল [illegible] অবস্থা দেখিয়া [illegible] মনে করিতেছেন যে [illegible] [illegible] নির্বিবাদে [illegible] হইবে। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না [illegible] আশঙ্কা না [illegible] নিশ্চিত [illegible] আছে।

ফরাসিসরা [illegible] [illegible] ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের [illegible] দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [illegible] আছে। [illegible] যেরূপ বিপদ [illegible] রক্ষা করিয়া [illegible] হয়, [illegible] সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার [illegible] হয়। সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [illegible] যুদ্ধের পর [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে বলিয়া ফরাসিসরা [illegible] [illegible] অপমান বোধ করে নাই, সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [illegible] [illegible] পরামর্শ দিয়াছিল এবং [illegible] শান্তি স্থাপন করিব বলিলে তাহাকে [illegible] বরণ করিয়াছিল, আবার সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [illegible] [illegible] মুক্তি লাভ করিল। ফরাসিসদের [illegible] পরস্পর অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে [illegible] তাহারা সকলেই [illegible] এবং যে সকল প্রণালী তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হয় তাহা সংস্থাপন জন্য তাহারা প্রাণ দিতেও পরাঙ্মুখ নহে। ফরাসিসদের [illegible] বিচিত্র [illegible] বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য [illegible] তাহারা [illegible] এবং [illegible] [illegible] সকলেই একমত [illegible] এই দৃঢ় উদ্দেশ্য সাধন জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করা [illegible] [illegible] তাহা করিবে। সেই উপায়ে [illegible] [illegible] ভাল; নতুবা তাহা ত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করিবে। ফরাসিসরা বিপ্লবপ্রিয়; স্পেনের লোকেরাও বিপ্লবপ্রিয়, কিন্তু ফরাসিসদের বিপ্লবপ্রিয়তা যে সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা হইতে কল্যাণ কেবল ফ্রান্স নয় সমুদায় ইউরোপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে। [illegible] বিপ্লব প্রিয়তা কেবল তাহাদের দেশের সর্ব্বনাশের হেতু। ফ্রান্স নির্জ্জীব, কিন্তু [illegible] অন্যায় পরিশোধ করণে [illegible] অনুমাত্রও কষ্ট বোধ করিলেন না। ফ্রান্স নির্জ্জীব, [illegible] ইউরোপের কোন রাজা এই মুমূর্ষু অবস্থায় তাহার [illegible] অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইবে? [illegible]

[illegible] ফ্রান্স হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন [illegible] আপনারা [illegible] বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু [illegible] করিতে পারে [illegible] থাকিবেন। [illegible] কি আপনাদের [illegible] [illegible] হইবে [illegible] না। কিন্তু [illegible] [illegible] ফ্রান্সের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নীতি [illegible] করিবে। [illegible] [illegible] তাহারা [illegible] গ্রহণ করিতে [illegible] করিয়াছিল, কিন্তু সেই [illegible] [illegible] করিয়াছিল যে [illegible] নিয়ত [illegible] শাসন করিতে হইবে, [illegible] নাই। ফ্রান্সের [illegible] প্রণালী [illegible] কিরূপ হইবে তাহা বলা বড় কঠিন [illegible] [illegible] তাহাই থাকিবে, [illegible] [illegible] ফ্রান্সে [illegible] [illegible] নাই। [illegible] থাকিলে সেই [illegible] তাহাই ফ্রান্সের পক্ষে শ্রেয়। যাহা হউক, [illegible] ফ্রান্স [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যা [illegible] শাসন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই আমাদের [illegible] ইচ্ছা।

জাতিবৈর।

[illegible] যে কোন [illegible] ইংরেজেরা [illegible] [illegible] যে কোন [illegible] না কেন, [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] যে কোন [illegible] না কেন [illegible] কোন [illegible] দেখিতে পাইবে [illegible] ইংরেজ [illegible] [illegible] শিক্ষা থাকে, ইংরেজেরা [illegible] শিক্ষা থাকে। [illegible] [illegible] —নূতন কথা নহে।

[illegible] যে রূপ কেবলীয়, সামাজিক [illegible] কখনও সেই রূপ। ইহা জাতিবৈরের ফল। [illegible] জাতির মধ্যে যে বিরোধ [illegible] জাতি [illegible] দেখিয়াছি। [illegible] অধিকাংশ [illegible] লোক এই জাতিবৈরের [illegible] জাতিবৈরকে [illegible]

463

[illegible] করেন। যে সকল সম্প্রদায়ের এই জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদেরই আমরা ইংরাজিবাঙ্গালা নানাবিধ কুরুচি, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রকাশিতে পাওয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষিত [illegible] হইয়া, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] যে এই জাতিবৈর [illegible] করিয়া আমরা উপকৃত হইব কি না? আর উপকৃত হই বা না হই, [illegible] [illegible] সাধ্য কি না?

ইংরেজেরা [illegible] লোকের অপেক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের অপেক্ষা [illegible] [illegible] শ্রেষ্ঠ। [illegible] এক জন ইংরেজের অপেক্ষা [illegible] এক জন বাঙ্গালীকে [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible]

[illegible]

হইয়াও পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের [illegible] সম্ভাবনা নাই।

এবং আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই জাতিবৈরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

[illegible] প্রধান বিচারক বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল [illegible] [illegible]

বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর উপর অসন্তুষ্ট ... [illegible]

সকল ধর্ম্মাবলম্বী ... [illegible] ... হইতেছে, ... [illegible] ... শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত ... [illegible]

ফরাসিসরা ... [illegible]

[illegible]

জাতিবৈর।

[illegible]

[illegible]

বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

[illegible]

[illegible]

অতীতে একটি সাড়াশ টাকা বেতনের কার্যের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাহা পাইলেন না অথচ ... [illegible] ... হইলেন। এক্ষণে বিচারাসনে তিনিও একজন সদস্য হইবেন। ... [illegible] ... তাহা হইলে আমাদের শান্তি সুখের হ্রাস হইবে; নানা পদ অনুসন্ধান করিবে ও কেহ না কেহ কৃতকার্য্য হইবে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্য্যাদা।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া বড় ধুম ধাম, বড় পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল। কদিন স্থির হইয়াছে— [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible]

[illegible]

বৃহস্পতি ও শুক্রের সমসূত্রাবস্থান।

[illegible] বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের সমসূত্রাবস্থান [illegible] ছিল। [illegible] যোগ করা হইয়াছিল। [illegible]

[illegible]

মৃত্যু।

[illegible]

সাম্রাজ্যিক যুদ্ধ।

[illegible]

[illegible]

শস্য বিবর্দ্ধিনী বিজ্ঞাপনী।

[illegible]

দয়া।

[illegible]

বৃদ্ধ করিয়াছেন।

[illegible] প্রচার হইয়াছে।

[illegible] বাহাদুর দুই বৎসর [illegible] ছয় মাস মাত্র কারাবাস বিধান করিয়াছিলেন, [illegible] নেণ্ট গবর্ণর আর তিন মাস কমাইয়া দিয়াছেন। দুই বৎসরের তিন মাস বাকি।

[illegible] দেন ও তাঁহারা আমাদের [illegible] [illegible] প্রচার করিয়া গবর্ণর [illegible] [illegible] দিলেন তাঁহাদের [illegible] কেবল সমাচার [illegible]

[illegible]

সংবাদ।

[illegible]

[illegible] কাটিয়াছিল; [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] শীঘ্র প্রচার হইবে।

[illegible]

[illegible]

১ মৌলবি [illegible]
২ বাবু হরি হর মুখোপাধ্যায়
৩ বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪ বাবু শিবচন্দ্র দেব
৫ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
৬ বাবু প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়
৭ বাবু [illegible]
৮ বাবু [illegible]
৯ রাজা [illegible] রায়
১০ বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়

[illegible]

রাজকীয় আদেশ।

[illegible]

[illegible]

নবাব শব্দ ছোটলাট সাহেব সঙ্গ গবর্ণমেন্ট [illegible] ... "[illegible]" ... কি বিচার ?

[illegible]

[illegible] ... অনেক কথা [illegible]

সাধারণী ... [illegible]

১ [illegible]
২ বাবু হরি হর মুখোপাধ্যায়
৩ বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪ বাবু [illegible] দেব
৫ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
৬ বাবু প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়
৭ বাবু [illegible] নাথ নন্দী
৮ বাবু [illegible] নাথ নন্দী
৯ রাজা [illegible] রায়
১০ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] ... কিছু বলা হয় নাই।

রাজকীয় আদেশ।

[illegible]

বাবু [illegible] রায়,
„ [illegible] ঘোষ,
„ [illegible] নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, } [illegible]

বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন, } নদীয়া
,, হীরালাল বিশ্বাস,
,, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, } [illegible]
,, [illegible]নাথ পালিত,
,, অন্নদাপ্রসাদ [illegible],

এন [illegible] সাহেব পুলিস [illegible] পদ [illegible] লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর [illegible] ও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ করিয়াছেন।

তাড়িত বার্ত্তা।

১২ই অক্টোবর রবিবার।

[illegible] পরিত্যাগ করিয়া [illegible] অনেক দূর গমন [illegible] পরিদর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। [illegible] ১০০ [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

প্যারিস। [illegible] জাতিতে সকলেই [illegible] উৎসুক হইতেছেন। [illegible] জিজ্ঞাসা করিতেছেন এক্ষণে বোধ হইতেছে যে [illegible] সম্বন্ধে বেজিয়েন [illegible] বৈদেশিক অর্জ্জন করিতেছিলেন।

সকলে যেরূপ অনুমান করিয়াছিল [illegible] হইয়াছে। [illegible] সম্প্রদায়ের প্রস্তাবে স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি রাজা হইলেও সকলে [illegible] স্বীয় ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবে। [illegible] চক্ষে রাজা প্রজা সকলেই সমান থাকিবেন। একটী ব্যবস্থাপক সভার [illegible] রাজা [illegible] স্থির চেষ্টা করিবেন। [illegible] নিকট [illegible] পাঠাইতে [illegible] বলিয়াছেন [illegible] অধীন হইতে [illegible] দিন না রাজা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন [illegible] রাজ্যে শান্তি রক্ষা করিবেন।

বায়েনা। [illegible] উপস্থিত [illegible] ছেন। সকলে তাঁহাকে আনন্দে অভ্যর্থনা করিয়াছে।

১০ই সোমবার।

শিমলা। [illegible] হইতে পড়িয়া [illegible] বিশেষ আঘাত [illegible] নাই। উঠিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

[illegible] সাহেব ১৮৭৬ সালের [illegible] সম্পাদক হইয়াছেন।

সি, জে লাইল সাহেব [illegible] সেক্রেটরির [illegible] রোকরর হইলেন। [illegible] সাহেব [illegible] ত্যাগ করিলেন।

ইউরোপ। [illegible] যুদ্ধ জাহাজ [illegible] বিভাগীয় সচিব গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল জাহাজ অন্য [illegible] হইতে [illegible] ফিরে। [illegible] কার্লিসের পক্ষীয় সৈন্যদল মধ্যে [illegible] বোর চলিতেছে।

১২ই মঙ্গলবার।

কাপ্তেন [illegible] আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। [illegible] বেজিনের যোদ্ধাগণ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সাহেব [illegible] হইয়া [illegible] বিশেষ বিবেচনা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি [illegible] পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা হইতেছে।

[illegible] সাহেব [illegible] শিরোমণি [illegible] নদী [illegible] চূর্ণ [illegible] বলিয়া[illegible]ছেন।

১৩ই বুধবার।

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] হইয়াছে। [illegible] কিছুই পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। [illegible] হইবেন [illegible] হইতে অত্যন্ত [illegible] হইবে।

[illegible] করিয়া লইয়াছে।

১৪ই বৃহস্পতিবার।

[illegible] সাহেবের প্রস্তাব [illegible] পরিবর্ত্তন করিবেন না।

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible]

[illegible] শিরোমণিগণের [illegible] হইতে [illegible] করিয়াছে। [illegible] করিয়াছেন।

১৫ই শুক্রবার।

প্যারিস। [illegible] করিয়া [illegible] সম্বন্ধে [illegible] তিনি [illegible] করিলে [illegible] আহ্বান করিবেন ও [illegible] অস্বীকার করিবেন। [illegible] করিতে পারিবেন না।

বোম্বাই। [illegible] হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপ। [illegible] হইবে। [illegible] প্রেরিত হইয়াছে।

[illegible] দূত [illegible] সৈন্যদিগকে নানা স্থানে পরাজিত করিয়াছে।

লণ্ডন। [illegible] সাহেব [illegible] বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন যে [illegible] হইতে সেনা ফিরিয়া আসিলে পার্লেমেণ্ট [illegible] করিবেন। [illegible] এই মত।

এই পত্রিকা [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া [illegible] প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

সাধারণী।

৯

[illegible] ১২ই কার্ত্তিক রবিবার, সন ১২৮০ সাল। [illegible] ১৮৭৩ সালের [illegible]

[illegible] বৃষ্টি হয় নাই, এক্ষণে [illegible] শস্যের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কাছাড় [illegible]গ্রাম, নওয়াখালি, চট্টগ্রামের শৈলভূমি, কটক, পুরীতে, এবং মালা, [illegible] প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে কিছু কিছু বৃষ্টি হইয়াছে ও ফসল মন্দ নহে। [illegible] বৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু ধান্য নিতান্ত মন্দ হয় নাই। [illegible] হইবে না। উপরিউক্ত কয়টি জেলার মধ্যে চট্টগ্রামের নিম্ন ও পার্ব্বতীয় প্রদেশ, কাছাড়, কটক এবং পুরীতে অতিবৃষ্টি হইয়াছে বলিতে [illegible] অতিবৃষ্টি হইয়াছে [illegible], কিন্তু কোথাও কোথাও [illegible] কিছু ক্ষতি করিয়াছে কিন্তু আর সমুদায় স্থানে মন্দ নহে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন ৫৩টি জেলার মধ্যে এ কয় জেলা ব্যতীত আর [illegible] বৃষ্টি হয় নাই এবং ফসলের অবস্থা কোথাও অতি মন্দ, কোথাও মন্দ। কলিকাতার [illegible] নিকটের মধ্যে কেবল [illegible] ভাল তাহা ভিন্ন আর ভাগের মধ্যে কোথায় কাছাড়, কোথায় চট্টগ্রাম, আর [illegible] আর আমরা কোথায় রহিয়াছি। আমাদের পক্ষে বড় দুঃখের তার আর সন্দেহ নাই। [illegible] কলিকাতায় [illegible] আসিয়াছেন। যাহাতে [illegible] খাটিয়া খাইতে পারে এমন কাগ্য [illegible] দিতে [illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে [illegible] ক্ষমতা [illegible] ছেন। কাম্বেল সাহেবের [illegible] সম্বন্ধে আমাদের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার [illegible] এমন [illegible] তিনি চাউলের রপ্তানি [illegible] দিউন; জমীদারদিগকে [illegible] হইতে [illegible] ক্রয় করিয়া [illegible] হুকুম দিউন। [illegible] হইতে ধার করিয়া চাল ক্রয় [illegible] আনুন। তাঁহার [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট [illegible] জনশিক্ষার্থ [illegible] হইতে [illegible] আমাদের [illegible] অনেকে [illegible] দিউন, [illegible] উঠাইয়া দিউন। [illegible] উপর [illegible] হইয়া উঠিয়া। [illegible] যদি [illegible] একবার [illegible] চেষ্টা [illegible] ইহাতে তিনি [illegible] উঠিতে পারিবেন। [illegible] সুখে তাঁহার [illegible] আমরা [illegible] হই।

চারি পাঁচ দিন হইল [illegible] চাল ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। [illegible] চাল রপ্তানি করিবার নিমিত্ত পুলিস নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রজা রঞ্জন।

সাধনা।

প্রজা ও জমিদার।

কখন কখন করিয়া থাকে। ... [illegible]

... [illegible]

হুগলি জ্বর।

১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে হুগলি জেলার গঙ্গাতীরের প্রধান প্রধান গ্রামে ও নগরে এপিডেমিক জ্বর অর্থাৎ মারীজ্বর বহুবিস্তার করিতে আরম্ভ করে। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া শ্রীপুর, হারহাটা, খানাকুল প্রভৃতি স্থান, তাহার পর ক্রমে, জিরাটপুর, জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রাম ছারখার করিয়াছে. এখন ইহার তেজের কিছু হ্রাস হইয়াছে বলিতে হইবে কিন্তু জ্বর একটু নব প্রকৃতি ধারণ করিয়া এখন দেশের প্রায় সর্বত্রই বিরাজ করিতেছে। এরূপ দৈবিক বিপদ্‌পাত নিবারণ জন্য আমাদের দেশের বড় মানুষেরা কখনই একা বা অনেকে একত্র হইয়া কোন উপায় অবলম্বন করেন না। কেবল সাধারণ লোকের প্রতি, বড় মানুষদের অনুগ্রহ করা না তাঁহাদের নিকট ... আপনা এবং কর্তব্য বোধ করেন না। ... "অমুক গ্রামে জ্বর বড় হইয়াছে গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করা হইয়াছে" ইত্যাদি। বোধ হয় আমাদের দেশের বড় মানুষেরা দেশের অবস্থার দিকে বড় দৃষ্টিপাত করেন না বলিয়াই দেশের লোকের এরূপ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। যাহা কিছু গবর্ণমেন্ট হাতে দিবেন তাহাই ... । এ রীতিটি বড় ভাল নয়, কিন্তু আমরা সেই ... এই এপিডেমিক জ্বর নিবারণার্থ ... গবর্ণমেন্ট ... ও দেশীয় দুই এক ব্যক্তি এ বিষয়ে মত প্রচার করিয়াছেন। এ জ্বরের উৎপত্তির কারণ কি?

এ বিষয়ে নানা জনে নানা কথা বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন যে দেশে রেলওয়ে স্থাপিত হওয়াই এ রোগের মূল কারণ। কেন না রাস্তার দ্বারা দেশের স্বাভাবিক জল-নালী সমস্ত বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই এ রোগের প্রাদুর্ভাব। ম্যালেরিয়ার বীজ সেই জন্য এই রোগের উৎপত্তির হেতু বটে। একটি কিম্বদন্তী আছে, হুগলি জেলায় ... গ্রামে এপিডেমিক জ্বর হয়। তখন রেলওয়ে বা ... ১৮৪৮ সালে ... দেশে তখন কোন বাঁধ ছিল না।

অপর কেহ কেহ বলেন যে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ুপ্রবাহ দুর্গন্ধ সঙ্গে দিয়া বাঙ্গালায় চলিয়া বেড়াইতেছে; যখন যেখানে সেই প্রবাহ স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেইখানে জ্বর রোগ আরম্ভ হইয়া উঠে। এরূপ ... না প্রকৃত কারণের খণ্ডন করা কঠিন। তবু জিজ্ঞাস্য ... এই জ্বর ১৮৬২ সালে চুঁচুড়ায় প্রকাশ পাইয়া, ... যায়, গোঁদলপাড়া হইতে শ্রীরামপুরে যায়। ... প্রথমে চুঁচুড়া পশ্চিমে ... আসে, তাহার পর হালিশহরে যায়, তাহার পর চুঁচুড়ায় পাইয়াছে। এরূপ স্থানে স্থানে উদ্ভব হয় কেন? ঐ প্রবাহের কি ... ক্ষমতা আছে?

আর কেহ কেহ বলেন এবং গবর্ণমেন্টও ... যে সাধারণ লোকে জঙ্গল ... পরিষ্কার করিলেই এ জ্বরে ... পারে।

চিকিৎসকেরা সর্ব্বত্রই ... দুরবস্থা ... ইহাতে আমাদের দেশের লোকের উপকার হইবার সম্ভাবনা ... কোন ... আমরা এ সম্বন্ধে ... করি না। ... আমাদের বিবেচনায় ... যদিও ... তাহাতেই ...

ইহাতে জ্বরের উৎপত্তি না হউক ... ...

জ্বরের উৎপত্তির ... আমরা বলিতে পারি না। জ্বরের ... পারে।

১। ... শ্রীরামপুর, ... চুঁচুড়া ... ১৮৬২ ...

২। ... প্রণালী বদ্ধ হইলে জ্বর হইবে। ... হুগলি জেলা ... নানা স্থানে ... বাড়িয়াছে।

৩। ... ... ।

৪। নদী ... ... হইয়াছে।

৫। বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রস্তাব [illegible] হইয়াছে। তাঁহারা বলেন এক বৎসর মধ্যে [illegible] সমান উপকার দিবে, তাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্র [illegible] না।

৬। লাইট সাহেব বলেন যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও [illegible] বাঙ্গালির মস্তিষ্ক [illegible] হইয়াছে, মানসিক আলোড়নে [illegible] সম্ভাবনা। এর [illegible] ৫০ [illegible] কারণ। [illegible] নয়।

"চিকিৎসকের মহত্বাদ।"

[illegible] বিশেষ অবশ্য নাই। [illegible] ভারতবর্ষে জমীদার প্রজা, মুর্খ জ্ঞানী, ধনী [illegible] [illegible] বিভক্ত হইয়াছে। [illegible] আন্দোলন সহ্য করিতে [illegible] অবস্থা। [illegible] কথা। [illegible] আমরা তাহা বলি না।

নবাব নাজিম।

বর্ত্তমান নবাব নাজিম সাহেবের [illegible] গবর্ণমেণ্ট হইতে সাংবৎসরিক [illegible] টাকা বৃত্তি পাইয়াও অনুমান ৩০লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। [illegible] পরিশোধ করিতে [illegible] নবাবকে [illegible] হইবে [illegible]। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এরূপ অভিপ্রায় নহে। [illegible] ও তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন নাই যে এই নবাবদের [illegible] হইতে তাঁহারা সমস্ত বাঙ্গালা, বেহার, ও উড়িষ্যার, অধিকার প্রাপ্ত হন। [illegible] নবাবকে এত টাকা বৃত্তি দিতে আমরা গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিই না; [illegible] আমরা [illegible] বৃত্তি না দিয়া [illegible] নবাবকে [illegible] দিতে দেখিলে আমাদিগের [illegible] হয়। সে যাহাই হউক, [illegible] নবাবকে দেনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য [illegible] গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইতেছে। [illegible] এই যে গবর্ণর জেনারেলের [illegible] [illegible] আইন [illegible] না। এরূপ অভিযোগ গবর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত [illegible] বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। তাঁহারা [illegible] টাকা দিতে বলিবেন, গবর্ণর জেনারেল তাহা দিবেন। কিন্তু তাহা বলিয়া হাইকোর্ট বা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নবাবের দেনার জন্য দায়ী নহেন। [illegible] নবাব দেনা করিতে অসমর্থ হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট নবাবের পারিষদবর্গদিগের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়। [illegible] ও [illegible] কর্ম্মচারী [illegible] নবাবের জন্য এরূপ আইন করিতে হইত কিনা সন্দেহ। এক্ষণে দেখা যাউক এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলে, নবাব কি মনে করিতে পারেন, তাহা এটি এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট [illegible] অপেক্ষা করেন না। [illegible] উপকার করিতেছি এই বাক্যই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু আমি যাহার উপকার করিতেছি সে আমাকে উপকারী মনে না করিয়া বরং অপকারী বিবেচনা করিতে পারে এই আশঙ্কা যে [illegible] সকলে বুঝিতে পারেন না। উপকৃত ব্যক্তি যতই জ্ঞান হীন হউক না কেন, আমি তাহার যথার্থই উপকার করিতেছি এটি যদি তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইতে না পারিলাম তবে উপকার করাই বৃথা। গবর্ণমেণ্টের উচিত নবাবকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন যে তাঁহারা বাস্তবিকই নবাবের [illegible] হিতৈষী, তাঁহার যথার্থই উপকারী। তাহা না হইলে [illegible] তাঁহারা নবাবের অসন্তোষভাজন হইবেন। [illegible] এখন না ভাবেন যে তিনিই বাঙ্গালা, বেহার, ও উড়িষ্যার [illegible] [illegible] অধিকারী হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। যদি নবাব এই আইনের উপকারিতা স্পষ্ট দেখিতে না পান, তবে উহা হইতে বিরাগ হওয়া গবর্ণমেণ্টের এক প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; [illegible] উক্ত আইনে তাঁহার অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। কেন না এখন আর মহাজনেরা ১০০০টাকার স্থলে না রাখিয়া আর তাঁহাকে ২০০টাকা দিবে না। এইরূপ কারণেই সমস্ত আইনগুলি [illegible] আইন [illegible] দিয়াছেন।

রুবিয়া।

রুবিয়া [illegible] [illegible] আমেরিকার [illegible] [illegible] কিন্তু আমেরিকার [illegible] উন্নতি একেবারে [illegible] [illegible] উন্নতি এক প্রকার হইয়াছে।

ইউরোপীয় মহাদেশ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইউরোপীয় [illegible] [illegible] [illegible] আমেরিকা [illegible] [illegible] আমেরিকানেরা [illegible] [illegible] [illegible] আমেরিকার উন্নতি [illegible] [illegible] দিকে [illegible] [illegible] [illegible] নূতন নিক্ষেপ করা হয়। সেইরূপ আমেরিকার সভ্যতা দিন দিন উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা [illegible] [illegible] [illegible] নূতন গঠন করিয়া নূতন [illegible] [illegible]

[illegible] রুবিয়া আমেরিকার সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে—আমেরিকার উন্নতি এইরূপ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শিক্ষা, বল, রুবিয়া [illegible]।

[illegible]

[illegible] নাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

তের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সকল জাতিরই তাহাতে মন নিবিষ্ট হইল। সুচতুর রুসিয়ান গভি এই সুযোগে মধ্য আসিয়ায় আপনার অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। উন্মত্ত আফগান রুসের অভিপ্রায়ে হিরাট প্রদেশের এবং আমীর শিরআলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, আরও বলে যে সাহায্য না করিলে রুসিয়া সমস্ত দেশটাকে আক্রমণ করিবেন। তদনন্তর, হিরাত এবং কাবুলে রুসদূত পাঠান হল। ইংরাজেরা ভাবিলেন যে আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। রুসিয়ানেরাই দেখিলেন যে এখন মহাসভার উপস্থিত। অমনি স্ত্রী লোক দিগের চৌকিদারের দ্বারা হইতে কাবুলীর অব রোধ করিলেন। কেননা, তাহাদিগের দ্বারা অনেক রূপ বিষয় প্রকাশ হইতে পারে।

যে সময় জয় করিতে লাগিলেন তাহা অনতি পরেই পুনরায় হস্তচ্যুত করিতে লাগিলেন। সেই নির্দেশ হইতে আফগানী পর্য্যন্ত তার বসাইলেন এবং এমন আশা রহিল যে তাহা অতি শীঘ্র তকসন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এই সকল বিষয়ে রাস্তার পথের নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিষ্কার নিযুক্ত এবং তদপেক্ষাও কিছু নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহার পর রুসিয়া আফগান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। ইংরাজেরা পার্লেমেণ্টে এই সকল বিষয় বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন এবং সেই আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতবর্ষেও আসিয়া পড়িল। রুসিয়ানদের এই বিদ্যুৎ স্ফুরণ আক্রমণের উহাদের স্বপ্ন নিবারণ হইল না। সমরকন্দ জয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে অমনি খিবাকে হস্তগত করিতে লাগিলেন। খোকান্দ জয় করিলেন, এবং রুসিয়ার আধিপত্যে অগ্রসর হইলেন। তৈমুরলঙ্গ, চেঙ্গিস, উজবক উজবক প্রভৃতি নিস্তেজ এবং তাহারা অর্দ্ধ আহার আরাম করিতে লাগিলেন।

তাহার পর এক সময়ে একত্র করিয়া, আমীর এবং খিবার সকলেই একত্র হন কিন্তু কি সন্ধি করেন তাহার কিছুই প্রকাশ পায় নাই। রুসিয়ানেরা যখন তাহাদের দেশের আভ্যন্তরিক বিষয় জানিবার জন্য দুইজন ভূগোলবেত্তা ও অন্যান্য লোক প্রেরণ করেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে এই স্থানে, এবং সেই মার্ভ প্রদেশ। ইউরোপ এবং আমেরিকার আবশ্যক সম্বাদপত্রের সম্বাদদাতাগণ মার্ভাদি গমন করেন, কিন্তু রুসিয়া সকলকে সেদিকে যাইতে নিষেধ করেন। ইংরেজেরা দেখিলেন রুসিয়া আফগানিস্থানে অনেক গুপ্ত চর প্রেরণ করিয়াছেন। প্রায় তাহারা ওখানে ছদ্ম বেশে ভ্রমণ করিতেছে। এবং তথাকার প্রধান প্রধান লোকের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে। আবার, এদিকে, কাবুলের রাজা [illegible] ফৌজ ও সৈন্য লইয়া যোগের আড়ম্বরে অধিষ্ঠিত করিতেছেন—কাবুল হইতে রুসিয়ানদের রাজপ্রেরণা হইতেছে; ইংরেজদের মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং এই সময় হইতে ইংরাজ আমীর সহায়হীন হইলেন। এখন পারস্য থাকে, ইংরাজ রক্ষা করিতে পারিলেই ভাল, নচেৎ ভারতবর্ষে বিপদপাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইংরা- জীব গরিব সম্প্রদায় বলিলেন যে ভারতবর্ষের কিয়দংশ লইয়া যদি রুসিয়ানেরা সন্তুষ্ট হয়, তবে কেনই না দেন; আর তের মধ্য আসিয়ার [illegible] বেশি আছে, রুসিয়ানদের সহিত যুদ্ধ হইলে তজ্জন্য থাকিয়া যোগ হইবে।

আমরা এখন জানিলাম যে ইংরাজের আর সে পূর্ব্ব নাই। ধন বিষয়ে নিকৃষ্ট আসন, জীর্ণ ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে। এবং সেই দাম্ভিক অহঙ্কার তেজ হ্রাস হইয়াছে, শক্তি হ্রাস, এবং উৎসাহ মন্দ। [illegible] মতে ইংরাজের বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, অহঙ্কার, মান সকলই পরাজিত হইয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত রুসিয়ার সহিত ১৮৫৬ সালের সন্ধিপত্রের মধ্য অর্থে কৃষ্ণসাগর [illegible] সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইংলণ্ড তখন একবারে বিনা উৎসাহে স্বীকার করিয়া রক্ষা হইয়াছেন। কিন্তু রুসিয়ানেরা যাইয়া জয় করিলে পর ইংরাজ আর স্থির থাকিতে পারিবেন না। ইংরাজেরা বলিবেন যে তাহাদের আর [illegible] হইয়া পড়িয়া [illegible] কিন্তু আমরা [illegible] আক্রমণ হইতে রক্ষা করিব।" রুসিয়ানেরা বলিবেন যে "যদি হোক [illegible] আমাদের কোন ক্ষতি না হইয়া থাকে তবে যাইয়া [illegible] কোন ক্ষতি নাই। যাইয়া যদি আমাদের কর্ত্তৃত্বকে [illegible] নিবারণ করিতেছেই আমরা তাঁহাকে পরাজয় করিলাম। এখন যদি ৩০ লক্ষ টাকা দিলে অথবা অধীনতা স্বীকার করিলেই আমরা ইহাকে ছাড়িয়া দিব। সত্বর বল প্রকাশ করিব।" ইহাতে এখন যাইয়া অনেক রুসিয়ানদের [illegible] হইয়াছে। পার্লেমেণ্টে এই বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল। কোন সাহেব বলিলেন যে ভারত বর্ষের দিকে আসিবার পথে [illegible] থাকিলেই তাহারা [illegible] দেখিতে পারে। এবং রুসিয়ানেরা যত দেশ জয় [illegible] করুন ভারতবর্ষীয়েরা আমাদের পক্ষে থাকিলে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। অন্য একজন সাহেব বলিলেন যে আফগানিস্থান, পারস্য, এবং অন্যান্য নিকটস্থ দেশের সহিত আত্মীয়তা থাকিলেই হইল। একজন বলিলেন আফগানিস্থান সুরক্ষিত থাকিলেই রুসিয়ানেরা আক্রমণ করিতে পারিবে না। অন্য একজন বলিলেন যে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন হইলেই রক্ষা হইবে। আমাদের পরিণামদর্শী সচিব সলিসবরি সাহেব বলিলেন, যে বড় বিপদই হউক না কেন সৈন্য বলে সব বিদূরিত হইতে পারিবে।

এই সময়ে রুসিয়ানেরা এরূপ প্রকাশ করেন, "তুর্কির মুসলমান পীড়িত এবং রাজ্য অতি বিশৃঙ্খল, সুতরাং আমরা সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজ্য শাসন ভার আপনাদের হস্তে লইব।" এই কথা শুনিয়া, তুর্কির সুলতান ক্ষান্ত হইয়া অতি শীঘ্র ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

তাহার পরেই এমন এক ব্যাপার ঘটিল যে সকল বিষয় কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিল। পারস্যের রাজা শাহ নাসিরুদ্দিন ইউরোপ দর্শন মানসে বহির্গত হন। তিনি-

[illegible] করিবার পরামর্শ করেন। রুসিয়ার সহিত [illegible] করিতে পারিলে আফগানিস্থান [illegible] অনায়াসে অধিকৃত হইবে। [illegible] পাদ্রির [illegible] রাজা [illegible] পুনঃ [illegible] আমি তোমার উপর [illegible] সকলই [illegible] যে রুসের [illegible] দেশ [illegible] ইংরেজের [illegible] এবং [illegible] পরিবর্তন করেন, [illegible] সহিত [illegible] গুরুতর [illegible] দেখাইয়া [illegible] হইয়া [illegible] প্রকার [illegible] এবং [illegible] আমাদের [illegible] দ্বিতীয় [illegible] বিবাহ [illegible] দ্বিতীয় [illegible] একটী [illegible] প্রস্তাব [illegible] বিবাহ [illegible] ভাবিয়া [illegible] আয়োজন করেন।

[illegible] অনেক [illegible] আমেরিকার [illegible] আর্কিয়া [illegible] অঙ্গদেশ [illegible] কলিকাতা [illegible] মাইয়া [illegible] প্রধান [illegible] ইংরাজ [illegible] অপেক্ষা [illegible] আফগান [illegible] দৃষ্টি [illegible]

[illegible] ইংরেজ [illegible] সহিত [illegible] করিয়া [illegible] এবং [illegible] কলিকাতায় [illegible] আর [illegible] বিবাহ [illegible] একমাত্র [illegible] সহিত [illegible] বন্দোবস্ত [illegible] মহারাজা [illegible] তাহার [illegible] ইংরেজ [illegible] আমরা [illegible]

[illegible] ইংরাজদিগের [illegible] বিবাহ [illegible]

সংবাদ।

[illegible] একজন [illegible] সুখের [illegible] নির্বাচন [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] নূতন [illegible]

[illegible] একটি [illegible] এই [illegible]

[illegible] পত্র [illegible] পুস্তক [illegible] করিয়া [illegible] তিনি [illegible] তাহা [illegible] করিতে [illegible] করিয়াছেন [illegible] আমরা [illegible]

[illegible] একজন [illegible] তাঁহার [illegible] পুস্তক [illegible] সময় [illegible] একটি [illegible]

৬ [illegible] সাহেব [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] প্রকাশ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সাহেব [illegible] আমাদের [illegible] অনেক [illegible] বৃষ্টি [illegible] আমরা [illegible] হইল।

[illegible] ইংরেজ [illegible] হইয়া [illegible]

[illegible]

[illegible]

সংবাদ।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হইবে।

আগামী বৎসরের [illegible] মিউনিসিপালিটির [illegible] লক্ষ [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সম্পূর্ণ হইয়াছে। [illegible] উপায় [illegible] সম্পন্ন হই- [illegible] পূর্ণ করিয়া [illegible] তাহার [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] অতি [illegible] হইয়াছে। [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] হইয়া [illegible] বৃদ্ধি [illegible]।

[illegible] আগামী [illegible] দ্বিতীয় [illegible] হইবে।

[illegible] একটী [illegible] মুসলমানেরা [illegible] হইতে [illegible] মুসলমানেরা [illegible] করিতে পারে [illegible] হইয়া [illegible] নির্দ্ধারিত হয়।

[illegible]

ডিউক অব এডিনবরা [illegible] পৌঁছিয়াছেন।

—[illegible]—

তাড়িত বার্ত্তা।

[illegible] শনিবার।

[illegible] উপস্থিত হইয়াছেন। [illegible] স্থির হইয়াছে। [illegible] গিয়াছে।

দ্বিতীয় [illegible] যুদ্ধের অনুমোদন করেন না।

কাস্ [illegible] অর্থাৎ [illegible] পূর্ব্ব [illegible] নাই। সুতরাং [illegible] দায়ী নহে।

বাহেরে। [illegible] হইতে [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

[illegible] অক্টোবর রবিবার

[illegible] জেনারেল বাহাদুর ১১ই নবেম্বর [illegible] করিবেন। [illegible] ১৮ই [illegible] উপস্থিত হইবেন। [illegible] উপস্থিত হইবেন। [illegible] আসিবেন।

[illegible] অধিকার [illegible] করিয়াছে [illegible] দিবেন।

[illegible] সোমবার

[illegible] কলিকাতা [illegible] করিবেন।

[illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] হইয়াছে।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

[illegible]

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

[illegible] ...
অগ্রিম বার্ষিক
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...
মাসিক ...
[illegible] মূল্য

এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া [illegible] ১২৬ [illegible] কর্ত্তৃক রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. [illegible] 483

সাধারণী

চুঁচুড়া—২৩এ কার্ত্তিক রবিবার, সন ১২৮০ সাল। [illegible] নবেম্বর [illegible]

মৃত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর।

দীনবন্ধু বাবু আমাদিগকে ছাড়িয়া [illegible] তাঁহার হাসি হাসি মুখ দেখিতে [illegible] না। সে কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাই [illegible]

[illegible] ১৭ই কার্ত্তিক শনিবার দীনবন্ধু [illegible] সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] বয়ঃক্রম হইয়াছিল। [illegible] তিনি যে নাই তাহা আমাদে[illegible] [illegible] হইতেছে না। মনে হইতে[illegible] [illegible] কলিকাতায় গেলেই তাঁহার সহ[illegible] [illegible] করিব। কোথায় যাইব[illegible] [illegible] করিব? দীনবন্ধু বাবু কি [illegible] [illegible] জানিতে গেলে বুক [illegible] [illegible] জীবনচরিত কি লিখি[illegible] [illegible] আসিতেছে, কিছুই [illegible]

[illegible] বন্ধুকে আর দেখিতে পাব না; সে মিষ্ট [illegible] শুনিয়া আর ত হাসিব না। কি হায়! তিনিই হাসাইতেন, তিনিই কাঁদাইয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পরিবার বর্গকে অকূলে ভাসাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার [illegible] একটী কন্যা [illegible] পুত্রের মত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। [illegible] এখনও বালক। উঁহাদের [illegible] ঈশ্বর আছেন।

বঙ্গদেশে এমন ভদ্রলোক নাই যে [illegible] বাবুকে জানেন না। [illegible] তাঁহার নিন্দা শুনি নাই। [illegible] প্রশংসা করিতেন। [illegible] সকলেই তাঁহার [illegible]

দুর্ভিক্ষ।

[illegible]

[illegible] আজর এই আনন্দ [illegible] গী— উপায় অবধারণ জন্য বিশেষ বাস্ত হইয়াছে, তিনি কমিশনর প্রভৃতি কর্ম্মচারী দিগের পরামর্শ লইতেছেন এবং নিজেও স্থানে স্থানে যাইতেছেন, এবং এই জন্যই গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ [illegible] দরবার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ দিগের এই কার্য্য দর্শনে আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং ভরসা করিতেছি যে, যদি তাঁহারা কায়মনে যত্ন করে তবে অবশ্যই আশঙ্কিত অমঙ্গল নিবারিত হইবে।

সন ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ হইতে এদেশের যে [illegible] দুর্গতি হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের অবহেলা তাহার প্রধান কারণ। যদি তাৎকালিক লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত বীডন সাহেব দার্জ্জিলীং পর্ব্বতোপরি সুখদ শীতল সমীরসেবনে নিযুক্ত না থাকিয়া আগন্তুক বিপদ দূরী করণে প্রযত্ন প্রদান করিতেন, তবে কোন রূপেই দেশের তাদৃশী দুর্দ্দশা হইত না। সে যাহা হউক, এইক্ষণে সেরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে [illegible] নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড [illegible] নীর্থ বীরোচিত সম্পন্ন এবং প্রজা বৎসল এবং [illegible] র কোন বিষয়েই উপেক্ষা নাই, এবং [illegible] কখনই পরাঙ্মুখ হয়েন না, বিশে- [illegible] ক্ষে যে কমিশন বসিয়া- [illegible] এরূপ ব্যাপারে তাঁ- [illegible]

[illegible] উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাব প্রদেশের লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর গণ অধীনস্থ কর্ম্মচারী দিগকে এরূপ [illegible] প্রস্তুত থাকিতে বলেন যে বঙ্গ দেশের লেঃ গবর্ণরের [illegible] আবশ্যক হইলেই তাঁহারা আসিতে পারেন।

[illegible] দার্জ্জিলিং বিভাগের উত্তরাংশে এখন কোন কার্য্য [illegible] হইতেছে না। [illegible] আবশ্যক হয় কিছু আরম্ভ করিয়া [illegible] তে হইবে। [illegible] কীর বাঁধ দিলে যদি লোকে খাটিয়া খাইতে পারে তাহা হইলে সেই বাঁধ দিতে হইবে।

(৬) রাজশাহী বিভাগে উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে মঞ্জুর [illegible] ভারতবর্ষীয় সেক্রেটরিকে লেখা হইয়াছে। মঞ্জুর [illegible] বে বিবেচনা করিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া [illegible] রাজপুতনায় যে সকল পূর্ত্ত কর্ম্মচারী আছেন তাঁহারা এই উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হই- [illegible]

(৭) এই সকল কার্য্য করিতে যে টাকা আবশ্যক [illegible] লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর তাহা মঞ্জুরি জন্য শীঘ্র প্রার্থনা [illegible] রেলওয়ে এবং শোণ খালের জন্য টাকা অতি- [illegible] হিসাবে দেওয়া যাইবে। অন্য টাকা প্রদেশীয় [illegible] হইতে অথবা আবশ্যক হইলে [illegible] দেওয়া যাইবে।

[illegible] লওয়ে কোম্পানিগণ ভাড়া কমাইয়া যে ক্ষতি [illegible] তাহা বোধ হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] দিবেন। এবং লেঃ গবর্ণরের পরামর্শ মত [illegible]

[illegible] ভরসা করিতেছেন যে এ বিষয়ে রেল- [illegible] বিশেষ সাহায্য করিবেন। [illegible] সালের ২৩এ সেপ্টেম্বরের গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিভাগীয়েরা দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করি- [illegible]

[illegible] হকুম হইল যে [illegible] প্রচারিত হয় এবং উপযুক্ত স্থানে [illegible] টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর প্রচার করিয়া- [illegible]

বৃদ্ধি হইতেছে; তাহা হইলে বোঝা যাইবে যে দেশে অন্নাভাব বাড়িতেছে। কি পরিমাণে কষ্ট হইয়াছে তাহা জানিবার ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় নাই?

৫। সকল জেলায়ই অল্প অল্প পরিমাণে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাউক। যেমন লোক আসিবে সেই রূপ কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমেই ফলাও করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবার প্রয়োজন নাই।

৬। কোন কোন কমিশনরকে বিশেষ আদেশ দেওয়া হইয়াছে; অন্যান্য কমিশনরগণ সেই সেই আদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে ভাল হয়।

৭। উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ে যে যে জেলা দিয়া চলিবে সেখানকার লোকেরা যে বাড়ী হইতে দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশ গিয়া মজুরি করে এমন বোধ হয় না। তাহাদের সুবিধার জন্য আর কতকগুলি রাস্তা আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইবে।

৮। দ্বারভাঙ্গায়, ভাগলপুরে, পূর্ণিয়ায় ও কুচবিহারে কতকগুলি রাস্তা আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক এবং কতকগুলির সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক।

৯। বর্দ্ধমান বিভাগে দামোদরের সহিত কাণানদীর যোগ করা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে আও জল পাওয়া যাইতে পারিবে এবং লোকেও মজুরি করিবার সুবিধা পাইবে।

কোথাও কোথাও পুষ্করিণী খনন আবশ্যক। যদি জমিদারগণ তত্ত্বাবধারণের ভার লয়েন সরকার হইতে টাকা সরবরাহ করা যাইবে।

১০। লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সম্পূর্ণ ভরসা করিতেছেন যে রাজকীয় কর্ম্মচারী, কি ইউরোপীয় বণিকগণ, কি ধনী জমিদার, আর কি উৎসাহ পূর্ণ মধ্যবিৎ গণ সকলেই তাঁহার সাহায্য করিবেন। সকলে সাহায্য না করিলে সুচারুরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে না।

——0○0——

দয়া পাগলিনী!

দয়া পরিবারের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। দয়া নিজে বিধবা ও পাগলিনী। কখন বা দয়া সাধারণ নারিকার প্রণয়িবিয়োগবিধুরতাব্যঞ্জক মধুর গীতি শ্রবণে মোহিতা, গদ গদ ভাবে ক্রন্দন করেন ও ধূলায় ধূসরিত; সেই দয়াই বা কখন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত শত, সহস্র, লক্ষ প্রতিবেশীবর্গের, বন্ধুজনের, মৃত্যু চক্ষু সমক্ষে সন্দর্শন করিয়াও কিছু মাত্র ক্ষুব্ধা না হইয়া আপনার একটি কন্যা ভীরুতাকে ক্রোড়ে লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। বিধবা দয়া পতি পুত্রহীনা। দয়া পরিবারে একটি পুরুষ নাই। উৎসাহ, বিক্রম, তেজ, সাহস সকলেই নিরুদ্দেশ। শান্তি বৈরাগ্যের জন্মের পর হইতে আর লজ্জায় মুখ দেখান না, সমাজে বাহির হন না; ভীরুতা ও স্বার্থপরতার দুই কন্যা কাটতা ও প্রবঞ্চনা সর্ব্বদাই উদারতা ও ক্ষমার সঙ্গে কলহ করিতেছে ও তাঁহাদের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। যে অজ্ঞান আসিয়া এই পরিবারকে উৎসন্ন করিয়াছে, গৃহিণী দয়া যাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এক্ষণে উন্মত্তা, সেই অজ্ঞানই আবার এই পরিবারবর্গের কার্য্য পরিচর্য্যা জন্য দম্ভকে নিযুক্ত করিয়াছেন। দয়া পুরুষহীনপ্রায় এই সংসার মধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হেড়য়ান। বৈরাগ্য কোন কথাতেই থাকেন না। দম্ভ একাধিপতি। পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির উপরই দম্ভ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। প্রথমে অনেকে দম্ভের বশীভূত হন নাই, দম্ভের কথা শুনিতেন না, এক্ষণে দম্ভের বাক্য সকলের নিকট বেদ বাক্য। সমাজের গতিশক্তির বিচিত্র প্রভাবে যাহারা দম্ভকে অজ্ঞান পরিবারের লোক জানিয়া উপহাস ও তাচ্ছল্য করিত তাহারাই এক্ষণে দম্ভ প্রস্তাবের আন্তরিক অনুমোদন করে এবং সর্ব্বদাই দম্ভের প্রশংসাবাদ করে। অজ্ঞান দম্ভকে বর্ত্তমান অবস্থা কিছুই জানিতে দেন না। দম্ভ সুতরাং কেবল প্রাচীন কালের কথা বার্ত্তা কহিয়া সময় যাপন করেন। একদিন রাজভক্তি শান্তির নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিয়া যেখানে শান্তি বিরলে বাতায়নদ্বারে বসিয়া একমনে জনতাকুল রাজ পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেই খানে আস্তে আস্তে গিয়া বলিলেন "দেখ দিদি ইংরাজদিগের কেমন অপূর্ব্ব রাজ শাসন, দেখ দেখি দূরে ঐ পাকা রাস্তার উপর দিয়া যষ্টি হস্তে ঐ বৃদ্ধলোকটি আসিতেছে; উহার কোমরে একটী দৃঢ় বদ্ধ পুঁটুলি বাঁধা রহিয়াছে; দেখিয়াছ দিদি এই ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ঐ রূপ বৃদ্ধ কি এমন সময় ঐ রূপ পথ দিয়া পুঁটুলি লইয়া দূর দেশ দিয়া আসিতে পারিত? দেখ দেখি কেমন আশ্চর্য্য দণ্ড শাসন।" শান্তি তাঁহার অবনত বদন একবার উত্তোলন করিয়া রাজভক্তির মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, করিয়া প্রান্তর মধ্য দিয়া একটী ছোট নদী বহিতেছিল নদীতটে, একটি সুন্দর পুষ্প-সুশোভিত তরু নদী প্রবাহ ভরে ভগ্ন প্রায়, অর্দ্ধ পতিত, আঙ্গুলির উপর এক ভাবে রহিয়াছিল ও অতি মন্দ বায়ু প্রভাবেই আর বক্র হইতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইল, বুঝি তখন তাঁহার মনেতেও সেইরূপ কোন উপনদী স্রোত মন্দ মন্দ বহিতেছে ও কোন ক্ষুদ্র তরু, সুন্দর পুষ্প সুশোভিত ক্ষুদ্র তরু, সেই রূপ তাঁহার কোন চিন্তার অতি মন্দ হিল্লোলে কোন অন্য চিন্তার উপস্রোতে দুঃখে ক্রমেই অবসন্ন হইতেছে। রাজভক্তি বলিলেন "দিদি ও কি দেখিতেছ অমন করিয়া? দেখ দেখি ঐ নদীতে দুটি লোক স্নান করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় একজন অতি নির্দ্ধন অপর ব্যক্তি ধনী ও প্রকৃত বাবু পদ বাচ্য। ঐ দরিদ্রের জীর্ণ বস্ত্রের মলা যেটো বসে ঐ বাবুর দিকেই আসিতেছে বোধ হয় বাবুর স্নানের পৈতাভিষিক্ত অঙ্গে, যে অঙ্গের পারিপাট্য সমাধান জন্য বাবুর স্বহস্তে পরিচারকেরা প্রাতঃকাল পরিশ্রম করিয়াছে, হয়ত সেই অঙ্গেই আসিয়া লাগিতেছে। দিদি এটিও জানিবে ইংরাজ শাসনের সম সমীকরণ শক্তির ফল। বড় মানুষের আগে গিয়া কি গরিবে পূর্ব্বে স্নান করিতে পারিত?

আর এদিকে দেখ দিদি,—"এই কথা বলিতে বলিতেই দম্ভ সম্মুখে উপস্থিত। বোধ হইল দম্ভ যেন কোনখানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাদের এই সমস্ত কথোপকথন শুনিতে ছিলেন, আর এরূপ কথা কহিতে দেওয়া ভাল নয় বোধ করিয়াই হউক, কিম্বা তাঁহার স্বভাব বশতই হউক এক্ষণে এই কথা বার্ত্তার ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই রূপ সর্ব্বদাই আসিতেন, এমন অবস্থায় এমন কার্য্যে তিনি এক রূপ সর্ব্বব্যাপী বলিলেই হয়। দম্ভ হঠাৎ উপস্থিত। দম্ভকে দেখিয়া উভয়েই কিছু কুণ্ঠিতা হইলেন।

দম্ভ বলিলেন "রাজভক্তি কি ইংরাজ রাজত্বের প্রশংসা করিতেছ, আমাদের রাম রাজত্ব যে ছিল, আহা! অমন রাজত্ব কি আর হয় নাকি! বা আর কোন দেশে কখন হইয়াছে না কস্মিনকালে কুত্রাপি হবে? তুমি ধনী নির্দ্ধনীর একত্রে স্নান করার কথা কহিতেছ রাম রাজত্বে বাঘে গোরুতে সরযূতীরে একত্রে জলপান করিত। এখন হা অন্ন, হা জল, করিয়া লোক হাহাকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছে; রামরাজত্বে এই ভারতবর্ষময় সকল স্থানেই কল্পতরু, কল্পলতা ছিল যখন যাহা অভিলাষ করিত গাছ তলায় গেলেই পাওয়া যাইত।

অত কথায় কাজ কি? রামরাজত্বে উত্তরদ্বারী ঘরে কর ছিলনা। আ কি রাজত্ব দেখাচ্ছে! একি আবার রাজত্ব! না ইংরাজ আবার রাজা! ছটাক খানা ভূমি লয়ে রাজত্ব করেন; তার আবার শাসন। এর স্থানে ⁄০ আনা এর স্থানে ৵০ আনা করিয়া কর লয়েন লয়ে একত্র করিয়া রাজত্ব করিতেছেন; আমাদের রাজারা ছিলেন তাঁরা সপ্তদ্বীপ নব বর্ষে, সসাগরা ধরামণ্ডলে, একাধিপত্য করে গিয়াছেন। বনের পশু পর্য্যন্ত তাঁদের বাধ্য থাকিত; তাঁদের সঙ্গে এদের তুলনা হয়? তাই রাজ ভক্তি তুমি আবার এদের প্রশংসা করিতেছ? আমাদের আপনাদের কথা কহিতেছ না কেন?"

দম্ভের বাক্য গুলি রাজ ভক্তি কিছু একটু অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শান্তির মুখ শ্রী মলিন হইয়া গেল। দম্ভের বক্তৃতা আরম্ভেই দুই জন শ্রোতা কখন আসিয়াছিলেন। কুবিশ্বাস ও অসন্তোষ। দুই জনে অত্যন্ত প্রীতি। দম্ভ কিরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহা দেখিবার নিমিত্ত, অজ্ঞান কুবিশ্বাসকে পাঠাইয়াছিলেন। কুবিশ্বাস অসন্তোষকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কুবিশ্বাস দম্ভের বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতেই সমস্ত কথা সে দিনের রিপোর্ট পুস্তকে লিখিয়া লইলেন এবং দম্ভের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "অজ্ঞান রাজ আপনার উপর যে ভার দিয়াছেন আপনি তাহা সুচারু রূপে সাধন করিতেছেন।" এই অবকাশে অসন্তোষও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক কক্ষ হইতে বহির্গত করিয়া তাহাতে কি লিখিয়া লইলেন। কুবিশ্বাস বলিলেন, "ভাই অসন্তোষ, তুমি আবার উহাতে কি লিখিতেছ অসন্তোষ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া চক্ষু নাসিকা কুঞ্চিৎ করিয়া বলিলেন "ভাই কাল অবধি মাথা ধরিয়া রহিয়াছে ক্ষুধা নিদ্রা কিছুই নাই এ স্থান অত্যন্ত কদর্য্য।" কুবিশ্বাস বলিলেন "তা নয়, আমাদের শনিবারে এখানে আসা ভাল হয় নাই।"

আর একদিন সেই রূপ রাজ ভক্তি ও শান্তি একটি নিভৃত কক্ষাভ্যন্তরে উপবিষ্ট হইয়া দুই জনে বিরলে কথোপকথন করিতেছিলেন, শান্তি বলিলেন "সর্ব্বত্রই হাহাকার রব উঠিতেছে, সকলেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছে। সে দিন দম্ভ মহাশয় দুর্ভিক্ষের কথা বলিয়াছিলেন আমরা তত মনোযোগ দিই নাই কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে দেশে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত" রাজ ভক্তি উত্তর করিলেন "ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি ও লেপটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন; রাজ প্রতিনিধি দরবার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; আমার বেশ বিবেচনা হইতেছে ইঁহারা অবশ্য ইহার উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিবেন।" এমন সময়ে দয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বলিলেন "মা তোরাও ঐ ভাবনা ভাবিতেছিস, তাইত মা বাছারা যে জল বিনা অন্ন বিনা মারা পড়ে? বাছাদের এ রুগ্ন ভগ্ন শরীরে আবার অন্ন কষ্ট সহিবে কেন মা?" দয়া বসিয়া পড়িলেন। কোথা হইতে দম্ভ আসিয়া উপস্থিত; বোধ হয় তিনি সব শুনিয়াছিলেন, বলিলেন "গৃহিণি এত হবারই কথা, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট আপনি কি শুনেন নাই—যে দেশে এত অবিচার সে দেশের লোকের নানা কষ্ট হইবে। জল কষ্ট, অন্ন কষ্ট, পীড়া সকলই হইবে। এত অবিচারে দেশ থাকে?

ধীরে ধীরে রাজ ভক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কি অবিচার হইয়াছে?" দেওয়ানজি উত্তর করিলেন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দয়া এই টুকু শুনিয়াই একেবারে অবসন্না হইয়া পড়িলেন। অবিরল অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উন্মাদগ্রস্তা দয়া মধ্যে মধ্যে এই রূপ দশা গ্রস্তা হইতেন। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো আবার কি সর্ব্বনাশ গো"? দেওয়ানজি উত্তর করিলেন "ভয়ানক অবিচার যে নবীনের জন্য এত চেষ্টা করা হইল হাইকোর্টের অবিচারে সেই নবীনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস আদেশ হইয়াছে। সর্ব্বনাশ হইয়াছে?" দম্ভ বহির্গত হইয়া গেলেন।

পাগলিনী দয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া করাঙ্গুলি আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে লাগিলেন, কখন বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। "আহা হা আমি এত পুত্রশোক পাইয়াছি গো; ওগো আমার প্রাণ ত কখন এমন করে নাই। আমার নবীন চন্দ্র ত নবীন চন্দ্র। আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিইগে। দয়া কি আর আছে—দয়া মরেছে। দয়া নাই। দয়া নাই। আমি কে? আমি দয়ার ভূত—দয়ার প্রেতিনী। দয়া যে এখন পাগলিনী। যে বাড়ীর গৃহিণী পাগলিনী সে বাড়ীতে না কি আবার মানুষ থাকে? মানুষই বা কে আছে? আহা আমার উৎসাহ! আমার বিক্রম কেশরী! আহা! আমার সোণার চাঁদেরা সব গিয়াছে। কটা অভাগিনীকে লয়ে আমি পাগলী বেঁচে আছি। আমি বেঁচে আছি কই? আমিত নাই। দয়া নাই। দয়া মরেছে তোমরা মর, মর তোমরাও মর, আহা হা"। করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। বিকট হাস্যের উচ্চ রব শুনিয়া চকিত হইয়াই যেন দম্ভ গৃহ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। দয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "গৃহিণী এত উতলা হইবেন না; আমরা কয়জন থাকিতে সত্য সত্যই কি নবীনকে দ্বীপান্তর যাইতে হইবে? এমন কখনই হইতে পারে না। নবীনের মুক্তির জন্য আমরা সকলেই ইংরাজের কাছে প্রার্থনা করিব। নবীন অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে। অজ্ঞান রাজ স্বীয় অনুচরদিগকে নানা স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন; সকলেই স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছে, ইহা না করিতে পারিলে পুরুষার্থই বৃথা"।

দম্ভ এই রূপ বক্তৃতা করিতেছেন। অজ্ঞানচর কুবিশ্বাস আসিলেন। কিন্তু আজ অসন্তোষ সঙ্গে নাই। কুবিশ্বাসের হস্তে একখানি পত্র। তিনি পত্র খানি দেখাইয়া বলিলেন। "দেওয়ানজি আজি আমি বড় খোস খবর আনিয়াছি। আমাকে পুরস্কার দিতে হইবে। এই দেখুন অসন্তোষ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। মহারাজ আমার রিপোর্টে এবং বন্ধুর মুখে আপনার কার্য্য ক্ষমতার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন। পরদিন চাঁদার সম্বাদ অসন্তোষ ও ধর্ম্ম বিকার মহারাজকে দেন। মহারাজ আহ্লাদে বলেন তোমরা আমার নিকট পারিতোষিক প্রার্থনা কর। অসন্তোষ আপনার আতিথ্যে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিলেন তিনি ধর্ম্ম বিকারের সহিত পরামর্শ করিয়া বলেন যে "আপনি যদি দয়া সংসারের দেওয়ানজীকে কোন রূপ উপযুক্ত সম্মান সূচক উপাধি প্রদান করেন তাহাহইলে আমরা বিশেষতঃ আমি চরিতার্থ হই।" মহারাজ অনেক ক্ষণ বিবেচনা করিয়া বলিলেন "আচ্ছা তুমি দূত কুবিশ্বাসকে পত্র লেখ; আমি নূতন উপাধি সৃষ্টি করিয়া দম্ভকে প্রদান করিলাম; তিনি যথা রীতি দরবারে আহ্বান করিয়া প্রদান করেন।

পূর্ব্বে আমরা প্রদ্যুম্নকে যে দুর্দ্দম বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছি ইহা তাহা অপেক্ষাও অধিক সম্মান সূচক ও গৌরব বৃদ্ধিকারী"। উপাধি হইতেছে 'দুর্দ্দম দুর্ম্মদ বাহাদুর' আমি আজ আপনাকে 'দম্ভ দুর্দ্দম দুর্ম্মদ বাহাদুর' বলিয়া রাজ দূত স্বরূপ সম্বোধন করিতেছি ও আপনার হর্ষে হর্ষ প্রকাশ করিতেছি। অসন্তোষ বলিতেছেন যে তিনিই এই ঘটনার মূল কারণ কিন্তু এও লিখিয়াছেন যে বুদ্ধি বিকার তাহা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন যে তিনিই একর্ম্মের মূল কারণ। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে কোন বিবাদ করেন নাই। ভালই হইয়াছে। দুই জনই আমার পরম বন্ধু।"

দয়া অচেতনপ্রায়া ছিলেন, উপাধির কথা শুনিয়া উত্থাপন করিয় ছিলেন; কুবিশ্বাসের কথা সমাপ্ত হইবা মাত্র অতি কৌতূহল স্বরে বলিলেন, "কি উপাধি হইল?" কুবিশ্বাস বলিলেন মহারাজ "মহারাজ উপাধি দিয়াছেন দুর্দ্দম দুর্ম্মদ বাহাদুর"। "আহা হা বেশ উপাধি বলি ইনি আমাদের সংসারে এখনও দেওয়ান রহিলেন ত?"। কুবিশ্বাস বলিলেন "হাঁ তা রহিলেন বই কি?" দয়া বলিলেন, চীৎকার স্বরে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে দয়ার দেওয়ান দম্ভ দুর্দ্দম দুর্ম্মদ বাহাদুর!!! দয়ার দেওয়ান দম্ভ দুর্দ্দম দুর্ম্মদ বাহাদুর দায়মালীর জন্য দরখাস্ত করে, দুর্ভিক্ষ দেখেও দেখেনা। ও হো হো! এক দেওয়ানে কত দ! দঃ আগা গোড়া দ; সব দ পড়ে গেল রে!!! অরে সব দ পড়ে গেছে অরে!! সব দ পড়ে গেছে"!!!!

অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট।

নূতন দণ্ডবিধি আইনানুসারে প্রায় সর্ব্বত্রই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা বিচারকার্য্য উত্তমরূপে হইতেছে কি না, তাহা এস্থলে সবিস্তারে বলিতে চাহি না; সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনবগত নহি। তবে মধ্যে যাহা শুনিতেছি, তাহাতে এই বোধ হয়, যে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইবারই বেশী সম্ভাবনা। আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর একবার কলিকাতা গেজেটে লেখেন যে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি হওয়াতে, আয়লণ্ডে বেশী অপকার কি উপকার হইতেছে এবিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। আয়লণ্ডের সহিত এদেশের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাতেই ভয় হয় আয়লণ্ডের ন্যায় এদেশেতেও বা উহার উপকারিতা বিষয়ে অনেককে সন্দিহান হইতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদিগের দেশের এখন যেরূপ অবস্থা, এবং যে যে ব্যক্তি এপর্য্যন্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাহাতে কিরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।—

দেশ হিতৈষিতা আজও আমাদিগের মনে এত প্রবল হয় নাই যে স্বদেশ-হিতার্থে বা স্বজাতি-মঙ্গল কামনায় আমরা প্রাণপণে যত্নশীল হই। "আমাদিগের হস্তে এরূপ গুরুতর কার্য্যন্যস্ত হইয়াছে; আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে, পক্ষপাত শূন্য হইয়া উহা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য;" এরূপ কয়জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ভাবিয়া থাকেন? কিন্তু এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে দোষী কিম্বা বিবেচনাশক্তি শূন্য জ্ঞান করি না। এ শিক্ষা করিবার তাঁহাদিগের পক্ষে কখনও সুযোগ ঘটে নাই। তাঁহাদিগের দেশহিতৈষিতাবৃত্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। তবে দুই একজন দেশের যাহা কিছু মঙ্গল সাধন করিয়াছেন তাহা প্রায়ই রাজার সাহায্যে হইয়াছে। দুর্জ্জনা দেশস্থ লোকদিগকে সম্যক্ যত্নশীল হইতে উপদেশ দেওয়া হয় নাই। দেশহিতৈষিতার জন্য কতদূর আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা সকলে শিখে নাই। সুতরাং বিচারকার্য্য সুসম্পাদনার্থে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটগণ যে যত্নের শৈথিল্য দেখাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

যে সমস্ত ব্যক্তি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, তাঁহারা সাধারণের ভক্তির পাত্র নহেন। প্রায়ই দেখা যায় যে ধনী লোকদিগকে বাছিয়া২ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর পূর্ব্বকালের মত ধনের গৌরব নাই; ধনী ব্যক্তিই সর্ব্বে সর্ব্বা ইহা লোকে দেখিতে পারে না: দাম্ভিকতা সহজে কেহ সহ্য করিতে চাহে না। সুতরাং ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়াই কেহ কাহারও ভক্তিভাজন হইতে পারেন না। বিচারক লোকের মানাস্পদ না হইলে দেশের অমঙ্গল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তদ্বিস্তারে এখানে প্রয়োজন নাই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারেন।

আমাদিগের দেশে দলাদলির বড়ই প্রাদুর্ভাব। এখানে রাজায় প্রজায় দলাদলি, ধনী দুঃখীতে দলাদলি, হিন্দু মুসলমানে দলাদলি; এপাড়ায় ও পাড়ায় দলাদলি; প্রাচীন সম্প্রদায় নব্য সম্প্রদায়ে দলাদলি; এরূপ স্থলে কেবল একশ্রেণী হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলে দেশের মঙ্গল সাধন হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব নীলকরদিগকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করাতে দেশের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা কাহার না স্মরণ আছে? কোন২ ভূস্বামী অবৈতনিক বিচারকের দ্বারাও যে তদ্রূপ শোচনীয় ব্যাপার সাধিত হয় নাই, তাহা আমরা নিঃসন্দেহ বলিতে পারি না। যে সমস্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ধন মদে মত্ত হইয়া সঙ্গতি সম্পন্ন প্রজাদিগেরও সহিত এক ঘরে বসিতে পারেন না, যাঁহারা প্রজাপ্রাপ্ত সম্মান উপাধিও গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজাবর্গের হিতসাধন কখনই হইতে পারে না।

তবে কি আমরা সকলকে একেবারে হতাশ হইতে বলিতেছি? না, তাহা বলি না। প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে বাছিয়া২ উপযুক্ত লোকদিগকে মাজিষ্ট্রেট করিলে অনিষ্ট আশঙ্কা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইতে পারে। কিন্তু এদিকে আর এক বিপদ উপস্থিত। ইংলিসমান সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল যে মান্দ্রাজে উপযুক্ত পাত্র কেহ বিনা বেতনে হাকিমী করিতে ইচ্ছুক নহেন। কেবল মান্দ্রাজে কেন সমস্ত ভারতবর্ষে বলিলে অত্যুক্তি হইত না। কারণ দেশহিতৈষিতা ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যেন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী না করেন। উপযুক্ত লোকদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেও তাঁহারা যদি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইতে অস্বীকার করেন, তখন বুঝিব যে আমাদের অদৃষ্ট মন্দ।

আমাদিগের মতে যাঁহারা পেন্‌সন পাইতেছেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য। যদিও এদেশে ‘পেন্সন লওয়া’ ও ‘জীয়ন্তে মরা’ দুয়েরি এক অর্থ; তথাপি ভরসা করি যে মাজিষ্ট্রেটগণ ঐ সমস্ত বহুদর্শী ব্যক্তিদিগকে যত্নপূর্ব্বক অনুরোধ করিলে তাঁহারা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইতে অস্বীকার করিবেন না। এক্ষণে জমিদার প্রজার যেরূপ সদ্ভাব দেখা যায়; তাহাতে প্রজার মোকর্দ্দমায় জমীদারকে বিচারক হইতে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করি না। পরিশেষে ইহাও বলি, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি করা যায়, ততই বিপদাশঙ্কা অল্প হওয়া সম্ভব। এইজন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি যেন জেলায়২ এবং মহকুমায়২ আরও অধিক মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন।

সেনরাজাদিগের জাতিবিচার।*

“যুক্তিযুক্তমপি গ্রাহ্যং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥”

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নিতান্ত অপরিজ্ঞেয়। আর্য্যগণ কুহকিনী কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া ইতিহাস জ্ঞানীয় গ্রন্থগুলিকে অপ্রাকৃত বর্ণনায় পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যদিগের কবিতা প্রণয়ন শক্তি নিতান্ত বলবতী ছিল। এই কবিতা লোকবিমোহন সঙ্গীতের অনুগত হইয়া সময়ে সময়ে অন্তরাত্মা দ্রবীভূত করাতে তাঁহারা ইহাতেই একান্ত ব্যাসক্ত হইয়া পড়িতেন। সুতরাং কবিত্ব শক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তদনুচারিণী কল্পনাও আবির্ভূত হইয়া বর্ণনীয় বিষয় গুলিকে পল্লবিত করিয়া তুলিত। ঈদৃশ কল্পনা-বিলসিত বিষয় হইতে প্রকৃত সত্যের উদ্ধারণ যে কতদূর কষ্টসাধ্য, সহজেই বিবেচিত হইবে। ভারতের গৌরবভূত বিষয় সমূহ এইরূপ কল্পনাচ্ছিন্ন বলিয়া প্রকৃত ইতিহাসের প্রণয়ন একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ “রাজতরঙ্গিণী” ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় একখানিও উৎকৃষ্ট ইতিহাস দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক প্রাচীন বিষয়গুলি এইরূপ দুর্ব্বোধ্য ও অন্ধের হইলেও ইউরোপীয় শব্দ বিদ্যার প্রভাবে উহা অপেক্ষাকৃত বিশদ হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত ইতিহাসের বিষয়ীভূত শিলালিপি সমূহের অর্থসাধন করিয়া ইউরোপীয় শাব্দিকগণ আমাদিগের একটী মহোপকার করিতেছেন। এই মহোপকারের নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, আমরা এই অবসরে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের নিকট তদনুরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ইউরোপীয় শাব্দিকগণ প্রাচীন বিষয়গুলি যেরূপ বিশদ করিয়া তুলিতেছেন, প্রামাণিক মতের অনস্থানে সেইরূপ স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদেও পতিত হইতেছেন। ইহাঁদিগের অনুবর্ত্তী স্বদেশীয়গণ প্রাচীন তত্ত্বের নির্ণয় করিতে যাইয়া এই প্রমাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কিম্বদন্তী মূলক প্রাচীন বিষয় গুলির জটিলতা নিবন্ধন এ দোষ মার্জ্জনীয়। কিন্তু যেখানে সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয়ের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, তথায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন না করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা একান্ত বিধেয়। ঐতিহাসিক বিষয়ের এইরূপ সামঞ্জস্য বিধান না করিলে উত্তর কালে ইহা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। এতন্নিবন্ধন আমরা একটী প্রাচীন বিষয়ের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহা পাঠ করিলেই সহৃদয়গণ বুঝিতে পারিবেন, ইদানীন্তন অনুসন্ধিৎসুগণ সর্ব্ববাদিসম্মত বিষয়ের কতদূর বৈলক্ষণ্য সাধন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়, বঙ্গদেশের সেন বংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী লিখিয়া আমাদিগকে একটী উপকারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত বহুলাংশে দুর্ব্বোধ্য। মুসলমানকৃত বঙ্গেশ-বিজয়ের পূর্ব্বে এ দেশের কোন ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। ইদানীন্তন কুলাচার্য্যগণ যে “কুলবিধাতা” বল্লাল সেনের প্রশংসা গানে বিমোহিত হন, কতিপয় কিম্বদন্তী ব্যতীত সেই বল্লালের কোন বিবরণ বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত নহে। কুলাচার্য্যগণ কয়েকটী বাঙ্গলা পদ আওড়াইয়াই বল্লালের বংশ নির্দ্ধারণ করিলাম বলিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। এটী বঙ্গদেশের সামান্য দুর্ভাগ্য ও অবমাননার বিষয় নহে। অধিক কি বখতিয়ারকৃত নবদ্বীপের বৃদ্ধ রাজার সিংহাসনচ্যুতিরূপ প্রসিদ্ধ ঘটনাও কি বাঙ্গলা কি সংস্কৃত কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মুসলমানদিগের আগমন সময়ে এদেশে যে সেনরাজাদিগের রাজত্ব ছিল, তাহা আমরা কেবল মুসলমানদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। মুসলমানকৃত জয় বৃত্তান্ত মুসলমানেরাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা এদেশে আসিয়া যেমন দেশীয়দিগের গৌরব বিলুপ্ত করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের গ্রন্থকারগণও ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের অতীত ঘটনা পরিজ্ঞানের একটী পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ এদেশে না আসিলে বোধ হয় আমরা কখনও মিনহাজ উদ্দীন ও আবুল ফাজেল প্রভৃতির দর্শন পাইতাম না। সুতরাং আমাদিগের পুরাবৃত্তের অধিকাংশই অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। রাজেন্দ্রবাবু, অধিকন্তু কতিপয় শিলালিপিকে প্রধান অবলম্বন করিয়া সেনবংশীয় রাজাদিগের বংশাবলীর বিনির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সময়ে সময়ে এই মহত্তীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, প্রস্তাব লেখক, সেন বংশীয় রাজাদিগের বংশাবলী বিবৃত করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রকুলোদ্ভব কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই মত প্রমাণ ও যুক্তিসঙ্গত কি না একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

লোক সমাজে যে সমস্ত কিম্বদন্তী প্রচরদ্রূপ হইয়া থাকে, তাহা একেবারে অমূলক নহে। কিম্বদন্তী সমূহ অবশ্যই কোন মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া পরিশেষে মানব কল্পনায় পল্লবিত হইয়া উঠে। এই গুলির মূল অন্বেষণ করা অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপণ সদৃশ অদৃশ্য লক্ষ্যানুসারী। এই লোষ্ট্র লক্ষ্যে পতিত করিতে হইলে বিশিষ্ট সাবধানতা অবলম্বন বিধেয়। সাধারণের এই বিশ্বাস যে সেনবংশীয় রাজগণ অম্বষ্ঠ নামক বৈদ্যজাতি ছিলেন। এই বিশ্বাসের অবশ্যই কোন প্রামাণিক মূল আছে। এই মূলের আবিষ্কারে যথোচিত প্রয়াসবান্ না হইয়া একবারে জাত্যন্তরের কল্পনা করা একান্ত অসঙ্গত ও যুক্তিবিরোধী। রাজেন্দ্র বাবু সেন রাজাদিগের বৈদ্যত্বের যে মূল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত নহে।

ইতিবৃত্ত স্থানীয় কোন গ্রন্থে সেনরাজাদিগের জাতিনির্দ্দেশ নাই। তাঁহারা স্বয়ংও এবিষয়ের কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই। ঈদৃশ অনিশ্চিত বিষয় হইতে সত্য সঙ্কলন করিতে হইলে তাঁহাদিগের ব্যবহার পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়। ব্যবহার পদ্ধতি দর্শনে জাতির নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হইয়া উঠে। এক্ষণে যেমন সময়োচিত ব্যবহার-অনুসারে ধর্ম্মশাসন সমূহ প্রণয়ন হইয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে সেরূপ হইত না। তাৎকালিক ব্যক্তিগণ মন্বাদি প্রণীত সংহিতা নিচয়ের অনুগত হইয়াই আপনাদিগের আচার পদ্ধতির অবধারণ করিতেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণকে যথানির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যেই ব্যাসক্ত হইতে হইত। এমনস্থলে জাতি লইয়া বিচার উপস্থিত হইলে, ব্যবহার পদ্ধতির পর্য্যালোচনা করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, সহজেই প্রতীয়মান হইবে। অতএব আমরা বৈদ্য ও কায়স্থ উভয়গত কার্য্যাধিকারের নির্দ্দেশ করিয়া পরে রাজেন্দ্র বাবুর মত খণ্ডন করিব।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ে লিখিত আছে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রনামে চারিবর্ণ ছিল। ইহাদিগের প্রথম তিন বর্ণ দ্বিজ সংজ্ঞা বাচ্য। এই চারি বর্ণের অতিরিক্ত বর্ণ ছিল না। তথাহিঃ—

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥”

পরে দ্বিজ জাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) পরিসংখ্যা বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া কামতঃ অনুলোম বিবাহ করেন। মনুসংহিতাতে ইহার স্পষ্ট বিধান আছে। যথাঃ—

“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃস্যুঃ ক্রমশোবরাঃ॥”

এই বিবাহ “কাম্য বিবাহ” বলিয়া কথিত। এই “কাম্য বিবাহ” নিবন্ধন কতিপয় জাতির উৎপত্তি হয়। অম্বষ্ঠ নামক বৈদ্য জাতিও এই “কাম্য-বিবাহে” উৎপন্ন। “অম্বষ্ঠ সম্বাদিকাতে” লিখিত আছে একদা গালব নামে কোন ঋষি কাষ্ঠ দর্ভাহরণ করিতে বনান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অরণ্য ভ্রমণ নিবন্ধন তাঁহার তৃষ্ণার পিপাসা উপস্থিত হয়। ইত্যবসরে বীর ভদ্রা নামে এক বৈশ্যাকুমারী জলপূর্ণ কলসী কক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সেই

* “On the Sena Rajas of Bengal as Commemorated in an Inscription from Rajshahi, decyphered and translated by C. T. Metcalfe Esq. C. S.—by Babu Rajendra Lala Mitra.” (Journ. A. S. B.)

(২) “সেন রাজাদিগের বংশাবলী” (রহস্য সন্দর্ভ, ১ পর্ব্ব, ২৮ খণ্ড)

স্নান ক্রিয়া পিতৃমন্দিরে যাইতে ছিল। মহর্ষি গালব ইহা দেখিয়া তাহার নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। কন্যা প্রার্থনানুসারে জলদান করিয়া ঋষির তৃষ্ণা শান্তি করিল। অনন্তর গালব বীরভদ্রাকে "সৎপুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু বীরভদ্রার বিবাহ হয় নাই শুনিয়া গালব তাহাকে আশ্রমে আনয়ন পূর্ব্বক উপস্থিত ঋষিদিগকে সমস্ত বিবরণ বলিয়া পুত্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঋষিগণ কুশ দ্বারা একটি পুত্র নির্ম্মাণ করিয়া বেদ উচ্চারণ পূর্ব্বক জীবন দান করিলেন। এই পুত্রই অম্বষ্ঠ জাতির আদিপুরুষ ধন্বন্তরি। বেদ মন্ত্র হইতে জীবন সঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া এই জাতির অন্যতর নাম "বৈদ্য"। যাহা হউক, এইরূপ কল্পনাসুলভ উপন্যাসে মনোনিবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বিধি পূর্ব্বক পরিণীতা বৈশ্যার গর্ব্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি হয়; ইহা নির্দ্দেশ করাই সুসঙ্গত। শাস্ত্রকার দিগেরও ইহাই অনুমোদিত। যথা;—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

(মনুসংহিতা)

"বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।"

(উশনস সংহিতা)

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং।
জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার শবোঽপিবা॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোহি মুনিসত্তম।"

(পরাশর)

কাম্য-বিবাহোৎপাদিত সন্তানগণের নিম্নলিখিত রূপে উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারিত হয়। যথা;—

"স্ত্রীষ্বনন্তর জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেবতানাহু র্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্॥"

(মনুসংহিতা)

"আনুলোম্যেনাব্যবহিত ব্যবহিত বর্ণ জাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভিঃ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যৈর্য উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েন বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়াং ক্ষত্রিয়েন শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং তান্ মাতৃহীনজাতিদোষেন পিতৃতো বিগর্হিতান্ সদৃশান্ পিতৃসদৃশানাহুর্নতু পিতৃজাতিরিতি। পিতৃসদৃশগ্রহণান্মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতোনিকৃষ্টা জ্ঞেয়া ইতি।"

মনুসংহিতার এই ব্যাখ্যাদর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইবে: বৈশ্যা ব্রাহ্মণোৎপন্ন অম্বষ্ঠ জাতি, ব্রাহ্মণ হইতে নিকৃষ্ট, বৈশ্যা হইতে উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় তুল্য বৈশ্য। সুতরাং এই জাতি দ্বিজ সংজ্ঞক। সংহিতাকার হারীতও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবং॥"

অম্বষ্ঠ জাতি এইরূপ দ্বিজ সংজ্ঞক বলিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদিগেরও বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ, গায়ত্রী পাঠ ও যজ্ঞকরণ প্রভৃতিতে অধিকার আছে। কুতূহলপর পাঠকগণ "অম্বষ্ঠাচার চন্দ্রিকা" দেখিলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন।

অম্বষ্ঠদিগের ক্রিয়া পদ্ধতি উল্লিখিত হইল. এক্ষণে সংক্ষেপে কায়স্থদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে। "কায়স্থ কৌস্তুভে" লিখিত আছে, কায়স্থ জাতি, পিতামহ ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হয়েন। এই কায়স্থজাতি ব্রহ্মকায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। অপর এক কায়স্থ ব্রহ্মার পদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া যোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই বিবরণ পূর্ব্বোল্লিখিত কুশ হইতে বৈদ্যের উৎপত্তির বিবরণ সদৃশ নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক। অতএব কাল্পনিক বিষয়ে লেখনীর ব্যায়াম ক্রিয়া না করিয়া প্রকৃত বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। যখন কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হয়, তখন তাহাদিগের সঙ্গে পাঁচ জন ভৃত্য আগমন করে। যথা:—

"কাশ্যপে চৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথাস্বয়ং॥
শাণ্ডিল্য গোত্র সম্ভূতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
সৌকালীনশ্চ দাসোঽস্য শুচিঃ শ্রীমকরন্দকঃ॥
ভরদ্বাজে সুবিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তম।
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গোত্রস্তকাশ্যপঃ স্মৃতঃ॥
সাবর্ণ গোত্র নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভ মুনিস্বয়ং।
তস্য দাসো কালিদাসো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ॥
বাৎস্য গোত্রেষু শ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্য গোত্রজ স্তস্য পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ॥"

এই পঞ্চ ভৃত্যই তৎকালে "শ্রীবাস্তব কায়স্থ" বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। এক্ষণে পশ্চিমাঞ্চলে লালা কায়েত" নামে এক সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ "শ্রীবাস্তব" কেহ কেহ "করণ" ও কেহ কেহ "অম্বষ্ঠ কায়স্থ" বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাতে প্রতীত হয়, "শ্রীবাস্তব" কায়স্থই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত। উশনস সংহিতায় লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ চৌর্য্য লব্ধা শূদ্রাতে উপগত হওয়াতে তিন পুত্র জন্মে। ইহাদিগের একজন কুম্ভকার, একজন নাপিত ও একজন কায়স্থ। বোধ হয় এই কায়স্থই "শ্রীবাস্তব" কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বৈশ্যের ঔরসেও শূদ্রার গর্ব্ভে করণ কায়স্থের উৎপত্তি। যথা:—

"বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেব বিধিঃ স্মৃতঃ।"

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

ক্রমশঃ

বর্দ্ধমান বিভাগের বার্ষিকী বিজ্ঞাপনী।

কাম্বেল সাহেবের সঙ্গে আমরা চলিতে পারি না। প্রতি গেজেটেই দুই একখানি লিপি, দুই একটি বিজ্ঞাপনী এবং নানা স্থানের নানা বিষয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত দুইটি একটি আইন আছে, পাণ্ডু

লিপি আছে, বিধি ব্যবস্থা আছে, এই সমস্ত সমালোচন করা সাধারণীর মত পত্রিকার, আমাদের মত লোকের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। তাহা আমরা পারিব না। আমাদের বিবেচনায় কেবল কলিকাতা গেজেট সমালোচন জন্য একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র বাঙ্গালায় থাকা আবশ্যক।

এ সপ্তাহে বর্দ্ধমান বিভাগের বার্ষিকী বিজ্ঞাপনী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সমালোচনা না করিলে কর্ত্তব্যকার্য্যে পরাঙ্মুখ থাকা হয় ও মান থাকে না।

অনেক কথা বলিবার আছে। সকল কথা বলিতে পারিব না।

জ্বরের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন এ বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ভালই।

হুগলির কালেক্টর পেলু সাহেব আমাদের জেলার লোকের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট বলিতে হইবে। তবে যাহারা ইংরাজী পড়িয়াছে তাহাদের উপর সাহেবের একটু শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি বলেন যে "পিতৃ পিতামহগণ সদাচারী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন ইহারা সদাচার শিখে নাই। ইহারা স্বতন্ত্রাভিলাষী হইয়া অঙ্গে অভদ্রতার চিহ্ন ধারণ করে, তাহাতে ইহাদিগকে অত্যন্ত কদর্য্য দেখায়।" আমাদের বাপ পিতামহের সুখ্যাতির ভাগ বাদ দিলে ইহার অর্থ হয় আমরা বেয়াদব।

এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি বক্তব্য আছে।

১। জাতিবৈর প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে "আমরা আজ্ঞাকারী বটে, কিন্তু বিনীত নহি ও হইতে পারিব না।" ইহার কারণ দেখান হইয়াছে।

২। আমরা বিনীত হইলেও তোমরা বিপরীত বুঝিয়া লও।

"যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা" ইংরাজিতে বাঙ্গালি এক্ষণে কোন কোন ইংরাজের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছেন। এই কথা আটকিন্সন সাহেব উচ্চ শিক্ষা রক্ষার্থ গেজেটে প্রকাশ করিয়াছিলেন। হয়ত পেলু সাহেব সেই সকলের মধ্যেই একজন।

৩। দৈহিক বিনয় আমরা ভাল করিয়া শিখি নাই। অনেক আচার ব্যবহারই আমরা সাহেব গুরুদের স্থানে অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতেছি। কিন্তু সাহেবদের স্থানে বিনয় শিক্ষা করিতে যাওয়া বৃথা। সকল সভ্য জাতিতেই বলে যে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে ইংরাজেরা সর্ব্বাপেক্ষা দাম্ভিক।

৪। মানসিক বিনয় আমাদের প্রচুর আছে; সাহেবেরা প্রায়ই বুঝেন না। যিনি বোঝেন তিনি বাঙ্গালিকে ভাল বাসেন।

দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গি সম্বন্ধে বিচার বাদ করার কোন প্রয়োজন নাই।

আমরাও আর এ বিষয়ে লিখিতে চাই না।

বকলাণ্ড সাহেব বলেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ সম্বাদপত্র সকলকে বড় ভয় করেন। একথা যদি সত্য হয় তবে সম্বাদপত্র সকলের পক্ষে গৌরবের কথা বটে কিন্তু দেশের পক্ষে অমঙ্গলের চিহ্ন। ইহাতে বোঝায় যে দেশের হাকিমরা বড় উচ্চদরের লোক নন। আমরা বুঝি যিনি ধর্ম্ম পথে সরলপূর্ব্বক কার্য্য করিতে থাকিবেন "তিনি নবিভেতি কুতশ্চন—নবিভেতি কদাচন।" বারান্তরে এবিষয়ে লেখনী চালনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গবর্ণর বাহাদুর বলেন যে বর্দ্ধমান বিভাগে মিউনিসিপাল প্রণালী বড় সুন্দর চলিতেছে। এবং হুগলি মিউনিসিপালিটীর সভ্যেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তেজস্বী। আমরা বলি না।

জিজ্ঞাসা করি যদি ৭৩ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে বর্ত্তমান মিউনিসিপাল ব্যবস্থা সকল সুন্দর চলিতেছে তবে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে শ্রীরামপুরে নূতন আইন মত সাধারণ বাছনি প্রথা প্রচলিত করা হইল কেন?

স্থূল কথা এই মিউনিসিপল প্রণালী বর্দ্ধমান বিভাগে কেন বাঙ্গালায় কোথাও সুন্দর কার্য্য করিতেছে না। ইংলণ্ডের প্রধান পণ্ডিত হর্বর্ট স্পেন্সর বলেন ইংলণ্ড এখনও এই প্রণালীর উপযোগিনী হয় নাই। অথচ ভারতে ইহা সুন্দর চলিতেছে!

এই প্রণালীর পরীক্ষা এইবার বাঙ্গালায় তৃতীয়বার হইতেছে। এই তৃতীয় পরীক্ষা ৬৪ সালে আরম্ভ হইয়াছে; দশ বৎসর চলিতেছে, ছয়খানি আইন হইয়াছে। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা এপর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে মিউনিসিপালিটির আয় ব্যয় স্বতন্ত্র। একজন সম্ভ্রান্ত পত্রপ্রেরক অন্যান্য কথার মধ্যে লিখিয়াছেন যে "একদল পাপের কারণ কি? প্রজার প্রতি রাজার পীড়ন ভিন্ন আর কিছুই নহে, পীড়নের সীমা পরিসীমা নাই।"

"প্রথমতঃ মিউনিসিপলটেক্স, তাহার জন্য অধিকাংশ প্রজার কত কষ্ট হইয়াছে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। অনেক লোক অনেক দায়ে ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের উপর যখন টেক্সের শমন আসে তখন তাহারা অনাহারে থাকিয়া, কোন মতে কষ্টের সহিত টেক্সের টাকা দেয়। দিতে না পারিলে মিউনিসিপালের এমনি দৌরাত্ম্য যে তাহার কোন আপত্তি না শুনিয়া অনায়াসে তাহার গৃহের কবাট বা অন্য কোন অস্থাবর বস্তু সম্মুখে যাহা পাইবে তাহাই লইয়া যাইবে। এসকল কি রাজার কার্য্য? রাজা প্রজার পিতা পুত্র সম্বন্ধ; পিতা হইয়া কি পুত্রের এত দুর্দ্দশা করিতে হয়?" ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে আমাদের দেশীয় অনেক লোকেই মিউনিসিপাল কার্য্য, রাজকার্য্য বিবেচনা করেন। যতদিন কমিশনর, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা, পদবলে মিউনিসিপাল সভাপতি প্রভৃতি হইতে থাকিবেন ততদিন এ সংস্কার কিছুতেই বিদূরিত হইবে না। আইনের এই ভাগের সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যখন নূতন মিউনিসিপল আইন সম্বন্ধে কমিটির মত চাওয়া হয়, তখন বাবু দিগম্বর মিত্র এই বিষয়ে নিজ আপত্তি সংক্ষেপে

লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। মিউনিসিপল নিয়ম পরিবর্ত্তন জন্য এক্ষণে অনেক স্থান হইতে আবেদন হইতেছে আবেদন পত্রে এবিষয়ের সতেজ আপত্তি করা কর্ত্তব্য। চুঁচুড়া হুগলি হইতেও আবেদন হইতেছে। তাহার একখানির অনুবাদ আমরা যথা স্থানে দিলাম। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

স্থানীয়।

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত জর্জ ক্যাম্বেল কে, সি, এস,
বাঙ্গালা লেপ্টনেণ্ট
গবর্ণর সমীপেষু॥

চুঁচুড়া, হুগলি প্রভৃতি নগরবাসী এবং মিউনিসিপাল কর প্রদাতৃগণের সবিনয় প্রার্থনা এই যে হুগলি ও চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটিতে এক্ষণে ১৯ জন মাত্র কমিশ্যনর আছেন, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত ৪জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বলিয়াই নিযুক্ত হইয়াছেন।

১। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর
২। জেলার মাজিষ্ট্রেট্
৩। একজি কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
৪। পুলিশের ডিষ্ট্রীক্ট স্থপারণ্টেণ্ডেণ্ট

এতদ্ভিন্ন তার ৬জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী

১। ডবলিউ এফ্ মিয়ার্শ, জএণ্ট মাজিষ্ট্রেট
২। আর এফ টমসন সিবিল সার্জ্জন
৩। আর থোয়েটস্, হুগলিকালেজাধ্যক্ষ
৪। বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র, গবর্ণমেণ্ট উকীল, সাং হুগলি
৫। ,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, হুগলি কালেজের শিক্ষক সাং হুগলি
৬। মৌলবী ওবিদুল্লা, কালেজের শিক্ষক সাং চুঁচুড়া

উপরি উক্ত ১০জন এবং নিম্ন লিখিত অন্য সকল কমিশ্যানর দিগের মধ্যে জয়কৃষ্ণ বাবু ভিন্ন সকলের বাসস্থান হুগলি ও চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত।

১।	বাবু দুর্গাচরণ লাহা	চুঁচুড়া
২।	,, লালবিহারী দত্ত	ঐ
৩।	,, নিমাই চাঁদ শীল	ঐ
৪।	জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তর পাড়া	
৫।	প্রিন্স বসীরুদ্দীন	চুঁচুড়া
৬।	বাবু আশুতোষ ঘোষ	ঐ
৭।	মুন্সি নাজীরুদ্দীন	হুগলী
৮।	মৌলবী সৈয়দ কিরামৎআলী	ঐ
৯।	বাবু অভয়াচরণ নন্দী	ঐ

এক্ষণে যে যে কমিশ্যানর আছেন তাঁহাদের দ্বারা করপ্রদাতৃগণের মতামত স্পষ্টরূপ ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। নূতন নূতন কমিশানর নিযুক্ত করা আবশ্যক।

কর প্রদাতৃগণ অনেকেই এরূপ লেখা পড়া জানেন যে তাহারা সাধারণ-বাছনির প্রথার উপকারিতা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৩ শালের ২আইন এস্থলে প্রচারিত হইলে সাধারণ লোকের সম্যক উপকার দর্শিতে পারে, কারণ তাহাতে নগর বাসিগণ মিউনিসিপালিটী বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হইবেন, এবং মিউনিসিপালিটীর টাকা বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করিতে শিক্ষা করিবেন।

আবেদন কারী দিগের প্রার্থনা এই যে উক্ত নগর সমূহে পূর্ব্বোক্ত আইন প্রচারিত হয় কর দাতাদিগের ইচ্ছানুসারে কমিশ্যনর নিযুক্ত হন, এবং কমিশ্যনরদিগের বাছনি জন্য নিয়ম সমস্ত প্রকাশিত হয়।

এই দরখাস্ত খানি স্বাক্ষরিত হইতেছে—বোধ হয় অতি শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। বোধ হয় শ্রীরামপুরে ৭৩ শালের ২ আইন মত কতকগুলি নিয়ম বিধি বদ্ধ হওয়ায় এখানে এই দরখাস্ত করা হইতেছে। এবিষয়ে দুই মত অবশ্যই আছে—কেহ কেহ বলেন যে এ আইন প্রচলন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ও দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে চালাইলেও কোন উপকার দর্শিবে না। আমরা আগামী সপ্তাহে সকল মতামত প্রকাশ করিব। মূল কথা একটি বলিয়া রাখি যে আইন যত কম চলে ততই ভাল।

সংবাদ।

ভারতবর্ষীয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, যে উলুবেড়ে হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত খাল সম্পূর্ণ হইয়াছে; বোঝাই নৌকা এখন যাতায়াত করিতে পারিবে। এই খালের জল লইলে শস্যের কিছু উপকার হইতে পারিবে না?

বোম্বাইয়ের কতকগুলি পারশী যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একজন নাকি একটি ইউরোপীয় বালিকার পাণিগ্রহণাভিলাষেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছেন। হইতে পারে। আবার বোম্বাইয়ের "সমাচার" পত্রের একজন পত্র প্রেরক বলেন যে কয়েক জন পারশী মহিলাও বোধ হয় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদিগকে মেম সাহেবেরা অন্তঃপুরে শিক্ষা দান করিতেছেন। ভাল, আমাদের কালিকাতার গণেশ সুন্দরীর কি হইল?

"সমাচার" পত্র বলেন যে অনেক ভদ্র পরিবার মেম সাহেবেরা বাইবেল পড়াইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আর পড়াইতে দেন না।

সমুদায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন সংখ্যা ৩০৮৮৪০২২ তাহার মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে ৮১৫৮২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তাহা হইলে সহস্রের মধ্যে বার্ষিক আড়াই জনের, অপেক্ষা কিছু বেশী হইল। যাহারা মরিয়াছে তাহার মধ্যে ওলাউঠায় ৩১০৪, বসন্ত রোগে ২৩৩৩, জ্বর বিকারে ৫৭৪৫৪, এবং সর্পাঘাতে ও হিংস্র বন্যজন্তু কর্ত্তৃক ৬৯৫ জন হত হইয়াছে।

দুইজন বিলাতীয় মহিলার রাজকর্ম্মে নিয়োগ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে বিবি সি, এইচ ডিসেলো আলিগড় স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারিকা এবং উচ্চতন বিভাগের বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শন কর্ত্রী হইলেন এবং বিবি ই ইয়রিংটন বারাণসী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারিকা এবং অধস্তন বিভাগের বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শন কর্ত্রী হইলেন। আজ মিল বাঁচিয়া থাকিলে কত আহ্লাদ করিতেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি শস্যের, ময়দার, এবং খাদ্যের ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন। এক মনে এক মাইলে এক পয়সার চব্বিশ ভাগের ভাগ লাগিবে। হুগলি হইতে হাবড়া চব্বিশ মাইল বা বার ক্রোশ, এক মন জিনিশ আনিতে হইলে এক পয়সা লাগিবে। রেলওয়ে কোম্পানিকে আমরা সাধুবাদ প্রদান করি।

১লা নবেম্বরের অতিরিক্ত ভারতবর্ষীয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে "মহামহিম রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর স্থির করিয়াছেন যে আগ্রাতে ও লক্ষৌতে দরবার হইবে না। উভয়ত্রই মহিমার্ণবের শুভ গমন হইবে। নিকটস্থ দেশীয় রাজা, শুভা ও ভদ্রলোকদিগকে তিনি যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিবেন।

478

কিন্তু যাঁহারা অধিক [illegible] লইয়া না আসিলেই ভাল হয়।" এখন রায়গণের মঙ্গল হউক; তাঁহারা জয় হউক॥

ইংলিশম্যান বলেন যে এক্ষণে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় একজনও বিচারক বা ব্যবহারাজীব নাই। [illegible] ব্যাপক সভায় আজীবন ব্যবস্থা ব্যবসায়ী না লওয়া উক্ত অবিবেচনার কার্য্য নহে—অন্যায়। সম্পাদক বলেন যে কেবল বংশ মর্য্যাদা বা ধন মান দেখিয়া চির কাল [illegible] রাজা কর্ত্তৃক বাছিয়া বাছিয়া না লইয়া এখন [illegible] বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান দেখিয়া দেশীয় লোকদিগের মধ্য হইতে বাছনি করিলে ভাল হয়। এইরূপ করিয়া বাঙ্গালিদের মধ্য হইতে হাইকোর্টের জজেরা বাছনি করাতেই বাঙ্গালিরা [illegible]—এবং ইউরোপীয়েরাও প্রশংসা করিতেছেন। ইংলিশম্যান সম্পাদকের সত্যনিষ্ঠায় আমরা বড় আহ্লাদিত হইলাম।

[illegible]

সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন যে আগামী ১৭ই নবেম্বর সোমবার গবর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপক সভা আগ্রায় অধিষ্ঠিত হইবে।

অদ্য পর্য্যন্ত ১৩৯ খানি সমাচার পত্র এবং সাময়িক পত্র কলিকাতা পোষ্ট আফিসে রেজিষ্টরি হইয়াছে। আমাদের প্রতিবাসিনী চন্দননগর পত্রিকার নম্বর ১৩৭; সাধারণীর নম্বর ১৩৮, সর্ব্বশেষ টীপনিউসের নম্বর ১৩৯। চুঁচুড়া হইতে পাঁচখানি পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

১। এডুকেশন গেজেট
২। বেঙ্গল মেগাজিন
[illegible] চিকিৎসা দর্পণ
[illegible] পত্রিকা

[illegible] হইতে "বঙ্গদর্শন" প্রকা[illegible]

[illegible] নাদের আত্মহত্যার সংবাদ।

[illegible] রিখে জগলির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট [illegible] হন্ত হওয়া গোপন হইয়াছেন।

[illegible] চার হইবে।

[illegible] ডিনেট জজ এবং ছোট আদালতের [illegible] প্রার্থনা করিতে হইলে প্রথমে নাই- [illegible] করিতে হইবে, পরে সেই আবেদনপত্র [illegible] রত্র হইবে। [illegible] না হউক; অধিকন্তু প্রার্থই [illegible] করিয়া ছুটি পান না কেন? গেজিটেড [illegible] শাশ নালে কি যে, অবকাশ কথ-

[illegible] রেল ড্রিংসর ষ্টেশনের সম্বন্ধে [illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর গোটি [illegible] টাকা খরচ করিতে ক্ষমতা

[illegible] জিষ্ট্রেটের বিচারে সাত জন [illegible] তিন জন পুরুষ চারি জন [illegible] রে ধুকড়ি চিহ্নী উলাস করার [illegible] সান। পায়। আনারে ছেবে এক ব্যক্তির নামে একখানি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন ছিল। যে ব্যক্তির নামে সমন ছিল সে ব্যক্তিকে আনায় সে জামাটি তাঁহার নিজের বলিয়া সনাক্ত করে। এই রূপে চুরি ধরা পড়িয়াছে, ও ইহারা সাজা পাইয়াছে। গত সপ্তাহে আমরা বারাসতে চোরের উপদ্রবের কথা লিখিয়াছি। বারাসতের নিকটে অনেক বেদে আছে। তাহারা ভাল হউক, মন্দ হউক, লোকে সন্দেহ করে।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, বহরমপুর ...	৫
" ভুবনমোহন নিয়োগী চুঁচুড়া ...	৫
" উপেন্দ্রনাথ বসু, নড়াল ...	৫
" পালকৃষ্ণ মুখো[illegible]ধ্যায়, চুঁচুড়া ...	৩

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

আমরা বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস রচিত প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি। অব[illegible] কাশ মতে যথা সাধ্য সমালোচন করিব। [illegible] সম্পাদক।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত ...	৫
অগ্রিম যাণ্মাসিক ...	[illegible]
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	১৮০
মাসিক ...	[illegible]
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৴০

পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কলতলা ১২৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট [illegible]
শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র [illegible]রি,
খুড়ি পোর্টসার [illegible]

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, [illegible] ও হস্তির লিপিপ্রণালী অগ্র সর্ব্বাঙ্গ [illegible] কেবল [illegible] প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত [illegible] হয়েন।

শরীরে পীড়া, শুক্রমেহ, [illegible] ও নানা প্রকার অতিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও ক্ষীণতা প্রযুক্ত বাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং চরিত্রজ্ঞান মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই স্থানে [illegible], তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া [illegible] ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধ মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের ব[illegible] নাই।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা [illegible] রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, অম্লব্যাধি, অগ্নিমান্দ্য, গলগণ্ড, [illegible] নসুর ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহা[illegible] চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কলতলা ১২৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্তৃক প্র[illegible] রবিবারে প্রকাশিত হয়।

479

REGISTERED NO. 138

সাধারণী।

১ ভাগ } চুঁচুড়া—২রা অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৬ই নবেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } [illegible] সংখ্যা

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা এখনও কিছু মাত্র অপগত হয় নাই।

এক্ষণে আমাদিগের পরামর্শ এই যে, এবৎসর কোন্ জেলায় কত ধান্য পাওয়া যাইবে এবং কি পরিমাণে পুরাতন ধান্য বা চাউল সঞ্চিত আছে তাহার নির্ণয় করা অগ্রে আবশ্যক। যদি এরূপ নির্ণীত হয় যে, যে পরিমাণে শস্য পাওয়া যাইবে ও যাহা মজুদ আছে তাহার কোন অংশ দেশান্তরে প্রেরিত না হইলে তদ্দ্বারা লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশের সমস্ত প্রজার সমস্ত বৎসরের খাদ্য সংস্থিত হইবে তবে রপ্তানি একেবারে বন্দ করিয়া যাহাতে উক্ত খাদ্য সমস্ত প্রদেশে ছাড়াইয়া পড়িতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে। আর যদি এমত বোধ হয় যে মজুদ ও এ বৎসরের উৎপন্ন ধান্য দ্বারা সমুদায় প্রজার এক বৎসরের আহার কুলাইবে না, তবে ব্রহ্ম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে চাল আনাইয়া অভাব গ্রস্ত জেলার লোকদিগকে সমুচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে। অথবা কোন কার্য্যের বেতন স্বরূপ দিতে হইবে। আর কোন মহাজন মজুদ চাল লুকাইয়া না রাখিতে পারে তাহারও বিধি ব্যবস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর একখানি অতিরিক্ত গেজেটে স্বীয় সমস্ত মত প্রচার করিয়া আমার গমন করিয়াছেন। তিনি সকল বিষয় অতি সুন্দররূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান পরামর্শ কলিকাতায় একটি মূল দাতব্য সমাজ স্থাপন ও মফস্বলে তাহারি শাখা সমাজ সংস্থাপন। এজন্য তিনি সকল জাতীয় লোককেই আহ্বান করিয়াছেন, ও অনুরোধ করিয়াছেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের অগ্রে এবিষয়ে হস্তার্পণ করা উচিত। তাঁহাদের হস্ত হইতে অনেকে অনেক প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, এরূপ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর রোগ ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে তাহাতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া স্থানে স্থানে পাঠান কর্ত্তব্য হইবে; দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেই জ্বর জ্বালা বাড়িয়া উঠিতেছে! বসির হাট, বারুই পুর, সাতক্ষীরা অঞ্চলে, আমাদিগের নিকটস্থ স্থান সমূহে, বর্দ্ধমানের ত কথাই নাই, এই সকল স্থানেই ইহার মধ্যেই জ্বরের উপদ্রব বড় অতিরিক্ত হইয়া উঠিল। শীঘ্র উপায় করা কর্ত্তব্য।

যেখানে বীজের আবশ্যক হইবে সরকার হইতে সেইখানেই বীজ দেওয়া হইবে, গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর এমত আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের বহুদর্শিতা ও কার্য্য দক্ষতার উপর অনেক ভরসা রাখেন, বলিয়াছেন, আমাদেরও এবারকার সম্পূর্ণ ভরসা কাম্বল সাহেব, তবে দেশীয় বড়লোকদের আর স্থির হইয়া বসিয়া ধূমপান করা ভাল দেখায় না। বড় লজ্জার কথা। সকলেই অল্প বিস্তর মনোযোগ করিলে অনায়াসে আমরা এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইতে পারিব। ভরসা করি সকলেই মনোযোগী হইবেন।

প্রজারঞ্জন।

ইংরেজেরা বলেন, এদেশের লোকে উচ্চতর রাজকার্য্য নির্ব্বাহে এক্ষণে অক্ষম। ইহার প্রথম উত্তর এই দেওয়া হইয়াছে, যে একথা মিথ্যা। ইহার অলীকত্বের প্রমাণ, এমন গুরুতর যে নিতান্ত স্বার্থপর এবং বাহুবলের গুণে নিশ্চিন্ত জাতি ভিন্ন আর কেহ একথা বলিতে কখনই সাহস করিত না। এ কথার দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম, যে আমরা উচ্চতর রাজকার্য্য নির্ব্বাহে অক্ষম। কিন্তু একথা স্বীকার করিয়া একটী জিজ্ঞাস্য আছে? আমরা কি একেবারে স্বভাবতই অক্ষম, না শিখাইলে শিখিতে পারি? জগদীশ্বর কি এমন কোন জাতি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে শিখাইলে শিখিতে পারে না? কেহ কখন এরূপ জাতির অস্তিত্ব পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত করিয়াছে? অসভ্য স্থূলবুদ্ধি কাফ্রি বংশীয়েরাও রাজকার্য্য প্রণালী শিখিয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিপালন করিতেছে। কেবল কি এই আর্য্যবংশ সম্ভূত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভারত বাসীরাই অশিক্ষণীয়? যাহাদের দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাদের দেশে প্রথমে বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্যের উদয়, যাহারা পাণিনীয় ব্যাকরণ, মহাভারত, রামায়ণ, ন্যায়, সাংখ্যাদি দর্শন, মন্বাদি স্মৃতির সৃষ্টি করিয়াছে, পৃথিবীর মধ্যে কি কেবল তাহারাই অশিক্ষণীয়? যাহারা দীধীতি, জাগদিশী, গাদাধরী প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছে, তাহারাই কশলের রিপোর্ট লিখিতে শিখিতে পারে না?

বোধ হয়, কেহই বলিবেন না, যে এদেশী লোক শিক্ষণীয় নহে। যদি এ দেশের লোক শিক্ষণীয়, তবে তাহাদের শিক্ষার পথ বন্ধ করা কত অবিচার তাহা বলা যায় না? সকল প্রকারের শিক্ষাতেই মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার। কাহারও শিক্ষার পথ রোধ করা, আর তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের পথ রোধ করা, তুল্য অত্যাচার। আমরা লেখা পড়া শিক্ষার কথা বলিতেছি না—কার্য্যের দ্বারা যে কার্য্য শিক্ষা সেই শিক্ষার কথা বলিতেছি। যদি দেশী লোক উচ্চ রাজকার্য্য শিখাইলে শিখিতে পারে, তবে তাহাদের শিক্ষার পথ রোধ করা কেন? আবার শিক্ষার পথ রোধ করিয়া আবার তাহাদিগকে অযোগ্য বলা কেন?

কথাটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে। তোমরা দেশী লোককে ইংরেজি কার্য্যে নিযুক্ত কর না কেন? উত্তর—তাহারা উহার অযোগ্য। কেন অযোগ্য? উত্তর—উহারা আজিও সেরূপ শিক্ষিত হয় নাই। শিখে নাই কেন? তোমরাই সে শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ—শিখিতে দাওনা কেন? উত্তর—শিখিতে দিইনা তাহার কারণ উহারা অযোগ্য। উহারা অযোগ্য কিসে—উত্তর—উহারা শিখে নাই বলিয়া। এটি বড় রহস্য। অক্ষম বলিয়া শিখিতে পায় না, এবং শিখিতে পায় না বলিয়া অক্ষম।

কোন কোন ইংরেজ বলিয়া থাকেন যে অযোগ্য বলিয়া, আমরা বাঙ্গালির উচ্চকর্ম্ম প্রাপ্তি প্রতিষেধ করি না—তাহারা অসৎ—অবিশ্বাসী—অধিক ক্ষমতা তাহাদিগের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহার প্রমাণার্থ, এই শ্রেণীর নিন্দকেরা, কোথায় কোন নরাধম, দারিদ্র্য বশতঃ কি শিক্ষাশূন্যতা হেতু, কদাচিৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহা বাহির করিয়া তালিকা বন্দী করিয়া উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করেন। ইংরেজদিগের মধ্যে কি ঐরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় না? লক্ষ্ণৌয়ের প্রেমিশরি নোটের কথা কি সাহেব দিগের মনে পড়ে? তখন, গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যার সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে অবিশ্বাস করিয়া, বাঙ্গালা হইতে তদারকের জন্য শক সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন কেন? কদর্য্য কথার বাড়াবাড়ি না করিয়া আমরা এই বিষয়ে তিনটি কথা সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহি।

১ম। ইংরেজেরা উচ্চপদে আছেন, দেশীয়েরা নীচপদে আছেন। সুতরাং ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা দেশীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক। অতএব অসৎ কর্ম্মান্বিত দেশীয় কর্ম্মচারী, যদিও অসৎ কর্ম্মান্বিত বিলাতীয় কর্ম্মচারীর অপেক্ষা অধিক হয়, তথাপি পড়তা করিলে অধিক হইবে না। একশত জন দেশী কর্ম্মচারীর মধ্যে অসৎ কর্ম্মান্বিত কয় জন? এবং একশত বিলাতী কর্ম্মচারীর মধ্যে অসৎকর্ম্মান্বিত কয়জন? সমান হউক, না না হউক, দেশীয়ের মধ্যে অসৎ কর্ম্মচারীর সংখ্যা যে অধিক, ইহার কোন প্রমাণ নাই। কেহ কখন হিসাব রাখে নাই। হিসাব রাখিলে বোধ হয় আমরা জিতিব।

২য়। দেশী লোকের অল্প বেতন—সুতরাং প্রলোভন অধিক। এজন্য এক্ষণে দেশী কর্ম্মচারীশ্রেণীর মধ্যে যদি অসৎকার্য্য অধিক ঘটে, তবে দেশীয় চরিত্রের দোষ নহে—তাহাদিগের বেতনের দোষ। উচ্চ পদে উচ্চ বেতন ভোগী থাকিলে আর সে দোষ ঘটিবে না। যখন ক্লাইবের আমলে, সিবিলিয়নদিগের অল্প বেতন ছিল, তখন তাঁহারা দস্যুর অগ্রগণ্য ছিলেন। পুরাবৃত্তের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সে কাহিনী লেখা আছে। এদেশীয় লোক অনেক কাল দুষ্কর্ম্ম অভ্যাস করিলেও তাঁহাদিগের তুল্য হইতে পারিবে না। সেই জাতি উচ্চ বেতন পাইয়া উন্নত চরিত্র হইয়াছেন। দেশী লোকও উচ্চ বেতন পাইলে আরও বিশুদ্ধ চরিত্র হইবে সন্দেহ নাই—কেন না এখনও তাহারা বিশুদ্ধতায় প্রায় ইংরেজদিগের সমতুল্য।

৩য়। এক্ষণকার উচ্চপদস্থ উন্নত চরিত্র ইংরেজদিগের মধ্যে যে সকল কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা সকল প্রকাশ পায় না। প্রকাশ পায় না তাহার কারণ এই যে সে সকলের বিচার করিবার কর্ত্তা, দণ্ড বিধানের কর্ত্তা, সেই ইংরেজ। তাঁহারা বাঙ্গালির ঘুণাক্ষরে অপরাধ জানিতে পারিলে হুলস্থূল বাধান, কিন্তু জাতিভাইয়ের সকল অপরাধ চেপে চুপে রাখেন—পাছে ইংরেজ নামে কলঙ্ক হয়। যদি সকল কথা প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে বোধ হয় বুঝা যাইত, যে স্থূল বেতন ভোগী ইংরেজের অপেক্ষা দরিদ্র দেশী কর্ম্মচারী অধিকতর সচ্চরিত্র।

আমরা দেখাইলাম, যে যাহারা বলেন, যে দেশীলোক ... বলিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে না, ... মিথ্যা কথা বলেন। আরও দেখাইলাম, যে ... দেশী লোকের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া ... সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারাও মিথ্যা কথা ... কিন্তু ইংরেজদিগের আর একটি উত্তর আছে। ... রা বলিতে পারেন, অথবা বলিয়া থাকেন তোমাদিগের ... পদারোহণের পথ কৈ রোধ করিয়াছি? তোমরা ... ত যাও, পরীক্ষা দাও, আমাদিগের ন্যায় তোমরাও ... পদস্থ হইতে পারিবে। দেখ, তোমাদের দেশীয় কয় ... ক বিলাত গিয়া, পরীক্ষা দিয়া, সিবিলসর্ব্বিসে প্রবেশ ... য়াছে। তবে পথ রুদ্ধ কিসে? আমাদিগের উত্তর— ... রুদ্ধ নয় কিসে? যদি আমরা স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ... ত যাইতে পারি, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধুর সঙ্গে ... চ্ছেদ করিতে পারি, সমাজ ত্যাগ করিতে পারি; তাহার ... র আবার যদি লক্ষ্মীর কৃপা থাকে—অতি নবীন ... ক বয়সে এই সকল দুঃসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিতে ... , তবেই আমরা সে পথ খোলা পাইব—তাও ... কি না বলিতে পারি না—কেন না কমিশনার ... দের নানারূপ কৌশল আছে—বাঙ্গালি তাড়াইবার ... হঠাৎ বয়সের নিয়ম পরিবর্ত্তন করা রোগ আছে— ... ক্ষার নিয়ম ভারতবর্ষীয়দিগের অনুপযোগী করিয়া ... না অভ্যাস আছে—বয়স লইয়া অসঙ্গত তর্ক তুলিয়া ... কাটিয়া দেওয়া রোগ আছে। যে পথে এত কাঁটা ... পথ রুদ্ধই বলিতে হয়। যদি কেহ বলেন, যে এপথ ... নী বিলাতীর পক্ষে সমান তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ... রেজদিগকে ভারতীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিবার ... ধর্ম্মত্যাগ করিতে হয় না—সমাজ ত্যাগ করিতে ... না, জাতি হারাইতে হয় না (বরং জাতিতে উঠিতে ... রেন) পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ করিতে ... না, অর্থব্যয় করিতে হয় না, কমিশনর দিগের সঙ্গে ... কর্দ্দম করিয়া ডিক্রী করিতে হয় না।

... মীর কাসিমের সময়ে ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ বণিক ... লেন। তাঁহারা মীরকাসিমকে বলিয়াছিলেন, আমা... র বিক্রেয় দ্রব্যের উপর মাস্থল উঠাইয়া দাও, দেশী ... কের পণ্যের উপর কঠিন মাস্থল চাপাও। ইহার ... এই দেশী বণিক ব্যবসায়ে পরাস্ত হইয়া লোপ ... উক, বাঙ্গালার বাণিজ্য ইংরেজের একচেটিয়া হউক। ... রকাসিম তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ইংরেজেরা তাহাকে ... ঙ্গালা হইতে উচ্ছিন্ন করেন। হাতে পাইয়া, সিবিল ... সম্বন্ধে ঠিক তাহাই করিয়াছেন। সিবিল সর্ব্বিসে ... বেশেচ্ছু দেশী বণিকের উপর কঠিন মাশুল বসিয়াছে— ... রেজ বণিকের মাস্থল নাই। সুতরাং ইংরেজের এক ... চিয়া মহলই আছে। ইহার উপর ন্যায় পরতার ভাণ ... ভাল লাগে না।

... ন্যায় পরতার বিন্দুমাত্র যদি ভারত শাসন কর্ত্তাদিগের ... স্থান পায়, তবে গোটাকত কথা তাহাদিগকে ... কবি। স্বদেশের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পাওয়া আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ অধিকার,—তাহার জন্য কেন বিলাত যাইব? যাহা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা পাইবার জন্য কেন ধর্ম্ম ত্যাগ করিব, সমাজ ত্যাগ করিব, স্বজনবন্ধু ত্যাগ করিব, অর্থব্যয় করিব? আর যাহার অধিকার আমাদের অধিকারের তুল্য নহে, সে কেন, কিছু না করিয়া, অনায়াসে তাহা আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিবে ...

আর যে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দেখাও, তাহা ... রাজকার্য্যের একটিভাগ মাত্র,—আর সকল কার্য্যে দেশী লোকের প্রবেশের পথ কই? সৈনিক কার্য্যের উর্দ্ধভাগে দেশী লোক প্রবেশ করিতে পায় না কেন? অন্যদিকে অনেক এমন কার্য্য আছে, যে তাহা লাভ করিবার জন্য, ... সিবিল সর্ব্বিসের মধ্যবর্ত্তী হইবার প্রয়োজন করে না—অনুগ্রহ করিয়া দেশী লোককে প্রবেশ করিতে দিলেই হয়। তাহাতেও দেশী লোক প্রবেশ করিতে পায় না কেন?

সমুদায় সম্যক আলোচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই বোধ হয়, যে ইংরেজেরা স্বার্থপরতা বশতঃ, কেবল বাহুবলে, দেশীয় লোককে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন না। যে রাজা, স্বার্থপর, বাহুবলে, প্রজার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রজাকে বঞ্চিত করেন—সে রাজাকে কি বলিব? ইংরেজেরা, আমাদের শাসন কর্ত্তা, অধিপতি, প্রভু, সব—সকলই বলিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু আমাদের প্রাচীন পবিত্র ভাষার একটী প্রাচীন পবিত্র শব্দের অর্থ তাঁহাদিগের প্রতি বর্ত্তে না। যে রাজা প্রজারঞ্জন করেন না, তাঁহার প্রতি রাজা শব্দ বর্ত্তে না। বাহুবলে স্বার্থরক্ষা কি প্রজারঞ্জন?

মোহান্তদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

১২৮০ সালের এতদ্দেশীয় ঘটনাবলী মধ্যে তারকেশ্বরের মোহান্তের মকদ্দমা একটী প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয় সম্বাদ পত্র মাত্রেই ইহার আন্দোলন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য কথা মধ্যে লোকের এই একটী প্রধান কথা হইয়াছে। যিনি সময়ের মূল্য বিশেষরূপে বোঝেন, কাজের কথাভিন্ন অন্য কথা অল্প মাত্র কন, তিনিও এ বিষয়ের দুই একটী কথা কহিয়া অন্ততঃ দুই চারি মিনিট অপহরণ করেন। আমরা এবিষয়ের কোন বিশেষ কথা অদ্যপর্য্যন্ত বলি নাই। অধিকন্তু আমাদের সাধারণী অতি অল্প দিন হইল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে কোন কথা বলিবার ইহার ইতি পূর্ব্বে সুযোগ উপস্থিত হয় নাই—অথবা হইয়া থাকিলেও বলিবার ইচ্ছা করেন নাই। অদ্য সাধারণী সেই বিষয়ে কিছু বলিবার মানস করিয়াছেন।

তারকেশ্বরের মোহান্ত প্রকৃত রূপে দোষী হইলে তিনি দণ্ডনীয়, তাঁহার শাসন নিতান্ত আবশ্যক। ...

দণ্ড দিবার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকে যত্ন করিতেছেন অনেকে একত্র হইয়াছেন। আমাদের এই অভাগা দেশে একতার নিতান্ত অসদ্ভাব। দশজন সামান্য গাড়োয়ানের একত্র হইবার ক্ষমতা আছে কিন্তু আমাদের তাহা নাই। তুমি আমি [illegible] অনিষ্ট [illegible] দেশ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা [illegible] মধ্য হইতে [illegible] তাহাকে রাঙ্গি-বার [illegible] পাইল। কোনরূপ [illegible] যাহাতে প্রচলিত না হয় তজ্জন্য তুমি আমি সকলেই ঘোর চীৎকার করিতেছি, ইহার মধ্যে প্রতাপ চাঁদ কেবল রাজ সম্মান পাইবার জন্য তাহা ভাল বলিয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিল। সেই জন্য কোন স্থলে সেই অভাব পদার্থ একতা এবং তৎসঙ্গে উৎসাহ এবং একাগ্রতা আমাদের মধ্যে দেখিলে আমরা আনন্দিত হই। ভাল বিষয়ের ত কথাই নাই—বারইয়ারী গাজনাদি করিবার জন্য দশজন একত্র হইয়াছে দেখিলে আমরা সুখ বোধ করি। বারইয়ারীর আমোদে জন্য আমরা সুখ বোধ করি না—যাহা আমাদের মধ্যে নাই ঐ সকলেতে তাহার অঙ্কুর দেখিয়া আমরা সুখ লাভ করি। আকাশ পথে চারি পাঁচ খানি মেঘ একত্র হইতে দেখিলেই বঙ্গ কৃষকের মনে আনন্দের সঞ্চার হয় আবার তাহাতে বৃষ্টি হইলে তাহার সুখের আর সীমা থাকে না। নবীনকে উদ্ধার করিবার জন্য মোহান্তকে দণ্ড দিবার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই একত্র হইয়াছেন, অনেকেই উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, যত্ন করিতেছেন, এটা ও ভদ্রের বিষয়। বঙ্গ ভূমিতে যে একতা নাই সেই একতার ইহা অঙ্কুর স্বরূপ। ইহা হইতে ভাবী সুফল প্রত্যাশায় এই অঙ্কুর দৃষ্টে আমরা সুখী হই।

"হেন স্নিগ্ধ তপোবন ভিতরে আমার
ঘুচিল না এজনমে ইন্দ্রিয় বিকার॥"

[illegible] বদন হইতে যখন এই বাক্যটী বাহির হয় তখন তিনি একটী মহান সত্য প্রচার করেন। আমাদের পবিত্র তীর্থ সকলের গুপ্ত কাণ্ড এবং ইউরোপের কনভেন্টের ঘৃণিত ব্যাপার সমূহ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। মানুষেতে যাহা আছে তাহা চিরদিনই থাকিবে কোন কালে তাহা বিনাশ পাইবে না। অধিকন্তু তাহার বিনাশ চেষ্টা বিফল মাত্র নিতান্ত অসঙ্গত এবং অমূলক। সন্ন্যাস আশ্রম পরিগ্রহ করিলেই মোহন্ত বা মঠধারী হইলেই মানুষ কামাদি প্রবল রিপুর হস্ত এড়াইলেন এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। লোকে যেখানে থাকুন না কেন, তৎসমুদায় তাঁহাদের সঙ্গেই থাকে। সংসার মধ্যে তৎসমুদায় রাখিয়া তাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন না। এমতাবস্থায় মোহন্ত হইলেই তাহাকে [illegible] হইতে হইবে কনভেন্টবাসী হইলেই পুরুষ বা রমণীকে কামাদি রিপু একবারেই বিস্মৃত হইতে হইবে এরূপ বিধান করা নিতান্ত অন্যায়। ইহ সংসারে তৎসমুদায়ের উত্তেজনাকারী পদার্থ প্রতিনিয়ত বর্তমান। তাহাকে কামাদি রিপু একবারে ভুলিতে বলিবার অগ্রে তাঁহাকে এমন কোন লোকের মধ্যে লইয়া যাওয়া উচিত, যথায় সেই সকল রিপুর উত্তেজনাকারী পদার্থ মাত্র নাই। গিরি-পদবীতে সামান্য প্রস্তর বা অন্য বিবিধ বাধা সংস্থাপন পূর্ব্বক ধরাতল মুখী স্রোতস্বতীর স্রোতোবেগ শমিত করিবার চেষ্টা বৃথা আয়াস মাত্র।

মোহান্ত ও সন্ন্যাসীর মত [illegible] মিশ্রদের মধ্যে [illegible] গুলি ধর্ম্ম যাজক আছে। ইহাদের ফুঙ্গী বলে। ফুঙ্গীরা এক রূপ সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। আহারীয় [illegible] ভিন্ন তাহার পরমার্থী পর্য্যন্ত কাহার নিকট গ্রহণ করে না। ইউরোপীয়দের মধ্যে যেমন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কনভেন্ট নিবাসী হইতে পারেন বার মিশ্রদের মধ্যেও তদ্রূপ বিধি প্রচলিত আছে। স্ত্রী পুরুষদের মধ্যে যে কেহ যতদিন ইচ্ছা ফুঙ্গী থাকিতে পারেন। ফুঙ্গীরা অন্যান্য লোক হইতে একটী পৃথক স্থানে একটী পৃথক শ্রেণীর লোকের মত অবস্থিতি করে। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সকলেই একত্র বাস করিয়া থাকে। তাহাতে কোন স্ত্রী ফুঙ্গী, কোন পুরুষ ফুঙ্গীর উপর অনুরক্তা হইলে সে বিষয় তাহারা গোপন রাখে না। প্রধান ফুঙ্গীদের তাহা জ্ঞাত করিয়া ফুঙ্গীর বেশ ভূষা পরিহার পূর্ব্বক এবং আশ্রম পরিত্যাগ করত পুনরায় সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক সংসারী হয়। এরূপ করিবার তাহাদের কোন বাধা নাই। আদি পর্য্যন্ত ফুঙ্গীদের উপর কেহ কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই। "কনভেন্টের গুপ্ত কথা" এরূপ পুস্তক তাহাদের আবশ্যক নাই। ইংরাজিতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও ফুঙ্গীদের কোনরূপ নিন্দা বা অপযশ করেন না। আমাদের বিবেচনায় উপরোক্ত রীতি বড় মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। নিষেধ বা বাধা অনেক স্থলে অনর্থের মূল হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অবারিত দর্শন নিষেধ আছে বলিয়া বঙ্গ রমণীকুল গবাক্ষ [illegible] ঘোমটার মধ্য দিয়া অলক্ষ্যেতে পর পুরুষকে দেখিতে ক্ষান্ত থাকেন না। গঙ্গাতীরে মুদিত নয়নে পূজা [illegible] করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা স্নানাশয়ে জল নিমজ্জিত কুল কামিনীর প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিবার সাবকাশ পাইলে তাহাতে অবহেলা করেন না। "জ্ঞান তরুর ফল তোমরা খাইও না" আদম এবং ইভের প্রতি এইরূপ ঈশ্বরাদেশ না থাকিলে হয়ত বাইবলকথিত মনুষ্যের অধঃপতন ঘটিত না। মোহান্ত ও মঠধারীরা দার পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না, চির কৌমার ব্রত পালন করিবেন এই নিষেধ বিধি থাকা জন্য পবিত্র তীর্থ এবং মঠ সকল পাপের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। শাস্ত্রের বা দেশাচারের এই কঠোর আদেশ নিতান্ত অসঙ্গত এবং জ্ঞান বিরুদ্ধ।

"পঞ্চাশতে বনং ব্রজেৎ" এই বিধিতে বৃদ্ধদের সন্ন্যাস আশ্রম আশ্রয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল প্রায় ইহার বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি চন্দ্রনাথের মোহান্ত একটী তরুণ যুবক, তারকেশ্বরের মোহান্ত একটী যৌবন বিচরণ কারী বিষম নাগরিক বিশেষ। পূর্ব্বে মোহান্ত বলিলে শুভ্র জটাধারী খর্ব্বদেহ [illegible] কাষ্ঠ পাদুকা ভস্মাচার সন্ন্যাসীর ভাব হৃদয়ে উদিত হইত। এখন আর সে ভাবের মোহান্ত প্রায় দেখা যায় না। সকলেই ঘোর বিলাসী, সংসার সুখ সাধনে বিব্রত।

[illegible]হাদের হস্তে দেবালয়ের পবিত্র গুরু ভার সমর্পিত হওয়া অনুচিত। ইহারা তীর্থের অধিনায়ক হন ইহা কখন বাঞ্ছনীয় নয়।

শাস্ত্রশাসনের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রভাব কমিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বমত লোকের মনে এক্ষণে আর ঈশ্বর ভয় তত প্রবল নাই। বর্ত্তমান চিন্তায় পরকাল ভাবনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অনেক স্থলে পাছে লোকে মন্দ বলে এই আশঙ্কায় অনেকে কদাচারী হইতে অগ্রসর হন না। এমতাবস্থায় প্রধান তীর্থ দেবালয় মঠাদি সাধারণ ধর্ম্মাবিদ্বরণ সকলের কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধারণের ভার সাধারণ লোকের হস্তেই থাকা উচিত। যেমন স্থানীয় স্কুল বা চিকিৎসালয় দেখিবার ভার কমিটী বিশেষের হস্তে থাকে এ সকল সম্বন্ধেও সেইরূপ হওয়া উচিত। এরূপ হইলে উচ্ছৃঙ্খল মোহান্তগণ কিছু শমিত হইলেও হইতে পারেন।

চীন সম্রাজ্য।

অদ্য চীন সাম্রাজ্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। যদি পৃথিবীর কোন জাতি আপনার আন্তরিক বলে, পরের সাহায্য না লইয়া, পরের সাহায্য উপেক্ষা করিয়া উন্নতির পথে বিচরণ করিয়া থাকে, তবে সে [illegible] পদদলিত অধম হিন্দুজাতি আর যাহারা কলুটোলায় জুতা বিক্রয় করিয়া থাকে সেই চীন জাতি। [illegible] প্রাচীনকালে এতদুভয় জাতিমধ্যে সুন্দর সখ্য ভাব [illegible]ল। বহুকালাবধি এতদুভয় জাতি দুই পথে বিচরণ করিতেছিল। প্রাচীন হিন্দুজাতি আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদ্যার [illegible] নাতেই বিশেষ ব্যস্ত ছিল; উপনিষৎ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শন, স্মৃতির চরমোৎকর্ষসাধন করিয়া গিয়াছে; প্রাচীন চীন জাতি বাহ্যতত্ত্ব বিদ্যার চর্চ্চাতেই বিশেষ অভিনিবিষ্ট ছিল; অতি পূর্ব্বকালেই তাহারাই কাচযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, রেশম প্রস্তুত করিয়াছে, [illegible] চালাইতেছে। ভারতবর্ষে আসিয়ার যৌন [illegible] [illegible] আর চীনদেশে আসিয়া কারখানা বা শিল্পালয় [illegible]। ভারতবর্ষীয়েরা যবনদিগের সহিত, মুসলমানদিগের সহিত, শক, পহ্ন, হুন, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত [illegible] সংগ্রাম করিয়াছে, কিন্তু ঐ চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা [illegible] ঐ কারখানার কারিগরগণের সহিত বিবাদ করে [illegible]।

বৌদ্ধ বিপ্লবে এই দুই বৃহৎ রাজ্য এক হইবার বিলক্ষণ [illegible] হইয়াছিল। [illegible] ও বিস্তৃত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম [illegible] আশ্চর্য্য ধর্ম্ম। ইহার আধ্যাত্মিক ভাগ সূক্ষ্ম হইতেও [illegible] বেদান্তের বেদান্ত। ইহার চরম চেষ্টা একেবারে [illegible] হইয়া সমাধিপূর্ব্বক নির্ব্বাণ পদ পাইতে হইবে; [illegible] কখন? দৃঢ় পরোপকার ব্রত পালনের দ্বারা [illegible]প্রকারের জন্য জীবনের অধিকাংশ ভাগ একান্ত মনে চেষ্টা করিতে হইবে। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" এ কথা বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত নহে। সুতরাং কার্য্যকালে আমি কর্ত্তা, কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে আর আমি কেহই নহি, সমাধি করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। বড় আশ্চর্য্য ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম বলে চীন ভারত অতি সহজে এক হইতে পারিত। কিন্তু ভারতের দুরদৃষ্টক্রমে তাহা হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা কোন সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে আবার পুনরুত্থান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীন রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ভারত দর্শশাসনে অধঃ-পাতে গিয়াছে, চীন দেশে কখন ধর্ম্মবিপ্লব হয় নাই।

চীনের আধুনিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। চীনের ন্যায় লোকপূর্ণ, সচেতন, ও বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্য পৃথিবীতে আর নাই। চীনের আভ্যন্তরিক শাসন প্রণালী অতি বিচিত্র। সম্রাট একা [illegible] সেই ভাজন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা রাজধানীর দূরে নিকটে সর্ব্বত্র সমানরূপে আছে। [illegible] দেশের সমস্ত বাণিজ্য কার্য্য চীনদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। এবং ইংরাজগণ বাণিজ্যপটু জাতি হইয়াও [illegible] বাণিজ্যের কিছুই হস্তগত করিতে পারিতেছেন না। [illegible] দেশ চীনদিগের সম্পূর্ণ শাসনাধীন।

চীনেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গমনাগমন করে। তাহাদিগের জীবনী শক্তি অতি আশ্চর্য্য। তুষারাবৃত দেশসকলে তাহাদের শরীরের পুষ্টিসাধন হয় এবং বিষুবরেখার নিকটস্থ জাজ্বল্যমান প্রদেশে তাহারা স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। যে কোন জাতীয় কন্যা বিবাহ করুক না কেন চীনেরা নির্দোষরূপ সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। এ গুণি [illegible] হইয়া থাকে বলিতে হইবে।

এক্ষণে পৃথিবীর সমুদায় সভ্য জাতি [illegible] জাপানের উন্নতির দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, চীনের প্রতি তাঁহাদিগের তত দৃষ্টি নাই; কিন্তু এতদুভয় দেশীয় লোকদিগকে পরস্পর তুলনা করিলে জাপানীদিগকেই নিকৃষ্ট বোধ হইবে, কেন না জাপানীরা যাহা কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা শুদ্ধ অনুকরণ বলে। নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণবলে কেহ কখন কোন বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিতে পারিবে না। উপরে চাকচিক্য হইলে কিছু হেতু নেই। ভিতরের চাকচিক্য চাই। জাপানেরও বোধ হয় সেইরূপ; বিশেষতঃ জাপানবাসী কার্য্যতৎপর হইলেও তাহারা অতিশয় আমোদপ্রিয় এবং দীর্ঘ কাল কোন বস্তু তাহা জানে না। চীনেরাও শিল্পী, জাপানবাসীরাও শিল্পী; কিন্তু জাপানবাসীদিগের শিল্পকার্য্য তাহারা যে কোন কার্য্যে তত নহে, তাহারাই পরিচয় প্রদান করে। চীনদিগের শিল্পনৈপুণ্য বিশ্ববিখ্যাত; [illegible] "চীনা" প্রবাদ বাক্য, আমাদের যে কোন দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতকারে যেন কোন প্রতিযোগী কেহ পরাস্ত করিতে হইবে বলিয়াই প্রস্তুত করিয়াছে বোধ হয়।

সম্প্রতি চীনেরা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ দেশ সমূহে উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিতেছে, এবং কতক দূর কৃতকার্য্যও হইয়াছে। কালিফরণিয়া প্রদেশে অনেক চীন দেশীয়েরা বসতি করিয়াছে। সেখানে তাহারা জর্ম্মাণ, দিনেমার, ইংরাজ অপেক্ষা অধিক সামাজিক প্রাধান্য লাভ করিবে, এমন অনেকে অনুভব করিতেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের চারি ধার অদ্যাপি সভ্যতালোকে আলোকিত হয় নাই; চীনেরাই সেই মহৎকার্য্যসাধন জন্য প্রথমে অগ্রসর হইয়াছে। সর্ব্বত্র ব্যবসায়োপযোগী উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে।

অথচ এই চীনজাতি আত্মবিস্মৃত; মাদক দ্রব্য সেবনে দিন দিন নির্ব্বীর্য্য হইয়া যাইতেছে। এইটি তাহাদের দুর্ভাগ্য ও আমাদের রাজপুরুষদের আসিয়া বাণিজ্য কলঙ্কের মূলীভূত কারণ।

যে অহিফেন শ্রীরাম লক্ষ্মণের সন্তানগণকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া, ভারতের শ্রী হরণ করিয়াছে, রাজপুত ইতিহাস লিখিতে গিয়া কর্ণেল টড সাহেব যে জন্য কত আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; সেই অহিফেনই চীনদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

কেবল রাজকোষের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে ইহাতে আমাদিগের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই বটে। কিন্তু রাজ্য মধ্যে রাজ কোষ একটি সামান্য অঙ্গ মাত্র। রাজ নীতি, রাজ ধর্ম্ম কখনই উপেক্ষণীয় নহে। ভক্তি আমাদিগের হৃদয়ের ধন: রাজাকে ভক্তি করিতে আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা আছে। রাজার যে কোন কার্য্যে প্রজার রাজভক্তি কমিয়া যায় সেই কার্য্যেই আমরা অসন্তুষ্ট হই। প্রজার ভক্তি করিবে না বলিয়াই রামচন্দ্র সীতাবর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রজার যদি দেখে ইংরাজ রাজ চীন সাম্রাজ্যে একটি বৃহৎ গুলির আড্ডা বসাইয়া, চীন সম্রাটের স্থান হইতে লাইসেন্স লইয়া ব্যবসায় চালাইতেছেন, তাহা হইলে প্রজার আড্ডাধারী রাজার উপর বড় ভক্তি থাকিতে পারে না। তাহাতে আবার যদি দেখে যে বিদেশীয়েরা এই বিষয় লইয়া উপহাস করিতেছে তাহা হইলে প্রজারও একটু উপহাসে প্রবৃত্তি জন্মে। এ গুলি রাজ্যের পক্ষে অমঙ্গলকর। রাজ্যব্যবসায়ীর মূল ধন প্রজার ভক্তি; সামান্য ধনের লোভে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও নষ্ট করা উচিত নহে। যে জাতি দাস ব্যবসায় নানা দেশ হইতে উঠাইয়া দিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, সেই জাতি বৎসর বৎসর অধিকতর পরিমাণে অহিফেন রপ্তানি করিয়া রাজকোষ পূরণ না করিলেই ভাল হয়।

আর একটী কথা আছে। রুসিয়েরা ভারতবর্ষাভিমুখে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমাদিগের শাসন কর্ত্তৃগণ যারকন্দের অধিপতি আতালিক গাজির সহিত সন্ধি সংস্থাপন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছেন। সন্ধির বিষয় তাঁহার সহিত প্রস্তাব করিবার জন্য ফরসিথ সাহেবকে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ফরসিথ সাহেব নিরাপদে হিমালয় পার হইয়া, যারকন্দ রাজ্যে পৌঁছিয়াছেন। বোধ হয় এতদিন তাঁহার সহিত যারকন্দ অধিপতির সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। যাহা হউক আতালিক গাজির সহিত সন্ধি করিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

যারকন্দ প্রদেশ পূর্ব্বে চীন সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। আতালিক আপন বাহুবলে উহা অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে ফরসিথ সাহেব যেন অনুসন্ধান করিয়া দেখেন মধ্য আসিয়ায় আতালিকের কতদূর আধিপত্য, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে কতদূর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এসকল বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ তাঁহার সহিত কোন ভুচ্ছেদ্য সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলে চীনের সম্রাট ইংরাজদিগের উপর বিরক্ত হইতে পারেন। রুসিয়েরা দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, এমন স্থলে চীনের সম্রাটের সহিত যাহাতে অসদ্ভাব হয় এমন কোন কার্য্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহসা হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।

সত্য বটে চীনেরা ঘোর নিদ্রাভিভূত; সে মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিতে কতক্ষণ? আবার চীনতাতার জাতি প্রচারণ বড় ভয়ানক ব্যাপার। ইহাদের বস্তি মায়া নাই, তাহারা সকল কার্য্যই করিতে পারে। যদি সমস্ত চীনতাতার জাতি আতালিক গাজিকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিত ও সেই আতালিক গাজির সহিত সন্ধি বন্ধন হইত, তাহা হইলে সে এক স্বতন্ত্র কথা হইত। বস্তুতঃ তাহা ত নহে। এমন স্থলে চীন রাজ্যের সহিত মন ভাঙ্গা ভাঙ্গি করিয়া রাখা কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইংরাজদিগের ইউরোপ মধ্যে অতি সামান্য বল আছে বলিলেই হয়। কিন্তু আসিয়ায় যে তাঁহারা একজন কৃষ্ণ বিষ্ণু তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এমন স্থলে আমরা বলি চীনের সম্রাটকে চির বন্ধুতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে পারিলে শুদ্ধ ভারত রাজ্য শাসনে নয়, ইংরাজগণ অন্যান্য বিষয়ে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। উভয় জাতি চিরন্তন উপকার প্রার্থী হইয়া যে সন্ধি বন্ধন করে তাহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য; আশু বিপদ হইতে উদ্ধার লাভার্থ পরস্পর সন্ধিবন্ধন আমরা প্রার্থনা করিতেছি না। ইংলণ্ডীয় ভারত ও চীনতাতার একত্র হইলে, পৃথিবীর এমন কোন এক জাতি নাই যে তাহার সহিত সমকক্ষ হয়। এইরূপ যোগ আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে আমরা আবার অশেষ সাম্রাজ্যের সুখ উপলব্ধি করিতে পারিব, পুনর্ব্বার চীন ভারতীয়েরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হইবে।

আসাম।

(প্রাপ্ত।)

আসাম প্রদেশের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে প্রচারপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন যে ঐ স্থলের লোক সংখ্যা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেই

রহিয়াছে, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বৃদ্ধি হয় নাই; এবং ...র কৃষিকর্ম্মও একভাবে রহিয়াছে। তিনি বলেন ...রূপ হইবার প্রথম কারণ শাসন প্রণালীর বিশৃঙ্খ... দ্বিতীয় কারণ আসাম নিবাসীদের উপর চতুষ্পার্শ্বস্থ ... জাতিদিগের দৌরাত্ম্য।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আসামের প্রকৃত অবস্থার বিষয় ...হয় কিছু জানেন না বলিয়া উক্ত মত প্রচার করি...ন। আয়ের সম্বন্ধে ধরিতে গেলে অবশ্য বলিতে ... যে কৃষিকর্ম্ম পূর্ব্বের অবস্থায় রহিয়াছে; কেননা ...মেণ্ট যে হারে খাজানা আদায় করিতেছিলেন, সেই ...দ্বিগুণ করাতেও আয়ের সে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় নাই। ... আর বৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া চাস বৃদ্ধি হয় নাই এ ...স্ত কিরূপে করা যাইতে পারে? আসামে জমির ...না পূর্ব্বে অতি অল্প ছিল; সেই জন্য আসামবাসীরা ...র প্রতি অধিক নজর রাখিত না। এক্ষণে তাহা... ...ক দ্বিগুণ খাজানা দিতে হইতেছে; তাহারা যে ভূভাগ ...ত পূর্ব্বে একটি ফসল কাটিয়া লইয়া ক্ষান্ত থাকিত, ... সেই স্থান হইতে বৎসরে দুইটি ফসল কাটিয়া লই...ছে। সুতরাং অবশ্য বলিতে হইবে যে চাসের বৃদ্ধি ...য়াছে।

...ত অদম সুমারির দৃষ্টে স্পষ্ট জানা যায় যে আসামের ...সংখ্যা দশ বৎসরের মধ্যে বিস্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ...স্তু আমাদের বন্ধু বান্ধবগণ যাঁহারা কর্ম্মোপলক্ষে ...মে অনেক দিন বাস করিয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসি...ন, তাঁহারা বলেন যে উক্ত দেশের লোকসংখ্যা দিনং ...তেছে। যে স্থান তাঁহারা প্রথমে যাইয়া প্রায় জনশূন্য ...য়াছিলেন সে সকল স্থান এক্ষণে লোক পরিপূর্ণ হই...। তবে আর লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হয় নাই কেমন ...য়া বলিব। শাসনের যে বিশৃঙ্খলতা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ...খ করিয়াছেন, তাহার কিছুই দেশে শুনিতে পাওয়া ...। দেশস্থ সমস্ত লোকই একবাক্যে স্বীকার করিয়া ... যে রাজকার্য্য অতি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। ... অসভ্য জাতিদিগের দৌরাত্ম্য? কই আজ পঞ্চাশ ... হইল আসামবাসীদিগকে একদিনের জন্য কোন ...র দৌরাত্ম্য ত সহ্য করিতে হয় নাই। যখন কতক... বঙ্গদেশীয় লোক আসামে বাস করিত, তখন মধ্যেং ...দিগের উপর অত্যাচার হইত বটে; কিন্তু তাহারা ... হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর আর বড় দৌরাত্ম্যের ...শুনা যায় না।

... স্থলে আমাদের আর দুই একটি বলিবার কথা আছে। ...ও আসামে কোন অবনতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ...গবর্ণমেণ্ট সদুপায় অবলম্বন করিলে উহার যে পরি... উন্নতি হইতে পারিত তাহার কিছুই হয় নাই। ... জমি সকল আবাদ যোগ্য করিবার জন্য আরম্ভ ... হইতেছে। আমরা গ্রহিতৃগণকে গবর্ণমেণ্ট কোন ...রে আবদ্ধ করিতেছেন না; কেবল তাহাদিগের ... হইতে এই মর্ম্মে কবুলিয়ত লইতেছেন যে একটি ... সময়ের মধ্যে তাহারা প্রদত্ত ভূমিখণ্ড কৃষিকর্ম্মোপযোগী করিয়া দিবে। তাহারা সেই কবুলিয়তানুসারে কার্য্য করিলেই গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন যে আসামের কতকটা পতিত জমি আবাদের উপযুক্ত হইল। কিন্তু এমন অনুমান করা ভুল। আমরা গ্রহিতৃগণ আসামের শ্রমোপজীবী নিযুক্ত করিয়া পতিত জমি সকল চাসের যোগ্য করিতেছে কিনা সেটি অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তাহারা তাহাই করিতেছে এমন প্রমাণ হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে আবাদ যোগ্য ভূমির আয়তন বৃদ্ধি না হইয়া এক ভাবেই রহিয়াছে; কারণ তাহাদিগের শ্রমে যেমন একখণ্ড পতিত ভূমি চাসের উপযুক্ত হইতেছে অপর একখণ্ড আবাদ যোগ্য ভূমি তাহাদের অমনোযোগ হেতু পতিত হইয়া যাইতেছে।

দেশীয় শ্রমোপজীবী নিযুক্ত করিয়া অধিক পরিমাণে চাস করিলে এক স্থানের চাস স্থানান্তরিত হয় মাত্র, সাধারণতঃ চাসের বৃদ্ধি হয় না এবং তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। যে সকল দেশে লোকসংখ্যা অধিক সেই সকল দেশ হইতে আসামে কুলি বা কৃষক রপ্তানি করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগকে কিছু টাকা ও বীজ দিতে স্বীকার করিলে অনেকেই সেখানে যাইতে সম্মত হইবে এবং দুই তিন বৎসর তথায় চাস করিলেই তাহারা শ্রীমতী মহারাণীর প্রজার ও জমিদারের প্রজার যে তারতম্য তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবে। আসামের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। পাট, চাউল, ইক্ষু সেখানে অল্প পরিশ্রমে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতে পারে। এমন উর্ব্বরা প্রদেশ অনেক দিন হইল বাঙ্গালার এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে। গবর্ণমেণ্ট কখনই ইহার প্রতি সম্যক মনোযোগ করেন নাই। এক্ষণে ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় নানা স্থানে নানাবিধ "রিলিফওয়ার্কস" আরম্ভ করা হইতেছে; এই সময় আসামের প্রতি একটু নজর করিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই এ প্রদেশটি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে।

কলিকাতা গেজেট।

এই সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে নানা বিষয়ে নানা বিজ্ঞাপনী, ও নানা সমাচার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—

✓ কারাগার।

আর বৎসর লেফটেনাণ্ট গবর্ণর যখন কারাগার সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রচার করেন তখন সকলেই তাঁহাকে অতিশয় নির্দয় বলিয়া নানা কথা বলিয়াছিলেন। ইংলিশম্যান সম্পাদক বলেন যে তিনি ব্যতীত কেহই তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম বোধ করিতে না পারিয়া গবর্ণরের নিন্দা ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমরা বলি সেটিও একটি গবর্ণরের পক্ষে দোষের কথা; যাঁহার আজ্ঞা লোকের পক্ষে আইন, তাঁহার এরূপ ভাষা ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে—

যাহা একজন ব্যক্তিতে আর কেহই বুঝিতে পারে না। যাহাই হউক এ বৎসর লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের কথা আমরা শুনিলেই বুঝিতে পারিতেছি। ইনস্পেক্টর জেনেরেল হীনী সাহেবও সেই মত বিলক্ষণ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়াছেন। গত দশ বৎসরে জেলে কতলোকের মৃত্যু হইয়াছে, ও তাহার শতকরা পড়তা কত, তাহা নিম্নে দৃষ্টি করিলেই জানা যাইবে;—

১৮৬৩	১৭১১	৯॥০ সাড়ে নয়
৬৪	১১২২	৬
৬৫	১১২২	৭
৬৬	২৩৪৭	১০॥ সাড়ে দশ
৬৭	১১৮৭	৬
৬৮	৯৮২	৫
৬৯	১১২৯	৫। [illegible] পাঁচ
৭০	৮৩২	৪॥ সাড়িচারি
৭১	৭৫৯	৪
৭২	১০৬৩	৫। [illegible] পাঁচ

হীনী সাহেব বলেন যে এখন শতকরা পাঁচজন মরে; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিলে এই সংখ্যার বিস্তর ন্যূন করা যাইতে পারে। ক্যাম্বেল সাহেব বলেন যে তাহা যদি পারা যায় তবে না করা নিষ্ঠুরের কার্য্য। কিন্তু তাহা কখনই পারা যাইতে পারে না। এবার বোধ হয় কেহই আর ক্যাম্বেল সাহেবকে নিষ্ঠুর বলিবেন না।

১৮৭২ শালের গড় পড়তা করিলে প্রত্যহ ২০,৪৮৯ জন কয়েদী ছিল; তাহার পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা প্রত্যহ ১৫৭০ জন বেশী হইল।

ইহার মধ্যে ৩২৭ জন মাত্র ষোল বছরের কম বয়স; এবং তাহার মধ্যে ৭১ জন মাত্র বারবৎসরের কম। অল্প বয়স্ক বন্দীগণকে যে শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য তাহা লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্বীকার করেন ও তজ্জন্য আলিপুর জেলখানার একটি বিভিন্ন বিভাগ রাখিলেও রাখিতে পারেন এমন আশা দিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবের আন্তরিক অনুমোদন করি ও ইহাও বলিতে চাই বাঙ্গালার সকল কারাগারের অল্প বয়স্ক কয়েদী এই স্থানে সমবেত করিয়া শিক্ষা দান করিলে প্রজার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষীর কার্য্য করা হয়। ৪০০ কয়েদী অনায়াসে এক স্থানে থাকিতে পারিবে ও হীনী সাহেবের মত ইনস্পেক্টর জেনেরেলের অধীনে এরূপ প্রণালীর অতি সুন্দর ফল ফলিতে পারিবে। গত বৎসরের ১৬৩১টি মৃত্যু ঘটনা মধ্যে, ১৩৫টি ওলাউঠায়, ৩৩২টি উদরাময় রোগে, ১২৫টি ম্যালেরিয়া জ্বরে ও বাকি অন্যান্য কারণে হইয়াছে। [illegible] অতি অল্প বলিতে হইবে। সমস্ত বাঙ্গালার গড় পড়তা ৫।০শ পাচটি মৃত্যু ঘটনা বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছে—। আমাদের হুগলি জেলে নিতান্ত অল্প নহে; এখানে শতকরা নয় জন লোক মরিয়াছে। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বলেন ইহার কোন কারণ জানিতে পারা যায় নাই। হীনী সাহেব বলিয়াছেন, সেইগলি জেলে কেবল সবল সবল ব্যক্তি কয়েদী রাখা উচিত। গবর্ণর বলেন তাহা উচিত বটে কিন্তু তাহা করিয়া নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না; যে রূপ প্রকারে হউক কেন যে অন্যত্র অপেক্ষা হুগলি জেলে এত অধিক মরে তাহার কারণ স্থির করিতেই হইবে।

যাঁহারা সর্ জর্জ ক্যাম্বেলের কোন গুণ দেখিতে পান না তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মত মিলে না। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টিপাত কোন গবর্ণর কখন করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। সে যাহা হউক আমরা হুগলি কারাগারের অস্বাস্থ্যকারী অবস্থা সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

(১) হুগলি জেল আজি দশ এগার বৎসর এপিডেমিক গ্রস্ত: জ্বর, জোর, মৃত্ত, বঞ্চক কাহাকেও ছাড়ে নাই। এরূপ রোগ গ্রস্ত লোকে কারাগারের পরিশ্রম করিয়া যে উৎপাদন করিয়া দেয় তাহা অপর দুই চারিটি জেলে উৎপন্ন লাভ অপেক্ষা কিছু অল্প হইতে পারে কিন্তু আর গুলি অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ রোগীরা যাহা উৎপন্ন করে তাহা অন্য অনেক স্থানের সবল ব্যক্তিরা যাহা উৎপন্ন করে তাহা অপেক্ষা পরিমাণে অধিক। অর্থাৎ রোগীদিগকে বলশালী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয়।

(২) এই সকল রোগীদিগকে কিরূপ ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে তাহাও দেখা উচিত। কারারক্ষকের কারা তত্ত্বাবধারক ডাক্তার টমশন সাহেবের রিপোর্টে কিরূপ লেখা আছে বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট করে বলিতেছি যে রোগীরা ভাল ঔষধ পায় না।

(৩) জেলখানার উত্তর প্রান্তে কদর্য্য পয়ঃ প্রণালী আছে ও ইহার পশ্চিম দিক নিতান্ত অপরিষ্কার। এই স্থলে আর একটি কথাও বলিয়া রাখি, হুগলি জেলের দোষী লোকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উক্তি কর্ত্তব্যতা স্থির করিবার পূর্ব্বে জেলার নির্দোষী দিগের স্বাস্থ্য [illegible] একটা কিছু করিলে ভাল হয়; আর কোন কারণে না হউক; উঁহাদের অপেক্ষা ইঁহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়াও একটু অগ্র পশ্চাত করা আবশ্যক। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বিজ্ঞাপনীর মধ্যে দুই এক স্থলে বিভাগে বিভাগে দলাদলি অর্থাৎ মাজিষ্ট্রেট ও পোলিসে যে সর্ব্বদাই বা প্রতি ঘাত হইয়া থাকে সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে এরূপ বিসম্বাদ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; তাহা হইতে পারে তাঁহার কঠোর শাসনে পরস্পর কেহ কিছু না বলিতে পারুক কিন্তু এরূপ দলাদলি কখনই একে বারে যাইবে না। যদি যুধিষ্ঠির ও মার্কণ্ড নামে দুই জন চাকর তামাক সাজিবার জন্য থাকে, আর এমন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যায় যে যুধিষ্ঠির তামাক সাজিবে, ও মার্কণ্ড আনিয়া দিবে, তাহা হইলে আর বড় শীঘ্র শীঘ্র তামাক পাওয়া যাইবে না। যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডের দোষ দিবে, মার্কণ্ড যুধিষ্ঠিরকে দোষ দিবে, এখানেও যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাবতার দিগের সঙ্গে মার্কণ্ড (অথবা ষণ্ডামার্ক বলিলেই ঠিক হয়) পোলিশের সেই সদ্ভাব। পরস্পর দ্বেষা দ্বেষী অত্যন্ত প্রবল। আমাদের বোধে ইহাদের মধ্যে কখন সদ্ভাব হইবে না।

এই [illegible]র পত্রে নানা কথা আছে, সকল সমালোচনা করিতে পারা যায় না। কিন্তু এই সকল জন্য লেফটেনাণ্ট গবর্ণরকে শত ধন্যবাদ না করিয়া থাকা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ—

আবগারি।

দেশীয় মদে সরকারি আয়ের বৃদ্ধি হয়, অথচ কাটতি না বাড়ে, তাহারই চেষ্টা গত বৎসর সরকার বাহাদুর করিয়াছিলেন; পাটনা ভাগোলপুর বর্দ্ধমান এবং ঢাকা বিভাগে ইহার চেষ্টা করা হইয়াছিল, সকল স্থানেই তাহার সুফল ফলিয়াছে; অর্থাৎ মদের কাটতি কমিয়াছে অথচ আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইহার সহিত আরো একটি কথা দেখিতে হইবে; বিলাতি মদের আমদানিও এ বৎসর অন্য বৎসর অপেক্ষা [illegible]। নিম্ন লিখিত তালিকাতে সকলই সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে—

দ্রব্যের নাম	১৮৬৭ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত গড় বার্ষিক আয়	১৮৭১।৭২ সালের বার্ষিক আয়	১৮৭২।৭৩ সালের বার্ষিক আয়
[illegible]য় মদিরা	১৩৭৯২২১	১৯০১৪৪৮	২১৭৭৬৭০
	৪১৯৪০৫	৪২৩২০৩	৪৩১২২৩
[illegible] দেশাগত মদের [illegible]ইসেন্সি	৬৪১৩৫৫	৭০৭৭০৫	৮৯৮৭৭
	৫৪১৫০০	৫৭১৯০২	৬০৪৭৫২
[illegible]ত অথবা কাঁজি	১৩১২৬৪	১৪৬৭১৭	১৫১২০৩
	১০৩৭২৮১	১১৪০৩২৯	১১৮৪৭০৬
[illegible]ফেন	২০৭৩৭৬২	২৪২৮২৮৪৪	২১৯৯১৮০
	৪০০৩১	৩৫৫৫৫	৩৫৮৬২
	৮১৫০৩	১০১৭০৩	১৩৩৪৮
[illegible]	২২৪৫	২২৮৬	২০১৭
[illegible]বা মদত	৬৬১৬১	৬৬৭৪৩	৭১০৪৩
	১১৩৫৫	১৩৫২৬	১৫৯৯৩
[illegible]াদি [illegible] করিবার [illegible]য় স্পিরিট	১৮০২	১৪৬৪	১৩১৪
ঠিক দিলে	৬১৯৩৩৬	৬৫১৩০৯৫	৬৯৬১৩০২
[illegible]য় মদিরার প-[illegible]ট শুল্ক	২৮৭৪০৯	২৬৫৫৫৬	২১২১৫৩
[illegible]ট মদিরার প-[illegible]ট শুল্ক	৭৪৩৭৩০	৭৪৬৭৫২	৮০৬৮৯৭
[illegible] প্রভৃতিতে প-[illegible]ট শুল্ক	৪৪০১৭	৪১১০২	৪১৪৫০
মোট	৭১৮৫২৯২	৭৫৬৮২৯৫	৮১৩০০৯

[illegible] পূর্ব্বে রীতি ছিল যে প্রায় মাসিক ৪ টাকা লাইসেন্স [illegible]ই যে সে যেখানে সেখানে মদের দোকান খুলিতে [illegible]ত। তাহাতে ক্রমেই মদের দোকানের সংখ্যার [illegible] হইতে ছিল এবং মদের কাটতিও ক্রমে বেশী [illegible]ছিল। গত বৎসর কোন কোন জেলায় ভিন্ন রীতি [illegible]ম্বন করা হইয়াছে। এখন প্রত্যেক দোকানের জন্য ডাক হইয়া সরকারি ডাক চারি টাকার ঊর্দ্ধ উচ্চ দরে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; যে যে জেলায় এই রীতি প্রচলিত করা হইয়াছে সেই সেই জেলাতেই দোকানের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। ঐ কয় জেলায় ১৫৩৬ খানা দোকান উঠিয়াগিয়াছে মদের কাটতি কমিয়াছে অথচ আবকারি আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে; গড় হিসাবে ঐ সকল জেলায় গত বৎসর মাসিক আট টাকা করিয়া লাইসেন্সিতে বন্দোবস্ত হইয়াছে। তাহাতেই এরূপ হইয়াছে।

প্রায় সকল মাদক দ্রব্যেরই শুল্ক বাড়ান হইয়াছে; অহিফেন গাঁজা প্রভৃতি সকলেতে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; গাঁজার দুই টাকা সের করা ছিল, আড়াই টাকা করা হইয়াছে তাহাতে ফল হইয়াছে, এই আবকারি আয় ৪১৮২৮ টাকা বাড়িয়াছে কিন্তু ১৪২০ মন গাঁজা কম বিক্রীত হইয়াছে।

এ বিষয় একটি কথা আছে; গাঁজাখোর গুলিখোরের সংখ্যা দিন দিন না বৃদ্ধি পায় অথচ রাজকোষের আয়ও না হ্রাস পায় এই যদি গবর্ণমেণ্টের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, এরূপ সহজে সহজে শুল্ক বৃদ্ধি করিলে কখনই হইবে না। মাদক দ্রব্যের পরিমাণ ও শুল্কের পরিমাণ তাহা হইলে উভয়ই বাড়িতে চলিবে। ব্যবসায়ীর পক্ষে সেটি মন্দ নহে, কিন্তু রাজার পক্ষে নিতান্ত মন্দ রীতি। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অহিফেনের কাটতি কিছু বাড়িয়াছে। কেন তাহা ঠিক বলা যায় না। এটি দেশের প্রকৃত মন্দ লক্ষণ। অহিফেনের কাটতি বাড়িলে যত ক্ষতি হয়, মদের বাড়িলে তত ক্ষতি হয় না। অহিফেন বড় ভয়ানক দ্রব্য। ইহা একেবারে এক জাতি নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলিতেছে, বীরপুরুষকে কাপুরুষ করিতেছে। এ বিষয়ে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

আবকারি রিপোর্ট পাঠেও দেখা যায় লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি আছে; দৃষ্টি থাকিলেই ভাল; দশজনে একটা বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে অবশ্য যাহা ভাল তাহাই নিঃসৃত হইবে। তাহাই সকলে গ্রহণ করিবে, ও কালে ভাল হইতে অবশ্য ভাল হইবে।

সংবাদ।

এ বৎসর ২৫৩৬ জন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত আছে এবং ৬০১ জন ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিবে।

পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী এক্ষণে লক্ষ্ণৌয়ে আছেন। বারাণসীতে একটী বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থ সেখান হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রাচীন আর্য্য দিগের গ্রন্থকলাপ যাহাতে প্রকাশ পায় ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা।

গত বৎসর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রায় ১১০০ শত লোক বন্য জন্তু এবং সর্প দ্বারা বিনষ্ট হয়। ৯টা হস্তী, ২০৫ ব্যাঘ্র, ৭৯৭ চিতা ব্যাঘ্র, ১১৮ ভল্লুক, ১৬১ নেকড়ে।

১২০ হায়েনা এবং ২টা কুম্ভীর হত্যার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

আবার একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছেন।

পাটনা নামক ষ্টীমারের ২য় ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডবলিউ জনার সাহেব নৌকায় উঠিবার সময় নদীতে পড়িয়া যান। অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

২৪শে অক্টোবর সার জঙ্গ বাহাদুর কাটা মুণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অযোধ্যা, বৈডল এবং বলরামপুর হইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবেন। তাঁহার সহিত অনেক মন্ত্রী এবং প্রায় সহস্রাধিক দাস আছে।

কাশ্মীরের যুবরাজ প্রতাপ সিংহের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। কোচীনের রাজার একটী কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। আর একটী সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত।

জাপানের বর্ত্তমান সম্রাটের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম সন্তান হয় এবং জন্মের অব্যবহিত পরেই সন্তানটির মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণী লোকদিগের জন্য বাঙ্গালোরে, "মহীসুর বৃত্তান্ত বোধিনী" নামক একখানি কর্ণাটি এবং ইংরাজি ভাষায় নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র মুদ্রিত হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। এইবার ভারতের উন্নতি হইবে।

ষ্টাস্বুর্গে অগ্নি লাগিয়া তথাকার "আমের পেরিস একেডিমি" নামক পুস্তকালয় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

গত ৮ই নবেম্বর পটল ডাঙ্গায় একটি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। এলাহাবাদের গোপালচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তি ময়মনসিংহের সারদা সুন্দরী নামক একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

দিল্লী গেজেটের একজন পত্র প্রেরক বলেন যে হিন্দু ও মুসলমান সচরাচর খ্রীষ্টান হইয়া থাকেন খ্রীষ্টানও সচরাচর মুসলমান হয় কিন্তু আমরা (অন্ততঃ আমি,) কখন মুসলমানকে হিন্দু হইতে দেখি নাই। আমার ভয় হয় পাছে কেহ আমার এই বিবরণ অবিশ্বাস করেন।

সুবাদার দৌলত মীর খাঁ নামক খারবান গ্রামের এক জন মুসলমান হিন্দু হইয়াছে। সে মাংস খায় না, তাহার হিন্দু স্ত্রী সহিত সন্ধ্যাকাল দেবালয়ে যাপন করে, ব্রাহ্মণদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি বোধ করে, মুসলমানদিগকে ঘৃণা করে এবং বলে যদি ব্রাহ্মণেরা তাহার সহিত ভোজন করে তবে তাহাদিগকে ১০০০ টাকা দান করিবে; কিন্তু তাহারা অসম্মত হইয়াছে। হিন্দুদিগের কার্য্য কলাপ সকলই সম্পন্ন করে। সে তাহার মুসলমান স্ত্রী এবং তদ্গর্ভজাত ২০ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

কর্পূরতলার মহারাজা এক্ষণে লাহোরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তথায় নিম্ন লিখিত রূপ দান করিয়াছেন।

মেডিকেল কলেজে	১০০৲
দুইজন ছাত্র (যাহারা তাঁহার সম্মুখে মৃত দেহ কাটিয়া দেখাইয়াছিল)	৫০৲
কালেজের ছাত্রগণকে	৫০৲
প্রতিবৎসর তিনটী পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে তাহার জন্য পুস্তকের মূল্য	৬০৲
হাঁসপাতালবাসী রোগীদের জন্য	২০০৲

যখন তিনি লাহোরে প্রথম গমন করেন তখন গরিব দুঃখীদিগকে এবং পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকেও অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে তাঁহার সৎকর্ম্মের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

আমরা এক্সো অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হইলাম কাউণ্ট দে সামবর্দের ফ্রান্সের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহাকে রাজা করিবার কথা প্রস্তাব হইলেই সকলে তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। যিনি দেশীয় পতাকা কোন বর্ণের হইবে এই কথা লইয়া বাদানুবাদ করেন তিনি ফ্রান্সের আধিপত্য করিবার যোগ্য ব্যক্তি নন। দেশে এক্ষণে সাধারণ তন্ত্রাভিলাষী লোকের সংখ্যাই অধিক এবং তাহারা বরং নেপোলিয়নের পুত্রকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত, তথাপি সামবর্দকে রাজা করিতে সম্মত নহে। নেপোলিয়নের বংশের প্রতি আজও ফরাসিসদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। প্রথম নেপোলিয়নের রাজত্ব কালে ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল; দ্বিতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সুখ ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধনকারী; এসকল কথা ফরাসিসরা আজও বিস্মৃত হয় নাই।

পঞ্চম হেনেরিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলে পুনর্ব্বার গৃহ বিবাদ হইবার সম্ভাবনা এবং জর্ম্মানি ও ইটালির সহিত যুদ্ধ হইলেও হইতে পারে। ফ্রান্স ইটালি আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কায় বিক্টর ইমানুয়েল সম্প্রতি বার্লিনে গিয়া প্রুসিয়ার সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া আসিয়াছেন।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে তারে সংবাদ পাঠাইতে হইলে অন্যূন বিংশতি কথার সম্বাদ পাঠাইতে হইত। এক্ষণে দশটি কথার সম্বাদ হইলেও প্রেরণ করা হইবে। সুয়েজ দিয়া তারে সংবাদ পাঠাইতে হইলে, এখন অন্ততঃ [illegible] টাকা খরচ পড়িবে। তুরস্ক দিয়া পাঠাইতে হইলে, ২০ টাকা হইবে। দশটির অতিরিক্ত কথার সম্বাদ পাঠাইতে হইলে প্রত্যেক কথার জন্য [illegible] টাকার খরচা অধিক পড়িবে।

নেপাল হইতে অনেক কুলি দারজিলিং নগরে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারা বলে নেপালে ফসলাদির গতিক বড় ভাল নয়।

দুই জন ব্রহ্মদেশীয় লোক উল্কি পরিবার সময় অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করাতে তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে। যাহারা উল্কি পরায় তাহারাই তাহাদিগকে অহিফেন খাওয়াইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা রাজবিচারালয়ে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

নর্থব্রুক সাহেব গত বুধবারে দলবলসহ আগ্রায় যাত্রা করিয়াছেন।

গত বুধবারে টাউন হলে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভ্যগণ দুর্ভিক্ষ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে কাবুলের সৈন্যগণ সম্প্রতি সিয়ার আলির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা নিয়মিত বেতন পায় না এবং রাজা তাহাদিগের খাদ্য ও পরিচ্ছদের প্রতি বড় দৃষ্টি রাখেন না। অনেককেই তাম্বুতে নিশা যাপন করিতে হয়। আমীর সৈন্য সংখ্যা আর বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১৮৭১ সালে বাঙ্গালা হইতে ৫৪৭৪৩১২ মন চাল, ১৮৭২ শালে ৮৬৩৬৬৯৫ মন চাল রপ্তানি হইয়াছিল। এ বৎসর আট মাসের মধ্যে ৪৬৫১৫১৪ মন চাল রপ্তানি হইয়াছে মাত্র।

রুসিয়ান দিগের সৈন্যাধ্যক্ষ উরগঞ্জ ও আর চারিটি নগর অধিকার করিয়াছে। উরগঞ্জের মীরের পিতৃব্য পুত্র, তথাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। উরগঞ্জে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ টি নগর ও উপনগর আছে। সকল গুলিই শীঘ্র রুসিয়ান সাম্রাজ্য ভুক্ত হইবে।

আমাদিগের দেশের ন্যায় নেপালেও দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা। নেপাল রাজ একেবারে শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। যে সকল বণিকেরা রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে, [illegible] দণ্ডিত হইতেছে।

[illegible]গেলেট নামা একজন ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার কৃত্রিম [illegible] প্রস্তুত করিবার জন্য একটি কল সৃষ্টি করিয়াছেন। [illegible] দ্বারা দেড়পয়সা ব্যয়ে একসের চিনি প্রস্তুত হইবে। [illegible] বোধ হয় এদেশে আকের চাস এবং খেজুরগাছ আর [illegible] পাইব না! আহা আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদি [illegible] গুড়ের আস্বাদে একেবারে বঞ্চিত হইল।

[illegible] কাল হইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী আদেশ [illegible] করেন যে, বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী কোন [illegible]দপত্রের বা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক হইতে [illegible]বেন না। সকলকেই ইহা স্মরণ করাইয়া দিবার [illegible] কাম্বেল সাহেব ১০ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গে[illegible] এই আদেশটি পুনরায় প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ আইনানুসারে তাঁহার সেক্রেটরি নামিক পত্রিকার সম্পাদক হইতে পারেন? ইণ্ডিয়ান অবজারভারের উপর কোপ নিক্ষেপ করিবার জন্যই বুঝি এরূপ আইন পুনঃ প্রকাশিত হইল? ইতিপূর্ব্বে না গবর্ণমেণ্ট ক্রমান্বয়ে প্যারী বাবু ও ভূদেব বাবুকে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকের ভারগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন?

সিংহলদ্বীপে একজন নীলকর সাহেব এইরূপ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াছেন যে, উপযুক্ত পাত্রী পাইলেই তিনি বিবাহ করিতে সম্মত আছেন। যিনি তাঁহার স্ত্রী হইতে অভিলাষ করেন, তিনি নিম্নলিখিত বিষয় গুলি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া তাঁহার নিকট আবেদন করিবেন। "আবেদনকারিণী সুন্দরী এবং যুবতী কি না? সিংহলদ্বীপের জল বায়ু তাঁহার সহ্য হইবে কিনা? তিনি ঘোড়ায় চড়িতে, গাড়ি হাঁকাইতে, এবং উত্তমরূপ গান গাইতে জানেন কি না? গৃহস্থালির কর্ম্ম কিরূপ বুঝেন? এবং আবার তাঁহার কিরূপ সম্পত্তি? এতদ্ভিন্ন বাৎসরিক ২০০০ টাকা আয় হয় এরূপ সম্পত্তি থাকিলে বড় ভাল।" বরযাত্রে কত কাকুতি মিনতি লিখিতে হয় তাহা মহিলাগণ এইবেলা পুরুষদিগের নিকটে শিক্ষা করুন।

রুশীয় সম্রাট তাঁহার ভাবী জামাতা এডিনবর্গের ডিউককে কাল সমুদ্রস্থ দ্বিতীয় নাবিক সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ফাঁকি দিয়া যেন টুর্কি আক্রমণের উদ্যোগ না করা হয়।

[illegible]বে গেজেটের লণ্ডনস্থ সংবাদ দাতা লিখেন যে, কিছু দিন হইল ইংলণ্ডেশ্বরী বেলমোরাল নিবাসী কোন বিখ্যাত শিল্পীর একটি বালিকাকে আপন ক্রোড়ে লয়েন। [illegible] ভাবা বালিকা বলিল, আমি তোমাকে ভাল বাসি না, কারণ ইংলণ্ডের একজন রাণী আমাদিগের মেরি রাণীকে বিনষ্ট করেন। মহারাণী ইহা শুনিয়া উত্তর [illegible] যে তিনি মেরির বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া [illegible] গৌরব করিয়া থাকেন।" এ ঘটনাটি যদি সত্য [illegible] তাহাহইলে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা বাৎসল্যের আর অপরিচয় আবশ্যক করে না।

সম্পাদকের মন্তব্য সমেত প্রেরিত পত্র সকলের সারাংশ।

সন ১২৮০।২১ কার্ত্তিক। শ্রীঃ লিখিয়াছেন যে "খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেঃ চার্লস উইল্কিন্স্ মহোদয় কর্ত্তৃক এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৮১৮ অব্দে "সমাচার দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হয়। "সেই অবধি নানা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে ও তাহাতে দেশের বিস্তর মঙ্গল সাধন হইতেছে।" "'বঙ্গদর্শন' একণে আমাদের সকল অভাবই দূরীকৃত করিয়াছেন।" এগুলি ছাপাখানার সুফল। ছাপাখানার মন্দ ফলও ফলিতেছে। "কেহ কেহ এমন লোক আছেন যাহারা মান্য হউক না কেন দুই চারিটা পরের নিন্দা ছাপিতে পারিলেই মস্তলোক হইলেন।" কোন কোন পত্রিকা আছে যে গুলি বঙ্গদর্শনের ও বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ। পত্র প্রেরক বলেন "এরূপ পত্রিকা না থাকিলেই ভাল।" আমরা বলি সে রূপ পত্রিকায় যদি আর কোন গুণ না থাকে তাহা হইলে তাহা না থাকিলেই ভাল বই কি?

২৯ কার্ত্তিক। শ্রী। অতি সামান্য। বলেন যে রোড সেস্, মিউনিসিপাল আইন প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের বাদানুবাদ সংবাদ পত্রে প্রচার করা কর্ত্তব্য নহে—বোধ হয় সাধারণী সম্পাদকের এমন মত না হইবে। তাত নয়ই; তাহা হইলে সেনরাজাদিগের জাতি বিচার প্রবন্ধ সাধারণীতে স্থান পাইত না। পত্র প্রেরক একটি "অতি সামান্য" বিষয়ের আন্দোলন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। বিষয়টী এই—"মহিলাগণ স্বভাবতঃ সর্ব্বাগ্রে বাম পদ নিক্ষেপ করে কি না? পত্র প্রেরক সাধারণী সম্পাদকের ও পাঠকবর্গের মত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের মধ্যে এবিষয়ে কাহার কিরূপ মত বলিতে পারিনা। আমরা যাহা জানি বলিতেছি। রসিকবর শ্রীরাধাকান্ত যখন "দেহি পদ পল্লব মুদারম্" বলিয়াছিলেন তখন শ্রীমতী দক্ষিণ পদ বা বাম পদ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কর্ণাট রাজমহিষী যখন কালিদাসের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন তখন "তেষাং মুক্তি দদাতি বাম চরণঃ কর্ণাট রাজ প্রিয়া" বলিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর এখন ও দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্যামা বামী কোন খেঙ্করা গুঁপো মিন্সের উপর বড় রাগান্বিত হইলে বলিয়া থাকে যে "বাঁ পায়ের লাতি মেরে মিন্সের ছাতি ভেঙ্গে দি।" সুতরাং "স্বভাবতঃ মহিলারা বাম পদ অগ্রে নিক্ষেপ করে কিনা" বলিতে পারি না, কোন কোন অবস্থায় যে বাম পদের চালনা অগ্রে করিয়া থাকে তাহা অনুমান হয়; কিন্তু অনুমান মাত্র। পত্র প্রেরক এরূপ স্থলে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।

তবে পাড়ার মেয়ে ছেলেকে দাঁড় করাইয়া এ বিষয়ে পরীক্ষা করিতে গেলে কি হয় বলা যায় না। ঠেকে শেখা ভাল বটে; কিন্তু এরূপ স্থলেও কি?

২০ কার্ত্তিক শ্রীরা, চ, ঘো। পদ্য প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি আমাদিগের সুপরিচিত। বঙ্গ ভাষা সম্বন্ধে ইনি পূর্ব্বে যেরূপ স্থলে যে যে ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগের বিলক্ষণ স্মরণ আছে। সেই বক্তৃতার জের এই পদ্যে আমরা পাইয়াছি। বঙ্গ দেবী ইংলণ্ডকে বলিতেছেন :—

"দেশীয় ভাষায় বটে উচিত আদর—
শৈশবে আমার ভাষা অলঙ্কার হীন লো।
আধুনিক শাস্ত্রচয় এতেনাকি শিক্ষা হয়?
উন্নতির হেতু তাই তোমার অধীন লো।
সামান্য কল্পনা দানে এত কি কাতর?"

পত্র প্রেরক যে খানে? বক্তৃতা করেন সেই খানে সেই খানেই আমরা শুনিয়াছিলাম যে এরূপ বক্তৃতা তিনি আর দেবেন না। তবে দেড় বৎসর দুই বৎসর পরে সেই বক্তৃতার পুনঃ প্রকাশে অভিলাষ হইল কেন? পত্র প্রেরক গঙ্গায় স্নান ডাকিয়া যে দুর্ঘটনা হয় সেই সম্বাদটী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্ব সপ্তাহে প্রকাশ করিয়াছি। রক্ষাকারীকে ধীবর বলিয়াছিলেন আমরা তাহার প্রকৃত নাম প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসার ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন, এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইতে হইবে, কেননা বিক্রয় করণকালে, আমাদিগকে এক আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

কেহ কেহ মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাহার রসীদ স্বরূপ প্রত্যুত্তর পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহা লিখিতে পারিব না, সকল মূল্য প্রাপ্তি আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

আমরা সাধারণীর মূল্যের নিয়মে প্রকাশ করিয়াছি যে সাধারণী পাইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরণ হইবে; তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে বাটা লইয়া, বাকি অগ্রিম মূল্য স্বরূপ স্বীকার করিব; এক্ষণে সাধারণীর বয়ঃক্রম প্রায় এক মাস হইল, আর এক মাসের মধ্যে মূল্য না পাইলে, আমরা অগত্যা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইব।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়,
(প্রকাশক)

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাস্থল সমেত	...
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	...
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	...
মাসিক ...	...
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	...

পাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী... চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

সাধারণী। ২৭

ভাগ { চুঁচুড়া—৯ই অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ২৩এ নবেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৫ সংখ্যা

সুমঙ্গলের চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

কেবল বাঙ্গালা বিহার নয় উত্তর ভারতের ...ত্রই দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য; ... কোথাও ভাল জন্মে নাই। বাঙ্গালায় ...ল হয় নাই; বিহারে অহিফেণ ভাল হয় ...; পশ্চিমে গোধূম ভাল হয় নাই।

আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের বিলক্ষণ ...বনা।

আমাদের স্থূল বিবেচনায় রপ্তানি বন্দ ...ই উচিত ছিল। কাম্বেল সাহেবের মতে ... নর্থব্রুকের মত দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আমাদের নিকটস্থ ভদ্রেশ্বর ও ফরাসডা... ...গঞ্জ হইতে অন্ততঃ প্রত্যহ হাজার মণ ...য়া চাল পশ্চিমে যাইতেছে; তাহাতে ...রা দুঃখিত নহি তাহা বন্দ করিতে আমরা ...না; কিন্তু ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া বলিতেছেন ...বেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ...০ মন বিদেশে চালান হইয়াছে, সম্প্রতি ... হইতে তিন দিনের মধ্যে ১১০০০ মন ...রপ্তানি হইয়াছে। এগুলি নিতান্ত ...ভ সংবাদ বলিতে হইবে।

...াজমহলে সহস্র সহস্র দীপ প্রজ্বলিত হ... ...পরম রমণীয় শোভা হয়, তাহা কে না ...! কিন্তু সুবৃহৎ তণ্ডুলাচল পার্শ্বে নর্থব্রুক ...ভাবে দণ্ডায়মান, সেক্রেটরি, কমিশনর ...রা স্বহস্তে ক্ষুধার্ত্ত, রোগার্ত্তদিগকে খাদ্য ... করিতেছেন; মৃদু গম্ভীর স্বরে, জয় ...কর জয়, জয় মহারাণীর জয়, চারিদিকে শব্দিত হইতেছে; এসময়ে ইহাও বড় মন্দ দেখায় না বড় মন্দ শুনায় না!!!

রাজ পুরুষেরা নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই। কাম্বেল সাহেব নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন। গবর্ণমেণ্ট পাঁচটি কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

(১) যেখানে শস্য হয় নাই সেখানে খাদ্য আনয়ন জন্য আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট কোন নিয়ম করা বা কাহাকেও আদেশ দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য করিবেন না। তবে মাল চালানির সুবিধার জন্য রেলওয়ের ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ও রাস্তা ঘাটের মাসুল এক্ষণে লওয়া হইবে না। ও কুষ্টিয়া হইতে রাজসাহী পর্য্যন্ত পদ্মায় ষ্টীমার চলিবে। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট মহাজন ও জমীদারগণকে টাকা সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। গেজেটে নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) গবর্ণমেণ্ট বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে ফাল্গুণ মাসের মধ্যেই অনেক দরিদ্রলোকের একেবারে অন্নাভাব হইবে। তাহাদের অভাব মোচন জন্য খালাদি খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিতেছেন যে যে সকল স্থানে খালাদি খনন হইবে সেখানকার মজুরদিগের জন্য অন্য স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট তাহা করিবেন। মজুরেরা পয়সা পাইবে সকল দ্রব্য সরকারি গোলা হইতে ক্রয় করিয়া লইবে।

(৪) যদি দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয় তবে

...তে পারেন দরিদ্র বালক দুর্ব্বল দিগকে অন্নদান করিতে ...করেন।

(৫) গবর্ণমেণ্ট—মিউনিসিপাল সমাজ ...দিগকে, জমিদারদিগকে, ও অন্যান্য উপযুক্ত লোক দিগকে দরিদ্রের জন্য কার্য্য সংস্থান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অন্নদাতা রক্ষকের ও অন্নপ্রার্থী ভিক্ষুকের কথায় স্বদেশীয়েরা একটু কর্ণপাত করুন।

প্রজারঞ্জন।

প্রজারঞ্জন সম্বন্ধে আমাদের অনেক বলিবার কথা আছে। যদি সাধারণীর কথায় পাঠকবর্গের অনুরাগ দেখিতে পাই, আমরাও অবকাশাভাব বোধ না করি, তবে ক্রমে তাহা বলিব ইচ্ছা আছে। কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, সম্পূর্ণ প্রজারঞ্জন কি সকল দেশে, সকল অবস্থায় বিধেয়? যদি, তাহা না হয়, আমাদের দাবি কতদূর চলিতে পারে?

একথা বলা যাইতে পারে না যে, যাহাতে প্রজার মনোরঞ্জন হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য। ...দের প্রজাগণ এক সময়ে বলিয়াছিলেন, যে এক শ্রেণীর সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া অপর শ্রেণীকে দাও, তাহাই কি তৎকালে রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্য হইয়াছিল? যদি ইংলণ্ডীয় প্রজা বর্গ একত্রিত হইয়া কামনা করেন, যে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া, আমাদিগের মধ্যে বণ্টন কর, ইংলণ্ডের রাজপুরুষগণ কি প্রজারঞ্জনার্থ তাহাই করিতে বাধ্য? তাহা নহে। সাধারণ প্রজার আকাঙ্ক্ষা অনেক সময়েই অনুন্নত এবং অপকৃষ্ট। সাধারণ প্রজা মাত্রেই অশিক্ষিত। তাহাদের বাসনার সীমা নাই। এশ্রেণীর মনুষ্যের চরিত্র আদরপূর্ণ, বিবেকশূন্য—সেই আদরপূর্ণ, বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণের পরিতোষ হইলেই তাহাদের মনোরঞ্জন হয়। তাহা রাজার কখন কর্ত্তব্য নহে। সে জন্য রাজপদ সৃষ্টি হয় নাই। বরং এই সকল প্রবৃত্তির দমনের জন্যই রাজপদের সৃষ্টি। প্রজা যাহা চাহে তাহাই পাইবে এরূপ অধিকার ন্যায় সঙ্গত নহে।

এই কথাটি স্মরণ রাখা বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। বাঙ্গালিরা, শুনিয়াছেন, ইউরোপে প্রজারা যাহা মনে করে তাহাই করে; যাহা চায় তাহাই পায়। এজন্য আমরাও রাজ সন্নিধানে সর্ব্বদা বলি, হাতি দাও চাঁদ দাও। না পাইলেই গালি পাড়ি। মনে করি গালি পাড়িলেই সকল পাইব।

বস্তুতঃ ইউরোপের প্রজাগণ যাহা চায়, তাহাই পায় না। কিন্তু অনেক সময়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের প্রজাগণের কামনা সফল হয়। তাহার কারণ, অনেক সময়েই তাহাদিগের কামনা পূর্ণ হইবার যোগ্য। ইংলণ্ডীয় প্রজা কতকদূর রাজনৈতিক কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়াছে প্রাপ্যাপ্রাপ্য, সাধ্যাসাধ্য, হিতাহিত কতক কতক বুঝিতে পারে। বুঝিয়া অভিলাষ করে। সে অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

আমরা কিছু শিখি নাই—কেবল গালি দিতে শিখিয়াছি। সেটি আমাদের জাতীয় গুণ—মাতৃস্তন পান কালেই গালি দিতে শিখি। এখন বেশীর ভাগ দোকানে ইংরেজিতে গালি দিতে পারি। কিন্তু দোকানে ইংরেজিতে গালি দিতে পারি বলিয়াই যাহা চাই তাহাই পাইব এ... কখনই হইতে পারে না।

যাহা চাই, তাহাই পাইতে পারি না। আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কি পাইতে পারি, কি পারি না, তাহার একটি স্থূল মীমাংসা করি। সকল সময়েই মার আঁচল ধরিয়া, হাতি লইব, চাঁদ লইব বলায় কোন লাভ নাই।

অন্যান্য দেশের প্রজার যেসকলে অধিকার, আমাদের সেই সকলে অধিকার সন্দেহ নাই। আমরা এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে সাধারণ প্রজার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিব? আমাদিগের অপরাধের মধ্যে বলশূন্যতা। সে অপরাধের দণ্ড পরাধীনতা, সে দণ্ড ভোগ করিতেছি তাহার সঙ্গে অন্য দণ্ড বিধান ন্যায় সঙ্গত নহে।

এক্ষণে বিবেচ্য, প্রজামাত্রেই কিসে অধিকারী, ... কি পাইতে পারে না।

১ম। যাহাতে সাধারণ প্রজার অহিত তাহাতে ... হারা অনধিকারী। কোন সমাজ রাজার কাছে প্রার্থনা করিতে পারেন না, যে আইন উঠাইয়া দাও, বিচার উঠাইয়া দাও, আমরা পরস্পরকে অবাধে পীড়ন ক... বিস্ময়ের বিষয় যে এরূপ প্রার্থনাও বাঙ্গালা সম্বাদ ... দেখা যায়। কোন পত্র বলেন, দণ্ডবিধির আইন উঠাইয়া দাও—কেহ বলেন রাজস্বের আইন উঠাইয়া ... কেহ বলেন, জমীদার প্রজায় ঘরে ঘরে বিবাদ ... তোমরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া গোল বাধাও কেন? কোন ... আইন প্রচারের কথা হইলে, তাহাতে সমাজের মঙ্গল সবিশেষ আলোচনা না করিয়াই, আমরা ... তুলি, "আমাদের মান গেল, ইজ্জৎ গেল, হক ... হইল।" জুরি সম্বন্ধে নূতন আইন প্রচার হইবার ... বড় আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু বস্তুতঃ পূর্ব্ব প্রথানুসারে জুরির বিচারে দোষীর দণ্ড যথাবিহিত রূপে হইত কি না এ কথার কেহ আন্দোলন করেন নাই।

২য়, যাহাতে রাজার বিপদ, তাহাতে প্রজার অধিকার নাই। সমাজ রক্ষার্থ রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছে—রাজপদ রক্ষা না পাইলে, কে সমাজ রক্ষা করিবে? অতএব রাজপদ রক্ষা রাজার প্রথম কার্য্য। প্রজা যদি তদ্বিপরীত কোন কামনা করে, তবে তাহা সিদ্ধির যোগ্য নহে। ... সেনায় ভারতবর্ষের রুধির শোষণ করিতেছে, কিন্তু আমরা এমত বলিতে পারি না, যে সেনা বিভাগ উঠাইয়া দাও। উঠাইয়া দিলে, রাজপদ বিনষ্ট হইবে। তবে, ...

...গে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় হইলে, তাহার প্রতিবাদ ...ত অবশ্য আমরা অধিকারী।

...দণ্ড বিধির আইনের মধ্যে "সিডিশানের" অর্থাৎ ...দ্রোহিতার ধারা যখন সন্নিবেশিত হয়, তখন বাঙ্গালা ...দ পত্র সকল এক মুখে তাহার নিন্দা করিয়াছিলেন। ...রাজ-পদ রক্ষার জন্য যদি সেই ধারার যথার্থ প্রয়ো... হইয়া থাকে, তবে ইংরেজেরা সে আইন বিধি বদ্ধ ... পক্ষে অবশ্য অধিকারী ছিলেন, নিষেধ করণে আমরা ...ধিকারী। তবে, তাদৃশ আইন, রাজপদ রক্ষার জন্য ...র্য্য প্রয়োজনীয় কি না, সে বিষয়ের বিচারে আমরা ...কারী নহি, এমত নহে।

...৩য়, যাহাতে প্রজার মঙ্গল বা অমঙ্গল কিছুই নাই, ...ত বিষয়ে প্রজার কোন অধিকারও নাই। যদি ইংল...রী বলেন, যে আমি উইণ্ডসরে বাস না করিয়া, ...মোরালেই বাস করিব, তবে সে বিষয়ে আমাদের ... নিষেধের অধিকার নাই। কেন না উইণ্ডসর, বাল্...মোরাল, আমাদের পক্ষে উভয় সমান।

এই ত্রিবিধ নিষেধ ভিন্ন সর্ব্বত্রই প্রজার অধিকার। ... এই তিনটি বাদ দিলে বাকি থাকে কি? যাহাতে ...র হিত, রাজার বিপদ নাই, তাহাই বাকি থাকে। ...তেই প্রজার অধিকার। তাহা সিদ্ধ করিতে রাজা ...। যদি রাজা তৎ সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন, তবে তিনি ... নহেন—বাহুবলদৃপ্ত প্রজাপীড়ক।

যেমন, যাহাতে প্রজার হিত, রাজার বিপদ না থাকে, তাহা রাজার কর্ত্তব্য; তেমনি যাহাতে প্রজার ...হিত, রাজার বিপদ না থাকিলে, তাহা রাজার বর্জ্জনীয়। ...র প্রমাণ অনাবশ্যক—পূর্ব্ববাক্যটি প্রকারান্তরে কথিত ...ন মাত্র।

প্রজারঞ্জক রাজার লক্ষণ এই। ভারতবর্ষের একজন রাজা এমন একটি কার্য্য করিয়াছিলেন, যে অদ্যাপিও ... ভারতবর্ষে প্রজারঞ্জনের একশেষ বলিয়া বিখ্যাত। ...কার্য্য তিনি করুন বা না করুন, করিয়াছিলেন বলিয়া ...বাদ আছে। রামচন্দ্র, প্রজারঞ্জনার্থ প্রাণাধিকা সাধ্বী ... ত্যাগ করিয়াছিলেন। এটি কি ন্যায্য প্রজারঞ্জন? ... সীতাকে ত্যাগ করুন, এমত কামনা করিতে কি ...অযোধ্যাবাসিগণ অধিকারী ছিলেন? আমরা যে কয়টি ...সংস্থাপিত করিয়াছি, এই প্রশ্নের উত্তরে বোঝা যাইবে ...সূত্রগুলি কতদূর সঙ্গত।

...রাজা, রাজ্যের প্রধান, এজন্য প্রজাগণের আদর্শ। ...কিছু রাজা করেন, তাহাই অন্যে অনুকরণ করে। ...রাজা গ্রহণ করেন, অন্যে তাহা অগ্রাহ্য করিবে না। ... রাজা, সাধারণ আদর্শ তেমনি যাহা রাজকীয়, ... আদর্শ স্থল। রাজমহিষী, রাজ্যের স্ত্রীলোক ...আদর্শ। যদি সাধারণের বিশ্বাস থাকে, যে রাজ... কুলটা, এবং রাজাও সেই কুলটা মহিষীর প্রতি ...শূন্য, তবে কোন স্ত্রীলোকেরই কুলত্যাগে ঘৃণা ... না, কোন স্বামীরই কুলটার প্রতি অনাদর ... না। ইহাতে সমাজের বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিবার সম্ভাবনা। ঐরূপ কারণে রোমসাম্রাজ্যে ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিয়াছিল। অতএব যে মহিষীর সতীত্বে সাধারণ প্রজার বিশ্বাস নাই, তাহা ত্যাগ করায় রাজ্যের বিপদ নাই। এমতস্থলে সীতা বর্জ্জন কামনায়, অযোধ্যার প্রজাগণ যথার্থ অধিকারী ছিল। রামও, সীতাত্যাগ করিয়া যথার্থ রাজার কার্য্য করিয়াছিলেন।

একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। রাম, যথার্থ রাজার কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনুষ্যের কাজ করেন নাই। তাঁহার উচিত ছিল, রাজ্যত্যাগ করিয়া সীতাকে লইয়া থাকেন। সীতাকে ত্যাগ করিয়া রাজ্য লইয়া থাকা, রাজার কাজ, মানুষের কাজ নহে। কিন্তু বাল্মীকিরও উদ্দেশ্য রাজার আদর্শ চিত্রিত করেন—মনুষ্যের আদর্শ, এখানে তাঁহার উদ্দিষ্ট নহে। মনুষ্যের আদর্শ, প্রথম তিনকাণ্ড দেখাইয়া শেষ করিয়াছিলেন। যখন রাজার আদর্শ দেখাইতেছেন, তখন মনুষ্য লুকাইয়া রাখিলেন। রাজগুণ সমুদ্র মধ্যে মনুষ্য ডুবাইয়া দিলেন। এইজন্য, পৃথিবী মধ্যে বাল্মীকি একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সম্পূর্ণ মর্ম্ম বুঝে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ প্রণালী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ছাত্রগণ অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। পরীক্ষান্তে কি ছাত্র কি অধ্যাপকবর্গ সকলেই এক এক মাস করিয়া অবকাশ পাইবেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য আছে, এই স্থানেই তাহা ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কোন চিরন্তন নিয়মের অনিষ্টকারিতা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইলে, স্বার্থপর গোঁড়াদিগের নিকট অনেক সময়ে উপহসিত হইতে হয়। কিন্তু আমরা এরূপ উপহাসকে তুচ্ছজ্ঞান করি। ব্যক্তি বিশেষের সুখ ও সুবিধার জন্য সাধারণের অনিষ্ট করা আমাদিগের একান্ত অরুচিকর।

সকলেই বলেন, শীতকাল পরিশ্রম যোগ্য সময়। এসময়ে বিশিষ্ট পরিশ্রম করিলেও শারীরিক গ্লানি অনুভূত হয় না। প্রত্যুত শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। কেহই এই সর্ব্ববাদি-সম্মত মতের বিরোধী নহেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ জানিয়া শুনিয়া এই সর্ব্ববাদি-সম্মত মতের অন্যথাচরণ করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতাবকাশ প্রণালী এই মতের একান্ত বিরোধী। ছাত্রগণ পরিশ্রম যোগ্য শীতকালে নিষ্প্রয়োজনে লেপের তলে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, ওদিকে চৈত্র বৈশাখ মাসের দুরন্ত রৌদ্রে স্কুলে যাতায়াত করিয়া গলদঘর্ম্মকলেবর হয়, এবং দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া শরীর জীর্ণ ও কৃশ করিয়া থাকে।

TORN PAGES

এই অনিষ্টের প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক। পরিশ্রমী লোকেরা শীতকাল বর্ষায় অতিবাহিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতাবকাশ প্রণালী এক পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে মেডিকেল কালেজে যেরূপ হইয়া থাকে, সেই নিয়মের অনুসারী হওয়া অনুচিত নয়। মাঘমাসের শেষার্দ্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া একবারে গ্রীষ্মাবকাশ দেওয়া একান্ত বিধেয়।

অনেক সাহেব ইউরোপীয় অধ্যাপক এই মতের প্রতিবাদী করিতে পারেন। শীতাবকাশ প্রণালী রহিত হইলে তাঁহাদিগের মৃগয়া প্রভৃতি আমোদের ব্যাঘাত হইবে। গ্রীষ্মকালে দুই এক ঘণ্টা কাল তাঁহাদিগের যৎসামান্য পরিশ্রম করিতে হয়। কালেজে যাতায়াতের কষ্ট নাই—অধ্যাপনার কষ্ট নাই, অতএব তাঁহারা শীতকালের আমোদ ছাড়িবেন কেন? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কতিপয় ব্যক্তির জন্য সমুদয় লোককে কষ্ট দেওয়া উদারতা ও ন্যায়পরতার লক্ষণ নহে।

কেহ কেহ ইংলণ্ড প্রভৃতির উদাহরণ দেখাইয়া শীতাবকাশ প্রণালীর প্রতিবাদ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ। শীতের আধিক্য হেতু তথায় শীতকালে কাজ করিতে কষ্ট হয়। এতন্নিবন্ধন সেখানে শীতকালে অবকাশ দেওয়া হয়। শীতাতপ বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এক লক্ষণাক্রান্ত নহে। সুতরাং এস্থানে ইংলণ্ডের উদাহরণ প্রদর্শন বিড়ম্বনা মাত্র। সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের পুচ্ছধারী হওয়া অসারতার পরিচায়ক।

প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের ব্যবহার দর্শন করিলেও প্রস্তাবিত বিষয়ের আবশ্যকতা অনেকাংশে উপলব্ধ হয়। গ্রীষ্মকাল পড়িতে না পড়িতেই রাজপুরুষগণ শৈল বিহারার্থ বহির্গত হন। কেহ সিমলা, কেহ দার্জ্জিলিং কেহ নীলগিরি আশ্রয় করিয়া পার্ব্বত্য শীতল সমীরণ সেবন করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে হতভাগ্য সুকুমার দেশীয় বালকদিগকে কষ্ট দেওয়া যারপর নাই অন্যায়। আমরা সর জর্জ ক্যাম্বেলকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছি, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশ প্রণালীর পঙ্কোদ্ধার করুন দেশের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন। জনৈক কবি গঙ্গার স্তবকালে কহিয়াছেন:—

"সুকৃতিনি মুনিকানো তারয়েঃ পুণ্যবন্তং
স তরতি নিজ পুণ্যৈঃ তত্র কিন্তে মহত্বং।
যদিচ গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং
তদিতি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং॥"

"হে জহ্নু কন্যে গঙ্গে! যদি তুমি পুণ্যবান ব্যক্তির উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার মহত্ব নাই। কারণ পুণ্যবান ব্যক্তি নিজ পুণ্য বলেই উদ্ধার হইয়া থাকেন। যদি তুমি গতিবিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার মহত্ব, সেই মহত্বই মহত্ব।"

যাহাদিগের ধন ক্ষমতা আছে, ইচ্ছানুসারেই যাহারা আপনাদিগের সুবিধা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা গতিহীন দুর্ব্বলদিগের উপকার সাধন করা সমধিক শ্রেয়স্কর।

শক্তি সাম্য।

শক্তি সাম্য সমাজক্ষেত্রের শান্তিজল। মানব সমাজে শক্তিসাম্য অক্ষুণ্ণ না থাকিলে সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর বি[illegible]দের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। সমাজের গঠন বিচিত্র গতিও বিচিত্র। দয়া দাক্ষিণ্য ও ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, ক্রোধ পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কতকগুলি পিশাচ পিশাচীও অনুক্ষণ সমাজে বিচরণ করিতেছে। শক্তি সাম্যই ইহাদিগের আক্রমণ নিবারণের প্রধান দুর্গ। যে সমাজে শক্তি সাম্য নাই, দুর্দান্ত শত্রুগণ নিরত [illegible] সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে।

বিগত বংশীয়দিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, দেখিতে পাইবে, শক্তি সাম্যের গুণে মানব সমাজ সময়ে সময়ে কেমন শান্তিপ্রবল হইয়াছে। যখন রুশীয়া [illegible] প্রবল হইয়া বাবেরিয়ার দিকে হস্ত প্রসারণ করে, তখন প্রুসিয়া ও সাক্সনী তাহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া শক্তি সাম্য রক্ষা করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর নেপোলিয়ন অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ড প্রভৃতি সমবেত হইয়া ওয়াটার্লুর ক্ষেত্রে এই বিখ্যাত যোদ্ধার পরাজয় সাধন না করিলে ইউরোপ কখনও শান্তির সুখময় ক্রোড়ে লালিত হইত না। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় [illegible] শক্তি সাম্যের গুণে তুরস্কদেশে শান্তিবারি বর্ষিত হইয়াছিল।

ইউরোপে যেরূপ শক্তিসাম্য রক্ষিত হইয়াছিল, আসিয়াখণ্ডে সেরূপ হয় নাই। আসিয়ার কোন প্রদেশের অধিপতি অপেক্ষাকৃত বলবান হইলেই বিজিগীষু হইয়া অপরের রাজ্যে হস্ত প্রসারণ করিতেন। বিখ্যাত জেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত[illegible] পৃথিবীকে পেষণ করিয়া, শুষ্ককে শোষণ [illegible] তৈমুর, জীবকে দাহন করিয়া, উৎপাতকেতুর ন্যায় [illegible]তের সর্ব্বনাশ করে। সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন অট্টালিকা [illegible] ও অবিশ্রান্ত নরশোণিতপাতে তৈমুরাক্রান্ত [illegible] বহুকাল হাহাকার রবে পূর্ণ ছিল। আসিয়াখণ্ডে শক্তি সাম্য ছিল না। আসিয়া প্রদেশের রাজগণ শক্তিসাম্যের গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারেন নাই, সুতরাং [illegible] সহচর জেঙ্গিস ও তৈমুর অবাধে নরশোণিতে আসিয়া রঞ্জিত করিয়াছিল। আসিয়াতে যদি শক্তিসাম্য থাকিত আসিয়ার অধিপতিগণ যদি শক্তিসাম্য রক্ষা করিতে প্রয়াসবান হইতেন, তাহা হইলে এইরূপ দুর্নিবার মহামারী সমুপস্থিত হইত না। ফলে শক্তিসাম্য ছিন্ন হইলে অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিগত ফরাসী জর্ম্মান [illegible]সমরে এই শক্তিসাম্য ছিন্ন হয়। তাহার ফল [illegible] ফ্রান্সের শোচনীয় পতন ও রুশীয়ার চিরন্তন সন্ধিভঙ্গের চেষ্টায় পৃথিবী আকুলিত হইয়াছিল। এক্ষণেও [illegible]

[illegible] অপগত হয় নাই। প্রুসিয়ার বর্দ্ধিষ্ণু প্রভাব [illegible] মিত্র রুশীয়ার শনৈঃ শনৈঃ রাজ্য বৃদ্ধি দেখিয়া [illegible] লোক মাত্রেই পরিণাম নির্দ্ধারণে মস্তিষ্কের [illegible] ক্রিয়া করিতেছেন।

[illegible] এ পর্য্যন্ত কেবল কয়েকটী প্রধান উদাহরণই [illegible] করিয়া আসিলাম, আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্যটী [illegible] পরিস্ফুট হয় নাই। যন্নিবন্ধন এই প্রস্তাবটির [illegible] করা হইয়াছে এক্ষণে তাহারই অনুসরণ করা [illegible]।

[illegible] পূর্ব্বে কেবল রাজাধিষ্ঠিত প্রদেশের বিষয় [illegible] শক্তিসাম্যের আন্দোলন করিয়াছি। ফলে বি[illegible] [illegible] শক্তিসাম্য অব্যাহত থাকিলে তাহা যেমন [illegible] মঙ্গলের আশ্রয়ভূত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের ক্ষুদ্র [illegible] সমাজের শক্তিসাম্য থাকিলেও তাহা সেইরূপ [illegible] মঙ্গলের আস্পদ হইয়া থাকে। শক্তিসাম্য বৃহৎ [illegible]র ন্যায় ক্ষুদ্র সমাজেরও একান্ত অভীষ্ট। এই স্থিত[illegible] ক্ষমতারও ব্যত্যয় হইলে সমাজ আপদসঙ্কুল [illegible] উঠে। কোন সমাজের প্রধান ব্যক্তি স্বৈরাচারের [illegible] হইয়া সমাজের অপরাপর ব্যক্তিদিগের প্রতি [illegible]চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এমনস্থলে প্রধান [illegible] ক্ষমতা সঙ্কুচিত না করিলে সে সমাজের মঙ্গল [illegible]। এই শক্তিসাম্য কেবল অভ্যন্তরীণ সমাজের [illegible]টিরে। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য আর একটী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আসিয়ার শক্তিসাম্য ছিলনা, [illegible]বর্ষেও ছিলনা। এক্ষণেও ভারতবর্ষের সমাজে [illegible] বাঙ্গালি সমাজে এই শক্তিসাম্যের যথোচিত [illegible] নাই। বাঙ্গালিগণ বহুকাল হইতে নিরীহ [illegible]র ন্যায় কেবল সর্ব্বদাই সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। [illegible] ফুটিয়া কোন কথা কহিতে ইহাদিগের প্রায় সাহস [illegible] নাই। কিন্তু এক্ষণে পাশ্চাত্য জ্ঞানের জ্যোতিতে ইহাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহারা এক্ষণে [illegible] বুঝিয়া কাজ করিতে শিখিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে ও বাঙ্গালি সমাজের যথোচিত উন্নতি হয় নাই—এক্ষণেও [illegible] সমাজের সহিত বাঙ্গালি সমাজের শক্তিসাম্য নাই। "বাঙ্গালি" বলিলে এক্ষণেও অনেকে আলস্য পরতন্ত্র [illegible] বিলাসী সৌখীন পুরুষ বলিয়া মনে করেন। [illegible] বাঙ্গালিদিগের এই বিশেষণ গুলি অন্তর্হিত না [illegible]ছে, তাবৎ বাঙ্গালির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের আশা নাই, [illegible] বাঙ্গালিসমাজের শক্তিসাম্য অব্যাহত রাখিবার [illegible] নাই।

শক্তিসাম্যের প্রধান সহচর ঐক্য। বাঙ্গালী সমাজে [illegible] ঐক্যের একান্ত অসদ্ভাব। দলাদলিতে এই সমাজ [illegible] হইল তথাপি একতার আশ্রয় লইতে বাঙ্গালী [illegible] পরাঙ্মুখ। কিন্তু আমরা বলি শক্তিসাম্য রক্ষা [illegible] হইলে উৎসাহ যুক্ত ও একতা সম্পন্ন হইতে [illegible] সবলে দুর্ব্বলে ধনীতে নির্ধনে সদ্ভাব স্থাপন [illegible] হইবে, অন্যান্যের সাহায্য সাপেক্ষ হইয়া অন্যান্যের [illegible] করিতে হইবে।

শক্তিসাম্য রক্ষা করিতে হইলে অপরের বলাবল পরীক্ষা করা উচিত। পূর্ব্বতন রাজগণ যে চতুরঙ্গ বলের সাহায্যে শক্তিসাম্য রক্ষা করিতেন আমরা সে বল লক্ষ্য করিতেছি না। আধুনিক অধিপতিগণ যে বলের সাহায্যে শক্তিসাম্য করিতে অগ্রসর হয়েন, আমরা তাহারও নির্দ্দেশ করিতেছি না। চতুরঙ্গ বল দুর্ব্বল বাঙ্গালির বল নয়, কামান মেটালিউন্ চেস্পট ও দুর্ব্বল বাঙ্গালির বল নয়। উৎসাহ, অধ্যবসায় একতা প্রভৃতিই ভারতবর্ষীয়ের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর সামাজিক শক্তিসাম্যের প্রধান বল। ঈশ্বর প্রসাদে ভারতবর্ষ যে রাজশাসনের করতলগত হইয়াছে, চিরকাল সেই রাজশাসনেরই করতলগত থাকুক। ভারতবর্ষীয়গণ চিরকাল সেই রাজশাসনের অমৃতময় ফলভোগ করুক; তাহাতে কাহারও অমঙ্গল নাই। কিন্তু যে রাজসমাজের শক্তি প্রভাবে বাণিজ্য পোত সমূহ নিরন্তর বিস্তীর্ণ মহাসাগরের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিতেছে—যে রাজসমাজের শক্তি প্রভাবে সুবিশাল নীলনদের উদ্ভবস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে—যে রাজসমাজের শক্তিপ্রভাবে যোমযান প্রভৃতি উদ্ভূত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত সেই রাজসমাজের ক্ষমতার সমতুলতা বিধান করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে সামাজিক শক্তিসাম্য রক্ষা করিলে বিশিষ্ট উপকার সাধিত হয়। এতদ্দ্বারা পরস্পরের সহিত পরস্পরের ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু সমাজ আর গর্ব্বে বিস্ফারিত হইয়া নিম্ন সমাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারে না।

ক্রমে প্রস্তাবটি সুদীর্ঘ হইয়া উঠিল দেখিয়া এই স্থানেই আমরা লেখনীর ব্যায়াম ক্রিয়ায় ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। সামাজিক শক্তিসাম্য সম্বন্ধে আমাদিগের এক্ষণেও অনেক বলিবার আছে। বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা শক্তিসাম্য বুঝাইতে যাইয়া কতকগুলি সামরিক দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত করিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃ সামরিক বিষয় আমাদিগের প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে। যাহাতে নিম্ন সমাজ বর্দ্ধিষ্ণু সমাজের সমকক্ষ হয় তাহাই আমাদিগের বর্ণনীয়। অদ্য এই শক্তিসাম্যের সূচনা মাত্র হইল।

নাম।

কত প্রকারের যে নাম আছে তার সংখ্যা করা যায় না। নানা জাতি মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে, যে নানা বিধ নাম থাকিবে তাহা আশ্চর্য্য নয়, কিন্তু এক জাতি মধ্যে এক ভাষী মধ্যে কত প্রকারের নাম আছে তাহার স্থিরতা করা যায় না।

আমরা কিছু নাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না। গোটাকত নাম পড়িয়া কৌতুকপ্রিয় লোকের সময়যাপন হইবে এই মাত্র।

তর্ক্কনীবেগ প্রসিদ্ধ উলাগ্রামে একজন ভদ্রলোক তাঁহার পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন।

ধনরঞ্জিতরঞ্জন ভবভঙ্গ ভঞ্জন ;—কিন্তু বালককে সকলেই মন্ত বলিয়া ডাকিত এবং অতি অল্প বয়সে বালকটির মৃত্যু হয়, সুতরাং উচ্চতোপক্রমে নাম দিবার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

একজন রসিকদাস বাঙ্গালি বাবাজির নাম ছিল :—

রাধাধুলি ধুসর নিতম্বাম্বর কৃষ্ণদাস বাবাজী ; কে এ বাবাজির নাম দিয়াছিল বলিতে পারি না ; কিন্তু যিনিই দিউন তাঁহার কল্পনাশক্তি অতি বিচিত্রা ছিল, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে নিজ বাঙ্গালায় এরূপ নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বেহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের নাম শুনিলে আমাদিগকে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

১৫ই অক্টোবরের কলিকাতা গেজেটে পারি কুটের রাজা একজন অনরেরি মাজিষ্ট্রেট হন ; তাঁহার নাম হইতেছে গৌরচন্দ্র হরিচন্দন মানসিংহ মহারাজ ভ্রমরবর। "নন্দের গোষ্ঠী গোরা যেমন, গগনের শোভা শশী ;" সেই গৌর আছেন, সেই চন্দ্র আছেন ; তারক ব্রহ্ম হরি আছেন, কাষ্ঠশ্রেষ্ঠ চন্দন আছেন ; বিষয়ী লোকের আদরের মান আছেন ; পশুরাজ সিংহ আছেন ; সর্ব্বকালে সর্ব্ব লোকের আরাধ্য মহাদেবী আছেন, আর পতঙ্গ শ্রেষ্ঠ কুঞ্জবিলাসী ভ্রমরবর আছেন ; মরি! একনামে সংসারের সার, এমন নাম আর হবে না কি?

কিন্তু উড়িষ্যার এমন নাম বিস্তর। কেওঞ্ঝরের রাজার নাম—ধনুর্জ্জয়নারায়ন ভঞ্জদেব। ধেঙ্কানালের রাজার নাম—ভাগীরথী—মহেন্দ্র বাহাদুর। হিন্দোলের রাজার নাম—ঈশ্বরসিংহ মৃদ্রাজ জগদেব। তেলচরের রাজার নাম—দয়ানিধি বীরবর হরিচন্দন নরেন্দ্র বাহাদুর ; ইত্যাদি।

বেহার অঞ্চলেও তিন চারিটি দেবনাম যুক্ত নাম পাওয়া যায় ; আর রাজা রাজড়ারি বড় নাম হইয়া থাকে। বড় লোক বলিয়া বড় নাম দেওয়া হইয়া থাকে কি না বলিতে পারি না।

ভাগলপুরে একজন জমিদারণীর নামটি অতি উত্তম। নামটি এই রাধাশ্যামশোভিতাকুঞ্জলতাবতী ওয়ারিণী—। ইনি ধূলি ধূসর ইত্যাদি বাবাজির, এবং ভ্রমর বরের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

পোড়া বাঙ্গালায় বড়নাম বড় অল্প। বড় লোকও কি অল্প? তাহা কেমন করিয়া বলিতে পারি। এখানে বড় লোকে বোধ হয় ছোট নাম ভাল বাসেন। "বড় হবিত ছোট হও" বাঙ্গালারই কথা কি না? এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় বড় লোকের নাম ভূদেব শর্ম্মা—দিগম্বর মিত্র ইত্যাদি ইহাতে সধারণ চন্দ্র, কুমার বা নাথ পর্য্যন্ত বসাইবার যো নাই। কিন্তু রাজা যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি অনেক মান রক্ষা করিয়াছেন, বলিতে হইবে ; তাহা না হইলে উড়িষ্যা বাসীদের ও বেহারী দিগের কাছে মুখ দেখান ভার হইত।

কেবল বড় লোকেরই যে এরূপ নাম হয় তাহা নয় ; মুরশিদাবাদে রেজেষ্টরি আফিশে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহার নাম লাড়লি মোহন—তাঁহার পিতার নাম ভারত হরি—ইহাদের নিবাস দেওঘাটা। দেওঘাটা নিবাসী ভারত হরি বসুর পুত্র লাড়লি মোহন বসু। কেমন সুন্দর সংযোগ! ...

ঢাকা অঞ্চলে দুটি একটি অপূর্ব্ব নাম শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নামের নিয়ম বুঝিতে পারা যায় না।

রাম মাণিক্যের ভিটার পরে ভেঙ্গর চন্দ্রের ভিটা ও তাহার ও পাশে কালীন্দ্র বিজয় দানাম দিয়াছে।

মৃত দীনবন্ধু বাবু যখন নদীয়া বিভাগে ছিলেন তখন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার অধীন দুইজন কর্ম্মচারী আছে একজনের নাম নদের চাঁদ ও আর একজনের নাম নবদ্বীপ চন্দ্র। দুই জনের এক আফিশে কর্ম্ম থাকিলে বোধ হয় নদের চাঁদকে একটু কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হয়।

মহাকবি সেক্সপিয়র বলেন বটে যে নামে কিছু এসে যায় না ; কিন্তু সে বাক্য তিনি প্রণয়ীর মুখ হইতে বহির্গত করিয়াছেন, সুতরাং আমরা গম্ভীর বুদ্ধিতে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারি। নামে যদি কিছু না যায় না তবে সিদ্ধেশ্বরী, বাজারে শাক বেচিতে বসিয়াছিল, তাহার নাম শুনিবামাত্র বাজারের গোমস্তা তাহাকে কুরূপা, কদর্য্য, দুষ্টা বলিয়া তিরস্কার করিল কেন? গোমস্তা বলিয়াছিল যে "এরূপ, ঐ বয়স, দুপয়সার শাক বেচিতে এসেছে নাম কিনা সিদ্ধেশ্বরী? তোর নাম তৈল পদী বাজারে আসিতে হয় আসিস্ না হয় না আসিস" সিদ্ধেশ্বরী নামের জন্য এত তিরস্কার খাইল।

সকলেই জানেন টানালেখায় ধ অক্ষর লিখিতে হইলে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। একজন মুহরিকে কোন দিন রাধানাথ দে চৌধুরী লিখিতে হইয়াছিল। নামে যদি কিছু না এসে যায় তবে, চৌধুরীর পিতাকে অভক্ষ্য খাইতে মুহরি বলিল কেন? চৌধুরীর ভগিনীর চরিত্র মন্দ এমন কথা প্রকারান্তরে বলিল কেন? এক নামে দোষ নেই না চৌধুরীর এত খোয়ার, বাস্তবিক নামে কি ক্ষতি বৃদ্ধি নাই এ কথা কোন কাজের কথা নহে। একজন অতুল কৃষ্ণ নাম বলিলে তাঁহার প্রতিবিম্ব কেমন হয়, আর একজন গোবর্দ্ধন চন্দ্র নাম বলিলে মন কিরূপ হয়? সরিয়া বসিতে ইচ্ছা করে, যেন তাঁর গা হইতে দুর্গন্ধ বহির্গত হইতেছে, এমনি বোধ হয়। বলিবেন সেটি কুসংস্কার। অবশ্য। আমি তুমি ভেদ জ্ঞানও যে একটি কুসংস্কার। কুসংস্কার আছে বলিয়াইত ভাল মন্দ বিবেচনা করা যাইতেছে, তাহাতেইত এনামটি ভাল, এ নামটি মন্দ বলা যাইতেছে। দেখুন না কেন নামের জন্য সিদ্ধেশ্বরী ও চৌধুরী গালি খাইলেন আবার নামে প্রহেলিকা হয়, সন্ত্র শ্লোক হয়, ও আশীর্ব্বাদ হয় :

একবর্গ সমুদ্ভূত শ্চতুর্বর্গ ফল প্রদঃ
অনুলোম বিলোমেন সদৈবঃ পাতুবঃ সদা॥

সেন রাজা।

অম্বষ্ঠের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে "অম্বষ্ঠ" নামক কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হয় :—

"অম্বষ্ঠাৎ শূদ্রাকন্যায়াং জাত অম্বষ্ঠ উচ্যতে।"

এই করণ ও অম্বষ্ঠ কায়স্থ বঙ্গদেশে নাই। উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে যে কায়স্থজাতি অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা এই অম্বষ্ঠ কায়স্থের মধ্যে গণনীয়। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ, শূদ্রোৎপন্ন বলিয়া এই কায়স্থদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন না। আদিশূর (১) যদি কায়স্থ হইতেন, তাহা হইলে কদাপি পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁহার যজ্ঞক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে আসিতেন না। অপিচ এই শূদ্র ভাবাপন্ন কায়স্থদিগের, বেদ পাঠ ও বেদ বিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের অধিকার নাই। আদিশূর মহা নিয়মে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করেন। সুতরাং ইহাতেও তাঁহার বৈদ্যত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। রাজেন্দ্র বাবু, গৌড়দেশীয় অধিপতি বলিয়া রাজসাহীর শিলালিপি বর্ণিত যে রাজাদিগের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও বেদপাঠ ও যজ্ঞকরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। হেমন্ত সেনের বর্ণনায় লিখিত আছে,—

"মূর্দ্ধণ্যর্দ্ধেন্দু চূড়ামণিচরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠভিত্তৌ,
শাস্ত্রং শ্রোত্রিরিকেশাঃ পদভুবিভুজয়োঃ ক্রূর মৌর্ব্বী-
কিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যাং যস্য বক্ষে সতত মিরদিজং রত্নপুষ্পানি হারা
স্তাড়ঙ্কং নূপুর সম্কনকবলয় মপ্যাসা নত্যাঙ্গনানাম॥

তাঁহার মস্তকে, অর্দ্ধেন্দু মৌলির চরণরজ শোভা পাইত. কণ্ঠদেশে সত্য বিরাজ করিত, শ্রুতিতে বৈদিক শাস্ত্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইত, পদদেশে অরাতি নিকরের কেশরাজি বিলুণ্ঠিত হইত। দ্বিতীয় বাহুদ্বয় জ্যাঘাত চিহ্নে অঙ্কিত ছিল। তাঁহার বেশ ভূষার সম্বন্ধে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে প্রবাল রাজি, রত্নহার কর্ণভূষণ নূপুর ও কনক বলয় তদীয় নর্ত্তকীদিগেরই ভূষণ ছিল।

অন্য স্থলে বিজয় সেনের বর্ণনায় উক্ত হইতেছে:—

"অশ্রান্ত বিশ্রাণিত যজ্ঞ যূপ
স্তম্ভাবলিং ভ্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার,
কলিক্রমাদেক পদোহপি ধর্ম্মঃ॥

"যুগভেদ বশতঃ একপদ হইলেও ধর্ম্ম যাঁহার প্রভাবে অবিশ্রান্ত স্থাপিত যূপ স্তম্ভ সমূহকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেন।"

সেনবংশীয়গণ কায়স্থ হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা ... উল্লিখিত বাক্য কখনও উপন্যস্ত হইত না।

এক্ষণে বিদ্যাশূন্য বিচারমল্লতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় স্পর্দ্ধী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের উল্লিখিত টীকাগুলি তাঁহাদের পক্ষ পীড়িত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বিবাদ বিসম্বাদন প্রয়াসী নহি। আমরা তাঁহাদিগের যথোচিত প্রশংসা করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা বাস্তবিক শূদ্রোৎপন্ন হইলেও এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

অনেকে বলিতে পারেন, অম্বষ্ঠ জাতি চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়ী ; কিন্তু রাজসাহী প্রাপ্ত শিলালিপিতে বীর সেন প্রভৃতির অসাধারণ সংগ্রাম নৈপুণ্য বর্ণিত আছে। এক্ষণে ইহাদিগকে অম্বষ্ঠজাতি কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এ প্রশ্নের মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। অম্বষ্ঠজাতি যেরূপ চিকিৎসা বিদ্যাব্যবসায়ী সেইরূপ শাস্ত্র বিদ্যারও ব্যবসায়ী। উশনস সংহিতায় ইহাদিগের শাস্ত্র ব্যবসায়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে:—

"বৃত্তিনী জীবিকাবাপি চিকিৎসা শস্ত্র জীবিকা॥"

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, বীরসেন প্রভৃতি যে ক্ষত্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা দোষাক্রান্ত নহে।

রাজেন্দ্র বাবু অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা সেন রাজাদিগকে ক্ষত্রকুলোদ্ভব কায়স্থ জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ উক্ত রাজগণকে সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন:—

"অপর পুরাকালে কোন ক্ষত্রিয়-শাখা অম্বষ্ঠ নামে বিখ্যাত ছিলেন : সেই অম্বষ্ঠেরা অদ্যাপি পশ্চিম প্রদেশে কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। সেন রাজারা সেই অম্বষ্ঠ-শাখার ক্ষত্রিয় ছিলেন : এই প্রযুক্ত আইন আকবরী ও টীফেন থালরের গ্রন্থে কায়স্থবংশীয় বলিয়া বর্ণিত আছেন।"

(রহস্য সন্দর্ভ। ৩ পর্ব্ব। ২৮ খণ্ড)

রাজেন্দ্র বাবুর এই যুক্তি সমীচীন নহে। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেনরাজাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া এইরূপ কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবু স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন, অধুনা পশ্চিম প্রদেশে অম্বষ্ঠসংজ্ঞক যে কায়স্থ জাতি বর্ত্তমান আছে, সেনরাজারা সেই কায়স্থ জাতির অন্তর্গত। এই মত সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি আইন আকবরী ও টীফেন-থালর-কৃত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কায়স্থগণ শূদ্রোদ্ভূত. সুতরাং তাহারা ক্ষত্রিয় স্পর্দ্ধী হইতে পারেন না। কায়স্থগণ যে শূদ্রোৎপন্ন অগ্নি পুরাণেও তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা:—

"পদাচ্চ শূদ্রাদুদ্ভূত ত্রিবর্ণস্যাচ সেবকঃ॥
চীন নাম। স্তন্ত তস্য প্রদীপ তস্য পুত্রকঃ।
কায়স্থ স্তস্য পুত্রোহভূৎ বহুল লিপিকারকঃ॥"

যে জাতি শূদ্র হইতে উৎপন্ন হইল, সে জাতি কি প্রকারে ক্ষত্রিয় হইতে পারে? অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় নহেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় না হইলে, সেন রাজাদিগকে তাঁহাদিগের অন্তর্গত বলাও অনুচিত হইতেছে।

(১) অনেকে আদিশূরকে, সেন বংশীয় রাজাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন না। (বিদ্যাসাগর প্রণীত বহুবিবাহ বিষয়ক বিচারের প্রথম পুস্তকের ১৯ পৃঃ দেখ) কিন্তু রাজেন্দ্র বাবু, এক প্রকারে আদিশূরকে সেন রাজাদিগের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে বীর সেনের অপরাভিধান আদিশূর।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে জাতি, কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা যে অম্বষ্ঠ কায়স্থের অন্তর্গত তাহা এই প্রস্তাবের স্থলান্তরে প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবু বোধ হয় এই কায়স্থকেই "অম্বষ্ঠ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয় "কায়স্থ" মিশ্র জাতি নহে। প্রস্তাবলেখকের মতে এটী সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। কায়স্থ যে সঙ্কর জাতি ইহার ভূরি ভূরি প্রমান প্রদর্শন করা যাইতে পারে। রাজেন্দ্র বাবু পাণিনি প্রভৃতিকে অবলম্বন পূর্ব্বক কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় নহে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অম্বষ্ঠ জাতিই ক্ষত্রিয় তুল্য হইতে পারে। এই জাতির উৎপত্তি স্থলে লিখিত হইয়াছে, ইহারা বৈশ্য হইতে উৎকৃষ্ট। যখন বৈশ্য হইতে উৎকৃষ্ট বলা হইল, তখন ক্ষত্রিয় তুল্য বলিবার এবিষয়ের পোষকতা করিতেছে। শিলা-লিপিতেও বোধ হয়, এই কারণে বীরসেন প্রভৃতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আশ্রিত স্তাবকগণ যে আশ্রয় দাতার প্রশংসা সময়ে নানাবিধ সদ্গুণ ও মর্য্যাদার আরোপ করিয়া থাকে, এটী সকলেই স্বীকার করিবেন। পুরাতন কবিগণ একজন সামান্য ভূম্যধিকারীকেও "সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। রাজেন্দ্রবাবুকেও ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে। এমন স্থলে অম্বষ্ঠ জাতীয় সেনরাজগণ যখন ক্ষত্রিয় তুল্য ছিলেন; তখন যে স্তাবকগণ তাঁহাদিগকে "ক্ষত্রিয় বংশাদিত্য" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিবেন, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে অম্বষ্ঠ জাতি ক্ষত্রিয় তুল্য বলিয়াই বোধ হয় মহাভারত প্রভৃতিতে ঐরূপ লিখিত হইয়াছে।

আবুল ফাজেল ও টিফন থালর্ কি কারণে সেনবংশীয় রাজাদিগকে কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। এই গ্রন্থকারদ্বয় যে অভ্রান্ত ছিলেন, এটী আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বৈদেশিক ইতিহাস লেখক মাত্রেই কোন না কোন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধ্যাপক ওএবার রামায়ণে যেরূপ বিজ্ঞতা!! প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজস্থান লেখক টড্ সাহেবও সেইরূপ মহাভারতে বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আবুল ফাজেল ও টীফনথালর্ও এই ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অধিক কি, রাজেন্দ্র বাবুও একস্থলে আবুল ফাজেলের ভ্রম প্রমাদ সপ্রমাণ করিয়াছেন। অতএব মন্বাদি প্রণীত শাস্ত্রে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহাদিগের বাক্যে আস্থাবান্ হওয়া ধীর জনোচিত কার্য্য নহে।

এই প্রস্তাবের স্থলান্তরে হারীত সংহিতা হইতে যে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বৈদ্যকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভগবান মনু এরূপ নির্দ্দেশ করেন নাই। এতন্নিবন্ধন কোন কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি, বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে একজাতিতে সমাবেশিত করেন না। সংহিতাকার ঋষিদিগের বাক্য অবশ্য প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সাধারণে এই বিশ্বাস যে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক জাতি। এই বিশ্বাসের অপনোদন করা সহজ নহে। বিশেষতঃ অম্বষ্ঠ জাতির যেরূপ উৎপত্তি বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাতে উহা বৈদ্যের সহিত অভেদ বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। বৈদ্য জাতির ব্যবসায় ও আচার পদ্ধতির শুদ্ধতা দর্শনেই বোধ হয় হারীত তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র অনেক স্থলে কেবল অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়টী নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুমানও অনেক স্থলে নিষ্ফল হইয়াছে। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বঙ্গদেশীয় সেনরাজাদিগকে বৈদ্য বলিয়াই বোধ হয়।

রাজেন্দ্র বাবু রাজসাহী প্রাপ্ত শিলা লিপি বর্ণিত সেনবংশীয়দিগকে, বঙ্গদেশের সেনরাজা বলিয়া সাধারণে পরিচিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদিগের মন বিষম সন্দেহাকুল হইয়াছে। বিজয় সেনের বর্ণনায় লিখিত আছে:—

"ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মনন রূঢ় নিগূঢ় রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদ পাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥"

"তোমার জেতব্য কোন যোদ্ধা নাই" কবিদিগের এই বাক্যকে অন্যথা (অর্থাৎ "তুমি কোন যোদ্ধা জয় কর নাই") মনে করিয়া তিনি প্রভূত বল সহকারে কামরূপ ভূপতির বিজেতা গৌড়েশ্বরের পরাজয় সাধন পূর্ব্বক কলিঙ্গরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন।"

বিজয় সেন গৌড়দেশের অধিপতি। তিনি গৌড়েশ্বরকে পরাজয় করিলেন। এটা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে?

প্রাপ্ত।

আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের দারুণ ফলসমূহ যাহাতে ঘটিতে না পারে তজ্জন্য ধীর প্রকৃতি চতুর্দ্দিগ্দর্শী প্রজা বৎসল লর্ড নর্থব্রুক বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। গত কলিকাতা গেজেটে তৎসম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব প্রচারিত হইয়াছে তৎসমুদায় তাঁহার প্রজা বৎসলতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক থাকিতে উপায় বিহীন দুঃখী প্রজাগণ অনাহারে বোধ হয় মরিবে না। অন্নবিনা আমাদের প্রাণ যে যাইবেনা তৎপক্ষে আমরা একরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কিন্তু শুদ্ধ এই মাত্র নহে যাহাতে দেবই প্রজাদের স্বাধীনতা রক্ষা পায় এবং কেবল ইচ্ছা করিলেই ব্রিটিষ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ কোন২ রাজ পুরুষ তাহা নষ্ট করিতে না পারে, বোধ হয় তাহারও উপায় সূচনা হইয়াছে। ১৮৭২ সালে নূতন ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইন সংশোধন

হইবার উদ্যোগ দেখা যাইতেছে। গত ১০ই নবেম্বর ...লসমান পত্রে আমরা জানিলাম উপরোক্ত ভীষণ ...ন সংশোধন করিবার জন্য এক আইনের পাণ্ডু... ভারতবর্ষস্থ রাজকীয় সভায় উপস্থিত করিবার জন্য ...হাউস সাহেব অনুমতি চাহিয়াছিলেন। এটি অতি ...নাচার। বোধ হয় ইটা প্রজারঞ্জন লর্ড নর্থব্রুকের ...য। ছোট কর্ত্তার প্রিয় মিউনিসিপাল বিল না মঞ্জুর ...ক এবং এইরূপ অন্যান্য কতকগুলিন কার্য্য করত নর্থব্রুক প্রজাদিগকে পরম সুখী করিয়াছেন। এ-...ন নর-শোণিত লিখিত এই আইনটি সংশোধন করত ...াদিগকে চিরকালের জন্য কিনিয়া লউন।

...উক্ত মহা ভীষণ আইনের প্রণেতা জেমস ষ্টিফেন ...হেন। কিন্তু যে কেহ তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ ...রিয়াছেন তাহার অবশ্যই এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত হইয়াছে ...ষ্টিফেন সাহেব তাহা প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন কিন্তু ...হ তাঁহার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া তাঁহার কর্ণে তদ্বিষয়ের বীজ ... অবশ্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই গুরুজীর বীজ ...র অঙ্কুর উক্ত আইনের প্রতিপত্রে লক্ষিত হইয়া ...কে। যাহা হউক মনুষ্যের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ ...শ। যখন আইনটি সংশোধন হইতে পারে, এমত ...ত্যাশা হইতেছে তখন নিরাশ হওয়া বিধেয় নহে। ...মরা দুস্তর সাগর মধ্যে এই আশা তৃণটী আশ্রয় করিয়া ...ক্ত আইন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে চলিলাম।

অদ্য আমরা এই আইনের সপ্তম অধ্যায় সম্বন্ধে ...য়েকটি কথা বলিব। ১৮৫৮ সালের ১লা নবেম্বর ...বসে পুরাতন কোম্পানির রাজত্ব শেষ হয় এবং সাক্ষাৎ ...ম্বন্ধে আমরা মহারাণীর প্রজা হই। ঐ দিবস হইতে ...জ্ঞী ভিক্টোরিয়া প্রকৃত ভারতেশ্বরী হইয়াছেন। ঐ ...বস আপনার সুযোগ্য প্রতিনিধি বিখ্যাত নামা প্রাতঃ-...রণীয় লার্ড ক্যানিং মহাত্মাকে মুখ স্বরূপ করিয়া মহারাজ্ঞী ...লেন "অদ্য হইতে বর্ণ, জাতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রভেদ এই ...রতবর্ষে আর থাকিবে না ইত্যাদি" এই মহামূল্য কথা ...লি স্বর্ণাক্ষরে ধবল গিরিশিখরে অঙ্কিত হওয়া উচিত। ...রত সাগর এবং ভাগীরথী বক্ষঃস্থিত প্রত্যেক অর্ণব ...াতের পতাকায় ইহা লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ভার-...তেশ্বরী যখন এই কথা গুলি উচ্চারণ করেন, তখন তিনি ...হা ব্রিটন ভূমেই করিয়াছিলেন। ব্রিটনিয়েরা যে সকল ...য সম্পদ সম্ভোগ করে, তাহাদের যে সকল মহামূল্য ...ত্ব আছে ভারতবর্ষবাসিগণ তৎসমুদয় প্রাপ্ত হয় হৃদয় ...ধ্যে এই সংসঙ্কল্প করত মহারাজ্ঞী এই বাক্য গুলি উচ্চা-...রণ করেন। রাজ্ঞীর এই বাক্যগুলি তাঁহার বদন নিঃ-...সৃত হইয়া লিখনাকারে কাগজ মধ্যে প্রকাশিত হয়, ...র সিন্ধু পার হইয়া ভারতবর্ষে আইসে। মহারাজ্ঞী ... মহান্ সরল পবিত্র হৃদয়ে সেই কথাগুলি কহিয়াছেন ...া কি সেই কাগজপত্রসহ আমাদের এই পরাধীন ...াতে আসিয়াছিল? বলা যায় না। কেন যে আমরা ...রূপ বলিতেছি, তাহা এতক্ষণ বলি নাই; এক্ষণে বলিব।

উক্ত আইনের ৭ম অধ্যায়ে বিহিত হইয়াছে—"কোন মাজিষ্ট্রেট বা জজ স্বয়ং ব্রিটন ভূমে প্রসূত, ব্রিটন ভূমি প্রজার স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত বা ব্রিটেনের স্থায়ী নিবাসী না হইলে ঐরূপ কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।" পাঠকগণ মহারাজ্ঞীর কথা গুলির সহিত একবার এইগুলির তুলনা করুন। পরে বলুন আমরা যাহা উপরে বলিলাম তাহা সত্য কি না—? মহারাজ্ঞী যে হৃদয় লইয়া সেই কথা গুলিন বলিয়াছিলেন। ভারতভূমিতে যৎকালে তাহা প্রচারিত হয়, তখন তাহা হৃদয় শূন্য কেবল কথার কথা মত প্রচারিত হইয়াছিল। মহামান্য দ্বারিকানাথ ঠাকুরের পৌত্র তোমাদের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন যৎসামান্য ইংরাজের বিচার করিতে পারিবেন না, কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীল সামান্য জনৈক ইংরাজ তোমাদের রাজা রমানাথ বা রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের অনায়াসে তিন মাস কারাবাসে দিতে পারিবেন। এই বিস্ময়কর বিধিটির মূল কি আমরা মস্তিষ্ক পীড়ন করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজ বিচারকই ইংরাজের বিচার ভাল করিতে পারেন। এই তর্ক যদি ইহার উদ্ভব করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব ধবলকায় ইংরাজ রাজপুরুষগণ কেন বাঙ্গালীর বিচার করিবেন? কোন স্থলে কোন রমণী অপরাধিনী হইলে, তাঁহার অপরাধের বিচার কেনন বিচারপতির সহধর্ম্মিণীর দ্বারা সম্পাদিত হইবে? কেহ যদি এমন বলেন জিত এবং জেতাদের মধ্যে প্রভেদ থাকা উচিত। আর্য্যাদিগের রাজত্ব সময়েও এইরূপ হইত। ব্রাহ্মণ শূদ্র মধ্যে সবিশেষ প্রভেদ ছিল। উত্তরে আমরাও বলি, হাঁ, প্রভেদ থাকা অবশ্য উচিত। হয়ত আমরাও জেতা হইলে, ঐরূপ করিতাম: ইংরাজকে নিকটে আসিতেও দিতাম না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, অনর্থক এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ব্রিটন ভূমির বায়ু স্পর্শমাত্র পর প্রসাদ ভোগী চিরদাসের দাসত্ব শৃঙ্খল পর্য্যন্ত চূর্ণ হইয়া যায় এ সকল শব্দ ঘটার অর্থই বা কি? আমরা এসকল বুঝিলাম না। আমাদের বুঝিবারও ক্ষমতা নাই। "তুমি দাস, আমি অসীম ক্ষমতা এবং প্রভাবশালী প্রভু। তুমি ভূমে থাকিয়া আমার পদসেবা করিবে, আমি উচ্চ আসনোপরি শয়ান থাকিব, সুখে নিদ্রা যাইব। এই আমার আদেশ এই আমার বিধি।" এই সকল স্পষ্ট কথার অর্থ আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। উপরে যে সকল বলা হইল, আমাদের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য, তাহাতে আমাদের সামান্য বুদ্ধি প্রবেশ করিতে অক্ষম।

ইংরাজ অপরাধীর বিচার ইংরাজ বিচারক ভিন্ন করিতে পারিবেন না, কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন অন্য বিচারকের সম্মুখে, ইংরাজ কর্ত্তৃক অন্য কাহার বিরুদ্ধ নালিস উপস্থিত হইবার কোন বাধা ঐ ৭ম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় না। ইহারি বা অর্থ কি? অন্যকে দণ্ড দিবার সময় কৃষ্ণকায় বাঙ্গালির কাছে যাইব কিন্তু অভিযুক্ত হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইব না, ইহা কিরূপ বিধি কেমন কথা বুঝিলাম না।

যে মহ নরক মধ্যে প্রধান দৈত্য সয়তান নিক্ষিপ্ত

হন, তাহাতেই সয়তান সহযোগী অন্যান্য ক্ষুদ্র দৈত্যরাও পতিত হইয়াছিল। ন্যায়বান ঈশ্বর সমদোষী দৈত্যাদের শাস্তির জন্য ভিন্ন২ নরকস্থল সৃজন করেন নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের বিধাতারা শ্বেত কোমল চর্ম্মী এবং কর্কশ কৃষ্ণকায়দের জন্য এই সপ্তম অধ্যায়ের বিধানানুসারে ভিন্ন২ কারাবাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে অপরাধী হইলে আমাকে কেলো কেওরা, ধোনা বাগ্দীর সহিত (ঈশ্বর না করুন) সহবাস করিতে হইবে। তুমি স্নান নিকলঙ্ক শ্বেতাঙ্গ। তোমার কোট হ্যাট সমস্ত সম্পত্তি বিক্রিত হইয়াও শত মুদ্রা সংকুলিত হইল না। তুমি পরস্বাপহারী। দণ্ডিত হইয়া জেলের একটি পৃথক কুঠারী মধ্যে স্থান পাইলে। দুগ্ধফেণনিভ আস্তরণ বিস্তৃত দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলে। কোন শ্বেতাঙ্গ রমণী তোমার প্রতি অনুকূল হইয়া তোমাকে রাজ পুরুষ যোগ্য আহার যোগাইতে লাগিল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুরুষদের কি এই উচিত কার্য্য? এইকি সভ্য প্রধান জাতিদের ভদ্রতার চিহ্ন? যে জাতিরা প্রতিদিন না হোক, প্রতি রবিবারে প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দিরে শত২ লোকের সমক্ষে মানবকুলরত্ন যীশুর মহামূল্য বাক্য সকল উচ্চারণ এবং পাঠ করিয়া থাকেন সেই জাতির কি এই ধর্ম্ম পরিচয়?

বলিতে কি এই ব্যবহারটী ব্রিটিশ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ। এটি কার্য্য বিশেষ নহে যে গোপনে হইয়া গেল, কেহ টের পাইল না। প্রকাশ্যে হইল লোকে জানিতে পারিল। কিন্তু পরে ভুলিয়া গেল। ইহা এরূপ নহে। এটি ইংরাজ জাতির রাজ্য পালন বিধির মধ্যে রহিয়াছে। সকলেরি ইহা জানিবার সম্ভাবনা। এ কলঙ্ক জগৎ ব্যাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। যে কেহ ইহা দেখিবে সেই এই জাতির নিন্দা করিবে। তাহাতে তাহাদের সভ্যতা গৌরব, ভদ্রতার ভাণ চূর্ণ হইবে। আমাদের রাজপুরুষদের এই অখ্যাতি হইবে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারিব না। যে যাহা বলুক আমরা তাহাতে কষ্ট পাইব। তাই বলি এ কলঙ্ক এখন পর্য্যন্তও স্থায়ী হয় নাই। ইহা কয়েক মাস মাত্র ইংরাজ জাতির ললাট কালিমা পূর্ণ করিয়াছে। হস্ত দিয়া একবার যত্ন করিলেই বিলুপ্ত হইবে। ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থ নহে। ইংরাজের সম্মান বৃদ্ধিতে আমরা কেন ক্ষোভ করিব? তবে ইংরাজ আমাদের প্রভু। কেবল প্রভু নয়, ইংরাজ আমাদের প্রিয়। প্রিয়জনের অখ্যাতি আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়। তাই পুনরায় বলি ইংরাজ!

"দূর কর অপবাদ;
রেখো নাগো ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

মেঘনাদ বধ

সংবাদ।

২০এ অক্টোবর তারিখে পাতিয়ালার রাজার একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।

পায়োনিয়র বলেন আগামী এপ্রিল মাসে ফরেন সেক্রেটরি এচিসন সাহেব তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করিবেন।

আগ্রা হইতে গবর্ণর জেনেরল রাজপুতানা ষ্টেট রেইলওয়ে দিয়া ভরতপুরে যাইবেন। দিগ্‌দিগার দর্শন করিবার ও তাঁহার ইচ্ছা আছে।

মান্দ্রাজের একাউণ্টাণ্ট জেনেরাল এক জন নিম্ন কর্ম্মচারীকে মারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তিন শত টাকা জরিমানা হইয়াছে।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে রুশিয়ানেরা উরগঞ্জ অধিকার করিয়া কতদিন ধরিয়া তথাকার লোকদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল। অনেক লোক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

পঞ্জাবে ফসল দিতে মন্দ নহে; তবে হরিৎক্ষেত্রের চাস ভাল হইবে না। দ্রব্যাদির মূল্য এক ভাবেই রহিয়াছে।

এডুকেশন গেজেট বলেন "পদ্মার জল অতিশয় গভীর স্রোত অতিশয় প্রবল; বিস্তারে একটা সমুদ্রের ন্যায়। ... উপর দিয়া নূতন চড়াপড়ে। সে প্রযুক্ত নিত্য নূতন স্থান দিয়া স্রোতের ধারা যায়। সেই প্রযুক্ত ... নিত্য নূতন স্থান ভাঙ্গিয়া যায়।" "গোয়ালন্দ ... কি না থাকে।" "পদ্মার উপর বাঁধ বাঁধিয়া স্রোত ফিরাইয়া দেওয়া অসাধ্য নহে।" কিন্তু সেরূপ বাঁধ ... কি? গোয়ালন্দ ষ্টেশনে অনুমান পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ পাঁচ লক্ষ টাকার সামগ্রী রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে তাহার মত নির্ব্বোধ আর ভূভারতে নাই।" প্রকৃত অবস্থা ... করিবার জন্য একটা সভা নিযুক্ত হইয়াছে। ... সাহেব সভাপতি। এঞ্জিনিয়ার সিবিলি সাহেব, ... সোয়ার্থ সাহেব লেনার্ড সাহেব এবং কর্ণেল ... সাহেব মেম্বর হইয়াছেন। সম্পাদক বলেন "গোয়ালন্দ রক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্যয় অধিক হইবে। ... বাং গোয়ালন্দও পরিত্যাগ ইহার অনেক ... কোন শাখা নদীর তীরে শেষ ষ্টেসন করাই ভাল"।

মান্দ্রাজে যত কেরানীর কর্ম্ম খালির বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে সকলের শেষে লেখা হইয়াছে কর্ম্ম প্রার্থী মুসলমান হইলে তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করা যাইবে। এরূপ কথা সাধারণ বিজ্ঞাপনিতে দেখিয়া তথাকার হিন্দুরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উচ্চতন কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন ঐ প্রকার কথা ভবিষ্যতে আর না লেখা হয়। তবু ভাল!

চিকাগো নগরে আগুন না দিয়া কলের গাড়ি চালাইবার পরীক্ষা হইতেছে। গাড়ি ছাড়িবার সময় ...

...ভিতর অধিক পরিমাণে বাষ্প পূরিয়া দেওয়া হয় এবং সেই বাষ্পের বেগে গাড়ি ১ ঘণ্টায় ৯ ক্রোশের হিসাবে নির্ব্বিঘ্নে ৩ ক্রোশ গমন করে। তৎপরে আবার বাষ্প পূরিয়া দিতে হয়।

... ক্রনিকিল বলেন, লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেনারী প্রভৃতি জুওয়া খেলার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। একটি মুসলমান যুবক সম্প্রতি আপনার সর্ব্বস্ব খেলায় হারিয়া শেষে আপন বিবাহিত স্ত্রী অবধি হারে। জেতা পরদিন ...দি সঙ্গে লইয়া সেই স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য মুসলমান যুবকের বাটীতে আইসে। স্ত্রীলোক আপনার স্বামীর কুকর্ম্ম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করে। মুসলমান যুবক ও জেতা উভয়েই পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। ...পরের ধর্ম্ম পুত্রের সহিত কলির ধর্ম্মপুত্র গণের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে বৈকি, তা নহিলে আর ও রাত দিন হয়?

... অবগত হইয়াছেন যে, মুরসিদাবাদ নিবাসী রাজা লক্ষ্মীপতি সিংহ বাহাদুর এবৎসর আপন জমিদারি ...কালি নিবাসী দিগের নিকট হইতে কোন খাজনা লইবেন না। দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ কোন কষ্ট না পায় এ জন্য তিনি পাত্র বিবেচনা করিয়া অর্থ দান করিতেছেন ... সময় মত উচিত মূল্যে বিক্রয় করিবেন বলিয়া অধিক পরিমাণে চাল ও কিনিতেছেন। অন্যান্য জমিদার ... তাঁহার কার্য্য অনুকরণ করিলে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস অধিক ... প্রকাশ করিতে পারিবে না।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এ বৎসর ১৭৪১ জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে এবং ৩০০ জন ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত আছে।

মান্দ্রাজে যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদের হস্তাক্ষরের প্রতি পরীক্ষকদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। আমাদিগের লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের ও হস্তাক্ষরের প্রতি নজর আছে। হস্তাক্ষর ভাল না হইলে এক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ভার হইয়া উঠিল।

বেহারের যে সকল ভূমিতে অহিফেণের চাস হয় সে সকল ভূমিতে শস্যাদির বীজ বপন করিতে গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন। অহিফেণের চাস জলাভাবে বড় ভাল হইতেছে না বলিয়াই এ আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ...পেপার বলেন যে দার্জ্জিলিং নগরে খাদ্য শস্যের ... প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং ...তে চায়ের রপ্তানি একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে ...কল ভূমিতে ধান্যের চাস হইত সে সকল ভূমিতে আলুর ...স করিবার উদ্যোগ হইতেছে। সেখান কার লোকেরা ... করিতেছে চালের অভাবে আলু অনেক ... করিতে পারিবে।

পাবনার প্রজাদিগের মধ্যে আর কোন গোলমাল ...। অনেক স্থানে প্রজায় জমিদারে মিল হইয়াছে। রায়তগণ নূতন বন্দোবস্ত হইতে বিশেষ ...কার প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, দুর্ভিক্ষ আগত; রায়ত জমিদার দিগের স্বত্ব লইয়া এখন ঝগড়া করিবার সময় নহে।

হুগলির ছোট আদালতের জজ পঞ্চানন বাবু দুই মাসের ছুটি লইয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ বসু তাঁহার কার্য্যে পাকা হইয়াছেন। আমাদের অনুভব হইতেছে পঞ্চানন বাবু পদ পুনগ্রহণ করিবেন না; পেন্সন লইবেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজে ডাং জর্জ ওয়াট নামক একজন নূতন ইংরাজ অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আগত দুর্ভিক্ষের অতিরিক্ত খরচ সঙ্কুলান করিবে বলিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দশ লক্ষ মুদ্রা খরচ করিবার ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়াছেন।

ড্যাম্পিয়র সাহেব বোর্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৩ই নবেম্বর তারিখে আপন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মেকেঞ্জি সাহেব পুনর্ব্বার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটরি হইলেন।

আমরা কলিকাতা গেজেট পাঠ করিয়া অবগত হইলাম বৎসরের প্রথম চতুর্থাংশে নিম্ন লিখিত সংখ্যক পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। ৩খানি আরবি পুস্তক; ৮৮খানি বাঙ্গলা পুস্তক; ৩খানি বাঙ্গালা ও মুসলমানী পুস্তক; ২৬খানি ইংরাজিপুস্তক, ৩খানি হিন্দি পুস্তক; ১খানি পারসি পুস্তক, ১১খানি সংস্কৃত পুস্তক, ২খানি সাঁওতালি পুস্তক; একখানি উর্দ্দু পুস্তক; ১খানি বাঙ্গালা ইংরাজি পুস্তক, ১৩খানি বাঙ্গালা সংস্কৃত পুস্তক; ৫খানি ইংরাজি সংস্কৃত পুস্তক; ১খানি হিন্দি সংস্কৃত পুস্তক এবং ১খানি বাঙ্গালা, ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তক।

এডুকেশন গেজেট বলেন পাবনায় যেরূপ প্রজা বিদ্রোহ হইয়াছিল, রাজসাহিতে সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা।

পাইওনিয়র বলেন যে দিল্লী দিয়া ৬০,০০০ মন শস্য অতি অল্প দিন হইল বাঙ্গালাভিমুখে পাঠান হইয়াছে।

বেথুন কালেজের অধ্যক্ষ টেম্পেলটন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগ একটি রত্ন হারাইলেন।

আউদ ও রহিলখণ্ড রেলওয়ের কোম্পানিরাও শস্য যাতায়াতের ভাড়া কমাইয়া দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের ক্রমে অবনতি হইতেছে বলিয়া বোম্বাই গেজেট অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন। বোম্বাই নগর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় নগর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। বোম্বাইয়ের আর সে শ্রী নাই। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা বোম্বাই দেখিয়াছেন তাঁহারা এক্ষণে তথায় গমন করিলে নগর দেখিয়া দুঃখিত হইবেন। পূর্ব্বে যে সকল মনোহর অট্টালিকা দ্বারা নগর সুশোভিত ছিল, সে সকল যেমনি রহিয়াছে; কিন্তু যে বাণিজ্য বোম্বাইয়ের অহঙ্কার ছিল, তাহার ক্রমে অবনতি হইতেছে। এবৎসর বোম্বাইয়ের বাণিজ্যের আয় ১৬৪৬৯৫৮৮৩ টাকা হইয়াছে। গত বৎসর ইহার অপেক্ষা ৮০০০০০০০ টাকা অধিক আয় হইয়াছিল।

বোম্বাই হইতে এবৎসর ১০২৫জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে।

আগ্রা দরবারের সময় তাজমহলে আলো দিতে ২৫০০ টাকা খরচ হইয়াছে। তথাকার মিউনিসিপালিটি সমুদায় [illegible] করিয়াছেন।

কোচীনের রাজসভায় সম্প্রতি শাস্ত্র লইয়া মহা তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। যে সকল পাণ্ডিতগণ তর্কে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে শাল মুক্তার হার ও অন্যান্য মহামূল্য দ্রব্য পুরস্কার দিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ প্রমেহ, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

শরীরের পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ক্ষয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং চাঞ্চল্যমন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিবিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫, পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

জয়দেব চরিত।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত উক্তগ্রন্থ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে আমার নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল /০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন, এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইতে হইবে, কেননা বিক্রয় করণকালে, আমাদিগকে এক আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

কেহ কেহ মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাহার রসীদ স্বরূপ প্রত্যুত্তর পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা তাহা লিখিতে পারিব না, সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

আমরা সাধারণীর মূল্যের নিয়মে প্রকাশ করিয়াছি যে, সাধারণী প্রচারের সাত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে; তাহা না হইলে প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে অতিরিক্ত লইব, বাকি অগ্রিম মূল্য স্বরূপ স্বীকার করিব। সাধারণীর বয়ঃক্রম প্রায় এক মাস হইল, আর এক সপ্তাহ মধ্যে মূল্য না পাইলে, আমরা অগত্যা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইব।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়,

(প্রকাশক)

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কুচবিহার
,, কালাচাঁদ বসু ঐ
,, দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কলিকাতা
,, বিপিন বেহারী দত্ত, ডুমরাও
,, কালিদাস সরকার, লক্ষ্ণৌ
,, বেণীমাধব মিত্র, কলিকাতা
,, নীলরত্ন রায়, আজিমগড়

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সমেত ...
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...
মাসিক ...
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

৫৭/

সাধারণী।

১ ভাগ। চুঁচুড়া—১৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৩০এ নবেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। ৬ সংখ্যা

অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

দুর্ভিক্ষের জ্বালায় প্রাণ গেল। দেশে যে দুঃখ ঘটিবে তাহাতে ঘটিবে; এক্ষণে তাহার সূচনাতেই সম্বাদপত্র পড়ার যে সুখ, তাহা বন্ধ হইল। সম্বাদপত্র খুলিয়া, আর কিছুই দেখিতে পাই না—কেবল দুর্ভিক্ষ! খাদ্যের অভাব যাহা হয় পশ্চাৎ হইবে, আপাততঃ সম্বাদের বড় দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া উঠিল।

সাধারণীও সম্বাদ পত্র, সম্বাদ পত্রের সকল ধর্ম্মই ইহাতে আছে। আমাদের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিবার আছে। প্রতি পত্রে কিছু কিছু বলিয়া থাকি—আজ একটী বিশেষ কথা বলিব।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ আমরা কি করিতেছি? গবর্ণমেণ্ট, যতদূর সাধ্য, করিতেছেন: কিন্তু আমাদের কি কিছু করিবার আবশ্যক নাই? একটি বিশেষ কার্য্য আছে,—তাহা গবর্ণমেণ্ট হইতে হইবে না। গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দুঃখ নিবারণী সভা চাই—গ্রামে গ্রামে, গ্রামের লোকের দুঃখ নিবারণের জন্য, এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিলিফ কমিটি চাই: তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট দুঃখ নিবারণের জন্য যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা আশ্চর্য্য,—ভারতবর্ষে কখন এমন ঘটিয়াছে, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে সব হইবে না। কিছুতেই সব হইবে না। গবর্ণমেণ্ট যাহা করুন, আমরা যাহাই করি—কিছুতেই সকল দিক্ রক্ষা হইবে না। অনেক বাঙ্গালি অনাহারে মরিবে। কিন্তু ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে, যতদূর পারি, উপশমের জন্য যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট যে দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহা কেবল শ্রমক্ষম ব্যক্তিদিগের জন্য। গবর্ণমেণ্ট বলেন যে যাহারা শ্রমে অক্ষম, তাহাদিগের রক্ষার্থ এক্ষণে কিছু করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু ভরসা দিয়াছেন যে, যথাসময়ে, তাহার উদ্যোগ করিবেন। নগরে নগরে, তজ্জন্য রিলিফ কমিটি সংস্থাপিত হইবে।

নগরে নগরে হইবে। সে কেবল নগরের নিকটবাসীদিগের হিতকর হইবে। দূরস্থিত গ্রামাভ্যন্তরে, যাহারা ক্ষুধায় পীড়িত, নগর হইতে তাহাদের দুঃখের কোন প্রতীকার হইবে না। প্রতীকারের জন্য যত্ন হইবে বটে, কিন্তু ঘটিয়া উঠিবে না। ঘটাইবার উপায় নাই। যে কিছু উপায় হইতে পারিবে, তাহা কষ্ট সাধ্য, এবং অসম্পূর্ণ ফলপ্রদ। গ্রামে গ্রামে রিলিফ কমিটি ভিন্ন ইহার অন্য উপায় নাই।

যে খাটিয়া খাইতে পারে, সে সরকারি কর্ম্মশালায় গিয়া কর্ম্ম করিবে। যে খাটিয়া খাইতে পারে না—অন্ধ, বৃদ্ধ, বালক, পীড়িত, খঞ্জ—তাহাদিগের রক্ষার্থ রিলিফ কমিটির সংস্থাপন হইবে। কিন্তু একটি সম্প্রদায় বাকি রহিল। যে খাটিয়া খাইতে পারে, কিন্তু প্রাণ গেলেও খাটিয়া খাইবে না, তাহাদের কি?

মনে কর, একজন জাতিতে ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত বংশ—কিছু চাহিয়া চিন্তিয়া, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমীর খাজনায় দিন গুজরান করে, এবার খাজনা পাওয়া গেল না—এদিক ওদিক হইতেও কিছু হইল না। সে প্রাণ গেলেও মজুরি করিয়া খাইবে না—সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মশালা তাহার পক্ষে বৃথা। রিলিফ কমিটি তাহাকে কিছু দিবে না—কেননা সে অন্ধ খঞ্জাদির মধ্যে নহে। যদিও রিলিফ কমিটি সকল এমন নিয়ম করেন—যে যাহারই আবশ্যক, তাহাকেই দিব, তাহা হইলেও যে কমিটির কার্য্যালয় হইতে বহুদূরে অবস্থান করে, সে বড় পাইয়া উঠিবে না। হয় তথা কমিটির কার্য্যকারক পৌঁছিবে না—নয়, প্রেরিত কার্য্যকারক প্রেরিত সাহায্য অপব্যয় বা আত্মসাৎ করিবে। রামকান্ত শর্ম্মা বিনা সাহায্যে নিশ্চয় অনাহারে মরিবে।

যে সকল লোক জাতি গৌরবে, বা অন্য কারণে আপনাদিগকে ভদ্র লোকের মধ্যে গণ্য করে, সুতরাং মজুরের কাজ প্রাণান্তে স্বীকার করে না, অথচ অত্যন্ত দরিদ্র, এদেশে সে শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাহার মধ্যে অনেকে আবার, বিধবা, কুলবধূ, বা প্রাচীনা—গৃহের বাহির হইতে পারে না। এই শ্রেণীর লোকের জন্য গ্রামে গ্রামে কমিটি চাই। ইহারা অনাহারে মরিবে; তথাপি ভিক্ষার্থ রিলিফ কমিটির নিকট

আসিবে না। ইহাদিগের খুঁজিয়া লইয়া আহার্য্য ইহাদিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। ইহা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নহে, আমাদিগের কাজ, দেশীয়ের কাজ, প্রতিবেশীর কাজ, এরূপ কার্য্য, কোন গবর্ণমেণ্ট কখন সাধন করিতে পারেন না।

কিন্তু গ্রামে গ্রামে যে কমিটি সংস্থাপন হয়, এমন গ্রাম্য লোক কই? অনেক গ্রামেই দুই একজন সুশিক্ষিত যুবা আছেন। যে গ্রামে দুই একজন এরূপ লোক আছেন, সেখানে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে সন্দেহ নাই। অতএব, দেশীয় কৃতবিদ্য যুবাদিগের প্রতি নিবেদন, যিনি যে গ্রামে বাস করেন, বা কর্ম্ম করেন, বা মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করেন, তিনি সেই গ্রামে এক একটি ক্ষুদ্র দুর্ভিক্ষ দুঃখ নিবারণী সভা সংস্থাপনে যত্ন করুন। অবশ্য ভরসা করা যায়, যে সকলেই, যত্ন করিলে প্রবৃত্তি দিয়া, দুই একজন গ্রাম্য ভদ্র লোককে আপনাদিগের সহকারী করিতে পারিবেন। তিন চারি জন একত্র হইলেই গ্রাম্য কমিটির কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে।

অনেক গ্রামেই, অন্য প্রকারের লোক না থাকুন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা পণ্ডিত, জমীদারের নায়েব বা গোমস্তা, এবং এইরূপ লোক আছেন। তাঁহারা একত্রিত হইয়া যত্ন করিলে অনেক কাজ হইতে পারিবে।

যে সকল গ্রামে, বহু পরিমাণে সুশিক্ষিত, উৎসাহশীল, এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, প্রথমে সেই সকল গ্রামে, এইরূপ কমিটি সংস্থাপনের উদ্যোগ হউক। এইরূপ দশ খানা গ্রামে হইলে দেখা দেখি আর পঞ্চাশ খানা গ্রামে হইতে পারিবে। দৃষ্টান্ত দেখিলে সকল গ্রামেই হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। কেবল যে সকল গ্রাম কৃষকের গ্রাম, সেই খানেই না হইবার কথা। কিন্তু সে সকল গ্রামে এ ব্যাপারের তত প্রয়োজনও নাই। যে গ্রামে কেবল চাষার বাস, সে গ্রামের লোক প্রায় সকলেই খাটিয়া খাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য উপায় করিতেছেন। গ্রাম্য সভা ভদ্র গ্রামের জন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

গ্রাম্য সভা সংস্থাপন করিয়াই, কিছু চাঁদা তুলিতে হইবে। দিবে কে? এ প্রশ্নে অনেকেই অমোদ্যম হইবেন, কিন্তু হওয়া উচিত নহে। টাকার অভাব নাই। গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন, রিলিফ কমিটি হইতে চাঁদার দ্বারা যত টাকা উঠিবে, গবর্ণমেণ্টও তত টাকা দিবেন। তদ্ভিন্ন, দেশীয় বিদেশীয় অনেক ধনী লোকেরই সাহায্য পাওয়া যাইবে, এমত ভরসা আছে। স্থূল কথা গ্রাম্য সভায় অধিক টাকার প্রয়োজন হইবে না। বাছিয়া দিতে পারিলে, এবং বুঝিয়া দিতে পারিলে অল্প টাকাতেই হইবে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের ভরসা আছে। অতএব অল্প চাঁদা তুলিলেই হইবে।

আর চাঁদা যাহা উঠিবে, তাহা কোথাওই এক কালীন সকল প্রয়োজন হইবে না। কোন মাসে টাকায় এক আনা, কোন মাসে টাকায় দুই আনা, এইরূপ তলব করিয়া আদায় করিলে, দাতাদিগের দিতে সুবিধা হইবে, চাঁদা আদায়ের কোন কষ্ট হইবে না। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান হিন্দুর পরম ধর্ম্ম, ক্ষমতা থাকিতে কেহ চাঁদা দিতে অসম্মত হইবে না।

এ সকল উদ্যোগ স্থানে স্থানে এই বেলা আরম্ভ করা চাই। এই বেলা স্থানে স্থানে আরম্ভ হইলে যথা কালে এ সকল সভা দেশময় স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব সুশিক্ষিত, উৎসাহশালী সম্প্রদায়কে আমরা আহ্বান করিতেছি, অনুরোধ করিতেছি, এই বেলা তাঁহারা গাত্রোত্থান করুন, পরম পবিত্র দেশ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হউন, শিক্ষার মুখ উজ্জ্বল করুন, বাঙ্গালী কার্য্যক্ষম কি না দেখাইয়া দিন।

যাঁহারা আমাদিগের পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া, এইরূপ গ্রাম্য সভা সংস্থাপনে উদ্যোগী হইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সাধারণীতে সে সম্বাদ প্রচার করিলে আমরা বাধিত হইব। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, অন্য গ্রামে সেই রূপ কার্য্য করিতে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, এই ভরসায় আমরা এ সম্বাদ চাহিতেছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, আমরা সভ্যদিগের নাম, দাতৃগণের নাম, ও দানের টাকা, আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিব।

আমাদিগের সহযোগীদিগের নিকট সাধারণীর একটি ভিক্ষা আছে। সাধারণী নূতন পত্রিকা, গ্রাম্য প্রদেশে ইহার এখনও বিশেষ প্রচার হয় নাই। যদি আমাদিগের এই প্রস্তাব, কোন সহযোগীর মনোনীত হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পাঠকদিগকে, এই পথে প্রবৃত্ত দিবেন। যাহাতে এই প্রস্তাবটির প্রচার হয়, তাহাই আমাদিগের কামনা। এই পরামর্শ গৃহীত হইলে দেশের হিত, ও অসংখ্য মনুষ্যের মঙ্গল সিদ্ধ হইতে পারিবে এই ভরসায় আমরা এই প্রস্তাবের প্রচার কামনা করিতেছি। দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যের ব্যবস্থা করা আজিকার দিনে সকল বাঙ্গালির মুখ্য ধর্ম্ম। এই জন্য সাধারণী কনিষ্ঠা হইলেও জ্যেষ্ঠাগণকে স্বমতের অনুমোদন করিতে বলিতে সাহস করিতেছে। আমাদের মূল কথা এই গ্রামে গ্রামে কমিটী স্থাপিত হয়।

ইটালি।

যে দেশের নাম এই প্রস্তাবের শিরোদেশে লিখিত হইল তাহা স্মরণ মাত্র অনেকের মনে অনেক ভাবের উদয় হয়। অতুল প্রতাপ, আশ্চর্য্য সমর ও শিল্পকৌশল লোকবিমোহিনী কবিতা ও বক্তৃতাশক্তি, ইউরোপের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য এবং সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস প্রভৃতি কত কথাই স্মৃতি পথে বিচরণ করিতে থাকে। কিন্তু সে সকল সবিশেষ বর্ণন করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। সংক্ষেপে ইটালির আধুনিক অবস্থা বিবৃত করা এবং তৎসম্বন্ধে গুটিকত কথা বলাই আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইটালি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগের এক২ জন স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন। প্রথম নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট্ উপাধি প্রাপ্ত হইবার পর একে২ ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে হস্তগত করিয়া সমস্ত ইটালির একছত্র অধিপতি হয়েন। যতদিন ইউরোপে নেপোলিয়নের জয় পতাকা উড্ডীয়মান ছিল, ততদিন ইটালি এক রাজার শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটরলুর যুদ্ধক্ষেত্রে সেই পতাকা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে২ ইটালিও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ইটালিকে আবার পূর্ব্ব দশাগ্রস্ত হইতে হইল। সমুদায় দেশ পুনর্ব্বার আটটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়াগেল। প্রত্যেক রাজ্যগুলির নাম এখানে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল ...লিয়া রাখি সার্ডিনিয়া ও ইটালির অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র২ প্রদেশ একটি স্বতন্ত্র রাজ্যভুক্ত হইল এবং লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ হইলেন।

সার্ডিনিয়ার রাজা প্রথম বিক্টর ইমানুয়েল লম্বার্ডি ও ভিনিশিয়া জয় করিবার জন্য একবার অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করিতে অসমর্থ হয়েন বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। পরে তাঁহার এক সহোদর কয়েক বৎসর সার্ডিনিয়ার রাজত্ব করেন এবং সেই সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় বিক্টর ইমানুয়েল সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। দ্বিতীয় বিক্টর ইমানুয়েলই এক্ষণে ইটালির সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি, তাঁহাকে সমুদায় দেশের রাজা বলিলেও বলা যায়। তিনি রাজ্যারম্ভ করিয়াই দেখিলেন সার্ডিনিয়ার অত্যন্ত দুরবস্থা; তৎক্ষণাৎ কতকগুলি কার্য্য দক্ষ দূরদর্শী কর্ম্মচারী রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দিন২ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সন্ধি সংস্থাপিত হইল এবং পিতৃশত্রু অষ্ট্রীয় সম্রাটের সহিত ও ইমানুয়েলের মিল হইয়া গেল। ইহার কিছু দিনপরে রুসিয়া তুরস্ক আক্রমণ করেন, তুরস্ক সুলতানের সাহায্যার্থে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রথম অগ্রসর হয়েন; ইমানুয়েল সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার সাহায্য ও গৃহীত হয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইমানুয়েলের সৈন্য দলের আশ্চর্য্য সমর কৌশল দেখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়েই চমৎকৃত হয়েন এবং তৎপরে তিনি যে ইউরোপের অন্যান্য রাজাদিগের মধ্যে একজন ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সার্ডিনিয়ান ও ফরাসিস্ সৈন্য একত্র হইয়া অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যভুক্ত লম্বার্ডি প্রদেশ আক্রমণ করে এবং অনেক শোণিতপাতের পর উহা ইমানুয়েলের হস্ত গত হয়। ১৮৬০ শালে টস্কানি, পার্ম্মা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ...ের অধিবাসীরা ইচ্ছা পূর্ব্বক ইমানুয়েলকে আপনাদের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে এবং সেই বৎসরেই বিখ্যাত গারিবল্ডির সাহায্যে নেপল্‌স সিসিলি ও ইটালির অধিকাংশ প্রদেশ সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। গারিবল্ডির ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমেরিকা নিবাসী মৃত ওয়াসিংটন ভিন্ন তাঁহার আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না। তিনি স্বদেশ হিতসাধন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বার্থ শূন্য। ইটালি একত্রীকরণ কার্য্যে ফরাসিস্‌রা সহায়তা করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদিগের মনে২ আশা ছিল যে ইটালি কালে ফ্রান্সের একটি প্রদেশ হইয়া যাইবে। গারিবল্ডিই কেবল তাহাদিগের সেই আশা ফলবতী হইতে দেন নাই। এখন যে ইটালি ও ফ্রান্স আমরা দুইটি স্বতন্ত্র দেশ দেখিতেছি এ কেবল গারিবল্ডির গুণে।

ইমানুয়েল স্বীয় বুদ্ধিবলে দিন২ যেরূপ বলশালী হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে বোধহয় তিনি অচিরাৎ সমুদায় ইটালির উপর আধিপত্য সংস্থাপনে সক্ষম হইবেন। ভিনিসিয়াও তিনি জয় করিয়াছেন; কেবল রোম অদ্যাপি পোপের যথেচ্ছাচারাধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি ইমানুয়েল একবার দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং সেই সুযোগে অষ্ট্রীয় ও প্রুশিয় সম্রাট দ্বয় সহ সাক্ষাৎ করিয়া আইসেন। কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি বায়েনা ও বার্লিনে গমন করিয়াছেন, তৎ সম্বন্ধে ইউরোপের সম্বাদ পত্র লেখকগণ যেসকল কথা কহিতেছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

কিছু দিন হইল একটি সভাতে প্রুশিয়, রুশীয়, ও অষ্ট্রীয় সম্রাট দিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। সভায় বসিয়া তাঁহারা কি মন্ত্রণা করিলেন, ইউরোপের অন্যান্য রাজারা তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ইমানুয়েল অষ্ট্রীয় সম্রাট্ কর্ত্তৃক আহূত হয়েন। ইমানুয়েল অষ্ট্রীয় সম্রাটের চির শত্রু। শত্রুর আহ্বান তিনি সহসা গ্রাহ্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁহার অসম্মতি প্রকাশ করিবার আর একটি কারণ ছিল। ইমানুয়েলের ফরাসিস্‌দের সহিত বরাবর সহানুভূতি ছিল। ইটালিয়ান ও ফরাসিস্ এক জাতি বলিলেই হয়। তাহাদের এক শোণিতে জন্ম এবং এক ভাষায় কথোপকথন হয়। তাহাদের পরস্পরের স্বভাবেও কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। দুর্লঙ্ঘ্য আল্‌পস্ পর্ব্বত ইটালি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী থাকাতে তাহাদিগের কস্মিনকালে পরস্পর ঝগড়া হয় নাই। ইহা ভিন্ন ইটালি একত্রীকরণ সময়ে ইমানুয়েল ফরাসিসদের নিকট হইতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি একবারে বিস্মৃত হয়েন নাই। এই ফরাসিসদের সহিত প্রুশিয় সম্রাটের যে রূপ সম্বন্ধ তাহা পাঠক বর্গকে বলিয়া দিতে হইবে না। সুতরাং যে সভায় ফ্রেডরিক উপস্থিত ছিলেন, ইমানুয়েল সে সভায় যাইতে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু এখন ইমানুয়েল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন যে ফ্রানসে রাজতন্ত্র সংস্থাপন হইলেই তাঁহার সহিত ফরাসিসদের যুদ্ধ বাঁধিবে। বিশেষতঃ

ফ্রান্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময় ফরাসিসদের সহিত তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছিল ইহাও তাঁহার এক্ষণে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুতরাং তিনি আর কেমন করিয়া একা থাকেন। তাড়াতাড়ি রাসেনা ও বার্লিনে গিয়া তথাকার সম্রাটদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া সম্প্রতি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

প্রস্তাবের অবয়ব ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোম সম্বন্ধে গোটাকত কথা বলিয়া ইহার শেষ করা যাক। ইটালি শীর্ষক প্রস্তাবে রোমের কিঞ্চিৎ বিবরণ না থাকিলে সে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রোমের এমনি দুর্দ্দশা, যে তাহার পার্শ্বস্থ দেশ সকল ইমানুয়েলের সুশাসনাধীন থাকিয়া যে সুখ উপভোগ করিতেছে, রোমের কপালে তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। ফরাসিস সৈন্য রোম ত্যাগ করণের পর হইতে পোপের রাজ্যশাসন ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও রোম তাঁহার সম্পূর্ণ শাসনাধীন। যে রোম এক সময়ে পৃথিবীর অধীশ্বরী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, যাহার যশঃসৌরভ তৎকাল জ্ঞাত দেশ সকল পরিপূর্ণ করিয়াছিল, যাঁহার নাম শ্রবণে অতীব ক্ষমতাশালী রাজারও সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিত, যে রোম আপন নৃপসন্তান কর্ত্তৃক জনৈক স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া দেশ হইতে রাজাখ্যা লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল, সেই রোম এক্ষণে একটি বৃদ্ধ ধর্ম্ম যাজক দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছে; কথাটি কহিতেছে না। কাল! তুমিই সর্ব্বক্ষম। তুমি মনে করিলে ইউরোপের পঞ্চপ্রতাপের মধ্যে এক্ষণে প্রধান প্রতাপ প্রুশিয়াকে দাসের দাস করিতে পার; আবার আমাদের দীর্ঘকাল পরাধীন, ভাগ্যহীনা ভারত মাতাকে আর অধিক দিন স্বাধীনতা সুখে বঞ্চিত না রাখিয়া, স্বতন্ত্রতা প্রদান করিতে পার। রোম সাম্রাজ্যের পতন! ইহা স্মরণ করিলে পৃথিবীতে তোমার যে কিছু অসাধ্য আছে, ইহা কি বিশ্বাস হয়? না। তুমি সর্ব্বভুক্, সর্ব্ব সংহারকারী। তোমার গুণের মধ্যে এই যে, তুমি আপন চক্রে আবর্ত্তন কালে নির্ব্বোধ মানবজাতিকে ভূরি২ নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়া থাক। যে মহাত্মারা সেই উপদেশের সার মর্ম্মানুসারে মানবজীবন কার্য্য করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারেন তাঁহারাই, ধন্য; তাঁহাদের কীর্ত্তিই অক্ষয় হইয়া চিরকাল ভূমণ্ডলে বিরাজ করে। কাল! রোমের যৌবনের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, সাগরতরঙ্গ শ্রেণীর ন্যায় সৈন্যসংখ্যা, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের ন্যায় সমরপটু অগণ্য সৈন্যাধ্যক্ষ, সকলই তুমি গ্রাস করিয়াছ। কিন্তু রোম আধুনিক সভ্যতার প্রসূতি, শিল্পকার্য্যের আদর্শ বলিয়া তাহার প্রতি লোকের যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে, তাহার ধ্বংস বা হ্রাস করণ তোমার বোধ হয় কষ্ট সাধ্য হইবে। রোম সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিব না। কেবল এই মাত্র বলিবার আছে যে যে সকল জাতির হস্তে ঈশ্বর পৃথ্বীশাসন কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন তাঁহারা যেন রোমের ইতিহাস মধ্যে ২ পাঠ করেন।

তারকেশ্বরের মোহান্তের মোকদ্দমা।

বিচারক

সি, ডি, ফীল্ড এস্কোয়ার এল, এল, ডি

দাওরার একটিং জজ

গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার পর আরম্ভ হইল।

মহারাণীর পক্ষে বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র উকীল

ও বাদীর পক্ষে বাবু দীননাথ ধর ঐ

ও বাবু উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকীল

প্রতিবাদীর পক্ষে জ্যাকসন সাহেব কন্সালি

ইবান সাহেব ঐ

কারথর সাহেব আটর্নি

বাবু নবীন চন্দ্র বড়াল ঐ

বাবু ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র উকীল

বাবু শারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উকীল

বাবু শম্ভুচন্দ্র গড়গড়ী চন্দননগর

ও বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক চুঁচুড়া

আসেসর দ্বয়

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জ্যাকসন সাহেব আপত্তি করেন, যে, নবীন নরহত্যাকারী, কারাবাসী, সে মোকদ্দমায় সাক্ষী হইবার উপযুক্ত নহে। জজসাহেব আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন। প্রথম সাক্ষী অভিযোগকারী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বলে যে সে এলোকেশীকে বিবাহ করিয়াছিল, একত্র সহবাস করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী পীড়িত থাকায় নবীনের শ্বশুরালয়ে তাহাকে রাখিয়াছিল এবং কাপড় চোপড় ছাড়া মাসে পাঁচটাকা করিয়া দিত।

সাক্ষী, এলোকেশীকে খুন করিবার পূর্ব্বে এলোকেশী তাহার মোহান্তের সহিত উপগতি স্বীকার করিয়াছিল।

এইস্থলে জ্যাকসনসাহেব ও ইবান সাহেব বলেন, এলোকেশী কি বলিয়াছিল, তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবেনা। বাদীর পক্ষে উত্তর দেওয়া হইল যে এলোকেশীর স্বীকারোক্তি সে জীবিত থাকিলে তাহার উত্তরাধিকারিণী হইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইত, সুতরাং গ্রাহ্য। তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে সুতরাং তাহার উক্তি ১৮৭২ সালের ১ আইনের ৩২ধারার ৩প্রকরণ মতে গ্রাহ্য হইতে পারে। জজসাহেব বলিলেন যে " উক্ত আইনের ১১ধারার ২প্রকরণ মতে তাহা গ্রাহ্য বটে

২ দ্বিতীয় সাক্ষী—গোপীনাথ রায় মোহান্তের দাওয়ান বলেন যে সে এলোকেশীকে জানিত। এলোকেশী মোহান্তের বাড়ীর খিড়কী দিয়া মধ্যে২ মোহান্তের সহিত দেখা করিতে যাইত। এলোকেশীকে রাত্রিকালে মোহান্তের

ঘুমাইবার ঘরে সাক্ষী দেখিয়াছে এবং প্রাতঃকালে ...ড় দিয়া নামিয়া আসিতেও দেখিয়াছে।

এলোকেশীর স্বামী এলোকেশীকে না লইয়া যাইতে ...র এই উদ্দেশে সাক্ষীকে লোক জন লইয়া যাইতে ...হান্ত হুকুম দেন। সাক্ষী বলে এলোকেশীর পিতা ...কমল ও তেলি বৌ দুইজনে যে কথোপকথন হইছিল তাহা নবীন আড়াল হইতে শুনিয়া থাকিবে।

এলোকেশী সধবা স্ত্রীলোক ছিল। তাহার সীঁথের ...র ছিল এবং তাহাকে লালপেড়ে শাড়ী পরিতে ...ী দেখিয়াছে, অদ্য এই পর্য্যন্ত হইয়া দিবা অবসান ...য় কাছারি বন্ধ হইল।

২১ নবেম্বর।

১১ টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত গোপীনাথের প্রতি জেরা ...য়াল হইয়াছিল। জেরায় কোন কোন কথার একটু ...নিক ও ঠিক হইয়াছে। গোপীনাথের পূর্ব্ব জোবান ... সম্বন্ধে কতক গুলি সওয়াল হইয়াছিল।

রাজেশ্বর পাটিয়া সাক্ষী——বলে যে সে একদিন এলোকেশী ও মোহান্তকে পাশাপাশি হইয়া একত্রে বসিয়া ...তে দেখিয়াছিল, তাহরা দোতালার দরদালানে বসিয়া ...। সে জমিদারের খাজানা দিবার জন্য মোহান্তের ...ছে টাকা ধার করিতে যায়। মোহান্ত তাহাকে দেখিয়া এলোকেশীর পৃষ্ঠে এক টা চাপড় মারায় এলোকেশী দৌড়িয়া ঘরের ভিতর গেল। সাক্ষী এলোকেশীকে তাহার ...আলয় কুন্দরোল গ্রামে দেখিয়াছিল তাহাতেই চিনিত, এলোকেশী সেখানকার ঝিউড়ী তাহাতেই সে চিনিত।

এই সাক্ষীর জোবান বন্দীর পর রাত্রি হওয়ায় কাছারী বন্ধ হইল।

জজ সাহেব শনিবারে বাদীর পক্ষের সাক্ষীদিগের জোবানবন্দী শেষ করিতে অনুরোধ করিলেন।

২২ এ নবেম্বর।

অদ্য, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, ...বনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বেণীমা... চট্টোপাধ্যায়, এবং জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সিরস সাহেবের জোবান বন্দি লওয়া হইল। ফরিয়াদির তরফ আর ...ক্ষী নাই।

২৪ এ নবেম্বর।

সরকারি উকীল বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র প্রথমে বক্তৃতা ...রেন: জজ সাহেব তাঁহার ইংরাজি ভাষার বাকপটুতা ...ক্ষে প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে জ্যাক্সন সাহেব ...া ৪।।০ টা পাঁচ টা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ...র বক্তৃতার মধ্যে দুই তিন টী স্থূল কথা ছিল। ...ন বলেন যে সাক্ষীদিগের জোবান বন্দিতে বুঝিতে ...া যায় যে, এই মোকদ্দমায় পুলিশের ইনিস্পেক্টর ...উল্লা খাঁ বিশেষ তদ্বির করিয়াছেন; বাস্তবিক এটি ...ট পুলিশের প্রস্তুত মোকদ্দমা। জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ...ন সাহেবও প্রথমতঃ বিচারকের কর্ত্তব্যতা বিস্মৃত ...া, উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তাহাতেই এত পীড়াপীড়ি হইতেছে। মূল মোকদ্দমা সম্বন্ধে জ্যাকসন সাহেব, বলেন যে যে সাক্ষী এলোকেশীকে মোহান্তের সহিত একত্রে থাকিতে দেখিয়াছে, তাহারাই বলিয়াছিল যে, সে সময়ে অন্য লোক সে ঘরে ছিল, এবং জোবান বন্দিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে স্ত্রীলোকেরা মোহান্তকে প্রণাম করিতে তাঁহার ঘরে যাইত সুতরাং এরূপ স্থানে পাঁচজন লোকের সহিত এলোকেশী মোহান্তের কাছে বসিয়াছিল বলিয়া মোহান্ত দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে না।

জ্যাকসন সাহেব অন্যান্য অনেক তর্ক বিতর্ক করেন। পরে জজ সাহেব বাবু শম্ভুনাথ গড়গড়ি আসেসরকে প্রথমে মত প্রকাশ করিতে বলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলেন যে মোহান্ত নির্দ্দোষী; কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন; যে, মোকদ্দমার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এবং এলোকেশীর সহিত মোহান্তের অবৈধ সংসর্গ হয় নাই তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস হইতেছে, দ্বিতীয় আসেসর বাবু শিবচন্দ্র মল্লিক। তাঁহার জামাতা বাবু নিবাসী বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সেন মোহান্তের পক্ষে প্রকাশ্য তদ্বির কারক ছিলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই উপস্থিত ছিলেন, মল্লিক মহাশয় প্রথমে বলেন যে, তাঁহার মাথা গরম হইয়াছে, তিনি কিছু বলিতে পারিতেছেন না; এবং জজ সাহেবকে বলেন, আপনি কর্ত্তা আপনি যাহা বলি বোঝেন তাহাই করুন। পরে জজ সাহেব কর্ত্তৃক মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হওয়াতে বলেন যে মোহান্ত দোষী। অদ্য জজ সাহেব মত প্রকাশ করিলেন না; বলিলেন যে বুধবার দিন বেলা ঠিক তিন টার সময় রায় দিবেন; রায় ইংরাজিতে দিবেন, সুতরাং যাহারা ইংরাজি জানেন তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিবেন। সেই জন্য লোকে তাহারকে টিকিট করিতে বলিলেন। যাহারা ইংরাজি জানেন তাঁহারাই প্রবেশ করিতে পারিবেন; এবং টিকিটে সেরেস্তাদারের সহি থাকিবে। এ দিকে বালকে এবং ইতর লোকে কাছারির বাহিরে মোহান্তকে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; জ্যাকসন সাহেব সেই বিষয় জজ সাহেবকে জানান, তিনি বলেন জ্যাকসন সাহেব মাজিষ্ট্রেটের সাহায্য প্রার্থনা করুন।

২৬ এ নবেম্বর।

অদ্য পুলিশ মোতায়েন ছিল, ৫০।৬০ জন কনষ্টেবল শান্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত ছিল। জজ সাহেব ৩।টার সময় রায় পড়িতে আরম্ভ করেন, পড়িতে পাঁচ টা বাজিয়া যায়। রায়টি সুদীর্ঘ ও ৬০ পৃষ্ঠা অবয়বী, জজ সাহেব মোহান্তকে দোষী বিবেচনা করিয়া তাঁহার শ্রম সহ তিন বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন এবং দুই হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জজ সাহেব রায় প্রকাশ করিলে মোহান্তের জামিন লইবার অথবা দণ্ড স্থগিত রাখিবার জন্য জ্যাকসন সাহেব দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত না মঞ্জুর হইলে মোহান্তকে জেলে লইয়া যাওয়া হয়।

২৭এ নবেম্বর।

মোহান্তকে ঘানি টানিতে দেওয়া হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে এরূপ অধিকদিনের জন্য কারাবাসী দিগকে প্রথমে কখনই ঘানি টানিতে দেওয়া হয় না; মোহান্তের সম্বন্ধে কেন যে নিয়মের পরিবর্ত্তন করা হইল, বলিতে পারি না।

রাজা উপাধিধারী তারকেশ্বরের মোহান্ত, যিনি কিছু কাল পূর্ব্বে অশীতি বর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণের দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে অদ্য ভয়সঙ্কুল কারামধ্যে উৎপীড়নকারী রক্ষকবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া দস্যুগণের সহিত তৈল পেশন করিতে হইতেছে. কি ভয়ানক অধঃপতন!!!

ধর্ম্মযাজকগণ সাবধান; ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সাবধান!! সকলেই সাবধান।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।

চনক চূর্ণ।

পিতৃভক্তি। একজন আলবর্ট ফ্যাশনি অর্থাৎ মাথায় সীঁথিকাটা বাবু একদিন পাঁচজন ইয়ার বন্ধু লইয়া অল্প খোশ মেজাজে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন এমন সময়ে সেই স্থানের সম্মুখদিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা যাইতেছিলেন। তাঁহার বসন মলিন, পরিধেয় বস্ত্র ক্ষুদ্র ও স্থূল সূত্র গ্রথিত। পদ পাদুকাবিহীন ও হস্তে বংশযষ্টি। ইয়ারের মধ্যে একজন তাঁহাকে অল্প চিনিত বলিল "কিহে শ্যাম বাবু তোমার বাপ যাইতেছেন নয়?" শ্যাম বাবু উত্তর করিলেন "হাঁ আঁ——ভা আ এমন কি বাপ!!!"

মাতৃভক্তি। ঐ শ্যাম বাবুর মত আর একজন যুবকের অশিষ্টাচরণে তদীয় মাতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাছা নবীন, তোর জন্য, যে বাবা পাড়ায় আর মুখ দেখাইতে পারি না! তোকে কি বাবা এই জন্য দশমাস দশদিন গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলাম?" তাহাতে নবীন উত্তর করিল "মা তুমি গর্ব্ভ গর্ব্ভ বলে রোজ রোজ মুখ নাড়া দিও না। গর্ব্ভটা কি? এক হাত একোয়ার গুদাম বইত নয়? দশমাস দশদিনের ভাড়া পাবে বইত নয়? না হয় পূরা এগার মাসের লও, বড় অধিক শালিয়ানা হিসাবে না হয় এক বৎসরের লইবে। গুদামের ভাড়ার জন্য রোজ রোজ এত মুখ নাড়া কেন? পাঁচজনকে ডেকে চুকাইয়া লও।"

গুরুভক্তি। পল্লী গ্রামে কোন গৃহস্বামীর বাটীতে চাকর, কৃষাণ সকলেই পীড়িতছিল। কে তামাক সাজিবে সেই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হওয়ায় গৃহস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞান বিলক্ষণছিল ও তাঁহার ইষ্টদেব সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার দিকেদৃষ্টিপাত করিয়া অতি ভক্তি ভাবে বলিলেন যে "ঠাকুর মহাশয় থাকিতে আমার বাড়ী আর কেহ তামাকু সাজিতে পারিবেনা। সকল ক্রিয়া কাণ্ডে উনিই আমার কাণ্ডারী॥"

দেবভক্তি। একজন গৃহস্থ এই রূপ উইল করিয়া যান—

—"কস্য ইচ্ছা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে যেহেতুক আমার শরীর অসুস্থ কোনদিন কি হয় বলাযায়না তাহাতে জ্ঞান পূর্ব্বক এই রূপ নিয়মকরিয়া যাইতেছি যে—

১দফা। আমার মরণান্তে আমার ত্যজ্য স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান ভবদেব পালিত দখলি কার ও স্বত্ববান হইবেন কেবল—

২। দফা রঙ্গমণি নামে যে বেওয়া আমাকে বহু দিনাবধি সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, তাহার সোণারূপার অলঙ্কারাদি ঐ রঙ্গমণিরই রহিল; আর খিড়কির দক্ষিণে নীচের লিখিত চৌহদ্দী অন্তর্গত /৩ কাঠা ভূমি সায় তত্র পরিস্থ এক কাহিবর ঐ রঙ্গমণির রহিল। এবং

৩দফা। ডিল জলার মাঠে ৮আট বিঘা নিষ্কর ভূমি যাহা রামসেবক চৌধুরি মোকদ্দমা জিতিয়া এক্ষণে দখল করিতেছে ও যাহাতে আমার সম্পূর্ণ হক আছে, সেই ভূমি ও তাহার উপস্বত্ব এবং যে সকল তৈজসাদি গত বৎসর বৈশাখ মাসে সিঁদ কাটিয়া চুরি করিয়া লইয়া যায়, ঘড়া ঘটি বহগুণা থালা প্রভৃতি সেই সকল তৈজস, ও আজি ছয় মাস হইল আমার ভদ্রাসন বাটীর উত্তর দিগের বাড়া গাছির মাঠে পালে চরিতে গিয়া যে কেলে বক্‌নাটা হারাইয়া গিয়াছে সেই বক্‌না গোরুটি আমি পিতৃপুরুষ স্থাপিত ৺জনার্দ্দন ঠাকুরের সেবা বৃত্তিজন্য অর্পণ করিলাম। উক্ত ভূমি সম্পত্তি, গো, এবং তৈজসাদিতে আমার পুত্র উক্ত শ্রীমান ভবদেব পালিতের কোন স্বত্ব বা অধিকার থাকিবে না। এতদর্থ সুস্থ শরীরে আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক ইচ্ছাপত্র লিখিয়া দিলাম।

ইসাদি

শ্রী——

সাধারণী সম্প…

পাঁচকড়ি রায়

সাং চুঁচুড়া

পতিভক্তি। বিমলা অলকায় তাল পুকুরের ঘাটে বসিয়া কথোপকথন হইতেছে; বেলা দুই প্রহর বিমলার গলায় নূতন পাঁচনরি, বলিতেছেন; পাঁচনরির কথা আর বলিস্‌নে বন্; কাল সকালে আমি তাঁকে বলি লাম যে তুমি দেবে তবেত আমি পরিব! তুমি পাঁচনরি লয়ে তবে আজ ঘরে এস; তিনি সেই কথাতে সেই সেকরা বাড়ীগিয়া বসিলেন আর উঠিলেন না; আমি রাঁধা বাড়া করে মনে করিলাম তিনি পাঁচনরি আনিলে আমি ধীরে সুস্থে পরিতে পাবনা এই বেলা চারিটি খেয়ে নি; খাওয়া দাওয়া করে একটু আলস্য হল শুনিয়েছি অমনি বন ঘুম এয়েছে। বেলা চারিদণ্ড থাকিতে দেখি যে তিনি এসে পায়ে হাত দিয়া উঠাইতেছেন, অমনি ধড়মড়িয়া উঠে বলিলাম কই পাঁচনলি কই? তিনি হাসিতে হাসিতে আমায় পাঁচনলি দেখালেন আর বলিলেন যে এই লও এই পর। আহা বন তাঁহার আহ্লাদেই আমার আহ্লাদ, হাজার হক সোয়ামী, পরম গুরু, তাঁর

…তে আর এই পাঁচনলি দেখে আহ্লাদে গলে গেলাম, …নি সন্ধ্যার পর কখন দুটা খেয়েছিলাম তাহা মনে …, তবে তাঁর অহ্লাদে আর পাঁচনলি গলায় দিয়া এমনি হল তাঁকে খাওয়াতে ভুলিয়া গেলাম। রাত্রি …ম দিয়ে গেছে, ঘুমিয়া পড়িয়াছিলাম, কিছু টের … নাই। তাই বন্ বলি সকাল সকাল চারিটী রেঁধে …গে, কাল অবধি তিনি কিছু খান নাই। তাই …তাড়ি করে দুটো বাড়া ভাত ছিল তাই মাছপোড়া … খেয়ে স্নান করিতে আসিতেছি; গাটায় কেমন ময়লা …য়াছে আর মাথটায় কেমন আটা আটা হইয়াছে; … আসবার সময় একটু হলুদ আর একটু খইল লয়ে, …সিলাম। অলকা মাথাটা একটু ঘসে দেনা বন্, …ড়া চুলগুলসয়ে মলাম। দে বন্, আবার সকাল …ল গিয়ে রেঁধে দিলে তবে কাল অবধি উপোসী …ছেন ভাত পাবেন। হাজার হক সোয়ামী—কেমন …!!!

সংবাদ।

…বাঙ্গালা ১২৮০ সালের প্রথমে সমস্ত ভারতবর্ষে ৫৫১১ …ল পথে রেল গাড়ি চলিয়াছিল; ইংরাজি ১৮৭২ সালে …ত বৎসরে ৬৩০১৬১৭০ টাকা আয় হইয়াছে; আরোহী… …স্থান হইতে প্রায় দুই কোটি ও দ্রব্য সামগ্রীর ভাড়া প্রায় … কোটি টাকা হইবে। সমস্ত বৎসরে ব্যয় ৩৪৮২৩৯৪০ …; সুতরাং ২৮৬৯২২৩০ টাকা লাভ হইয়াছে; গবর্ণ… …ট ৪৬০০৮৮৩০ টাকা স্বীকৃত সুদ দিয়াছেন; তাহা …তে ঐ পূর্ব্বোক্ত লাভের টাকা বাদ দিলেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ১৭৩১৬৬০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত দিয়াছেন। রেলওয়ে আরম্ভ হইয়া অবধি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় … কোটি টাকার লোহা লক্কড় বিলাত হইতে আসি… …ছে; গত বৎসর অক্টোবর মাসে ৫৬০৪০ জন লোক …ওয়ে কর্ম্মচারী ছিল; তাহার মধ্যে আন্দাজ ৫০০০০ …দেশীয়। ৭২ সালের শেষে ৬১৯৪০ জন অংশীদার …ন। তাহার মধ্যে ৩৮৮ জন মাত্র ভারতবর্ষীয়। ৭২ … ৯ জন আরোহীর মৃত্যু হয় এবং ৫৮ জন আঘাত … হয়। ইহার মধ্যে আপনাদের দোষে ৩ জন মরি… …ল এবং ২১ জন আঘাত প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত …ওয়ের ও কণ্ট্রাক্টি দার গণের চাকর ১০৮ জন, অবৈধ… …রেল পথে বিচরণ করিতে ছিল এমন ৭৮ জন এবং …৬ জন সর্ব্বশুদ্ধ ২১১ জন মরিয়াছে। সম্বৎসরে …৫৫৯৬ জন আরোহী হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত ১২৮৫৯ … এক মাসের জন্য বা অধিক কালের জন্য টিকিট … তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী সংখ্যা প্রায় …রা ৯৪ হইবে; এবং তাহাদের স্থান হইতে প্রায় … ৭৭ টাকা আয় হইয়াছে।

…ডিবিজন বাগের হাটের অন্তর্গত বহরবোলা গ্রাম; —পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্মণ পরিবর্ত্ত …রে আপন ভ্রাতার বিবাহ দিবার জন্য একটি …ন্যাকে আপন ভাগিনেয়ী সাজাইয়া তাহার সহিত খান্‌কাগ্রামনিবাসী রামধন চক্রবর্ত্তীর পুত্রের ও ঐ রামধন চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত আপনার ভ্রাতার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করে। পরে দশ বন্ধনের দিন নিকট হইলে এবং সেই দিন বরকন্যার একত্রিত হওয়ার রীতি থাকায় পূর্ণচন্দ্র বেশ্যা কন্যাকে স্বীয় ভবনে আনয়নার্থ তাহার মাতার নিকট যায়। কিন্তু বেশ্যা, কন্যাকে পাঠাইতে অস্বীকার করে। তখন পূর্ণ চন্দ্র ফাঁপরে পড়িয়া দেখিল যে তাহার ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইয়াছে, জন সমাজে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে না পারিলে, তাহার নিস্তার নাই। সেই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য স্বীয় সহোদরার বাটীতে যাইয়া তাহার অল্পবয়স্কা ভাগিনেয়ীকে বিষ মিশ্রিত নারিকেল খাইতে দেয়। এবং ভাগিনেয়ীটি তাহা খাইয়া কিছু ক্ষণ পরে স্বীয় জননীর নিকট বলে "মা! মামা আমাকে নারিকেলের সহিত কি শাদা গুঁড়া খাওয়াইয়াছে, আমার গা কেমন করিতেছে।" এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই ভেদ বমন হইয়া কন্যাটির মৃত্যু হয়। তাহাতে পূর্ণচন্দ্র সকলের নিকট প্রকাশ করেন যে, তাহার যে ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইয়াছিল তাহার ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঐ বালিকার পিতা পুলিসে সবিস্তার বিজ্ঞাপন করায় পূর্ণচন্দ্র পুলিসে নীত হয়। পরে পুলিস হইতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট এবং পরে শেশনে প্রেরিত হয়। যশোহরের এডিশনাল জজ শ্রীযুক্ত কালকস সাহেবের বিচারে পূর্ণ চন্দ্রের দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় হতভাগার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে ও সেই আদেশ মঞ্জুরি জন্য হাইকোর্টে প্রেরিত হইয়াছে। নরাধম।

প্রায় পাঁচবৎসর হইল ঢাকায় করমচাঁদ নামক এক ব্যক্তির কারাবাস আজ্ঞা হয়। সে আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিল যে "করম চাঁদকে কয়েদ করিয়া রাখে এমন জেল খানা এখনও বাঙ্গালায় হয় নাই।" করম চাঁদের কথাও যা কাজেও তা; কিছু দিন পরেই করম চাঁদ অন্তর্হিত হন। প্রায় তিন মাস হইল করমচাঁদ ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনী মোহন দাসের খানসামাকে আঘাত করার অপরাধে ধৃত দণ্ডিত ও কারাগারে নীত হয়। এবারও করমচাঁদ পূর্ব্বমত স্পর্দ্ধা করে এবং করমচাঁদের কথাও যা কাজেও তা। আজ চৌদ্দ দিন হইল, সেপাই শাস্ত্রি পাহারা দিতেছে, করমচাঁদ পূর্ব্বে বলিয়া কহিয়া দিয়াছে, দিন দুপ্রহরে আপনার গায়ের কম্বল জেলের প্রাচীরের বোতল ভাঙ্গার উপর ফেলিয়া দিয়া একটা বাঁশ প্রাচীরে লাগাইয়া দিয়া, স্বচ্ছন্দে চম্পট। মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ধৃত করাইয়া দিতে পারিলে পারিতোষিক দিবেন ঘোষণা দিয়াছেন। পুলিস নিদ্রাভঙ্গে সতর্ক অনুসন্ধান করিতেছে। করম চাঁদ দিনকত খোলা হাওয়া খাইতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন যে—১লা হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অযোধ্যা প্রদেশ হইতে ৪৩,০৩৫ মন চাল রপ্তানি হইয়াছে।

সর্ জর্জ কাম্বেল সাহেব বেঙ্গল সোসিয়াল সায়েন্স সভার ১৮৭৪ সালের সভাপতি হইয়াছেন।

কোচিন প্রদেশে কুক্কুটের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে: পূর্ব্বে

দেড়টাকায় ১২ টা পাওয়া যাইত এখন চারি পাঁচ টাকাতেও তাহা পাওয়া যায় না। ইয়ং বেঙ্গল সাবধান।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে ডাক্তার ম্যাকনামারা সাহেব জয়পুরের মহারাজার চক্ষুরোগের চিকিৎসা করিতে জয়পুর গমন করিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত সংবাদ লিখিতেছি যে মহারাজ সাহেবের চিকিৎসা গুণে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

মহারাজ সিন্ধিয়ার ভাবী মহিষী সুসার গ্রামে আগমন করিয়াছেন, সেই স্থানে তাঁহাদিগের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে। ভারতচন্দ্র কাঞ্চনরাজপুত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

'বাসার সুসরে হবে আশার সুসার।'

এখানে সিন্ধিয়া মহারাজ সম্বন্ধে হইয়াছে:

সুসার বাসার হবে আশার সুসার।

ইকনমিষ্টের সম্পাদক রবর্ট নাইট সাহেবের টাইম্স অবইণ্ডিয়া কাগজে যে স্বত্বছিল, তাহা তিনি ৫০০০০ টাকায় মল্ সাহেবকে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছেন। মল্ সাহেব ঋণ গ্রস্ত হইয়া সেই স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ টাকার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টে তাঁহার নামে ৫০০০০ টাকার দাবিতে নালিশ হইয়াছে।

রাজপুতানা সরকারি রেলওয়ের জন্য জয়পুর, কৃষ্ণগড়, ভরতপুর, এবং আলোয়ারের মহারাজাদিগের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই সকল ভূমিতে রেল বর্ত্ম ছাড়া অনেক প্রজার বসতি আছে। ঐ সকল প্রজার উপর দেওয়ানি ক্ষমতা মহারাজাগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানে আট আইন প্রচলিত হইল এবং রাজপুতানা সরকারি রেলওয়ের পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন। আলোয়ার এবং পূর্ব্ব রাজ পুতানার রাজ প্রতিনিধিগণ জেলার জজের ক্ষমতা পাইলেন এবং মহিমার্ণব গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের রাজ পুতনাস্থ প্রধান প্রতিনিধি হাইকোর্টের ক্ষমতা পাইবেন।

একপক্ষ হইল পঞ্জাবে একটি অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়াগিয়াছে। রেলওয়ের একজন চাপরাসি দূর হইতে দেখিতে পাইল যে একটি বালক রেলের উপর দাঁড়াইয়া আছে; পশ্চাৎ হইতে কল গাড়ি মোড় ফিরাইয়া বেগে তাহার দিকে আসিতেছে। চাপরাসি জানিত যে বালকটি সম্পূর্ণ বধির সুতরাং তাহাকে ডাকিয়া বলিতে যাওয়া বৃথা জানিয়া দৌড়িয়া গিয়া বালকটিকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিল বটে কিন্তু আপনি সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল ও কলের চাকা তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। চাপরাসি পরোপকারার্থে আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। সকলেই বলিবেন যে তাহার পরিবার প্রতিপালনের ভার সাধারণের বা সরকার বাহাদুরের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বরদাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্র কলিকাতা হিন্দুহষ্টেলে থাকিতেন। গত ৩রা অগ্রহায়ণ রাত্রি চারি ঘটিকার সময় ইনি হাইড্রোসিয়ানিক (প্রুশিক) আসিড্ পানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার হষ্টেলবাসী বন্ধুগণ বিষপানের বিষয় অবগত হইয়াই তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া মেডিকেল কালেজের চিকিৎসালয়ে লইয়া যান। কিন্তু চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র সেই হতভাগ্য যুবকের প্রাণবিয়োগ হয়। পর দিন মৃতদেহ যথাবিধি ব্যবচ্ছেদ করা হয়। বরদাচরণ একজন সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তের সন্তান। কি কারণে তিনি এইরূপ শোচনীয় আত্মহত্যা করেন, তাহার কারণ প্রকাশ হয় নাই। তবে ইনি বহুকাল হইতে পারিবারিক গোলযোগ নিবন্ধন নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতে ছিলেন। এইটীই তাহার আত্মহত্যার কারণ কি না বলিতে পারা যায় না। আমাদিগের কোন কোন সহযোগী বরদাচরণের পরিবর্ত্তে শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জানি, হিন্দু হষ্টেলে উক্ত নামে একজন বোর্ডার আছেন। সহযোগীদিগের এবিষয় বিশেষ জানিয়া লেখা উচিত ছিল। হষ্টেল বাসিগণ বরদাচরণের মৃত্যুতে একান্ত শোক গ্রস্ত হইয়া আমাদিগের নিকট একটী কবিতা প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। এতদ্দ্বারা হষ্টেলের ছাত্রগণের সহৃদয়তা অনেকাংশে উপলব্ধ হইবে।

ঝর্কনায়রে একটি কালেজ সংস্থাপন করিবার কল্প হইতেছে। খনিতে যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদিগকে ভাল শিক্ষা প্রদান করা ঐ কালেজের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে অতি অল্প দিনের মধ্যে অনেক অর্থ সংগৃহ হইয়াছে।

পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মেঃ ফ্রেডরিক ওয়ায়র সাহেব দণ্ডবিধি আইনের ২৬৬ ধারা মতে আপিল শুনিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনারেবল রেজেট ডেবিট কলবিন সাহেব পুনর্ব্বার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণনরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

রবর্ট ফুলটন রামপিনি সাহেব কিছু দিনের জন্য ঢাকা জেলার প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন।

বোগরার সবডেপুটী বাবু তারিণী শঙ্কর রায় তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আসিষ্টাণ্ট কমিসনর কাপ্তেন উইলিয়ম জর্জ মৌল্যাণ্ড কিছু দিনের জন্য শিবসাগর জেলার অন্তর্গত গোলাঘাট বিভাগে কর্ম্ম করিবার আদেশ পাইয়াছেন।

শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এডমণ্ড ব্রিটন গডফ্রে সাহেব শ্রীরামপুরেই রহিলেন। কিছু দিন হইল তাঁহার বদলি হইবার যে হুকুম হয় তাহা রদ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিস্যনরের পার্শনল আসিষ্টাণ্ট বাবু কেদার নাথ দাস ১৫ই নবেম্বর হইতে তিন মাসের বিদায় পাইয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাবু কালী পদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কার্য্য করিবেন।

...লেদহের প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী বাবু অক্ষয়কুমার ...ধ্যায় কিছু দিনের জন্য বগুড়া জেলার বদলি হইলেন। তথাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডেপুটী বাবু অ...কুমার বসু তাঁহার কার্য্য করিবেন।

বগুড়ার প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটী বাবু ব্রজমোহন ... কিছু দিনের জন্য রঙ্গপুরের ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার নিয়ত কর্ম্মচারী ...তারিণী শঙ্কর রায় তাঁহার কার্য্য করিবেন।

মুরশিদাবাদ জেলার সবডেপুটী বাবু অক্ষয়কুমার ... প্রথম শ্রেণীর সবডেপুটী হইলেন তথাকার কানন গুই ... জগৎচন্দ্র রায় কিছু দিনের নিমিত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ...ডেপুটী হইলেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ ভাগলপুর জেলার অনরারি ...ষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

বাঁকা বিভাগ।

বাবু কালীপ্রসাদ সিংহ	জমিদার
,, ধীরনাথ চৌধুরী	,,
,, লক্ষীপ্রসাদ মণ্ডল	প্রজা ও মহাজন
মহম্মদ হসেন	প্রজা

মধেপুর বিভাগ।

সুবল সিংহ	চাসি
বালগোবিন্দ সাহন	,,
চুনি ভক্ত	,,
হমভাল মণ্ডল	,, ও দোকানদার

গোপুল বিভাগ।

বাবু বাবুলাল চৌধুরী	ক্ষুদ্র জমিদার
,, বকু সিংহ	,,

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর বাবু ...বন্ধু সেন ১৭ই নবেম্বর হইতে ১০ দিনের বিদায় পাইয়াছেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল কমিটীর সভ্য ...যুক্ত হইয়াছেন।

বাবু জগমোহন পোদ্দার	জোতদার
মুন্সী বনয়ারি লাল	,,
,, হাফেজুদ্দিন সরকার	,,
বাবু লক্ষীকান্ত সরকার	,,
,, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	

সি. বি, ক্লার্ক সাহেবের অনুপস্থিতিতে আলফ্রেড ...নি ক্রফট সাহেব পূর্ব্ব বাঙ্গালা বিভাগের ইন্স্পেক্টর ...কুলের কার্য্য করিবেন।

জেমস্ সটক্লিফ সাহেব তিন দিনের অতিরিক্ত ছুটি ...ইয়াছেন। ঐ কয়েক দিবস মধ্যে তাঁহাকে আপন ...র ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ হুগলি জেলার স্কুল কমিটীর ...তিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

বাবু শিবচন্দ্র দেব
,, বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
,, সত্য দয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়
,, গোবিন্দ চন্দ্র বসু
বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায়
মেঃ জে. ই. বি ডেক্
,, হারম্যান কিস্চ
বাবু গৌরদাস বসাক
,, উপেন্দ্র নাথ মল্লিক
মেঃ ডবলিউ এফ রবিন্সন
,, ,, ষ্টকার্ট
বাবু কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য
মেঃ আর এন্ বার্জেন
বাবু কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য
,, রাধা গোবিন্দ দাস

সমালোচন।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ।

বিদ্যাপতি।

বহুবাজার, স্মিথ এণ্ড কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত।

পূর্ব্বের অঙ্গীকার অনুসারে আমরা এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু কয়েকটি কারণে গ্রন্থের গুণ ব্যতীত দোষ দর্শনে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

প্রথমতঃ সংগ্রহকার ভূমিকার শেষে বলিয়াছেন, "পাঠক এ গ্রন্থে যাহা কিছু মনোহর দেখিবেন, তাহা গ্রন্থকারদিগের ও আমাদের স্বত্ব, আর যাহা দেখিবেন কদর্য্য, অর্থহীন ও অসংলগ্ন, তাহা বটতলার ঘাড়ে চাপাইবেন।" যদিও আমরা আপনাদিগকে সাধারণ পাঠক অপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ জ্ঞান করিয়া উক্ত অনুরোধ বাক্য অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু সংগ্রহকারের চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া তাহা করিলাম না। আর একটী কথা বলিলেই অনুরোধ বাক্যটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত করি, "যাহা কিছু কদর্য্য দেখিবেন, তাহা বটতলার ও স্মিথ এণ্ড কোম্পানীর ঘাড়ে চাপাইবেন।" এরূপ বলিলে আমাদিগকে আর একটীও কথা বলিতে হইত না। এখন বলিতে হইতেছে, যে সংগ্রহকার রাধাকৃষ্ণ রস যেমন বুঝেন ব্যবসায় তেমন বুঝেন না, কেননা তাঁহার পদাবলীর মুদ্রাঙ্কন ভাল হয় নাই ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ রসে, কৃষ্ণ গুণে, কৃষ্ণ গানে আমরা প্রায়ই দোষ ভাগ দেখিতে পাই না গুণই দেখিতে পাই। এগ্রন্থেও সেইরূপ হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, উত্তম সংগ্রহে যাহা কিছু আবশ্যক সংগ্রহকার তাহা প্রায় সকলি করিয়াছেন; পদগুলি বিষয় বিবেচনা করিয়া শ্রেণী পূর্ব্বক সাজাইয়াছেন, দুরূহপদ সকলের অর্থ ভিন্ন স্থানে অকারাদি করিয়া অভিধানের মত দিয়াছেন; দুরূহ বাক্য সকলের অর্থ প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন; ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আছে তাহাও নিম্নে লিখিয়াদিয়াছেন, সুতরাং সংগ্রহ যে অতি উত্তম হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন ১৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপিনী "ভূমিকা" বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের "জীবনী" ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংগ্রহকারদিগের "গ্রন্থ সমালোচনা" আছে। এই সকল ভাগে উত্থাপিত বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক কথা বলিবার আছে।

সংগ্রহকার ভূমিকায় বলিয়াছেন:– "যাঁহারা দন্ত্য নয়ের নীচে ত ও তাহার পরে দন্ত্য ন দেখিলে অশ্লীল বলিয়া চমকিয়া উঠেন, তদ্রূপ ভঙ্গপ্রবণ ক্ষীণাত্মা পাঠকের জন্য এ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে না।" উত্তম কথা, কিন্তু তথাপি সংগ্রহকারকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার গ্রন্থের ৬৮, ৬৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবিতাটীও কি অশ্লীলতা দোষে দূষিত নহে, যদি বলেন, না, তবে সংগ্রহকার কাহাকে অশ্লীল বলেন, বলিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ কবিতা গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত না করাই ভাল ছিল; গ্রন্থের দোষ ভাগের হ্রাস হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কবিদ্বয়ের জীবনী সম্বন্ধে, তাঁহাদের সমসাময়িকত্ব সম্বন্ধে, তাঁহাদের ভাষা সম্বন্ধে আমাদিগের সহিত সংগ্রহকারের অনেক বিষয়ে ঐক্য নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের সম্পূর্ণ অবকাশাভাব, একে সম্পাদকীয় কার্য্যে নূতন ব্রতী, তাহাতে পরিবার মধ্যে রোগ ভোগে নিতান্ত বিব্রত, সুতরাং সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও আমরা এক্ষণে কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

এই ভাগের সমালোচন করিতে পারি আর না পারি, তাহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বিরচিত পদাবলীর কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যে কেহ বঙ্গ ভাষার আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে সমুৎসুক হইবেন, তাঁহার নিকটেই এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবে; যে কেহ বঙ্গ ভাষার উৎকৃষ্ট গীতি কাব্য পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার নিকট এই গ্রন্থ অবশ্য আদর প্রাপ্ত হইবে; যে কোন কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি কৃষ্ণলীলা রসামৃত পান করণাভিলাষী হইবেন, তাঁহার নিকট এই গ্রন্থ অবশ্য আদরণীয় হইবে, এবং যে কোন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি আধুনিক নিধুর টপ্পাগানে, বা মধুকানে, বা দাশরথীর ঝাপতালে সম্পূর্ণ প্রীতিলাভ করিতে নাপারিয়া, মনোহরশাহী কীর্ত্তন শুনিতে বা অভ্যাস করিতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহার নিকট এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ অবশ্য আদরের সামগ্রী হইবে। এবং সাধারণ পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করুন, পরিশ্রম সফল হইবে সময়ের সদ্ব্যয় হইবে।

বিদ্যাপতি রচিত কয়েকটী মনোহর পদ গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া এবং সংগ্রহকারকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

বাসন্তী কবিতা।

(মায়ুর।)

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল,
মাতল নব অলিকুল।
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জবন শোভন,
নব নব প্রেম বিভোর॥
নব রসাল মুকুলে মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব রস কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী,
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐ ছন, নব নব খেলন,
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

বর্ষা।

জয় জয়ন্তী।

হে সখি আমারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর, এ মাহ ভাদর,
শূন মন্দির মোর॥
কুলিশ শত পাত, মোদিত ময়ূর,
নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি, ঘোর যামিনী,
থির বিজুরি পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ, কৈছে গোঙায়বি,
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

অনুরাগ।

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম পরিণামা।
আপন জীবন, করল পরাধীন,
নাহি উপকার এক ঠামা॥
ঝাঁপয়ে কূপ, নামই না পারিয়ে,
আইতে পড়লহুঁ ধাই,
তৈখনে লঘু গুরু, কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে চাই।
মধুসম বচন, প্রেমরস মাখুথ,
পহিলহি নাজান সুভেলা।
আপন চতুরপণ, পর হাতে সোপনু,
হৃদিসে গরব দূরে গেলা॥
এত দিনে আনু, ভালে হাম আছনু,
অব বুঝল অবগাহি।
আপন শূল হাম, আপহি চাঁছনু,
দেখি দেয়ব অবকাহি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী—
চিতে নাহি গুণহি আন।
প্রেমক কারণ, জীউ উপেখয়ে,
জগজন কো নাহি জান॥

প্রার্থনা।

ধানশী।

(১)

যতনে যতেক ধন পাপে বাটায়নু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বান্দো তুয়াপদ নায়।
অবহেলে পরিহরি, পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥
যাবৎ জনম হাম তুয়াপদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়ল
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহ বিদ্যাপতি, সেহ মনে গুণি,
কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাজব বেরি, সেবা কোই মাগই
হেরইতে তুয়াপদ লাজে॥

(২)

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমপিলু,
দয়া করি না ছাড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী যে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়াপর সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়াপদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।

প্রেরিত।

বরদা বিয়োগ।

ওই গেল!

ওই গেল বঙ্গবাসী! স্নেহময় ধন,
ছাড়ি প্রিয় বন্ধুগণ, অভিন্ন হৃদয়জন,
গেল গেল ওই গেল জন্মের মতন।

বঙ্গজন বন্ধুগণ! কাতর অন্তরে,
ঢাকি মুখ আপনার, ফেল অশ্রু একবার,
নীরবে সকলে এবে অভাগার তরে।

বিশাল জলধি! তুমি গভীর নিস্বনে,
যেখানে যেখানে যাও, কান্দিতে কান্দিতে গাও,
ডুবিল অভাগা ওই অনন্ত জীবনে।

হা জনক! স্নেহময় রহিলে কোথায়,
আসি দেখ এইক্ষণে, হলাহল সমীরণে,
হৃদয়ের দীপ তব নিবিল হেথায়।

জননি! স্নেহভরা দয়াস্বরূপিণি!
সহিল না বিলম্বন, অমনি হৃদয় ধন,
টানিয়া কোলেতে নিলে তুমি পাগলিনী।

হায় সখে! প্রিয়তম, ভুলিয়া সকল,
নাহি পেয়ে কোন সুখ, নিবারিলে মনোদুখ,
নীরবে করিয়া পান ভীষণ গরল।

যেই দেহে ছিল তব পরম যতন,
অতুল দুখের ভরে, তেজিলে সে দেহবরে,
কঠোর শ্মশানে তাহা করালে শয়ন।

সুখময় জন্মভূমি করি পরিহার,
অতি দীনভাবে এসে, দীনভাবে চলিগেলে,
ভাসালে শোকের জলে হৃদয় সবার।

কান্দালে কান্দালে তুমি সহবাসিগণ,
হেরনিয়ে একবার, ফেলি কাজ আপনার,
সকলে কান্দিছে হেথা ঢাকিয়া বদন।

কুক্ষণে তামসী নিশা আইল ধরায়,
কুক্ষণে শয়ন পর, ভাবিলে হে নিরন্তর,
কুক্ষণে শমনবরে করিলে সহায়।

সেই কাল নিশা শেষে গেল পলাইয়া,
করিয়া মোহিনী ভূষা, আইল রূপসী উষা,
উদিল প্রাচীতে রবি হাসিয়া হাসিয়া।

কিন্তু হায়! তব ঘুম ভাঙ্গিল না আর,
বন্ধুজনে ফাঁকি দিয়া, নেত্রদ্বয় নিমীলিয়া,
শুইলে কোলেতে ভাই! অনন্ত নিদ্রার।

হাসিয়া হাসিয়া আর আশ্রম বাসীরে,
করিলে না সম্ভাষণ, স্নেহময় আলিঙ্গন,
অতুল আনন্দে আর চাহিলে না ফিরে।

সকলে বরদা বলি কান্দিল নীরবে;
এই তব ছিল মনে, ভাল বাসা বন্ধুজনে,
পলাইলে দেশান্তরে ফাঁকি দিয়া সবে।

হে ঈশ্বর! জানি তুমি পতিত-তারণ,
অভাগা পাপীর তরে, ডাকি মোরা সকাতরে,
চরণে রাখিও নাথ! বরদাচরণ।

বরদা বিয়োগ বিধুর—হিন্দু হষ্টেল বোর্ডারগণ।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

স্থানাভাব।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মস্তব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

জয়দেব চরিত।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত উক্তগ্রন্থ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে আমার নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল ৴০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্যজন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন, এবং প্রত্যেক টাকা[illegible] এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইতে হইবে, কেননা [illegible] ক্রয় করণকালে, আমাদিগকে এক আনা করিয়া অধি[illegible] দিতে হয়।

যেহ কেহ মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে প্র[illegible] রসীদ স্বরূপ প্রত্যুত্তর পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে[illegible] আমরা তাহা লিখিতে পারিব না, সকল মূল্য প্রা[illegible] আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির [illegible] সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার কর[illegible] কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি [illegible] গ্রাহক মূল্য প্রেরণের ৩ই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে [illegible] মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ ক[illegible] সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

আমরা সাধারণীর মূল্যের নিয়মে প্রকাশ করি[illegible] যে সাধারণী পাইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রে[illegible] হইবে; তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে [illegible] লইয়া, বাকি অগ্রিম মূল্য স্বরূপ স্বীকার করিব; [illegible] সাধারণীর বয়ঃক্রম এক মাস হইয়া গিয়াছে, আর [illegible] সপ্তাহ মধ্যে মূল্য না পাইলে, আমরা অগত্যা মূল্যে[illegible] নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইব।

অদ্যাপি কেহ কেহ কাঁটাল পাড়া বঙ্গদর্শন আফি[illegible] সাধারণীর মূল্য ও বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি প্রেরণ করি[illegible]ছেন, নিবেদন যে তাহা আর না করেন।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

মূল্য প্রাপ্তি।

রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বঙ্গাধিকারী মহাশয় তাহাপু[illegible]

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা

,, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য রায়বেরিলি

,, বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় চুচুড়া ...

,, কৃষ্ণকুমার চৌধুরী, ঘাটেশ্বরাল ...

,, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, জলপাইগুড়ী ...

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	...
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	...
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	
মাসিক	...
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...	...

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী[illegible] চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদ[illegible] ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্র[illegible] রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

497

সাধারণী।

৩৯

১ ভাগ } চুঁচুড়া—২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। { ৭ সংখ্যা

দুর্ভিক্ষ।

জমীদারের কি কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে, সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে যাহা [আ]মরা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্ব [সং]খ্যায় বলিয়াছি। ভূস্বামীদিগের প্রতি [আ]মাদিগের কিছু বলিবার আছে, তাহা অদ্য [ব]লিব।

লোকে বলে, সম্পত্তির অধিকারী হইলেই তৎসম্বন্ধে কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য অধিকারীর [স্ক]ন্ধে পড়ে। সে গুলি তিনি না করিলে, তিনি [দো]ষী। ভূসম্পত্তির অধিকারীর কর্ত্তব্য কার্য্য, [প্র]জার রক্ষা, প্রজার হিত। বাঙ্গালার ভূম্য[ধি]কারিগণ সেই কার্য্য করিবেন এই ভরসাতেই, [১৭]৯৩ সালে তাঁহারা ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া[ছি]লেন। তাহা হউক বা না হউক, সেই ভর[সা]তেই যে রাজস্ব বৃদ্ধি করার অধিকার, ব্রি[টি]শ গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তা[হা]তে আর সন্দেহ নাই। লোকে বলে, বাঙ্গা[লা]র ভূস্বামিগণ কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ। [লো]কে বলে, তাঁহারা স্বার্থপর, প্রজার অর্থ [গ্র]হণ করিয়া আপনাদের উপকার করেন, আপ[না]দিগের অর্থের দ্বারা প্রজার কখন উপকার [কর]েন না। এ কলঙ্ক অপনীত করার এমন [সম]য় আর নাই। তাঁহারা এ সময়ে কি [ক]রিবেন?

এ কথায়, জমীদারেরা যে উত্তর দিবেন, [তা]হা আমরা অবগত আছি। তাঁহারা বলি[বে]ন, "এ দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ যেমন দুরবস্থা[প]ন্ন, আমরাও সেইরূপ; আমাদের হইতে প্রজার রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, এ দুর্ব্বৎসরে আমাদের কে রক্ষা করিবে, তাহা বল। প্রজারা না দিলে আমাদের ঘরে একটি পয়সা আসিতে পারে না। প্রজারা এবৎসর একটি পয়সা দিতে পারিবে না। এক পয়সা আয় নাই, অথচ ঘর হইতে সদর খাজানা দিতে হইবে। আবার নিত্য খরচ যেমন চলিত তেমনি চালাইতে হইবে। তাহার উপর আবার প্রজাকে খাওয়াইতে কোথা পাইব? আমরা কি কাম ধেনু?"

যাঁহারা এরূপ কথা বলিবেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের উত্তর, যে আপনারা অনেকেই বৎসর বৎসর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, এ সময়ে তাহা ব্যয় করুন। এমন সদ্ব্যয়ের সময় আর হইবে না—টাকা পরকালে সাক্ষ দিবে না— এই সময়ে ব্যয় করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন। এ সময়ে যিনি টাকা কাগজ করিয়া রাখিবেন, সুদ জমা করিবেন, তোড়া গণিবেন, এ বৎসর প্রজার দুঃখ দেখিয়াও তাহার অবস্থান্তর করিবেন না, তিনি অন্য যে সুখই ভোগ করুন না কেন, মনে যেন জানেন যে তাঁহার মত নরাধম, পাষণ্ড পৃথিবীতে আর নাই।

কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে অনেক জমীদারের ঘরে নগদ টাকা নাই, বরং ঋণ আছে। কিন্তু এমত জমীদার কেহই নাই যে [তাঁহার] ঘরে সোণা রূপা নাই। সোণা রূপা[য়] [illegible] আমাদের পরামর্শ, তাহা বেচিয়া [illegible] করুন। অনেকে, এ কথায় রাগ[illegible]

TIGHT BINDING

বেন, "আমাদের এমন কি বাপ মরা দায় পড়িয়াছে, যে বাড়ীর গহনা চিয়া কাছিমকী জছিমন্ধীকে দিব?" তাঁহাদি প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, এই দ্দী জছিমন্ধী তাঁহাদের বাড়ীর পিতল কাঁ বেচিয়া, আপনার পুত্রের অন্নপ্রাশন, কন বিবাহ, মোকদ্দমার খরচ দিয়াছে, এবং আবার দিবে; চিরকাল দিবে। এক্ষণে তাহাদের প্রাণের দায়, আপনারা সেই রূপ প্রত্যুপকার করিতে পারেন না? আপনার স্ত্রীর হাতের মোটা হীরার বাজু খানা বেচিলে দুইশত লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে—দুইশত লোকের প্রাণ বড় না আপনার স্ত্রীর হাতের বাজুর শোভা দেখার সুখ বড়?

যিনি সোণা রূপা বেচিবেন না, অথবা যাহার বেচিবার নাই। তিনি ঋণ করুন। পুত্রের শুভবিবাহে ঋণ করিতে পারেন, আর শত শত লোকের প্রাণ রক্ষার জন্য পারেন না? প্রজার যদি একদিন খাজানা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তখনই সে আপনাদিগের গোমস্তার তাড়নায় ঋণ করিয়া খাজানা দিয়াছে; অনেকে চাঁদা, ভিক্ষা, মাঙ্গন, মাথট, জরিমানা, ঋণ করিয়া দিয়াছে,—আজ আপনি তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য ঋণ করিতে পারেন না?

কেহ কেহ বলিবেন, ঋণ পাইব কোথা? তালুক বন্ধক রাখুন—ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিলে টাকার অভাব কি? দেশে ধান্য নাই, কিন্তু টাকা আছে—অনাবৃষ্টিতে টাকার ক্ষেত সকল শুকায় নাই।

আমাদের বিবেচনায়, এই সময় জমীদারে জমীদারে, ঋণ দিয়া পরস্পরের সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহার আছে, তিনি, যাঁহার নাই, তাঁহাকে বিনা সুদে ঋণ দিয়া সহায়তা করুন। আবার সুবৎসর আসিলে আদায় করিয়া লইবেন। ইহা হইলে দেশের মঙ্গল, অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ রক্ষা, এবং জমীদারের কলঙ্কলোপ ও যশোবিস্তার। দেশে সভা হইতেছে জমীদারেরা অনেক সভা ছেন এ সময়ে পরস্পরের সাহায্যার্থে এসোসিয়েশ্যন" করিতে পারেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন আই-

নের পাণ্ডুলিপির উপর তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া, এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইলে ভাল হয় না?

সকল শ্রেণীর জমীদারের প্রতি আমাদের আর একটি বক্তব্য আছে। এ বৎসর যেন পুত্রের অন্নপ্রাশন কন্যার বিবাহ প্রভৃতির ঘোরঘট্টা আয়োজন কেহ না করেন; সে সকল কর্ম্ম আবশ্যক হইলে, নম নম করিয়া সারিয়া যে টাকা বরাদ্দ করিতেন, তাহা প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ ব্যয় করিলে মনুষ্যের কাজ হইবে। পুত্রের বিবাহে ঘটা করিয়া যে সুখ্যাতি লাভ করিতেন, ইহাতে তাহার অপেক্ষা শতগুণ যশোলাভ করিবেন সন্দেহ নাই। সেইরূপ দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডে গঙ্গাজল বিল্বদলে পূজা হোম সমাধা করিয়া, অন্নছত্রে, দানছত্রে অর্থ ব্যয় করিলে ইহলোকে অবশ্য যশোলাভ হইবে এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয় তবে পরকালেও অবশ্য মঙ্গল হইবে।

জমীদারদিগের একটি কথা স্মরণ রা কর্ত্তব্য—যে প্রজাই তাঁহাদের সম্পত্তি, প্রজাই তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়। প্রজাকে রক্ষা করিলে, তাঁহারা নিজে উৎসন্ন যাইবে। যাঁহারা এ কথা না বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়া ১১৭৬ শালে হইয়াছিল তাহা অবগত হইবেন। সে বহুসংখ্যক প্রজা অনাহারে মরিয়া গিয়াছিল পরবৎসর চাষীর সংখ্যা অল্প হওয়ায়, অ ভূমির চাষ হইল না। তাহার খাজানা পাওয়া গেল না—তাহাতে জমীদারের কমিল কিন্তু তাহা ভিন্ন আর একটি গুরুতর কুফল ফলিল। কৃষকের অভাবে ভূমির মূল্য হ্রাস হইল, খাজনার হার কমিয়া গেল সুতরাং যে সকল ভূমি কর্ষিত হইল, তাহার কম খাজানা হইল। সে সময়ে চিরস্থায়ী বন্দ বস্ত ছিল না—বৎসর বৎসর রাজস্ব কমা বাড়িতে পারিত। সুতরাং জমীদারেরা, ইহাতে তাদৃশ কষ্ট বোধ করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে রাজস্ব চিরস্থায়ী,—ভূমি কর্ষিত হউক বা না হউক, খাজানার হার বাড়ুক বা কমুক, জমী

কে চিরকাল সেই অবধারিত রাজস্ব দিতে র কমিবে না। এমন সম্পূর্ণ ভরসা আছে এবৎসর ১১৭৬ শালের মত দুর্ঘটনা ঘটিবে কিন্তু যদি সেরূপ কিছু ঘটে, তবে অনেক দার একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইবেন। এই জমীদারের কর্ত্তব্য যে এবৎসর সর্ব্বস্ব য়াইয়া, প্রাণপাত করিয়া প্রজা রক্ষা করেন। ৬ শালের মত কিছু ঘটিবে না, এরূপ সম্পূর্ণ া আছে বটে, কিন্তু সকল জমীদারে সতর্ক , সকলেই প্রজা রক্ষার্থ প্রস্তুত থাকুন।

পরিশেষে, জমীদারদিগকে আমরা বিনয় তেছি, যে এবৎসর সকলে, এক এক বার, মধ্যে, আপনাদিগের প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে য়া আসেন। তাহা হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ত পারিবেন। নায়েব গোমস্তার নির্ভর করিবেন না। যে শ্রেণীর লোক ব গোমস্তা হয়, তাহারা কখনও এমত তর ব্যাপার বুঝিতে পারে না, বুঝিতে লেও যত্ন করিয়া জানায় না, জানাইতে করিলেও সক্ষম হয় না, সক্ষম হইলেও দের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস লেও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপারের ন্যায় হৃদয়হয় না। আর, তাহাদের ভাঙ্গে না মচকে? র দৃষ্টি ব্যতীত সকল কর্ম্মের ক্ষতি হয়, পন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে।" অন্য ক্ষতির পূরণ হ, মনুষ্য জীবন ক্ষতির পূরণ একজনের কাল মধ্যে হইতে পারে না। জমীদারেরা দিও প্রজার সাহায্য না করুন, তথাপি ক প্রজার অবস্থা দেখিয়া আসিলে অনেক র আছে। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্রই প্রজার, প্রস্তুত—ভূস্বামী প্রজার দুরবস্থা দেখিতে লে, রাজপুরুষদিগকে জানাইতে পারিবেন। অনেক স্থানে ঘটিতে পারে, যে গ্রামের না খাইয়া মরিয়া গেল, অথচ কেহ জা- পারিল না।

আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে, এবারের ক প্রাণহানির অতি অল্প সম্ভাবনা। যাহাতে এক জনেরও অন্নাভাবে না হয় এরূপ যত্ন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; হয় জমীদারেরা সাধ্যানুসারে যত্ন করি-

বেন; যদি না করেন, আমরা বলিব, তখন বলিব, যে যত লোক যত পাপ করিয়াছে তাহার মধ্যে কর্ণওয়ালিসের তুল্য গুরুতর পাপ কাহারও নহে।

সার জর্জ কাম্বেল।

তবে সত্য সত্যই কাম্বেল সাহেব আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন। পূর্ব্বাবধিই তিনি এক কার স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তিন বৎসরের অধিক কাল তিনি রাজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারিবেন না, তাহাতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্ম হইতে একেবারে অবসর লওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে কর্কাণ্ডিবুর্গবাসীরা তাঁহাকে ইংলণ্ডীয় মহাসভার সভ্য হইতে অনুরোধ করিয়াছে; কাম্বেল সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে এমন বিপ সময় তিনি হঠাৎ বাঙ্গালা ছাড়িয়া যা পারিবেন না, সুতরাং সম্ভবতঃ তিনি আর চারি পাঁচ মাস বাঙ্গালার শুভ অধিষ্ঠান করিবেন। শুনা যাইতেছে, যে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সভার প্রধানতম সভ্য সর্ রিচার্ড টেম্পল সাহেব আমাদের বাঙ্গালার গবর্ণর হইবেন। ভাবিগবর্ণর সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু কাম্বেল সাহেব চলিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে এক্ষণে সত্য কথা বলা সকলেরই উচিত। ইতিহাস বেত্তা রবর্টসন বলিয়াছেন যে লুথরের সমকালিক কতকগুলি লোক বলিত, যে মনুষ্য যেসমস্ত দোষে দোষী হইতে পারে লুথরে যে কেবল মাত্র সেইগুলিই ছিল এমত নহে, পিশাচের যে কিছু গুণ থাকিতে পারে তাহাও লুথরের ছিল; ভারতবর্ষীয় সকল সংবাদ পত্র কাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে সেইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই একবাদের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা অপোগণ্ড বালিকা সাধারণীর পক্ষে ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে বটে; তথাপি দুটি একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। কাম্বেল সাহেব নানা দোষে দোষী; কাম্বেল

TORN PAGES

সাহেবের মস্তকে তিরস্কার কটূক্তি অজস্র বর্ষিত হইয়াছে। কাম্বেল সাহেব শয়তানের অবতার বিশেষ; সকল কথা স্বীকার করিয়া লইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাম্বেল সাহেব চলিলেন শুনিয়া, মনে মনে একটু দুঃখ হইতেছে কি না? নিরপেক্ষ হইয়া উত্তর প্রদানেচ্ছু হইলে, বলিতে হইবে যে "হাঁ এসময়ে তিনি থাকিলেই ভাল হয়।" কেন, মহাপাপীর সহিত সংস্রব রাখিতে মনে মনে ইচ্ছা হইতেছে কেন? দুর্বৃত্ত দস্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া পুলকিত হইতেছ না কেন? তবে বোধ হয় কাম্বেল সাহেব নিতান্ত নরাধম না হইবেন। আমরা দেখিতেছি কাম্বেল সাহেবের প্রধান দোষ তাঁহার বেগস্পৃহা, ও আলস্যে ঘৃণা। আমরা বলি এদুই মহাপাপের যথা প্রায়শ্চিত্ত তিনি করিয়াছেন; কাম্বেল সাহেব আর যদি কিছু না করিয়া থাকেন, আমাদের একটি মহদুপকার করিয়াছেন; জড় বঙ্গ সমাজে তিনিই প্রথমে জীবনীশক্তি প্রদান করিয়াছেন; ... বীডনে ... পারেন নাই। কেবল ... উপকারের জন্য বাঙ্গালীকে কাম্বেল সাহেবের নিকট চির কাল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে।

বজ্রঘোষক ইংলণ্ডীয় টাইম্স্ সপ্ত সমুদ্র পার হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আলস্য প্রদর্শন করিয়া, সুগম্ভীর গর্জন করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় প্রধান সাময়িক পত্র ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট নিম্নলিখিত বাক্যটি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিয়াছেন। "কর্ম্মচারিগণের সকল অপরাধ এসময়ে রাজা মার্জনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রজাপ্রাণক্ষতি অপরাধের মার্জনা নাই।"

বোম্বাই রাজধানীবাসীরা বঙ্গদেশস্থ অন্নকষ্টপীড়িত দিগের সাহায্যার্থ সভা করিতেছেন। ভাটিয়া, ও খোজা মহাজনেরা অকাতরে দান করিতে পারেন; এবারেও মুক্ত হস্ত।

লণ্ডনের লর্ড মেয়র বিলাতে সভা করিয়া চাঁদা তুলিতেছেন।

বিলাতীয় মহাজনেরা আবশ্যক হইলে ত্রিশ লক্ষ মণ তণ্ডুল ভারতবর্ষে পুনঃ প্রেরণ করিতে স্বীকৃত আছেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে পঞ্চাশ হাজার মণের অধিক তণ্ডুল ক্রয় করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। গড়ে ৩৵০ মণ করা পড়তা পড়িয়াছে। এই তণ্ডুল রাজশাহী এবং ... হারে প্রেরিত হইতেছে।

৮টি গ্রামে এবং বেলেঘাটা হইতে আন্দাজ ৮০০... মণ তণ্ডুল ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই তণ্ডু... পুর্ণিয়া, ভগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, চাম্পারণ, রাজসা... দিনাজপুর এবং ত্রিহুতে গোলা বন্দী করিয়া রাখিয়া ... ওয়া হইবে।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে পাটনা এবং ভাগল... রেলওয়ে ষ্টেশনে চাল আসিয়া পৌছিয়াছে।

আমাদিগের চুঁচুড়া বাসী বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র ম... বালেশ্বরের একজন প্রধান জমীদার। তিনি গবর্ণমেণ্ট... ২৸০ দরে তণ্ডুল দিবেন স্বীকার করিয়া, বালেশ্বর হ... চাল আমদানি করিয়াছেন। চাল কতক কতক ক... কাতায় পৌছিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ হইতে চাল আনয়ন করিতেছে... জাহাজে আসিতেছে। বোধ হয় ডিসেম্বর মাসের শে... অন্ততঃ ছয় লক্ষ মণ তণ্ডুল স্থানে স্থানে গোলাবন্দী ... থাকিবে।

মুরশিদাবাদের রায় লক্ষ্মীপতসিংহ বাহাদুর ... দিনাজপুর জেলার স্বীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে এব... খাজানা লইবেন না; তণ্ডুল দান করিবেন, এবং কো... কোথাও অর্থও বিতরণ করিবেন, এই অভিপ্রায় ... কাশ করিয়া কমিশনারকে পত্র লিখিয়াছেন। কমিশ... সেই পত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

জনাইয়ের বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... বর্গের সাহায্যার্থ তণ্ডুল ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন।

গত বৎসরের রেজিষ্টারি রিপোর্ট।

শতাধিক বৎসর ইংরাজ সংসর্গে থাকিয়া ... অনেক সভ্য হইয়াছি। আমাদিগের আইন ... দিন দিন বাড়িতেছে। যে বঙ্গবাসীদিগের ... পূর্ব্বে দলিল দস্তাবেজের নাম গন্ধও ছিলনা, ইংরাজ ... বঙ্গ অধিকারের অনতি বিলম্বে যাহারা কেবল ... রাখিয়া পরস্পর দেনা পাওনা বা ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন ... এক্ষণে আর তাহারা আইনদ্বারা অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ... করিয়া উক্তরূপ কোন কার্য্য করিতে চাহে না। ... এইরূপ আইনের বাঁধা বাঁধি দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতী... হয় যে এক্ষণে আর পরস্পর পরস্পরকে পূর্ব্বের ... বিশ্বাস করেন না। এইরূপ বিশ্বাসের অভাবে ... জকে নানা বিধ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পবিত্র ... হৃদয় নানা প্রকার অসৎ প্রকৃতির দ্বারা কলুষিত হয়। ... রূপ বিশ্বাস না থাকাতেই ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্টরি, ...

... প্রশস্ত হয়। নিম্নোক্ত আইনটি এদেশে কিপ্র... চলিতেছে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা ইংরাজী ...২—৭৩ শালের রেজেষ্টরি বিভাগীয় রিপোর্ট সমালো... ...প্রবৃত্ত হইলাম।

... এক্ষণকার আইন মতে রেজেষ্টরি দুই প্রকার। প্রথম, ...শ্য কর্ত্তব্য রেজেষ্টরি। যে সমস্ত দলিলের রেজেষ্টরি ...শ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আইনে উক্ত আছে, রেজেষ্টরি না ...লে তাহা আদালতে গ্রাহ্য হইবে না; ... কোন ... আসিবে না। এই ভয়ে লোকে উক্ত ... দলিল ...গ্রহ পূর্ব্বক রেজেষ্টরি করিয়া থাকেন। এইরূপ দলি... ...র সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা এবৎসর ১৮,৭৩১ ...ক হইয়াছে।

...দ্বিতীয়, স্বেচ্ছাধীন রেজেষ্টরি। কতকগুলি দলিল ...ক্ষে এরূপ বলা হইয়াছে যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহা ...জেষ্টরি করিতে পারিবে। না করিলে কেবল এই হানি ... যে যদি অপর কেহ সতর্কতা বশতঃ ঐরূপ কোন ...স রেজেষ্টরি করে, তবে সেই দলিল তোমার দলিল ...পেক্ষা আদালতে বিশেষ আদরণীয় হইবে। কিন্তু ...র এমনই অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে যে ঐরূপ রেজেষ্টরি ... দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গতবৎসর অপেক্ষা এবার ...র সংখ্যা ১৭,৩৭৯ বেশি।

এবৎসর সমুদয় ২৭৯,০৮০ খানি দলিল রেজিষ্টরি করা ... । ঐ বাবদে গবর্ণমেণ্ট ইহাতে ১২৩,৫৫৬টাকা লাভ ...রিয়াছেন।

...বর্ণমেণ্ট বলেন যে মকস্বলের ছোট আদালত মহাজনের ... দেখিয়া ডিক্রি দেওয়াতে লোকে বড় অসন্তুষ্ট হইতে... এমনকি ছোট আদালতে ... তুকের বিল... ...া ভক্তি জন্মিয়াছে। সুতরাং রেজেষ্টরি ভিন্ন দেনা ...ওনার দলিল মাত্রই আদালতে গ্রাহ্য না হয় এরূপ আ... ...বিধিবদ্ধ করিতে গবর্ণমেণ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতে... ... বোধ হয় শীঘ্রই ইহার পাণ্ডুলিপি কলিকাতা ...জেটে প্রকাশিত হইবে।

...কটকের মাজিষ্ট্রেট আর উইন্ লিখিয়াছেন যে, মো... ...র দিগের অজ্ঞতা বশতঃ দলিলে অনর্থক বাহুল্য কথা ... থাকে। ঐ সমস্ত দলিলের অবিকল নকল রেজে... ...আফিসে রাখা নিতান্ত দুরূহ। আদালতকেও উহার ...র্য্য গ্রহণ করিতে সময়ে২ বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয়। ... জনসাধারণের সুবিধার জন্য আর উইন্ সাহেব ...মেণ্টকে ছাপান দলিল বিক্রয় করিতে অনুরোধ করি... ...ন। ক্যাম্বেল সাহেবও এই মতে মত দিয়াছেন। ...যে উত্তম কার্য্য নহে তাহা আমরা বলি না। প্রায় ...ই এত কদর্য্য হস্তাক্ষরে ও অপভাষায় দলিল লেখা ... সচরাচর লোকের পক্ষে তাহা অপাঠ্য এবং অগম্য ...উঠে। যাঁহারা দলিল লেখেন, তাঁহারাও দলিলের ...অনেক কথার অর্থ বুঝেন না। যাহাদিগের জন্য লেখা ...াহাদের ত কথাই নাই। কিন্তু এই সমস্ত নিবারণের ...র কোন উপায় ছিলনা? ছাপান দলিল বিক্রয় না করিয়া আদর্শ স্বরূপ উহা স্থানে২ বিতরণ করিলেও ... লোকের হিত সাধন হইত।

ইতি পূর্ব্বে প্রত্যেক জেলায় ২০০ শত টাকা বেতনে একজন সবরেজিষ্ট্রার রাখা হইত। এবৎসরাবধি আর সেরূপ উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট রাখিবেন না। নূতন সবরেজিষ্ট্রার গণকে বেতন স্বরূপ উর্দ্ধ সংখ্যা ১০০ টাকা এবং ১২॥০ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত মঞ্জুরি দেওয়া হইবে। এই রূপ বন্দবস্তে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তমং লোক রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইবেন কিনা সন্দেহ।

ক্যাম্বেল সাহেবের ইচ্ছামতে স্থানে২ গ্রাম্য সবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কাজিদিগের দ্বারা দলিলাদি রেজেষ্টরি করা হইত। পরে ইংরাজী ১৮৬০ সালে গবর্ণমেণ্ট কাজিদিগের পদ উঠাইয়া দেন। সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া বলেন যে কাজিদিগের দ্বারা রেজেষ্টরি কার্য্য অতি কদর্য্য রূপে সম্পাদিত হয়। কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব আবার এক্ষণে বলিতেছেন যে একবারে সকল জেলা হইতে কাজিদিগকে হঠাৎ কর্ম্মচ্যুত করাতে ...

মুসল... ...ন প্রকার কাজ ... ...ান

হইয়াছে। ...দের

পুনঃস্থাপিত কা...

কাজি ছিলেন, ...

করিলে ক্যাম্বেল ... ...না।

ইহার মধ্যেই ... ...নিযুক্ত হইয়া

ছেন। ... ...ন স্বরূপ এক কড়া

কড়িও পা... ...৫০ কেবল মঞ্জুরি স্বরূপ

শতকরা ... টাকা হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে যে মজুরের মত হইতে হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও জানিতাম না।

গোবরডাঙ্গায় নূতন এক প্রকার রেজিষ্টরির বন্দবস্ত করা হইয়াছে। বসীর হাট ও বারাসত সবডিবিজনের গোবরডাঙ্গা নিকটস্থ যে কোন লোক ইচ্ছা করিলে গোবরডাঙ্গার রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু জমি সংক্রান্ত দলিলাদি হইলে তাহা সদরস্থ রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। এটী সুফলদায়ী হইলে এইরূপ বন্দবস্ত সর্ব্বত্র স্থাপিত করিবেন, ক্যাম্বেল সাহেবের এইরূপ ইচ্ছা।

পাট্টা কবুলতি অতি অল্প পরিমাণে রেজেষ্টারি করা হইয়া থাকে। আবার কবুলতি অপেক্ষা পাট্টার সংখ্যা এতই অল্প যে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। উহার কারণ এই যে জমিদারগণ সর্ব্বদা কবুলতির বিনিময়ে পাট্টা দেন না। মূর্খ প্রজাও পাট্টার জন্য বিশেষ প্রার্থী নহে। হস্তাবুদ চিঠা পাইলেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। আবার উড়িষ্যা অঞ্চলে সচরাচর তালপত্রে পাট্টাদি লেখা হয় বলিয়া ঐ সমস্ত রেজেষ্টারি হইতে পারে না। এই উপলক্ষে আর উইন সাহেব বলেন যে তাঁহার বিবেচনায় ষ্টাম্প আইন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই উড়িষ্যাবা-

সীরা তালপত্রে লিখিতে আরম্ভ করে। লোকে বলে ইংরাজি আইন পড়িবার ভয়ে বানরগণ কথা কয় না, এবং ট্যাক্স দিবার ভয়ে ঘর বাঁধে না। আর উইন্ সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এগুলি কি সব সত্য? কটকে প্রায়ই পাট্টা কবুলতি রেজেষ্টারি হয় না বটে, কিন্তু বাখরগঞ্জ জেলায় আবার অনর্থক ঐরূপ দলিল রেজিষ্টরি হইয়া থাকে। জমিদারের কোন জমি সংক্রান্ত বিবাদ হইলে দখলি স্বত্ব দেখাইবার জন্য উভয়েই রেজেষ্টরি পাট্টা কবুলতি আদালতে উপস্থিত করিয়া থাকেন। নচেৎ সকল জেলায় এইরূপ হইয়া থাকে।

গতবৎসর বীরভূমে বিস্তর জমি ১০০ টাকার কম মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। সংক্রামক জ্বর ভয়ঙ্কর রূপে প্রাদুর্ভূত হওয়াতে জীবন ধারণের জন্য লোকে অন্য উপায় না দেখিয়া অতি সামান্য মূল্যেও নিজ২ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বাধিত হয়। এই সুযোগে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৪ আইন প্রচলিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট কিছু টাকা পাইয়াছেন। এই আইন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেক বিবিসাহেব খানসামায় ... বিবি লিকা ... রিতে ... ওরি বেজি ... করা হয়। ... শের সদর। ... কারী হয় না। ... কোন জমির উৎ- ... দিকা পা ... । এই জন্য মৌরসি পাট্টা বা ... বেশি পরি- মাণে প্রচলিত হইতে ... সঞ্চালিত হই। এরূপ আহ্লাদের দ্বিতীয় কারণ ... কৃষকদিগকে সর্ব্বদা জমিদারের ইচ্ছাকে ভয় করিয়া চলিতে হয়না বলিয়া তাহারা একপ্রকার স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ স্বাধীনতাই এক্ষণে আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয় পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এবার মৌরসী পাট্টার সংখ্যা ১,৭৪৫ বেশি।

এ বৎসর মোট ১২০৯ খানি উত্তরাধিকারি পত্র (উইল) রেজেষ্টরি করা হয়। আমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যাই উইল করিয়া থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে আইনের স্থিরতা না থাকাতেই লোকে উইল করিতে চাহেন না। মৃত প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উইল সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারে লোকে হতবুদ্ধি হইয়াছেন। অপিচ উইল করিবার জন্য যে টুকু স্বাধীনতা আবশ্যক দেশীয় লোকের তাহা নাই। যখন সভ্যতার আদর্শ ইংলণ্ডের লোকেরাও স্বেচ্ছামত উইল করিলে সকলের নিকট উন্মাদ বলিয়া পরিচিত হন, তখন বাঙ্গালায় যে উইলের উপর এত অনাদর হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

এই রিপোর্ট পাঠে জানা গেল যে দানপত্রের সংখ্যা দিন২ কমিতেছে। ইহাতে আমাদিগের এই বোধ হয় যে পূর্ব্বের মত লোকের আর সচ্ছলতা নাই এবং বাঙ্গালিরা উত্তরোত্তর স্বার্থপর হইতেছেন।

ক্রমশঃ।

✓স্থানীয়।

কমিশনর বক্‌লাণ্ড সাহেব যে বলিয়াছেন চুঁচুড়া হুগলি মিউনিসিপালিটি অতি সুন্দর চলিতেছে, সে কথা আমরা স্মরণ করিয়া রাখিয়াছি; কিরূপ সুন্দর চলিতেছে —আজি তাহার একটি সুন্দর উদাহরণ প্রদান করিব। চুঁচুড়া নিবাসী মাধবচন্দ্র রায় নামক কোন ভদ্রলোক একটি পুষ্করিণী ও তৎসংলগ্ন একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া অথচ তাহার গর্ভ দিয়া একটি সরকারি জল প্রণালী ছিল। মাধব বাবু পুষ্করিণীটি বিস্তৃত করেন।

উত্তরদিকে বাড়াইয়াছিলেন; এই বিস্তৃত পুষ্করিণীর সমস্ত পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া অথচ পুষ্করিণীর গর্ভ দিয়া জল প্রণালী থাকে। মাধব বাবু উত্তর দক্ষিণে দুইটি ... নিলাম করিয়া দিয়া জল আগম নির্গমের সুগম করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মিউনিসিপাল হুজুরেরা ... করিতে দেন নাই; অধিকন্তু তাঁহাকে পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পার বোজাইয়া নর্দ্দামা বাহাল করিতে আদেশ দেন। মাধব বাবু যত দূর সাধ্য বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া তাহাই করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে বর্ষাকাল, একাদিক্রমে জলের স্রোতের বেগে সব ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণীর গর্ভে পড়িয়া যায়। ... মিউনিসিপাল হুজুরেরা ম্যাজিষ্ট্রেট বেশে শুভাগমন করিয়া সরকারি নর্দ্দামা কাটিয়া লওয়ার অপরাধে প্রত্যহ চারি টাকা করিয়া জরিমানার হুকুম দিয়া যান। মাধব বাবু তখন বর্ষাকালে কিছুই করিতে পারেন না দরখাস্ত করেন যে এক্ষণে বাঁধিয়া দিবার সময় নহে, তাঁহার ... হইতে প্রচুর পরিমাণে মাটি লইয়া কিছুদিন সময় দিলে তিনি হুকুম মত ... করিতে পারেন। দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল; কিন্তু ... আদায় হয় নাই পুলিশের ... তদ্বী হইল যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এব্যক্তি সম্পত্তিশালী-নহুসা, ইহার স্থান হইতে টাকা আদায় হওয়া অতি বিচিত্র কথা। পুলিশ একে পায় আরে চায়, ... বাবুর খিড়কি সদরে কনষ্টেবল বসাইয়া দিল।

এইরূপে জোর জুলুমে ক্রমে পাঁচশত টাকা ... করা হইয়াছে। মাধব বাবু হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন। গত ১০ই নবেম্বর অনরেবল ম্যাকফর্সন ... মরিস সাহেব বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ... র.মের অনুবাদ) "আমাদিগের বিবেচনায় এই মো... যে আইনি রূপে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, এবং হুগলির ... ষ্ট্রেট দরখাস্তকারীর উপর যে প্রত্যহ চারি টাকা করিয়া জরিমানা দিবার হুকুম দিয়াছেন, সেই হুকুম আমাদিগকে অবশ্য রদ করিতে হইবে। এমতে হুকুম হইল যে ... ষ্ট্রেটের হুকুম রদ করা যায় এবং জরিমানার টাকা আদায় হইয়া থাকে, তবে দরখাস্তকারী ফেরত পান।"

হাইকোর্ট না থাকিলে আমাদিগের দেশের কি দুর্দ্দশা হইত বলিতে পারি না। মফস্বলের হুজুরেরা ভয়ানক স্বেচ্ছাচারী; বিশেষতঃ যাহারা এ মুখেক একবার

... পাল চেয়ার ম্যান ও মুখে আর বার জেলার ... তাঁহাদিগের দ্বারা নানারূপ অবিচার হইয়া ... আমরা পুনঃপুনঃ বলিতেছি যতদিন জেলার ... কি চারিজন প্রধান প্রধান সরকারী কর্ম্মচারী, ... হাতে প্রজার মরণ জীবন রহিয়াছে, যাঁহারা ... ইলেই যে কোন ব্যক্তিকে তিন মাস মেয়াদ দিতে ... এরূপ কর্ম্মচারীরা যতদিন মিউনিসিপালিটির ... প্রতিনিধি সভাপতি বা সেক্রেটরি বিধি বশতঃ ... , ততদিন কোথাও কখন মিউনিসিপালিটি দ্বারা ... ফল ফলিবে না। যদি ফলে সে দৈবাৎ, নিয়মের ... । যে সকল মহোদয়েরা মিউনিসিপাল আইন ... সংশোধন করিতে যান, তাঁহাদিগকে আমরা অনু... রি যেন এবিষয়টি লইয়া আন্দোলন করেন, ইহার ... অগ্রে আবেদন করেন। ব্যভিচারের মূলে ... না করিলে, কখন সংশোধন হয় না! এবং মূলে ... করিলে আমরা মূলেই আঘাত করিতে পারিব।

সংবাদ।

... চৈঙ নামা চীনদেশীয় একজন বিখ্যাত লোক ... ফরাসী ও প্রুসিয়া যুদ্ধের বিবরণ মাতৃভাষায় সঙ্কলন ... ছেন। গোঁড়া বাঙ্গালা কেবল চেম্বার্স সাহেবকৃত ... র অনুবাদেই তৎপর।

অন্য কোন স্থানে সংবাদপত্র ছাপা হইবার পূর্ব্বে পিকিন নগরে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। পত্রখানি অদ্যাপিও জীবিত রহিয়াছে। ... কাগজের পরিবর্ত্তে হলদিয়া রেশমের কাপড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

... ফরাসীলেখক বলেন যে ৭ কোটি ৯০ লক্ষ ... ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। তিনি ... বলেন যে আর একশত বৎসরপরে ইহার সংখ্যা ... হইবে। বঙ্গদেশস্থ কত কোটি লোক মিশ্রিত ... বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পর আলাপ পরিচয় ... থাকেন তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

... গড় পড়তা প্রত্যেককে মদের জন্য ৭।০ ... বঙ্গদেশে প্রত্যেককে ।৵০ দুই আনার কিঞ্চিৎ কম ... দিতে হয়। সুতরাং ইংরাজেরা বাঙ্গালিদিগের ... ৫৮ আটান্ন গুণ বেশী মাদক দ্রব্য ব্যবহার ... থাকেন।

... সন ১২৭৫ সাল গত হইল মিসর দেশে বসন্তরোগের ... প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তন্নিবারণার্থ দেশীয় ... এই আদেশ প্রচার করেন যে, চিকিৎসকগণ ... গৃহে গিয়া রোগী মাত্রেরই চিকিৎসা করিতে ... । ঈজিপ্তবাসী মুসলমানেরা পরপুরুষ সমক্ষে ... দিগের ... স্বজনবর্গকে বাহির করা অবমাননার ...

শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে ইজিপ্টে অনেক শিক্ষিতা স্ত্রীলোক চিকিৎসক আছেন। স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাদিগের চিকিৎসা তাঁহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঘোঁড়ায় চড়িয়া তাঁহারা রোগী দেখিতে যাইয়া থাকেন। জীনে লাল কাপড় দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে যে তাঁহারা চিকিৎসার্থে গমন করিতেছেন। ঐ সময়ে তাঁহাদিগকে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না দেওয়া হয় এইজন্য লোকে রাস্তা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

ইংলণ্ড অপেক্ষা ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে বিস্তর স্ত্রীলোক ছাপাখানায় নিযুক্ত আছেন। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা মধ্যে২ খবরের কাগজের সম্পাদকদিগকে দুই চারিটি সংবাদমাত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।

... নগরের ও ... রাস্তা সমূহের পরিদর্শক সেপার্ড সাহেবকে একজন দেশী গাড়োয়ান এক লাঠির বাড়ি মারাতে তাহার ছয়মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

ভূমির উপস্বত্ব হইতে পাঁচ হাজার এবং তদধিক টাকা আয় হয়, এমত জমিদার ২৪ পরগণায় ৭৯ জন আছেন।

গত বৎসর ৫৮,২৪,৬৯০ টাকার আদালত সংক্রান্ত ষ্টাম্প বিক্রয় হয়। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার প্রায় ৭ লক্ষ ২৫ ... টাকা বেশী উঠিয়াছে।

বারাশত মহকুমায় এক্ষণে মাসিক প্রায় ২৫০, ... টাকার ষ্টাম্প বিক্রয় হইতেছে, এখানে ২৭৯,৫০৩ লোক বাস করে। ... টি মহকুমায় ১৬৫টী বিদ্যালয়, ১৯৫ ... এবং এবং ৬৬ জন পাগল আছে। এখানে ১১ জন মাত্র বিদুষী আছেন।

জাহিনপুরের সুবিজ্ঞ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন যে এবৎসর তিনি সরস্বতী পূজা করিতে পারিবেন না; কারণ দুর্ভিক্ষ বশতঃ কাঙ্গালি খাওয়াইবার জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ পাঁচ ছয় টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে তিনি মাসিক দশ বারো টাকা চাঁদা দিয়া থাকেন; এবং বারাশত ট্রেনিং স্কুলের প্রাকারাদি প্রস্তুতের জন্য এককালিন ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন। অনেক রায় বাহাদুরের দান অপেক্ষা তারাপ্রসাদ বাবুর দান বিশেষ প্রশংসা।

গবর্নমেণ্ট আদর্শক্ষেত্র দ্বারা আমাদিগের দেশের বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি কাবেল সাহেব আদেশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের সমস্ত আদর্শক্ষেত্রে সায়গো নামক এক প্রকার ছোট বৃক্ষের চাস পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। এই বৃক্ষ প্রথমে চীনদেশে দেখা যায়; পরে ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স, আমেরিকা, আল্‌জিরিয়া, ও মরিস্‌সে ইহার চাস আরম্ভ হয়। দেখিতে ইহা অতি মনোহর, এবং ইহার গুণও বিস্তর। ইক্ষুর ন্যায় ইহার রস মিষ্ট। এই রসে চিনি ও এক প্রকার মদ্য ... হয়। পালিত পশ্বাদির পক্ষে ... প্রতি ...

ন্যায় শুকাইয়া যায় না। যে সে জমিতে বার মাস ইহার চাস হইতে পারে। অল্প খরচে সামান্য জমীতে ইহাতে যেমত আয় দেয় এমত আর কিছুতেই দিতে পারে না। ইহা হইতে ভিনিগার নামক (যম্নরস) পাচক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভরসা করি এমত প্রয়োজনীয় বৃক্ষের চাস দিন২ এদেশে বাড়িতে থাকিবে।

ব্রহ্মদেশীয় রাজমন্ত্রী পাংখনমেঙ্গীর মণ্ডলয়ে মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৭৩ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৫৪খানি পুস্তক, ৩০খানি পুস্তিকা এবং ১০খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। রবিন্সন সাহেব আমাদের এখানকার পুস্তকের রিপোর্ট প্রকাশ করিতে এত বিলম্ব করেন কেন?

বর্দ্ধমান নগরে এবৎসর ওলাউঠার আরম্ভ হওয়া অবধি গত ৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ১০৩৩জন রোগাক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ৭০৪ জন মরিয়াছে, ২৮৩ জন আরাম হইয়াছে এবং ঐ তারিখে ৪৮ জনের চিকিৎসা হইতেছিল।

গত অক্টোবর মাসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৭৮৭৯৪জন মরিয়াছে, হিসাবে হাজারে আড়াই জন মাত্র হইল। ইহার মধ্যে ৯৬০জন ওলাউঠায়, ১২৪৬জন বসন্ত রোগে ৬০৭৫২জন জ্বর বিকারে, এবং ২৭৬০ ... পীড়ায় ও বা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক মরিয়াছে।

পঞ্জাবের মধ্যে অম্বর সহরে হাজারের মধ্যে ৭৫জন মরিয়াছে এরূপ ভয়ানক আর কোথাও নহে। ইতিমধ্যে বসন্তের কিছু প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বিশেষ রাওল পিণ্ডিতে।

অষ্টাদশ রয়াল আইরিশ রেজিমেন্টের কর্ণেল, জেনেরেল সরজন ফষ্টর ফিটজেরাল্ড, জি, সি, বি, অশীতি বর্ষ বয়স্ক অর্থাৎ রাজ কর্ম্ম করিতেছেন। তাহা অপেক্ষা প্রাচীন সৈনিক পুরুষ ভারতবর্ষে আর কেহ নাই। পুণ্যাত্মা বলিতে হইবে।

দুষ্টা স্ত্রী হত্যাকারী নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ব্বাসন আদেশ রহিত করণার্থ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কাছে যে আবেদন হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। আমরা নবীনের জন্য কখন বিশেষ দুঃখিত হই নাই, এখনও নহে। তবে আবেদনকারিগণের জন্য বিশেষ দুঃখ হইতেছে। শুনিতে পাই অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মানীর মান রক্ষা হইল না তাহাতেই দুঃখ হয়।

বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের প্রধান-(কি—বলিব?)—প্রধানশ্বেতসচিব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; একজন পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মহাসভায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া, সেই অপূর্ব্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তবু ভাল।

৭ঠা ডিসেম্বরের তাড়িত বার্ত্তায় জানা গেল যে

শস্য ক্রয় করিতে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে ক্ষমতা দিয়াছেন। তবে তিনি বলেন যে রপ্তানি... করা অপেক্ষা শস্য ক্রয় করা ভাল। তিনি ক্যা... সাহেবের কার্য্য দক্ষতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আমরা দুইটি প্রেরিত প্র... বন্ধ পাইয়াছি, অদ্য তাহা এই স্থলে প্রকাশ করি... লাম। কিন্তু ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রে... আমরা সাধারণীতে স্থান দিতে পারিব না।

প্রাপ্ত।

সীজরের সহিত ব্রুটসের ভুক্তেদ্য প্রেমবন্ধন ... কিন্তু যখন ব্রুটস রোমীয় সভামধ্যে সীজরকে ... করিতে অস্ত্র উত্তোলন করেন, তখন সীজর ক্ষণ... বলিয়াছিলেন; "ব্রুটস! তুমিও আমার ... তবে সীজরের পতন নিশ্চিত।" লর্ড নর্থব্রুক আর্য্যা... বর্ত্তের প্রতি যথেষ্ট স্নেহবান্। কিসে ভারতের মঙ্গল, কিসে আর্য্যাবর্ত্তের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে নর্থব্রুকের আন্ত... রিক যত্ন ও ইচ্ছা আছে। কিন্তু এক্ষণে নর্থব্রুকের ... নীতি ও অভিপ্রায় বুঝিয়া আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত আর্য্য... কাতর স্বরে বলিতেছে, "নর্থব্রুক! তুমিও কি এ... আমার প্রতি ... কারী হইলে?"

শুভক্ষণে অনলস প্রকৃতি সার জর্জ কাম্বেল বেল্‌ভেডিয়ারের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। ... নিবন্ধন কি প্রকার লোমহর্ষণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয় ... তাঁহার চিত্রপটে শোণিতাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। ... বঙ্গদেশের শস্য সমূহের শোচনীয় অবস্থা অবং ... মাত্র ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় সিমলাবিহারী ... কের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন। প্রজা... এ সম্বাদে স্থির থাকিতে পারিলেন না। ... রাজধানীতে সমুপস্থিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা ... মনোনিবেশ করিলেন। উদ্বিগ্ন প্রজাগণের ... হইল। প্রচণ্ড ঝটিকা সূচক নবীন নীরদ মা... সময়ে তরী, পোতাশ্রয় পাইলে আরোহিগণে... আনন্দ হয়, সকলের মনে সেই প্রকার আন... সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভা লর্ড নর্থব্রুককে ... সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা সূচক ... করিলেন। সকলেই ভাবিল এবার আমাদিগে... আশঙ্কা নাই।

লর্ড নর্থব্রুক লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ও নানা ... লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া যে কর্ত্তব্য বধারণ ... তাহা আমরা পাঠকগণকে জানাইতে ত্রুটি করি নাই। মহামতি কাম্বেল সাহেব, পরিণামদর্শী ... রা আপ... চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিতে অনুরোধ ক... লেন; ... প্রার্থনা ...

...প্তানি বন্ধ করা স্বাধীন বাণিজ্যের একান্ত বিরোধী। ...আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সকল সময়েই ...ক্ষ্ট বার্ত্তাশাস্ত্রের অনুসরণ শ্রেয়স্কর নহে। দেশে ...পূর্ব্ব বিপদ উপস্থিত হইলে, অথবা উপস্থিতির লক্ষণ ...ইলে, পরিণাম দর্শিগণ আয়তি রক্ষার নিমিত্ত অন্য ...উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। আপনা... ক সঙ্কটাপন্ন করিয়া পরোদর পূরণ করা কর্ত্তব্য নয়। ...র্থব্রুক বলিয়াছেন, যাবৎ স্বাধীন বাণিজ্য হস্তক্ষেপ ...বলে চলিতে পারিবে, তাবৎ তিনি হস্তক্ষেপ করি... না। এটী শিরোবেষ্ট নাসিকা স্পর্শের তুল্য হই... । হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে যদি দেশে অন্নাভাব ...হতভাগ্য দেশীয়গণ যদি "হা! অন্ন!! যো অন্ন!!" ... সকলের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে২ অনন্ত নিদ্রায় অভি...র, তাহা হইলে কি হইবে? আমরা ভাবিয়া আকুল ...ছি। তখন আর "পলিটিকেল ইকনমি" আসিয়া দেশ ...করিবে না; তখন আর লর্ডনর্থব্রুকাধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট ...টিকেল ইকনমির" গুণে সাধারণের আশীর্ব্বাদ ... হইতে পারিবেন না। আমাদিগের অনেক সহ...যথার্থই বলিয়াছেন, সাধারণ লোকে "পলিটিকেল ...মির মত বুঝেনা। তাহারা ক্ষুধায় অন্ন ও পিপাসায় ...মাত্র বুঝে।

...বর্ণর জেনেরেল রপ্তানি বন্ধ না করাতে ইহার মধ্যেই ...র চাউল অ... ...া উঠিয়াছে। স্বার্থপর লো... ...য় বুঝিয়া ...উল ক্রয় করিয়া লাভের ...লওছেন। ...ত সপ্তাহে দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত দেশ... বহুসংখ্যক মণ চাউল বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। ...এরা শুভকর বলিয়া বিবেচনা করি না। চিন্তাশীল ...ক ভূয়োদর্শনবলে এরূপ কার্য্যকে পয়োমুখ বিষ... ...সার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। নেপালে অন্ন... ...দেখিয়া স্যার সালার জঙ্গ বাহাদুর রপ্তানি বন্ধ করি... । মান্দ্রাজের লর্ড হবার্ট রপ্তানি বন্ধ করিতে ইচ্ছা ...ছেন। ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ানও এই পথ ...ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু এই নেপো... ...অন্য সময়ে স্বাধীন বাণিজ্যের গতিরোধ করেন ... নেপোলিয়ানের গুণেও স্বাধীন বাণিজ্যের প্র...ফ্রান্সের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। আমাদি... ...রাজ্যেশ্বর উদারচেতা ও পরিণাম দর্শী বলিয়া বি... ...। তথাপি এসময়ে তাঁহার মতিচ্ছন্ন হইল কেন? ...বর্ণর জেনারেল কেবল রপ্তানি বন্ধ করেন নাই; ...ঃ কয়েক দিন রাজধানীতে থাকিয়া পুনর্ব্বার পশ্চি... ...গমন করিয়াছেন। আমাদিগের স্থূল বিবেচনায় ...নীতে থাকাই নর্থব্রুকের উচিত ছিল। আগ্রার ... শ্রেষ্ঠ আলোকিত করিবার এ সময় নয়, লক্ষ্ণৌ ...করিবারও এসময় নয়। রাজধানীতে থাকিয়া ...প্রজাগণের হৃদয় সুস্থ করিবারই এই সময়—অন্ন... প্রজার করে তণ্ডুল মুষ্টি প্রদান করিবারই এই ... লর্ড নর্থব্রুক যে তাজমহলের আলোক সৌন্দর্য্য

সন্দর্শন করিতে তাড়াতাড়ি রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন; আকস্মিক বিপৎপাত নিবন্ধন তাহা করিতে পারিলেন না। ফলে এ সময়ে লর্ড নর্থব্রুকের অন্যত্র যাওয়াই উচিত ছিল।

ইংলণ্ডের প্রধানগণ আসান্টি সমর লইয়াই ব্যস্ত। ইংলণ্ডের সম্বাদপত্র সমূহ আসান্টি সমরের সম্বাদ সংগ্রহেই অহর্নিশ লেখনী চালন করিতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের লর্ড মেয়রের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক—ঈশ্বর তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখুন; তিনি দুঃখী আর্য্যাবর্ত্তের দুরবস্থার সম্বাদ পাইয়া চাঁদা সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়াছেন। ইংলণ্ডের উদার বণিক গণের ধনপুত্রে লক্ষ্মী বাড়ুক এসময়ে তাঁহারা দুঃখী আর্য্যাবর্ত্তের চাউল দুঃখী আর্য্যাবর্ত্তকে ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন। ইহাতেও কি লর্ড নর্থব্রুকের চৈতন্য হইতেছে না?

আমাদিগের রাজ্যেশ্বর বাষ্পীয় শকটের আশ্রয়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু এদিকে কার্য্যকুশল স্যার জর্জ্জ কাম্বেলের আহার নিদ্রা নাই। কিরূপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের করাল কবল হইতে দেশ রক্ষা পায়—কিরূপে প্রজাগণ নিরাপদে এবৎসর কাটাইতে পারে, তিনি নিয়ত তাঁহার চেষ্টা করিতেছেন। এবৎসর দুর্ভিক্ষ পিশাচ অন্তর্হিত হইলে, স্যার জর্জ্জ সকলের প্রাতস্মরণীয় হইবেন। দেশে দেশে ... উপাসিত হইবে, কৃষাণ ক্ষেত্রে বসিয়া ধান্য রোপণ করিতে করিতে তাঁহার কীর্ত্তি গান করিবে। বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে স সিসিল বীডনের ন্যায় অল্প লোক আছেন; তথাপি তিনি গত উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সময়ে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার প্রতি প্রজা সাধারণের একান্ত অভক্তি উপস্থিত হয়। স্যর জর্জ্জ কাম্বেল আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ হইতে দেশ রক্ষা করিতে পারিলে লোকে সকল দোষ ভুলিয়া তাঁহার মহত্ত্বের স্মৃতি ধারণ করিবে। লর্ড নর্থ ব্রুক সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার প্রত্যুত্তরে যথার্থই বলিয়াছেন, স্যার জর্জ্জ কাম্বেলই এসময়ে ধন্যবাদের পাত্র। ফলে কাম্বেল সাহেব যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; তাহাতে আমরা তাঁহার সকল দোষ ভুলিয়া গিয়াছি, নিয়ত তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছি। ঈশ্বর তাঁহাকে বল দান করুন—তাঁহার সাধুইচ্ছা পূর্ণ করুন।

উপসংহার সময়ে আমরা লর্ড নর্থব্রুককেও ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণের অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের স্থূল বিবেচনায়, আপাততঃ চাউল রপ্তানি বন্ধ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে থাকা উচিত ছিল, তিনি ইহা না করাতে, আমরা দুঃখ সহকারে তাঁহার সমুদায় কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

প্রজাপুঞ্জের ধনরক্ষা অথবা রক্ষা করিবার সাধ্য চেষ্টা করা রাজার প্রধান ...
কি—...

এই স্বতঃ সিদ্ধ মতের সত্যতা বুঝিতে পারিয়াও সকল সময়ে তাহার অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করেন না। এবৎসর বেহার এবং বঙ্গদেশে কালরূপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ করাল কবল বিস্তার করিয়া উপস্থিত হইতেছে, প্রজারা ভয়ে আকুল হইয়াছে, এবং সকলেই গবর্ণমেণ্টের মুখপানে চাহিয়া আছে, গবর্ণমেণ্টও এই আসন্ন বিপদের ভয়ঙ্কর ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার নিবারণোদ্দেশে নানাবিধ উপায় ব্যবস্থাপিত করিতেছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের বিবেচনায় এসময়ে যে একটি নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য তৎসাধনে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হতেছেন না। কয়েক জন স্বার্থপরন্ত বৈদেশিক ব্যতীত সকলেই এসময়ে চাউল রপ্তানি বন্ধ করণার্থ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিতেছেন না; এবং আমরা অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে বিগত ১৫ দিবসের মধ্যেও কলিকাতা হইতে লক্ষাধিক মণ চাউল সমুদ্র পথে ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন যে রপ্তানি বন্ধ করিতে হইলে বাণিজ্যের একটি স্বাভাবিক প্রণালী রুদ্ধ করিতে হয়, তাহা কর্ত্তব্য নহে; কেননা তাহা পোলিটিকেল একনমীর অসম্মত। ইউরোপ আ-রাধ্য এই পোলিটিক্যাল একনমীদেবীর সহিত আমাদের সবিশেষ পরিচয় নাই বটে কিন্তু আমরা তাহার যে কিঞ্চিৎ দেশ শ্রবণ করিয়াছি তদ্দ্বারা এ ... প্রত্যা... জন্মে নাই তাহার নিয়ম সকল সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় সমানরূপে ...নীয়। বিশেষ ঘটনায়, বিশেষ উপায় অবলম্বন করা ...বশ্যক, তাহা না করিয়া যদি সাধারণ নিয়মানুসারে কার্য্য ...রা যায়, তবে সমূহ অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। যদি কোন দেশে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মে, তবে অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত সেই অতিরিক্ত অংশের বিনিময় করিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি সেই দ্রব্য এত কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যে তদ্দ্বারা সেই দেশের অভাব বিমোচন করা দুঃসাধ্য তবে সে স্থলে ঐ উৎপন্ন দ্রব্যের কোন অংশ রপ্তানি হইলে তত্রত্য লোকদিগকে কেবল দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে হয় এমত নহে, অধিকন্তু যদি সেই দ্রব্য তাহাদের জীবনাধার হয় তবে অনেককে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতে হয়। এবৎসর বঙ্গদেশের সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ধান্য বঙ্গ ও বেহার নিবাসিগণের জীবনাধার, কিন্তু এবৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এত অল্পধান্য জন্মিয়াছে যে তদ্দ্বারা তাহাদের সমস্ত বৎসরের আহার যে কুলাইবে না, ইহা দিন দিন সন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংসরের উৎপন্ন শস্যও যথেষ্টরূপে সঞ্চিত নাই, এ অবস্থায় অন্য স্থান হইতে চাউল অনয়ন না করিয়া যদি এদেশের উৎপন্ন চাউল দেশান্তরিত হইতে দেওয়া যায়, তবে ...র ও মৃত্যুর আয়তন যে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া ... সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব এসময়ে ... অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং বোধ হয় ...

কার্য্য। অধিকন্তু যখন ও ... রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজে চাউল ক্রয় করিয়া ... ক্রয় মূল্যে দীন দুঃখী প্রজাদিগকে বিক্রয় করিতে ... হইয়াছেন তখন পোলিটিক্যাল একনমীর সাধারণ নিয়ম কিয়দংশে লঙ্ঘন করা হইয়াছে; এমত স্থলে পোলিটিক্যাল একনমীর দোহাই দিয়া সময়োচিত আর একটি সুখকর কার্য্যসাধনে ক্ষান্ত থাকা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন রূপেই বিধেয় নহে। কেহ কেহ বলেন যে চাউলের মূল্য সমধিক উচ্চ হইলে রপ্তানি আপনা আপনিই বন্ধ হইবে। তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ কথা সারগর্ভা নহে; কেননা চাউলের মূল্য কতদূর উচ্চ হইলে রপ্তানি আপনা আপনি বন্ধ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মূল্যের আধিক্য এমত হইতে পারে যে তদ্দ্বারা প্রজাগণের অন্নলাভ অসাধ্য হইয়া পড়িবে, কিন্তু ধনাঢ্য মহাজনদিগের খরিদ রপ্তানির ... বন্ধ না হইলেও হইতে পারে। ফলতঃ প্রোক্ত ব্যক্তিদিগের মতের তাৎপর্য্য এই হইতেছে, যে ক্রমে রপ্তানি প্রযুক্ত শস্য একবারে দুর্লভ হইয়া যাউক ... তজ্জন্য প্রজারা অনাহারে হাহাকার করুক, অথবা যম সদনে আতিথ্য স্বীকার করুক, সেও ভাল তথাপি গবর্ণমেণ্টের রপ্তানি বন্ধের আদেশ প্রচার করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। আমরা ভরসা করি যে গবর্ণমেণ্ট এই নি...ষ্ঠুর মতের অবলম্বী হইবেন ... প্রজাবৎসল ... লর্ড নর্থব্রুক এই অভিপ্রা... ...যাছেন যে ... জন উপস্থিত হইলে, চাউ... ...বেন; আমাদের বিবেচনায় সেই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, কেননা চাউলের মূল্য স্থানে স্থানে এত ... হইয়া উঠিয়াছে যে, যদি এই সময়ে রপ্তানি বন্ধ ... তবে প্রজাদিগকে যারপর নাই কষ্টভোগ করিতে হ... অতএব এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আর নিশ্চিন্ত থাকা ... সঙ্গতেই যুক্তিযুক্ত নহে, যাহাতে রপ্তানি নিবারি... তদ্বিষয়ে আশু মনোযোগী হউন এই আমাদিগের ...ন্তিকী প্রার্থনা।

রাজকীয় আদেশ।

মি: এডওয়ার্ড ডাউডস্ ওএন লকউড দ্বিতীয় ... মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর হইলেন কিন্তু তিনি ... শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরেরকর্ম্মও করিবেন।

মি: কেণ্ট হুড হুগো পেল্ কিছু দিনের জন্য ... শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের কর্ম্ম করিবেন।

মি: হেনেরী বরটস মেডক্স সাহেব পদ ত্যাগ ...

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণের পদোন্নতি হইল।

১। মেঃ জন ম্যাঙ্গলস লোইস সাহেব ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ হইলেন।

২। মেঃ জজ হেনরি র্যাবেনস সাহেব (যিনি এক্ষণে ...ছুটিতে আছেন,) বাকুড়ায় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ হইলেন।

...মেঃ আর্থার জন রিচার্ড্স বেনব্রিজ মুরশিদা... ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ হইলেন।

...মেঃ লকটিস রিচার্ড টটেনহাম সাহেব বাখরগঞ্জ ...জেলার দ্বিতীয় শ্রেণীর অতিরিক্ত জজ হই... কিন্তু তিনি, এক্ষণে যে বাখরগঞ্জের প্রথম শ্রেণীর ...ও সেসন্স জজের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই ... করিবেন।

...ই লেথব্রিজ সাহেব কিছু দিনের জন্য ঢাকা ...র অধ্যক্ষ হইলেন।

...দেশের তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু ...হারকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদে... ...র কার্য্য করিতে হইবে। প্রেসিডেন্সির ...তীয় শ্রেণীর সব আসিসটাণ্ট সারজন বাবু নবীন ...ন তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইলেন।

...জ পুরের মনসফ বাবু কালিদাস দত্ত তিন মাসের ...য়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে অথবা অন্য হুকুম ...মৌলবি খাদেম হোসেন তাঁহার কার্য্য করিবেন। ...যোগেন্দ্র নাথ বসু বি, এল. মৌলবি খাদেম ...বদলি হওয়াতে কিছু দিনের জন্য মুরশিদাবাদ ...অন্তর্গত কান্দি নামক গ্রামের মুনসফ হইলেন।

...র কেদারেশ্বর রায় কিছু দিনের জন্য হুগলির সব ...হইলেন।

...র নয়া বাবু ... ৪ পরগণার তৃতীয় সব ...

... ...র জন্য হুগ... ...সেফ হইলেন।

...নকর চন্দ্র ভট্ট কিছু দিনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের ...ব জজ হইলেন।

...গিরিরাজ চট্টোপাধ্যায় বি, এল. বহরমপুরের ...হইলেন।

...দর্পনারায়ণের অনুপস্থিতিতে বাবু চন্দ্রধর ... ...রপুরের মুনসফের কার্য্য করিবেন।

...শশাঙ্ক ভূষণ রায় কিছু দিনের নিমিত্ত পূর্ণিয়া ...অন্তর্গত কুড়বা নগরের মুনসেফ হইলেন।

...র মুনসেফ মৌলবি ফকির দীন হোসেন ভাগল... ...অন্তর্গত মদেপুরে বদলি হইলেন।

...রের মুনসেফ মৌলবি মহম্মদ নুরুল হোসেন বিক্র... ...বদলি হইলেন।

...র মনসেফ বাবু হরে কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কটকে ...হইলেন।

প্রেরিত পত্র সকলের সারাংশ।

...জ পোষ্ট অফিশের চিহ্নযুক্ত একখানি পত্র ...য়াছে; লেখকের নাম নাই; পত্রে ঠিকানা বা ... লেখা আছে—"এই জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হাইম সাহেব যে প্রকার অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া প্রজাদিগের হিতসাধন করিতেছেন—তাহা বর্ণনা করা দায়। তিনি আপনার সুখাসুখ বিবেচনা না করিয়া মফস্বলের দূরবর্ত্তী স্থান সমুদায়ও পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যখন ... রক্ষার্থ জল সিঞ্চনের অতীব প্রয়োজন হইয়াছিল তখন তিনি জল দেওয়াইয়াছিলেন। অধিকারী দিগের সমীপে প্রার্থনা করতঃ যে সমুদায় পুষ্করিণীর কস্মিন্‌কালে ... ছিল না, তাহা হইতেও জল দেওয়াইয়াছেন। সকলেই বলিতেছে যে এমন প্রজাবৎসল মাজিষ্ট্রেট কখন আইসেন নাই। এবং সকলেই তাঁহার উন্নতির জন্য জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতেছে। ফনরাজ পুরের সব ইনস্পেক্টর মিণ্টার গাঙ্গিল বাদ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের উপযুক্ত আজ্ঞা বাহক।" যাহা হউক পত্রপ্রেরক ভবিষ্যতে নাম, ঠিকানা, তারিখ দিবেন।

পূর্ব্ব পরিচিত পত্র প্রেরক বা, চ, ঘো, দুইখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। প্রথম খানিতে বলেন;—"বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাত গাছিয়া নামক গ্রামে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত যে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, আজ কাল সেটির অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে। গ্রামে দশহরার সময় রক্ষাকালী পূজায়, চব্বিশ প্রহরায় কতকগুলি বৈষ্ণব ভোজনে, এবং বারাগীতে, বৎসর বৎসর চাঁদা করিয়া যে অর্থ নষ্ট হয় তাহার আনা পরিমাণ যদি ঐ বিদ্যালয়টির মঙ্গল সাধন অভিপ্রায়ে ব্যয় হয়, তাহা হইলে ... ...হবার ...।" রক্ষাকালী পূজা প্রভৃতি উল্লিখিত কয়েকটি কার্য্যে অর্থ ব্যয় হইলেই, যে সে অর্থের অপব্যয় হইল, একথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা ওরূপ উন্নতিশীলতা অদ্যাপি লাভ করি নাই। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে বিদ্যালয়টি যাহাতে থাকে সকলের এরূপ যত্ন করা আবশ্যক। পত্র প্রেরক বলেন "শুদ্ধ সম্পাদকের যত্নে বিদ্যালয়টি এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছে।" সম্পাদক ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। পত্র প্রেরক আরও বলেন যে "এ বিষয়ে লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের মনোযোগী হওয়া উচিত।" আমরা বলি যে গ্রামে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর মনোযোগী না হইলে বিদ্যালয় থাকে না, সে গ্রামে বিদ্যালয় না থাকাই ভাল।

দ্বিতীয় পত্রে চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে অনেক গুলি কথা বলিয়াছেন। পত্র প্রেরক বলেন যে রাজ পথে ধূলার কষ্ট বড়। ১০।১২ দিন মেঘলা হইয়াছে, আমাদের বোধ হয় এখন বড় কষ্ট না হইতে পারে। পত্র প্রেরক সাধারণতঃ মিউনিসিপালিটির উপর অসন্তুষ্ট। আমরাও অসন্তুষ্ট; চুঁচুড়া বাসীদিগের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে যত দিন অধিবাসীরা সম্পূর্ণ মিউনিসিপাল স্বাধীনতা না পাইবে, যত দিন জেলার মাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপালিটির হর্ত্তা কর্ত্তা থাকিবেন, ততদিন এরূপ ব্যাপার ... হইতে কখনই ... করিবে না।

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা ।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসার ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ক্ষয় ও অন্যান্য প্রকার অত্যাচারে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

মস্তুরা নাল অপ্রকাশ... বল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, জ্বরকাশ, গলগণ্ড, অর্শ, রক্তমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন ।

জয়দেব চরিত ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত উক্ত পুস্তক কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে আমার নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ।৵০ মাকসাশুল ৴০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

তীর্থ মহিমা ।

(তীর্থস্থানের অনাচার এবং মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।)

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গাল মেগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪ নং গোওয়াবাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন ।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এ[illegible] আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন, এবং প্রত্যেক টা[illegible] এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইতে হইবে, কেন[illegible] ক্রয় করণকালে, আমাদিগকে এক আনা করিয়া ক[illegible] দিতে হয়।

কেহ কেহ মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে [illegible] রসীদ স্বরূপ প্রত্যুত্তর পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়া[illegible] আমরা তাহা লিখিতে পারিব না, সকল মূল্য প্রা[illegible] আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তি[illegible] সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার ক[illegible] কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি [illegible] গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণী[illegible] মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্র[illegible] সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

আমরা সাধারণীর মূল্যের নিয়মে প্রকাশ ক[illegible] যে সাধারণী পাইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য [illegible] হইবে; তাহার প্রত্যেক মাসের ৮০ আনা হিসাবে [illegible] লইয়া, বাকি অগ্রিম মূল্য স্বরূপ স্বীকার করিব। [illegible] সাধারণীর বয়ঃক্রম এক মাস হইয়া গিয়াছে, অত[illegible] সপ্তাহ মধ্যে মূল্য না পাইলে, আমরা অগত্যা [illegible] নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইব।

অদ্যাপি কেহ কেহ কাঁটাল পাড়া বঙ্গদর্শন [illegible] সাধারণীর মূল্য ও বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি প্রেরণ ক[illegible] ছেন, [illegible] ল।

মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কাশ্মীর
,, উপেন্দ্রনাথ মৈত্র, কলিকাতা
,, বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত, চুঁচুড়া
,, গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible]
,, হরলাল রায়, কলিকাতা
মৌলবি আবদুল সালাম, বীরভূম

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম ।

অগ্রিম বার্ষিক	
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	...
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	...
মাসিক ...	...
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	...
ডাকমাসুল লাগিবে না।	

শ্রীপাঁচকড়ি রা[illegible]

চুঁচুড়া কদমতলা ১১৬ সংখ্যক ভবন।

এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন য[illegible] চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া ক[illegible] ১১৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃ[illegible] রবিবারে প্রকাশিত হয়।

৪৫

REGISTERED No. 138.

৫০২

সাধারণী ।

[illegible] ভাগ } চুঁচুড়া—৩০শে অগ্রহায়ণ রবিবার সন ১২৮০ সাল। ইং ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃং অব্দ। { ৮ সংখ্যা

ভ্রম সংশোধন ।

গত ৯ই অগ্রহায়ণের সাধারণীতে "সেন[illegible]দিগের জাতি বিচার" প্রবন্ধের সর্ব্বশেষে [illegible] সাহায্যে প্রস্তুরফলকলিখিত একটী কবিতা [illegible]ত করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, "বিজয় [illegible] গৌড়দেশের অধিপতি। তিনি গৌড়ে- [illegible] পরাজয় করিলেন। ইহা কি প্রকারে [illegible]িতে পারে?" অনবধানতা বশতঃ এইপ্র[illegible] গৌড়দেশ [illegible] ২৯।৩৫। [illegible] ী। যথা;—

"[illegible] সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলি
কোৎকলাঃ।
[illegible] গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যোত্তর বাসিনঃ॥"
(স্কন্দ পুরাণ)

[illegible] এখন নিজ গৌ[illegible] ব্যতীত সারস্বত, কান্য[illegible] মিথিলা ও [illegible] নামে অভিহিত [illegible] আছে, তখন [illegible] অন্যতম প্রদেশ [illegible] অনবধানই কবিতায় [illegible] সকলের [illegible]ত হইয়াছে। অ[illegible] ভ্রম প্রদর্শন [illegible] কলের ই [illegible] একান্ত [illegible] রাবৎ নল। [illegible] পঞ্জাবে অনে- [illegible] হইয়াছে। প্রথ

৮০ তোলার ওজন। কোম্পানির টাকা প্রত্যেক টাকায়;—

মেড়ুয়া, আধ মণ
মকাই, আঠার সের
লাল বুট, উনিশ সের
যব, আধমণ
মকরাই, স একুশসের
খেসারির দাল, চৌদ্দের
কলাই, সাড়ে আঠার সের
[illegible]
আতপ চা[illegible]
ধান্য, সাড়ে বাইশ [illegible]
গোম, জামালপুরে তের
লবণ, একমণ চারিটাকা চৌদ্দ আনা
উত্তম ঘৃত, একুশ, স একুশ
পশ্চিমে ঘৃত, দুটিটাকা ছয় আনা অথবা সাড়ে কুড়ি।

— কয়েকটি মোকামে আমরা পত্র লি[illegible] [illegible]কার উত্তর পা[illegible] পত্রিকায় সেই সাধারণ বাছনির [illegible]রণ প্রদান করিয়াছি, এই সপ্তাহে [illegible] বিষয়ে একখানি পত্র যথাস্থানে উদ্ধৃত [illegible] এই সাধের সাধারণ বাছনিতে সাধার[illegible] কি না সকলে বুঝিতে পারিবেন।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আরও দুইএক[illegible] আইন চলিয়াছে। কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়

TIGHT BINDING | TORN PAGES

তাহা লইয়া কোন আশঙ্কা হইত না। একণে ইষ্ট্যাম্পে উপকার না হইয়া অপকারেই সম্ভাবনা।

পলিটিক্স।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে সাধারণীতে পলিটিক্স অথবা রাজনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। সচরাচর সংবাদপত্রে রাজনীতি সম্বন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ থাকে সাধারণীতে সেরূপ থাকে না বটে। সামান্য কারণে বা অকারণে, সেরূপ গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতে, কাম্বেল সাহেবের নিন্দা করিতে, পোলিশের নিন্দা করিতে, আইনের নিন্দা করিতে সাধারণী অক্ষম। বিশেষতঃ আমরা দুঃখের কান্না ব্যতীত যে আর কোন রাজনীতি আমাদিগের দেশে আছে একথা স্বীকার করি না। আমাদিগের প্রধান নীতিই ক্রন্দন, প্রধান পলিটিক্স ক্রন্দন। ক্রন্দনই আমাদিগের প্রধান

পলিটিক্স হয় তা-
রা একমাত্র পলিটিক্স
আমাদিগের নাই। থাকিতে
রে না। যাহাদিগের ব্যবহার ভিত্তি বা
কনষ্টিটিউশন নাই, তাহাদিগের আবার পলিটিক্স কি? মাথা নাই তার মাথাব্যাথা কোথা হইতে হইবে?

এ কথায় অনেকে অসন্তুষ্ট হই
রিবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় মহা কাজের
ধন অল্প থাকায় তাহাকে দিবসের
বার চালান দিয়া কালেক্টরি হইতে
আর কাগজ আনাইতে হয় সুতরাং
তাঁহার নিকট ইষ্টাম্পাদি পাওয়া যায়
না। তখন দ্রুতবেগে কালেক্টরিতে যাইতে হয়, সেখানে মুহুরি বাবু তাঁহার নিয়মিত কার্য্য

ভিত্তি; সুতরাং দশ শালা বন্দোব
দেশীয় দিগের প্রধান দুর্গ।

দ্বিতীয়তঃ অপর কতকগুলি লোক বলেন যে শুদ্ধ দশ শালা বন্দোবস্তই আমাদিগের একমাত্র উপায় নহে। কর্ণওয়ালিস কর্ত্তৃক কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রজার স্বত্ব বহুকাল পরে স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রজাবর্গের উন্নতির পথে বহুতর কণ্টক ছিল। শিক্ষাগত, জাতিগত, বর্ণগত নানাবিধ বৈলক্ষণ্য জনিত আমরা নিতান্ত হীনাবস্থ হইয়াছিলাম। কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রে এবং ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণাপত্রে সেই সকল বৈলক্ষণ্যের লোপ করিয়াছে। সুতরাং এ দুই পত্রই আমাদিগের ব্যবহার নীতির ভিত্তি মূল তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদ্দ্বারা রাজার একানতের লোপ হয় তাহাকেই ব্যবহার ভিত্তি বলা কর্ত্তব্য। এতদ্ভুভয় না সিবিলসর্বিশ প্রভৃতি অনেক গুলি একায় লোপ হইয়াছে. সেই জন্য ঐ দুটিকেই প্র
ব্যবহার ভি ... কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ চিনহুম, অনেষ্টীর ন্যায় ব
গুলি উদারোদ্ধত স্বভাবান্বিত ব্যক্তিবর্গের
এই যে, ভারতবর্ষীয়দিগের, ইংলণ্ডীয়দি
হইতে পৃথক্ রাজনীতি ... তে পারে
ভারতবর্ষীয় প্রজার স্বত্ব ... ন্ধে কোন
বিশেষ নাই। ...
প্রভৃতি যাহা
ইংলণ্ডী ...
ভিত্তি ভারত
... ইষ্ট ইণ্ডিয়া কো
বান হই ... লর্ড বেন্টিঙ্ক
ইলে স ... পরিরক্ষা শাসন
... ছিল না; যদি এ

ব্যব
গত বৎসর
তান্ত অল্প নহে;

... ন্তে ষড়যন্ত্র করিয়া এই বঙ্গরাজ্য মুসলমান ... হইতে গ্রহণ করিয়া ইংরাজ হস্তে অর্পণ করিয়াছে, মুসলমানদিগের সময়ে প্রজার যে কিছু স্বত্বছিল এখনও তাহাই আছে। সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে মাত্র। মুসলমান দিগের কর্টের ঋণ ইংরাজেরা পরিশোধ করিতে বাধ্য আছেন। ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের আধুনিক সম্বন্ধ এক প্রকার চুক্তি মূলক। এই মূল চুক্তিই আমাদিগের ব্যবহার সমস্তের ভিত্তি মূল হওয়া উচিত।

এই চারিটি লইয়া মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আন্দোলন হইয়া থাকে। রোডশেষ এ দেশে না চলিতে পারে, এই উদ্দেশে অনেকেই প্রথমটি অর্থাৎ দশ শালা বন্দোবস্ত লইয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন।

সর উইলিয়ম গ্রে সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি লইয়া যখন দেশ মধ্যে মহা আন্দোলন হইয়া উঠে, তখন ১৮৫৪ সালের শিক্ষা বিষয়িণী প্রেরিত লিপিই আমাদিগের প্রধান বল হইয়াছিল। যখন ... ফৌজদারী ... প্রথম বিধিবদ্ধ হয়, তখন ... বিলিয়ানের ইয়ুরোপীয়দিগের মোকদ্দামার বিচার করিতে পারিবেন না, এই ধারার বিরুদ্ধে যে কিছু আন্দোলন হয়, মহারাণীর বিখ্যাত ঘোষণা পত্রই সে সকলের মূল। আমরা সাধারণীর চতুর্থ সংখ্যায় প্রাপ্ত প্রবন্ধে সেই আন্দোলনের ও সেই তর্কের পুনরুত্থান করিয়াছি। কিন্তু কেবল সেরূপ স্থলে নয় মহারাণীর ঘোষণা পত্র আমরা পক্ষপাতী রাজ পুরুষ বর্গের সম্মুখে সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া থাকি।

আনেষ্টী সাহেব প্রদর্শিত মতের আনেষ্টী সাহেবই বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। আমীর খাঁকে কয়েদ করিয়া রাখা মাগ্নাচার্টা বিরোধী বলিয়া, ভারতবর্ষের তৎকার্য্য পোষক ব্যবহার থাকিলেও তাহা পালনীয় নহে, লঙ্ঘনীয়। এই তাঁহার প্রধান তর্ক ছিল। এই মতের অন্য অনেক দেশীয় ভক্তও আছেন।

জুরির বিচার রাখা উচিত কিনা এই তর্ক উপস্থিত হইলে, কোন কোন সম্বাদ পত্র চতুর্থ ... তুবার প্রদর্শন করিয়া বলেন যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জুরির বিচার চিরস্থায়ী রাখিতে এক প্রকার বাধ্য আছেন। কেন না বঙ্গ রাজ্য হস্তান্তরিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে কাজী ছিল, কাজী উঠিয়া, গিয়া জুরী হইয়াছে, সুতরাং হয় জুরির বিচার, নয় কাজীর বিচার অবশ্যই রাখিতে হইবে। উভয় উঠাইয়া দিবার ইংরাজ দিগের কোন ক্ষমতা নাই। এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে উপরোক্ত চারিটি ব্যবহার ভিত্তি উত্থাপন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত হেতুবাদ গুলির মধ্যে অনেক সার কথা আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু উহার কোনটিকেই অথবা একত্রিত সকল গুলিকেই ভারতবর্ষীয়দিগের ব্যবস্থামূল বা কনষ্টিটিউশন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের ব্যবস্থার মূল রাজ ইচ্ছা। ইহাতে রাজাকে স্বেচ্ছাচারী বলা হইল না, কিন্তু শাসন প্রণালীর কোন মূল নিয়ম নাই এই কথাই বলা হইতেছে। ইহার প্রধান কারণ আমরা দুর্ব্বল, অপেক্
বলবান ...
স্পর বিবাদ হইলে "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" বটে, কিন্তু দুর্ব্বল প্রজার ও বলশালি রাজার মধ্যে বিসম্বাদ হইলে "প্রজানাং কেবলং রোদনং বলং।" অন্য কোন বল হইতে পারে না। থাকিতে পারে না।

ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থিত মধ্যে কতকদূর বল সমতা না থাকিলে, ব্যবস্থার কোন নিয় থাকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পর ভক্তি করা চাই, ভয় করা চাই, তবে ব্য
মূল থাকা সম্ভব, কনষ্টিটিউশন থাকা
ও তখন সেই রাজনীতি হইতে নানা
টিক্স উঠিতে পারে। যদি মন্
ইংলণ্ডীয় প্রজা
হইয়া যায়, রাজ পু
মত বলবীর্য্য শালী হয়ে
চার্টা পত্র মশলা বাঁধা ব্য
লাগিতে পারে।

ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থিতের ...
না থাকিলে কখনই কোন শাসন ...
পারেন। এমন কথা বলি না যে,

বলে বা শস্ত্রবলে আমরা সমকক্ষ না হইলে. আমাদিগের কোন উপায় নাই, বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম একাগ্রতা বলে কার্য্য দক্ষতায় সমকক্ষতা প্রদর্শন কর, তখন তুমি যাহা বলিবে তাহাই পলিটিক্স হইবে। এখনকার পলিটিক্স রোদন, আর্ত্তনাদ—তাহাতে যোগ দেও, অন্যকথায় কর্ণপাত করিও না. সে সকল রাজনীতির ভাণ মাত্র, ও বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জুরির কথার অর্থ করিবে কে?

হুগলির একটিং অতিরিক্ত সেসনজজ হাইকোর্টে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যেরূপে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, তাহা জজের চিঠি হইতে অনুবাদ করিয়া লেখা যাইতেছে;—জুরিরা ষষ্ঠীরাম মণ্ডলকে অপরাধ জনক নরহত্যা অপরাধে প্রথমে দোষী বলিলেন, তাহাতে [illegible] লেন যে 'বধ করা [illegible] বুদ্ধি [illegible] উত্তর করেন যে শুদ্ধ অপরাধজনক নরহত্যা দোষে আসামী দোষী। জজ সাহেব প্রত্যেক চার্জে জুরিগণের মত প্রকাশ করা আবশ্যক বলায় জুরি ঘরে পরামর্শ করিয়া পুনরায় এজলাসে আসিয়া বলিলেন যে ১। বধ অপরাধে আসামী নির্দ্দোষী ২। অপরাধ জনক নরহত্যা অপরাধে দোষী ৩। গুরুতর পীড়া অপরাধে দোষী—সকলের এক মত।

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন "মোহিনীর প্রতি [illegible] র যেরূপ আঘাত করা ডাক্তার সাহেব [illegible] ল, তাহা আপনারা বিশ্বাস করিয়া- [illegible] রিয়া বলিলেন হাঁ [illegible] সা করিলেন "আমি [illegible] দিবার সময় যে পাঁচটি [illegible] য়া দিয়াছি, আসামীর কার্য্য [illegible] ভিতর পড়িয়াছে, যে তাহাতে [illegible] সম্পূর্ণ বধ রূপে গণ্য হইতেছে [illegible] জুরিরা উত্তর দিতে পারিলেন না। জজ সাহেব আবার আইনের সেই ভাগ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহারা উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, ইহার কোনটির মধ্যেই আসামীর কার্য্য পড়িতেছে না। তাহার পর প্রধান জুরি বলিলেন যে, তাঁহারা প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে প্রমাণ অবিশ্বাস করেন। তাহার পর অনেকাক্ষন গোলমালের পর আবার প্রথম অর্থাৎ বধ অভিযোগে আসামীকে দোষী বলিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জজ সাহেব হাইকোর্টে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে জুরিরা প্রথমে নির্দ্দোষী বলায় তিনি লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহার পর আবার দোষী বলিলে তিনি আসামীকে দোষী বিবেচনা করিয়া দণ্ড বিধান করিতে পারেন কি না? বিচারপতি ফিয়ার ও মরিস সাহেবরা বলিয়াছেন যে জুরিরা শেষে যে কথা বলিয়াছেন সেই অনুসারে জজ সাহেবের আসামীকে বধ অপরাধে দোষীজ্ঞান করা উচিত ছিল হাইকোর্টে জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং [illegible] পরাধে দোষী বিবেচনা করিয়া দণ্ড বিধান করিতে পারেন।

মহামান্য হাইকোর্টের জজেরা রায়ের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন যে "জজ সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে জুরিরা চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করিয়াছেন আর তিনি তাহা খণ্ডন করিতে পারেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে "তাহা হইলে তিনি কার্য্য বিধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন।"

কিন্তু মহামান্য হাইকোর্ট বলিতেছেন যে জুরিরা দ্বিতীয় বার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াও চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করেন নাই। জজ সাহেব যাঁহার সম্মুখে রায় দেওয়া হয় যিনি চূড়ান্ত বলিয়া তাহা কলম বন্দি করিয়া লয়েন, এবং সেই বিশ্বাসেই হাইকোর্টে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান তিনি বলিতেছেন যে জুরিরা চূড়ান্ত রায় দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট বলিতেছেন, "না তাহা নহে।" কেন নহে? জজ সাহেব নহিলে সেই রায় প্রকাশের পর জুরিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?

[illegible] র্ব্ব বিচার! জুরির চূড়ান্ত আদেশের পর জজ সাহেব প্রশ্ন করিলে আর সেটি চূড়ান্ত রায় [illegible] হয়। তাহা হইলে, জুরির চূড়ান্ত মতের পর জজ সাহেব প্রশ্ন করিলে, কার্য্য বিধি লঙ্ঘন [illegible] রা হয়" একথার অর্থ কি?

এইরূপ বিচার জন্যই হাইকোর্ট দিন দিন [illegible] জন্য উঠিতেছেন। [illegible] আদালত [illegible] প্রায়ই একণে সম্মানে সম্মানের পক্ষে [illegible] খেলার স্থান, গরিবের পক্ষে টেক্সের তহ- [illegible] লদারি কাছারি, সরকারের পক্ষে পিলুড়ি যন্ত্রণা [illegible] ভাগ করিবার আগার, ও বড় মানুষের পক্ষে [illegible] তর আখড়া বা ঘোড়ার আস্তাবল হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে জমীদারে রাখাল গোয়ালা ও [illegible] তানে কুস্তি দেখিত, একালের বড় মানুষে [illegible] মস চাটুর্জ্জ্যেতে তারিণী-বাড়ুর্য্যে বিএলে [illegible] তি দেখেন। সহিসদিগকে মাসে ছয় টাকা [illegible] ন, মোক্তার দিগকেও মাসে ৪/৮ দেন। [illegible] ঘোড়ার, গাড়িতে চড়ে সাহেবের লোককে চাবুক্তা আমটা মারেন, মোকদ্দমায় চড়িয়া বদ- [illegible] মণ্ডলকে, হালিক শেখকে জব্দ করেন। [illegible] কবলের তগাতক এইরূপ; আবার হাইকোর্টের [illegible] ই দশা হইল। উপায়? দণ্ড বিধিতে, কার্য্য [illegible] ধিতে, ও দণ্ডবিধাতৃগণে বিশ্বাস না থাকিলে [illegible] মহান্ অনর্থ পাতের সম্ভাবনা। আমরা [illegible] শঙ্কচিত্তে দেখিতেছি দিন দিন রাজ বিধিতে [illegible] লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। বিচারক [illegible] গণের দোষে যে এরূপ হইতেছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের স্বদেশীয় ব্যক্তি বর্গেরও এ বিষয়ে বিশেষ তাচ্ছিল্য আছে। জুরির কর্ত্তব্য কার্য্য যে কত বড় গুরুতর তাহা এখনও সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। জুরিপদে অভিষিক্ত হওয়া একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়। [illegible] জলার জজের মন্ত্রী হওয়া বড় সহজ কথা নহে। ইহার জন্য দেশীয় লোকে কি করিয়া থাকেন? জুরির তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে তাঁহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য যে দণ্ড বিধি ও কার্য্য বিধি বিশেষ রূপে বুঝিয়া রাখেন। তাহা কি সকলে করেন? তা করেন না। এই মোকদ্দমাতেই দেখা যাইতেছে যে তাঁহারা তাহা করেন না। তাহা হইলে কখনই এরূপ গোল যোগ হইত না। দণ্ড বিধির মতে 'বধ' ও 'অপরাধ জনক নরহত্যার' প্রভেদ করা নিতান্ত সহজ নহে। লক্ষণ গুলি নিতান্ত কূট তাহাতে গবর্ণমেণ্ট অনুবাদকের কৃপায় আরো কূট হইয়া উঠিয়াছে। এমন স্থলে পূর্ব্বাহ্ণে এ সকল গুলি বেশ করিয়া বুঝিয়া রাখা উচিত। জুরিরা জজসাহেবের তাড়াতে গোলমাল করিলেন, এখন ষষ্ঠী রাম ফাঁসী যায়। দেখুন দেখি কি শোচনীয় ব্যাপার। স্বদেশীয়ের দোষ বিচারক্ষম হইবার জন্য সকলেরই যত্ন করা, পরিশ্রম করা ও সময়ব্যয় করা কর্ত্তব্য।

প্রাপ্ত।

দেশীয় সম্বাদ পত্র।

ইকনমিষ্ট দেশীয় সম্বাদ পত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাঁহার কিয়দংশের সার ভাগ উদ্ধৃত করিয়া তৎ সম্বন্ধে [illegible]

সাইট সাহেব বলেন যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের ইজারদার ছিলেন তখন এতদ্দেশীয় সমস্ত লোক এক বাক্যে ইংরাজ শাসনের প্রশংসা করিত। ইংরাজ রাজা [illegible] রাজ্যের কথা তাহাদের অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত। রাজার প্রজার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ মহারাণীর খাস হওয়াবধি ক্রমে সেই সদ্ভাবের লোপ হইতেছে। এক্ষণে সকলেই বলিয়া থাকে যে শাসন কর্ত্তৃগণ যার পর নাই স্বার্থপর এবং ধন লিপ্সাই তাঁহাদের মানসেন্দ্রিয় সকলের মধ্যে প্রধান। সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে তাঁহারা যে সকল সুখ হইতে বহুদিন ধরিয়া বঞ্চিত ছিলেন ব্রিটিশ শাসন প্রসাদে সে সকল সুখ এক্ষণে তাঁহাদের অনায়াস লভ্য হইয়াছে কিন্তু প্রজাগণের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে রাজার যে প্রজাগণের নিকট হইতে কর লওয়া আবশ্যক এ কথা সহস্রে বোধগম্য হইলেও তাঁহারা বুঝিবেন না। তাঁহাদের স্থির বিশ্বাস এই যে আমাদিগের শাসন কর্ত্তৃগণ বৎসর২ প্রচুর ধন আমাদের দেশ হইতে স্বদেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন, ভারত আর কিছুকাল ইংরাজদিগের হস্তে থাকিলে একেবারে ভিখারিণী হইবেন। যদি কেহ তাঁহাদের বলেন "যে তোমাদের ধন অধিকাংশই তোমাদের দেশের মঙ্গলার্থ ব্যয় হইয়া থাকে" তাঁহারা সে কথা উপহাস্য করিয়া উড়াইয়া দেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে প্রজাগণের তাহাদিগের শাসন

কর্ত্তৃগণের উপর এরূপ অসন্তুষ্ট হইবার কারণ কি? কেন তাহারা গবর্ণমেণ্ট সদুদ্দেশ্য সাধন জন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেও তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া থাকে, বাস্তবিক কি ইংরাজগণ আমাদিগের একটুও ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র নহেন? তাঁহাদিগের কি কোন গুণ নাই? না কাহারও কথায় মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণের দোষ ভিন্ন গুণ দেখিতে পাইতেছি না? এই শেষোক্ত প্রশ্নটির উত্তর করিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে এক জন দেশীয় কর্ম্মচারী উত্তর করেন যে প্রজাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর এত অধিক অসন্তুষ্ট হইবার কারণ কতকটা দেশীয় সম্বাদপত্র হইতে পারে। এই উত্তর প্রচার হইবামাত্র দেশীয় সম্বাদপত্র মহলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারি দিক হইতে তাঁহার মস্তকে তিরস্কার বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমাদের দেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের একটা হুজুক পাইলেই হয়। তারপর সেই হুজুক সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল কথা লেখেন তাহা যথার্থ হইল কি না তৎপ্রতি বড় দৃষ্টি রাখেন না। সম্পাদক মাত্রেরই একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল, তাঁহার উত্তরটি কতদূর সত্য। কিন্তু সাধারণ মনুষ্য সহজে আপনার দোষ আপনি দেখিতে পায় না। বরং যে ব্যক্তি সেই দোষ দেখাইয়া দেন তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হয়। কিন্তু সেরূপ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ মনুষ্য সম্পাদকীয় [illegible] না। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের একটি বলিবার কথা আছে। আমাদের দেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের সাহসও ধন্য। দেশীয় কর্ম্মচারী একটা কথা বলিলেন তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলেই তৎপর। কিন্তু যখন ভারতবর্ষীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রের দ্বারা সেই কথার সত্যত্ব প্রতিপন্ন হইল তখন সকলেই নীরব। কিন্তু বোধ হয় আমাদের এতদূর বলা অন্যায় হইতেছে কেননা "মৌনং সম্মতি লক্ষণং।"

কোন২ দেশীয় সম্বাদপত্রে ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা কহা হয়। যে পর্য্যন্ত সেই কথাগুলি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন সাধারণ ক্রিয়া কলাপের উপর প্রযুক্ত হইতে পারে, সেপর্য্যন্ত কেহই তাহাতে কোন দোষ ধরিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, অপর একজন ব্যক্তি তাঁহার গ্রন্থকে ভাল বা মন্দ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কোন ব্যক্তি বিচারপতি; বিচারাসনে বসিয়া তিনি যে২ কার্য্য করেন তদ্বিষয়ে সাধারণের মত প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমি আপন বাটীর অন্দরে বসিয়া কি করিলাম এ কথা লইয়া যদি কোন সম্পাদক আপনার সম্বাদপত্রে আন্দোলন করেন তবে আমাকে অবশ্য বলিতে হইবে যে সম্পাদকটি কখন ভদ্রতা কাহাকে বলে তাহা জানেন না এবং কখন তাহা শিখিবারও চেষ্টা করেন নাই। সামাজিক ব্যবহারে যেমন ভদ্রতা আবশ্যক, সম্পাদকীয় কার্য্যেও তেমনি। সম্পাদকীয় চেয়ার দিল্লীর রাজ সিংহাসন সমান নহে যেহেতু প্রণয়ো[illegible] আসনে উপবিষ্ট হইলেই যথেচ্ছাচারী হইবেন। যদি কে[illegible] পবিত্র সম্পাদকীয় কার্য্য গ্রহণ করিয়া ভদ্রতার সী[illegible] অতিক্রম করিয়া যান, তবে তিনি নিশ্চয়ই সাধারণে[illegible] দণ্ডার্হ। তাঁহার শাস্তি অনেক প্রকার আছে। [illegible] প্রথমতঃ আমরা তাঁহাকে রঙ্গ পাল্লায় বাতুলালয়[illegible] এক জন অধিবাসী স্থির করিয়া তাঁহার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিও রাখিব না। রিএট বলিয়াছেন যে সঙ্গীত [illegible] অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করিতে না পারে তিনি [illegible] কখন কবি হইবার চেষ্টা না করেন। আমরাও তেমনি বলিতেছি যে ব্যক্তির এমন জ্ঞান নাই যে ব্যক্তি বিশে[illegible] বাটী বসিয়া কি করিলেন সে কথা লইয়া সম্বাদপ[illegible] আন্দোলন করা অন্যায়, তিনি যেন কোন কালে সম্পা[illegible] কীয় ভার না গ্রহণ করেন। সম্পাদকীয় কার্য্য নি[illegible] হার্থ তিনি ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। [illegible] যে কার্য্যের জন্য জন্মিয়াছেন তাহা বলিয়া দিব[illegible] তিনি ভদ্র সমাজে বসিবার যোগ্য নহেন। তিনি যে[illegible] বাটী হইতে বহির্দ্দেশে না গমন করেন। গৃহিণী যেখানে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছেন এবং পাঁচ জন প্রতি[illegible] নিকট পৃথিবীর লোকের সাধুবাদ করিতেছেন, তিনি[illegible] যেন তাঁহার এক পার্শ্বে গিয়া একটি হুঁকা হাতে করি[illegible] উপবেশন করেন এবং গৃহিণীর কথায় তানায় ট[illegible] [illegible]

কোন২ সম্বাদপত্রে "উদ্ধৃত" "প্রাপ্ত" শীর্ষক [illegible] প্রকারের প্রস্তাব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] দকগণ যেন এটি না মনে করেন যে উক্ত শব্দদ্বয়ে[illegible] কোন একটি তাঁহাদের সম্বাদপত্রে কোন প্রস্তাবের [illegible] দেশে লিখিত থাকিলেই তাঁহাদের সেই প্রস্তাবের [illegible] সহিত কোন সম্বন্ধ রহিল না। সম্পাদক তাঁহার [illegible] প্রত্যেক কথার জন্য দায়ী। সাধারণের মধ্যে এ [illegible] অনেক কানাবলি আছে। অতএব কোন প্রস্তাব [illegible] মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইলে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার তাহা [illegible] দেওয়া উচিত। বিবেচনা কর কোন একখানি [illegible] পত্রে "প্রাপ্ত" বা "উদ্ধৃত" শীর্ষক প্রস্তাবে [illegible] একটি লোকের অন্যায় নিন্দাবাদ প্রচার হই[illegible] সম্পাদককে নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা কহি[illegible] না। সে নিন্দাবাদের জন্য কে জবাবদেহি করি[illegible] অবশ্য—সেই পত্রের সম্পাদক। [illegible] প্রস্তাব লেখক উভয়েই সমান দোষী এবং সমান [illegible] পাইবার যোগ্য এ কথা যে সম্পাদক না বুঝিতে [illegible] তিনিও যে অভদ্রের মধ্যে একজন তাহার আর [illegible] নাই।

———

বঙ্গদেশের প্রজার জন্য কি কর্ত্তব্য।

প্রেরিত।

কবি কালিদাস, মহারাজ দিলীপের রাজ্যবর্ণন [illegible] লিখিয়াছেন—

[illegible] প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
[illegible] পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥"

[illegible] দিগের শিক্ষাদান, রক্ষণ ও প্রতিপালন নিবন্ধন [illegible] লীপ তাহাদিগের পিতার স্বরূপ ছিলেন। প্রজা[illegible] পিতারা জন্মদাতা মাত্র।

[illegible] র সহিত ভৃত্যের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অতি অল্প [illegible] হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। রাজা প্রজায় কিরূপ [illegible] হাও অতি অল্প লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, [illegible] ভূস্বামী প্রজাদিগকে কেবল দোহন যন্ত্র স্বরূপ [illegible] করিয়া থাকেন। যখন সহায় আবশ্যকতা [illegible] হয়, কামধেনু স্বরূপ প্রজাদিগের নিকট হইতে [illegible] দোহন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। প্রজারা উপ[illegible] তৈজস পত্র বেচিয়া স্বার্থপর ভূস্বামীর সমক্ষে [illegible] প্রতিপাদন [illegible]

[illegible] প্রজাদিগকে দোহন করিয়া আপনাদিগের বিলাস[illegible] সজ্জিত করিয়া থাকেন। স্বার্থপর ভূস্বামীর এই[illegible] তাঁহারা আপনাদিগের সহিত প্রজাদিগের সম্বন্ধ [illegible] ভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু কালিদাস [illegible] আর এক ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] প্রজাঘটিত সম্বন্ধটী অতি সুচারুরূপে প্রত[illegible] হইয়াছিল। তিনি দিলীপ রাজার গুণবর্ণনাবি[illegible] আপনার অভিপ্রায় সুপরিশুদ্ধরূপে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম [illegible] দিয়াছেন।

[illegible] দিগের মধ্যে অনেকে কালিদাস লিখিত উক্ত [illegible] গুরুত্ব অনুধাবন করেন না। এটী নিরতিশয় [illegible] সন্দেহ নাই। আদিম কালীন লোকে যে [illegible] রূপ দর্শন করিয়া তাহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া [illegible] ইদানিন্তন ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্যতার [illegible] তাহা ভাসিয়া যাইতেছে, ইহা সামান্য দুঃখের [illegible] হে।

[illegible] হই ভূস্বামীর সহায় সম্পত্তি প্রজাই ভূস্বামীর [illegible] লাভের অদ্বিতীয় সাধন। এই প্রজাকে পদ [illegible] করিয়া তাহাদিগের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইলে [illegible] তার নিকট প্রত্যবায় গ্রস্ত, সমাজের নিকট [illegible] ও পরিণামে ঈশ্বর সমীপে দায়ী হইতে হয়। [illegible] এই প্রজাদিগের কোনরূপ উন্নতিসাধন না করা [illegible] হেলনজনিত অধর্ম্মের পরিচায়ক।

আমরা অদ্য বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর প্রজাদিগের প্রতি একটী বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্মের উল্লেখ করিব। অনেক স্থলে কৃষি কার্য্যই এই প্রজাদিগের একমাত্র জীবনোপায়। কিন্তু ইহাদিগের এমনই দুরবস্থা যে সমস্তদিন কার্য্যক্ষেত্রে গলদ্ঘর্ম্ম কলেবর হইয়াও তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ইহাদিগের শোণিতশোষী অনেকগুলি জলৌকা আছে। জমীদারের পর পত্তনীদার দরপত্তনীদার নায়েব গোমস্তা প্রভৃতিতে ইহাদিগকে অনেক সময়ে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া থাকে। এই হতভাগা প্রজা সম্প্রদায় ঋজুপ্রকৃতি ও অনক্ষর। ইহারা পার্য্যমানে মামলা মোকদ্দমায় প্রবিষ্ট হইতে চায় না। গোলযোগের আশঙ্কায় ইহারা আপনাদিগের পিতল কাঁসা বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিয়া থাকে। এইপ্রকার তপস্বীদিগের প্রতি কি কেহই মনোযোগ বিধান করিবেন না? যাহারা অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়া পৃথিবীর উপকার সাধন করিতেছে, যাহারা সকলকে জীবনী শক্তি প্রদান করিতেছে, তাহারা চিরকালই এইরূপ পদদলিত হইতে থাকিবে?

অনেক সময়ে প্রজারা স্বার্থ বুঝিয়া কাজ করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজার জন্য যে সমস্ত আইন প্রচার করিয়াছেন, নিরক্ষর প্রজাগণ তাহার কিছুই অবগত নহে। ইহারা এইরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকাতে অনেক সময়ে গবর্ণমেণ্ট, ইহাদিগের অভাব [illegible] না। এরূপ অবস্থায় এক একটী সভা করিয়া প্রজা সাধারণের অভাব মোচন করা সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত বিধেয়। একটী প্রধান সভাকে মূল করিয়া স্থানে স্থানে তাহার শাখা স্থাপন করিতে হইবে সুশিক্ষিত উদার ব্যক্তিগণ তাহার সভ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবেন। এক্ষণে "ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" যেমন স্বাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন, প্রস্তাবিত সভাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। স্থূলতঃ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা যেমন জমীদারগণের মুখপাত্র, প্রস্তাবিত সভা সেইরূপ প্রজাসাধারণের মুখপাত্র হইবে।

ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান সভা জমীদারদিগের। জমীদারগণ, হয়ত স্বার্থহানির আশঙ্কায়, প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করেন না। অধিক কি, ভারতবর্ষীয় সভার একজন প্রধান সভ্য ও একজন প্রধান জমীদারের এলাকায় প্রজার প্রতি অত্যাচার কোন সম্বাদপত্রে আন্দোলিত হইয়াছিল। অতএব প্রজা সভা সভাতে যাহাতে স্বার্থপর জমীদারদিগের কোনরূপ সংস্রব না থাকে, তাহা একান্ত প্রার্থনীয়।

একবার জনরব উঠিয়াছিল, প্রসিদ্ধনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় এইরূপ একটি সভা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বোধ হয় "হিন্দুক্যামিলী এন্যুইটি ফণ্ড"ই এই জনরবের উদ্ভাবস্থান।

যাহাহউক; আমাদিগের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হ[illegible]

হইলে প্রজাদিগের সমূহ উপকার হইবে, স্বার্থপর জমীদারদিগের ও হস্ত পদ বদ্ধ হইবে।

সংবাদ।

হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার হুটার সাহেব এক বৎসর বিদায় পাইয়াছেন।

রেইলওয়ে কন্ট্রাক্টর মেং বার্ড এণ্ড কোং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশীয় চাল ভাগলপুর, পাটনা, এবং পূর্ণিয়া জেলায় রপ্তানি করণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। হাবড়া হইতে প্রতি দিন এক খানি অতিরিক্ত মাল গাড়ি বিশ হাজার মণ চাল বোঝাই লইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিতেছে।

হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম উকীল বাবু কালীমোহন দাস গোময় ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বাবু কেশব চন্দ্র সেন সম্প্রতি অমর সহরে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের পুনরুন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট সমাজের একজন অমর সহরস্থ সম্বাদদাতা নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাবুর বক্তৃতায় বাগাড়ম্বরই অধিক, কাযের কথা কিছুই নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য করিয়া তিনি [illegible] কহিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে বাবুর ঐতিহাসিক জ্ঞান অতি অল্প।

বেঙ্গাল টাইমস্ বলেন যে গোয়ালন্দ ষ্টেশন সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য ইহা স্থির করণার্থে যে কমিসানরগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে কোন প্রকারে হউক ষ্টেশন রক্ষা করাই বিধেয়। ষ্টেশন নির্ম্মাণ করিতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। একণে সেই টাকার রক্ষা করিতে আর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যুক্তি সিদ্ধ বোধ হইল। উত্তম বিবেচনা।

মহারাজা সিন্ধিয়ার সহিত সাবন্তবাদির রাজ কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত ধূম ধাম সহকারে কন্যার বাটী যাত্রা করেন প্রথমে দুই রেজিমেণ্ট আশোয়ার তৎপশ্চাৎ দুই রেজিমেণ্ট পদাতিসেনা, তাহার পর গোলন্দাজ সৈন্য, খাসবরদার, তোপদার। তাহার পর, মণি মুক্তা স্বর্ণ সূত্র খচিত মাতঙ্গ শ্রেণী, তৎপশ্চাৎ হীরা পান্নায় ঝকমকীকৃত তুরঙ্গ রাজি, তাহার পর গায়কে তাম্বুলয় মান বিশুদ্ধ গানে মোহিত করিয়া যাইতেছে। সর্ব্বশেষে সরদার বেষ্টিত চতুর্দ্দোলাসিহিত সিন্ধিয়া মহারাজ। তাহার একুশ তোপ হইল মহারাজ কন্যাকর্ত্তার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর অগ্নি সমক্ষে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবা মাত্র আবার একুশ তোপ হইল ও নব মহিষীর সম্মানার্থ এগার তোপ হইল। তিনি মহারাণী সতী নাম গ্রহণ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বরকন্যা বাসকে গমন করিলেন। আর তোপ হইল না।

ডিউক অব এডিনবর্গ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। জানুয়ারির প্রারম্ভেই তাঁহার বিবাহ হইবে পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল। এক্ষণে ২১শে জানুয়ারি বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। শুভ কর্ম্মে অনেক বিঘ্ন। প্রথমে গ্রীক চার্চ মতে পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে তৎপরে ডিন ষ্টানলি আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীতে বিবাহ দিবেন।

বোম্বাইয়ের মেং হাইস নৈসির নিকট একটি মোকদ্দমাতে একজন চিকিৎসকের সাক্ষ্য আবশ্যক বোধ হইলে তাহাকে সমন করা হয়। সাক্ষ আদালতে উপস্থিত হইয়া কহেন যে তাঁহার সময় অতি মূল্যবান, প্রত্যেক মিনিটে তিনি দুইটি স্বর্ণ মোহর উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সে হিসাবে তাঁহার মাসিক আয় ৫৪৮০০০ টাকা হইল। যে পক্ষ তাঁহাকে সাক্ষ মানিয়াছিলেন তিনি দেখিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সাক্ষকে পাঁচ মিনিটের অধিক কাল আদালতে থাকিতে হয় নাই। তথাপি তিনি উপরের হিসাবে ২০০ টাকা পাইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত শ্রী বাগরঙ্গনগরে একটি বৃহৎ সেতুর পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ হইতেছিল। কুলিরা ভূমি খনন করিতে২ কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। তাহার [illegible]

[illegible] আরব দেশীয় একটি ১২৩৭ সালের কাটিল রাজ্ঞী [illegible] শার ও আর একটী সুলতান সালাদিনের নাম খোদিত মুদ্রা আছে।

শিয়ারবলেন জয়পুরের রাজা তাঁহার চক্ষু রোগ আরাম করিয়াছেন বলিয়া ডাং ম্যাকনামারকে ১৫০০০ টাকা ও অন্যান্য মহামূল্য দ্রব্য পুরস্কার দিয়াছেন। মহারাজা ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য দরবার সহ তাঁহাকে রাজবাটীর বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া যান। ইহার পূর্ব্বে জয়পুরের কোন রাজা ইউরোপীয়কে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই।

দিনাজের প্রদর্শনে একগাছি সুবৃহৎ ইক্ষু প্রেরিত হইয়াছিল। ইক্ষু গাছটি ১২ হাত লম্বা এবং বেড়ে ছয় ইঞ্চ। যে ক্ষেত্র হইতে সেই ইক্ষু গাছটি কাটিয়া আনা হইয়াছিল সে ক্ষেত্রে তেমন ইক্ষু অনেক আছে।

রুসিয়ারা খাইবা লুঠ করিয়া যে সকল দ্রব্য পাইয়াছে তাহাতে একপ্রকার প্রমাণ হয় যে খাইবা একটি ডাকাতের থানা ছিল। ৭০০০০০ টাকার রৌপ্য মুদ্রা, উত্তম২ যুদ্ধাস্ত্র, কারপেট, শাল ও অন্যান্য দ্রব্য রুসিয়েরা পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে সকল দ্রব্য মধ্য আসিয়া-নিবাসীদিগের কোন প্রয়োজন নাই তাহাও ছিল যথা শীবন যন্ত্র, মদ্য ইত্যাদি এই জন্য সন্দেহ হইতেছে। ও অন্দর মহলে অধিক পরিমাণে বারুদও পাওয়া গিয়াছিল।

নর্থব্রুক সাহেব শনিবারে ফৈজাবাদ দর্শন করিয়া রবিবার লক্ষ্ণৌয়ে অতিবাহন করেন। সোমবার প্রাতে তিনি এলাহাবাদ যাত্রা করেন। মঙ্গলবারে মিউএর কালেজের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর তিনি স্বহস্তে সংস্থাপিত করিয়া শুক্রবার বেলা আন্দাজ চারিটার সময় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পুনরাগমন কালে তাঁহাকে "শোন রিলিফ ওয়ার্কস" কিরূপ চলিতেছে দেখিয়া আসিতে হইয়াছিল।

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর নিম্ন লিখিত মত একখানি প্রচার পত্রে কমিসানর গণকে ও অন্যান্য নিয়ত কর্ম্মচারিগণকে কিরূপে রিলিফ ওয়ার্ক চালাইতে হইবে তদ্বিষয়ে কতকগুলি আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যেসকল শ্রমজীবীরা পুরা এক রোজের কর্ম্ম করিতে সক্ষম, তাহারা জেলার কুলিরা সচরাচর যে হারে মাহিনা পায় সেই হারে প্রত্যহ মাহিনা পাইবে; এবং যাহারা সেই মত কর্ম্ম করিতে অক্ষম তাহারা কিঞ্চিৎ কম পাইবে। এই হারের পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু যখন বাজারে চালের মূল্য টাকায় দশ সেরের অপেক্ষা অধিক হইবে, তখন গবর্ণমেণ্ট শ্রমজীবীদিগকে টাকায় দশ সের করিয়া খাদ্যদ্রব্য তাহাদের প্রাত্যহিক বেতনের বিনিময়ে দিবেন। জেলায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অধিক বৃদ্ধি হইলেও এ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবে না। চাল বিক্রয় করিবার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় কুলিদিগকে তাহাদের বেতনের বিনি[illegible] তখন অন্য আজ্ঞা প্রচার করা যাইবে। এইরূপ আদেশ ক্যাম্বেল সাহেবের দয়াশীলতার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

আগত এপ্রেল মাসে যদি গবর্ণর সেক্রেটারি এচিসন সাহেব ছুটি যায়েন, তবে মেং উইল সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

এরূপ জনশ্রুতি যে মেং জষ্টিস ফ্লোভার সাহেব শীঘ্রই কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইবেন। চিফজষ্টিসেরও ঐরূপ বাঞ্ছা। তিনি কেবল তাঁহার পুত্রের কলিকাতায় আগমন ও ব্যারিষ্টার শ্রেণী ভুক্ত হওন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারের জন্য যে সকল সাহেবেরা কমিসানর নিযুক্ত হইয়া শ্রীহট্ট গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে প্রত্যাগমন করিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন।

আগত বৎসরের জন্য মেং নানবাবী রস্তমজী কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন।

আগত জানুয়ারি মাসে বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য ২১২জন ছাত্র প্রস্তুত আছে। বি, এল, দিবার জন্য ১০৬, এবং এম, এল, দিবার জন্য ৬৪ জন প্রার্থী।

ইংরাজ বিকৃত ব্রহ্ম দেশ হইতে গত সেপ্টেম্বর মাসে ২৭,৪৯,৮৯ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে ও ৩৬২৭৫০৬ টাকার দ্রব্য ঐ প্রদেশে আমদানি হইয়াছে। ৮৮৭১৫২ টাকা মূল্যেরও প্রায় ৬০০০০০ মণ তণ্ডুলের ধান্য ও তণ্ডুল রপ্তানি হইয়াছে।

রাজকীয় আদেশ।

পূর্ণিয়ার সদর ডেপুটি কালেক্টর বাবু মথুরা নাথ ঘোষ পীড়িত বলিয়া দুই মাসের ছুটি পাইয়াছেন।

নোয়াখালির সব রেজিষ্ট্রার বাবু বগলা প্রসন্ন মজুমদার সব ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু তারিণী শঙ্কর রায় কিছুদিনের নিমিত্ত প্রথম শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হওয়াতে রাজসাহির কানন গুই বাবু নলীন চন্দ্র রায় পাবনার দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ডেপুটি কালেক্টর হইলেন।

ঝিনেদা বিভাগের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সদর ষ্টেশন যশোহরে বদলি হইলেন।

যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী বীরভূমে বদলি হইলেন।

ব্যারিষ্টার মেং হেনেরি মিসেট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক বিভাগের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির কার্য্য করিবেন।

নিম্ন প্রদেশস্থ জেলার ইন্স্পেক্টর জেনেরাল মেং উইলফ্রেড লুকাস হীলি সাহেব এক মাসের ছুটি লইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রেজিষ্ট্রেশনের একটিং ইন্স্পেক্টর জেনেরাল মেং টমাস ফ্রাঙ্ক বিগনেল সাহেব আপন ও হীলি সাহেবের উভয় কার্য্য করিবেন।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ রঙ্গপুর জেলার অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

বাবু জগমোহন পোদ্দার	মোক্তার
মুন্সী বনোয়ারি লাল	ঐ
বাবু লক্ষ্মীকান্ত সরকার	ঐ
,, ধর্ম্মনারায়ণ দাস	ঐ
মুন্সী হাফেজুদ্দিন সরকার	ঐ

যশোহরের প্রথম শ্রেণীর মনসেফ বাবু দুর্গাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কিউল রাইয়ের প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ মৌলবি ওাসিমুদ্দিন আহমদের মৃত্যু হওয়াতে নিম্ন লিখিত মত মুনসেফদিগের পদোন্নতি হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী।

বাবু ভগবান চন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ।
,, রামচন্দ্র ধর, খোস গাঁ, ঐ

তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণী।

বাবু ক্ষেত্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এল, রঙ্গপুরের অন্তর্গত বড় বাড়ি।
,, মহেশচন্দ্র রায়, মৈমনসিংহের অন্তর্গত নিকলী।

বাবু চন্দ্রকুমার প্রসাদ পূর্ণিয়ার কুড়ুয়া গ্রামের তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন কিন্তু বাবু ব্রজানন্দের অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে মোঘাঃফর পুরের মুন্সেফের কার্য্য করিতে হইবে।

বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরির অনুপস্থিতিতে, যাবৎ যতদিন না অন্য হুকুম হয় তত দিনের জন্য বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র পাল চট্টগ্রামস্থ বিরুং নামক নগরের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

কালনার মন্সেফ বাবু রাজ রাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদায় হইয়াছেন। বাবু শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় বি. এল, তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

সমালোচন।

চীনের ইতিহাস।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। বহুবাজারস্থ ১৮০নং ভবনে ষ্টানহোপ প্রেসে মুদ্রিত।

আমরা চতুর্থ সংখ্যক সাধারণীতে "চীন সাম্রাজ্য" শীর্ষক প্রস্তাবে সংক্ষেপে চীনের আধুনিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত পুস্তকখানি প্রাপ্ত হইয়া সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পুস্তকখানি প্রায় আটবৎসর মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা তিনটি প্রকরণে বিভক্ত; যথা; ১ম প্রকরণে ভৌগোলিক; ২য় প্রকরণে ঐতিহাসিক; এবং ৩য় প্র[illegible]...জকু, শিল্প প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থখানিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অনুবাদের ছায়ায় নির্ম্মিত হইলেও গ্রন্থকারের শ্রম প্রশংসনীয়। পুস্তকের তৃতীয় প্রকরণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাহাতে গ্রন্থকারের পরিশ্রমের উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু দোষও লক্ষিত হইয়া থাকে যথা পিথাগোরসকে কংফুচীর সম সাময়িক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

৬৩পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তিতে "এই বংশোদ্ভুত সপ্তম সম্রাট্ "টৈভু"র রাজত্ব কালীন তদীয় রাজভবনের মধ্যদেশে অকস্মাৎ একতুঁতবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া এক দিবসের মধ্যে এত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে একজন লোক তদীয় হস্তদ্বয় দ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিতে পারে নাই। ইহা দেখিয়া সম্রাট্ সাতিশয় ভীত হইয়া তদীয় মন্ত্রী "এচি"কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাকে ধর্ম্মপথাবলম্বী হইতে আদেশ করিলেন। টৈভু তাহা গ্রাহ্য করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেল।" এরূপ, পুস্তকে না লিখিলে কোন ক্ষতি হইত না। ইতিহাসে এরূপ ভাল দেখায় না। কিন্তু এই গ্রন্থ প্রায়, অষ্টবর্ষাতীত হইল মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতে গ্রন্থকারকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকরণ অত্যন্ত নীরস, প্রথম প্রকরণে, বৃক্ষাদির সহিত আনুষঙ্গিক কর্পূর প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। সে যাহাহউক গ্রন্থকার প্রশংসার পাত্র তাহার সন্দেহ নাই। আধুনিক কাল্পনিক উপন্যাস বা নাটক না মিষ্ট নাটক না লিখিয়া ইনি যে সদ্বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন তাহাতেই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পুস্তকখানিতে একখানি চীনদেশীয় মানচিত্র ও সংযোজিত হইয়াছে। ইতিহাসে, তদ্বর্ণিত দেশের মানচিত্র থাকা যে অতীব প্রয়োজনীয়, গ্রন্থকার তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন।

আমরা তাহার গ্রন্থের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। তাঁহারা গ্রন্থকারের রচনা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির উৎকর্ষ, অপকর্ষতা বুঝিয়া লউন।

"ভারত ভূমিতে সুচারু-গদ্য বিরচিত, প্রামাণিক-ইতিবৃত্ত সংঘটিত, ও যথার্থ কাল নির্ণয়-সংক্রান্ত ইতিহাস রচনার প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, আমাদের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিয়াছে। পূর্ব্বকালে এই বহুভূভারতভূ অপূর্ব্ব-মনীষা-সম্পন্ন, অলৌকিক বলবীর্য্যবিশিষ্ট, ও মানব সম্ভাবিনিখিল-গুণবান যে সকল মহীয়ান মহীপতিতে, এবং সমারার্থ-শাস্ত্রায়-সংসিক্ত সুপরিণত-জ্ঞান-কলালোলিত বিন্যাপালপ-পরিভূষিত চিত্তক্ষেত্রপরিনয়ক যে সকল মহামহা সুধীগণে যথা সুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সত্যার্থ নিয়ামক সুযৌক্তিক, ও বিশুদ্ধ ইতিবৃত্তালোকাভাবে তাঁহাদের যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞান তিমিরাবগাঢ়রূপে বিলীন রহিয়াছে। এইরূপে ইতিহাসের অভাবে আমা[illegible]... তাহে সকল বিলক্ষণ অনিশ্চিত, ও অপরিজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। অতএব পাঠকবর্গ! বিবেচনা করিয়া দেখুন আনুপূর্ব্বিক-কাল-নির্ণীত, ও যথার্থ-ইতিবৃত্ত বর্ণিত ইতিহাস রচনা কতদূর মহোপকারী।"

উপকারী তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ রূপ "অগাড়ম্বর-ব্রাম্রাড়ম্বর ঘটাড়ম্বর—বাজে—দ্রুমিণ-নাদক ঘর্ঘর—বাজে" ভাষায় লিখিত হইলে কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থকার সকল স্থানে তাহা করেন নাই, করিলে গ্রন্থের কোন প্রশংসা করিতাম না। কিন্তু তাহার "ঘটাড়ম্বরের" দিকে একটু টান আছে, ইতিহাস গ্রন্থে রচনা যত বিশদ ও প্রাঞ্জল হয় ততই ভাল, ভরসা করি ইতিহাস লেখকেরা ও আমাদের গ্রন্থকারেরা ভবিষ্যতে এরূপ ভাষার অনুসরণ করিবেন না।

বিধাতা সমীপে বঙ্গদেবীর ক্রন্দন।

দাঁড়াইয়া বিধি পাশে গললগ্ন বাসে
দীনবেশে বঙ্গদেবী হয়ে কৃতাঞ্জলী,
সকরুণ স্বরে নিজ মন ব্যথা ভাসে,
দরদর বর্ষে আঁখি বারিধারাবলী॥

বলবল বিশ্ব প্রভো! করি হে বিনয়;
তব পদে অভাগিনী করেছে কি দোষ?
কেন নাথ! মমোপরি হইয়া নিদয়
কোপদৃষ্টে চাহ করি ভয়ঙ্কর রোষ?

কহ দেব! কি কারণে প্রবল প্রচণ্ড
মহাবলী বেগশালী মত্ত ঝঞ্ঝাবাত,
বিরাট বিক্রমে মোরে করি লণ্ড ভণ্ড
পুনঃ পুনঃ করে এত ভীষণ উৎপাত॥

তার সঙ্গে ভীম রঙ্গে তরঙ্গে কাঁপিয়া
অজেয় অর্ণব কেন বিস্তারি আকার,
ধনধান্য প্রাণিপুঞ্জ দেয় ভাসাইয়া;
নানারূপে করে কেন এত অত্যাচার?

কখন কখন নাথ! নীরদ নিকর
একবারে এত বারি করে বরিষণ,
নষ্ট হয় তরুলতা শস্য বহুতর,—
আমার অঙ্গের ভূষা, জীবের জীবন।

এ সব বিপদে একে ক্ষুণ্ণ অতিশয়;
তদুপরি আসি এক রোগ ভয়ঙ্কর,
জ্বরিয়া জ্বালায় তনু করিতেছে ক্ষয়,
[illegible]

থরথর কাঁপে অঙ্গ, তাহাতে আবার
দিন দিন দুরাচার কোল হতে লয়ে,
স্নেহের আধার কত সন্তান আমার
পাঠাইছে তমোময় আপনি আলয়ে॥

শুন শুন শুন দেব! রোদনের ধ্বনি!
কাঁদিছে যুবতী কত হারাইয়া পতি;
কাঁদে কত বালবালা হারায়ে জননী;
জনক জননী কাঁদে হারায়ে সন্ততি॥

কতই জানাব খেদ বুক ফেটে যায়!
এদের রোদন ধ্বনি এখনি থামিবে;
এখনি নির্দ্দয় রিপু কালের শয্যায়
পাড়ায়ে অনন্ত নিদ্রা সবে শোয়াইবে॥

হইল মানব শূন্য কতই আগার,
সন্ধ্যার প্রদীপ দেয় নাহি হেন জন
ধরেছে কতই স্থান শ্মশান আকার;
কত গণ্ড গ্রাম হলো বিজন গহন॥

যেখানে হইত পূর্ব্বে আনন্দ উৎসব,
প্রেমের প্রমোদ আর গীতি বাদ্য ধ্বনি,
এখন কেবল তথা আরাবি ভৈরব
ফিরিছে ফেরব পাল দিবস রজনী॥

এই সব শোক তাপে দগ্ধ মম হিয়া,
জ্বালাতন হয়ে সদা কাঁদি আর্ত্ত স্বরে;
বন পোড়া মৃগী যেন কাঁদে কাতরিয়া
নিজাঙ্গ জ্বালায় আর দগ্ধ বৎস-তরে॥

ইহাতেও নাহি গেল প্রকোপ তোমার,
না জানি করেছি কত ঘোরতর পাপ,
না জানি আমার শিরে কত দুঃখভার
চাপাইয়া দিবে দেব! কত পরিতাপ॥

সে দিন দুর্ভিক্ষ রক্ষঃ বসি বক্ষোপরি,
লয়েছে হৃদয় হতে শোণিত শোষিয়া;
পুন দেখ দুরাচার যম দণ্ড ধরি,
আসিতেছে মম পানে বদন মেলিয়া॥

পুন কি হেরিতে হবে কন্যা পুত্রগণ
কাঁদিছে ধূলায় লুটি না পেয়ে আহার;
পুন কি জঠরানল জ্বলি সর্ব্বক্ষণ
পোড়াইয়া প্রাণিপুঞ্জ করিবে সংহার॥

পুন কি [illegible]
ইহার উচ্ছিষ্ট অন্ন ভলবে কাড়িয়া;
পুন কি হে! তৃণপর্ণ খাদ্য কদাকার
ভোজিবে বুভুক্ষু জন পেটের লাগিয়া॥

পুন কি হে মাঠে ঘাটে পথে রাশি রাশি,
পড়ে রবে শীর্ণ শুষ্ক নর কলেবর?
গৃধিনী কুক্কুর শিবা পালে পালে আসি,
ছেঁড়া ছিঁড়ি করে খাবে ভরিতে উদর?

পুন কি জননী বল হয়ে নিরুপায়
ছিঁড়িয়া স্নেহের ডোর কোলের তনয়,
ফেলিয়া চলিয়া যাবে জ্বলিয়া ক্ষুধায়
অথবা পরের করে করিবে বিক্রয়॥

এ সব আশঙ্কা ভাবি হৃদয় চঞ্চল
ঘুরিছে মস্তক মম দেখি অন্ধকার॥
কি করিব কি হইবে ভাবিয়া বিকল;
তব কৃপা বিনা প্রভো! নাহি গতি আর॥

চাহ দেব! দয়াময় চাহ মুখ তুলে!
কাঁদিছে অধিনী দেখ! পড়ে তব পদে;
অকুল সাগরে ভাসি আন নাথ কূলে;
রক্ষ রক্ষ বিশ্বপাতঃ! আসন্ন বিপদে॥

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসার ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অনিয়ম শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অত্যাচারণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা [illegible] চাহেন, তাঁহারা [illegible] রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

জয়দেব চরিত।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত উক্তপুস্তক কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে আমার নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ।৵০ ডাকমাশুল ৴০।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

তীর্থ মহিমা।

(তীর্থ স্থানের অনাচার এবং মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।)

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গাল মেগাজিন আপিসে এবং কলিকাতার ১৪ নং গোওয়াবাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন, এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া অধিক পাঠাইতে হইবে, কেননা বিক্রয় করনকালে, আমাদিগকে এক আনা করিয়া কমিশন দিতে হয়।

কেহ কেহ মূল্য পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাহার রসীদ স্বরূপ প্রত্যুত্তর পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন; আমরা তাহা লিখিতে পারিব না, সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

আমরা সাধারণীর মূল্যের নিয়মে প্রকাশ করিয়াছি, যে সাধারণী পাইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে; তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লইয়া, বাকি অগ্রিম মূল্য স্বরূপ স্বীকার করিব; এক্ষণে সাধারণীর বয়ঃক্রম প্রায় দুই মাস হইল, আর এক সপ্তাহ মধ্যে মূল্য না পাইলে, আমরা অগত্যা পূর্ব্বোক্ত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইব।

অদ্যাপি কেহ কেহ কাঁটাল পাড়া বঙ্গদর্শন আফিসে সাধারণীর মূল্য ও বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি প্রেরণ করিতেছেন, নিবেদন যে তাহা আর না করেন।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস রায়, লক্ষ্ণৌ	৫৲
,, গঙ্গেশ চন্দ্র সিংহ ঐ	৫৲
,, কানাই লাল মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া	৫৲
,, যদুনাথ শাহা, ঐ	৫৲
,, রামচন্দ্র পালিত, শিয়ারশোল	৫৲
,, নবগোপাল বসু, ফবরাজপুর	৫৲
,, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ধানী	৫৲

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬৲
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	৩৲
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	১৸০
মাসিক	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৶০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

৫৮

REGISTERED No. 133.

৫০৭

সাধারণী।

১ ভাগ } চুঁচুড়া—২৮শে পৌষ রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১১ই জানুয়ারি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। { ১২ সংখ্যা

এবারকার ইকনমিষ্ট পত্র দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনেক সম্বাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক যুক্তি গর্ভ মত প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া এবং আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধি মত দুইএকটি কথা মিশাইয়া, পাঠক বর্গকে উপহার প্রদান করিলাম।

এবৎসর যে কেবল বাঙ্গালায় বা ভারত বর্ষেই শস্য অল্প উৎপ[illegible]য়াছে [illegible] এই [illegible] রোপ এবং আমেরিকা, চীন এবং পারস্যস্থান, সিংহল এবং যবদ্বীপ, কোথাও ভাল শস্য হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই আশ্বিন মাসেই বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বেও এরূপ মধ্যে মধ্যে কতবার হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে একেবারে বৃষ্টি বন্দ হওয়ার বিবরণ আমরা পাঠ করি নাই।

প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে যে এক বৎসর বৃষ্টি না হইলে উপরি উপরি তিন বৎসর বৃষ্টি হয় না। ১২৭৯ সালে ভাল বৃষ্টি হয় নাই, ৮০ সালে ত হইলই না ৮১ সালেও সুবৃষ্টি না হইবার কথা। এইরূপ অনেক বার ঘটিয়াছে।

প্রথমতঃ ছিয়াত্তরে মন্বন্তর। ১১৭৪ সালে ভাল বৃষ্টি হয় নাই, ৭৫ সালে অতি অল্প হইয়াছিল। তাহাতে বেহার, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া একেবারে জ্বলিয়া যায়। রাজমহল হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত গঙ্গার দুইধারী জেলায় অতি অল্প মাত্র শস্য হইয়াছিল; ঢাকা, দুর্ভিক্ষে একেবারে নিঃশুষ্ক হইয়া পড়ে। কেবল বাখরগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম রক্ষা পাইয়াছিল। এবারও বাখরগঞ্জ চট্টগ্রাম ভাল।

দ্বিতীয়তঃ চালিসা। ১৮৪০ সম্বতে অথবা ১২৯০ সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তাহার পূর্ব্ব দুই বৎসরে পশ্চিমে এবং পঞ্জাবে কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই। বেহারেও অয়কষ্ট [illegible] কিন্তু বঙ্গদেশে তাহা লক্ষি[illegible]র- [illegible] পার্শ্ব [illegible] য়াছল নাই।

তাহার পরে ১২৪৪ সালের দুর্ভিক্ষে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ একেবারে উৎসন্ন করিয়া ফেলে ইহার পূর্ব্বে ক্রমাগত ৪।৫ বৎসর ভাল বৃষ্টি হয় নাই।

তাহার পর ১২৬৭ সালে আবার উত্তর পশ্চিমে দুর্ভিক্ষ হয়। তাহার পূর্ব্বে দুই বৎসর ঐ প্রদেশে সুবৃষ্টি হয় নাই।

তাহার পর গত একাত্তরের মন্বন্তর। সকলেই জানেন যে উনসত্তর সালে কার্ত্তিক মাস হইতে বৃষ্টি হয় নাই, সত্তর সালে আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হয় নাই এবং একাত্তর সালে আশু ধান্য একেবারেই জন্মায় নাই।

সর্ব্বশেষ আগামী ৮১ সালের দুর্ভিক্ষ। এবারকার সুবিধার মধ্যে আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, এবং বালেশ্বরে ফসল উত্তম হইয়াছে। উড়িষ্যাতেও একরূপ ভাল বলিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশে ধান্য উত্তম জন্মাইয়াছে, সেই ধান্য যত পাওয়া যায় বাঙ্গালায় স্থানে স্থানে গোলাজাত করিয়া রাখা উচিত।

১২৮০ সাল।

কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

১৮৭৩ সাল পৃথিবীর চন্দ্র সূর্য্য হরণ করিয়াছে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং জনষ্টুয়ার্ট মিলকে হরণ করিয়াছে। দুই ইন্দ্রপাত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবী হইতে রাজশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ অবসৃত হইয়া গিয়াছে। একজন পৃথিবীতে একাধিপত্য করিয়াছেন, অন্যজন মনোরাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহারা কোথায়, তাহা কে বলিতে পারে? ১৮৭৩ সাল! নিজে কোথায় গেলে? ইহাদের কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া গেলে?

দুইজনে প্রায় একসময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৬ সালে মিলের জন্ম, ১৮০৮ সালে নেপোলিয়নের জন্ম। যখন মিলের জন্ম হয়, তখন ইঁহার পিতা জেম্‌স মিল বিলাতের একজন অদ্বিতীয় [illegible] তাঁহার পিতৃবন্ধু বেন্[illegible] [illegible]বহার শাস্ত্রে এবং ধর্ম্ম- ধাম[illegible] [illegible]র আধিপ[illegible] কারি[illegible]ন। যখন চার্লস লুই নেপোলিয়নের তুইলেরিতে জন্ম হয় তখন তদীয় পিতা লুই নেপোলিয়ন ওলন্দাজ ভূমির শান্তশীল রাজা এবং তাঁহার পিতৃব্য বোনাপার্টি ইয়ুরোপে মহা গোলযোগ বাঁধাইয়া পারিসে একেশ্বর বিরাজ করিতেছেন।

এইরূপ অবস্থায় দুইজনের জন্ম হয়। যিনি ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি বনিতা বিয়োগে, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, ফ্রান্স দেশে এভিনে নগরে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন, আর যিনি ফ্রান্সে জন্ম পরিগ্রহণ করেন, তিনি সাম্রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া নির্ব্বাসিত বেশে ৭৩ সালের ৯ই জানুয়ারিতে ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু এইরূপ।

মিলের বর্ণনা পড়িলে বোধ হয় তিনি যাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি জগতে অতুল্য-বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না; জ্ঞানে ও গুণে জগতে অদ্বিতীয়া। সম্বাদপত্র সকলের কথা বিশ্বাস করিলে নেপোলিয়নের মহিষী রূপ গুণে ভুবনে অতুল্যা। মিলমহিলা মিলের অগেই লোকযাত্রা সম্বরণ ক[illegible] সমাধিমন্দির মিলের আম্[illegible]পাসনা গৃহ হইয়াছিল। সেই মন্দির দেখিতে দেখিতেই মিলের জীবাত্মা এই জরামরণ-সঙ্কুল-অস্থিমাংসময়মন্দির পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নেপোলিয়ন মহিষী স্বামিসহ তরুণসন্তান ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বাসনে আসেন, নির্ব্বাসনে স্বামী রত্ন হারাইয়াছেন, এখন সেই একমাত্র সন্তানের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কি ভাবনা করিতেছেন বলিতে পারি না। মিলদিগের সকল ফুরাইয়াছে, নেপোলিয়ন মহিষীর এখনও আশা ভরসা বিলক্ষণ আছে। কালস্য কুটিলা গতি। মিল নেপোলিয়নের দাম্পত্য এইরূপ।

ইঁহাদিগের চরিত্র অতি বিচিত্র। উভয়েই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত তেজস্বী, এবং ঘোরঅদৃষ্টবাদী। সংসারের উপকার সাধন জন্য উভয়েই দৃঢ় ব্রত পালন করিয়াছেন, উভয়েই কোম্‌তের মতানুসারী হইয়া পরোপকারার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। [illegible]দের [illegible] ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। [illegible] [illegible]ধরাতল[illegible] গামিনী নদীর ন্যায় ক্রমে সাগরের অনন্ত অগাধ নীল জলে মিশাইয়া গিয়াছে। তৃতীয় নেপোলিয়নের জীবনধুনী ভীষণ সেইণ্টলরেন্স নদীর ন্যায়। পর্ব্বতে উৎপত্তি হইল, আজ ভাবিলাম বুঝি হ্রদে মিশাইয়া গেল, হ্রদের অপর সীমা হইতে তরঙ্গ তুলিয়া আবার দেখা দিল, এইরূপ কতবার লুকাইল আবার দেখা দিল, কত পাহাড়ে উঠিল পড়িল, পর্ব্বতের পৃষ্ঠের উপর দিয়া বেগে ধাবিত হইল শেষে ভীষণ নায়াগ্রা প্রপাতে অধঃ পতিত হইয়া, মহোর্ম্মি সঙ্কুল আটলাণ্টিকে মিশাইয়া গেল। ইঁহাদের জীবন এইরূপ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নেপোলিয়ন পার্থিব রাজ্যে এবং মিল মনোরাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক উভয়েরই উভয় রাজ্যে অসীম ক্ষমতা ছিল। যাঁহারা উভয়ের জীবন চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। মিল কেবল অধ্যাপক নহেন, তাঁহার লেখনী রাজদণ্ডের

কার্য্য করিয়াছে। নেপোলিয়ন কেবল রাজা নহেন তাঁহার লেখনী নিঃসৃত পুস্তকাবলী ইয়ুরোপীয় যুদ্ধবিদ্যার্থীর অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে গণ্য।

নেপোলিয়নের সুয়েজ খালের গুণে যে ইংলণ্ড আমাদের ছয়মাসের পথ ছিল, তাহাতে এক্ষণে একমাসে পৌঁছান যায়; আর মিলের ১৮৫৪ অব্দের ভারতবর্ষীয় শিক্ষানীতির কৌশলে অদ্য ১৮৭৪ অব্দের প্রারম্ভে বিংশতিবৎসর মধ্যে কেবল বঙ্গদেশে কেবল বাঙ্গালি কর্ত্তৃক শতাধিক ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত সম্বাদ প্রচারিত, পঠিত, চর্ব্বিত, উদ্গীরিত হইতেছে।

মিল বলিয়াছিলেন যে "ভারতবর্ষের মত রাজ্য পার্লিয়ামেণ্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারতবাসীদিগের মঙ্গল হইবে," আমরা একথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি। নেপোলিয়ন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন, যে "অতি দূরে পূর্ব্ব দক্ষিণকোণে [illegible] উঠিয়াছে, হয়ত ঐ মেঘে আঁধি উঠিবে, প্রবল বাত্যা উত্থিত হইবে, ধূলায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইবে, মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে।" একথার অর্থ এখনও বুঝিতে পারিলাম না। দুই জনই ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, দুই জনকেই ৭৩ সাল হরণ করিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালার
কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

বাঙ্গালার কায়স্থকুলের রত্নরাজি অপহরণ করিয়াছে। প্রথমে দত্তজ মধুসূদনের মৃত্যু হয়। দত্তজ যখন বিলাত যান তখন ভারতমাতার কাছ হইতে বিদায় চাহিয়া বলিয়াছিলেন যে

"প্রবাসে দৈবের বশে জীব তারা যদি খসে মধুহীন কর না মা তব মনকোকনদে।"

প্রবাসে সে জীব তারা খসে নাই। স্বদেশে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সেই তারকা অস্ত গিয়াছে।

মধুসূদন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাতৃভাষায় তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল; সেই শ্রদ্ধা সহকারে তিনি যে মালা গাঁথিয়া ভাষার গলদেশে প্রদান করিয়াছেন তাহা চির সুগন্ধে সকলকেই আমোদিত করিবে।

তাহার পরেই কিশোরী চাঁদ অপসৃত হইয়াছেন। কিশোরী সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুজন।

তাহার পর দীনবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। কালীপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কালীপ্রসাদ সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্য্যে একজন প্রথম ব্রতী। ১৮৭৩ সাল এইরূপ একে একে কায়স্থকুলতিলক সকল লোপ করিয়াছে। অভাগা কায়স্থের উন্নতি দেখিতে পারিত না তাহাতেই যাইবার সময়, কায়স্থকুল-চূড়ামণি অনরেবল দ্বারকানাথকে উৎকট রোগ শয্যায় শয়ান করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ভদ্রের ক্ষয়সাধন করিয়াও [illegible] ক্ষান্ত হয় নাই। সমস্ত বাঙ্গালা অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দুই রাক্ষসের করে সমর্পণ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই হা অন্ন, হা জল শব্দ উঠিতেছে।

[illegible] নাচার প্রচার করিয়া গেল। বলিয়া গেল "মনে করিয়াছ বঙ্গবাসিন্! যে আমি যে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট দুইটি চর রাখিয়া যাইলাম তোমাদের গবর্ণর সাহেব তাহাদিগকে স্বীয় বলে বিদূরিত করিয়া দিবেন! সে আশাকে মনে স্থান দান করিও না, আমি সমাচার দিয়া যাইতেছি যে স্যর জর্জ কাম্বেল তোমাদিগকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করিবেন, কোন আশা করিও না।" সকলে বিমর্ষ ও নিরাশ হইল দুর্বৃত্ত স্বীয় সন্তান চুয়াত্তরকে ভার দিয়া চলিয়া গেল।

সুতরাং ৭৩ সাল বিবিধমত প্রকারে আমাদের অনিষ্ট করিয়াছে আর কতকগুলি বিষম অনর্থের সূত্রপাত করিয়াছে।

বিদেশে রাজার রা[illegible]
কি করিয়াছে।

বিদেশে এই সালে নানা কাণ্ড হইয়াছে। তন্মধ্যে রুসিয়া কর্ত্তৃক আমুদরিয়া তটস্থ দেশ বিশেষ বিনা-রক্তপাতে অধিকার করাই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়। ইয়ুরোপের মধ্যে কেবল এক স্পেইনই বিষম গৃহবিচ্ছেদে কাতি-

যাত। ফ্রান্স সমস্ত ঋণ এই বৎসরে পরিষ্কার করিয়াছে কিন্তু এখনও কিঞ্চিন্মাত্র শান্তিলাভ করিতে পারে নাই অথচ কোনরূপ ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহও এখন ইহাতে নাই।

প্রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া, রুসিয়ার সম্রাটগণ বার্লিনাতে একত্রিত হয়েন ও ইটালির অধিরাজ পরে সেখানে সমাহূত হইয়াছিলেন। ইহাতে পৃথিবীর ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। আমাদের মনে আশঙ্কাই হয়। যেমন এ ঘটনাটিতে আশঙ্কা হয় তেমনি আর একটি ঘটনাতে আবার অনেক আশা হয়। আমাদিগের রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্রের সহিত রুসিয়ার রাজকুমারীর শুভ পরিণয় প্রায় হইয়া গিয়াছে।

পারস্যের শাহ ইয়ুরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, বিলাতেও গিয়াছিলেন, ও বিলক্ষণ সমাদৃতও হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তুর্কীর সুলতান এইরূপ বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহার খাওয়া দাওয়ার খরচপত্র আমাদিগকে দিতে হই[illegible] না দিতে হয় তবে এ ঘটনাটি ভাল বলিতে হইবে।

আসিয়ায় যেসকল ঘটনা হইয়াছে তাহার মধ্যে জাপানদিগের অভ্যুন্নতি সর্ব্ব প্রধান তাহারা চৈনিকদিগের ন্যায় পূর্ব্বে কাহাকেও রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিত না এক্ষণে তাহারা সমস্ত সভ্য রাজ্যের সহিত এরূপ সন্ধি করিয়াছে যে তাহারাও সর্ব্বত্র যাইতে পারিবে এবং সকলেই জাপানে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে।

ইংরাজেরা ফর্সিথ সাহেবকে পাঠাইয়া [illegible] রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। শিয়ারআলিকে সাহায্য না করায় [illegible] একটু বিরক্ত হইয়া থাকিবেন [illegible]র কোনরূপ কৌশলে সে[illegible] করিয়াছেন, চীন দিগকে সকল কথা শুনিতে বাধ্য করিয়াছেন।

এদিকে চীনদেশে পাঞ্চাইরা সকল ক্ষমতা হারাইয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপে এচীনীয় দিগের সহিত ওলন্দাজ দিগের যুদ্ধ চলিতেছে সেইরূপ আফ্রিকার উপকূলে আশান্টীয় দিগের সহিত ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতেছেন এবং জাঞ্জিবরের সুলতান সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এসকল বিবেচনা করিলে ৭৩ সাল মন্দ নয়; কোন রাজাকেই নিরাশ করে নাই। আশার উপর ফলদান করিতে দেবতা ভিন্ন আর কে পারে?

বিলাতের কথা।

আমরা "ইয়ুরোপে তিন বৎসর" নামক গ্রন্থ একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থ পূর্ব্বে আমরা ইংরাজিতে পাঠ করিয়াছিলাম: বড় ইচ্ছাছিল, যে সেই গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার হয়। আমাদিগের একজন বন্ধু সেই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ও তাহা সাধারণীতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থকার স্বয়ং ইহার বাঙ্গালা করাইতেছেন শুনিয়া আমরা বন্ধুকৃত অনুবাদ প্রকাশ করি নাই, এক্ষণে এই অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। অনুবাদক এই গ্রন্থের উৎপত্তি বিবরণ প্রদান করেন নাই সুতরাং আমরাও সেবিষয়ে কোন কথা কহিতে পারিলাম না।

এই গ্রন্থের রচনা সকল স্থানে সুন্দর স্ফুটিত হয় নাই এবং ইংরাজিগন্ধী হইলেও, স্থানে [illegible] কাহিনী এবং গ্রন্থকারের রসানুভাবকতা শক্তির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করে। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের সুশিক্ষা সদ্বুদ্ধি এবং সমার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কেবল এই সকল জন্যই এ গ্রন্থের প্রশংসা করিনা; গ্রন্থকার যে ইংলণ্ডে গিয়া ইংলণ্ডের বাহ্য চাকচিক্যে এবং আভ্যন্তরিক সৌষ্ঠবে একেবারে মোহিত হন নাই, মোহিত হইয়া যে একেবারে গোঁড়া হইয়া পড়েন নাই ইহাই গ্রন্থকারের যথেষ্ট সুখ্যাতির কথা। এখন কার যেরূপ কাল পড়িয়াছে, ভদ্র সন্তান একবার কালাপানী ফিরিয়া আসিয়াই একেবারে সাহেব হইয়া পড়েন, ইংলণ্ডের মত স্থান আর পৃথিবীতে নাই এই ভ্রমজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসেন, এবং তাহাতেই ক্রমে স্বদেশানুরাগ হারাইতে থাকেন। এই গ্রন্থে ইহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাইতেছি। গ্রন্থকার শ্রীপাঠ ইংলণ্ডের দোষ দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহা মুক্তহৃদয়ে সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম। ইংলণ্ড আমাদিগের এই পোড়া দেশ অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে সহস্র গুণে ভাল হইতে পারে, তাহা হউক, তাহা হওয়াই উচিত, কিন্তু ইংলণ্ডের সামাজিক নিয়মাদিতে যে কোন দোষ আছে ইহা অনেক কৃতবিদ্যে স্বীকার করেন না তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলে আমরা বাধিত হইব। ইংলণ্ড অপেক্ষা আমাদের দেশের সামাজিক নিয়ম ভাল ইহা প্রমাণার্থ আমরা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি যিনি মনে করিবেন, তিনি আমাদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছেন না।

"পৃথিবীস্থ সর্ব্বত্রই জানা আছে যে লণ্ডন অতি প্রকাণ্ড নগর। উহার নিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। গৃহ সমস্ত চারি পাঁচতল। প্রথম তল প্রায়ই পথের তল অপেক্ষা নীচ।"

"এখানকার গ্রীষ্মঋতু অতি অসুখজনক। আকাশমণ্ডল অপরিষ্কার, দিবারাত্র কুজ্ঝটিকাতে প্রায় অন্ধকারময় এবং সর্ব্বদাই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু অস্মদ্দেশে যেরূপ ধারাপাত হয় এখানে সেরূপ নহে, কেবল বিরক্তিজনক গুড়ানি পড়িয়া থাকে। গ্রীষ্ম ব্যতীত অন্যকালে প্রায়ই সূর্য্যের মুখাবলোকন করিতে পাওয়া যায় না; উহা প্রায়ই কুজ্ঝটিকা বা মেঘাম্বরালে লুক্কায়িত থাকে, কখন স্বীয় রূপ ও নিস্তেজ বদন বহির্গত করে। এখানে একটী প্রবাদ আছে যে ফরাশীস দেশের কতকগুলি নিস্তেজ চন্দ্র লইয়া ইংলণ্ডের সূর্য্য সৃজিত হইয়াছে, এবং তিনদিন মাত্র গ্রীষ্ম ও একটা ঝড় হইয়া গেলে ইংলণ্ডে নিদাঘকালের অবসান হয়।"

"এদেশের লোক যে কি (রূপ) বিজ্ঞাপন প্রিয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যেখানে জলবিন্দু পায় সেইখানে বিজ্ঞাপন পত্র সকল প্রদর্শিত হয়। রেলওয়ে ষ্টেশনে আর স্থান থাকে না তথাপি লোকে সন্তুষ্ট নহে। তাহারা বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করে ও তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে বিজ্ঞাপন পত্র ঝুলাইয়াদিয়া নগর মধ্যে ভ্রমণ করিতে পাঠাইয়া দেয়।"

"ইংলণ্ডের মধ্যে যাহারা বিলক্ষণ সুশিক্ষিত তাহাদিগের চিত্তে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হই[illegible] আসিতেছে। বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল ব্য[illegible]কেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী নহে। তাহাদিগের অবিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধিগামী হইতেছে বোধ হয় এবং বিদ্বান যুবকেরা স্বদেশের ধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা প্রকাশ করে না। যাহাদিগের ঐ ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে তাহাদিগের মধ্যে তদ্রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিতে দেখা যায় না। তাহারা বাল্যাবধি ঐ ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছে ঐ ধর্ম্ম এ স্থলে সর্ব্বত্রই প্রচলিত, এই জন্যই তাহারা বিশ্বাস করে। নচেৎ বিলক্ষণ বিবেচনা ও চিন্তাদ্বারা ঐ ধর্ম্মকে সত্যজ্ঞান করে না। পরিবারে উপরোধ করে, এই জন্যই অনেকে গির্জ্জায় যান, তথা বক্তৃতা শুনিতে হয়, এই জন্য শ্রবণ করেন। গাঢ় ভক্তি অতি অল্পই দেখা যায়।"

"ইংলণ্ডীয় নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের চরিত্র কতিপয় বিষম দোষে দূষিত। তাহাদিগের মধ্যে সুরাপান ও কলত্র পীড়ন অত্যন্ত প্রবল, তাহাদিগের স্বাধীনতা অনেক সময়ে উগ্রতায় পরিণত হয়, এবং অমিত ব্যয়িতা জন্য তাহারা দরিদ্রতা বিষম সহ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে।"

"ইংলণ্ডের মধ্যে ইহারাই কেবল অশিক্ষিত এবং স্ব স্ব অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অসমর্থ, তন্নিমিত্তে ইংলণ্ডীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকদিগকে শিক্ষাদান করণোদ্দেশে নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে।"

"বিদ্যা ও বিষয় বোধাভাবে এই সকল লোকদিগের মধ্যে যেসে দোষ জন্মিয়াছে তন্মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া দার-পরিগ্রহ করা এক অতি প্রধান দোষ। ইংলণ্ডে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর লোকের আত্মাভিমান থাকাতে তাহারা স্ত্রী পরিবারের সমুচিত ভরণপোষণের উপায় অগ্রে না করিয়া উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় না। কিন্তু নীচ লোকের মধ্যে এ বুদ্ধ নাই সুতরাং তাহারা তন্নিমিত্তে বিষময় ফল ভোগ করে। লণ্ডননগরের যে শ্রেণী বহু পরিবার বেষ্টিত, সে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবাপন্ন হইলে তাহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা কোন্ পাষাণ বিদীর্ণ না করে? তাহাদিগের বাসস্থলে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, একটা খুব কলুষিত অপ্রশস্ত পথের পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র ঘরে এক পরিবারস্থ অনেক গুলি লোক একত্র হইয়া রহিয়াছে;—বৃদ্ধমাতা পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী কন্যা হইতে ক্রোড়স্থ শিশু সন্তান পর্য্যন্ত লইয়া সেই অতি ক্ষুদ্র অপরিচ্ছন্ন ঘরটীতে ঘেষাঘেসি করিয়া বসতি করিতেছে. কাচের ভগ্ন কবাট প্রচণ্ড শীতনাশ নিবারণে অসমর্থ, অতি প্রয়োজনীয় আহার, অত্যাবশ্যক বস্ত্র ও সুখ দায়ী বহ্নি অভাবে তাহারা যে বিষম দুঃখ ভোগ করে তাহা অস্মদ্দেশীয় নিতান্ত নিঃস্ব লোকের দ্বারের নিকটেও যাইতে পারে না। এরূপে সেই বৃহৎ পরিবার প্রতি পালন করিতে তাহা ভাবিয়া গৃহস্বামী চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখে, এবং ক্রমাগত এইরূপ দরিদ্রতা নিবন্ধন কষ্টভোগ করিয়া তাহার হৃদয় পাষাণ সমান হইয়া উঠে ও সে আপন গৃহে সুখ না পাইয়া অন্য স্থানে সুখান্বেষণে গমন করে। সে স্থান কোথায়? কেন, লণ্ডন নগরে ত সুরা পানের স্থানের অভাব নাই; সে স্থল গ্যাসের আলোকে সমুজ্জ্বল, তথায় উত্তম আসন আছে ও উত্তম বহ্নি আছে। সেইখানে দীন দুঃখী মজুরগণ মদ্যপান করিতে আকৃষ্ট হয়, ও দৈনিক অল্প উপার্জ্জন হইতে চিন্তা নিবারিণী সুরাপানে কিছু কিছু ব্যয় করে এবং ক্রমে গৃহত্যাগী হইয়া প্রকৃত মাতাল হইয়া উঠে। তাহার পর কি করে? আঃ! সে ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে তাহা বর্ণনা করাই দুঃসাধ্য। সুরাপান করিলে মনুষ্যের [illegible] সমস্ত পৈশাচিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় [illegible] সন্তানগণের হৃদয় বিদীর্ণকারী হাহা[illegible] করিয়া সুরাপানোন্মত্ত গৃহস্বামী বিষম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, এই সকল গৃহে মৃত্যু সতত অতিথি, কুলবিচ্ছিন্ন [ধারী] ছোট ছোট বালক বৃদ্ধ ভাবী সাংসারিক দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া পথের ভিখারী হইয়া পথিকগণের নিকট দুই এক পয়সা ভিক্ষা পাইয়া প্রদীপ্ত জঠরানল কথঞ্চিৎ নিবারণ করে।"

"ইংলণ্ডের বদান্যতা ও বঙ্গদেশের বদান্যতা ভিন্ন প্রকার, ইংলণ্ডীয় সমাজে যে স্বাধীনতা আছে বঙ্গ সমাজে তাহা নাই. ইংলণ্ডে দান শক্তি পরিমিত ও নির্দ্দিষ্ট পথেই পরিচালিত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশে পরোপকার গুণ অজস্র, ও তদ্দেশীয় বেগবতী নদী জলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্লাবিত করে ও কোনপ্রকার নিয়ম মানে না। ইংলণ্ডীয়েরা পর দুঃখ দূর করিয়াই সন্তুষ্ট হয়। বাঙ্গালীরা দীন জনকে স্বজন নির্ব্বিশেষে যুগপৎ করুণা ও স্নেহ দিয়া সন্তুষ্ট করে। একজন ইংরাজ স্বীয় দাতব্য দানাগারে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; বাঙ্গালীরা তদ্রূপ নয়, তাহাদিগের মধ্যে সদর্থ পরায়ণ ব্যক্তিগণ অতি দরিদ্র হইলেও ভিক্ষুককে মুষ্টি ভিক্ষা দিতে কাতরতা অনুভব করে না এবং অতি দূর জ্ঞাতি কুটুম্বকেও নিজ ব্যয়ে ভরণ পোষণ করিয়া থাকে। সমৃদ্ধিশালী ইংলণ্ড দেশে দারিদ্র্য নিবন্ধন যত ক্লেশ ও দুঃখ আছে, দরিদ্র বঙ্গদেশের অতি নীচ শ্রেণীর মধ্যে তত দেখা যায় না। তাহার এক মাত্র কারণ বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিক দয়া ও বদান্যতা।"

"এখানকার যুবতীদিগের বিদ্যাশিক্ষা পুরুষের মনোহরণের উপায় শিখিবার নিমিত্ত, চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিবার উদ্দেশে নহে, অঙ্ক কি বিজ্ঞান, দর্শন কি অন্য দুরূহ শাস্ত্র যুবতীগণের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে নাই, কেবল কাব্য ইতিহাস, আশু বোধ্য সাহিত্য ও উপন্যাস ও পুরা-

যুক্ত, কিঞ্চিৎ ফরাশিশ ভাষা, সূচীশিল্প ও নৃত্য, গীত, বাদ্য অর্থাৎ যদ্দ্বারা তাহারা পুরুষের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিবেন তাহাই শিখিলে তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার পর্য্যবসান হইয়া থাকে।”

“সকল বিষয়েই আপনাদিগকে স্নেহশীল ও সুকুমার বলিয়া পরিচয় দেন, যথার্থ মনের ভাব কখনই প্রকাশ করেন না। এবম্বিধ কৌশল ও প্রতারণা দ্বারা সভ্য জাতির মধ্যে রমণীগণ পুরুষের মন আকর্ষণ করিতে ও বিবাহ সম্পাদন করিতে যত্ন করেন। এরূপ চতুরতা নিতান্ত গর্হিত না হইতেও পারে, কিন্তু ইহাদ্বারা যে মানব প্রকৃতি অতি অপ্রকৃত হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই।”

“কিন্তু ইংলণ্ডীয় যুবকগণ স্বেচ্ছানত দার পরিগ্রহ প্রথানুসারে স্বানুরূপস্বভাবযুক্তা রমণী বাছিয়া লইতে পারেন, সুতরাং বিনা বিবাদ বিসম্বাদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ও চিরকাল দাম্পত্য প্রণয়ের সুখ সম্ভোগের অমোঘ উপায় স্থির করিতে পারেন—যিনি একথা বলেন তিনি হয় ইংরাজী কুসংস্কারাবিষ্ট, নয় নিজে প্রেম সরোবরে নিমগ্ন। ফল কথা এই যে, অস্মদ্দেশীয় বালক যেরূপ ভাবী স্ত্রীর স্বভাব কিছুই জানিতে পারে না, ইংলণ্ডীয় যুবাপুরুষগণ শুভবিবাহের দিন পর্য্যন্ত ভাবী পত্নীর প্রকৃত স্বভাব প্রায়ই জানিতে পারে না।”

“শীতকালে এখানকার দরিদ্র লোকের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সহস্র লোক অতি জঘন্য গৃহে বাস করে, তাহার বাতায়ন দ্বার না থাকাতে শীতা-শীত নিবারণ করিতে পারে না, একটু কয়লা পায় না যদ্দ্বারা বাসগৃহকে উত্তপ্ত করে, গাত্রে এমন বস্ত্র নাই যদ্দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ শীত রক্ষা হয়, এবং কাহার এমন সংস্থান নাই যে পুষ্টিকর বস্তু আহার কর[illegible]
কালে অনেক লোক উপবক্ত [illegible]
শীতাক্রান্ত ও অনাহারে কালগ্রাসে [illegible]

দেশীয় সম্বাদ পত্র।

প্রাপ্ত

গত ৩০ শে অগ্রহায়ণের সাধারণীতে “দেশীয় সম্বাদ পত্র” শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রচারিত হয়। সেই প্রস্তাবে দেশীয় সম্বাদ পত্র সম্বন্ধে আমাদের যে সমস্ত বক্তব্য আছে তাহা বলা শেষ হয় নাই। সেই জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি প্রথম প্রস্তাবের অবশিষ্টাংশের স্থান গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি সম্বাদ পত্র ব্যক্তিবিশেষের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া কলাপ লইয়া জন সমীপে আন্দোলন করিবার জন্যই ব্যস্ত।

তৎসম্পাদকগণ যদি এটি না বুঝিতে পারেন যে কতিপয় মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য সম্বাদ পত্রের সৃজন হইয়াছে; লোক বিশেষের নিন্দা ঘোষণা করিবার জন্য নহে; তবে তাঁহারা যত শীঘ্র সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অপসৃত হয়েন ততই সমাজের মঙ্গল। সম্বাদপত্র আদরের সামগ্রী বটে। কিন্তু তাহা বলিয়া ভাল মন্দ বিচার না করিয়া কি সকল সম্বাদপত্রকেই দীর্ঘায়ু হও ও আপন সঙ্কল্প সাধনে কৃতকার্য্য হও” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে? জগতে কতকগুলি এমন পদার্থ আছে, যাহাদিগের উচ্ছেদ সাধনই প্রকৃত মহদ্ব্যক্তির কার্য্য। আমাদের দেশের অনেকগুলি সম্বাদপত্র সেই শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

কতকগুলি সম্বাদপত্র গবর্ণমেণ্টের নিন্দা ও অপযশ ঘোষণা করিয়া সাধারণের নিকট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের ক্রিয়াকলাপ যে সাধারণের সমালোচ্য নহে আমরা তাহা বলিতেছি না; বরং সে সকল লইয়া সম্বাদপত্রে যত বাগানুবাদ হয় ততই ভাল। সম্বাদপত্র সকল সাধারণের মুখস্বরূপ এবং গবর্ণমেণ্টের ক্রিয়াকলাপের ফলাফল সাধারণকেই ভোগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় যদি সম্বাদপত্র সকল উভয়ের মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেন তাহা হইলে উভয়েই উপকৃত হয়েন এবং তাঁহাদিগেরও যাহা কর্ত্তব্য তাহা সুসিদ্ধ হয়। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম কয়খানি সম্বাদপত্র দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে? বলিতে কি দুই এক খানি সম্বাদপত্র সর জর্জ ক্যাম্বেলের নিন্দা ভিন্ন যে তাঁহাদের অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তাহা তাঁহারা বিস্মরণ হইয়া গিয়াছেন। যে কোন প্রকারে হউক আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের মস্তকে তিরস্কার বর্ষণ করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হয়েন। সে নিন্দা বরং কতকটা মার্জ্জনীয় হইতে পারে: কারণ সকলেই সর জর্জ প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি সমূহের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হইবে এমন প্রত্যাশা করা অন্যায়। সুতরাং সর জর্জ প্রণীত নিয়মাবলীর মধ্যে কতকগুলি ভবিষ্যতে সুফল প্রদায়িনী হইলেও যে অজ্ঞান ও অপরিণামদর্শী সম্পাদকেরা তদ্বিরুদ্ধে অন্যায় চীৎকার করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। আমরা সে চীৎকার বিশেষ দোষাবহ বিবেচনা করি না। আমরা জিজ্ঞাসা করি ক্যাম্বেল সাহেবকে নিন্দা করিবার জন্য মধ্যে মিথ্যার সৃজন হয় কেন? পূর্ণিয়া জেলায় আবদুল কাদের নামক এক ব্যক্তি সেসন্স জজের বিচারে কারাগারে প্রেরিত হয়। পরে সে হাই কোর্টে আপীল করিয়া মুক্তিলাভ করে। সংবাদ পত্র মহলে একটা রব উঠিল যে হাইকোর্টের বিচারপতি[illegible] আবদুল কাদেরকে খালাস দিয়াছেন বলিয়া ক্যাম্বেল [illegible]গের উপর বিশেষ রুষ্ট হইয়া লর্ড নর্থ-[illegible] একখানি পত্র লিখিয়াছেন। সেই জনরব কতদূর বিশ্বাস যোগ্য তাহা সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া দুই একজন দেশীয় সম্পাদক অমনি ধুয়া ধরিলেন। ক্যাম্বেল সাহেব অনধিকার চর্চ্চা করিতে ভাল বাসেন; ক্যাম্বেল সাহেব জুডিস্যাল কর্ম্মচারিগণের বিশেষ অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এইরূপ কত কথাই লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে সহ্য করিতে হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ অমূলক জনশ্রুতি সম্পাদকদিগের সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছিল এবং সেই বিষয় লইয়া তাঁহারা আবার আপনাদিগের পত্রে আন্দোলন করিয়াছিলেন। অন্যান্য গুণের মধ্যে সত্যানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা সম্পাদকদিগের বিশেষ আবশ্যক। যাঁহার সে ক্ষমতা নাই তিনি সম্পাদকীয় কার্য্যের অযোগ্য। ক্যাম্বেল সাহেব সহস্র অন্যায় করিয়া থাকিবেন; তিনি হাইকোর্টের বিশেষ বিদ্বেষাচারী হইতে পারেন; তিনি জুডিস্যাল কর্ম্মচারিগণের উপর সময়ে২ অন্যায় পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে হাইকোর্টের বিচারপতিদিগের উপর রোষ প্রকাশ করিয়া নর্থব্রুক সাহেবকে কোন পত্র লিখিবেন একথা নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। তবে ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। প্রোক্ত রহস্য জনক সমাচারটি প্রথমে একখানি ইংরাজি সম্বাদ পত্রে প্রচারিত হয়। দেশীয় সম্পাদক মহাশয়গণ বিবেচনা করেন ইংরাজি সম্বাদপত্রে যাহা বলে তাহা বেদবাক্য। সুতরাং তাঁহারা ঐ সমাচারটির সত্যাসত্য স্থির করণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন নাই। ইংরাজি পত্রের সম্পাদক মহাশয় কিছু দিন পরে আপন কথার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশীয় সম্পাদকগণ তাহা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

ক্রমশঃ

৫৪ ১৯২

সংবাদ।

শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়া নামক একটি গ্রামে একজন চৌকিদার চৌকি দিতে২ দেখিল ধান ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া একজন লোক ধান চুরি করিতেছে। চৌকিদার তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে কথা কহিল না। তখন চৌকিদার তাহাকে বল্লম দ্বারা আঘাত করিল। অস্ত্রাঘাতে চোরের একটি শিরা ছিন্ন হইয়া যায় এবং ক্ষতভাগ দিয়া অজস্র শোণিতপাত হওয়াতে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। যখন ক্রমে ফরসা হইয়া আসিল তখন দেখা গেল যে চোর একজন পুলিসের কর্ম্মচারী।

অশ্লীলতা নিবারিণী-সভা একখানি অশ্লীল পুস্তক প্রকাশকের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় চুঁচুড়া নিবাসী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে আমার যন্ত্রালয়ে এরূপ অশ্লীল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। যাহাহউক আমি আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, যে সহস্রখানি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তন্মধ্যে স্বহস্তে ৮০০খানি দাহ করিয়া ফেলিয়াছি। অবশিষ্ট ২০০খানি পুস্তক আমার হস্তের বাহির হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় এ পত্রের পর অশ্লীলতা নিবারণীসভা আর যদু বাবুর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না।

কনায়ুনে একটি কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়া ছয়টি পরিজনের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। রাত্রে আগুন লাগে; তখন ঘরের সকলেই নিদ্রিত ছিল। একজনও ঘর হইতে বাহিরে আসিতে পারে নাই।

ইংলণ্ডের গত সিবিল সর্ব্বিশ পরীক্ষার সকৌরের ক্যানিংকালেজের একজন ছাত্র প্রথম হইয়াছেন। ভারতবাসীর বুদ্ধির নিকট অনেকবার ইংলণ্ডবাসীদিগের বুদ্ধি পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।

৫ই জানুয়ারি তারিখে বারাণসী হইতে সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত আউদ ও রোহিলখণ্ড রেইলওয়ে খুলিয়াছে। সাহেবগঞ্জ হইতে উপরপুর পর্য্যন্ত আগামী মে মাস নাগাদ খুলিতে পারে।

নেটিব ওপিনিয়ন বলেন যে অযোধ্যা নিবাসীরা তাহাদিগের বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণের উপর বড় সন্তুষ্ট নহে। ইংরাজেরা অতি উচ্চহারে জমির খাজানা আদায় করিতেছেন। তাহাই বোধ হয় অসন্তোষের কারণ।

ফরাসিদিগের পণ্ডিচারির আয় ৯৯৪৭৮০ ফ্রাঙ্ক; চন্দননগরের আয় ১৯৯২১১ ফ্রাঙ্ক; কারিকলের আয় ৩৫৩৩৭৯ ফ্রাঙ্ক; মাহির আয় ৬১২১১ ফ্রাঙ্ক এবং যানুনের আয় ৫৬৩৭৬ ফ্রাঙ্ক। ফরাসিদিগের সমুদয় ভারতবর্ষীয় অধিকারের আয় সর্ব্বশুদ্ধ ১১৬৯৫৪১ ফ্রাঙ্ক হইল।

বরদা কমিস্যানরদিগের কার্য্য শেষ হইয়াছে। হোম গবর্ণমেণ্ট কমিস্যানরগণের রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিলেই ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

জয়পুর কালেজে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে অষ্টম বর্ষের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজের অনুগ্রহে জয়পুরের সর্ব্বশুদ্ধ আট হাজার বালক বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। সাতটি ছাত্র এ বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল। চারিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

৭ই জানুয়ারি তারিখে ইছাপুরের বারুদখানায় হঠাৎ ৩০০পাউণ্ড বারুদে আগুন লাগিয়া তিনটি প্রাণিহত্যা হইয়াছে। ছয়জন ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং একজনের মৃতদেহ কোথায় গিয়া পড়িয়াছে অন্বেষণ করিয়া সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

বর্দ্ধমান, হাবড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, চিরণচাপরা প্রভৃতি স্থানে দ্রব্যাদি ক্রমে দুর্ম্মূল্য হইতেছে। রঙ্গপুরে পাঁচটাকা করিয়া চালের মন হইয়াছে কৃষ্ণনগর জেলায় চারি আনারও কম কমস হইবে। অরহর ও তিন ভিন্ন অগ্রাহ্য শিশিরের কমস দুই আনায় অধিক হইবে না।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ফাইনান্‌স্ কমিটির সমক্ষে যাঁহারা সাক্ষ্য দিবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। এপ্রেল মাসে যদি পার্লিয়ামেণ্ট সভা ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে রাজকীয় কমিস্যানরগণ তাঁহাদের সাক্ষ লইবেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নের বোখারাস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে রুসিয় সৈন্যাধ্যক্ষ খাইবার সম্প্রদায় ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া হামু নদীর অপর পারে গমন করিয়াছেন। তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তমধ্যে কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য রাখিবার তাঁহার বাসনা আছে। তাঁহার সৈন্যের কিয়দংশ তিনি বাটী প্রেরণ করিয়াছেন। বোখারার আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করণ অভিপ্রায়ে তিনি ঐ নগরাভিমুখে গমন করিতেছেন। তুর্কমান দিগের দেশ জয় করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। তুর্কমানেরা পারস্য সম্রাটকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছে যে তাহারা তাঁহাকে কর দিতে স্বীকৃত আছে কিন্তু তাহারা রুসিয়দিগের অধীনস্থ হইবে না। পারস্য সম্রাট রুসিয় সৈন্যাধ্যক্ষকে তুর্কমানদের ইচ্ছা জ্ঞাপক এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের প্রত্যুত্তর আজও আইসে নাই।

লণ্ডন টাইম্‌স্ ৮ই ডিসেম্বর তারিখে সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেবের পদত্যাগ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রস্তাব প্রচারিত করিয়াছেন। তাহারই সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

আগামী এপ্রেল মাসে ক্যাম্বেল সাহেব আপন পদ ত্যাগ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন শুনিয়া ইংলণ্ডবাসিগণ যারপর নাই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। এপ্রেল মাসেই সম্ভবতঃ প্রকৃত দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইবে। এমন আসন্ন বিপদের সময় লর্ড নর্থব্রুক কি বুঝিয়া ক্যাম্বেল সাহেবের পদত্যাগ মঞ্জুর করিলেন, ইংলণ্ডের লোকেরা তাহা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছেন না। বিপদ ভয়ানক বটে; কিন্তু ইংলণ্ডের লোকদিগের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল যে লর্ড নর্থব্রুক ও ক্যাম্বেল সাহেবের ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোক যখন ভারতবর্ষে রহিয়াছেন তখন দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী ভারতবাসিগণের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে

পারিবে না। ক্যাম্বেল সাহেব কর্ম্ম ত্যাগ করাতে তাঁহাদের সে ভরসা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। এমন স্থলে স্কুলের সময় যে বাঙ্গালার লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের পদ শূন্য হইবে ইহা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। দুর্ভিক্ষ লইয়া ইংলণ্ডে যে কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছে তাহা এই বিশ্বাসের উপর হইয়াছে যে সর্ ৰ্জর্জ এমন ভয়ানক বিপদের সময় কেবল কতকগুলি উত্তম২ নিয়ম প্রচারিত করিয়াই বাটী প্রত্যাগমন করিবেন এমত নহে; তিনি স্বয়ং কার্য্যস্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে দেখিবেন যে সেই নিয়মানুসারে কতদূর কার্য্য হইল। এমত বিপদাপদের সময় ভারতবর্ষীয় কোন উচ্চকর্ম্মচারী কখন পদত্যাগ করেন নাই। বিশেষ ক্যাম্বেল সাহেবের পদত্যাগ করিবার কোন স্পষ্ট কারণ লক্ষিত হইতেছে না। কেবল মাত্র জনরব তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া হাউস অব কমন্সের একজন মেম্বর হইবেন এই আশয়ে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যদি আসন্ন যুদ্ধকালে একজন সৈনিক পুরুষের পদ ত্যাগ করা উচিত হয়, তবে ক্যাম্বেল সাহেবেরও কার্য্য উচিত হইয়াছে। কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অবধি লেফটেনাণ্ট গবর্ণরকে কোন বিশেষ কষ্টকর কার্য্য করিতে হয় নাই। এক্ষণে এমন সময় পড়িয়াছে যে মনুষ্য-জীবন রক্ষা কারণার্থ কতকগুলি নিয়মাতিরিক্ত কার্য্য করিবার জন্য ক্যাম্বেল সাহেবকে গবর্ণর জেনারেলের নিকট অনুমতি চাহিতে হইতেছে। সেই অনুমতি গবর্ণর জেনারেল দেন নাই বলিয়াই কি ক্যাম্বেল সাহেব পদত্যাগ করিলেন? না এমন হইতে পারে না। ক্যাম্বেল সাহেব বিলক্ষণ অবগত আছেন যে যদি গবর্ণর-জেনারেলের দোষে ভারতবর্ষে এ দুর্ভিক্ষের সময় কোন ভয়ানক ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় তাহার জন্য তাঁহাকে জবাবদেহি করিতে হইবে না। যাহাহউক ক্যাম্বেল সাহেব হাউস অব কমন্সের মেম্বর হইয়া যে কিছু যশোপার্জ্জন করিবেন, এ সময় ভারতবর্ষে থাকিয়া দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধান করিতে পারিলে তদপেক্ষা সহস্রগুণ যশ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।—

রেঙ্গুন টাইমস্ বলেন ব্রহ্মদেশের চিফ কমিস্যনর জনরেবেল, এ, ইডেন শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারে গবর্ণমেণ্ট একখানি বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন। তদৃষ্টে অবগত হওয়া গেল গাজিপুরে দ্রব্যাদির মূল্য এক ভাবেই রহিয়াছে। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে অল্প জল হইয়াছিল। তাহার পর আর জল হয় নাই। যাহা হউক প্রকৃত দুর্ভিক্ষের এখনও আবির্ভাব হয় নাই। বারাণসীতে জল হয় নাই। খালের জল সিঞ্চন করিয়া রবি শস্যের চাস হইতেছে। খালে যে পরিমাণে জল আছে, তাহাতে যে আকাশের জলাভাব নিবন্ধন কোন বিশেষ কষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। মির্জাপুরে সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু জলাভাবে রবি শস্য সকল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণে রিলিফ ওয়ার্কস অধিক পরিমাণে আরম্ভ করা হইয়াছে। পশ্চিম হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া সঞ্চয় করা হইতেছে। গোরক্ষপুর জেলায় ২১ শে ডিসেম্বর তারিখে অল্প জল হইয়া গিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্বোত্তর অঞ্চলে হয় নাই। রবি শস্যের এখন পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হয় নাই। এক পক্ষের ভিতর যদি আর একটি জল হয় তাহা হইলে রবি শস্যের ফসল চার পোয়া হইবার সম্ভাবনা। দ্রব্যাদির মূল্য কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। বস্তিতে দ্রব্যাদির মূল্য সমভাবে রহিয়াছে। রবি শস্য রক্ষা করিবার জন্য বড় পরিশ্রম সহকারে খালাদি হইতে জল সিঞ্চন করা হইতেছে। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে যৎকিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশের ভাব গতিক দেখিয়া লোকে ভরসা করিতেছে আরও জল হইবে। আজিমগড়ে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। আরও জলের আবশ্যক। খাল খননাদি কার্য্য সুচারু রূপে চলিতেছে। রবি শস্যের গতিক বড় মন্দ নহে। আশু দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। জৌনপুরে দ্রব্যাদির পূর্ব্বের দামেই বিক্রয় হইতেছে। আকাশে মেঘ দেখা দিতেছে কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। রবি শস্যের এখন পর্য্যন্ত কোন ক্ষতি হয় নাই। অযোধ্যা হইতে খাদ্যশস্য আনাইয়া সঞ্চয় করা হইতেছে। সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দ্রব্যাদি এখনও দুর্ম্মূল্য হয় নাই। কোন২ স্থানে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে। দুই এক সপ্তাহের মধ্যে জল হইলে রবি শস্যের ফসল উত্তম হইবার সম্ভাবনা।

বড় দিনের কিছু পূর্ব্বে ডাকে একটি ভয়ানক চুরি হইয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া হইতে রাণীগঞ্জে এক খানি রেজিষ্টারি পত্র যাইতেছিল। পত্রের ভিতর এক শত টাকার নোট, আট কেতা, পঞ্চাশ টাকার নোট দুই কেতা, বিশ টাকার অর্দ্ধ নোট এগার কেতা এবং দশ টাকার অর্দ্ধ নোট পাঁচ কেতা ছিল। পথিমধ্যে কোন মহাত্মা চিঠি খানি খুলিয়া নোট গুলি সমুদায় আত্মসাৎ করিয়াছে। নোট বা চোরের সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

নব বর্ষের প্রথম দিন প্রতি বারে যে ফ্যান্সি ফেয়ার হইয়া থাকে এবৎসর লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের বাটীতে তাহার অধিবেশন হইয়াছিল। বেলা দুই প্রহরের মধ্যে গাড়ি পাল্কিতে ছোট লাট সাহেবের বাটী একবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটর কোম্পানি ও বিবি লুইস আপনং অভিনয় প্রদর্শন করিয়া দর্শক মণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। চ্যাং নামক চীন দেশীয় সুদীর্ঘ পুরুষ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপন মূর্ত্তি দেখাইয়া অন্যূন তিন শত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। চারি দিকে সুন্দরী মহিলারা পসরা লইয়া বসিয়াছেন। দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা। কাহার সাধ্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে দুই টাকার দ্রব্য দশ টাকায় না ক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন। দর্শক সংখ্যা প্রায় ছয় সহস্রের অধিক হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ বিভাগে অমাদিগের সুপরিচিত বন্ধু ডেঙ্গুজর দেখা দিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় যেন এদিকে তাঁহার শুভাগমন না হয়।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী এ বৎসর সাহারবন্দ ও মুরশিদাবাদ জমিদারীর প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা লইবেন না। অধিকন্তু তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের কষ্ট বিমোচনার্থ দশহাজার মন চাল কিনিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য জমিদারদিগের ন্যায় উচিত মূল্যে বিক্রয় করিবেন বলিয়া তিনি চাল ক্রয় করেন নাই। বিতরণ করিবার জন্য কিনিয়াছেন। এ দুর্ভিক্ষের সময় কোন জমিদার যে স্বর্ণময়ীর ন্যায় অকাতরে ধনব্যয় করিবেন এমন বিশ্বাস হয় না।

একজন ব্রাহ্মণ একটি ষোল টাকা মূল্যের দেবমূর্ত্তি চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তিনমাস মেয়াদ ও বিশ বেত দিয়াছেন। ব্রাহ্মণে দেবমূর্ত্তি চুরি করিতে শিখিল। যাহাদিগের বাটীতে বিগ্রহসেবা হইয়া থাকে তাঁহারা যেন একটু সাবধান হয়েন।

কতকগুলি স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্মিকা বেঙ্গল থিয়েটরে নাটকাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটরে দুইটি বেশ্যা অভিনেত্রী আছেন বলিয়া মিরর তাঁহাদিগকে পুনরায় তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

কলিকাতার একজন ইংরেজ রেইলওয়ে কর্ম্মচারীর স্ত্রী আপনার স্বামীর নিকট হইতে একজন মুসলমান যুবকের সহিত পলায়ন করিয়াছে এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। মেলভিল মুসলমান স্ত্রী গ্রহণ করিয়া স্বয়ং মুসলমান হইয়াছেন। অতএব ঐ মুসলমান যুবক কেবল যে মেলভিলের কার্য্যের প্রতিশোধ করিলেন এমত নহে; উপপত্নীকে স্বধর্ম্মাবলম্বীও করিলেন।

দেওয়ানি আদালতের কর্ম্মচারিগণ বড় ভাগ্যবান। এবৎসর তাঁহারা রবিবার বাদে ৭৮দিন ছুটি পাইবেন।

গত বুধবারের পূর্ব্ব বুধবারে ঢাকার কমিস্যনর এনার ক্লি সাহেবের ওলাউঠারোগে মৃত্যু হইয়াছে। গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কমিস্যনর সাহেবের কার্য্য দক্ষতার অনেক প্রশংসা করিয়া পরে তাঁহার মৃত্যু জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। এফ, আর, ককেল সাহেব ঢাকার নূতন কমিস্যনর হইবেন।

জেলা বীরভূম ভুরকুণ্ড হইতে জনৈক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেনঃ—

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা নগর রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে রাজা বাহাদুরি খেতাব দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা এই খেতাব পাইলে তাঁহার বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে বটে। কেননা তাঁহাকে আপামর সাধারণ লোকে রাজা বলিয়া থাকে; তবে মহারাণী কর্ত্তৃক তিনি যে সম্মানিত হইলেন ইহাই আনন্দের বিষয়। উক্ত মহাপুরুষ এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে প্রজার খাজানার দুই আনা মাপ দিয়াছেন। তাহার পরিমাণ ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা এবং ১০০০০ দশ হাজার টাকা তিনি অন্নসত্রে ব্যয় করিবেন। তাঁহার বিপক্ষেরা কেহ২ বলে এবৎসর পুরা খাজনা আদায় হইতনা, সুতরাং দুই আনা খাজানা মাপ দেওয়া, না দেওয়া তুল্য ও রাজা বাহাদুরি পদ পাইবার জন্য দশ হাজার টাকা ব্যয় প্রচুর নহে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত লোকে বলিতেছে যে রামরঞ্জন যে প্রকার প্রজাবৎসল তাঁহার উক্ত উপাধি পাওয়াই উচিত। যাহা হউক আমরা লাইম সাহেব মাজিষ্ট্রেটকে ধন্যবাদ দিই। তাঁহার কৌশলেই এই জেলার লোক রক্ষা পাইবে। তিনি এই সময় ঐ রূপ রিপোর্ট করাতে রাজচক্রবর্ত্তী মহাশয় অন্যান্য জমিদারেরা সৎকার্য্য করণে উৎসাহিত হইতেছেন।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়!

অনুকম্পাপূর্ব্বক আপনার সাধারণীর ক্রোড়ে এই পত্রিকাখানিকে একটুকু স্থানদান দিয়া বাধিত করিবেন।

গত ৭ই পৌষের সাধারণীতে বাবু নিমাইচাঁদ শীল প্রণীত তীর্থ মহিমা নাটকের সমালোচনা পাঠে সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। অন্যথাপক্ষে ক্ষুব্ধ হইলাম। আপনি উক্ত দিবসের পত্রিকার কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়া কেবল উৎসর্গ পত্রের সমালোচনা মাত্র শেষ করিয়াছেন। একেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ সমালোচনার নিতান্ত অসদ্ভাব। তাহাতে আপনি সমালোচনার এক অতি অদ্ভুত প্রণালী বাহির করিয়াছেন। এই কলিযুগে মানব জীবন অল্প হইয়া আসিয়াছে। তাহাতে আবার নানা প্রকার ভোগী এবং দেশে বিষম মারীভয় উপস্থিত। অন্য আর কিছু না হউক জন সাধারণ আপনকার সমালোচন প্রণালী অনুকরণ করিলে কোন এক ব্যক্তির জীবিত সময় মধ্যে দুলাবয়ব কোন পুস্তকের সমালোচন শেষ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

নাটকখানি গ্রন্থকারের গুরুদেব খড়দহ নিবাসী নিতাইকিশোর গোস্বামীর পদে সমর্পিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি দেখাইবার জন্য ঐরূপ করিয়াছেন। আপনি অকারণ উক্ত গোস্বামীর উপর দোষারোপ করিয়া গ্রন্থকারের মনোবেদনার কারণ হইয়াছেন। তাঁহার গুরুদেবের অনর্থক অবমাননা করিবার জন্য নিমাই বাবু যত্নপূর্ব্বক আদরের সামগ্রী স্বরচিত নাটকখানি আপনকার হস্তে প্রদান করেন নাই। আপনি নিমাই বাবুকে স্বীয় বন্ধু প্রতিবেশী এবং একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শীল বাবু যে গোস্বামী জিউকে স্বীয় সদ্বুদ্ধিতে পূজা করিয়া থাকেন তাঁহার সেই আরাধ্য দেবের অপযশ ঘোষণা করিয়া প্রকারান্তরে নিমাই বাবুকে আপনি মিথ্যাবাদী স্থির করিয়াছেন। ইহা কিরূপ শিষ্টাচার এবং বন্ধুর প্রতি ব্যবহার করা হইয়াছে আপনি স্বীয় হৃদয় মধ্যে বিবেচনা করিবেন।

নায়িকারা যেমন পুষ্পমালা গ্রন্থন করিয়া যথেচ্ছা আপনাদের নায়কের গলদেশে সমর্পণ করিতে পারেন, সেইরূপ গ্রন্থকারগণও আপনাদের রচিত গ্রন্থ সকল যাহাকে ইচ্ছা উৎসর্গ করিতে সক্ষম। ইহাতে কাহার কিছু বলিবার অধিকার নাই। অধিকন্তু এরূপ স্থলে গ্রন্থকারগণ আপনাদের প্রীতিভাজন ব্যক্তিদের হস্তে আপনাদের মানস প্রসূত পদার্থ সকল সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রশংসা করিতে ক্ষান্ত থাকেন না। আর উৎসর্গ পত্রের সহিত

কোন গ্রন্থের নবিশেষ সমাজে না থাকা জন্য ঐরূপ প্রশংসাবাদ দ্বারা অপর সাধারণের ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা মাত্র নাই। তীর্থ মহিমা নাটকের সহিত নিতাইকিশোর গোস্বামীর কি গুরুতর সম্বন্ধ তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার দোষ গুণ বিচার তীর্থ মহিমা নাটক সমালোচনকারী বা পাঠকের উদ্দেশ্য নহে

তীর্থ মহিমা নাটকখানি কিরূপ হইয়াছে কেবল ইহাই স্থির করা তাঁহাদের কার্য্য। আপনি তীর্থমহিমা নাটকের দোষগুণ বিচারে উপেক্ষা করত নিতাইকিশোর গোস্বামী, যাহা নিমাই বাবু বলেন তাহা নন, ইহা স্থির করিতে যাইয়া কেন ধান ভাঙ্গিতে মহীপালের গান গাইলেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কয়েকখানি দেশীয় সম্বাদপত্রে খড়দহের শত রাশ মেলা কালীন অত্যাচারের বিষয় লিখিত হইয়াছে। তৎসমুদয় খড়দহস্থ গোস্বামীদের উপরও কটাক্ষ করিয়াছে। ঐ সকল সম্বাদপত্র প্রচারিত বিবরণ সত্য হইলে খড়দহস্থ গোস্বামী মাত্র দুর্জ্জন এবং সেই কারণ বশতঃ নিতাইকিশোর গোস্বামীও অসৎ এরূপ সিদ্ধান্তও কখন করা যাইতে পারে না। আপনি ন্যায়শাস্ত্রের কোন পথ এবং বিচার প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক নিমাই বাবুর গুরুদেবকে অসৎ এবং নীল বাবুকে মিথ্যাপ্রিয় স্থির করিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে আপনার নিজের বিশ্বাস এবং অনুমান, সে পৃথক কথা; তাহার উপর কাহারো কোন কথা বলিবার অধিকার নাই।

এ সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। তাহা বারান্তরে বলিব—

আপনকার বশম্বদ

মধুকর

নিমাই বাবু যেরূপ বন্ধু, প্রতিবেশী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পত্র প্রেরক মধুকরও সেইরূপ বন্ধু প্রতিবেশী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মধুকরের মতে কোন বন্ধুর ভ্রম প্রদর্শন করিতে গেলেই তাঁহাকে “নিন্দাবাদী” বলা হয়, সুতরাং এই প্রেরিত পত্রমধ্যে “মধুকরের” অনেকগুলি ভ্রম হইয়াছে ইহা জানিয়াও, আমরা সেই সকল ভ্রম প্রদর্শনে ক্ষান্ত রহিলাম। “মধুকরের” কাছে একটী ভিক্ষা আছে:—তিনি এবিষয়ে বারান্তরে লেখনীচালনা না করেন। যিনি দশের ইচ্ছা কাহারও অনুরোধে মনে নিবারিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর পুরুষ। বিশেষতঃ লর্ড মেকলের যে গভীর উপদেশটি তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, সেই উপদেশ বাক্যটি স্মরণ করিয়া মধুকরের কার্য্য করা উচিত। “মনুষ্য জীবন স্বল্প,” এক সমালোচনই পাঠকে এক জীবনে পড়িয়া উঠিতে পারে না, সেই সমালোচনের সমালোচন ক্রমাগত নিঃসৃত হইলে পাঠকেরা দুই তিন পুরুষেও সমাপন করিয়া উঠিতে পারিবেনা। তাহাতেই বলিতেছি ক্ষান্ত হইসি।

সাধারণী সম্পাদক।

টাঙ্গাল।

এই স্থানটী পরম রমণীয়। এখানে অনেক ভদ্র লোকের বাসস্থান, পূর্ব্বে যখন মহকুমা হয় নাই লোকের বড় অসুবিধা হইত, সম্প্রতি মহকুমা হওয়ায় সকল অভাবই পর্য্যবসিত হইয়াছে, বিশেষ জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের সুবিচারে লোকে পরম সুখী হইয়াছে। আমাদিগের অভিলাষ এই যে, যতদিন, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এস্থানে স্থায়ী হউন, তাহা হইলে টাঙ্গালের অবস্থা অন্যান্য উৎকৃষ্ট মহকুমা সদৃশ হইতে পারে, অত্রত্য ভূস্বামিনী শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরিণী দানশীলতায়, দিনাজপুরের রাণী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী এবং পুঁটিয়ার রাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী অপেক্ষা ন্যূন নহেন। স্থানেং রাস্তা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। লোকের সুবিধার্থে রাস্তা বাঁধাইয়া দিয়াছেন এবং পুষ্করিণী সকল খনন করাইয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। দূরবর্ত্তী বিদ্যালয় সমূহের উপকারার্থ চাঁদা দিয়া লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ভাবী দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিতেছেন বোধহয় প্রজাপুঞ্জকে দুর্ভিক্ষের দারুণ বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে না। অনেক পুরুষ জমীদারগণের মধ্যে এরূপ প্রায় দেখা যায় না।

স্ত্রীলোক জমীদারগণ এক্ষণে প্রায় সকল বিষয়েই পুরুষ জমীদারগণকে অতিক্রম করিতেছেন। কিন্তু এস্থলে টাঙ্গালের একটী অরাজকতার বিষয় না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা। সম্প্রতি এই মহকুমার নিকটস্থ দেলদোয়ার গ্রামের কোন একজন সদাশিব ভদ্র ব্রাহ্মণ বহু কালাবধি যোড়াই নদীর ধারে চোরজানা গ্রামের আন্দাজ দশ, বার কাঠা ভূমি প্রায় ৫০।৬০ বৎসর ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি জনিদার পাঁজারা চক্রান্ত করিয়া সেই জমির উপর উক্ত ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতি বশতঃ গবর্ণমেণ্ট জেল খানার ইষ্টক প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন, এরূপ হলে অনুপস্থিতিতে একজন ব্রাহ্মণের বহুকালের ব্রহ্মত্র জমি বাজেয়াপ্ত হইবার সম্ভাবনা। আমাদের এস্থলে বক্তব্য এই যে, জাহ্নবী চৌধুরিণী এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, কারণ তাঁহাদের মত ব্রহ্মত্ব অন্যায় করিয়া পাজারা আপনাদের বলিয়া পরিচয় ... ও মাজিষ্ট্রেট এবং সুবিচারক হইয়া কি এবিষয়ে মনোযোগ করিবেন না?

বশম্বদ।

শ্রী,

সম্পাদক মহাশয়!

আমরা অনেক দিন হইতে আশা করিতেছিলাম যে চুঁচুড়া হইতে নিয়মিত একটী সম্বাদ পত্র বাহির হয়। সাধারণী প্রকাশ হওয়াতে আমাদিগের সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। সাধারণীর উপক্রমণিকা অংশটী পাঠ করিয়া আমাদিগের মনোমধ্যে আনন্দরসের আবির্ভাব হইল বিশেষতঃ “সাধারণের হিতসাধনই সাধারণীর একান্তিকী বাসনা।” এই অমৃতময় অক্ষর গুলি পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই যদি সাধারণের হিত সাধনই সাধারণীর মুখ্য উদ্দেশ্য তবে ইহাতে সুরা সম্বন্ধীয় দুই একটী প্রবন্ধ মধ্যেং বাহির হইলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব এবং তাহা হইলেই সাধারণের প্রকৃত হিতসাধন করা হইবে কারণ আজ কাল সুরা রাক্ষসী আমাদিগের পবিত্র হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়া যেরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহা আমাদিগের সহনাতীত। অতএব মহাশয়েরা যত্নবান হইয়া সুরারূপ বিষবৃক্ষের কোন রূপ উচ্ছেদ উপায় উদ্ভাবন করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার করা হইবে সন্দেহ নাই।

চুঁচুড়া ২২ পৌষ সন ১২৮০ সাল } একান্ত বশম্বদ কোন সুরাবিদ্বেষী ব্যক্তি।

সম্পাদক মহাশয়!

আপনার নব প্রকাশিত পত্রিকার আমি একজন গ্রাহক: নিতান্ত দুঃখিত হওয়ায় কটু কাটবা গুটিকত কথা বলিতেছি রোষ পরবশ না হইয়া পাঠান্তে যদি আমার লেখার কোন অংশ যুক্তি যুক্ত হয় তবে তদ্বিষয়ে যাহা লেখা বৈধ; তদ্বিষয় পত্রিকায় লিখিয়া চির বাধিত করিবেন। আর একটী কথা এই স্থানেই বলিয়া শেষ করি। এইক্ষণে যেরূপ লেখার পারিপাট্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ: তাহা অত্র পত্রি দ্বারাই প্রকাশ পাইবে, দয়া পূর্ব্বক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মহাশয়! লোকে বলে সকল শৃগালেরই একরূপ ডাক, আপনাদিগেরও তাহাই দেখিতেছি, অর্থাৎ একজন সম্পাদক একটী কথা বলিলেন, ক্রমেং সকল সম্পাদকই অমনি ঐ সুর ধরিয়া বলিলেন যথা—মহান্ত, নবীন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

আপনারা কি দেশ উচ্ছন্ন করিবার মানস করিয়াছেন? কেন না কোন স্থানেই এক বৎসর শস্য হয় নাই, দুর্ভিক্ষ হইবে, চাষী প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, গবর্ণমেণ্টের অগ্রেই সতর্ক হওয়া উচিত, বহু পূর্ব্ব হইতে প্রায় সমস্ত সম্পাদক এক বাক্যে রাবণের ইত্যাকারে চীৎকার করাতে প্রধান রাজ পুরুষেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রদেশীয় কমিশনর দলের দ্বারা জেলার মাজিষ্ট্রেট দিগকে ঐ বিষয়ে সতর্ক করাতে তাঁহারা স্বীয় দলবল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারিগণকে নানা স্থানে প্রেরণ, কোথাও বা স্বয়ংই শুভাগমন করিয়া এরূপ বলিয়া বেড়াইতেছেন যে “খবরদার; এ বৎসর চাষী প্রজাগণের প্রতি খাজনাদি কোন বিষয় জন্য কেহ দৌরাত্ম্য না করে।”

এতৎ শ্রবণে চাষীগণ হৃষ্টান্তকরণে ক্ষেত্রে যে সমস্ত শস্য হইয়াছিল তাহা কর্ত্তন করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক বাটীতে গোলাজাত করিয়া রাখিয়াছে একটী ধান্য কি চাউল বিক্রয়ের নামও করে না। ভূস্বামী কি তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা খাজানার কথা বলিলে বলে “গবর্ণমেণ্ট হইতে নিষেধ হইয়াছে এবৎসর খাজনা দিতে হইবে না” যদি বলেন খাজানার জন্যে না হউক অন্য বিষয়ের জন্যে ত তাহারা ধান্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে: যে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ পুন পুষ্করিণী রাস্তা ইত্যাদির কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়ায় তাহাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় হইতেছে, এবৎসর তাহাদের সুখের ইয়ত্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক্ষণে বলুন দেখি মহাশয়; যাঁহারা কৃষি কার্য্য করেন না, তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কি? লোক সংখ্যা রিপোর্টে কি খোসবাসী ও চাষি প্রজার কোন সংখ্যা দৃষ্ট করিয়াছেন? বোধ হয় না, আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে চাষী প্রজা উর্দ্ধ সংখ্যা চারি আনা খোসবাসী অর্থাৎ যাহারা চাষী নহে তাহাদের সংখ্যা বার আনা হইবেক এমত স্থলে চাষী চাষী বলিয়াই সর্ব্বত্র হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, অথচ এই বার আনা রকম লোকের জীবন রক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে কি আপনাদিগের দ্বারা অদ্যাপি কোন বিধি বিধান হয় নাই, দুঃখের কথা কি বলিব মহাশয়! আমাদের বাসস্থানের নিকট ধান্য চাউল বিক্রয়ের একটী গঞ্জ আছে অন্যূনা বর্ষে তথায় প্রত্যহ ন্যূন দুই তিন শত টাকার ধান্য চাউল বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি। গত পরশ্ব দিবস তিন চারি বার মুদ্রানক তথায় প্রেরণ করিয়া এক টাকার চাউল পাইলাম না, অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি।

আপনারা কি ক্ষেত্রাদির অবস্থা স্বয়ং দৃষ্ট করিয়াছেন? বোধ হয় না। অনেকে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াই পত্রিকায় লেখার পারিপাট্য করিয়া থাকেন: মহাশয়! অত্রত্য আজিমগঞ্জে রেলে আরোহণ করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতে আমি স্বচক্ষে দৃষ্ট করিয়াছি কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ, কোথায় বার আনা, কোথায় দশ আনা, কোথায় বা অর্দ্ধেক রকম ধান্য হইয়াছে; নিতান্ত ডাঙ্গা জমীর কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুই হয় নাই, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প; গড়পরতা ধরিলে এবৎসর এ অঞ্চলে দশ আনা রকম ধান্য অবশ্যই হইয়াছে, ভাল যে পরিমাণে ধান্য হইয়াছে ঐ পরিমাণে ভূস্বামী দিগকে খাজানা দেওয়ার বাধা কি আছে? তাহাতে তাহাদের পক্ষে এবৎসর আপনারা বিধি করিয়াছেন যে স্ত্রী পুত্রের আভরণ বিক্রয় করিয়া প্রজারক্ষা কর, আপনারা কি বিবেচনা করেন, যে চাষী লোক সকলই অজ্ঞ? বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞ আছে। এদেশে অনেক ভদ্রলোকেও কৃষি কার্য্য করিয়া থাকেন, আবার তাঁহাদের মধ্যে যে সকলই নির্দ্ধন ইহাও বিবেচনা করিলেন না, বরং গতকালে উড়িষ্যা প্রপীড়িত দুর্ভিক্ষে ত্রয়দের দশ চাউল বিক্রয় করিয়া অনেকে বিলক্ষণ ধনাঢ্য হইয়াছেন? এমন কি ভূস্বামীর সেরূপ আড়ম্বরাদি নাই যেরূপ চাষীদিগের আছে।

মহাশয়! মফঃস্বলে আবাদ না হইলে যাহেতুতে সমস্তের রাজস্বের অন্যায় করার উপযুক্ত কটী জমীদার কোন স্থানে আছেন? আমাদের এ প্রদেশে মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং রায়বাহাদুর লক্ষ্মীপতি ও ধনপতি ব্যতীত আর দৃষ্ট হয় না; সামান্য ভূম্যধিকারী এবং তালুক দার প্রভৃতির উপায় কি? তাঁহারা আভরণ ও তৈজসাদি বিক্রয় করিয়া এবৎসর গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিবেন, না আপনাদের নিয়মানুযায়ী প্রজা রক্ষা করিবেন? ... বিধান করিতেছেন সকলই ... ভূম্যধিকারীর প্রতিকূলে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে কিছুই বলিতে দেখিতেছি না; তাঁহাকে কেন বলুন না যে এবৎসর ভূম্যধিকারী দের নিকট রাজস্ব না লইয়া আগত বর্ষে শস্যাদি উত্তম রূপ হইলে আদায় করিয়া লইবেন, ভূম্যধিকারীরা এবৎসর প্রজা রক্ষা করুন, ফলতঃ ভূস্বামীদের যে খাজানা এই বর্ষে বাকি পড়িবে ভবিষ্যতে তাহা আদায় করিতে তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আগত বর্ষে উহা আদায় করার পক্ষে একটি সরকিউলর জারী করিলেই যথেষ্ট হইল এরূপ সুলভ থাকার স্থলে আপনাদিগের দুটি কথা বলা উচিত।

মহাশয়! চাষী প্রজাগণকে সৎকার্য্যে পুন পুষ্করিণী রাস্তা ইত্যাদি নানা প্রকার কার্য্য আরম্ভ হইল কিন্তু মধ্যবর্ত্তী লোকেরা প্রাণান্তেও উহা অর্থাৎ মজুরী করিবেন না। তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কেন এরূপ একটী বিধান করেন না, যে সকল শ্রমজীবী দিগকে ঐ কার্য্যে গ্রহণ করা যাইবে তাহার চারি পাঁচটি করিয়া ঐ মজুরী একং জনের দ্বারা লওয়া হয়, তাহারই মধ্যে নিজ নিজের করিয়া যাহাতে মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি কিছু পয়সা প্রত্যহ কি মাসিক প্রাপ্ত হয় এমত হয়, তাহা হইলে অনায়াসে বহু সংখ্যক মধ্যবর্ত্তী লোকেরা প্রতি পালিত হইতে পারিবে. অথবা তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে অন্য যে কোন উপযুক্ত বিধান হয় তাহাই করিবেন, মূল কথা এই মধ্যবর্ত্তী বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবন করা এইটি অতি আগ্রহের সহিত আমার নিবেদন মাত্র কিমধিকমিতি। নিঃ

সন ১২৮০ সাল } তারিখ ২৪শে পৌষ } শ্রীজগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মুরশিদাবাদ ডাহাপাড়া

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসার ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচারণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণাশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন, এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫, পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকা[illegible] তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিমবাবুর কৃত বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা, কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য এক এক টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকগণ দুই আনা হিসাবে ডাকমাসুল সমেত মূল্য পাঠাইবেন।

ইন্দিরা।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত ইন্দিরা নামক উপন্যাস বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য।০ আনা. বিদেশস্থ গ্রাহকগণের এক আনা অতিরিক্ত ডাকমাসুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া কমিশ্যান পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে; তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত মৌলবি মহম্মদ উজীর, বনগ্রাম	৫,
„ সৈয়দ আবদুল সালাম, বীরভূম	৵
„ বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তেলিনীপাড়া	৫,
„ „ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় হাজারিবাগ	৫,
„ „ জয়নারায়ণ সরকার, ঐ	৫,
„ „ মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, বাগআঁচড়	১৵০
„ „ [illegible]	৫,
„ „ নিতাইচাঁদ দত্ত, চুঁচুড়া	৫,
„ „ আশুতোষ শিকদার, কানাইপুর	৫,
„ কুমার বনয়ারি আনন্দ বাহাদুর বনয়ারিআবাদ	৫,

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৫,
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	৩,
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	১৵০
মাসিক	৵০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৴১০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য অন্য নিয়ম করা যাইবে।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

সাধারণী।

১ ভাগ } চুঁচুড়া—৬ই মাঘ রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৮ই জানুয়ারি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। { ১৩ সংখ্যা

আমাদিগের দেশ ইংরাজাধীন হওয়াবধি যখন রাজা বিচারদান না করিয়া বিক্রয় করা বিধেয় বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে কর গ্রহণ করিতেছেন তখন এত দিন পরে রাজার এই রীতির বৈধাবৈধতা বিষয়ে কোন তর্ক প্রয়োগ করা নিষ্ফল। কিন্তু সেই এই কর সংগ্রহ করিবার জন্য সাধারণের কষ্টকর ব্যবস্থা বিধান করা যে অতীব অন্যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় জন্য সর্ব্বত্রে স্থানেং ভেণ্ডার নিযুক্ত ছিল, সাধারণে সকল সময়েই প্রয়োজনীয় কাগজ ক্রয় করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের এই হুগলি জেলার কোর্টফিজ ও কারট্রিজ কাগজ বিক্রয়ের ভার ভেণ্ডারের পরিবর্ত্তে ফৌজদারি মহাফেজ ও কালেক্টরির খাজাঞ্চির মুহরির হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় তাঁহারা নিজ নিজ নিয়মিত কর্য্যাতিরিক্ত এই বিক্রয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছিলেন না; আবার ইঁহারা দুইজনে দেওয়ানি আদালতের দুই বিপরীত স্থানে অবস্থিত। যদিও ফৌজদারি মহাফেজ খানা দেওয়ানি আদালতের নিকট [illegible] ব্যস্ত থাকেন, অবকাশমত ইষ্টাম্প বিক্রয় করিয়া থাকেন, সুতরাং ক্রেতৃগণকে দলবদ্ধ হইয়া দান বাটির কাঙ্গালীর ন্যায় মুহরির আপিসের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এরূপ স্থলে হঠাৎ আবশ্যক হইলে আদালতে কোন দরখাস্তাদি দাখিল করা বড় সুকঠিন। এই অসুবিধা জন্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষগণের এই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া সাধারণের অসুবিধা দূর করা উচিত [illegible] যাহাতে আর কেহ কষ্ট পাইতে না হয়।

আর একটা কষ্টের কথা। হুগলি কালেক্টরিতে দরখাস্ত দিতে লোকের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। সকলে আদালতের সমুদায় কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যাবধি কালেক্টরির সম্মুখস্থ ময়দানে মুসলমানদিগের রোজজানের চাঁদ দেখিবার মত কালেক্টর সাহেবের বাটির দ্বারাভিমুখে চাহিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয়, কখন কালেক্টার সাহেব বাহির হইয়া কাছারিতে দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন। বিশেষ মোক্তারগণ প্রায়ই সাদা চাপকানের উপর একখানি মল মল উড়ানী লইয়া আসিয়া শীতার্ত্ত হইয়া কম্প-

[illegible]

র্য্যের জন্য লর্ড নর্থব্রুক বিশেষ সুখ্যাতি পাই-য়াছিলেন।

প্রথমতঃ, ইনকম ট্যাক্স উঠাইয়া দেওয়া। ইনকম ট্যাক্স সহস্রের মধ্যে পাঁচজনকে দিতে হইত কিনা সন্দেহ, অথচ ইহা সাধারণের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ ইনকম কর যখন প্রথম প্রচলিত হয়, তখন আসেসরেরা মফস্বলে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাধারণে সামান্য পেয়াদার অত্যাচারকেও রাজার অত্যাচার বিবেচনা করে, সুতরাং ইনকম ট্যাক্সটা অত্যাচারী রাজার প্রজাপীড়নার্থ একপ্রকার যন্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়াছিল। ইদানীং যদিও অত্যাচার কমিয়াছিল, কিন্তু লোকের সেই বিশ্বাস অপনীত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের এইটি বুঝিবার হওয়াতে ইহা উঠাইয়া দেন।

দ্বিতীয়তঃ, সর্ কাম্বেলের সাধের মিউনি-সিপাল বিল পাশ হইতে না দেওয়া। এই বিষয়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র হইতে গবর্ণরজে-[illegible]ল বাহাদুরের [illegible] আবেদন করা হইয়াছিল। সেই সমস্ত আবেদন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহাকে হটাইয়া দিয়াছে। কেবল এই জন্যই ১৮৭৩ সাল আমাদের স্মরণ পটে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। কিন্তু সেই সময়ের সর্ জর্জ কাম্বেলের রোদন মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি পতিত্যক্তা পুত্রশোকাতুরা রমণীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

তৃতীয়তঃ, লর্ড নর্থব্রুকের শিক্ষাসম্বন্ধীয় নীতি। গত বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান দিনে তিনি নিজমত সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করেন। অনেকেই পূর্ব্বে একটা অনর্থক আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে উচ্চশিক্ষা নীতি

সত্বঃ উত্তর ভারতবর্ষীয় খাল সম্বন্ধীয় আইন।

এইবিষয়ে ১৮৭১ সালে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল এই আইনটি তাহারই সংস্করণ বলিলেও হয়। এই আইনে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে আবশ্যক হইলে, খালখনন কার্য্যের সুবিধা জন্য শ্রমজীবী লোকগণকে বলপূর্ব্বক নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে। দুর্ভিক্ষ বৎসরে এই বিধির কোন মন্দ ফল না দেখা যাইতে পারে, কেননা এবৎসর সম্ভবতঃ লোকে স্বতঃই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু এ ব্যবস্থাটি যে নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ তাহা সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন। আমরা বেশ জানি যে শ্রমজীবীরা কখনই নিয়মিত বেতন প্রাপ্ত হয় না, তাহার উপর "বেগারের" আইন থাকিলে তাহারা ঘর হইতে কিছু না লইয়া গেলে আর মজুরি করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবেনা। সর্ উইলিয়ম মিয়র গবর্ণর থাকিতেও এরূপ আইন কি রূপে বিধিবদ্ধ হইল, তাহা আমরা বলিতে পারিনা।

গত বৎসর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য একখানি মিউনিসিপেল আইন এবং পঞ্জাবের জন্য ও সেই রূপ আর একখানি আইন পাশ হইয়াছে। পঞ্জাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য সভ্যের পরিমাণ পাঁচ ভাগের তিন ভাগ, এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তিন ভাগের দুই ভাগ হইবে। এই দুই আইন দ্বারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে সাধারণ বাছনি প্রথা প্রচলিত হইবে এই রূপ বিধান করা হইয়াছে।

এই সাধারণ বাছনি প্রথা চালাইবার জন্য আমাদের বঙ্গদেশেও একটী আইন করা হইয়াছে। তাহার প্রথম পরীক্ষা বৎসরের শেষে শ্রীরামপুরে হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্ব

৫৮ 516

অন্য পোলিশ আইন রূপ আইন কেবল সেরেস্তা দুরস্ত রাখিবার জন্য মাত্র। আজ তিন বৎসর হইল ষ্টিবেন সাহেব জুরির হুকুম আইন দুরস্ত হয় না বলিয়া এই রূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। যেরূপে হউক উৎপাতাটি আইন পাশ করিতে হইবেই।

উত্তর পশ্চিমে রাজস্ব সংক্রান্ত দুই খানি আইন পাশ হইয়াছে। রাজস্ব সম্বন্ধে যে কোন কর্ম্মচারীর কোন ক্ষমতা আছে, তাঁহার ক্ষমতা কতদূর এবং কিরূপে তাহা একরূপ স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল প্রকার বন্দোবস্তের সীমা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমার কার্য্য বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং অপ্রাপ্ত ব্যবহার জমীদার প্রভৃতি যাঁহারা স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিতে অক্ষম তাহাদিগের জন্য উপায় স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই আইন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এমত নহে, কিন্তু ইহাতে একেবারেই সকল কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের বাঙ্গালার জন্য এরূপ কিছুই নাই। ১৭৯৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যপর্য্যন্ত এখানে এক খানিও খানে একখানি করিয়া চল্লিশখানি আইন দেখিলে বাঙ্গালার রাজস্ব সংক্রান্ত স্থূল কথা গুলি জানিতে পারা যায়। তাহাও কেবল স্থূলকথা মাত্র। বোর্ডের সমস্ত রাজস্ব সংক্রান্ত সর্কুলার এবং চিঠি দেখিতে গেলে চিরজীবন কাটিয়া যায়। বাঙ্গালার রাজস্ব চিরস্থায়ী অথচ রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা সমস্ত নিতান্ত গোলযোগপূর্ণ। এটি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি সামান্য অখ্যাতির বিষয় নহে।

উত্তর পশ্চিমে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা হইয়াছে—কতদূর সফলতা লাভ হইবে বলিতে পারা যায় না। আপাততঃ এই আইন দ্বারা সারের জমাবিত্ত ভোগীদিগের বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এরূপ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, গ্রামের জমীদারেরা তাহাদের জমা ছাটিয়া গেলেও, যথা সম্ভব হারে সায়েরজমা রাখিতে পারিবে। আমরা যে সকল আইনের উল্লেখ করিলাম ইহার মধ্যে কেবল একটি মাত্র লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সভা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সভা হইতে আরও কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার মধ্যে কুলি চালানি সম্বন্ধীয় আইনটিই প্রধান বলিতে হইবে। আমরা বিগত এক সপ্তাহে বলিয়াছি যে কুলি উপনিবেশের সুবিধা জন্য এরূপ সকল আইন প্রচলিত হইতেছে, সেগুলি আমাদিগের মতে বাঞ্ছনীয় বস্তু নহে। সাহেব কুলীদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে গেলেই সে ব্যবস্থা গুলি কেমন একদিকে ঝোঁকা বোধ হয়। একদিকে অসভ্য কুলি অপর দিকে অর্থলিপ্সু ইংরাজ, ইহাদিগের মধ্যে বিধি করিতে গেলেই, সেটি ইংরাজের সুবিধার জন্য হইবে উচ্চ, কেননা অপর পক্ষ কুলি তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না আপত্তি করিতে পারে না, এবং ভুক্তভোগী হইয়াও তুষ্ণীম্ভাবে থাকে।

মুসলমানদিগের গত বৎসর সুবৎসর সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের নবাব নাজিম [illegible] হইতে মুক্ত করণাভিপ্রায়ে যে আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সাধারণীতে আমরা তাহার তিলকাঞ্চনী সমালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে সাধারণ মুসলমানগণের সুবিধা জন্য আর একটি আইন পাশ হইতেছে। মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থামূলক চুক্তি মাত্র। বিবাহের মেয়াদ আছে, তামাদি আছে, দল আছে, এবং প্রত্যেক বিবাহেরই পণ আছে। এরূপ সংস্কারের বিশ্বাসজনক তালিকা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পূর্ব্বে কাজীরা ইহার তালিকা রাখিতেন; কাজীবৃত্তি উঠিয়া গিয়াছে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সেই কাজীয়তির পরিবর্ত্তে মুসলমান বিবাহের মুসলমান রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিবেন। অবস্থা ঘটিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

সামাজিক

সামাজিক ঘটনা মধ্যে পাবনার প্রজাবিদ্রোহ সর্ব্ব প্রধান। এরূপ ঘটনা প্রাত্যহিক নহে, প্রার্থনীয়ও নহে; কিন্তু হয়ে একবার ঘটিয়া গেলে মঙ্গলজনক বলিয়াই বোধ হয়।

TORN PAGES

যাহাহউক এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই সবিস্তার বলিয়াছি একণে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।

গত বর্ষে গুটি দুই মোকর্দ্দমায় বাঙ্গালায় হুলস্থুল করিয়াছিল। প্রথমতঃ ঈশ্বর নাপিতের হাবড়া পোলিস ঘটিত মোকদ্দমা। দ্বিতীয়তঃ তারকেশ্বরের মোহান্ত ঘটিত মোকদ্দমা। এরূপ মোকর্দ্দমায় আর কিছু ফল থাকুক বা না থাকুক বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি কথঞ্চিৎ খেলা করিতে পায় এবং তাহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে। আর একটি মোকদ্দমায় আমাদিগকে বিশেষ ক্ষুব্ধ করিয়াছে। আমরা অসতীত্ব সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার উল্লেখ করিতেছি, আবার সম্প্রতি মার্কবি সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিলাত আপিলের অনুমতি না দেওয়াতে আমরা আরও ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

সামাজিক উন্নতি বা অবনতির মধ্যে গত বৎসরে দুইটি বিষয় বিশেষ লক্ষিত হইতেছে। ১ নাটকাভিনয়ের বাহুল্য, ২ সম্বাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের প্রকাশ। এ উভয়ই স্পৃহণীয় পদার্থ। কিন্তু গত বৎসর যেরূপ বাড়াবাড়ী হইয়াছে তাহার কতকটা হুজুক বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ এই নাটুকে বাতিক বিশেষ প্রবল হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেই বালকে নাটক সভার সভ্য হয়, এবং কোন কর্ম্ম কাজ না থাকিলেই লোকে নাটক দেখে। আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে এরূপ অধিক দিন থাকিবে না, হাফআখড়াই স্পিরিচুয়ালিজম মত ইহা অচিরাৎ নিভিয়া যাইবে, কিন্তু যত অধিক দিন থাকে ততই সামাজিক অমঙ্গল বলিতে হইবে।

✓নূতন ফৌজদারী কার্য্য বিধি।

অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ১০ আইন।

উক্ত আইন ১৮৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে প্রচলিত হইয়া তদনুসারে কার্য্য হইয়া আসিতেছে। ঐ দিবস হইতে গত একবৎসরের মধ্যে ঐ আইন মধ্যে যে সমস্ত দোষ লক্ষিত এবং ত্রুটি ও অভাব অনুভূত হইয়াছে তৎসমুদায়ের পরিহার জন্য উক্ত আইনের সংশোধন আবশ্যক হয়। সেই জন্য ইণ্ডিয়া কৌন্সেলের বিগত অধিবেশন সময়ে হবহাউস সাহেব উক্ত আইন সংশোধক একখানি নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি সভা মধ্যে পাঠ করেন। লর্ড নর্থব্রুক এবং অন্যান্য প্রধান সভ্য ছাড়া সার জর্জ ক্যাম্বেলও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার কার্য্য প্রণালী অনুসারে হবহাউস সাহেব নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি পাঠ শেষ এবং কেন যে ঐ নূতন আইন বিধিবদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক তাহা যুক্তিসহ প্রকাশ করিলে পর তাহার প্রতিবাদ করণ জন্য অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে কেবল ক্যাম্বেল সাহেব কয়েকটি কথা বলেন। কথা গুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে স্বীয় পুত্রাপেক্ষা সেই মহাভীষণ কার্য্যবিধি আইনটি তিনি প্রিয়বোধ করিয়া থাকেন।

তিনি সকল এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। খ্রীষ্ট ধর্ম্মরূপ সোপান দ্বারা সাঁওতালদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করেন। গৌরাঙ্গদেবের ভেরীর ন্যায় ভারত সুহৃৎ প্রতি সপ্তাহে তাঁহার ভেরীর কার্য্য করিয়া থাকে। ধর্ম্ম পুস্তক বাইবলে কেহ ভ্রম এবং দোষ দেখাইলে বোধ হয় তিনি সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যবিধির ভ্রম প্রদর্শন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য, তাঁহার চক্ষের শূল স্বরূপ। তিনি বলেন ঈদৃশ উৎকৃষ্ট আইন জগতীতলে আর নাই। যে আইন দ্বারা ক্যাম্বেল সাহেবের কোন মাজিষ্ট্রেট মহোদয় ইচ্ছা করিলেই জৈনিক ব্যক্তিকে [illegible] কালের জন্য অনায়াসে দারুণ কারাগৃহ মধ্যে রাখিতে পারেন, যে আইনের সপ্তম অধ্যায় ইংরাজ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ এবং মহারাণী ভারতেশ্বরীর মহান্ বাক্য কয়েকটি মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে। সেই মহা ভয়ঙ্কর আইনটি ক্যাম্বেল সাহেব অমূল্য দুর্লভ পদার্থ বোধ করেন। সেই আইনের সংশোধন পর্য্যন্ত অনাবশ্যক তিনি এরূপ ও বলিয়াছেন। আশ্চর্য্য তাঁহার মত! তাঁহার উৎকৃষ্টতাজ্ঞান ও আশ্চর্য্য!!!

উক্ত ১০ আইনের ২৭২ ধারানুসারে একজন আসামীর বিচার শেষ হইয়া সে নির্দ্দোষী স্থির হইলেও তাহার নিস্কৃতি নাই। যে কোন সময়ে হউক গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। এ ধারাটি "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা" এই বাক্যটির একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এরূপ ভয়ঙ্কর বিধি আর কোন জাতির ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের মধ্যে নাই। নাই বলিয়া এবং রাজা এবং প্রজার পক্ষে পার্য্যমানে আইন একইরূপ হওয়া উচিত বিবেচনায় হবহাউস সাহেব বলেন যে ২৭২ ধারার দ্বিতীয় অংশটী এইরূপ সংশোধিত হওয়া উচিত। যথা এই ধারানুসারে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কোন আসামীর পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে বটে কিন্তু কোন আসামীর নিস্কৃতির আদেশ বিরুদ্ধে যে আপিল হাইকোর্টে রুজু হইবে তাহা একবৎসর মধ্যে রুজু না হইলে তাহাতে তমাদির দোষ ঘটিবে। এই শেষোক্ত পরিবর্ত্তিত বিধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি আর একটি বিশেষ কথা

517

বলিয়াছেন। রাজা প্রজা উভয়েই তমাদি আইনের অধীন। তবে যে কার্য্য একজন প্রজা দ্বারা তিনমাস মধ্যে নিষ্পন্ন হইতে পারে বহু ব্যক্তির পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হয় বলিয়া তাহা গবর্ণমেণ্টের করিতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর লাগিয়া থাকে। সেই জন্য যেস্থলে প্রজার ৯০ দিবস মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করা উচিত তথায় গবর্ণমেণ্ট তাহার চারিগুণ বেশী সময় পাইতে পারেন। বিজ্ঞবর হবহাউস সাহেব এইরূপ বিবেচনা করিয়া কথিত সংশোধিত বিধান বিধিবদ্ধ করিতে চাহেন। এরূপ হওয়া ন্যায় এবং সুযুক্তি সঙ্গত। নচেৎ ইহজীবনের জন্য ব্যক্তি বিশেষ, সশঙ্কিত হইয়া থাকিবে ইহা নিতান্ত কঠোরবিধি-বিশেষতঃ আমাদের দেশে নিরীহ এবং বৈদেশের ন্যায় সুদক্ষ এবং দুর্দ্দান্ত পুলিশ কর্ম্মচারী বড়ে নূতন প্রমাণের অভাব নিতান্ত অসম্ভব।

আমাদের ক্যাম্বেল সাহেবের সকলি অলৌকিক অনাধরণ। তিনি বলেন ২৭২ ধারাটি বহু বিবেচনার পর বিহিত হইয়াছিল। সেই জন্য সেটি সংশোধিত হইতে পারে না। বহু বিবেচনার পর দশ সালের বন্দোবস্ত ও বিহিত হইয়াছিল। তাহাতে হস্তক্ষেপ হইতেছে কেন? তিনি বলিবেন নূতন প্রমাণ পাওয়া হইলে আসামীর আবার বিচার হওয়া আবশ্যক। আমরা বলি ইহা অন্যায়। এরূপ হইলে প্রজার জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা একেকালে শেষ হইবে। কোন মোকদ্দমার আবশ্যকীয় প্রমাণ সংগৃহীত [illegible] এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইতেছে না। নূতন প্রমাণ সংগৃহীত হইলে আসামীর পুনর্ব্বিচার আবশ্যক। কিন্তু আমি আসামী। আমি বলিলাম আমি যে নিরপরাধী তাহা কাপ্তেন ব্রাউন জানেন। আমি কাপ্তেন ব্রাউনকে আপনার সাক্ষী মানিলাম। শুনা গেল যে জাহাজে ব্রাউন সাহেব বিলাত যাইতেছিলেন তাহা জলমগ্ন হইয়া তিনি প্রাণে মরিয়াছেন। অন্যায়ভাবে আমার দণ্ডবিধান হইল আমি স্বীয় দুর্ভাগ্য স্বীকার করিয়া কারালয়ে প্রবেশ করিলাম। কিছুদিন পরে শুনা গেল তিনি জীবিত আছেন। একণে আমার পুনর্ব্বিচার হইবার বিধান কেন না হইবে? দোষীকে দণ্ড বিধান দিবার জন্য যে পরিমাণে যত্ন হওয়া উচিত, নিরপরাধীকে রক্ষণ করিবার জন্য সেইরূপ যত্ন হওয়া বিধেয়!!

২৯৮ ধারায় নিম্ন আদালত এই শব্দদ্বয় স্পষ্ট করিয়া করিয়া বোঝান হয় নাই। ২৯৫ ধারায় শব্দদ্বয় প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝায় এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। ২৯৮ ধারার উল্লেখিত সেসন আদালত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপর, কি না ইহ সন্দেহ স্থল, জজ প্রিনসেপ সাহেব ইতি পূর্ব্বে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। সেই সন্দেহ নিরাকরণার্থে হবহাউস সাহেব বলেন যে ২৯৫ ধারায় যে বিধান আছে ২৯৮ ধারায়ও সেই বিধান থাকা উচিত এবং সমস্ত আইনটি বিবেচনা করিতে হইলে তাহাই উক্ত ধারার স্পষ্ট মর্ম্ম প্রতীয়মান হয়। ক্যাম্বেল সাহেবের বর্ণে একপাটি বিষতুল্য বোধ হইয়াছিল। তিনি বলেন যেমন জজ সাহেবেরা যেরূপ পদস্থ এবং মানী ডিপুটী ম্যাজেষ্ট্রেটরাও সেইরূপ। সমানপদ এবং সাক্ষের কর্ম্মচারীর মধ্যে এরূপ প্রভেদ দেখিতে তিনি ভাল বাসেন না। ক্যাম্বেল সাহেব কিরূপ দৃষ্টি সহ লইয়া ভবে আসিয়াছেন বলা যায় না। যখন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বোধ হয় তৎকালে এরূপ প্রভেদ তাহার চক্ষে বিশেষ ক্লেশ দায়ক ছিল না।

কোন রূপ ভ্রম বা দোষ জন্য কোন ফৌজদারী আদালত অকর্ম্মণ্য হইতে পারে না—২৮৩ ধারার সর্ব্বশেষাংশে এইরূপ একটি বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হবহাউস সাহেব বলেন "কোন রূপ" এই শব্দদ্বয়ের অর্থ যে কোন রূপ এমন বুঝিতে হইবে না। অন্যথা থাকে বিশেষ এবং কোন গুরুতর দোষ ইহাই বুঝিতে হইবে। কোনরূপের অর্থ যে কোন রূপ হইলে ফৌজদারী আপিলের পথ এক কালেই রুদ্ধ হইয়া যায়। অধিকন্তু এ বিষয়ে ১০ আইনের পাণ্ডুলিপি লেখক তাহার সহিত এক মত হইয়া বলিয়াছেন যে উক্ত আইন কর্ত্তাদের ঐ রূপ [illegible] ধারার শেষাংশ সম্বন্ধে অনাবিধ মত ছিল না। হবহাউস সাহেব এই ধারার ঐ অংশটী আবশ্যক মত সংশুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। ক্যাম্বেল সাহেব বলেন এরূপ করিলে উকীল কাউনসেলির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। [illegible] উকীল [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের নানাবিধ অর্থকরবে এবং অবিচার স্রোতে দেশ ভাসিয়া যাইবে। ক্যাম্বেল সাহেবের কি শুভ বুদ্ধি! আসামীর সহিত তাহার উকীল কৌনসলিকেও জেলে যাইতে হইবে; তিনি সত্বর এইরূপ একটি আইন পাশ করাইয়া লউন। সরকারী বিষয়ে সকল দিকেই বিলক্ষণ সুবিধা আছে। উকীলকুল নির্ম্মূল হইলেই তাহাকে আর কোন অভাবই ভাবিতে হইবে না। [illegible] তাঁহার প্রেম সকল অবস্থা পূর্ণ হইয়া যায়।

১০ আইনের ন্যায় আইন সকলের সর্ব্বদা সংশোধন আবশ্যক। উক্ত আইন কর্ত্তা ষ্টিফেন সাহেব এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া এবং বিলাত যাবার কালে হবহাউস সাহেবকে বলিয়া যান। হবহাউস সাহেব বলেন উক্ত আইনের সংশোধন আর পূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল। ক্যাম্বেল সাহেব বলেন নানা কলকাঙ্গিল নজির দেখিয়া ১০ আইনের সদৃশ আইন পরিবর্ত্তন বা কোন [illegible] করা অন্যায়। পাঠকগণ জানিবেন যে বিচারপতি ফিয়ার সাহেব এই আইন সম্বন্ধীয় কয়েকটি মত কয়েক মকদ্দমার মধ্যে প্রকাশ করেন এবং হবহাউস সাহেব তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া উক্ত আইনের কোনং ধারার সংশোধন করিয়াছেন। অধিকন্তু ফিয়ার সাহেব আসামীদের আপিলের বিচার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এমত স্থলে "সামান্য কতকগুলিন নজির" ইত্যাদি বাক্যে কোন বিশেষ নিগূঢ় অর্থ থাকিলেও

থাকিতে পারে এমত অনুভব করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করিবেন যে ৯ই অগ্রহায়ণ দিবসের সাধারণীতে আমরা এইরূপ একটী কথা বলিয়াছিলাম। ১০ আইনের প্রণেতা ষ্টিভেন সাহেব একা এই আইন প্রণয়ন করেন নাই কাহার স্থানে তিনি তদ্বিষয়ের বীজ মন্ত্র অবশ্য পাইয়াছিলেন। কে সেই দীক্ষা গুরু আমরা তাঁহাদিগকে বলি নাই এবং বলিব না। তাঁহাদের মধ্যে সকলের প্রকৃতি একরূপ নয় এবং হইতে পারে আজি পর্য্যন্ত কেহ২ দীক্ষিত হন নাই। এরূপ গুরুর শিষ্য সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া শ্রেয়স্কর নহে।——

দেশীয় সম্বাদ পত্র।

(প্রাপ্ত)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ক্যাম্বেল সাহেবকে গালাগালি দিবার সময় দুই এক জন সম্পাদক একেবারে জ্ঞানশূন্য, বিবেচনা শূন্য হইয়া যান। ক্যাম্বেল সাহেবের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলে উক্ত সমাচারটি সম্পাদকগণের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত কি না বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে তাহারা উহা সাদরে পত্রস্থ করিয়াছেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ক্যাম্বেল সাহেবকে নিন্দা করিতে পারিলে কোন২ সম্পাদক মিথ্যাকে মিথ্যা, অধর্ম্মকে অধর্ম্ম বিবেচনা করেন না। এমন কি অপহরণ যে একটি পাপ কর্ম্ম তাহাও মধ্যে২ বিস্মৃত হয়েন।

কতকগুলি সম্বাদ পত্রের মূল নিয়ম সকল প্রাসাদোপরিস্থ বায়ুর দিক নিরূপক যন্ত্রের ন্যায় অস্থির। মূল নিয়ম ধরিয়া মানব প্রকৃতির পরীক্ষা হইয়া থাকে। অতি সামান্য কারণে অথবা অকারণে যাহাদিগের মূল নিয়ম সকল আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না। আজ আমি কোন একটি নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া এক কথা কহিলাম; কাল যদি ঠিক তাহার বিপরীত কথা কহি তবে কে আর আমার কথায় বিশ্বাস বা আস্থা করিবে? অতি সামান্য লোকেও কতকগুলি মূলনিয়ম মনোনীত করিয়া তদনুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যতদিন তাহার সেই নিয়মগুলি অটল ও অবিচলিত থাকে, ততদিন সে সমাজে আদর ও প্রশংসা প্রাপ্ত হয়। সেই নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিলে সমাজ আর তাহাকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করে না। সে সমাজের এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকে এবং সে দ্বারে২ কান্দিয়া বেড়াইলেও কেহ তাহার দুঃখে দুঃখিত হয় না। যদি অতি সামান্য ব্যক্তির কতকগুলি মূল নিয়মানুসারে কার্য্য করা এত আবশ্যক, তবে সম্বাদ পত্র লেখকদিগের তাহা কত আবশ্যক [illegible] সকলেই অনুভব করিতে পারেন। দুই [illegible] সম্পাদকের তাহাদিগের মূল নিয়মের প্রতি আদৌ ভক্তি নাই। আমাদের সাধারণী আজ দীন দরিদ্র প্রজাগণের পক্ষ সমর্থন করিতে ব্যস্ত। কাল যদি ইহা বার ক্রোশ দক্ষিণস্থ একটি সমৃদ্ধিশালী সুন্দর সৌধমালা শোভিত নগরে গিয়া অনাথা প্রজাদিগকে বিস্মরণ পূর্ব্বক ধনীদিগের খোসামোদ করে তবে লোকে কি বলিবে? সাধারণে অবশ্য অনুভব করিবে যে মন্ত্র বা তৎসদৃশ কোন বলে সাধারণীর এমন বিকৃতি হইয়াছে। আমরা এমন বলিতেছি না যে একবার একটি মূলনিয়ম মনোনীত করিলে কস্মিনকালে তাহার পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে। অবস্থা ও স্থান ভেদে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ। লোকে দেখিল এক ব্যক্তি দক্ষিণাভিমুখে অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে। আবার যদি নিমেষ পরে তাহারা দেখে যে সেই ব্যক্তি সেইরূপ বেগে উত্তরাভিমুখে দৌড়াইতেছে তবে তাহারা কি মনে করিবে? তাহারা নিশ্চয় ভাবিবে যে, ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কে চন্দ্রদেবের রশ্মি প্রবেশ করিয়া হঠাৎ তাহার গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। একদিকে সত্বরপদে যাইতে২ তদ্বিপরীতদিকে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে পূর্ব্বের গতি সম্বরণ করিতে হয়; পরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ মন্দ গতিতে গমন পূর্ব্বক আবার পূর্ব্বের ন্যায় বেগে চলিতে হয়। এই সমুদায় কার্য্য করিতে কিঞ্চিৎ সময় লাগে। কিন্তু এইরূপ করিলে স্বাভাবিক কার্য্য করা হয়। ইহার বিপরীত কার্য্য হইলে সেই কার্য্যটি অপ্রাকৃতিক কার্য্যের ন্যায় দেখায়। যিনি অপ্রাকৃতিক কোন কর্ম্ম করেন, তিনি কখনই আমাদিগের ভক্তি বা স্নেহভাজন হইতে পারেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা অন্যান্য উপদেশের মধ্যে আমাদিগকে এই একটি বহুমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছে যে অস্বাভাবিক বিষয়ে বিশ্বাস বা ভক্তি করা বুদ্ধিমান লোকের কার্য্য নহে। পূর্ব্বে গগন মার্গে ধূমকেতু উদিত হইলে লোকে শঙ্খ ঘণ্টাদি বাজাইয়া তাহার পূজা করিত; এক্ষণে ধূমকেতু লইয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়া থাকে। তবে এখনও অজ্ঞলোকেরা আজও ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রদান করিয়া ষোড়শোপচারে অস্বাভাবিক দৃশ্য সকলের পূজা করিয়া থাকেন। ইহারাই হুজুকে সম্পাদকগণের আশ্রয়স্থল, এই আশ্রয়ে ভর করিয়াই ইঁহারা অদ্যাপি বাগাড়ম্বর পুচ্ছ বিস্তার করিতেছেন, ও ভোগোপযোগী উপহার প্রাপ্ত হইতেছেন।

কতকগুলি দেশীয় সম্বাদপত্রের সম্পাদক বরাবর আগ্রহ সহকারে এক পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সেই দৃঢ় একপরতা হইতে অনেক সময় অনেক সুফল ফলিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যও যে সম্পূর্ণ দোষশূন্য এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। মানব প্রকৃতি একটা আশ্চর্য্য গুণ বিশিষ্ট। কোন ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া নিয়মিতরূপে এ পক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে ক্রমে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষকে শত্রুর ন্যায় অবলোকন করেন। বিরুদ্ধ পক্ষের যাহা স্বত্ব সেইটি তিনি আপন পক্ষের স্বত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। সেইটি একপরতার দোষ। যিনি একপর অথচ যাহা ন্যায় তাহা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না; তিনিই যথার্থ সম্পাদকীয় কার্য্যের উপযুক্ত। আমরা যে দুই একখানি সম্বাদপত্রের উপর একপরতা দোষ আরোপ করিতেছি, সে গুলির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার উদাহরণ অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বিবেচনা কর, কোন একটি এক টাকা মূল্যের দ্রব্যে জমিদারের স্বত্ব বার আনা; প্রজার স্বত্ব চারি আনা। যতক্ষণ কোন জমিদার পক্ষ সমর্থনকারী সম্পাদক যাহাতে উক্ত বার আনা আপন পক্ষের ক্ষতি না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। ততক্ষণ তাঁহার কার্য্যে কোন দোষ স্পর্শিবে না। কিন্তু তিনি যদি প্রজার স্বত্ব চারি আনার মধ্যে দুই আনা জমিদারের স্বত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা পায়েন তবেই তাঁহাকে একপর না বলিয়া একচোখো বলিতে হইবে। সম্বাদপত্রের আমাদিগের দেশে এইরূপ এক চোখো সংখ্যাই অধিক। তৎসম্পাদকগণ আপন পক্ষের স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্য এত ব্যগ্র যে তাঁহারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করণ কালে পরের স্বত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না এবং যদি এক পক্ষের অনিষ্ট করিয়া আপন পক্ষের উপকার করিতে পারেন, সে অনিষ্ট করিতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন।

৬০ ৫১৪

আবার কতকগুলি অল্প মূল্যের পত্রিকাতে হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। সে দিন দূত নামক একখানি সম্বাদ পত্রে মোহান্ত সম্বন্ধীয় একটি অশ্লীল গান ও "সুলভ সমাচারের" উপর অশ্লীল গালি গালাজ দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। কি সাহসে যে দূত লেখক সমাজে, সম্পাদক বলিয়া মুখ দেখাইতে সাহসী হইয়াছেন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার ভ[illegible] কাণ্ড জ্ঞান কিছুমাত্র আছে বলিয়া বিবেচনা হয় না। সম্বাদপত্র দাশরথীর পাঁচালী নহে। এ জ্ঞান যে [illegible]ক্র নাই তিনি অনায়াসে সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং তাঁহার পত্রিকা সমাজে আদৃত হইতেছে। দূত লেখক কি এই সামান্য সত্যটি জানেন না যে সকল ব্যক্তিই সম্পাদক হইবার জন্য ভূতলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই? লেখক শ্রেণীর মধ্যে কেহ মেঘনাদ বধের ন্যায় কাব্য লিখিবেন, কেহ লীলাবতীর ন্যায় নাটক লিখিবেন, কেহ বিষবৃক্ষের ন্যায় মনোহর আখ্যায়িকা রচনা করিবেন, কেহ সাময়িক পত্রের সম্পাদক হইবেন, কেহ বা কি মজার শনিবার কি জুংপের সোমবারের ন্যায় কুৎসিৎ অশ্লীলতাপূর্ণ পুস্তিকা প্রচার করিবেন। যিনি শেষোক্ত লেখকশ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য তিনি যদি দুরাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত উচ্চশ্রেণীর লেখক হইবার বাসনা করেন তাঁহাকে অবশ্যই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। আর আমাদের দেশের পাঠকবর্গকেও বলি, তাহাদের কি দূতের ন্যায় পত্রিকা পাঠ করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয় না? তাঁহাদের উৎসাহতেই ত দূতের ন্যায় পত্রিকা সকল জীবিত থাকে এবং সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। যদি কোন মার্জ্জিতরুচি বিদেশীয় ব্যক্তি দূত অবলোকন করিয়া আমাদিগের দেশীয় সম্বাদপত্র সম্বন্ধে মত স্থির করেন তবে তিনি কি দ্বিতীয়বার আর বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পড়িবার জন্য যত্নবান হইবেন? দূতের [illegible]

[illegible] আর একটী [illegible] স্মরণ করিয়া দিতেছি। কলিকাতায় একটি অশ্লীলতা নিবারণী নাম্নী সভা হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য নামেতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পুস্তকে বা সম্বাদপত্রে কোন অশ্লীল বিষয় প্রকাশিত হইলে সভ্যগণ প্রকাশককে দণ্ড বিধি আইনের ধারায় অপরাধী সপ্রমাণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

উপরোক্ত নানা কারণ বশতঃ আমাদিগের দেশীয় সম্বাদপত্র সকল আপন সঙ্কল্প সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। লোকের অনর্থক নিন্দা, গবর্ণমেণ্টের অন্যায় অপযশ ঘোষণা প্রভৃতি কার্য্য আমাদের সম্পাদকগণ আপনাদিগের কার্য্যের মধ্যে প্রধান ধরিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল কার্য্যে রত না থাকিয়া তাঁহারা যদি যথার্থ সম্পাদকের ন্যায় কার্য্য করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের যে কত ইষ্ট সাধন হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। আমাদিগের উদ্ধত অহঙ্কার পরিপূর্ণ শাসন কর্ত্তৃগণকে কিয়ৎ পরিমাণে দমনে রাখিবার জন্য সম্বাদপত্র আমাদিগের একমাত্র উপায়। কেহ২ বলিয়া থাকেন যে উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ দেশীয় সম্বাদপত্রের বাক্যে কর্ণপাত করেন না। সে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ যদি যথেচ্ছাচারী হয়েন; আর দেশীয় সম্পাদকগণ যদি বার২ তাঁহার বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করেন, তাহাহইলে অবশ্যই তাঁহাদের বাক্য এমন কোন ব্যক্তির কর্ণগোচর হইবে যাঁহার উদ্দিষ্ট কর্ম্মচারী কিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি যত উচ্চ কর্ম্ম করেন, সে ব্যক্তি তত সম্বাদপত্রকে ভয় করিয়া চলিয়া থাকেন। যদি তিনি বাস্তবিক কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয়েন, তাহাহইলে তাঁহার অযোগ্যতা সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত হইলে হয় তিনি একবারে কর্ম্মচ্যুত হয়েন নতুবা তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া থাকে। উচ্চ কর্ম্মচারিগণের ভ্রম ও অন্যায়াচরণ সকল সাধারণের গোচর করিবার জন্য স্বাধীন ও সত্য কথনে অকুতোভয়ে মুদ্রা যন্ত্র যেমন তৎপর এমন আর কেহই নহে। আমাদিগের দেশের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ ইহা বিলক্ষণ জানেন এবং সেই জন্য বোধ হয় তাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেশীয় সম্বাদপত্র সকল পাঠ করিয়া থাকেন। পাঠ করিয়া তাঁহারা যে সর্ব্বদা প্রীতিলাভ করেন আমরা এ কথা বলিতে পারি না কারণ হিতাকাঙ্ক্ষী সরল বন্ধুর সৎপরামর্শ শুনিয়া মানব হৃদয় সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চয়। সম্বাদপত্র প্রদত্ত সৎপরামর্শের প্রতি তাঁহারা প্রকাশ্য কর্ণপাত করুন আর নাই করুন, গোপনে২ তাঁহারা যে আত্মপরীক্ষা করিয়া থাকেন ও আত্মোন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের সহিত আমাদের সম্বাদপত্রের যে সম্বন্ধ তাহা স্থিরীকৃত হইল এক্ষণে দেখা যাউক গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ আছে।

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ও রাজনীতি সমূহের উপর আমাদিগের সম্পাদকগণের মতামত প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যদিও তাঁহারা জানেন যে আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সদুপদেশ সকল গ্রাহ্য করিবেন না, তথাপি তাঁহারা এই ভরসা করিয়া থাকেন [illegible] উপদেশের সার [illegible] দিগের উপদেশ গ্রহণ [illegible] হৃদয়ে [illegible] হইবে। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র যে স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নহে। দুই একটি অকিঞ্চিৎকর তাড়িতবার্ত্তা গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সম্পাদকদিগের গোচর করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আইসে না। বাহিরে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের বাক্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ভিতরে মুদ্রাযন্ত্র যাহা বলে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ করেন। কতকগুলি সম্বাদপত্রের বাক্যে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করেন না। সত্যানুসন্ধানে বাধা দেওয়াই সেই পত্রগুলির উদ্দেশ্য। দুগ্ধকে জল, শ্বেতবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বলা তল্লেখকগণের এমন অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে যে তাহারা সাধারণে যথার্থ পথে গমন করিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তাহা করিতে তাহাদের লজ্জাও বোধ হয় না।

ভারতবাসীদিগের আপন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিবার ক্ষমতা নাই। সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য মধ্যে২ তাহারা সম্বাদপত্রে মহাগোলযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের সম্পাদকগণ কিপ্রকারে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয় তাহা জানেন না। সাবধান হইয়া বাক্য বিন্যাসে বিশুদ্ধ সত্য প্রকাশ কিরূপে করিতে হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এ সমুদয় শিক্ষা করিবার জন্য দুই একখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজি সম্বাদপত্র তাঁহাদিগের আদর্শ করা উচিত। সময়ে বোধ হয় আমাদিগের সম্পাদকগণের এই দোষটি সংশোধন হইয়া যাইতে পারে। দেশীয় সম্বাদপত্রের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে

ইহার কি অবস্থা হইবে তাহা স্থির করা বড় কঠিন। কিন্তু আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে দেশীয় সম্বাদপত্রের অবস্থার দিন২ উন্নতি হইতেছে।

সংবাদ।

কিছুদিন হইল শ্রীরামপুরের নিকটস্থ সিমলা নামক গ্রামে একটি শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুইটি অল্পবয়স্ক বালক আপনাদের বাটীর অনতিদূরে একটি মাঠে গোরু চরাইতে গিয়াছিল। বালক দুইটীর অঙ্গে রৌপ্য অলঙ্কার ছিল। মধ্যাহ্ন অতীত হইলে পর বালকদ্বয় বাটী প্রত্যাগমন না করায় তাহাদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর তাহাদের অন্বেষণার্থে গমন করে। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সে দেখিল যে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর শোণিতাক্ত কলেবর তাহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার অঙ্গে অলঙ্কারাদি কিছুই নাই। মধ্যম সহোদরের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল যে সে নিকটস্থ মাঠে মৃত প্রায় পতিত আছে। জ্যেষ্ঠ সহোদর সেই মাঠে গিয়া দেখিল যে বালকটি নির্জীব প্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। পরাণ দাস নামক এক ব্যক্তি তাহার নিকট উপবিষ্ট। জ্যেষ্ঠ সহোদরকে দেখিবামাত্র মৃতপ্রায় বালক কিঞ্চিৎ জলপান করিতে চাহিল; কিন্তু জল আনয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। যেস্থানে এই শোচনায় ... দাস ভিন্ন আ... কথা ... সেই সময় উক্ত মাঠে ... জিজ্ঞাসা করাতে সে তাহার কোন সদুত্তর প্রদান করিতে পারে নাই। এজন্য তাহাকেই হত্যাকারী বলিয়া সকলের সন্দেহ হইতেছে। শ্রীরামপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট জেক্সন সাহেব হত্যাকারীকে হুগলীর সেসন্স্ আদালতে অর্পণ করিয়াছেন।

বারাণ রিউটারের এঞ্জিনিয়ারগণ রেঙ্গু হইতে তেহারণ পর্য্যন্ত ভূমি জরিপ ও পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন। স্থানে স্থানে চিহ্নকাষ্ঠ সকল প্রোথিত হইয়াছে। শীঘ্রই রেইলের রাস্তা প্রস্তুত হইবে।

১৮১৬ সাল হইতে সুন্দরবনের আবাদ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে তথায় ৪০১ খানি সনন্দ হইয়াছে এবং তৎসমুদয়ের রাজস্ব গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা করিয়া পাইতেছেন। ১৮৪ সাল হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত তিন শত ষোল বর্গ মাইল আবাদ হইয়াছিল মাত্র। এক্ষণে সহস্র বর্গ মাইলের অধিক ভূমিতে ধান্য জন্মাইতেছে। লর্ড ডেলহাউসি সুন্দরবন আবাদ বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যদি তদনুসারে কার্য্য হইত, যদি সারজে, পী, গ্রাণ্ট তাহাতে প্রতিবন্ধক প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে তথাকার জমি সকলের আরও উন্নতি হইত।

মনরো সাহেব পাবনার মুন্সেফ বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে কিছু দিনের নিমিত্ত কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহার অপরাধ এই যে তিনি একটি মোকদ্দমা বিচারান্তে তৎসম্বন্ধে মৌখিক রায় প্রকাশ করিয়া তিন দিন পরে তাহা লিখিয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস্ বলেন যে ডেপুটি কমিস্যনরের কাছারি বাটীর চারি শত হাত অন্তরে একটি মনুষ্যের মৃতদেহ পাওয়া যায়। মনুষ্যটি যে খাদ্যাভাবে মরিয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

বারাণসী নিবাসী সৈয়দ আহমদ খাঁ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে যেন উর্দ্দু অক্ষরের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ে ও আদালতে দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত করা না হয়। এপরিবর্ত্তনে কাহারও লাভ হইবে না; বরং কতক পরিমাণে কৃতবিদ্য মুসলমানগণের অনিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে পাটিয়ালার মহারাজা দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

জয়পুরের মহারাজা কাশী নগরস্থ মান মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করণার্থে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

হুগলি কালেজের বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রথম শ্রেণীতে এবং নরেন্দ্রনাথ বসু, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, বামাপদ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে সিনিয়ার স্কলার্শিপ পাইয়াছেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের নিম্নলিখিত ছাত্রেরা জুনিয়র স্কলার্শিপ পাইয়াছে।

প্রথম শ্রেণীর—

সূর্য্যকুমার আগস্তি, কুচিয়াকোল রাজগ্রাম বিদ্যালয়।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

রামদয়াল পাল,

তৃতীয় শ্রেণী——

ভুবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	হুগলি কালেজ,
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়,	ঐ
মনোহরণ আক্বর,	ঐ
প্রেমলাল চট্টোপাধ্যায়,	ঐ
উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী,	উত্তরপাড়া,
গোকুলচন্দ্র ভাদুড়ি,	হাবড়া,
শুকদেব চৌধুরী,	ঐ
অমৃতলাল রায়,	ঐ
শশীভূষণ মল্লিক,	ঐ
অমরেন্দ্রনাথ বসু,	মেদিনীপুর,
নীলকান্ত রায়,	ঐ
রামনারায়ণ আগস্তি,	কুচিয়াকোল রাজগ্রাম,
কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়,	বীরভূম,
বিপিনবিহারী দে,	ঐ
কান্তিচন্দ্র মিত্র,	কাটোয়া
বিহারীলাল বসু,	বর্দ্ধমান,
জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ
লালতমোহন দে,	কালনা
রামকৃষ্ণ শীল,	ঐ
শ্যামাচরণ পাল,	মুচিখোলা
কেদারনাথ পাল,	কোন্নগর
হরিপ্রসাদ ঘোষাল,	চুঁচুড়া ডফের স্কুল।

মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের ঋণ পরিষ্কার করণার্থ যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। অনারেবল এস. এল, বেকেট; মেজর জেনারেল সি, এ, বারোয়েল সি, বি; মুনসি আমীরআলী খাঁ বাহাদুর। বেকেট সাহেব কমিসন সভার সভাপতি হইয়াছেন।

রেইলওয়ে আরোহীদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া টাকা লইবার অপরাধে অপরাধী হইয়া বৈচির ষ্টেশন মাষ্টার হুগলির জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আদালতে নীত হইয়াছেন। সাক্ষীর জবানবন্দিতে প্রমাণ হইয়াছে যে ষ্টেশন মাষ্টার বরাবর যে সকল মহাজনেরা রেইলোয়েতে মাল পাঠাইতেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহাদের সুবিধা করিয়া দিব বলিয়া ঘুস লইতেন। মোকদ্দমা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটসমান বলেন যে নেপালে প্রকৃত দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। নেপালে ইতিপূর্ব্বে রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তথাপি দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধান হইল না।

বহরমপুরে একটি দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তথাকার মাজিষ্ট্রেট ওয়েবেল সাহেব সভাপতি ছিলেন। রায়বাহাদুর ধনপতি সিংহ এক কালীন দুই সহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

কাবুলের আমীর পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসক কিছুকাল তাঁহাকে জেলালাবাদে গিয়া বাস করিতে উপদেশ দেন। তাহাতে আমীর উত্তর করেন ... যতবার জেলালাবাদে যাইতে মানস করিয়াছেন ত... কোন না কোন প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে।

বহুদিনের পর সর্দ্দার আবদুলরহমন খাঁর সমাচার পাওয়া গিয়াছে। রুসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পেনসন গ্রহণের পর কাবুলের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। সম্প্রতি তুর্কিস্থান নিবাসিগণ তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করে। আপনি যেদিন তুরকিস্থান আক্রমণ করিবেন, আমরা সকলে সেই দিন আপনার সঙ্গে যোগ দিব। আবদুল রহমন সাদরে এই আবেদন পত্রখানি গ্রহণ করেন এবং তৎপ্রত্যুত্তরে লিখেন যে আমি সম্প্রতি রুসিয়া সম্রাট্‌কে একখানি পত্র লিখিয়াছি, তাহার উত্তর পাইলেই আমার মনোভাব তোমাদিগকে জানাইব। আবদুল রহমনের পত্রে কাবুলের আমীর তাঁহার পরিবারের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিতেছেন তৎসমুদায় সবিশেষ লিখিত আছে।

৮ই জানুয়ারি বেলা নয়টার সময় খিদিরপুরের হেষ্টিংস সেতু ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে কোন লোহ শৃঙ্খল প্রথমে ছিঁড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় কয়জনের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু যে সময় সেতু ভাঙ্গিয়া পড়ে সচরাচর সেই সময় তাহার উপর দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। সেই জন্য আশঙ্কা হইতেছে যে অনেক প্রাণিহত্যা হইয়া থাকিবে। মৃতদেহ অন্বেষণ করণার্থ ডুবুরি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু নদী সেতুর ভগ্নাংশে পরিপূর্ণ থাকায় তাহারা সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে পারে নাই।

পাইওনিয়র বলেন যে ম্যানচেষ্টরের তুলার ভারতবর্ষীয় তুলার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধূলা ও অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। ম্যানচেষ্টর যেন এ বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখেন; নতুবা তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহারে সাধারণের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে নিত্য চাল বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে চাল কিনিয়া স্থানে২ গোলাযাত করিতেছেন তাহা ভিন্ন কলিকাতায় আর এক ছটাক চাল আমদানি হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধি কৌশল দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। যে সময়ের মধ্যে তাঁহারা ৬০ মন চাল দেশে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, সেই সময়ের মধ্যে ৯০মন চাল বিদেশে চালান হইতেছে; তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। ইহার পর যদি দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দেশের কোন ভয়ানক অমঙ্গল হয়, তখন তাঁহারা পলিটিক্যাল ইকনমির স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইবেন।

শ্যামের রাজ দূত গণের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট একটি সন্ধি স্থাপন করিবেন। সন্ধির মর্ম্ম এই যে ব্রিটিশ বর্ম্মার লোকেরা নির্ব্বিরোধে ... নগর পর্য্যন্ত বাণিজ্য করিতে পারিবে; বাহাদুরি কার্ত্ত ... দিগের উপর ... হইবে না এবং যে স্থা... ব্রিটিশ বর্ম্মা ... সীমান্তে যাহাতে ... না একল হইয়াছে ... ডাকাতি ও অন্যান্য দুষ্কর্ম্ম না হয় ... রাজ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্ধি পত্র স্বাক্ষরের পর দিবস রাজদূতগণ গবর্ণর জেনারেলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন।

ওলোন্দাজগণ একমাস ধরিয়া সুমাত্রাদীপের রাজধানী এচিন নগর ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু অদ্যাপি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহারা ৯ই ডিসেম্বর তারিখে সমুদ্রতীর হইতে দ্বীপে উঠিয়া রাজবাটী লক্ষ্য করিয়া অনেক গুলি তোপ সন্ধান করেন। রাজবাটীর কোন অনিষ্ট হয় নাই। এচিনের লোকেরা সকল নিবাসী। তাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য যে রূপ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে তাহাতে বোধ হয় বর্ষা ঋতুরপূর্ব্বে সমরানল নির্ব্বাপিত হইবে না। বর্ষা আইলে কাজে কাজেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে হইবে; সুতরাং ওলোন্দাজদিগকে আবার নূতন সংগ্রামের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহা হউক ওলোন্দাজগণ অদ্যাপি আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন নাই বলিয়া ভারতবর্ষে তাঁহাদের মানের লাঘব হইয়াছে।

কাশ্মীরের মহারাজা ভারতবর্ষ হইতে আপন রাজ্যে যাইবার পথ সকলের অবস্থা উন্নতি করিবার জন্য বত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয় করিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই বার কাশ্মীরগমনাকাঙ্ক্ষীদিগের বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

১৪ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার টাউনহলে বাঙ্গালার সামাজিক বিজ্ঞান সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আমাদিগের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সভাপতি ছিলেন। সভাপতি মহাশয় অপর বক্তৃতায় বলেন যে এ দেশের লোকদিগের রাজ্য শাসন বিষয়ে কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। অদ্যাপিও এ দেশে অনেক সামাজিক তর্কের মীমাংসা বাকি রহিয়াছে এবং যত দিন সেই সকলের সম্যক মীমাংসা না হইতেছে ততদিন তাহারা সেই স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। সভাপতি আরও বলেন যে এ দেশে এমন দুইটি কৃতবিদ্য লোক নাই যাঁহারা কোন একটি সামাজিক তর্কবিষয়ে একমত। যদি কোন কালে সেই সকল তর্কের মীমাংসা হয় ত সে বঙ্গবাসিগণ দ্বারা হইবে। যে কাম্বেল সাহেব পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদিগের গোঁড়া বলিলেও হয়, তাঁহার মুখ হইতে যে এ প্রকার বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে এ বড় আশ্চর্য্য।

গবর্ণমেণ্ট একটি আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, সকল ভূমি এ ভুভিক্ষ রিলিফের সাহায্য পাইবে না। সে জাতির মধ্যে যে যে সকল প্রমোদজীবিগণ বেশ্যার গান বাজনা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা এ ভুভিক্ষের সময় রিলিফ ওয়ার্কসে নিযুক্ত হইতে চাহিলে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে না। ইণ্ডিয়ান অবজর্ব্বর বলেন যে এমন কঠিন আজ্ঞা যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত হইবে ইহা কাহারও বিশ্বাস ছিলনা। সম্প্রতি প্রমোদজীবী কোন একটি রিলিফ ওয়ার্কসে কর্ম্ম করিয়া যথা কথঞ্চিৎ রূপে প্রাণ ধারণ করিতে ছিল ও [illegible] বারের ভরণ পোষণ [illegible] আজ্ঞা প্রচারের পর তাহাদিগের সকল গুলিকে রিলিফ ওয়ার্কস হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক নিষ্ঠুরতা।

আউদ এবং রহিলখণ্ড রেলওয়ে কোম্পানি আগামী জুন মাসে বেরেলির নিকট রাম গঙ্গা নদীর উপর, রাজঘাটের নিকট গঙ্গা নদীর উপর, ও আলিগড় সেতু সমাপ্ত করিবেন। কানপুরের সেতু ১৮৭৫ সাল নাগাইদ প্রস্তুত হইতে পারে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬৯৫ মাইল রাস্তা নূতন নির্ম্মাণ হইবে। প্রধান রাস্তা বক্সর হইতে আরম্ভ হইয়া মোরাদাবাদে শেষ হইবে। ইহা ভিন্ন মোরাদাবাদ হইতে আলিগড় পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুর পর্য্যন্ত, ও লক্ষ্ণৌ হইতে ঘর্ঘরা নদী তীরস্থ বৈরামঘাট পর্য্যন্ত শাখা রাস্তা সকল নির্ম্মাণ করা হইবে। আকবরপুর হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত যে রাস্তা হইবার কথা ছিল তাহা আজও আরম্ভ করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট এই রাস্তাটি প্রস্তুত করিবেন কি না তাহার নিশ্চয় নাই। মোরাদাবাদ হইতে সাহরণপুর পর্য্যন্ত যে ১২০ মাইল রাস্তা হইবার কথা ছিল, তাহা প্রস্তুত হইলে আউদ ও রহিলখণ্ড রেলওয়ের সঙ্গে দিল্লী ও পঞ্জাব রেলওয়ে যোগ হইয়া যাইবে। এই শেষোক্ত রাস্তাটি নির্ম্মাণার্থ জমি সকল মাপ হইয়া গিয়াছে; গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলেই আরম্ভ করা হইবে।

বিগত মেইল ষ্টিমারে এম, ভিক্টর দে লেসেপ্স বোম্বাই নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইনি সুয়েজ খাল কর্ত্তা লেসেপ্সের পুত্র। তাঁহার সহিত সেণ্ট্‌ব্রট নামক এক জন ইংরাজ এঞ্জিনিয়ারও আসিয়াছেন। উভয়ের উপর এই ভার আছে যে তাঁহারা পেশোয়ার হইতে সমরখণ্ড পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে খুলিলে কিরূপ লাভ বা লোকসান হইতে পারে, তাহা স্থির করিয়া এক খানি রিপোর্ট করিবেন। বোম্বাই গেজেট বলেন যে ফার্ডিনাণ্ড দে লেসেপ্স যে রেলওয়ে খুলিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; শীঘ্রই তিনি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। অনেক গুলি ইংরাজ ও ইউরোপীয় ধনী ব্যক্তি লেসেপ্সকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন এবং রুসিয়া গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডের সাহায্য পাইলেই কার্য্য আরম্ভ করা হয়, কিন্তু একটি কথা হইতেছে যে এই রাস্তা প্রস্তুত হইলে ইংরাজদিগের কোন বিশেষ লাভ হইবে না: সেই জন্য বোধ হয় লেসেপ্স তাঁহাদের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না।

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতিগণ হুকুম দিয়াছেন, যে প্লিডরদিগের পরীক্ষা কার্য্যে কেবল ইংরাজী ভাষা ব্যবহার হইবে। এই হুকুম প্রচার হইবার পরে মোফস্বল জেলার লোকেরা বিচারপতিগণের হুকুম ফিরাইয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করে। গবর্ণমেণ্ট দরখাস্ত মঞ্জুর করেন নাই। তাঁহাদের না মঞ্জুর করিবার হেতু এই যে এক্ষণে অনেকেই ইংরাজি শিখিয়াছে। ইংরাজি ভাষার পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে কাহারও ক্ষতি [illegible] ত পারে না।

[illegible] দত্ত খাঁ নামক একজন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী ধৃত হইয়াছে। ইনি ইন্দোরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর উপর আক্রমণ করেন। ইন্দোর ৫৭ সালের বিদ্রোহে কতকগুলি ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা কেহই জানেন না। বোধ হয় এইবার তাহা প্রকাশ হইতে পারে।

ত্রিহুতের একজন জমিদার বাবু গিরিধারী সিংহ মজঃফরপুরের কালেক্টরের হস্তে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ দুই হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

উদ্ধৃত।

সার্টীফিকেট অথচ প্রায়শ্চিত্ত।

(২৭এ পৌষের সাপ্তাহিক সমাচার, প্রেরিত পত্র)

আমরা গত ৭ই পৌষের "সাধারণী" পাঠে বিশেষ বিস্মিত হইলাম। সাধারণী লেখকদিগকে আমরা যেরূপ গম্ভীর প্রাকৃতিক বলিয়া জানি, "তীর্থমহিমা" নাটকের সমালোচন স্থলে সে গাম্ভীর্য্য টুকু হয় নাই। প্রথমতঃ পুস্তক খানির নিয়মিত সমালোচনা করা উচিত ছিল। আর প্রস্তাবের এক স্থলে লিখিত আছে, "এই বিবেচনা করিয়াই আমরা অনেক বিজ্ঞ, অবিজ্ঞের সহিত এক মত হইতে পারি নাই।" এ লেখাটি একজন উন্মত্ত শোণিত অজাতশ্মশ্রু যুবকের লেখা হইলে এক দিন শোভা পাইত। যাহা হউক, গ্রন্থকর্ত্তা নিমাইচাঁদ শীল পুস্তক খানি খড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত নিতাইকিশোর গোস্বামীকে

দিয়াছেন দেখিয়া যে সাধারণীর লেখক কি জন্য এরূপ মর্ম্মবেদনা অনুভব করিলেন তাহা অনুমানের অতীত। তিনি গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি যেরূপ বক্রোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, লিখনাবসরে সমালোচক সভ্যতার সীমার বাহিরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক উন্নতিশীল লেখকদিগের এদোষ মার্জ্জনীয় নহে। এ সকল পত্রিকার অগৌরবের বিষয়। আমরা লেখক মহাশয়কে এই বলিতে চাই, যে খড়দহের গোস্বামীদিগের মধ্যে সদ্ব্যক্তির সত্ত্বা কি একান্তই অসম্ভব? দশকে দশ বংশকে বংশ জাতিকে জাতি সকলই অসৎ? ধন্য কল্পনা!!! আর নিমাই বাবু কি এমনই কাণ্ডজ্ঞান রহিত যে তিনি বিচার না করিয়াই যাকে তাকে উপহার দিবেন? এ সকল কথা নিরবচ্ছিন্ন বাচালতা মাত্র। যাহা হউক সমালোচক নিমাই বাবুর লেখার অসভ্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া নিজেই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছেন। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাগজ পত্র উল্টাইয়া এক সুদীর্ঘ নজির পাইয়া আহ্লাদচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এটী মৎস্যার্থী হইয়া সরুভূমে জাল ফেলার ন্যায় উপহাসাস্পদ হইয়াছে। কারণ উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের যে বৎসর পালা হয় সে বৎসর কোন বিশৃঙ্খল হইবার কথা শোনা যায় নাই। আমরা বিশেষ দুঃখিত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, গত মাসে ইঁহার পালা ছিল না, অতএব লেখকের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে। যাহা হউক আমরা আশা করি সমালোচক ভবিষ্যতে আর এরূপ ইতরামি প্রকাশ করিবেন না।

শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটি।

(২ এ পৌষের এডুকেশন গেজেট.)

(প্রেরিত পত্র)

মিউনিসিপাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা ২৭ শে ডিসেম্বর কার্য্যে পরিণত হইল। উক্ত নিয়ম যথাসময়ে বিজ্ঞাপন দ্বারা শ্রীরামপুর সহরে প্রচারিত হইলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। পরে দুই একটি কৃতবিদ্য যুবক কোন কোন ভদ্র ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন। এইরূপ ক্রমশঃ কয়েক বিভাগ হইতে কতকগুলি ভদ্র ব্যক্তি মনোনীত হন।

হইলে কি হয়, লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে ট্যাক্সদাতা পদ রাখিয়াছিলেন, তাহাতেই কয়েকটি উপযুক্ত ব্যক্তির নাম কর্ত্তন হইল। ট্যাক্সের সহিত ইঁহাদের কোন সংস্রব নাই, তাহা নহে। বৃদ্ধ পিতা বর্ত্তমান, সেই জন্যই ট্যাক্সদাতা নহেন। এইরূপে নাম কর্ত্তন হইয়া শ্রীরামপুর ১৫ জন, কোন্নগর ৫ জন, মাহেশ ও রিষিড়া ৫ জন, একুনে ২৫ জনের নাম তালিকায় প্রকাশ হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন লোকের প্রতি স্থানীয় লোকের বিশিষ্ট আপত্তি ছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ৫ই ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে রীতিমত তালিকা বাহির না হওয়াতে যথাসময়ে আপত্তি করিতে পারে নাই; সুতরাং এখন তাহাদের আপত্তিতে কোন ফলোদয় নাই।

পরে সাধারণ প্রজার মত ২১ শে ডিসেম্বর রবিবারে লইবার নিমিত্ত এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়, আবার তাহা পরিবর্ত্ত করিয়া ২৭শে ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১১ টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সাধারণ প্রজার মত লওয়া হয়। স্থানীয় লোক যাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিল, ইতি মধ্যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন, "যে তুমি বা তোমার বন্ধুরা যে কোন উপায়ে তোমার প্রতিবেশী লোক মত দেয়, তাহার চেষ্টা কর।"

কিন্তু যে প্রকার মত লওয়া হইল, তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। যে যে স্থানে মত লওয়া হইয়াছিল, সেখানে এক এক জন পুরাতন কমিশনর এক জন বিল সরকার ও একজন লেখক ছিল। স্থানীয় লোকের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ বাটি হইতে ইতর শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধদিগকে প্রায় বলপূর্ব্বক আনাইয়াই এক এক জন করিয়া জবানবন্দী দেওয়াইতে লাগিলেন, কেহ বা দরোয়ান দিয়া ছোট লোকদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন। সুতরাং কেহ বা ভয় প্রযুক্ত কেহ বা প্রলোভনে বশীভূত হইয়া কেহ বা পাণ্ডাদের ও স্থানিতে মনোগত ব্যক্তির নাম করিতে না পারিয়া উহাদিগের কুহক জালে পতিত হইল। সাধে কি কুহক জালে পতিত হইল? মাজিষ্ট্রেট সাহেব সরল হৃদয়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাণ্ডারা সেই বলে লোকদিগকে জরিমানা ইত্যাদি ভয় দেখাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এ শনিবার যদিও অবকাশ বটে, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে নয়। আরও সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সকলের উপস্থিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হইয়াছিল, এ কথা ইহা কহিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই শ্রীরামপুরে অন্যূন ৭ হাজার ব্যক্তি করদাতা থাকিতে কেবল এক হাজার লোক মত দিতে পারিয়াছিল।

এই হাজার লোকের মধ্যে ৩৩ জন লোক অপরিণামদর্শী ইস্মিথ সাহেবকে মনোনীত করিয়াছে, উহার সংখ্যা অল্প হওয়াতে প্রজা প্রতিনিধি মেম্বর হইতে পারিলেন না। এখন দেখুন, পাণ্ডাদের কেমন দৌরাত্ম্য, যদি ইনি প্রজা-নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে কমিশনর রূপ ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার কোন ব্যাঘাত হইত না।

মত লইবার ছলে পুরাতন কমিশনরদিগের মধ্যে যাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্যের ভার দেওয়াতে যাঁহারা এইবার নূতন পদাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্যাঘাত হইল। কারণ যেহেতু পুরাতন মহাশয়েরা ছিলেন, তাঁহারা ছলে বলে কলে কৌশলে, মূল পদ স্থায়ী করিয়া লইবেন, এবং সুযোগ পাওয়া বিলক্ষণ তাঁহাদের সহযোগী হইলেন। ফলতঃ শ্রীরামপুরের যে ৫ জন পুরাতন কমিশনর ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ৪ জন এই বন্দোবস্তে রহিলেন। কেবল ইস্মিথ সাহেবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে উদ্দেশ্যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্য কি এইরূপে শেষ হইল? ২১ শে ডিসেম্বর রবিবার মত লইবার দিনস্থির পরিবর্ত্ত করিয়া ২৭ শে শনিবার মত লওয়া হইল কেন? যার প্রতিবেশী লোকের মত, সেই, যখন কমিশনর হইবে, তখন প্রথম দরখাস্তে যাহারা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের নাম নূতন নামের সহিত একত্রিত না হইবার কারণ কি? তাহারা যখন প্রথম উদ্যোগী হইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল, তখন কি তাহাদের মত লওয়া হইল না? ২৭ শে শনিবার মত না লইয়া ২৮ শে রবিবার লইলে সকলে উপস্থিত হইতে পারিত, এবং আমরাও জানিতে পারিতাম, কাহার প্রতি কত লোকে মত দেয়। এখন আমাদের লিখিবার উদ্দেশ্য এই, "এখনও যদি কিছু উপায় থাকে, তবে করেন, নচেৎ এ মিউনিসিপালিটী যেমন ছিল, তেমনি থাকিল, লাভের মধ্যে গোলমাল, চণ্ডীপাঠ সার হইল।" শুনিতেছি, ইঁহারা ৩ বৎসর আপন পদে স্থায়ী থাকিবেন। কিন্তু লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর যখন প্রজাদিগের সুবিধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন বৎসর২ নূতন বন্দোবস্ত করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারিবে।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচারণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা কেবল ঔষধ লইতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিমবাবুর কৃত বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা, কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য এক এক টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকগণ দুই আনা হিসাবে ডাকমাসুল সমেত মূল্য পাঠাইবেন।

ইন্দিরা।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত ইন্দিরা নামক উপন্যাস বঙ্গদর্শন কার্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ।০ আনা, বিদেশস্থ গ্রাহকগণের এক আনা অতিরিক্ত ডাকমাসুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকাতে এ[ক আনা] করিয়া কমিশ্যন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে; তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার জনগ্রাম	৩
,, গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	২
,, বিশ্বেশ্বর মালিয়া, সেহাড়শোল	৩
,, শিবেশ্বর ভট্টাচার্য্য, হরিপুর	৸০
,, কালীনাথ রায়, নবাবগঞ্জ মালদহ	২
,, দ্বারকানাথ রায়, লক্ষী, সিন্ধুদেশ	১৸০
,, অক্ষয়চন্দ্র মিত্র, নৈহাটী	৩
,, মধুসূদন ..দার, পাকুড়, মো..রী	৩
,, রামরূপ ঘোষ, কাণপুর	৩
,, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ	২।০
,, কান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারাসত	২।০
,, শ্যামলাল মিত্র, কলিকাতা	২৷৷০
,, হরিপ্রসন্ন রায়, চন্দননগর	৩

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক	৩
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	২
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	১৷০
মাসিক	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৵০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য অন্য নিয়ম করা যাইবে।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

REGISTERED No. 138.

সাধারণী

১ ভাগ } চুঁচুড়া—২৭শে মাঘ রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। { ১৬ সংখ্যা

দেশীয় সংবাদ পত্র সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সঙ্কলনী আমরা এপর্য্যন্ত কেন পাইতেছি না বলিতে পারি না। এবিষয়ে আমরা অনুবাদক মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছি, রীতিমত তাঁহাকে কাগজ পাঠাইয়া দিয়া থাকি এবং তিনিও স্বীয় ইচ্ছামত একটা আধটি প্রবন্ধ অনুগ্রহ করিয়া অনুবাদ করিয়া থাকেন, তবে একখণ্ড কাগজ পাঠাইয়া আমাদিগকে কৃত কৃতার্থ ...ন না কেন, বলিতে পারি না। যাহা-হউক আমরা কোন মহাত্মার অনুগ্রহে একখণ্ড রিপোর্ট দেখিতে পাইয়া থাকি। চুঁচুড়া হুগলি মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে আমরা ১৪ সংখ্যার সাধারণীতে লিখিয়াছিলাম যে "কালেক্টর সাহেব চুঁচুড়ার হাল জরিপে, বড় বড় সদররাস্তা ব্যতীত আর সকল সাধারণ পথ উভয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রজার বাস্তু ভূমি মধ্যে জরিপ করিয়াছেন। তাহাতে দুইটি অন্যায় করা হইয়াছে।" ইত্যাদি। ইহার অনুবাদ হইয়াছে—The collector, in a survey recently made, has had the premises of the ordinary roads surveyed. Two acts of injustice have been done thereby; &c. &c. এরূপ অনুবাদে আমাদের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। পথের পাশের ভূমি মাপিলে কাহারও অন্যায় করা হয় না, আমরা বলিয়াছিলাম, যে পথ বাদ না দিয়া, পথ শুদ্ধ প্রজার জমীর মধ্যে মাপ করাই অন্যায় হইয়াছে। অনুবাদক মহাশয়ের এরূপ ভ্রমে আমাদের ক্ষতি আছে, তাহাতেই নিবেদন, রিপোর্ট দিন না দিন, অনুবাদ যে টুকু করিবেন একবার দেখে ছাপাইবেন।

চুঁচুড়া হুগলি মিউনিসিপালিটি।

মিউনিসিপালিটির মধ্যে চোরের উৎপাতের বিষয়ে গত সপ্তাহের পূর্ব্ব সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম। অনুবাদক মহাশয় সেই ভাগের অনুবাদ করেন নাই; সুতরাং আমাদের অরণ্যে রোদন হইতেছে মাত্র। এরূপ সম্বাদে সাধারণ পাঠকের কোন লাভ নাই, কেবল কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিবার জন্যই আমা- [illegible] হেও আমরা একটি চৌর্য্যের বিষয় লিখিয়াছি। এ সপ্তাহে অনেকগুলির সম্বাদ পাইয়াছি। কিন্তু একটীতে পোলিশের বিশেষ হাত কণঃ আছে। চুঁচুড়ার খড়ুয়াবাজার থানার বোধ হয় চল্লিশ হাত তফাতে যাদু বাইতি নামক একজন, স্বর্ণকারের কার্য্য করে; ক্ষুদ্র একখানি দোকান আছে। গত রবিবারে পূর্ণিমারাত্রিতে তাহার দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া আন্দাজ ২৫ . রূপা এবং [২৸০] পৌনেতিন ভরি ... বাক্স ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। এ দুষ্ক্রিয়াক্রান্ত পোলিসে সংবাদ দিয়াছিল, পোলিশও জাবেতা মত তদারক করিয়াছে। কিন্তু এব্যক্তির একটি বিষয় জানিতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, সে রাত্রিতে ঐ স্থানে কোন কোন কনেষ্টবলের পাহারা ছিল? তাহার এ প্রশ্নের উত্তর পায় নাই। থানার হাওলদার এমাম খাঁ বলিয়াছিলেন যে, যদি ইচ্ছা করে সে তাহার [ঐ এমাম খাঁর] নামে জানাইতে পারে; তাহাতে তাহার কোন

ISSUE(S) MISSING
14 – 15
NOT AVAILABLE

লাভ নাই। যাদু থানার একজন কনষ্টেবলের স্থানে ৫১০ আনা পয়সা পাইবে, সে এক বৎসর তাহা না দেওয়ায়, যাদু তাহাকে দু-কথা এককথা বলিয়াছিল; তাহাতে তাহার সহিত কলহ হইয়াছে, পয়সা এপর্য্যন্ত পায় নাই। সেই ব্যক্তির পাহারা সে রাত্রিতে ছিল কি না তাহা জানিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাতেই কাহার পাহারা ছিল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমরা যাদুর মুখে যেরূপ শুনিলাম সেইরূপ লিখিলাম। এ ঘটনায় বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, দোকানখানি সদর-রাস্তার উপর এবং থানার সংলগ্ন বলিলেই হয়, এবং চোর কেবল চৌর্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। পার্শ্বস্থ রসিক বর্দ্ধনের দোকানের তালা ভাঙ্গিতে না পারিয়া তাহার দ্বারে মল ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং কবাটে মললেপ করিয়া গিয়াছে। চোরের রুচি এবং সাহসের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে পোলিশের গাঢ় নিদ্রার প্রশংসা করিতে হয়।

[illegible] সাধারণী কার্য্যালয়ের নিকটে চুরির কথা [illegible] হয়। সকলে বলিবে যে প্রতি সপ্তাহে যদি কাছে ঘরের চুরীর কথা একটাও না লিখা থাকে, তবে কিসের সম্বাদপত্র? তা পোলিশের মা বাপের আশীর্ব্বাদে আমাদের পত্রিকার সুবিধা হইয়াছে, আমরা প্রতি সপ্তাহেই এক একটি চৌর্য্যের সম্বাদ দিতে পারিতেছি।

কৈলাস মোড়ল নামক একজনের রাস্তা-র ধারে একখানি ময়রার দোকান আছে। গত শুক্রবার রাত্রিতে তাহার ঝাঁপ তালা ভাঙ্গিয়া খান [illegible] পিত্তলের থালার তাহার মিষ্টান্ন সাজান ছিল, মিষ্টান্নগুলি ঢালিয়া থালা কয়খানি লইয়া গিয়াছে। তাহাকে পোলিশে সংবাদ দিতে আমরা বলিয়া দিয়াছি।

মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত চন্দননগরের মধ্যে গড় বাগান পল্লীতে গত সপ্তাহে চারিটি চুরি হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি যথাশাস্ত্র দিবসে হইয়া গিয়াছে, বাঁকি তিনটি রাত্রিতে হইয়াছে। পোলিশ এ চুরিগুলির সম্বাদ বোধ হয় পায় নাই। সপ্তাহে স্থানাভাব, যদি আব[illegible] বোধ করা যায় আগামীতে প্রকাশ করিব।

দুর্ভিক্ষ।

অগ্রগামী বিপদ হইতে আমরা কোন না কোন প্রকারে রক্ষা পাইব; এরূপ আশা সকলেরই মনে উদয় হইয়া থাকে। আমরাও এই আশার কুহকে পতিত হইয়াছিলাম, মনে করিতেছিলাম, যে যতটা বিপদ মনে করা যাইতেছে, বোধ হয় ততটা না হইলেও হইতে পারে। এখন বোধ হইতেছে যে, যাহা মনে করিতেছিলাম তাহা অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্পাতেরই সম্ভাবনা। গত বুধবার দুর্ভিক্ষতাড়না জন্য কলিকাতা টাউনহলে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর এবং সর্ জর্জ ক্যাম্বেল অতি দুঃসমাচার ঘোষণা করিয়াছেন। দুই কোটি লোকের মধ্যে অন্নাভাবের সম্ভাবনা; টেম্পেল সাহেব সংবাদ দিয়াছেন, যে উত্তর বেহারের লোকেরা এখনই দুইবেলা খাইতে পাইতেছে না। ত্রিহুতে দশলক্ষ, সারণ জেলায় তিনলক্ষ এবং গয়া ও শাহাবাদে লক্ষাধিক লোক একেবারে অন্নাভাবে শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন বোধ হইতেছে, যে বেহারে, ৬৬ সালের উড়িষ্যা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্ট হইবে। [illegible] সংখ্যা বিবেচনা করিতে গেলে কিছুই হইবে না। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে তণ্ডুল ক্রয় করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অধিক তণ্ডুল এই তিন চারি মাসে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে; অক্টোবর মাসে ১৬৩৮০ টন, এবং নবেম্বরের ১লা হইতে ৯১,৪০০ টন তণ্ডুল বিদেশে রপ্তানি হইয়া গিয়াছে; গবর্ণমেণ্ট [illegible] টন তণ্ডুল ক্রয় করিয়াছেন মাত্র। তিনগুণ চলিয়া গেল, একগুণ আনা হইল।

তণ্ডুলের সঙ্গে সঙ্গে সকল শস্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। তাহাত অমনি সহজেই হয়, ইহার উপর সকল প্রকার শস্যের রপ্তানিই চলিতেছে। বিদেশীয় মহাজনেরা দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা করিয়া ক্রমেই মাল চালানি করিতেছেন। ১৪ই হইতে ২০এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে ১৮১৩৩১মণ তণ্ডুল, ২৬২৫৪মণ গোম, ১৫৯১মণ কলাই, ৮৬৪২মণ মটর এবং ৩৭২৬মণ অন্যান্য শস্য বিদেশে চালান হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে ১০ই জানুয়ারি হইতে ২০এ পর্য্যন্ত ১১৩০২২মণ চাল, ৩৯১০০ মণ ধান্য রপ্তানি হইয়াছে। বাঙ্গালায় প্রায় অনেক স্থলেই শস্যের মূল্য দিন দিন বাড়িতেছে। এ প্রদেশের বৈদ্যবাটির হাটে বিস্তর গোলআলুর আমদানি হইয়া থাকে, অন্যান্য বৎসর এমন সময়ে ১০মণ আলু পাওয়া যায় এবৎসর [illegible] দর রহিয়াছে। সুতরাং সকল কথা বিবেচনা করিতে গেলে অন্ধকার দেখিতে হয়।

১৪ 522

[illegible]ভাব চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্বয়ং মহারাণী ব্রিটনীশ্বরী ১০০০০টাকা দিবেন; ডিউক্ অব আর্গাইল ৫০০০টাকা দিবেন। জয়পুরের মহারাজা ২০০০০, বর্দ্ধমানের রাজা ২০০০০, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ১০০০০, পাতিয়ালার মহারাজা ১০০০০, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ১০০০০, সর্ এফ হালিডে ১০০০, সর্ আর্ক্টিম পোর ১০০০ এবং বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জমীদারেরা ১০০০টাকা করিয়া দিবেন। এইরূপ চাঁদা ব্যতীত বাঙ্গালার জমীদারগণের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মহারাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত বাহারবন্দ জমীদারীর এবং মুরশিদাবাদ জেলার জমীদারীর এক বৎসরের খাজানা ছাড়িয়া দিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ১০,০০০ মণ তণ্ডুল বিতরণ করিবেন এবং মুরশিদাবাদ রিলিফ কমিটিতে ৩২০০ টাকা দিয়াছেন এবং প্রত্যহ ভিক্ষায় ৩০।৩২ মণ তণ্ডুল দান করিয়া থাকেন। ইহ[illegible] প্রায় ৩০০০০০টাকা দান হইল। আজিমগঞ্জের রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর, ৫০০০মণ তণ্ডুল ক্রয় করিয়া দিনাজপুরে পাঠাইয়াছেন, ২০০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন, শ্রমোপজীবিগণের সুবিধা জন্য আজিমগঞ্জ হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত রাস্তা মেরামত করিয়া দিতে এবং নলহাটিতে জল কষ্ট নিবারণার্থ পুষ্করিণী কাটাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রায় লক্ষ্মীপৎ সিংহবাহাদুর, ত্রিহুতের সমস্ত খাজানা, ছাড়িয়া দিয়াছেন, অর্থদান এবং অন্নদান করিতেছেন। আমাদিগের জেলার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ডিহী দ্বারবাসিনী প্রভৃতির খাজানা লইবেন না, এবং বীজধান্য প্রভৃতি দান করিয়াছেন। অন্নকূলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তণ্ডুল বিতরণ করিতেছেন। কলিকাতার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আবার মিয়া সাহেব, ত্রিহুতের গিরিধারীলাল সকলেই মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাতিয়ালার মহারাজা ১০০০০টাকা দান করিতে পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছেন; বীরভূমের জমীদার রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৩০০০০ টাকা খাজানা লইবেন না এবং ১০০০০টাকার তণ্ডুল অন্নছত্রে দান করিবেন। আরো দুটি দুই দানের কথা আমরা সংবাদ স্তম্ভে প্রকাশ করিলাম।

এইরূপ কতকগুলি জমীদার বিশেষ বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমস্ত জমীদার সমাজের আলস্য শৈথিল্য কিছুমাত্র বিদূরিত হয় নাই। সমুদ্র পার হইতে টাইমস্ পত্র "জমীদার এবং দুর্ভিক্ষ" শীর্ষক প্রস্তাবে কথা তুলিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছেন। বলিতেছেন "If the zeminders neglect their duty, it may become a question whether some means cannot be devised for awakening their sluggish consciences. "যদি জমীদারেরা তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতে থাকে, তাহাদিগের সুপ্ত হৃদয়ে চেতনা দান জন্য নানা উপায় আছে: কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত বিবেচনা করিতে হইবে।" সাধারণী পরিবারের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া প্রজাকে অন্নদান করিতে পরামর্শ দিলে জমীদারেরা রূপার মুখনলটা একবার বাম-দিকে তাকিয়ার উপর নামাইয়া রাখিয়া একটু দন্তবিকাশ করিয়া উপহাসে হাস্য করিতে পারেন; সাধারণী দোল দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে বলিলে, রাগ করিয়া পত্রিকা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পারেন, পাবনা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াই পত্রিকা গ্রহণ করা স্থগিত করিতে পারেন। সাধারণী বালিকা, সরলা বালিকা ভবিষ্যৎ বলিতে পারে। আর হাসিবার সময় নাই। ইংলিশ পত্র জোর কলমে দুর্ভিক্ষের সমস্ত ভার গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পণ করিতেছে: এতদিন পরে বলিতেছে, "যে আমরা প্রজার পক্ষ এবং জমীদারের বিপক্ষ, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, প্রজা ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, জমীদারেরা ক্রমেই হীনবল হইয়া পড়িতেছে, এখন জমিদারের হইয়া দুটো কথা সকলেরই বলা উচিত।" এই সকল বলে বলীয়ান হইয়া সার্বপত্রভিত্তিক বালিকা-গর্জ্জনে [illegible] গেলে চলিবে না। আমরা প্রেরণী পত্রিকায় উল্লেখে বলিয়াছি যে "ষ্টেট সেক্রেটরীর কাণে উঠিয়াছে যে, জমীদারেরা কর্ত্তব্যানুরূপ অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত।" তাহার উপর টাইমস অতি ভয়ানক শত্রু। আমাদের দেশে বিদেশীয় সম্বাদপত্রের মধ্যে হিন্দু পেট্রিয়ট অতি প্রধান বটে, কিন্তু শত হিন্দু পেট্রিয়টকে টাইমস কটাক্ষ পাতে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে। টাইমস আরো কি বলে শুনুন " It excites resonable indignation when we hear that an Association of them lately had the coolness to present [illegible] to the Indian Government upon [illegible] this [illegible]" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গবর্ণমেণ্টকে গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিতে গিয়াছিল, শুনিলে রাগ হয়, ঘৃণা হয়।" এ রাগ, এ ঘৃণাপাত সহ্য করা, বড় সহজ নহে। এ ঘৃণায়, এ রাগে অনর্থপাত হইতে পারে। ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ। এখনই সাবধান হওয়া উচিত। এসোসিয়েশন নানা স্থানে বেতন ভোগী কর্ম্মচারী প্রেরণ করুন, কলিকাতায় তণ্ডুল গোলাবন্দী করিতে আরম্ভ করুন, জমীদারেরা জমীদারী মধ্যে পরিভ্রমণ করুন, স্থানে স্থানে অন্নছত্রের আয়োজন করুন, বিলাত হইতে কাপড়ের কল আনাইয়া বাঙ্গালায় স্থাপন করুন, আর মনে রাখিবেন "প্রজা রক্ষা" না থাকিলে জমীদারী মিথ্যা।

ভারতবাসিগণের চরিত্র সম্বন্ধে পাইওনিয়র পত্র।

পাইওনিয়র পত্রে ভারতবাসীর 'খয়ের খাঁ', বা শুভানুধ্যায়ী স্বাক্ষর দিয়া অনেক ইংরাজ ভারতবাসীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্রে অনেক সত্য আছে, অনেক মিথ্যা আছে। মিথ্যা আছে তাহার জন্য আমরা দুঃখিত নহি, কিন্তু এই প্রবন্ধের আমূল শেষ

পর্য্যন্ত জাতিবৈর সূত্রে গ্রথিত; তাহাতেই দুঃখ হয়, রাগ হয়, ঘৃণা হয়। আমার মনে হয়, যে, সে কালের সিবিলিয়নেরা 'জেন্টু' চরিত্রের ঘৃণা করিতেন, গ্রীষ্টানেরা মহাপাপী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ১৮৪১ সালে চিরস্মরণীয় মহাত্মা মেকলে স্বীয় তেজস্বিনী লেখনীর বক্রিম চালনে জগতে বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রবঞ্চনা আমাদিগের ঈশ্বরদত্ত আয়ুধ মাত্র, তাহার পর ডাক্তার ডফ তাঁহার বেগবতী উদ্দীপনা বলে, সর্ণ্টওয়েল্‌স্ স্বীয় অপূর্ব্ব বিচার পত্রে, পাদরী মলক্রিক বক্তৃতাকালে, এই পাইওনিয়র পত্রে সেই কথারই পোষকতা দেখি। মেকলে আমাদিগের সমাজ গগনে যে গ্রহ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন ইহাঁরা এখন তাহার দূরত্ব, গতি, পরিমাণ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন। এত কথা সকলই কি মিথ্যা? আর কত কথা মনে হয় সব লিখিতে সাহস হয় না।

যাহাহউক আমরা পাইওনিয়র পত্র হইতে একরূপ স্থূল অনুবাদ ক[illegible] বর্ণন পাঠক সম্মুখে ধারণ করিলাম। যতখানি সত্য বোধ করেন, আমাদিগের চরিত্র ততখানি দূষণীয় সন্দেহ নাই। সেই চরিত্রের ততদূর সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যতখানি মিথ্যা বোধ করেন, ততখানি পাঠ করিয়া, ইংরাজ আমাদিগকে কতদূর ঘৃণা করেন, বুঝিয়া আসুন; আমরাও সেই পরিমাণে ইংরাজের প্রতি জাতিবৈর প্রদর্শন করি।

আমরা পাইওনিয়র হইতে প্রকৃত অনুবাদ করিতে পারিলাম না। চিত্রের হাব ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি? আকার বিস্তৃতি বর্ণের প্রতি তত মনোযোগ করি নাই।

"পেট ইহাদিগের জপমালা, পেটের চিন্তাই ইহাদিগের ইষ্ট মন্ত্র, পেটের কথা আগে, তার পর অন্য কথা; এই পেট যেন তেন প্রকারেণ পূরাইতে হইবে। (পেটকা ওয়াস্তে) বলিলে অনেকানেক মহাপাপের প্রচুর সাফাই করা হইল।"

ভরসা করি হিন্দুজাতি এবার অবধি পেট ভক্তি ত্যাগ করিবেন, আর পেট পূরাইবেন না। পেটভক্তি শূন্য ইংরেজ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য ইংরেজের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া শূন্য পেটে এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। সাধারণের যদি এবিষয়ে কোন আপত্তি থাকে, তবে আমরা বুঝাইয়া দিই [illegible] বজ্রদিগের পেট নাই: শরীর মধ্যে তাঁহারা যে এক একটি দেড়মোণি বস্তা বিলাত হইতে লইয়া আসেন, তাহা পেট নহে, এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোহাল মাত্র; দয়া করিয়া অসংখ্য গো মেষাদির আশ্রয় জন্য ইহারা তাহা শরীর মধ্যে ধারণ করিয়াছেন। আর, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া পেট পূরাইতে হয়, ইহা আমাদের অমার্জ্জনীয় দোষ; তাঁহাদিগকে চিন্তা করিয়া পেট পূরাইতে হয় না, বাহুবলেই তাহা পূরাইয়া থাকেন, এত গুণ আর কোন জাতির? ভারতবর্ষ তাঁহাদের করকবলিত, তাঁহারা পেটের চিন্তা করিবেন কেন? যাহাদের দেশ তাহারা অন্নাভাবে কাঁদুক—বাহুবলের গুণে ইংরেজকে কাঁদিতে হয় না। হৃতসর্ব্বস্ব হিন্দুকে কাঁদিতে হয় বলিয়া হিন্দু মহা পাষণ্ড। যদি দস্যু তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া খায়, তবে তুমি পেটের চিন্তা করিও না: সে নরাধমের কাজ। পাইয়োনিয়র ঋষির বাক্য, তুমি শূন্য পেটে দস্যুর গুণ গান করিও। তাহা হইলেই মনুষ্যের কাজ হইবে।

"এই পেট শান্ত হইলে, ইহারা পরিচ্ছদের চিন্তা করে। পরিচ্ছদ ভাল হউক মন্দ হউক অবস্থানুসারে একরূপ হইলে, তাহার পর অলঙ্কার।"

প্রথম ছত্রের অর্থ আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। লেখকের কি এরূপ অভিপ্রায়, যে পরিচ্ছদের চিন্তা করাই নিন্দনীয়? না পেট শান্তির পর পরিচ্ছদের চিন্তা নিন্দনীয়? পরিচ্ছদের চিন্তাই যদি দূষ্য হয়, তবে পাইয়োনিয়রের অনুরোধে ভবিষ্যতে আমরা নগ্নত্ব স্বীকার করিতে রাজি আছি—কিন্তু তজ্জন্য বলের নিমন্ত্রণে যেন বাদ না পড়ি। দেখা যাউক, পাইয়োনিয়রের আদেশানুসারে চরিত্রশোধন করিলে, তাঁহার ভগিনীবৃন্দ আমাদের কি বলেন: আর পেট শান্তির পূর্ব্বে পরিচ্ছদের চিন্তা না [illegible] চিন্তা বৃত্তি, ইহাই যদি আমাদের দোষ হয়, তবে লেখকের নিকট আমাদের বিনীত ভাবে নিবেদন, যে তিনি অগ্রে পথ দেখাউন, আমরা পশ্চাৎ তাঁহার দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইব। যতদিন তাঁহার কোটের তালি না ঘুচে, বা জীর্ণ পাদুকা পরিত্যক্ত না হয়, ততদিন যেন তিনি অনাহারে থাকেন। বোধ করি, তাহা হইলে পায়োনিয়রের স্তম্ভে আর এরূপ প্রলাপ বাক্য আমাদিগকে পড়িতে হইবে না।

লেখকের মতে আমাদের আর একটী দোষ, যে আমরা অবস্থানুরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করি। এ দোষ সহজে শোধন করা যায়। ভবিষ্যতে সকলে অবস্থার বিপরীত পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন—পাইয়োনিয়রের পত্র প্রেরক সন্তুষ্ট হইবেন। এই আশায় আমরা বর্দ্ধমানাধিপতিকে পরামর্শ দিই যে তিনি ডোর কৌপীন পরিধান করুন—এবং হরিদাস বৈরাগীকে পরামর্শ দিই, যে সে ঝুলি কাঁথা ত্যাগ করিয়া শাল কিংখাব মোড়াসার বাহার মারিয়া দ্বারে দ্বারে মনোহরশাহী রেমেটার লহর তুলুক। বালিকার অঙ্গে কোট পাণ্টলন ও মাথায় পাগড়ি দিয়া শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিও—এবং অশীতিপর বৃদ্ধকে বারাণসীশাড়ী পরাইয়া গঙ্গাযাত্রা করিও। নচেৎ অবস্থানুসারে পরিচ্ছদ পরায় গুরুতর দোষে আমরা দূষিত রহিব।

"তাহার নিজের জন্যই বল, বা তাহার স্ত্রীরই বল, সে একই কথা। কিন্তু অলঙ্কার যে জাঁক জমক দেখাইবার জন্য, কি ফ্যাশনের জন্য তাহা নহে। ভারতবাসী আর কোন পুঁজিই বুঝে না, কেবল এক অলঙ্কারই বড় সুবিধার পুঁজি মনে করে। সেইজন্য দেখিবেন, ভারতীয় মহামূল্য অলঙ্কারেও শিল্পচাতুর্য্যের নাম মাত্র নাই।"

ভারতবর্ষীয় মহামূল্য অলঙ্কারেও শিল্প চাতুর্য্য নাই, যিনি এ কথা লিখিতে পারেন, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের

৬৪ 523

সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিয়া লিখিতে বসিয়াছেন, ইহা বলা বাহুল্য। যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিতে না [illegible] থাকেন, তবে বোধ হয়, শাকওয়ালী মাছওয়ালীর গোলাবাঁধা, আর মেথরের পায়ের আঙ্গুলের আঙ্গুটী ভিন্ন আর কোন ভারতবর্ষীয় অলঙ্কার তিনি দেখেন নাই। কোথা হইতেই বা দেখিবেন? ভারতবর্ষের মহামূল্য অলঙ্কার যাঁহারা পরিধান করেন, তাঁহারা পাইয়োনিয়রের শিক্ষানবিসের দর্শনীয়া নহেন। মেকলে আপন খানসামাদিগের চরিত্র দেখিয়া বাঙ্গালির চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন, আর এই সুপণ্ডিত আপনার মেথরাণীর অলঙ্কার দেখিয়া ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারের বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে ঢাকা, কটক, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে যে সকল অলঙ্কার গঠিত হয় তাহা দূরে থাকুক, সামান্য ভদ্রলোকদিগের গৃহে যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, এ ব্যক্তি তাহাও কখন দেখে নাই। দেখিলে বুঝিত, যে, গলাকাঁটী, আর কাঁচকড়ার চিপির অপেক্ষা সে সকল সহস্র গুণে সুন্দর ও শিল্প চাতুর্য্যবিশিষ্ট।

"আবশ্যক হইলে, এই অলঙ্কার হইতে, স্বচ্ছন্দে তাহার যে টাকা সেই টাকা ফেরত পাইবে, কেবল ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া কিছু মূল্য অল্প হইবে মাত্র, কিন্তু পুরাণ ফ্যাশনের হইয়াছে বলিয়া অলঙ্কারের মূল্যের কিছু মাত্র লাঘব হইবে না।"

এ কথায় বুঝিলাম যে ইংরেজের ব্যবহৃত অলঙ্কার সকল মাটির দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এ সকল কথায় কেবল লেখকের হিন্দুদ্বেষিতাই প্রকাশ পায়, নচেৎ এ কথায় আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই।

"ভারতবাসীর বাড়ীঘর সহজেই হয়। একটু সামান্য আচ্ছাদন, অথবা [তদপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনীয়] একটু [illegible] ভারতবাসী কিছু ধার ধারে না। তাহার স্ত্রী মহামূল্য বারানসী সাড়ী পরিয়া স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, এমন চালাঘরে বাস করিতে পারে, যে সে চালার একটা বিলাতী গোরু বাঁধিলে, সেটা ঘৃণায় কোঁ কোঁ করিবে। তাহার পিতৃ পিতামহ প্রদত্ত প্রদীপ নিঃসৃত দুর্গন্ধ মসীময়ী বস্তুধারা, তাহার কাদালেপা লোণাধরা দেয়ালের কুলুঙ্গী হইতে গড়াইয়া ক্রমে তাহার গোময় লেপ ভূষিত মেঝেতে পদবিসর গ্রহণ করিয়াছে।"

ভারতবাসীদিগের ঘর বাড়ী যে সামান্য, সে দোষ তাহাদিগের নহে। তাহারা দরিদ্র—সাত শত বৎসর হইতে দস্যুতে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে—আর কিছুই নাই। দরিদ্রকে দারিদ্র্যের জন্য নিন্দা করা মহত্ত্বের কাজ সন্দেহ নাই—এবং এরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শনে ইংরেজ জাতি বিশেষ পটু। কিন্তু এরূপ দ্বেষবিশিষ্ট লেখকও যদি কোন সত্য কথা বলেন, আমরা তাহা অস্বীকার করি না। "সাজন্ত অসাজন্ত" জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা অস্বীকার করি না।

"কবাট দরজা দেখিলে বোধ হয় যে লৌহ অস্ত্র সেগুলির অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। তাহার গায়ে মরিচা ধরা শিকলে এক কুলুপ। সে কুলুপটা পাইলে লণ্ডনের চোরেদের ছেলেরা অতি সহজে চাবি ভাঙ্গা শিখিতে পারে। কাঠ কাঁঠরার মধ্যে এক "চারপেয়ে।" যাঁত্র যেমন তাহার বিবর কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না, সেইরূপ হিন্দু তাহার ঘরবাড়ী কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, তথাপি তাহার ঘরের ভিতর গেলেই বোধ হয়, যে তাহার ধন সম্পত্তির স্থিরতা বিষয়ে, কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, কাহাকেও তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই এবং সে এত অল্প পদার্থ গৃহে রাখিয়াছে যে মনে করিলেই উঠিয়া যাইতে পারে।"

কবাট দরজা প্রভৃতির সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বকথিত দারিদ্র্য বশতঃ; আর সম্পত্তির স্থিরতা অবিশ্বাসের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বকথিত দস্যুদৌরাত্ম্য বশতঃ। যে জাতিকে অল্পকাল পূর্ব্বেও সর্ব্বদা সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়া বেড়াইতে হইত, সে জাতির গার্হস্থ্য প্রণালী এইরূপ হওয়াই সম্ভব—ইহাতে নিন্দার কথা কি? কিন্তু ইংরেজের চক্ষে, যাহা ইংরেজি রীতির বিপরীত তাহাই নিন্দনীয়; নিন্দনীয় না হইলেও নিন্দনীয়। নিম্নোক্ত বাক্য গুলি তাহার একটি উদাহরণ;—

"শোভা সৌন্দর্য্য বিষয়ে হিন্দুরা একেবারে বর্ব্বর। [Barbaric] জিনিশ কাহাকে বলে জানে না।"

পায়োনিয়র পত্র পূর্ব্বে আগ্রা হইতে প্রকাশিত হইত। হিন্দুদিগের স্বরেরা কখন আগ্রায় গিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় কখন যান নাই। আগ্রার তাজমহলের নির্ম্মাতাদিগের শোভা সৌন্দর্য্যের জ্ঞান নাই, তাহারা পারিপাট্য কাহাকে বলে জানে না; কলিকাতার হাইকোর্টের থামের সাথলার, গোটাকত গ্রীক দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি শাদা পাথরে বাটালি দিয়া কাটিয়া এত অহঙ্কার করিলে ভাল দেখায় না। কাশীরের মন্দিরের গঠন দেখিয়া ইউরোপীয়েরা প্রণালী বলিয়া নূতন প্রণালীর নামকরণ করিবার কি প্রয়োজন? এক বর্ব্বর প্রণালী বলিলেই কি প্রচুর হইত না? পায়োনিয়র পত্রের বিলাতী পাঠকে এরূপ লেখায় শ্রদ্ধা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু সাহেবেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াও [illegible] বর্ব্বর বলিলেও আমরা [illegible] পারি না, কেননা, ন্যায় শাস্ত্রে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা গুরুতর এবং বলবত্তর প্রমাণের কল্পনা করেন নাই।

"ব্যবসা বাণিজ্য এই ভাবে, যে কিসে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ব্যয়ে কারবার চলিবে। ব্যবসায়ের লাভের জন্য বিজ্ঞাপন কখন ছাপায় না, ভাল করিয়া সাজায় গোছায় না, কিছু না, মনে করে, যে লোকের প্রয়োজন হইলেই তাহার বস্তুজাত বিক্রীত হইবে। বস্তু দেখিয়া ক্রেতৃগণের মনে যে আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতে পারে, এ জ্ঞানই তাহার নাই।"

ইহাকে কি বলা হইল? যে আমরা ব্যবসা বুঝিনা, না ব্যবসা করিতে গিয়া সাহেবলোকদিগের মত কিসে টাকা হইবে, কিসে টাকা বাড়িবে, সেই অনুধ্যানে নিরত থাকি না? আমাদের মধ্যে হলওয়ে নাই, বড় নিন্দার কথা হইল? আমরা কাপড়ের দোকানে কাপড় কাড়িবার জন্য মেম চাকর রাখি না! এটিও বড় নিন্দার কথা!!!

"যে ব্যক্তি কোন জিনিশে টিকিট মারিয়া দর লিখিয়া রাখে, এবং তাহা হইতে অধিক বা অল্প লইতে না বলে, তাহাকে ইহারা বাতুল মনে করে।"

বাতুল মনে করে না, পাকা জুয়াচোর মনে করে; ইজিপশ্যান গোল্ড চেইনে (মেকির স্বর্ণহারে) genuine বলিয়া টিকিট মারিতে আমরা শিখি নাই; মহা নির্ব্বোধ জাতি সন্দেহ নাই।

"মনে করে, কারবারেরা নির্ব্বোধ লোকের অজ্ঞানে অনায়াসে সাহায্য পাইতে পারিবে, এই যে একটি জগতীশ্বরের অপূর্ব্ব নিয়ম আছে, এই সকল কারবারেরা সেই

নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া এক প্রকার মহাপাপ করে।"

জগদীশ্বরের আর একটি অপূর্ব্ব নিয়ম আছে যে শাদা শাদা লোকেরা রিক্তহস্তে সাগর পার হইতে আসিবে, তিন চারিজন একত্র হইয়া "হোয়াইট বোগস্ এবং কোং" নাম দিয়া বড় বাড়ী ভাড়া লইবে, টাকাওয়ালা কালা কালা মানুষ বাছিয়া লইয়া, তাহাদিগকে মচ্ছকি নাম দিয়া ধন্দ কন্দ, পুণ্য পদ্ধতি শিখাইবে, ক্রমে বিলাতে এজেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিতে যাই বলিয়া সাগরপারে চলিয়া যাইবে, সেই কাল ব্যক্তি বাজারে দায়ী হইয়া জেলে যাইবে আর পাঁচজন শাদালোকে তাহার কথা লইয়া সম্বাদপত্রে ভারতবাসীর নিন্দা করিবে। এই নিয়মের যে লঙ্ঘন করে, সে বাতুল সুতরাং আমরা অনেককে বাতুল বলি, আমাদিগের কথা ধরিয়া আমাদিগের ভাগ্যবান মহাশয় রাগ করিয়া পায়োনিয়রের মত পত্র লিখিলে তাঁহার হাতে গন্ধ হয় মাত্র।

"বাদসায়েই কি, আর অন্য কিছুতেই কি, হিন্দুরা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী যে হিন্দু আপনার জাতি স্বীকার করিয়া মিথ্যা কহে, [এমন আছে কি?] তাহাকে ইহারা কিরূপ ঘৃণা করে তাহা বর্ণনীয় নহে।"

হিন্দুরা যে মিথ্যাবাদী অন্য জাতিরা মিথ্যা কাহাকে বলে জানে না, তাহার প্রমাণ হিন্দুদিগের অলঙ্কারে শিল্প চাতুর্য্য নাই, তাহারা শোভা সৌন্দর্য্য বুঝে না। অন্য উদাহরণের প্রয়োজন হইলে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা যে রাশিরাশি রিপোর্ট প্রত্যহ লিখিয়া আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাও স্মরণ করিয়া দিতে পারি।

"শাস্ত্রানুমত আচার লঙ্ঘন করিলেই ইহারা নিন্দনীয়, পাপে নিন্দনীয় নহে ... মনুষ্য মানকে হত্যা করিলে তাহাকে অবাধে মার্জ্জনা করে,

কিন্তু গো——মাংস ভক্ষণ করিলে, তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই। একজন হিন্দুর জল করিতে ইচ্ছা হয় করুক, কিন্তু একজন ইতর জাতির হস্ত হইতে যেন কখন জল গ্রহণ করে না। সামাজিক অপরাধ বিষয়ে ইহাদের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মত আছে। যথাঃ——

'খুন, বড়লোকে করিতে পারে।'
'পরস্ত্রী হরণ,—উচ্চ প্রাচীর দ্বারা নিবারণ করা যায়।'
'রাহাজানি—পথে ঘাটে চলাই অকর্ত্তব্য।'
'মিথ্যাসাক্ষী—মোকদ্দমার অংশ মাত্র।'
'চৌর্য্য—মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। ঠাকুরেরাও চুরি করেন।'

উদাহরণগুলি অসম্পূর্ণ আছে, আমরা পূরণ করিয়া দিতেছি—খুন, বড়লোকে করিতে পারে, বিশেষতঃ ইংরেজে।
পরস্ত্রী হরণ,—উচ্চপ্রাচীর দ্বারা নিবারণ করা যায়। ইংরাজের স্ত্রী হইলে উচ্চ প্রাচীরও অকর্ম্মণ্য হয়।
রাহাজানি—পথে ঘাটে চলাই অকর্ত্তব্য বিশেষতঃ লালবাজার প্রভৃতি যেসকল স্থানে ইংরেজের গতিবিধি আছে—
মিথ্যা সাক্ষী—মোকদ্দমার অংশ মাত্র—বিশেষতঃ যেখানে ষ্টিবেন সের প্রমাণ বিষয়ক আইন প্রচলিত আছে এবং বিচারক সাহেব।
চৌর্য্য—মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। ঠাকুরেরাও চুরি করেন। রাজ্যাদি স্থাবর সম্পত্তি অতি প্রধান চোরেরা যখন চুরি করেন, তাহাদিগকে তস্কর বলিতে হয়।

"পলিটিক্স ইহাদিগের কিছুমাত্র নাই। স্বদেশমধ্যে একজন রাজার রাজত্ব ব্যতীত অন্য কোন রূপ রাজত্ব হইতে পারে, তাহার ধারণাই ইহাদের নাই। ব... যে রাজা সম্বন্ধে, কোন কথা কহিতে পারে এ কথা হিন্দুরা ভাবিতেই পারে না।"

তবে যে দেশীয় সম্বাদপত্র সকল কোন এক রাজা সম্বন্ধে নানা কথা কহে, তাহা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে নহে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে হইলে অবশ্য সে কথায় গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেন। পলিটিক্স বুঝেনা ত বর্ত্তমান রাজত্ব সম্বন্ধে লিখিবে কিরূপে?

"একতা কাহাকে বলে, তাহা ইহারা জানে না। সভা, সমাজ, জাতি, দল, কোম্পানি ইহাদিগের মধ্যে এ সকল কথার কোন অর্থ নাই। সকলের বিরুদ্ধেই হিন্দু অস্ত্র চালনা করিতে পারে। কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ কোন কার্য্যে সাধারণের কি হবে, কি না হবে, এ কথা যে তাহাকে বুঝাইতে যায়, তাহাকে ইহারা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। এই জন্যই ইহাদিগের গ্রাম নগর পূতিগন্ধ পরিপূরিত নরকের নমুনা স্বরূপ, ইহাদিগের পানীয় জল নিতান্ত অপরিষ্কার, ইহাদিগের পথ ঘাট জীর্ণ ও কদর্য্য, ইহাদিগের গো অশ্ব, মহিষাদি নিতান্ত হীন দশাগ্রস্ত এবং ইহাদিগের মাতৃভূমি বিদেশীয়গণের কর কবলিত।"

এই জন্যই ইহারা জাতিবের তাড়িত বৈদেশিকগণের কটূকাটব্য মস্তকে ধারণ করিতেছে।

সদর আলাগণের আশা কি?

১৮৬০ সালের ৩২ আইন অনুসারে যখন শিয়ালদহে প্রথম ছোট আদালত হয়, তখন একজন সদরআলা সেই ছোট আদালতের জজ হন, ও তাঁহার পরেও আর একজন হইয়াছিলেন। তাহার পর ক্রমাগত তিন জন সিবিলিয়ান সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সদরআলাগণের উপর এটি একটি অত্যাচারের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। রাইলাণ্ড সাহেব, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজ হইলেন। সদর আলারা এখন মনে করিয়াছিলেন, যে ইনি ছোট আদালতের জজের কর্ম্ম করিবেন মাত্র, কিন্তু পাকা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটই থাকিবেন। ২৮এ জানুয়ারি কলিকাতা গেজেট দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়াছেন। রাইলাণ্ড সাহেব প্রথম শ্রেণীর সদর আলা এবং ছোট আদালতের জজ হইয়াছেন। এখন বলা হইয়াছে যে এ পাকা বন্দোবস্ত নহে, কিন্তু পঞ্চানন বাবুর পেনসন মঞ্জুর হইলা মাত্রই সম্ভবতঃ ইনিই একর্ম্মে পাকা হইবেন। কাম্বেল সাহেবের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট গণের উপর চিরকাল শুভদৃষ্টি আছে, কিন্তু এরূপ এক দলের চিরসঞ্চিত আশার ধনে বঞ্চিত করিয়া, অন্য দলের উদর পূর্ত্তি করা ভাল হইতেছেনা। বিশেষতঃ রাইলাণ্ড সাহেব ইংরাজ, যোগ্য সদর আলাগণের অধিকাংশই বাঙ্গালি, সুতরাং রাইলাণ্ড সাহেবের নিয়োগে আবার শাদাকালার একটি পুরাণ কথার তোলাপাড়া হওয়াও গবর্ণমেণ্টের প্রশংসার কথা নহে। যাহা হউক সদর আলা গণ চির দিনের কাঙ্গালী, কখনই ইহারা

গবর্ণমেণ্টের নেকনজরে পড়িলেন না, ইহার উপর এত অত্যাচার হইলে নিতান্ত নির্দ্দয়তা প্রদর্শন হয়। একটি আইন হইয়া রহিয়াছে যে সদর আলারা হাই কোর্টের জজ হইতে পারেন, আজ বারবৎসর এই নিয়মটি হইয়াছে, ইহার মধ্যে এমন একজনও উপযুক্ত লোক মিলিলনা যে হাইকোর্টে বসিয়া আপীল শুনিয়া রায় প্রকাশ করিতে পারেন? অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় আবার ছয় মাসের ছুটি লইতেছেন, শুনা যাইতেছে, যে জজ কীল্ড সাহেব বা রিবর্স টমসন মহোদয় তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। কেন সদর আলার মধ্যে এক জনও লোক নাই? যাহারা প্রথম আদালতে মোকদ্দমা করিয়া বৃদ্ধ হইলেন তাঁহারা আপীলের বিচারে একেবারে অপারগ আশ্চর্য্য বিচার!! আশ্চর্য্য বিবেচনা!! তাহাতেই বলিতেছি সদর আলা গণের আশা ভরসা কিছু নাই।

বসন্ত পঞ্চমীর পর বসন্তক দেখা দিয়াছেন। বসন্তক বলিয়াছেন যে তিনি সমাজে দেখা দিয়াই সমালোচন জন্য পুস্তক বা পত্র পাইতে আশা করিতে পারেন না, সেরূপ না পাইয়াও তিনি পত্রাদির সমালোচন করিবেন। আমাদিগের সাধারণীরও সেই দশা। আমরা পত্রাদি পাঠ করিতে পাই, লই সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতে পারি, গত সপ্তাহে তত্ত্ববোধিনী সম্বন্ধে এই রূপ দুইচারি কথা বলিয়াছিলাম, ... [illegible]

বসন্তকের চিত্র গুলি যে রূপ সুন্দর ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছে, প্রবন্ধাদির রচনা সে রূপ সরস বা স্ফুট হয় নাই। ইহাতে আমাদের হর্ষ বিষাদ হইয়াছে। দেশীয় চিত্রকরেরা যে এরূপ চিত্রপটু তাহা আমাদের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিলনা। তাহাতেই হর্ষ। হুতোমের প্রতিভারের লেখার রস ফুটিলনা, তাহাতেই বিষাদ।

দেশীয় সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রদান প্রবন্ধে, অমৃত বাজারের গন্ধ অত্যন্ত নিঃসৃত হইতেছে। প্রবন্ধটিতে যদি অমৃতবাজার লেখকগণের কোন হস্ত না থাকে, তবে এদোষ মার্জনীয় নহে।

ভারতীয় ঘট বুঝিতে পারিলাম না।

মিউনিসিপাল বাজার বাটীতে বাজীকরের বাম পার্শ্বে কৃষ্ণকায় অষ্টিনকে ওরূপ ঘৃণিত আকারে স্থাপিত করা ভাল হয় নাই। বাসন্তিকা এরূপে ভদ্র লোকের অপমান করিতে মথার দিব্য দিয়া বারণ করিয়া দিয়াছিল, বসন্তক বোধহয় বাসন্তিকার ঈষৎ স্ফীত বাম পদাঘাত লাভ করণাভিলাষী হইয়াই তাঁহার গুরুবাক্য অবহেলা করিয়া থাকিবেন। ভবিষ্যতে এরূপ হইলে আমরা বাসন্তিকে ... শিখাইয়া দিব তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সপত্নীগণের অন্ত গমন করেন। বসন্তক সাবধান।

প্রাপ্ত।

নূতন ফৌজদারি কার্য্য বিধি।

অর্থাৎ।

১৮৭২ শালের ১০ আইন।

আমরা গত সংখ্যায় উক্ত আইন অন্তর্গত সরাসরি বিচার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছি। পুনঃ সেই বিষয়ে অদ্য আর কয়েকটী কথা বলিব।

বিচারক সবিজ্ঞ এবং ন্যায়পর না হইলে তাহার স্থানে সুবিচার প্রত্যাশা করা যাইতে পারেনা। আমার অবিচার করিলে লোকে মন্দ বলিবে এবং আমার বিচারের উপর আপিল আছে—তাঁহার মনে এই দুইটী জ্ঞান প্রবলরূপে বর্ত্তমান না থাকিলে তিনি সদ্বিচার করিতে কখন আপনাকে বাধ্য জ্ঞান করেন না। সচরাচর সরাসরি বিচারের ভার, ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটদের হস্তে সমর্পিত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তুমি আমি দণ্ডিত হইলে তোমার আমার কষ্টকায় বন্ধু ভিন্ন দণ্ডবিধাতা মাজিষ্ট্রেটের কোন স্বেতাঙ্গ বন্ধুদের কোন কথা বলার সম্ভাবনা নাই। তোমার আমার কথায় ইংরাজের কি? গগনবিহারী শশাঙ্ক দেবের প্রতি মুখোত্তোলন করিয়া শশান, চারী কুক্কুর চীৎকার করিলে তারাপতি কি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন? যখন সরাসরী বিচারের প্রায়ই আপিল নাই এবং আমাদের ন্যায় নরাধমগণ ... [illegible] ... মাজিষ্ট্রেটদের আবশ্যক, তখন এরূপ বিচারস্থলে আসামীর সুবিচার প্রত্যাশা করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিলক্ষণ বোঝা যাইতেছে। এই সঙ্গে আর একটী কথা স্মরণ করিলে আসামীকে এককালে হতাশ্বাস হইতে হয়। মাজিষ্ট্রেটগণ এতদ্দেশস্থ দক্ষ পুলিষের যমজ ভ্রাতা এরূপ বলিলে অনেকস্থলে অন্যায় বলা হয় না।

কাম্বেল সাহেবের ব্যবস্থানুসারে ডিষ্ট্রিক্ট এবং জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট দিগকে আজ কাল অনেক বিষয়েই দৃষ্টি রাখিতে হয়। এমন বিষয়ই নাই যাহা ইহাদের করিতে হয় না। ইহারা আজ কাল দেখুন, যোলে অঙ্গলে সকলেই আছেন। ইহাঁদিগকে কখন ইঞ্জিনিয়র, কখন, ডাক্তার, কখন টিচার, কখন কৃষক হইতে হয়। ধর্ম্মের সহিত বিশেষ সম্পর্ক নাই বলিয়া ইহাদের ধর্ম্মযাজক হইতে হয় না। এইরূপ বহু বিষয়ে যাহাদের সর্ব্বদা মনোনিবেশ তাহাদের বিচার ভ্রান্ত হওয়া নিতান্ত সম্ভব। এমত স্থলে হয় সরাসরী বিচারের আপিলের বিধি করা উচিত, কিম্বা উহা এককালে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

যেদিকে এবং যে বিষয়েই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি আজ কাল তাহাতেই সত্বরতা দেখিতে পাই। তার যোগে বিদ্যুৎ গতিতে সম্বাদ আসিতেছে। দুই দিনে লোক কলিকাতা হইতে আগ্রা যাইতেছে। বিসূচিকা পীড়ায় নিমেষ মধ্যে, লোকলীলা শেষ হইতেছে। আজ নালিষ করিয়া চারি পাঁচ দিনের মধ্যে ছোট আদালতের কৃপায়

লোকে আপন দাবি বুঝিয়া পাইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় বলিবেন তবে ফৌজদারী কার্য্য বিধির মধ্যে সরাসরী বিচারের বিধান কেন থাকিবে? থাকিতে আমাদের আপত্তি নাই [শ্রীশিশু! ইংরাজ রাজপুরুষেরা ইচ্ছা করেন রাখুন] কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই রেলগাড়ীর মন্থর গতি প্রার্থনীয় বলিয়া গাড়ী উলটিয়া রেলের ধার এবং পারমেণ্টস্থানে পকত্ব প্রাপ্ত হয় এগুলি কখন বাঞ্ছনীয় নয়। নথীতে সাক্ষীর জবান বন্দী এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারের উপর আপিল থাকিবার বিধান করা হউক। নচেৎ কেবল সত্বরতা নিবন্ধন সরাসরী বিচার বাঞ্ছনীয় হইতে পারেনা।

ইহা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে যে বাটীর কর্ত্তা স্বীয় পরিবারস্থ কলহ বিবাদের মীমাংসা এবং তাহা ভঞ্জন করিয়া থাকেন। এই সকল স্থলে গৃহ স্বামী, বাদী বাদী ভক্ত হরি এবং গোঁসাই দাস এই সকল দাস দাসী দিগকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বিচার কার্য্যের সমাধা করেন। সরাসরী বিচার ও সেই প্রণালীতে হইয়া থাকে। সাক্ষী দিগকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা আসামীর জবাব গ্রহণ এবং তৎপরে তাহার দণ্ড। (বিশেষ তাহা বল না থাকিলে আজি কাল অব্যাহতি নাই।) কিন্তু গৃহ স্বামীর সম্মুখে অপরাধীকে ভীষণ তৈল যন্ত্রের ত্রিকাট নির্ম্মিত টিকটিকীর মূর্ত্তি দেখিতে হয় না। বিবেচনার সামান্য ভ্রম ত্রুটি জন্য যথায় এরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা সে স্থলে বিচারার বিষয়ের সকল দিক দৃষ্টি করিয়া এবং [illegible] পরিণাম সহ তাহার গুণ বিবেচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্রমশঃ——

সংবাদ।

গত সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট ভবনে এম, এ, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ২০ জন ইংরাজি সাহিত্যে ১৭জন ইতিহাস ও ব্যবস্থার শাস্ত্রে, ৯ জন মানস ও নীতি বিজ্ঞানে ৫ জন অঙ্ক শাস্ত্রে, ৩ জন সংস্কৃত সাহিত্যে ২ জন পদার্থ বিজ্ঞানে ও ১ জন আরবি ভাষায় পরীক্ষা দিয়াছেন।

ডাং এম, সি, মেকনামারা শীঘ্র দুই বৎসর বিদায় গ্রহণ করিয়া বিলাত গমন করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ডাং কেলী তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন। নূতন নেটিব হস্পিটালে মেকনামারার একখানি প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার জন্য চাঁদা তোলা হইতেছে। নূতন নেটিব হস্পিটালটি কেবল তাঁহরই যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনারেবল মাজিষ্ট্রেট আবদুল গণির পুত্র খাজে আসেনুল্লা বরিশালের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে শস্য লইয়া যাইবার জন্য তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে কিছুদিনের নিমিত্ত আপন বাষ্পীয় পোত খানি প্রদান করিয়াছেন।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী শীঘ্রই একটি বৈদিক বিদ্যালয় খুলিবেন। বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলানার্থ ১০০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে এবং প্রতি মাসে ৬০।৭০ টাকা আদায় হইতে পারিবে। সরস্বতী মহাশয় এমন প্রত্যাশা করিতেছেন।

বড়িশা নিবাসী একজন শিক্ষক "আমি এম, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ বলিয়া" হাবড়া নিবাসী একজন কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করেন। পরে প্রকাশ পায় যে শিক্ষকটি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পাত্রের গুণ শুনিয়া জাতি কুলের বিষয় বড় বিবেচনা করেন নাই। যখন প্রকৃত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন ব্রাহ্মণ একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণগণ! সাবধান। যে এম, এ, বি, এর ছড়াছড়ি, কেহ যেন মেকি চালাইয়া না যায়।

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুর সি, এস, আই পাঞ্জাব পরিভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাহার যে আঙ্গলো মুসলমান কালেজ হইবার কথা হইতেছে তাহার সাহায্যার্থে তিনি সাত হাজার টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

রামপুরের নবাব সাধারণ দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ দুইলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

সুমাত্রা দ্বীপ হইতে সম্প্রতি সমাচার আসিয়াছে যে ওলোন্দাজ দিগের এক্ষণে যে সৈন্য আছে তদ্দ্বারা কখনই [illegible] জয় হইবে না। ক্রেটন নামক দুর্গ [illegible] হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। নূতন সৈন্যদল আসিয়া না পৌঁছিলে তাহারা পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিবেন না। ফলতঃ ওলোন্দাজগণ বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবে। নানা রোগ বশতঃ তাহাদের সৈন্য সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তাহাদিগের শত্রু সংখ্যা বিশ হাজারেরও অধিক হইবে এবং তাহারা এমন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে যে তাহাদের ওলোন্দাজগণ সহজে পরাজয় করিতে পারিতেছে না।

বাস্ত হইতে টিহারণ পর্য্যন্ত যে রেইল রাস্তা হইবার কথা ছিল, তাহার তৃতীয়াংশের এক অংশ, ব্যারন রিউটরের এঞ্জিনিয়র গণ জরিপ করিয়াছে। রোস্তাবাদের রাস্তায় মাটি ফেলা হইতেছে। পাথরের খোয়া ও গালাং কাষ্ঠ ফলক সকল প্রেরিত হইতেছে এবং কাস্পিয়ান হ্রদ তীরস্থ বাকু নামক বন্দরে রেইল প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাস্ত নগরের নিকটস্থ এঞ্জেলি নামক নগরে শেষ ষ্টেশন হইবে স্থির হইয়াছে। ডাং টিসেজি নামক এক ব্যক্তিকে রিউটার সাহেব ভূগর্ভ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি রিপোর্ট করিয়াছেন কাশবিন নামক নগরের নিকট প্রশস্ত কয়লার খনি আছে।

সম্প্রতি আমীর শিয়ার আলী আপন মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আকুব খাঁর হস্ত হইতে হিরাটের

524

সাধারণী লইয়া যতদিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত [illegible] তাহার প্রত্যেক মাসের ৮০ আনা হিসাবে কাটিয়া [illegible]।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

সাধারণীর এজেণ্ট।

[illegible] যুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল বসু কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর,
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ নিয়োগী.
পে একজামিনরস অফিস, কলিকাতা।

ইনি কলিকাতার গ্রাহকগণের নিকট হইতে রসীদ দিয়া সাধারণীর টাকা লইতে পারিবেন ইতি।

[illegible]বোধ।

[illegible] হিত বোধ প্রকাশিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। আকার [illegible] বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল [illegible] ইহাতে সাহিত্য, নীতি-[illegible] সম্বন্ধীয় গদ্যপদ্য রচনা [illegible] হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচ[illegible]
হেডমাষ্টার
[illegible] ভাঙ্গামোড়া স্কুল।

[illegible]র নিয়ম।

...	...	[illegible]
...	...	[illegible]
...	...	[illegible]
...	...	৮০
...	...	[illegible]

[illegible] গবে না।

[illegible] আপন নিবার নিয়া[illegible]

[illegible] পাঁচকড়ি রায়।
[illegible] ধ্যক্ষ ভবন।

[illegible] পংক্তি দুই আ[illegible] [illegible] ন্ত হইলে [illegible] বম করা হইবে।

এই পত্রিকা চুঁচুড়া কল্পতরু [illegible] ধারণী যন্ত্রাগারে [illegible] শ্রী পাঁচকড়ি রায় কর্তৃক প্রতি রবিবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত [illegible]।

TORN PAGES

২০৯৪১; পাবনা ৩১৭১১ জন; মনকোনিয়া হইতে ৩৯১৯ জন; মোরিস দ্বীপ হইতে ১১৬২ জন; অষ্ট্রেলিয়া হইতে ১১৩০। ইহার মধ্যে ২৯৮৬ জনের চাকরি পেশা। ১৮৭৯২ জন শিল্পী। ২৩৪৯৪৩ জন কিছুই জানেনা, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বালক এবং স্ত্রীলোক। আসিয়ার মধ্যে হইতে কেবল এক চীন হইতে গিয়াছে। চীনে আর লোক ধরে না। ভারতবাসী দিগের কোথাও দাঁড়াবার স্থান নাই। স্বর্গে গেলেও স্থান জানিতে হইবে। দুর্বলের কোথাও সুখ নাই। দিহ্ন শিখর মধ্যেও অধিপত্য করিয়া থাকে।

মিলের 'মানব স্বভাব,' নামে একখানি বই লেখা আছে। বিলাতের সম্মান এবং কোম্পানি তাহা ছাপাইবেন।

বারিপুরের বাবু রাজকুমার চৌধুরী প্রচার বৈকালে তাঁহার 'অভিনব উদ্যানে' তাঁহার দরিদ্র প্রজাগণকে প্রচুর বিতরণ করিয়াছেন।

৩১ জানুয়ারি তারিখে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর লিউইসের নাট্যশালায় অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতার কোন হিন্দু নাট্যশালায় একদিন পায়ের ধুলা দেন ত ভাল হয়।

আগামী বুধবার মাঘ সংক্রান্তি দিবস হইতে হিন্দু মেলার কার্য্য আরম্ভ হইবে। ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার, অপর সর্কুলার রোড ৮১নং মির্জাপুর পার্শী বাগানে সমারোহে পূর্ব্বক মেলা হইবে। আমাদিগের প্রকৃত নিবেদন, মেলায় অধ্যক্ষেরা একদিকে ... কোন ... কী ... [illegible]

... পর্য্যন্ত রাখিবেন। ... দেখিতে পাইবেন। ... প্রথম প্রধান দান।

... জেহান্ গীর বাহিরের ... একটি বাঙ্গলা ঔষধালয় স্থাপনার্থে ৮০০০০ টাকা ... করিয়াছেন। আমাদিগের মহারাণী স্বর্ণময়ী দানে কল্পতরু হইয়াছেন, বহরমপুরে একটি অনাথ শালা স্থাপন করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিলে সকলেই আহ্লাদিত হইবেন।

প্রেরিত।

গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর।

মহাশয়!

ন্যাশনেল থিয়েটর ছাড়িয়া, কয়েকজন অভিনেতা কলিকাতা বিডনষ্ট্রীটে "গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর" নামে স্বতন্ত্র নাট্যমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। "লুইস ..." অনুকরণে ইহাঁদিগের রঙ্গালয় গঠিত হইয়াছে ... নও উহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হউক, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাঙ্গালা নাটক অভিনয় যে ... হইয়াছে, এরূপ সুপ্রশস্ত ও সুরম্য রঙ্গস্থল ... দেখা যায় নাই। রঙ্গভূমির পারিপাট্য ও ... জন্য ইহাঁরা যেমন মুক্তান্তরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তেমনি জ্যোৎস্নার শোভাতে কোন প্রকার ক্রটি না হয়, তাহাতেও যত্নের ক্রটি করেন নাই। এজন্য ইহাঁরা ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। চিত্রপটগুলিন সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে। কিন্তু যে সকল দৃশ্য উহাতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয় না হইয়া কিছু বিলাতী বিলাতী হইয়াছে। বোধ হয় চিত্রকর এতদ্দেশীয় নয় বলিয়া এরূপ হইয়া থাকিবে। যাহাহউক, রঙ্গস্থল ও চিত্রপট দেখিয়া যেমন প্রীত হইয়াছিলাম, অভিনয় দেখিয়া সেরূপ প্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। এমত সুন্দর রঙ্গস্থানে, সঙ্গপ্রতিষ্ঠ অভিনেতৃগণের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গীন উত্তম হয়, সকলেই প্রত্যাশা করেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে হয়। এইজন্য ইহাঁদের অভিনয়ে যে সকল দোষ দৃষ্ট হইল, তাহা প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করিলাম।

বিগত ৫ই, মাঘ শনিবার রাত্রিতে "প্রণয়পরীক্ষা নাটক" অভিনীত হয়। মহামায়ার কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের মতন নয়, এমন কি ক্রমশঃ যাত্রার দূতীর ন্যায় কাণে বাজিতে লাগিল। কাজলা ছোট একটি ছুকরী, হাভভাব আধাবয়সী স্ত্রীলোকের মত দেখায় নাই। কিন্তু তাহার গলার স্বর ঠিক কাজলার মত। অভিনেতৃগণ নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ছাড়িয়া দিয়া ভালই করিয়াছিলেন। মধুরভাষিণী সরলা সৌন্দর্য্যগুণে ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে সকলেরই নিকট মনোহারিণী হয়েন। দুঃখের বিষয়, ইনি যত বড় লোকের স্ত্রী তদুপযুক্ত বসন ভূষণ কিছুই দেখিতে পাইনা ... যখন দেখিলাম যে সরলার একখানি বই বস্ত্র নাই, তখন মনে যে কেমন হইল তাহা আর কি বলিব। সুশীলা বলিলেন "এমন করে কবিতা রচতে না পারিলে—" কেমন করে? কোথায় কে কবিতা? বোধহয়, ধারকের (প্রমটরের) নিকট। তাই সরলা উঠিয়া আনিতে গেলেন। চমৎকার আর কি! প্রথমতঃ সুশীলার কথাতেই বুঝা গেল যে সে কবিতা তাঁরই হস্তে। তা হউক, দ্বিতীয়তঃ সরলার শয়ন কক্ষেই থাকা উচিত। তাও না। যখন চন্দ্রকলার কবিতা পড়িল, তখন সুশীলা কাষ্ঠপুত্তলীবৎ বসিয়া রহিলেন। সুশীলা বলিতে না বলিতে চন্দ্রকলা অমনি গান ধরিলেন। অথচ সুশীলার নিকট এই প্রথম মুখ ফুটিল। নটবর গুলিখোর নহেন; "নবশোরাপোরাই" মাতুলাল। নৃত্য, গীত, রঙ্গ, ভঙ্গ, রসিকতা কতই হইল। সরলা, সুশীলা ও চন্দ্রকলা চক্ষে দেখিলেন এবং কর্ণে শুনিলেন এই মাত্র। ইহাতে তাঁহাদের মনোমধ্যে যে কিছু হইল সেটুকু আর বাহিরে ফুটিল না। বিশেষতঃ সুশীলা যে জড়মবী, সেই জড়মবী। বরঞ্চ জড় নাড়িলে নড়ে, এ তাও না। কথা এই, অভিনয় কালে এক জনের বাক্যে অপরের কিরূপ অন্তর্ঘাত হয় তাহার প্রস্ফুটন হওয়া চাই। ইহাই নাটকাভিনয়ের প্রধান গুণ। দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক। বাটীর ছাদ। কই দেখিতে পাইলাম না। কেবল একটি প্রাচীর দেখিলাম। তদুপরে দুইটি নারী শাখামৃগবৎ বসিয়া আছেন। এরূপ ছাদ না করিলেই কি নয়? ষ্টেজ ম্যানেজার বাবুর কি এই বিশ্বাস যে, ছাদ দেখাইতে হইলেই উচ্চস্থান চাই? আমরা জানিতাম যে ছাদ এবং ভূতল উভয়দৃশ্য এককালীন প্রদর্শন করিতে হইলে স্বতন্ত্র সৌধশিখর করিতে হয়। নচেৎ শুদ্ধ বাটীর ছাদ রঙ্গমঞ্চোপরি প্রদর্শিত হইলে কিছুই দোষ হয় না। সরলার সর্ব্বনাশের পরামর্শ স্থির এই অঙ্কে হইল। কিন্তু পরামর্শকারিণীদিগের, "পাছে কেহ শুনে" এরূপ সতর্কিত ভাব কিছুই দেখিলাম না। কালীবাটী দেবালয় বলিয়া বোধ হইল না। খঞ্জকে বাধ্য করিতে হইবে, নটবর উহার কাণে কাণে দুই একটি কথা বলিয়া কিরূপ বুঝাইয়া দিলেন? আরও জিজ্ঞাসা করি, নটবর কুলীন ব্রাহ্মণ, ভদ্র সন্তান; একজন অতি নীচ খঞ্জ যাচকের ভিক্ষাঝুলি হইতে সন্দেশ লইয়া খাইতে কি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ঘৃণা হইল না? ধন্য রুচি! দর্শকগণেরও ধন্য রুচি! যে এই দেখিয়া উচ্চরবে প্রশংসাধ্বনি করিলেন! কাজলা জানিত যে, এইবার তাহাকে বেলগাছে উঠিতে হইবে, সুতরাং সে একেবারে গাছকোমর বাঁধিয়া উপস্থিত। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শান্ত বাবুর অভিনয় উত্তম হইল। ... রামজী, স্বর্গীয় কর্ত্তার আমলের লোক, একথা তারই মুখে প্রকাশ—তবে বৃদ্ধ না হইয়া একজন অল্পবয়স্ক যুবক হইল কি প্রকারে? অভিনেতার বয়স, অবস্থা, ও বেশ ভূষাতে আর উহার মুখের কথাতে অসংলগ্নভাব থাকা বিশেষ দোষ। মহামায়ার পর সরলা আসিলেন। প্রে-... [illegible]

কেমন দুরদৃষ্ট, তাও ... লাগিল না। আর ... দৈব দোষ, কি নাটকখানির দোষ বলিতে পারি না। এবার সুশীলা শীলময়ী। শীলাসম কঠিন তাঁহার চিত্ত, কিছুতেই হেলে না দোলে না। ছোট বউর সহিত মুক্তো খাইবার বড় সাধ ছিল, গুলিখোর স্বামী সে সাধে বাদ সাধিলে, অবশ্যই তিনি অন্তর্ভেদী ব্যথা পান। কিন্তু তাঁহার পাষাণ হৃদয় ভেদ হইবার নয়। পতিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "সে যে পাথর" আমরা বলি নিজেও তাই। "তাও ত খোলা যায়" সরলার এই কথা সুশীলাতে খাটিল না। পরে সহসা অমনি দুজনেই উঠিয়া প্রস্থান করিলেন: কি কারণে বুঝিতে পারিলাম না। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে চন্দ্রকলার অভিনয় ভাল হইল না। বাঁশী শুনিয়াই কিরূপে স্বামী বলিয়া চিনিলেন? ভাল, যেন তাঁহার হারানিধি প্রাণপতির গান শুনিয়া চিনিলেন। অবশ্যই অমনি তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। মুখেও গান ধরিলেন। কিন্তু হৃদয়তন্ত্রীর সহিত সে গীতের সুরের মিল হইল না। বেসুরা লাগিল। বাস্তবিক তৎকালোচিত আশা, ভয় ও ব্যাকুলতা, তরলা কিছুই দেখাইতে পারিলেন না। গীত-গুলিন বেস মিষ্ট লাগিল। কিন্তু ওরূপ কবির উত্তরা কাটাকাটি না হইলে ভাল হইত। শান্ত বাবুরও গীতময় একখানি বই দেখিলাম না। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখি সরলা কি করেন। পূর্ব্বে তাঁহার মানস সরোবর শুষ্ক ছিল, এক্ষণে সে মানস পূর্ণ হইয়াছে। আর বিরহ বহিতাপ নাই, মিলন ... হইয়াছে। দেখিব এইবার পূর্ণ সুখ ... কৌমুদী দীপ্ত হয়, আনন্দ হিল্লোল বহিতে ... লহরীলীলা কই? কই বাপীর তরল হৃদয় তর্ তর্ করিতেছে? জ্যোৎস্না খেলিতেছে কই? এ সব কিছুই নাই! কেবল নামেই তরলা! পরে সরলা, তরলা ও সুশীলা একত্রে মিলিত হইলেন। কত আহ্লাদ! আবার সকলই কুশল। তাও বলিলেন ও শুনিলেন। কিন্তু সে আহ্লাদ কিছুই ফুটিল না। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শান্ত বাবু অসী হস্তে সদারং বেশধারী ব্যক্তির পশ্চাৎ ধাবমান কালে ভূমে পতিত হইলেন। চোর পলায়ন করিল। এখন সরলা কোথায়? এইবার সরলার গতি কি হইবে? ইহা দেখিবার জন্য দর্শকবর্গ এককালে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন। অমনি পট ক্ষেপণ হইল। আঃ! এমন সময় এমন রসভঙ্গ করিতে হয়! এই গর্ভাঙ্কের অব্যবহিত পরেই ... গর্ভাঙ্ক হওয়া উচিত। তাহা না হইয়া দুই তিন গৎ ঐকতান বাজন বাজিয়া গেল। পট আর উত্তোলিত হয় না। অনেক পরে উঠিল। দেখিলাম সরলা শয়িতা। তা না আছে পর্য্যঙ্ক, না আছে রীতিমত শয্যা। বলিতে কি, একটি উপাধান পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। মহামায়া সগত যাহা বলিলেন ভাল লাগিল না। "এখান থেকে সর" বলিয়া শান্ত বাবুর প্রবেশ ভাল হইল না। নেপথ্য হইতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতে ... [illegible]

কাজলা বলিল "... ইহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ... বক্তৃতা অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইল। বস্তুতঃ তাঁর অভিনয়ে যে দোষ দৃষ্ট হইল, নাটকখানিরই স্কন্ধে তাহা ফেলা উচিত। নটবরের অভিনয়ে মধ্যে মধ্যে প্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। মিলন সময়ে, সরলা, কোথায় ছিলেন, কিরূপে রক্ষা পাইলেন, কে রক্ষা করিলেন এই পরিচয় না দেওয়াতে শেষেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, সকলই দোষের কথা বলিলাম। গুণ কি কিছুই নাই? অবশ্যই আছে। তবে কি না, এমত বিখ্যাতনামা সুশিক্ষিত অভিনেতৃদলের অভিনয়ে এমন সকল দোষ থাকা কোন মতে উচিত নয়। অল্প আয়াসেই ইহার সংশোধন হইতে পারে। আর এক কথা এই, ইহাঁরা যেন রঙ্গভূমের উপকরণ সামগ্রী ও বেশ ভূষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। যখন ইহাঁরা দেশীয় নাট্যাভিনয়ের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তখন ভরসা করি বোধ হয়, কোন বিষয়েই উপেক্ষা করিবেন না। অন্ততঃ যে কোন নাটক অভিনয় করুন, যেন প্রতিকৃতি সহ পরস্পরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্বভাব ও রুচিসঙ্গত পরিবর্ত্তন করিয়া ... করেন, ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ।

কশ্চিৎদর্শক।

526

TORN PAGES

বি[illegible]।

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাস হয়েন। শরীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অপরাপর নানা প্রকার অত্যাচারণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং অনিবার্য্য মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫, পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

[illegible]বা।

[illegible]শা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, [illegible]মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিমবাবুর কৃত বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা, কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য এক এক টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকগণ দুই আনা হিসাবে ডাকমাসুল সমেত মূল্য পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

ভবিষ্যতে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নামে যিনি পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি বহরমপুরে ঠিকানা দিবেন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ঠিকানা দিবেন।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইন্দিরা।

[illegible]ত উদ্ধৃত ইন্দিরা নামক উপন্যাস বঙ্গ[illegible] বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ।০ আনা,

বিদেশস্থ গ্রাহকগণের এক আনা অতিরিক্ত ডাকমাসুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৫০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখো[illegible], এম, এ, বি, এল [illegible]তারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা।

[illegible]লাল বসু
কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৩
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	২
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	১৷০
মাসিক	৷০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৴১০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য অন্য নিয়ম করা যাইবে।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হ।

REGISTERED No. 198[illegible]

৬৮ 527

সাধারণী

১ ভাগ। চুঁচুড়া—৮ই ফাল্গুন রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। ১১ সংখ্যা

কেদার নাথ দাস।

বাবু কেদার নাথ দাস অস্থায়ী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। মেদিনীপুর তাঁহার জন্মভূমি ও বাসস্থান। সম্প্রতি তিনি অবসর লইয়া নৌকাপথে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পরিবার সঙ্গে ছিল। নৌকার অকস্মাৎ জাহাজের আঘাত লাগে। নৌকা জলমগ্ন হয়। তাহাতে নৌকাস্থ সকলেরই প্রাণ নাশ হইয়াছে। শুনিতেছি কেবল কেদার বাবুর স্ত্রী বাঁচিয়াছেন কিন্তু নিশ্চিত সম্বাদ জানি না। কেদার বাবু নিজে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

[illegible]

ডেপুটি কালেক্টর মরিয়াছেন বলিয়া আমরা পাঠকদিগকে দুঃখিত হইতে বলিতেছি না। অনাগা মনুষ্যের ন্যায় ডেপুটি কালেক্টর গণও কালের অধীন; কাল পূর্ণ হইলে তাঁহারা সকলেই, পরলোক গমন করিয়া অধঃস্থ ডেপুটি দিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, ইহাতে পাঠকদিগকে রোদন করিতে অনুরোধ করিতে পারি না। মৃত্যুর সম্বাদ শুনিলেই দুঃখ করিতে হয়, ইহা, প্রাচীন রীতি সঙ্গত বটে, কিন্তু স্বগৃহে বসিয়া "আহা" বলিলেই সে অবশ্য কর্ত্তব্য সামাজিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। কেদার বাবুর জন্য আমরা যে সকলকে আন্তরিক দুঃখিত হইতে অনুরোধ করিতেছি তাহার বিশেষ কারণ আছে। কোন কোন বিষয়ে কেদার বাবু অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার স্বকৃত—সমাজের সর্ব্বাধস্তন স্তর হইতে, সংগ্রাম করিয়া নিজবাহুবলে তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ বাঙ্গালি কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নাট্যশালার টিকেট ভিন্ন প্রবেশ করা যায় না। এ বঙ্গ সমাজও সেইরূপ আধুনিক নাট্যশালা—ভদ্র ঘরে জন্ম বলিয়া মার্কামারা টিকেট হাতে করিয়া না আনিলে এ নাট্যশালায় প্রবেশ করিতে পারা যায় না—দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, বা জানেলায় উঁকি মারিতে হয়। কুম্ভকারের পুত্র পুরুষানুক্রমে হাঁড়ি গড়িবে—কামারের ছেলে পুরুষানুক্রমে লোহা পিটিবে—উদ্ধার নাই। এই লোহার সমাজ বন্ধ শৃঙ্খল অধুনাতন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে—সম্প্রতি শেষ সেই ভরসা। কেদার নাথ, বীরদর্পে এ শিকল ভাঙ্গিয়া, বিনা টিকেটে এই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের বস্ত্র রক্ষিত নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেকে আজি কালি প্রবেশ করিতেছে বটে, কিন্তু কেদার নাথের মত কেহ না।

কেদার নাথ জাতিতে নাপিত ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বহস্তে জাতিব্যবসা করিয়া দিনপাত করিত। কেদার নাথ যদি বিশেষ ক্ষমতা শালী ব্যক্তি না হইতেন, তাঁহাকেও বাড়ী বাড়ী ক্ষৌরি করিয়া বেড়াইতে হইত।

কেদার নাথ যখন শিশু, তখন কাঁটালপাড়া নিবাসী [illegible]

[illegible] মেদিনীপুরে ডেপুটি [illegible] কালেক্টর ছিলেন। কেদার নাথের পিতা তাঁহার [illegible]নাম ক্ষৌরি করিতেন। উক্ত বাবুর দুই পুত্র তখন মেদিনীপুরে থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন। যখন সঞ্জীবচন্দ্র কেদারের পিতাকে একদিন বলিলেন, যে তোমার ছেলেটি ভাল বোধ হইতেছে, ইস্কুলে পড়িতে দাও না কেন? নাপিত বলিল, যে নাপিতের ছেলে পড়িয়া কি করিবে? আর পড়ার খরচ পত্র আমি কোথা পাইব?

তখন গবর্ণমেণ্ট স্কুলে এক নিয়মে ছাত্রদিগের বেতন দিতে হইত না। যাহার যেমন অবস্থা, সে সেই রূপ বেতন দিত। কিন্তু পুস্তকাদির মূল্য আছে—প্রবৃত্তিকারেরা তাহার ও ব্যবস্থা করিলেন। কেদার, চারি আনা মাসিক বেতনে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রবিষ্ট হইল। অন্যের পারিতোষিক পুস্তকে পাঠাধ্যয়ন করিতে লাগিল।

কেদার এই রূপে শৈশবেই কালা কাড়িতে লাগিল। খেলায় কেদারের জিত ভিন্ন হারি নাই—লেখা পড়া আরম্ভ করিয়াই স্বশ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইল।

অল্পকালে কেদার মেদিনীপুরের ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ অতিক্রম করিল। সে পাঠ জুনিয়র স্কলারশিপের পাঠ মাত্র। তাহার অধিক লেখা পড়া শিখিবার উপায় মেদিনীপুরে ছিলনা—কলিকাতা বা হুগলীতে আসিতে হইত।—দরিদ্র নাপিতের ছেলের তাহা পোষায় না—শীঘ্র শীঘ্র চাকরী করিতে পারিলেই উপকার।

কেহ বা সামান্য কেরানিগিরিতে প্রবৃত্ত। অনেক বাঙ্গালীরই শিক্ষা সমাপ্তি এইরূপে হইয়া থাকে—তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি দেখা যায় না। যে শক্তিসম্পন্ন, তাহার উন্নতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

কেদারের বৈষয়িক উন্নতি অতি দ্রুতপদে হইতে লাগিল। কেহ সহায়তা করিল না—কেহ হাত ধরিয়া তুলিল না—আপন বলে কেদার উঠিতে লাগিল। আজ ছোট কেরানি—কাল হেড কেরানি—তাহার পর জজের অনুবাদক—তাহার পর ইনকমটেক্সের আসেসার—তাহার পর ডেপুটি কালেক্টর। কেদার বাবুর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঁইত্রিশবৎসরের ন্যূন। কেদারের চরিত্র অতি সুন্দর ছিল। তিনি উচ্চ কুলোদ্ভূত নহেন, তাহা কখন ভুলিতেন না। সর্ব্বদা তাহা স্মরণ করিয়া লোকের সঙ্গে বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন এজন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। যাঁহারা উচ্চ কুলোদ্ভব লোকের সঙ্গে সাহঙ্কার ব্যবহার করিতেন, কেদার বাবুর গুণে কেদার বাবুর সঙ্গে সাহঙ্কার ব্যবহার করিতেন না।

যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমরা এ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলাম, তাহা এই। এ বঙ্গদেশে কয় জন কেদার নাথ দাস আছেন?

দুই একজন। কদাচিৎ কোন কৈবর্ত্ত, না গোয়ালা, বা সদ্গোপ, তাঁতি, পৈত্রিক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া উচ্চ পদবীতে আরোহ[illegible] কিন্তু হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, মু[illegible]—এ সকল জাতি হইতে ক[illegible] উঠিয়াছে? একজন ও না। ঈদৃশ নীচ জাতীয় লোকের উৰ্দ্ধোত্থান কি এক্ষণে ঘটনীয়? কদাপি না। বরং সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইয়া পূর্ব্বে অস্ত যাইতে পারে, তথাপি হাড়ি মুচি ডোম, মনস্বী চট্টোপাধ্যায় এবং মহামূর্খ মিত্তজ মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে এক্ষণে মিশিতে পারে না।

সেটি কি সুখের বিষয় না দুঃখের বিষয়! অনেকেই বলিবেন সুখের বিষয়। হাড়ি মুচি ডোমের ছায়া পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য, তজ্জাতীয় কোন লোক ভদ্র সমাজে মিশিবে, বড় লোক হইবে, ব্রাহ্মণ কায়স্থের সহবাস করিবে, ইহার অপেক্ষা অনেকব্রাহ্মণ কায়স্থ মৃত্যু ভাল বিবেচনা করিবেন। এই যে নাপিত পুত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের সমকক্ষ হইয়া পরিভ্রমণ করিত, ইহাই অনেকের কষ্ট কর—আমরা জিজ্ঞাসা করি কেন? নীচ জাতি—হাড়ি হউক, মুচি হউক,—সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, এবং বুদ্ধিমান হইলে, বুদ্ধি শূন্য চট্টোপাধ্যায় এবং নির্দ্ধন বসুর উপরে বসিবে না কেন? সমাজের কঠিন জাতি বন্ধন হেতু ইহা ঘটিতেছে না। ইহা সমাজের গুরুতর দোষ। যত দিন না নীচ জাতির উন্নতির পথ প্রকৃত রূপে পরিষ্কৃত হয়, যত দিন না সহস্র২ কেদার নাথ দাস দেখিতে পাই, তত দিন ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে না।

শিক্ষা বিভাগে অত্যাচার।

ছাত্র বাদী, অধ্যাপক প্রতিবাদী এরূপ মোকদ্দমায় বাদীর পক্ষে প্রমাণ থাকিলেও আমরা ডিসমিস করিয়া থাকি। একে সাধারণ বাদী প্রতিবাদীর মোকদ্দমাতেই বাঙ্গালা দিন দিন কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে; তাহার উপর আবার গুরু শিষ্যের বিবাদ চলিতে থাকিলে অধঃতম অধ্যাপনাকে স্কন্ধারোহণ করিতে হইবে। আমাদের ইচ্ছা, বালকের সুকুমার মনে, নির্যাতন স্পৃহা, প্রতিহিংসা, জাতিক্রোধ, প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয়ের একেবারে অঙ্কুর না হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। বরং সেই অঙ্কুর অঙ্কুরে দগ্ধ করিতে গিয়া জন কতক বালককে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও সহনীয়, তথাপি এক দল দুর্দ্দম ছাত্রের কোন বিশেষ ব্যাপারে সফলতা দেখিয়া যেন দেশশুদ্ধ বালকের মনে গুরুভক্তির হ্রাস না হইয়া যায়। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমরা বালকের অভিযোগ সচরাচর অগ্রাহ্য করিয়া থাকি।

আর একটি কথা আছে। আমরা পরাধীন জাতি। আমাদের সেইরূপ চলা উচিত। আজ আমি বিএ ক্লাশে পড়িতেছি, আমি মৃত মহাত্মা আলবর্টের স্মরণার্থ মস্তকের কেশরাশি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছি, আমি কার্লাইল "কৃত ফরাশীস বিপর্য্যয়" হস্তে ধারণ করিয়া, রবর্টসনে ভর দিয়া বঙ্কুরা[illegible]র পিতা আমার [illegible] রীতিমত বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আমি কেন সটক্লিফ ফোরেট্সের, বক্র রাগ সহ্য করিব? বালকে এরূপ মনে করিতে পারে। কিন্তু আমরাই আবার সেই সকল বালককে স্মরণ করাইয়া দিই, যে সবস্বাধীনতা প্রিয় বঙ্গযুবক! তুমি অদ্য তোমার অধ্যাপক গুরুর চক্ষুরাগ সহ্য করিতে পারিতেছ না কিন্তু তোমার পিতৃ পিতৃব্য প্রভৃতি পেলু, বক্লাণ্ডের জড় তাড়না সহ্য করিতেছেন, এবং তোমার ঐ আলবর্ট শিরোদেশে শামলা থবলা শোভিত হইলে তুমিও তাঁহাদিগের কটু কষায়ণ কল্যাণকর জ্ঞানে গ্রহণ করিবে। সুতরাং এত বাড়াবাড়ি করা মিথ্যা আড়ম্বর মাত্র। এই সকল হেতু বশতই আমরা ছাত্র বাদীর আরজি সচরাচর অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু যখন সাহেব শিক্ষকেরা, অধ্যক্ষেরা ছাত্রের উপর অত্যাচার করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, ছাত্রগণের পিতা ভ্রাতার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কাড়াকাড়ি করেন, তখন আমরা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি নিম্নলিখিত বিবরটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের প্রথম বাৎসরিক শ্রেণীতে এবৎসর প্রায় দেড়শত ছাত্র হইয়াছে। জুন মাস হইতে এই শ্রেণী একত্র ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের আরম্ভে এই শ্রেণীটিকে, এ, বি, সি, তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে এ, বি, দুই বিভাগে স্থিতি বিজ্ঞান (Statics) পড়ান হইতেছে, সি বিভাগে পড়ান হইতেছে না। বিবেচনা হইতেছে, অধ্যক্ষ সটক্লিফ সাহেব এই সি বিভাগের ছাত্রগণকে প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষা দিতে দিবেন না এরূপ স্থির করিয়া থাকিবেন। এই সি বিভাগের একটি ছাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবিষয়ে সটক্লিফ সাহেবের কাছে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে সাহেব মহোদয় উত্তর দিয়াছেন যে ছাত্রটি ত্রিকোণমিতি শিক্ষা করিলে পর স্থিতি বিজ্ঞান পড়িবে। ইহাতে অনুমান করিতে হইতেছে, যে, সি বিভাগের ছাত্রেরা কেহই ত্রিকোণমিতি জানেন না। প্রশ্ন ১ এবিষয়ে ইহাদিগের পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল কি? পরীক্ষা না লইয়া কিরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে তাহারা ত্রিকোণমিতি জানে না? (২) এই সি বিভাগের মধ্যে কবটি এফ, এ, উত্তীর্ণ আছে—তাহারা অধ্যাপক গ্রিফিথ সাহেবের অধ্যাপনা গুণে কি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে? (৩) যেসকল বালকের স্থান হইতে সকল বিষয় অধ্যাপনার জন্য সম্বৎসরের পূর্ব্বে লওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের উপর কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে? (৪) এই সি বিভাগের মধ্যে জন দুই মাত্র বৃত্তি ভোগী আছে, তাহারাই বা অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ মহোদয়দ্বয়ের কি দোষে পড়িলেন? তাহাদিগকেও শিক্ষা দান করা ও কি সাহেবের ভার বোধ হইল? আমরা বিলক্ষণ জানি সটক্লিফ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সেণ্ডারকাটি কর্ত্তাকর্ত্তা। তিনি মারিলে মারিতে পারেন [illegible] বাঁচাইতে পারেন। তিনি দুই তিনটি কালেজের [illegible] লেজের প্রেজিডেন্ট। তিনি শিক্ষ[illegible] হেলার জন্য আবেদন পাইয়া থাকেন। পরন্তু এখন তিনি হন, তাঁহাকে চারি দিক্ দেখিয়া কথা করিলেই ভাল হয়। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিতে হইবে না, যে এ সকল কথা সর্ জর্জ ক্যাম্বেলের কর্ণগোচর হইলে, তিনি বিষম তুমুল করিয়া তুলিতে পারেন। বালকের কিছু দোষ এবং শিক্ষকের সমূহ দোষ থাকিলেও সর্ জর্জ শিক্ষকের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। এই জন্যই তিনি আর বৎসর হুগলি কালেজের অধ্যক্ষ থোয়েটস সাহেবের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার বিরূপায় ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের প্রথম বাৎসরিক ছাত্রবৃন্দ কোন দোষ করে নাই। আমাদের বিশ্বাস যে কালেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হট সাহেব এবিষয়ে তাহাদিগের পক্ষ গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নাই। তিনি সাক্ষীরূপে কথা কহিতে পারেন মাত্র।

এরূপ অনর্থক অবিচারে, বালকগণের জীবনের এক বৎসর অন্যায় করিয়া অপহরণ করা হইতেছে। এবং তাহাদের প্রতিপালকরা এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে একে অতি কষ্টে স্বীয় স্বীয় পোষ্যের অধ্যাপনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাদের উপর আবার এক বৎসরের অর্থদণ্ড করিলে তাহারা মারা যাইবে। ভরসা করি যে সটক্লিফ সাহেব, ডাইরেক্টর মহামতি, অথবা স্বয়ং সর্ জর্জ আমাদিগের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবেন।

দুর্ভিক্ষে দান।

কলিকাতা দানসমাজ।

ষ্টেট ট্রিটেনশ্বরী		১০০০০
ডিউক আব আর্গিল		৫০০০
গবর্ণর জেনেরল		১০০০০
অনারেবল মিস্ বেয়ারিং		১০০০
,,	[illegible] বেয়ারিং	১০০০
সর্ জর্জ ক্যাম্বেল		১০০০
বর্দ্ধমানাধিপতি		১০০০০
জয়পুরাধিপতি		১০০০০
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নাবিগেশন কোম্পানি		১৫০০০
ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এবং কোং		১০০০০
পাতিয়ালাধিপতি		১০০০০
রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর		১০০০
রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর		৫০০০
বেত্তীয়ার রাজকুমার মহারাজ হরেন্দ্র কিশোর সিং		২৫০০
রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লাহোরের রাণীপুরের ,,		২০০০
সৈয়দ মহম্মদ খাঁ, পাটনা		১০০০
বাবু গিরিধারী সিংহ, ত্রিহুত		১০০০
এ, সি, মরিসয়াস একোয়ার মাক্রাজ		১০০০
অনরেবল, এ, হবহাউস		১০০০
,,	সি, এইচ, ইলান	১০০০
,,	সর্ হেনরি মরিসন	১০০০
,,	উসিবেলি, সি এস,	১০০০
,,	সর্ রিচার্ড কৌচ	৫০০
,,	মৌলবি আবদুল লতীফ	১০০
,,	জে, বি, ফিয়ার	৫০০
,,	জে ইংলিস, সি, এস, আই	২৫০
,,	আর, এইচ ওয়ালিএস	২৫০
,,	রাজা রমানাথ ঠাকুর	২৫০
,,	বি, এইচ সক	৫০০
,,	এইচ, এল, ডাম্পিয়ার	১০০০
,,	সি, বর্ণাড	১০০০
,,	জিবর্ট	[illegible]
,,	দিগম্বর মিত্র	২০০০
,,	লুই জ্যাক্সন (প্রতি মাসে)	১০০
বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (প্রতি মাসে)		৫০
মিঃ জে, জিও থিক্সান (প্রতি মাসে)		[illegible]
কাপ্তেন, জি, স্কট		[illegible]
,,	এ, বেকর	[illegible]

লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল ক, সি, এস, উইলিয়ামস্	২০০
কর্ণেল এডওয়ার্ড অস্‌বর্ন	২০০
কলিকাতার লর্ড বিশপ	১০০০
মিঃ ষ্টুয়ার্ট হগ	৫০০
মির্জা সাহেব খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর	১০০
ক্যাপ্টেন, উইলিয়ম আর, এ,	১০০০
মিঃ এ, মরিস সি, বি	৩১০
মিঃ ডবলিউ, এস, আটকিন্সন	২০০
,, সিসিল বীডেন্‌বর	২০০
সৈয়দ উজমদি খাঁ বাহাদুর	২০০
ডাক্তার সি, মাকনামারা	৫০০
এস, মসেওর মজি এবং কোং	২৫০
মৌলবি বসীরুদ্দীন	১৫০
,, মহম্মদ ওহীদুদ্দীন	৫০
কর্ণেল রামানি	৫০
কুমার নরেন্দ্রকৃষ্ণ	৫০০
মিঃ জেমস্ উইলসন	১০০
মৌলবি আবদুল জব্বর	১০
কর্ণেল এবং মিসি ডবলিউ অর্ড	১০০০
মিঃ আর্থর হাউয়েল	৫০০
,, এ, সি লায়েল	২৫০
,, জে, এ, ক্রফোর্ড	২৫০
,, আর, সি, চাপম্যান	৫০০
,, জে, ইওয়ার্ট, এম, ডি,	২০০
,, ডবলিউ, ইউ, আর্বুথনট	১০০০
,, রক, ডি, মাঙ্গলস্	৫০০
,, এন, ডবলিউ ম্যাকেনজি	৫০
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০০০
,, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়	১০০০
,, [illegible] রায়, ঢাকা	৫০০
,, কেশব চন্দ্র সেন	৫০
,, কৃষ্ণদাস পাল	২৫
,, মতিলাল মল্লিক	৫০০
,, অম্বিকাচরণ রায়	২০
,, দুর্গাচরণ লাহা	১০০০
,, শ্যামাচরণ লাহা	৫০০
,, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (ঢাকা)	২০০
,, ভগবতীচরণ মল্লিক	৫০০
সর্ এস্লিন পেরি	১০০০
,, হেনরি মণ্টগমরি	১০০০
,, উইলিয়ম বেকর	১০০০
,, ফ্রেডরিক হালিডে	১০০০
,, বার্টল ফ্রিয়র	৫০০
বর্ড এবং কোম্পানি	১০০০
রিউটরের টেলিগ্রাম কোম্পানি	৫০০
জোহানেস, পিটরস্ এণ্ড কোং	১১০
ডাক্তর ডবলিউ [illegible]	৫০০

চম্পারণ দানসমাজ।

সর্ব্বশুদ্ধ ৭২,২২২ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বেতীয়ার মহারাজা ২০০০০ টাকা দিয়াছেন।

হুগলি দানসমাজ।

গত কল্য বেলা দুই প্রহরের সময় চুঁচুড়া বারিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের সাহায্যার্থ সভা হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট সভা আহূত করিয়াছিলেন। প্রায় একশত জন বাঙ্গালি ও আট দশ জন সাহেব উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঁচ হাজারের অধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বাবু দুর্গাচরণ লাহা ৫০০ টাকা দিয়াছেন। বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু লালবিহারী দত্ত, বাবু নিমাইচাঁদ শীল, বাবু আশুতোষ ঘোষ, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অভয়াচরণ নন্দী, বাবু কৃষ্ণমোহন বসু, বাবু বেণীমাধব সোম, বাবু দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিলোকেরা প্রধান সভার সভ্য হইয়াছেন। আর সাহেবেরা ত আছেনই। এতদ্ব্যতীত শাখা সভা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সভ্য স্থিরও হইয়াছে।

ফেব্রুয়ারি মাসের পঞ্জিকা।

...ক্ত হয়।

...ওয়া রেলওয়ে খুলে।

...নিয়েবের যুদ্ধ।

৫ ই

৬ ই

৭ ই। ১৮৫৬ অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইল।

৮ ই। ১৭৮৬ ওয়ারেন হেষ্টিংস পদত্যাগ করেন।

৯ ই। ১৭৫৭ সেরাজুদ্দৌলার সহিত কলিকাতায় সন্ধি হয়।

১০ ই। ১৮৪০ মহারাণীর শুভ বিবাহ হয়।

১১ ই। ১৮১৮ সেতারার যুদ্ধ।

১২ ই। ১৮১৯ পরমিট সংস্থাপিত হয়।

১৩ ই। ১৮৬৮ অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৪ ই

১৫ ই ১৮৪৬ লাহোরের যুদ্ধ।

১৬ ই। ১৮২৬ ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি।

১৭ ই। ১৮৪৩ মিনাইর যুদ্ধ।

১৮ ই।

১৯ এ।

২০ এ।

২১ এ। ১৭০৭ ঔরঙ্গজিব পাতশাহের মৃত্যু।

২২ এ। ১৮৪৬ লাহোর ইংরাজাধিকৃত হইল।

২৩ এ। ১৭৯২ টিপুসুলতানের সহিত সন্ধি।

২৪ এ।

২৫ এ।

২৬ এ। ১৮৫০ নিসারীকাঙ্গামার যুদ্ধপাত।

২৭ এ।

২৮ এ। ১৮২২ লর্ড হেষ্টিংস কলিকাতায় পৌঁছেন।

পোষ্ট আফিস।

দুর্ভাগ্য বশতঃ যাঁহার আত্মীয় বিদেশস্থ তাঁহার অদৃষ্টে সংবাদপত্রের ভার আছে, তিনিই একবার না একবার পোষ্টাফিসকে অভিসম্পাত করেন। আত্মীয় পত্র লিখিলেন না, অথবা মনে করিলাম পোষ্টমাষ্টার টিকীটের লোভে পত্রখানি ক্রিয়াছেন, অথবা ভাবিলাম হরকরা আমার বাটী পর্য্যন্ত আসিতে শ্রম বোধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনেক সময়ে এরূপ সন্দেহের নিতান্ত অমূলক হয় না। এক্ষণে যে নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে ডাক হরকরা কি পোষ্টমাষ্টার রেজেষ্টরি পত্র ভিন্ন অন্য পত্রের নিমিত্ত দায়ী নহেন। ইচ্ছামত তাহারা কার্য্য করিলেও কেহ নিবারণ করিবে। হরকরা জানিল আমি তাহার বাটী পোষ্টাফিস হইতে অনেক দূরে। মনিবের নাম রামচন্দ্রের পত্র সেই পর্য্যন্ত আসিতে প্রদান হইতো না। রামচন্দ্র মনে করিলেন তাঁহার আত্মীয় কোন পত্রের উত্তর দেন নাই। রামচন্দ্র বেয়ারিং চিঠি কখন আমি পত্র

কেন লিখ

করিয়া

করিয়া আর

না। কিন্তু রামচন্দ্রের

প্রতি বিশ্বাস করিয়া হরকরা

কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিলেন,

তোমার আত্মীয় যে পোষ্টাফিসে পত্র দিয়াছিলেন তাহার লিখিত পঠিত প্রমাণ পোষ্টাফিসে নাই, অতএব তোমার নালিশ বৃথা। রামচন্দ্র বলিলেন তোমরা যে প্রমাণ রাখ নাই তোমাদের দোষ। আমাকে রসিদ দেও নাই তাহাও তোমাদের দোষ।

বাস্তবিক পূর্ব্বমত বলিতে গেলে এক্ষণে পত্রপ্রেরকদিগের পক্ষে বিলক্ষণ অত্যাচার হইয়াছে। যদি বল যাঁহারা অত্যাচার বিবেচনা করেন তাঁহারা আপনাপন পত্র রেজেষ্টরি করিয়া দিলে আর অত্যাচার থাকে না। কিন্তু রেজেষ্টরি করাই একটি অত্যাচার। যেখানে অর্দ্ধ আনা দিলেই হইত সেখানে সাড়ে চারি আনা দেওয়া সকলের পক্ষে বড় সহজ নহে। আবার রেজেষ্টরি পত্র নিতান্ত নির্ব্বিঘ্নে যে পৌঁছে এমতও লোকের বিশ্বাস নাই। পত্র রেজেষ্টরি হইলেই আমিষ হয়, বিড়াল কালী কর্ম্মচারীদিগের তাহাতে লোভ পড়ে। অনেক সময় পত্র পথে মারা যায়। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে রেজিষ্টরি পত্রের অনুসন্ধান হইতে পারে, অপর পত্রের তাহা হয় না। বোধ হয় এই ভেদ হইতে পারিবার নিমিত্ত যোল

কম হয়, ও রাগ হয়। পূর্ব্বকালের ক

পড়ে না। এক্ষণে যে অভ্যাস হইয়াছে তৎবশবর্ত্তী হইয়া পোষ্ট আপিসকে গালি দিতে ইচ্ছা হয়। গালি দিয়াই বা কি হইবে? কর্তৃপক্ষীয়েরা বিবেচনা করেন যেস্থলে পোষ্ট ডিপার্টমেণ্ট হইতে এত লক্ষ টাকা লাভ হইতেছে তখন পত্র প্রেরকদিগের মধ্যে যদি কাহার ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে তাহাতে কর্ণপাত করিবার বিশেষ প্রয়োজন কি? তাহাতে ডাক ঘরের কোন হানি হইবে না। হানি হইবে না সত্য, কিন্তু ডাকঘরের হানি হইবে না বলিয়া পত্র প্রেরকদিগকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি?

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, পোষ্ট আপিসের কর্তৃপক্ষগণ কিঞ্চিৎ অমনোযোগী। তাহার দুই কারণ আছে। প্রথমতঃ তাঁহারা জানিতেছেন যে এই ডিপার্টমেণ্ট হইতে বিস্তর টাকা লভ্য হইতেছে, অতএব সমস্ত দোষ থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃ তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের অধীন নহেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে। দূরতা বশতঃ তাহাদের দোষ লক্ষিত হয় না। তাঁহারেও সাহস

পয়সা লওয়া হয়; কিন্তু যে পত্রের নিমিত্ত দুই পয়সা লওয়া হয় সে পত্রের জন্যও নিশ্চিত পোষ্টাফিস কেন না দায়ী হইবেন? দুই পয়সাই হউক, আর এক পয়সাই হউক, পোষ্টাফিস যখন পয়সা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন পত্র যে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিয়া দিবেন এমত স্বীকার করিয়াছেন। পত্র না পৌঁছিয়া দিলে দেওয়ানি আদালতে নালিশ হইতে পারে। নালিশ হওয়াও উচিত; যদি শীঘ্র দুই একটি যে নালিশ উপস্থিত হইবে, তাহাও অসম্ভব নহে। নালিশ উপস্থিত হইলে পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারীরা কি করিবেন? তখন কি বলিবেন যে আমরা কোন লিখিত পঠিত প্রমাণ রাখি নাই? যদি বলেন, তাহা হইলে সে কথা কোন কাজের হইবে না। অতএব আমরা অনুরোধ করি যে ভবিষ্যতে এইরূপ দায়গ্রস্ত না হইতে হয় এমত উপায় তাঁহাদের করা উচিত। সে উপায়ও সহজ। কিন্তু কিঞ্চিৎ ব্যয় সাধ্য। পূর্ব্বে যেরূপ ডাকঘরে প্রাপ্ত পত্রের হিসাব থাকিত এক্ষণেও সেইরূপ রাখা উচিত। তাহা না রাখায় কিঞ্চিৎ শ্রম কমিয়াছে বটে, কিন্তু অযশ বাড়িয়াছে এবং কর্ম্মচারীদিগের স্বভাবও শিথিল হইয়াছে।

পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের নিকট আমরা যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে আত্মীয়ের সংবাদ লইতে হইলে তাহার নিকট লোক পাঠাইতে হইত। এক ভরসায় কিছু দ্রব্যাদিও পাঠাইতে হইত। লোকেও তত্ত্বজানিত। বাস্তবিক এক্ষণে সেই প্রথা, কারণ নিত্য অর্দ্ধ পয়সা

ইচ্ছা তাহাই করেন, অথবা নিয়ম করিলেন যে এক বৎসর তাইদ নবিসী না করিলে কেহ ইনিস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হইতে পারিবে না, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই সেই নিয়মের বিপরীতে একজন ইংরাজ সে পদ পাইল। কিন্তু যদি এক জন বাঙ্গালি উক্ত [...] হয় তৎক্ষণাৎ তাহার বলা হইল, নিয়ম করা হইয়াছে এক বৎসর তাইদ নবিসি করিতে হইবে। বাঙ্গালি কিছুতেই অপারক নহে, একবৎসর তাইদ নবিসি করিল। কিন্তু ইত্যবকাশে আর একজন ইংরাজ আসিয়া বিনা তাইদ নবিসিতে সেই কর্ম্ম পাইল। বাঙ্গালিকে ফাঁকি দেওয়া হইল বটে, কিন্তু নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা এই প্রবঞ্চনা জানিতে পারিল। স্পষ্ট কেহ কোন কথা না বলুন কিন্তু তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা গেল। তাহাদের নিকট কর্ত্তৃপক্ষরা ঘৃণিত হইলেন, সর্ব্ব সাধারণেও তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিল। ইংরাজ কর্ম্ম চারীদিগের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা পোষ্ট আপিস ভিন্ন প্রায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট হইতে ইহারা অনেক দূরে আছেন, ইহাদের সমুচিত তত্ত্বাবধারণ হয় না। যদি এই ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেক অঞ্চলের গবর্ণর এবং লেপটেনেন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ হয় তাহা [...] বোধ হয় এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যাইবে না। যেরূপ [...] বিভাগে প্রত্যেক জেলারমেজিষ্ট্রেট দিগের তত্ত্বা[...] অর্পিত [...] সেই রূপ পোষ্ট আপিস [...]

প্রাপ্ত।

আমাদিগের দেশীয় আধুনিক লোকের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি বিদ্যায় সুশিক্ষিত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আজ কালি বড়লোক, বিদ্যাবুদ্ধি, মানসিক স্বাধীনতা কল্পনা কৌশল শক্তিতে বড়। তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই আপনাদিগকে স্বঃ প্রধান এবং অপরিমেয় বলিয়া স্থিরজ্ঞান আছে। কিন্তু কতক গুলি ব্যক্তি ইংরাজি অধ্যয়ন বিষয়ে প্রথমে পারদর্শিতা ও যশোলাভ করিয়া পরিশেষে কেবল দাসত্বেই পটুতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের জীবন এক প্রকার নিষ্ক্রিয়ে অতীত হয়। তাঁহাদিগের স্বার্থপরতা ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আর কিছুই প্রকাশ হয়না। বোধ হয় তাঁহাদিগের মনের ভাব এইরূপ হইবে, যে ভুবন বিখ্যাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত দিগের ন্যায় লেখনী ধারণ করিতে না পারিলে কিবল বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। এত সকল লোকের দ্বারা সমাজের বিশেষ কোন উপকার বা ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায়না। বরং তাঁহাদিগের একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধমূল থাকাতে (অর্থাৎ পরিবার বর্গের জন্য যে কোন প্রকারে অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করা) দেশীয় স্থির ধনের বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু উক্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আজ কাল বাঙ্গালা দেশ জ্বালাতন করিয়াছেন; তাঁহাদিগের মনে বিলাতি "এক্টিবিটি" অধ্যয়নের সঙ্গে২ প্রবেশ করায় ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় আপনাদিগের পাণ্ডিত্যের পরিচয়ের প্রদান করতঃ তাঁহারা নানা রূপ উৎপাত করিতেছেন, তাহার ফল সামাজিক নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত ও অধোগতি হইতেছে। বোধ হয় আমার এরূপ উক্তি শুনিয়া অনেকে আমার বিদ্রূপ করিবেন এবং এক জন ওল্ডফুলের কথা মনে করিবেন। কিন্তু আমি যাহাই হই, চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট অনুনয় করিতেছি যে তাঁহারা মনে২ বিচার করিয়া দেখুন, আধুনিক বাঙ্গালা দেশের অগণনীয় গ্রন্থকর্ত্তা ও সম্পাদক দিগের মধ্যে কয়ব্যক্তি সুলেখক? ও তাঁহাদিগের পুস্তক কিম্বা সংবাদ পত্র সকল পাঠোপযুক্ত কিনা? আর তাঁহাদিগের দ্বারা বাস্তবিক দেশের কোন মঙ্গল সাধন হইতেছে কি না? বোধ হয় এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা স্থির করিতে পারাযায়। সত্যকথা বলিতে হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে আজ কাল যেসকল বহুসংখ্যক নাটক, কাব্য, গল্প, ইতিহাস সমাচার পত্র ইত্যাদিতে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইতেছে তাহার মধ্যে কিছুতেই সার কিম্বা অন্তর্ভেদী কথা নাই; কেবল কিঞ্চিত কষ্ট সাধ্য অনুকরণ শক্তির পরিচয় ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখা যায় না। অনেক [...] অসংলগ্ন ব্যঙ্গ কৌতুকেই পরিপূর্ণ। [...] করেন, [...]চিং প্রা- [...] পৃথিবী অ- [...]নুকরণে নিপুণ মনুষ্য [...] ইহাদিগের স্বভাব সিদ্ধ; [...] লজ্জা কিম্বা অভিমান মাত্রই করেন না। বোধ হয় ইহারাই ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সেবা শুশ্রূষার ফলে কলিতে নরদেহ ধারণ করিয়াছেন। আবার এক্ষণকার সামাজিক গ্রন্থসমালোচক মহাশয় দিগের এমন রুচি যে, যাহা কিছু মুদ্রাঙ্কিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট উপঢৌকন প্রদত্ত হয়, তাহাই সমালোচিত হইয়া থাকে ও অনেকের নিকট আদরণীয় বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। আমার মতে আজকালের বাঙ্গালা পুস্তক মধ্যে বোধ হয় শতকরা এক খানা সমালোচনোপযুক্ত। সে দিবস আমি একখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম; তাহাতে আধুনিক সকল মহামহোপাধ্যায় সম্পাদকের নাম স্বাক্ষির এবং সকলেই গ্রন্থের গুণাগুণ বিষয়ে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে পৃথক২ বিষয় একত্র করিয়া জানিলাম যে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আগ্রহাতিশয় এবং ঔৎসুক পরবশ হইয়া কোন স্থান হইতে পুস্তকখানি আনাইয়া কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে উহা মহাকবি সেক্সপিয়র কৃত হেমলেটের অপকৃষ্ট নকল। আমার বিবেচনায় যাঁহারা হেমলেট পড়িয়াছেন

তাঁহাদিগের এরূপ পুস্তক চক্ষুঃশূল বোধ হইবে। অপিচ এই গ্রন্থখানি সম্পাদক মহাশয়গণ তাঁহাদিগের মার্জ্জিত রুচির পরিতৃপ্ত জনক জ্ঞান করিয়া একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব এসকল গ্রন্থকারের উৎসাহ ও আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ কি! কয়েক বৎসর গত হইল একখানি ইংরাজি ভাষাতে ভারতবর্ষের ভ্রমণ বৃত্তান্ত কোন বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার সুখ্যাতি বাঙ্গালি মণ্ডলে আর ধরে না, কিন্তু দুঃখের মধ্যে তাহাতে ভারতবর্ষের প্রধান২ ইংরাজি পর্য্যটকের কথা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একজন সুপণ্ডিত বাঙ্গালি বাবু রাজপুতানা দেশের স্বভাব বহুযত্নে তাঁহার কাব্যে চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা ঐসকল স্থান দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠে বোধ হইবে যে এমত অস্বাভাবিক আর কোথাও দর্শন গোচর হয় নাই। ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষে যেরূপ প্রভেদ, গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তকে আর রাজপুতভূমির স্বাভাবিক দর্শন বিষয়ে সেইরূপ। বীরত্ব ও সকল প্রকার মহত্ত্ব গুণে রাজপুত্র জাতির যেরূপ পূজা ঐ পুস্তকে করা হইয়াছে, তাহা কর্ণেল টডের অনুচরবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও সন্তোষ দায়ক হইবে না। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, এই কল্পিত সর্ব্বসুন্দর রাজপুত জাতির প্রাত্যহিক চরিত্র জানিবার নিমিত্ত যদ্যপি তাঁহাদিগের স্পৃহা থাকে, তবে তাঁহারা বড়বাজারের আফিম পটির মারোয়ারি দিগের কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন, [...] হইলে যে, [...] আমার উপর বিশেষ রুষ্ট হইবেন না। যাহা হউক উক্ত কাব্যগ্রন্থকার এক জন প্রসিদ্ধ পুরাতন কবি। আর একটি দৃষ্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ৪।৫ বৎসরাতীত হইল একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলেবরে [...]নের বড় ডিক্সনারির ন্যায়, প্রকাশ হয়, তাহা [...] কীর্ত্তন সম্পাদক মহলে ঘোষণা হইলে পর [...] করিয়া পাঠ করিয়াছিলাম।

ধন্য২ বাঙ্গালির অনুকরণ শক্তি! ঐ পুস্তক খানিতে স্বভাব বর্ণনের কিছু পারিপাট্য ছিল। কোন২ স্থানে উদ্যান বর্ণন পাঠ করিলে বোধ হয় পাঠকের নাসারন্ধ্রে পৃথিবীর সকল বিভাগের সুগন্ধ একেবারে একস্থান হইতে প্রবেশ করিতেছে, এবং ঐসকল দেশের জলচর নরনারীগণ প্রভৃতি একত্রে মিলিয়া নৃত্য করিতেছে। আবার পাঠকের হৃদয়ে গ্রন্থকার বীররস সঞ্চার করিয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। সেই পুস্তকখানি পাঠ করিলে জানা যায় যে ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরবনের লোকেরা এমনি বলবান্ ও সাহসিক ছিলেন যে সেখানকার রুদ্রমহাশয় দেওয়ান, কন্যা, ও কৃষকেরা একমনে মহাকৌশলের সহিত সংগ্রাম করিত—আর আধুনিক ইউরোপ খণ্ডে দুর্গ রক্ষার বিষয়ে যেসকল নিয়ম আছে তাহাও এখানে প্রচার ছিল। সেখানকার দুর্গ ও রাস্তার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বোধ হয় কোর্ট উইলিয়ম ও গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড লজ্জা পাইবে। এইরূপ পুস্তক সকল যে, বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বঙ্গ সমাজে আদরণীয়, তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বোধ হয় দুই চারি জন বাঙ্গালি গ্রন্থকার ব্যতিরেকে সকলেরই পুস্তক গদ্যপদ্যে পরিপূর্ণ; ঐসকল ব্যক্তির লয়, মিল, সুর, তাল, অভিপ্রায় কিছুই বোধ নাই, কেবল আধুনিক নাটক সঙ্গীতের ন্যায় কতক লক্ষ্ণৌর কতক ইংরাজি এবং কতক ইটালিয়ান অপেরা সুরের অপভ্রংশ মাত্র। যাঁহারা বাঙ্গালি বাবুদিগের বাটীরের পরিচ্ছদের গূঢ়ত্ব বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা ইঁহাদিগের পুস্তক লিখিবার প্রণালী বিশেষ বুঝিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, মূল কথা পুনরায় বলিতেছি যে কিছুই মাত্র সারবৎ আধুনিক বঙ্গদেশীয় পুস্তকে প্রায়ই দেখিতে পাই না। আমি স্বীকার করি এক্ষণকার বাঙ্গালা ভাষা, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত কলেবর ধারণ করিয়াছে এবং যথার্থই একটি সভ্যভাষার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমার মতে ইহা দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌয়ের শেষাবস্থার উর্দ্দু এবং রোমের বাদসাহ দিগের সময়ের লাটিনের ন্যায়। শুনিতে উৎকৃষ্ট, সুন্দর অলঙ্কার ও বেশভূষণ সম্পন্ন ব্যতিরেকে, ইহাতে আর কিছুই নাই। অনেকে বলিবেন বাঙ্গালা নূতন ভাষা এবং দিন২ নূতন সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। আমার মতে ইহাতে ইংরাজি ভাবে পদ সন্নিবেশিত হওয়া ব্যতিরেকে নূতনত্ব কিছুই নাই, কারণ সংস্কৃতে আর বাঙ্গালাতে এত অল্প প্রভেদ যে কিছুই নয়, বলিলেও বলা যায়। আর সংস্কৃত ভাষা অনন্ত সমুদ্র বিশেষ। আমার অনুমান হয় যে বঙ্গদেশের আধুনিক গ্রন্থকার হইতে ইচ্ছা করিলে কেবল স্বল্পইংরাজি ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ বোধ ও একখানি অমরকোষ নিকটে রাখিলেই অনায়াসে সফল হইতে পারা যায়। এইসকল মুখ্য অঙ্গের সহায়তার লেখক মহাশয়েরা সন্ধান করিতে না পারেন এমন কোন বিষয়ই নাই। অনেকে এসকলে অবহেলা করিয়া আপনাদিগের নিজ২ পথে চলেন। অতএব সংক্ষেপে বাঙ্গালা বাস্তবিক নূতন কিছুই নয়, কেবল সংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র। যেমত লাটিনের রূপান্তর ইটালিয়ন। আর বোধ হয় সকলেই জানেন লাটিন ভাষা ধ্বংস হইবার অতি স্বল্পদিবস পরেই ইটালিয়নভাষা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালা, কিম্বা উর্দ্দু কিম্বা ইটালিয়ন যদ্যপি নূতন সৃষ্টির ভাষা হইত তাহা হইলে এত স্বল্প কালে উৎকৃষ্টতা লাভ করিতে পারিত না। বোধ হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, আমার জিজ্ঞাস্য এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে কয়খানি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালাতে ছিল? বোধ হয় একখানিও নয়। এবিষয় প্রমাণীকৃত করিতে আর কিছু বিশেষ বলিতে হইবে না, ইহা সকলেরই অল্প চিন্তা করিয়া দেখিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাঙ্গালা ভাষা নূতন নয়। যেমন কোন স্ত্রীলোক যৌবন সময়ে ঘাগরা, কাঁচুলি, ওড়না, পরিত—কালে বৃদ্ধ হওয়াতে শাটী পরিধান করে, স্ত্রীলোক সেই আছে, কেবল কাল সহকারে তাহার রূপ ও বেশ পরিবর্তিত হইয়াছে। বাঙ্গা-

ন্যায় সঙ্গে সংস্কৃতের প্রভেদ, সেইরূপ নাই। আধুনিক লেখকগণ ইঁহাকে কেহ বিলিতি ষ্টকিং, কেহ কম্ফোর্টার, কেহ টুপি, কেহ বা গাউন পরাইতে চেষ্টা করেন। আমাদিগের দেশীয় ভাষায় আজকাল যাহা কিছু লেখা হইতেছে তাহা প্রায়ই অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের চর্বিত বা উদ্গারিত দ্রব্য। আমার ন্যায় মূঢ়ের এসকল কথা বলা অতিশয় সাহস ও স্পর্দ্ধার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আজকাল বঙ্গ সমাজে সকলেই স্পষ্ট বক্তা, এবং স্ব স্ব মনের ভাব বাহিরে প্রচার করিতে সঙ্কোচহীন; আমিও সেই সময় স্রোতের এক কণা বারি।

আমার মতে এক্ষণকার অধিকাংশ গ্রন্থকার ও সম্পাদক গণ পরদ্রব্যাপহরণ ও অন্যান্য দোষে আপনাদিগকে কলঙ্কিত না করিয়া দেশের কৃষি, বাণিজ্য শিল্প, ইত্যাদির উন্নতি করিতে মন দিন। তাহা হইলে যথার্থ সামাজিক মঙ্গল সাধন হয়। এইসকল বিষয়ে বঙ্গদেশ আজকাল অতিশয় নিকৃষ্টাবস্থায় পতিত আছে, এসকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইলে বঙ্গদেশকে কখন অন্যান্য সভ্য দেশের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারেনা। অনেকে আজ কাল বিদ্যাবিশারদ, ন্যায় চুঞ্চু ও বিদ্যাসাগর উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহারা যদি পুস্তক রচনা কিম্বা সংবাদ পত্রে লেখা প্রভৃতিতে কালক্ষেপণ না করিয়া উপরোক্ত বিষয় গুলির উন্নতির কিঞ্চিৎ চেষ্টা পান তাহা হইলে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয়।

২৫ মাঘ। আপনার নিতান্ত অনুগত।
বিক্রমপুর। ভারদ্বাজ—

সংবাদ।

কাশীপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

গত ফিব্রুয়ারি শুক্রবার জগন্নাথ নামে এক ষ্টেসেন মাষ্টার সোদপুর, রাত্রে সুরাপান করিয়া পেনিটির রাস্তার পড়িয়াছিলেন, ঐ আউট পোষ্টের কনেষ্টবেল দ্বারা ধৃত হইয়া বারাকপুর মেজেষ্টার সাহেবের কোর্টে ১০ দশ টাকা দণ্ড হইয়াছে আর রেলওয়ে হইতে কর্ম্ম গিয়াছে।

নিমতা হইতে জনৈক সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি দমদমা স্থিত একটী হাটের প্রতি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই হাটের একপয়সাও রাজস্ব দিতে হইত না, আজ কাল নূতন নিয়মানুসারে হাটটির বাৎসরিক ... টাকা রাজস্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে কিন্তু বিক্রেতারা চিরাগত প্রথার বহির্ভূত রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত। যাহারা উক্ত বিষয়ে স্বীকৃত আছেন তাহারাই হাটে আগমন করিয়া থাকেন এবং ক্রেতৃবর্গের শিরে রাজস্ব প্রদান জনিত ক্ষতি চাপাইতে ছেন সুতরাং হাটে ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে সম্পাদক মহাশয়? প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের এই সময়ে, এই ঘোর দুর্ভিক্ষ সময়ের, কি উচিত কার্য্য করিয়াছেন?

ইণ্ডিয়ান অবজারবার লিখিয়াছেন যে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট রিপোর্ট গিয়াছে। গতিক ভাল নহে।

শুনা যাইতেছে যে ডাইরেক্টর জেনেরেল হগ সাহেব রায় দীনবন্ধু মিত্রের পুত্রকে চাকরি দিবার জন্য সম্বে হইতে এখানকার কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে অনুরোধ বৃথা হইল। যে পক্ষের চেষ্টায় দীনবন্ধু কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় সে পক্ষ অদ্যাপি পরিতোষ হয়েন নাই।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চারি মাসের বিদায় লইয়া বাটী আসিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে তাঁহার বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল।

সেক্রেটরি অব ষ্টেট এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের সাহায্যার্থ লণ্ডন হইতেও অন্যান্য স্থান হইতে চাঁদা তুলিবার সময় হইয়াছে। ইংরাজিতে একটী প্রবাদ বাক্য আছে তাহার অর্থ এই যে কোন কর্ম্ম একেবারে না করা অপেক্ষা বিলম্বে করাও ভাল।

হিন্দু মেলা আজ কয়েক বৎসর হইতেছে। কিন্তু গত বৎসর যেরূপে মেলার কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে জাতীয় মেলাকে একটী ঘরাও মেলা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এরূপ করিলে চলিবে না। দলাদলির ভাব এই মেলা মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে, তাহা করিতে দেওয়া হইবে না। মেলা অন্ততঃ এক সপ্তাহ স্থায়ী করিতে হইবে। রীতিমত ধনবান ব্যক্তিদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। এমন কর্ম্মে ভিক্ষাকে ভিক্ষা জ্ঞান করিলে চলিবে না। মফস্বলে এজেণ্ট ... নিযুক্ত করিতে হইবে। ঢাকা, শান্তিপুর, মুরশিদাবাদ, ... লুচর, কাগড়া কৃষ্ণনগর, খুর্দি, বীরভূম, প্রভৃতি স্থান হইতে দেশীয় শিল্পের পরিচয় আনাইয়া প্রদর্শন করিতে হইবে। এবং তাহার রীতিমত পুরস্কার করিতে হইবে। এরূপ না করিয়া বৎসর বৎসর ফুল বিক্রয় করিয়া জাতীয়মেলা নাম ধারণ করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে মাত্র।

ভূতত্ত্ব সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের ম্যালেট সাহেব দার্জিলিং পর্ব্বতস্থ পাহাবাটী নামক একটী স্থানের নিকট অনেক গুলি কয়লার খনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তিনি যে কয়লা নমুনা স্বরূপ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে শতকরা ৮ ভাগ কার্বণ আছে।

গত শনিবার ২৫ মাঘ রাত্রি ১১টার সময় হুগলি বালীর বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর কেরাঞ্চি গাড়ীর কোচম্যান বাহুড়ী গাড়য়ান উক্ত স্থানের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিবারগণকে ফরাস ডাঙ্গা পালপাড়ায় পৌঁছিয়া দিয়া আসিতেছিল। আসিবার কালে খাদনের সদর রাস্তার সাত সাহেবের বিবির গোরের নিকট ৫।৭ জন দস্যু, সওয়ারি আছে মনে করিয়া গাড়ী ধৃত করে কিছু না পাওয়াতে গাড়য়ানকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলায়ন করে। মিউনিসিপাল পোলিসের রক্ষকেরা নিদ্রা যাইতেছিল। মাজিষ্ট্রেট

চামর লইয়া মশা তাড়াইতেছিলেন, পোলিশের কর্ত্তা তানপুর বাজন করিতেছিলেন।

সর্ জর্জ ক্যাম্বেলের মাতৃবিয়োগ হইয়াছে! সর জর্জের মত দুঃখী লোক বোধ হয় নাই। সজাতীয় বিজাতীয়ে তাঁহার উপর অকারণে সকারণ বক্তৃশিলা বর্ষণ করিয়াছেন। তিন বৎসরের অস্থিভেদী পরিশ্রমে তাঁহার শরীর শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়াছে, অজস্র তিরস্কারে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন হইয়াছে, অনবরত চিন্তায় মস্তিষ্ক পীড়িত হইয়াছে, এত দিন পরে একটু সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহার স্বীয় শাসন প্রণালীর শক্তি লোকে কথঞ্চিৎ বুঝিতেছিল এমন সময়ে হঠাৎ এই শোক সংবাদ তাড়িতভরে আঘাত করিয়াছে। তিনিই আমাদিগের রাজা। আমরা সকলেই দুঃখিত হইয়াছি।

বেহার প্রদেশে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণকে বলিতেছেন, যে ৪।৫ মাসের মধ্যে সকলে ৮ গণ্ডা দামে গমন না করিলেই ভাল হয়। পথে দ্রব্য সামগ্রী অগ্নি মূল্য এবং যান দুষ্প্রাপ্য।

বেহার, গোরক্ষপুর ও নেপালে প্রকৃত দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। এরূপ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ইংরাজি ১৭৭০ সালের পর কখন হয় নাই। অনাবৃষ্টি সত্বেও যেসকল ফসল হইয়াছিল, তাহা শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নেপালে যে পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য আছে, তথাকার অধিবাসিগণ তাহা খাইয়া ছয় সপ্তাহ কাল মাত্র জীবিত থাকিতে পারে, সুতরাং উত্তর বেহার হইতে অনবরত নেপালে শস্য চালান হইতেছে। নেপালের রেসিডেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়া টেম্পল সাহেবকে গবর্ণর জেনেরলকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছেন যে তাঁহারা এ দুঃসময় সাধ্যমত নেপালকেও সাহায্য প্রদান করিবেন। এ বিবেচনাটি উত্তম হইয়াছে; কেন না নেপালে শস্য প্রেরণ না করিলে উত্তর বেহারে যেসকল রিলিফওয়ার্ক আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাতে অনেক নেপালদেশীয় লোক আসিয়া নিযুক্ত হইত। প্রায় লক্ষাধিক লোক রিলিফওয়ার্কে খাটিয়া খাইতেছে, তন্মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ও বালকও আছে। ইহা ভিন্ন উত্তর বেঙ্গল রেইলওয়ে সোনপুর এবং গণ্ডকী নদী তীরে যে বাধা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে অসংখ্য গরিব লোক অন্ন করিয়া খাইতেছে। উত্তর বেহার প্রদেশে ক্রমেই দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। দুর্ভিক্ষ রাক্ষস পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মুরশিদাবাদ, ছোটনাগপুর ও হুগলিতেও বল প্রকাশ করিতে ছাড়ে নাই। মুরশিদাবাদের উত্তরাংশের গরিব দুঃখিগণ একবার মাত্র অন্নাহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। জেলার মালগুজারগণ এক্ষণে রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখিয়াছেন। রাজসাহী জেলায় সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে রেশমের কার্য্যে যে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা ছিল তাহা দূর হইয়া গিয়াছে। ত্রিহুত হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে তথায় গরিব দিগের ক্লেশের একশেষ হইয়াছে। কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য তাহারা হা হা করিয়া বেড়াইতেছে। শুদ্ধ ত্রিহুতে গবর্ণমেণ্টকে কিছুদিনের জন্য দশ লক্ষ লোককে আহার যোগাইতে হইবে। চাম্পারণ ও সারণের দশাও ত্রিহুতের মত হইয়াছে। সেখানেও দুর্ভিক্ষ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, তথাকার নীলকর সাহেবগণ দুঃখীদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

হুগলিতে মল্লিক কাসিমের হাটের নিকট একজন হাবা কলু উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হুগলির সিবিল সর্জ্জন টমসন সাহেব মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ ব্যক্তিকে কোন লোক হত্যা করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল এরূপ সন্দেহ হইতে পারে। মৃত ব্যক্তির মস্তকে দুইটী গুরু আঘাতের চিহ্ন ছিল।

কোন সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতার মোকদ্দমা কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া চালাইতে পারিবেন না। এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে সেইরূপ সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চালাইবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে।

জ্ঞানাঙ্কুর পত্র বঙ্গদর্শনের অনুলিপি। সুতরাং বঙ্গদর্শনের কমলাকান্তের দপ্তর ইহাতে মদলাবাদা কাগজে পরিণত হইয়াছে। কমলাকান্তের মহুয়াফল জ্ঞানাঙ্কুরে লোমশ পশু হইয়াছে। কাগজওয়ালা পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি কাশীরাজারের ভগ্ন গৃহে জীর্ণ পত্রে, বাল ... কাউলি, আমাক্রিয়ন, ডারউইন, ই... হ্যামিল্টন, মেনিস, কোমত, হর্বর্টস্পেন্সর, হুইকফ, কীটস প্রভৃতি নাম জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা চানক্য মতে তাঁহাকে বিশেষ পণ্ডিত বলিতে চাহিবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "আমরা পশু না ত কি?" চানক্য বলেন, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" আর তিনি পরস্ত্রীকে শূকরীবৎ জ্ঞান করিয়াছেন, তাহাও কাহার উপদেশ মত বলিতে পারি না। যাহা হউক জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক এই অভিনব লেখকের রুচির বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া রচনা পত্রস্থ করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন অপরাধী ফরাসডাঙ্গায় পলাইয়াছিল; ফরাসী গবর্ণর তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছেন, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

বাবু হীরালাল শীল সাত লক্ষ টাকা লইয়া ধর্ম্মতলার বাজার ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর উহা ক্রয় করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আর নূতন বাজারেও প্রায় সাত লক্ষ ব্যয় হইয়া গেল, সুতরাং এখন মিউনিসিপালিটিকে চৌদ্দলক্ষ টাকা ঋণ করিতে হইবে। বড় লোকের বড় কথা। কলিকাতার লোক, এক একজন ধনকুবের। বুঝিনের গড়ীবাজীতে লক্ষ টাকা দিতে পারিলেন। হগ সাহেবের গড়ীবাজীতে চৌদ্দলক্ষ টাকা দিবেন তাহার বিচিত্র কি?

বি, এল, পরীক্ষায় ২৩৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তা-হার মধ্যে নয় জন প্রথম শ্রেণীতে। দেশের সর্বিক এল, উপাধি গ্রহণ করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন:——

সম্প্রতি মান্দ্রাজে আবার ছেলে ধরা পাদরি সাহেবের ভারি ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি বর্গেস নামক একজন পাদরি ১৬ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে খ্রীষ্টান করিয়া লইয়া যান কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে আবার গৃহে লইয়া আসে। পাদরি সাহেব এইজন্য পিতার নামে অভিযোগ করেন যে, বালকটি তাঁহার তত্ত্বাবধানে অবস্থান করিতে ছিল, বালকের পিতা পাদরি সাহেবকে না বলিয়া তাহাকে বাটী লইয়া গিয়াছে ও আটক করিয়া রাখিয়াছে। এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বালকটি আসিয়া বলে যে, সে আপন ইচ্ছায় পাদরি সাহেবের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এবং তাহার পিতা তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক করিয়া রাখে নাই। বালকের এই কথায় মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মাব-লম্বীরা শুদ্ধ পরের দেশ বলদ্বারা কাড়িয়া লইলে স্বর্গ হইবে এরূপ বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা পরের পুত্র কাড়িয়া লইলেও স্বর্গ হইবে বিশ্বাস করেন।

দ্বারভাঙ্গার রাজার এক্ষণে চতুর্দ্দশবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম। তিনি অত্যন্ত দানশীল। এই ভূভিক্ষে কতকগুলি বৃহৎ [illegible] কাটাইয়া দিয়েছেন। এবং অন্যান্য অনেক [illegible] হইয়া এই [illegible] তাঁহার শুভ বিবাহের লগ্ন স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইবে না। রাজা প্রাপ্ত ব্যব-হার হইয়া পাণিগ্রহণ করিবেন।

অহমেদাবাদে একজন সপ্ততিবর্ষ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি একাদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণি গ্রহণ করিয়াছে। বিবাহ-কালে বর এবং কন্যাকর্ত্তাকে পুলিশে রক্ষা করিতে হইয়া-ছিল। নহিলে ক্রুদ্ধ প্রতিবাসীরা বোধ হয় তাহাদি-গকে মারিয়া ফেলিত। বোধ হয় বোম্বায়ের অহমেদাবাদ নগরে লুচি নামক অপূর্ব্ব খাদ্যদ্রব্য নাই। আমাদের এখানে উভয় পৃষ্ঠ ঘৃত ভৃষ্ট পূর্ণশশধরবৎ ঐ পদার্থ ডাকি-নীতে প্রস্তুত করিয়া দিয়া যায়, তাহা লোকের সম্মুখে দিলে, তাহারা বাঙ্ নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইয়া তাহা-তেই আসক্ত থাকে. তখন কোন ব্রাহ্মণ স্বীয় পৌত্রীকে (শ্রীবিষ্ণু—সগোত্রে হইবে না) পৌত্রী সম দৌহিত্রীকে বিবাহ করিলেও কেহ কথা কহিতে পারিবে না।

ডিউক অব এডিনবর্গ এবং তাঁহার নব বধূ ৭ই ফেব্রু-য়ারি মস্কৌ নগরে পৌঁছিয়াছেন। মহোদয়ের শুভ দেখিয়া মধ্যম রাজকুমার সম্ভবতঃ আগ্রার তাজমহলের গল্প শু-নিয়া রাজকুমারীর কাছে করিবেন। নব রাজবধূর হয়ত তাজমহল দেখিতে ইচ্ছা হইবে। কোন পথে ভারতবর্ষ দেখিতে আসিবেন বলা যায় না। অনেকে এরূপ স্থির করিতেছেন যে সৈন্য সামন্তে কাবুলের পার্ব্বতীয় পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে তিনি সেই পথে আগমন করি-বেন।

প্রেরিত।

আশ্চর্য্য দয়া!!!

গত ১৭ই জানুয়ারি দিবসে শ্রীরামপুরের জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জেফরি সাহেব একটি ফৌজদারি মোকদ্দমার অদ্ভুতরূপ বিচার করিয়াছেন। সেইডোর মোনরুফি আদালতের জনৈক উকীল বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটি কর্ম্মের সংবাদ কোন্নগর নিবাসী অধরনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে দিবার কারণ তাহাকে একখানি পত্র লেখেন। কালীপ্রসন্ন বাবু পত্রখানি ডাকযোগে না পাঠাইয়া আপ-নার মক্কেল জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দ্বারা কোন্নগরের ইষ্টি-সেন মাষ্টার বরাবর অধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তাহা পাঠাইয়া দেন। কোন্নগর নিবাসী অনাতর বাবু অধর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্র উক্ত ইষ্টেসন মাষ্টার বাবুর নিকট হইতে গ্রহণ এবং তাহা আত্মসাৎ করেন এবং প্রথমোক্ত অধরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চাহিলে ও তাহাকে তাহা দেন নাই। এই নিমিত্ত তিনি তাহার নামে নালিশ উপস্থিত করেন এবং তাহাতে আসামী অধর নাথের খাটুনি সহ তিন মাসের মেয়াদ হইয়াছে।

এই মোকদ্দমাটীর বিচার দৃষ্টে আমরা হতজ্ঞান হই-য়াছি। প্রথমতঃ পত্রে ভূতি সম্বাদ ভিন্ন টাকা কড়ি বা নোট বা অন্যরূপ সম্পত্তি ছিল না। আসামী পত্রখা-খানি আত্মসাৎ করায় ফরিয়াদী সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। তিনি স্বীয় এজাহারে যে সত্য কথা বলেন তাহা এই মাত্র—কথিত চাকরীর খবর না পাওয়া জন্য তিনি সত্বর তাহার ভগিনীপতির নিকট যাইতে পারেন নাই। আসামী দণ্ডবিধির ৪০৩ ধারানু-সারে দণ্ডিত হইয়াছেন। উক্ত ধারার মর্ম্ম এই যে কেহ অসদ্ভাবে অন্যের অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করিলে ইত্যাদি তাহার ২ বৎসর মেয়াদ এবং জরিমানা হইবেক। দণ্ড বিধির ২৪ ধারায় (অসৎভাবে) এই কথার অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে কেহ কোন ব্যক্তির অন্যায়বিধ লাভ সাধন বা হানি করিবার মানসে কোনরূপ কার্য্য করে সে অসৎভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। উক্ত আইনের ২৩ ধারায় অন্যায় বিধ লাভ এবং হানির এইরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। কোন সম্পত্তিতে আইনত স্বত্ব না থাকিলেও তাহা অবিহিত উপায় দ্বারা লাভ করাকে অন্যায় বিধ লাভ কহে। ক্ষতি সহকারীর যে সম্পত্তিতে আইন মত স্বত্ব আছে অনুচিত উপায় দ্বারা সেই সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করাকে অন্যায় বিধ হানি কহে। এই সকল বিধানানুসারে উক্ত পত্রিকার জন্য ফরিয়াদী অধরনাথের সম্পত্তি ঘটিত কি ক্ষতি হইল, বা আসামীর কি লাভ হইল তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে রাজপুরুষগণের বুদ্ধি অনেক স্থলে অলৌকিক এবং আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের পক্ষে দুর্বোধ্য। জেফ-রি সাহেব বলেন ফরিয়াদীর সামান্যরূপ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া তিনি আসামীর কেবল মাত্র খাটুনী সহ তিন মাস মেয়াদের আদেশ করিলেন। তিনি তাহাকে যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন। দিন২ এইরূপ দয়ার স্রোত বহিতে থাক-

লে অর্জন নদীর উপকূলের ন্যায় আমাদের বঙ্গসাগরো-পকূল দয়া প্রবাহে প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

আদমের অধঃপতনাবধি মানুষের মনে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। সেই পাপ প্রভাবে অসৎ ভিন্ন আমাদের কলুষিত মনে কখন সৎ চিন্তার উদয় হয় না। তাই ভাবিতেছি ইংলণ্ডের বিখ্যাত জজ জেফরির ইনি ত কেহ নন।

এই মোকদ্দমার আপিল হইয়াছিল। আপিলে মহা-মান্য জজ প্রিন্সেপ সাহেব আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

মহাশয়! আপনার সাধারণীতে চুঁচুড়ার চুরির কথাই লিখিতেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দননগরান্তর্গত গড়বাটীতে যে রূপ চোরের উপদ্রব হইয়াছে তাহা আপনার সাধারণীতে না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। গত ১৪ মাঘ গোপালচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে দিবাভাগে ঘরের চাবী ভা-ঙ্গিয়া ও কাষ্ঠের সিন্দুক কাটিয়া অন্যূন ৫০। ৬০ টাকার অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া যায়। ২০ মাঘ রাত্রিতে গোবিন্দ পালের বাটীর জানালার গরাদে কাটিয়া চারি পাঁচ টাকার দ্রব্য চুরি করে। ঐ রাত্রিতে কালাচাঁদ পালের ঘরের গোবরাট কাটিয়া প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। ঐ রাত্রিতে আরো ভরত তাঁতির ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া দ্রব্য কিঞ্চিত লইয়া গিয়াছে।

২৯ মাঘ রাত্রি [illegible] সাতনাম শেঠের বাটীর উপরের জানালার নীচে সিঁদ কাটিবার উপক্রম করিয়া ছিল কিন্তু গোলযোগ হওয়াতে প্রস্থান করে। পুলিস এমনি সতর্ক যে অনেক ক্ষণ ধরিয়া চেঁচামেচি করাতে একটী ও পুলিসের লোকের দেখা পাওয়া যায় নাই। তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পর এক জন মাত্র কনষ্টেবল দর্শন দিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে এদিকে কনেষ্টবল কি জন্য পাহারা দিতে আসে না?

পত্র প্রেরক গণের প্রতি——

চুঁচুড়া। একান্ত বশম্বদ শ্রী দুর্ভিক্ষ রিলিফ কমিটির একজন মেম্বর বাবু বঙ্ক বিহারী নিয়োগী সর্ব্বাগ্রেই মাজি-ষ্ট্রেট সাহেবের স্থান হইতে আপনার আশ্রিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়কে দশটাকা দেওয়াইয়াছেন, বলিয়া, দাতব্য-কার্য্যে স্বার্থপরতা বিশেষ দূষণীয় প্রদর্শনার্থে পত্র লিখি-য়াছেন। আমরা বলি, স্বার্থপরতা দাতব্য কার্য্যে কেন? সকল বিষয়েই দূষণীয়—অথচ আদমের বংশের সকলকে সকল কার্য্যেই স্বার্থপর দেখি। যাহা হউক, যাহারা কাহারও কিছু করে না, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা আশ্রি-তের উপকার করে, তাহারা সহস্র বার প্রশংসনীয়, সেই জন্য আমরা বাবু বঙ্ক বিহারী নিয়োগীকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

জলপাইগুড়ি, কোন গ্রাহক। আপনি জলপাইগুড়ির যে বারহারজীবের পৈশাচিক বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহা পত্রে প্রকাশ করিলে, কাহারও কিছু উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না। আপনাকে অনুরোধ করি আপনি সেই দুরাত্মার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না এবং আপনার অনুগত লোক দিগকে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে দিবেন না। আপনি যদি ইহা না করিতে পারেন, তবে মাথাব্যথা কেন?

মফঃস্বল হইতে, অনেক চুঁচুড়া নগর বাসী। চুঁচুড়া নগর বাসিগণ নিতান্ত আলস্য পরায়ণ, আপনি আমাদি-গের এই কথায় আন্তরিক শোককথা করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, কিন্তু কেবল একজন মিউনিসিপাল কমিশনরের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি-লাম না। চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটি একটি মরি গোয়েদের গোয়াল এবং ইহার সকল গুলিই নিরীহ মেষ বীর।

৩রা ফাল্গুন "এইখানকার কেহ" যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সুদীর্ঘ। সারাংশ দিতেছি। চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস রায় মহাশয়ের একজন দাসীকে তিনি মুদ্দারফরাস দিয়া শবদাহের ঘাটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহার মরিবার সময় উপস্থিত নহে।

অন্যান্য অনেক কথা লিখিয়াছেন, সকল উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই।

আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম স্ত্রীলোক-টির বয়স আন্দাজ সত্তর হইবে। সে বলিল, সে পঁচিশ বৎসর ঠাকুরদাস বাবুর বাটীতে চাকরী করিয়াছে। ঘাটে তাহাকে অন্ন জল দেয় এরূপ কোন বন্দোবস্ত কেহ করে নাই; প্রসন্ন চিৎবাসী নামে একজন পার্শ্ববর্ত্তীর বাটীর স্ত্রীলোক তাহাকে কিছু খাইতে পান করিতে দেয়। বৃদ্ধা বসিয়া আছে, আমাদের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কহিল। এরূপ নৃশংসতা কেবল পরকালে নরক ভোগের কারণ নহে, আমাদের বিবেচনায় ইহকালেই এরূপ আচরণের দণ্ড হওয়া উচিত।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথি-লতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাস হয়েন।

শরীরের পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় ইন্দ্রিয় চালনা বায়ু ও স্না-নাদ্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রাপ্তি ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়; স্মরণশক্তি কম হয় এবং অগ্নিমান্দ্য মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য অগ্রসর ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] বাবুর কৃত বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা, কাঁটাল-
[illegible]
[illegible]
[illegible] এক এক টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকগণ দুই আনা হিসাবে ডাকমাশুল সমেত মূল্য পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

ভবিষ্যতে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নামে যিনি পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি বহরমপুরে ঠিকানা দিবেন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ঠিকানা দিবেন।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইন্দিরা।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত ইন্দিরা নামক উপন্যাস বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ।০ আনা, বিদেশস্থ গ্রাহকগণের এক আনা অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করি; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া গত দিন পরে তাঁহার মূল্য প্রেরিত হইলে; তাঁহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. বি, এল.
নং ৪ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, মৃজাপুর, কলিকাতা।
বাবু মহেন্দ্রলাল বসু
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর।
কালেক্টরী অফিস, আলিপুর।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বিষ্ণুপুর ... ১৸০
,, গোপালচন্দ্র সুর, বহরমপুর ... ৩৲
শ্রীমতী বামাসুন্দরী, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ... ৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র সরকার, নৈহাটি ... ১৸০
,, ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, নৈহাটি ... ৩৲
,, হরিদাস শীল, চুঁচুড়া ... ৬৲
,, ভব[illegible]চরণ [illegible] ... ১৸০
,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, আড়পুর ... ৬৲
,, মদনমোহন মজুমদার, যশোর ... ৬৲
,, হরিলাল দত্ত, ঐ ... ৬৲
,, সুধাকুমার বন্দোপাধ্যায়, নড়াইল ... ৬৲
,, পার্ব্বতীকুমার মিত্র ঐ ... ৬৲

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬৲
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	৩৲
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	১৸০
মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...	৵০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য অন্য নিয়ম করা যাইবে।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রী হারাণ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

অ[illegible] নাই। স্থল পথে, জল পথে, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া দস্যুগণ ধনলিপ্সায় ইহার উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহা সকলেই জানেন।

স্পেন দেশের শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রে, ইহার স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ পরিপূরিত আকর সকলে, এবং ইহার সমৃদ্ধিশালী সাগর বন্দর সকলে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে নানা বিদেশীয়ের লোভ পড়িয়াছিল; প্রথমে ফিনিসীয়, কার্থেজীয়, এবং সেমানেরা পরে খ্রীষ্টাব্দের চারিশতাব্দী পরে, সুয়েবিয়, আলাংশীয়, এবং বাণ্ডালেরা, এবং কিছুকাল পরে গথ জাতীয়েরা স্পেন রাজ্যে উৎপাত করিতে থাকে এবং উপনিবেশ সংস্থাপিত করে।

ভারতের সহিত স্পেন ইতিহাসের আরও বিশেষ সাদৃশ্য এই, আমরাও যেরূপ শতশত বৎসর ব্যাপী মুসলমান শাসনে বিকৃত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, স্পেনীয়েরাও সেইরূপ সেই মুসলমানদিগের বহুকাল ব্যাপী কঠোর শাস[illegible] হইয়াছে। [illegible] সুমারি সময়ে [illegible] মুসলমানের ভাগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কারণেই স্পেন উপদ্বীপের অনেক প্রদেশে মূর এবং সারাসেন বংশীয় অনেক পরিবারের বসতি আছে। অনেক স্পেনীয় কৃষ্ণবর্ণ।

মুসলমানদিগের প্রতাপের হ্রাস হওয়ার কিছুকাল পরে ১৫১৮ সালে স্পেন রাজ্য অষ্ট্রীয়ার বিখ্যাত পঞ্চম চার্লসের করগত হয়। দুই শত বৎসর তদীয় বংশীয়গণের করতলগত ছিল। এই বংশীয় দ্বিতীয় চার্লসের অপুত্রক মৃত্যু হওয়ায়, কয়জন স্বার্থপর রাজায় স্পেন রাজ্যের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম করেন; এই যুদ্ধের নামই 'সক্ষেষণ যুদ্ধ'। পরিশেষে ১৭০৭ সালে ফ্রান্সের বোরবোঁ বংশীয় ফিলিপ সকলকে পরাজিত করিয়া আপনি স্পেন রাজ্যের একেশ্বর হয়েন। এই বংশীয়েরা ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত এই দেশে রাজা ছিলেন। দেখুন! আমাদের মত স্পেনীয়েরা চির প্রপীড়িত কি না? আমাদের হইতেও অধিক দিন ইহারা পরের মন[illegible] সমস্তুঃখীয় [illegible] ইচ্ছা হয়।

ধর্ম্মোপদেশকে যাহা[illegible] শান্তিধামে যাইতে হইলে, [illegible] সাগরে সন্তরণ করিতে হইবে। সে[illegible]ণিত আপনার ভ্রাতৃদেহ নিঃসৃত; এবং পা[illegible] ভরে প্রবাহিত। যে কখন পাপ করিব না মনে করে, সে কখনও পুণ্য করিতে পারে না। আর যে জাতি পরাধীনতায় শান্তি সুখ প্রাপ্ত হইতে পাওয়া যায় মনে করে, তাহারা কখন শান্তি উপভোগ করিতে পারে না, এবং একবার চেষ্টা করিয়াই যাহারা ক্ষান্ত থাকে, তাহারাও কখনও শান্তি সুখ পায় না—বায়রন বলিয়াছেন;—

স্বাধীনতা-সাধন ক-ম প্রাণসমর
সত্য বটে, সেতু নাই, নির্ভর, দুস্তর,
বার বার হতে পারে তাহাতে ম[illegible],
সাহসে করিয়া ভর কর সন্তরণ—
পর পারে পাবে পুরী, শান্তি সুখকর।

[illegible] বঙ্গদর্শন।

স্পেনীয়েরা এই সকল কথার সার বত্তা বুঝিতে পারিয়াছে; তাহারা এখন আর পাপে ভীত নহে, সাহসে ভরকরিয়া অনবরত রক্তপাত করিতেছে। আমাদের বিলক্ষণ ভরসা আছে, তাহারা এই রক্ত সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই সমৃদ্ধি নিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে।

ফরাসীস দেশে একটী ব্যবস্থা আছে যে স্ত্রীলোকে কখনই দেশের রাজা হইতে পারে না। ইহাকে 'সালিক নিয়ম' বলে। স্পেন দেশ ফরাসী দেশীয় বোরবোঁ বংশীয়দিগের হস্তগত হওয়ার পরেই এই ব্যবস্থা এই দেশে প্রচারিত হয়। ১৮৩০ সালে সেই সময়ের রাজা ফর্ডিনাণ্ডের একমাত্র কন্যা ইসাবেলা জন্মপরিগ্রহ করেন, তাহাতে রাজা সালিক নিয়ম রহিত পূর্ব্বক তাঁহাকেই ভাবি উত্তরাধিকারিণী স্থির করিয়াছিলেন; ইহাতে রাজভ্রাতা ডন কার্লোস অসন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার

[illegible] ল, তাহাতেই আকুঞ্চ [illegible] হইল। একপক্ষ রাজার [illegible] পক্ষ কার্লসের সাহায্যকারী। [illegible] ডিগাণ্ডের মৃত্যুর পরে ইসাবেলা [illegible] হয়েন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে আবার [illegible] প্রজ্বলিত হইল। এক পক্ষ ইটালীর রাজা বিক্টর ইমানুয়েলের দ্বিতীয় পুত্র আমাডিসকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনেরীর সময়ে ইংরাজ ফরাসী এবং স্পেনীয়দিগের মধ্যে একটি সন্ধি হইয়াছিল যে কোন ইটালীর রাজপুত্র কখন স্পেনদেশে রাজা হইতে পারিবে না। সুতরাং সকলে আপত্তি করিলেন, এবং আমাডিসের রাজা হওয়া হইল না। এই সকল গোলযোগ দর্শনে এক পক্ষ স্থির করিল, যে দেশে রাজা থাকিলে গেলেই তাঁহার উত্তরাধিকারী লইয়া চিরকাল বাদানুবাদ চলিবে, সুতরাং দেশে রাজা না থাকাই ভাল; এই পক্ষীয় লো[illegible] কার্লসের, একটি আমাডিসের, এবং একটি প্রজাতন্ত্র বাদী।

ক্রমে প্রজাতন্ত্রের ইজয় হইয়াছে; এক্ষণে সেনাপতি মার্শাল সেরানোর অধীন এক রূপ প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ।

বৈদ্যনাথের মন্দির একটী প্রশস্ত চত্বরের এক পার্শ্বে স্থিত; এই চত্বরের চারিদিকে অনেকগুলি প্রস্তরময় মন্দির আছে, এবং নানা দেব দেবী সেইগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে,। স্বয়ং বৈদ্যনাথ একটি বাণ শিলাবৎ, নাতি দীর্ঘ এবং একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড মধ্যে স্থাপিত।

এই বৈদ্যনাথ শিব সম্বন্ধে, ডবলিউ হণ্টর সাহেব স্বীয় 'রুরল বেঙ্গল' নামক অপূর্ব্ব পুস্তকে অনেক কথা লিখিয়াছেন। হণ্টর সাহেব বাঙ্গালার পশ্চিম দিকস্থ পার্ব্বতীয় প্রদেশ বাসিগণের ওকালতনামা গ্রহণ করিয়াছেন। কোল, ভীল, সাঁওতাল[illegible] বংলা সেখানে যত টুকু করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই যদি ক্ষান্ত থাকিতেন, ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সাহেব মহোদয় তাহাতে ক্ষান্ত নহেন: তিনি আমাদের দেব দেবীর মধ্যে কতকগুলি সাঁওতালদিগের নিকট হইতে নীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার সকল যুক্তিই যে নিতান্ত অসার বা উপহাসনীয় তাহা আমরা বলিতেছি না, বরং এতদূর স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, যে শিব শক্তির উপাসনা সম্বন্ধে যে সকল বাদ প্রকাশ করিয়াছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই সেগুলি যত্ন সহকারে আলোচন, ও আলোড়ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি বৈদ্যনাথ শিবসম্বন্ধে যে সকল মত প্রদান করিয়াছেন, সেগুলি বিশেষ যুক্তি সম্ভূত বলিয়া বোধ হয় না।

হণ্টর সাহেব বলেন যে এই বৈদ্যনাথ ঠাকুর প্রথমে একটি সাঁওতালি দেবতা ছিল [illegible] আর্য্য বা ব্রাহ্মণেরা সাঁওতালগণকে [illegible] দেবতাকে পূ[illegible] লিয়া লুপি[illegible] য়াছে। এই কথার প্রমাণার্থ 'বৈজুনাথ' নামক একজন ভীল কর্ত্তৃক দেবতা স্থাপনের এবং তাহার নামানুসারে সেই দেবতার নামকরণ হওয়া ইত্যাদি যে একটি গ্রাম্য গল্প বৈদ্যনাথ স্থানে লোক প্রসিদ্ধ আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই 'বৈজুনাথ ঠাকুরই' তোমাদিগের বৈদ্যনাথ মহাদেব।"

আমরা বৈদ্যনাথ মন্দির হইতে বৈজুনাথের মন্দির পৃথক্ দেখিলাম। একটি হইতে অন্যটি প্রায় অর্দ্ধপাদ ক্রোশ ব্যবহিত হইবে। দুইটী মন্দিরের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৈদ্যনাথ মন্দিরের উর্দ্ধভাগ রথের উপরি ভাগের মত। অর্থাৎ থাক্ থাক্ খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা ক্রমে অগ্রায়ত হইয়াছে। যেমন ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরের মাথা সুরকি দিবার পূর্ব্বে দেখায় সেইরূপ সমস্ত মন্দিরটি রথের মত দেখায়। কিন্তু বৈজুনাথের মন্দির উপরি অর্দ্ধভাগ

অন্যরূপ, বাউলদিগের মাথার চারি কোণা টুপির মত। টুপির উপরি যেরূপ একটা গাঁট্টা থাকে, এই মন্দিরের উপরিও একটী বৃহৎ গোলাকার পিণ্ড আছে। মন্দির অতি ক্ষুদ্র একটি ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট। আমরা হণ্টর সাহেবের পুস্তকে বৈজুনাথের বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম বলিয়াই হউক আর যে কোন কারণেই হউক, সে মন্দিরটি দেখিয়াই কেমন সাঁওতালি সাঁওতালি বোধ হইয়াছিল। মন্দিরটি পথ পার্শ্বে দীন হীনভাবে পড়িয়া আছে, চত্বর কি বারেন্দার ইহাতে নাম গন্ধ নাই।

হণ্টর সাহেবের মতের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি আছে। বৈদ্যনাথ মন্দিরের এক চত্বর মধ্যে যতগুলি মন্দির আছে সকলগুলি বৌদ্ধ মন্দির। যাঁহাকে পাণ্ডাজি 'কালভৈরব' বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলে, অনে অক্ষত কণা ও বিল্বপত্র ক্ষেপণ করিলাম, তাঁহাকে কপিল বাস্তব কালভৈরব বলিয়া তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলাম; তাঁহাকে এসিয়াটিক সোসাইটীর নিম্নতলে নানা মূর্ত্তিতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, তাহাকেই দোরা শহরের মঠরাজি মধ্যে ধ্যান মগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তিনি বুদ্ধদেব। এই চত্বর মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে। যিনি সরস্বতী দেবী বলিয়া পরিচিতা হইলেন তিনি বুদ্ধ মাতা মায়া। এইরূপ নানা মূর্ত্তি সেখানে আছে, সুন্দর বিকট সকল প্রকারের আছে।

হণ্টর সাহেব বৈদ্যনাথের প্রসঙ্গে এসকল কথার কোন উল্লেখ করেন নাই, বুঝিতে পারিলাম না।

পূজার পদ্ধতিতেও কিছু সাঁওতালি উপলক্ষণ লক্ষিত হইল না। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেবাদিদেব মহাদেবের পূজার আবার সাঁওতালি কি থাকিবে? তাহা অসম্ভব নহে। এরূপ কোন কোন দেবালয়ে নিয়ম আছে যে, অগ্রে অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক পূজা প্রদত্ত হইলে, তবে অন্য পূজা গৃহীত হইয়া থাকে। এরূপ কোন নিয়ম বৈদ্যনাথে থাকা দূরে থাকুক, এখানে অনার্য্যজাতিরা প্রবেশ লাভ করে না, করিবার বড় স্পৃহাও রাখে না; কোন পূজা প্রদান করিলে রীতিমত ব্রাহ্মণে সংকল্প করিয়া প্রদান করিয়া থাকে।

নন্দহাটির পর্ব্বতে একটি মন্দির আছে কোন পশু বলি দেবী সম্মুখে প্রদত্ত হইলে মন্দিরের সোপানোপরি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে অগ্রে সেই স্থানে রক্ত প্রক্ষেপ করিয়া পরে দেবীর কাছে লইয়া যাইতে হয়: এরূপ পদ্ধতি দেখিলে, কিছু অনার্য্য প্রণালী বলিয়া বোধ হয়। সেরূপ কোন প্রণালীই বৈদ্যনাথে নাই। বিশেষতঃ বৈদ্যনাথে পার্ব্বতীয় জাতির সমাগম প্রায়ই হয় না; খোট্টাই অধিকাংশ যাইয়া থাকে। পুরোহিত ৩৫০ ঘর মৈথিলী উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ এবং এক ঘর সঙ্গেশজ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং বৈদ্যনাথে সাঁওতালি এমন বিশেষ কিছু নাই। তবে সমস্ত শৈবোপাসনাই যদি অনার্য্য সম্ভূত হয়, তা। হইলে, বৈদ্যনাথকেও অনার্য্য বংশজ হইতে হইবে। সে কথা পৃথক্ তাহার আ[illegible]

[illegible]

[illegible] মরা এই মাত্র বলিতে চাই, যে বৈদ্যনাথের পূজা পদ্ধতি, মন্দিরাদি দেখিয়া হণ্টর সাহেবের সাঁওতালি মতের কিছু মাত্র পোষকতা হয় না। বরং মন্দিরাদি যে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবের সমকালিক তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

বৈদ্যনাথে যে শক্তিদেবী আছেন, তিনিও প্রভাবশালিনী বলিতে হইবে; মেলার পরে একজন ব্যক্তি তাঁহার পরিতুষ্টি জন্য একশত ছাগ বলি প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথে 'পৌরাণিক রাবণস্নান আছে. তাহার জল ভাল বলিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহাতে তাহাকেও অবগাহন করিতে দেন না সেই জল পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পৌরাণিকী আখ্যায়িকার সহিত এই ব্যবস্থার কতদূর অসংলগ্ন পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন এদিক জ্ঞানাবাপীর [illegible] যায়।

নাটকাভিনয়।

দেশীয় ইংরাজি সংবাদ পত্র সকল নাটকাভিনয়ের সমালোচনা করিলে গৌরবের লাঘব হইবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি প্রধান পত্র সকল এবিষয়ের আলোচনা করেন না। কিন্তু এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নাটকাভিনয় ক্রমে সমাজের একটি আচার ব্যবহারের মধ্যে হইয়া উঠিল। কলিকাতায় চারিটি পেশাদার নাট্য সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন সখের সমাজ যে কত আছে, তাহার ত সংখ্যাই করিয়া উঠা যায় না। কলিকাতায় কেন মফস্বল অঞ্চলেও নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠান বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। গত ১০ই ফাল্গুন শনিবারে আমাদের এইখানে এক ক্রোশের মধ্যে তিনটি স্থানে অভিনয় হইয়াছিল। ইহার উপর আজ জানাই পুরে, কাল ক্রুটিগায়, পরশ্ব তমোলুকে, এক স্থানে না হয় অন্য স্থানে প্রায়ই অভিনয়কার্য্য হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার ন্যাশনাল বা গ্রেট ন্যাশনাল নিথিয়েটার বহির্গত হইয়া কাশী কাঞ্চী জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং নাটকাভিনয় যে সমস্ত বঙ্গ সমাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। নাটকাভিনয়ের ভাল মন্দ বিচার করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

যেমন বালকের শিক্ষামন্দির পাঠশালা, কালেজ, স্কুল শিক্ষা মন্দির রঙ্গভূমি। পাঠশালায় যেমন জ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে; রঙ্গভূমিতে তেমনি স্নেহের শিক্ষা, প্রণয়ের শিক্ষা, দয়ার শিক্ষা, উৎসাহের শিক্ষা, ঘৃণার শিক্ষা, রাগের শিক্ষা হইয়া থাকে।

জ্ঞান শিক্ষা যেরূপ প্রয়োজনীয়, প্রবৃত্তি পরিচালন শিক্ষা করা সেইরূপ আবশ্যক। শুদ্ধ জ্ঞানে মনুষ্য হয় না, শঙ্করাচার্য্য হইতে পারে। গতিশক্তি বিশিষ্ট শব্দ কল্পদ্রুম লইয়া সংসারে অবস্থিতি করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সেইজন্য প্রবৃত্তি পরিচালনার শিক্ষা আবশ্যক।

ভাল নাটকে এই শিক্ষা প্রদান করে। কবি, হামলেট বলিয়া একটি চিত্র তোমার সম্মুখে স্থাপিত করিলেন; সেই হামলেট রাজপুত্র, রাজ্যের উত্তরাধিকারী কিন্তু, তাহার দেব তুল্য পিতাকে গোপনে তদীয় ভ্রাতা হনন করিয়াছে; পিশাচী মাতা হয়ত এই নৃশংসতার সহায়তা করিয়া থাকিবে, কেন না সেই মাতা পিতার মৃত্যুর অতি অল্পকালপরেই সেই পিতৃব্যের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে; এই হামলেট যে ওফেলিয়াকে প্রাণের মত ভাল বাসিত, সেই প্রণয়িনী পিতৃপরামর্শে তাহাকে সম্ভাষণ করিতেও নিষেধ করিল; পরে ক্রমে হামলেট এই প্রণয়িনীর পিতাকে স্বহস্তে বধ করিল, নচেতা পাপে ... সময়ে পিতৃ বিয়োগবিধুরা ওফেলিয়া ... নিমজ্জনে প্রাণত্যাগ করিল, ... বিকে ভূতযোনি আ- ... করিতে পরামর্শ দিয়া থাকে; আর দিবারাত্রি সংশয়রাক্ষস তাহার হৃদয়ের শোণিত শোষণ করে; তোমার সম্মুখে এই অপূর্ব্ব চিত্রের অভিনয় প্রদর্শিত হইল, তুমি প্রকৃত সংসারে এতদিন নানা শোক দুঃখ দেখিয়াছিলে কিন্তু তোমার সম্মুখে কৃত্রিম সংসারের হামলেটকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলে, যে মানুষ কতদুঃখে দুঃখী হইতে পারে। মনুষ্যের দুঃখ কিরূপ জটিল তাহা তুমি হৃদয়ঙ্গম করিলে সমস্ত মানব মণ্ডলীর জন্য তুমি শোকার্ত্ত হইলে; তুমি সকল মানবের জন্য দুঃখ করিতে শিখিলে; তুমি বিচিত্র শিক্ষা লাভ করিয়া রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইয়া আসিলে। এ শিক্ষা সহস্র বিদ্যালয়ে দিতে পারে না।

এখন যেসকল নাটক অভিনয় থাকে, তাহাতে এরূপ কিছু শিক্ষা হইয়া থাকে? বোধ হয় ক্ষণিক আমোদ ব্যতীত সেগুলিতে আর কিছুই পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশের অভিনয় সমাজ সকলের অত্যন্ত হীনাবস্থা। তাহার নানা কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটি কারণ হইতেছে, আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্যের এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের অবহেলা। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যতীত কোন সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্যকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দান করিতে কখন দেখা যায় না।

প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সকলও তাচ্ছিল্য করিয়া কোন আলোচনা করেন না। সামাজিক কোন কার্য্যে ... অবহেলা স্বতঃ, কুফল, সন্দেহ। সমালোচকের নিকট না হইলে প্রশ্রয় পাইয়া একরূপ বাড়িয়া উঠিতে পারে তাহা উৎপাটিত করা বিষম কষ্টকর হয়; এবং অলঙ্কারের আমূল সংশোধন না হইলে উৎকৃষ্ট কখনই বল প্রকাশ করিতে পারে না।

অভিনয় রীতির এখন হইতে সংশোধন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সকলে এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য; এবং হিন্দুপেট্রিয়ট, বঙ্গদর্শন প্রভৃতির এবিষয়ে লেখনী চালনা করা কর্ত্তব্য।

ক্যাম্বেল সাহেব এবং শিক্ষা বিভাগ।

২

ক্যাম্বেল মহোদয় এরূপ মনে করেন না যে, প্রত্যেক কৃষক বা সামান্য লোকের সন্তানেরা আপন আপন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সকলেই উচ্চ পদাভিলাষী হয়। এজন্য তিনি গ্রাম্য পাঠশালা সমূহে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বেধ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছেন। একথা আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় বলিয়াছি। কিন্তু যে বালক, গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা কালে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে, যাহাতে তাহার শিক্ষা বিষয়ে ব্যাঘাত না হয় ক্রমশঃ এরূপ ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থায় একজন সামান্য কৃষক সন্তানও বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ পদাভিষিক্ত হইতে পারিবে।

এস্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইতেছে না যে, ক্যাম্বেল মহোদয় গ্রাম্য পাঠশালা সমূহের এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াও জন সাধারণের যশোভাজন হইতে পারিতেছেন না। অনেকে বলেন ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব ও পাঠশালা সকলের এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে এ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কারণ তৎকালে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ নিজ নিজ আয় ব্যয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন। এক্ষণে তিন প্রেসিডেন্সীর সমস্ত আয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে নীত হয়; উক্ত গবর্ণমেণ্ট যে প্রদেশে যে রূপ ব্যয় করা আবশ্যক তাহা ধার্য্য করিয়া দেন। সুতরাং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার হ্রাস হইয়াছে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অসুবিধা সত্বেও ক্যাম্বেল সাহেব নিজ অধ্যবসায় গুণে যাহা সম্পন্ন করিলেন গ্রাণ্ট সাহেব অর্থাভাবে তাহা করিতে পারেন নাই একথা ভাল শুনায় না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে গ্রাণ্ট সাহেব ক্যাম্বেল মহোদয়ের ন্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে অবশ্যই সফল মনোরথ হইতে পারিতেন।

বাঙ্গালা ও ইংরাজি বাঙ্গালা ...

এই ... মাসিক ... টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষাদ্বয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সমস্ত নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল এক্ষণেও প্রায় তদ্রূপই আছে। যে কয়েকটী বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে নিম্নে তদ্বিষয়ের সমালোচনা করা যাইতেছে। ইতি পূর্ব্বে প্রত্যেক জেলায় কতকগুলি করিয়া বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল ... ... গীয় ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়েরা পরীক্ষার ফলানুসারে উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের মধ্যে ঐ বৃত্তি স্থির করিয়া দিতেন। ইহা দ্বারা সভ্যতা সমাকীর্ণ নগরাবলীর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সমূহই উক্ত বৃত্তিসমুদায় প্রাপ্ত হইত। যে সকল স্থানে সভ্যতা বিশেষ রূপে বিস্তীর্ণ হয় নাই এবং বিদ্যার চর্চ্চার আধিক্য নাই এরূপ পল্লী গ্রামস্থ বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রেরা প্রায়ই বৃত্তি হইতে বঞ্চিত থাকিত তাহাতে পল্লী গ্রামস্থ মধ্যবিধ লোকের সন্তান গণকে উচ্চ শিক্ষার আশা এক প্রকার ত্যাগ করিতে হইত। এই স্থলে একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ক্যাম্বেল সাহেবের প্রশংসা অনেকে সহ্য করিতে পারেন না কিন্তু এক্ষণে ক্যাম্বেল সাহেব প্রত্যেক স্কুলে দুইটীর অধিক বৃত্তি দেওয়া হইবে না এই নিয়ম করাতে সে অভাবের দূরীকরণ হইয়াছে।

পাঠ্য বিষয় গুলির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত পরীক্ষাদ্বয়ে সাহিত্য বিষয়ের পুস্তক নির্দ্ধারিত থাকিত তাহাতে ছাত্রেরা নির্দ্ধারিত সাহিত্য পুস্তক গুলি মাত্র পড়িয়াই ক্ষান্ত হইত। এক্ষণে সাহিত্য বিষয়ের জ্ঞান রচনা দ্বারা পরীক্ষিত হইবে নিয়ম হইয়াছে সুতরাং ছাত্রগণকে রচনা শক্তির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য পুস্তক পাঠ করিতে হইবে।

হস্তাক্ষর লিখন ও পঠন বিষয়ে লেঃ গবর্ণর বাহাদুর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে এবিষয়ে কখন কোন পরীক্ষার মধ্যে নির্দিষ্ট হয় নাই। তজ্জন্য যে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে তাহা সাধারণের অবিদিত নাই।

পরীক্ষার পাঠ্য মধ্যে জরীপ ও পরিমিতি এই দুইটী বিষয় নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই দুইটী নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ছাত্র দিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না, কারণ তাহাদিগকে পূর্ব্বের মত আর সমস্ত পৃথিবীর ভূগোল কণ্ঠস্থ করিতে হইবে না। কেবল মাত্র ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত পাঠেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

ইংরাজি বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তির (Minor) পাঠ্য পুস্তক অবিকল বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তির ন্যায় কেবল বাং ব্যাকরণ ও রচনার পরিবর্ত্তে ইং ব্যাকরণ, অনুবাদ ও হস্তলিপি নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজি ছাত্র বৃত্তি।

ইংরাজি প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র দিগের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ১৬০ একশত ষাটটী বৃত্তি ধার্য্য ... ২য় তদ্রূপ ২য় শ্রেণীর বৃত্তি ১৫ টাকার পরিবর্ত্তে ১২ টাকা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জরীপ, প্রাকৃত ভূগোল ও চিত্র বিদ্যার উত্তীর্ণ বালক দিগের সুবিধার জন্য প্রথমোক্ত বৃত্তির অর্দ্ধাংশ প্রদত্ত হইবে। এল, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র গণের মাসিক ৩২ টাকা বৃত্তির পরিবর্ত্তে ২৫ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিন্তু বৃত্তি সংখ্যা ৫০ টির স্থানে ৬০ টী করা হইয়াছে এতদ্ব্যতিরিক্ত লেঃ গঃ বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ কোন কোন ছাত্রকে ব্যবসায় বিশেষ শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিবেন আশা দিয়াছেন।

এই সমস্ত পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে লেঃ গবর্ণর বাহাদুর কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই কারণ এই সকল বিষয়ে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে থাকায় হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই।

বর্দ্ধমান দানসমাজ।

			চাঁদা
কমিসনার—বর্দ্ধমানের মহারাজার দেওয়া জমা হইতে	...	...	১০০০
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দনলাল রায়—চকদিঘী		...	১০০০
...	...	মাসিক	৫০
„ বিশ্বেশ্বর মল্লিক—সিহাড়সোল		...	১০০০
মিষ্টার ই, এচ, হুইনফিল্ড—ম্যাজিষ্ট্রেট		...	১০০০
„ ই, এচ, ... —জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মাসিক			১০

৫৩৫

,, জে, কোবরণ—ডিষ্টীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	১৬
,, আর, টি, সিবেষ্টার—ডেপুটিকালেক্টর	১০
,, জি, জে, মরেনাল—সেক্রেটারী বৰ্দ্ধমান মিউনিসিপালিটি … …	১০
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মাসিক …	৫
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীলাল সিংহ, দেবীপুর …	৫০০
মহারাজা জগদীন্দ্র নদোওয়ারী গোবিন্দ বাহাদুর নদোয়ারীয়াবাদ … …	৫০০
শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী ,, গিরিশচন্দ্র চৌধুরী } আয়ামপুর	২০০
মায়েন সরফুদ্দীন, বলীবোহাড … …	২০০
শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চৌধুরী, (বৰ্দ্ধমান জজ আদালতের উকীলদিগের পক্ষে।) …	১০০
শ্রীযুক্ত হিতলাল মিশ্রী, মানকুর …	১০০
,, তিলকচাঁদ বসু, … …	৫০
,, প্যারীমোহন বসু … …	৫০
,, দিগম্বর বিশ্বাস, সবজজ … …	৫০
,, ভোলানাথ কবিরাজ … …	৫০
,, রাধালাল বসু … …	২৫
,, মহেন্দ্রনাথ পণ্ডিত … …	২৫
,, শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ … …	২৫
শ্রী…লাল মুখোপাধ্যায়, …	১৫॥০
,, দ্বারিকানাথ মিত্র, সদর মুনসেফ	১০
,, ক্ষেত্রলাল বসু, এডিসনাল মুনসেফ	১০
,, মঙ্গলানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর	১০
,, রামলাল চট্টোপাধ্যায়, … …	১০
,, তারাপ্রসন্ন রায়, …	১০
,, …গোপাল মিত্র, … …	৮
,, …লাল তেওয়ারি, … …	৫
,, দীননাথ ঘোষ, … …	৫
মহাশয় পূর্ণচন্দ্র রায়, শিরোপুলী …	৫০

ভ্রম সংশোধন।

হুগলি দান সমাজের তালিকায় গত সপ্তাহে মুদ্রাকর দোষে এই কয়েকটি ভুল হইয়াছে।

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অনুরূপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ডাক্তার টমশন সাহেবের নামের দক্ষিণে একেবারে দান স্বরূপ যে যে টাকা লিখিত হইয়াছে, সে গুলি তাঁহাদের মাসিক দেয়। এবং রাজা গিরীশচন্দ্র রায় কেবল এক কালীন ৪০০ টাকা দেন নাই, মাসে মাসেও ৫০ টাকা করিয়া দিবেন।

সংবাদ।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গোয়ালিয়ারের দুর্গ হইতে একজন কয়েদী কাশ্মীর যাইবার জন্য তাহার কুঠরী হইতে পলাইয়া যায়। কিন্তু …নগো সে একটি শিখর হইতে পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। শাস্ত্রীদিগকে এই অপরাধে রুদ্ধ করা হইয়াছে।

কমায়ুন হইতে বরফ সকল উজ্জ্বল প্রতিভাতিত হয়। তথায় এমন শীত যে বায়ু স্পর্শে বোধ হয় যেন কেহ শরীর মধ্যে ছুরী ফুটাইয়া দিতেছে। সম্প্রতি এই প্রদেশে শীত প্রধান দেশের এক প্রকার পক্ষী দেখা দিয়াছে। তাহার সমুদয় শরীর পাথরের ন্যায় কৃষ্ণ কিন্তু গলার চতুর্দ্দিকে বরফের ন্যায় শ্বেত একটি বেষ্টন আছে। ইহা যে ভারতবর্ষের শীতাধিক্যের পরিচয় স্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে ঐ পক্ষীরা উচ্চ স্বরে গান করে।

বোম্বায়ের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ১,৩৮,১৫৯ জন এবং পার্সি অধিবাসীর সংখ্যা ৪৪,০৯১ জন। উভয়ের মধ্যে যে বিবাদ হইতেছে তাহাতে কাহাদের বৃদ্ধি সম্ভাবনা?

বোম্বায়ে বুজিন সাহেব বাজী করিবার জন্য বাঁশ পুঁতিয়া রাখিয়াছেন এমন সময় পরমদেব প্রভৃতি বলবত্তারা আসিয়া সেই প্রকাণ্ড বাঁশ ফেলিয়া দিলেন। বুজিন সাহেবের এই প্রধান বাঁশ উপাড়িয়া পড়িল।

১৮৭২ সালে অবেজ মালের কর ৬,৫৬৩,১৪০ টাকা; এবং ১৮৭৩ সালের কর ৯,১৩৬,১৪০ টাকা উঠিয়াছে।

…য় একজন হিন্দুস্থানী ৬০ টাকা পাইয়া আপ… …ক কন্যাকে এক বেশ্যার নিকট বিক্রয় করে এই অপরাধে … … তজ্জ পাপীয়সী জননীকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৮ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। ক্রয়কারিণী বেশ্যারও অনুরূপ … হইয়াছে।

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কাশীতে গিয়া আরোগ্য …য়াছেন। শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবেন।

মান্দ্রাজের শিল্প প্রদর্শনে দুইজন ভদ্রবংশীয় পুরস্কার পাইয়াছেন।

পঞ্জাবে বসন্ত রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত ১৭ই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে এখানে ২২৬ জন লোকের এই রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

বেহার অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সংবাদ শীঘ্র পাওয়া যায় এই অভিপ্রায়ে টেলিগ্রাফের তার বসান হইতেছে। এবং ইতিমধ্যে ত্রিহুত ও হাজিপুরে ষ্টেসন খোলা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা এইরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বেঞ্জামিন ডিসরেলী	ফার্ষ্ট লর্ড অব দি ট্রেজারি
	লর্ড হাই চ্যান্সেলর
লর্ড কেনর্স	কৌন্সলের প্রেসিডেণ্ট
ডিউক অব রিচমণ্ড	বৈদেশিক বিভাগ
আর্ল ডার্বি	ভারতবর্ষীয় বিভাগ
মার্কুইস অব সালসবারি	উপনিবেশিক বিভাগ
আর্ল কর্ণাভারি	সামরিক বিভাগ
গাথোর্ণ হার্ডী	হোম বিভাগ
ক্রস	

মা… …কার্ড নর্থকোট ট্রান্সেলর অব একস্‌চেকর

ডিউক জন ম্যানার্স	পোষ্টমাষ্টার জেনারেল
জর্জ ওয়ার্ড হণ্ট	আডমিরালটির সেক্রেটরি।

বিজয়নগরের মহারাজ সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটিতে ২০,০০০ টাকা মূল্যের ধান্য প্রদান করিয়াছেন।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনর এবং এম, এ পরীক্ষায় ৩২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৩ জন, সাইর সেণ্ট্রাল কলেজের ৩ জন, ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউশনের ৪ জন, কেথিড্রাল মিশন কলেজ ১ জন, ঢাকা কলেজ ১, শিবপুরা ৩ জন, জেনারেল আসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনের ২ জন, হুগলি কলেজের ৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি কেবল স্বর্ণ মেডাল পাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষে সাহায্য প্রদান বিষয়ে সাধারণের কিরূপ মত তাহা জানিবার নিমিত্ত রেঙ্গুনে গত সোমবারে একটি সভা হইয়াছিল।

ভাগলপুর জেলায় দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য ৩৩,৩৪৪ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। বাবু হরবল নারায়ণ সিংহ ৮,০০০ দান করিয়াছেন এবং লীলানন্দ সিংহ এককালীন ৩০০০ এবং মাসিক ২০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন।

এবার দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন পল্লীগ্রাম সমূহে ব… …ইতি হইতেছে।

এবার মধ্য ভারতবর্ষে যে … হইয়াছে তন্মধ্যে … … পারে নাই। যে লো…

চাঁদনি এবং বুরহানপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তীস্থানে দুই খানি গাড়ীতে ধাক্কা লাগে, একখানি মালগাড়ী ও একখানি সৈন্যপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক ট্রেনের কম সে ৫খানি করিয়া গাড়ী একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গার্ড প্রভৃতি অনেক লোক মরিয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগে আরও দুইটি জল প্রণালী খোলা হইবে, একটি কাণানদী এবং কাণা দামোদরের মধ্যে; অপরটি কাণানদী এবং সরস্বতী নদীর মধ্যে।

মহীশূরবিদ্যালয়সংক্রান্ত একণে চীনদেশে যাইবেন।

মিরর বলেন যে গত ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে উত্তর বাঙ্গালা রেইলওয়ের আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র জবলিট এচ ডাউন সাহেব, কতকগুলি খোসা এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গে আনিয়া রাজসাহীর সাহেবগঞ্জ বাজার লুঠ করেন, এবং গগন চন্দ্র ভাদুড়ী নামক একজন ধনী লোকের বাটীর দ্বার ভাঙ্গিয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্রব্যাদি লুঠ করেন।

মহারাজ বৰ্দ্ধমানাধিপতি "মহারাজার দাতব্য বিভাগ" নামক একটী দাতব্য সেরেস্তা করিলেন, যেপর্য্যন্ত না তিনি বৰ্দ্ধমানে গমন করেন সেই অবধি শ্রীযুক্ত লালা বেণী বিহারী এবং তাঁহার সেক্রেটারী সিং বিনার সাহেবের অধীনে থাকিয়া, বাবু বংশী গোপাল বৰ্দ্ধমানে কালনার লালা মানিক চাঁদ কাপুর এবং ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত এবং চুঁচুড়ার রাজবাটীর দারোগা দাতব্য কার্য্য আরম্ভ করিবেন। যাহারা কর্ম্মক্ষম হইবেন তিনি তাহাদিগের দ্বারা নূতন রাস্তা প্রস্তুত করাইবেন। স্ত্রীলোক, বয়স্ক বৃদ্ধ এবং অক্ষম ব্যক্তি দিগকেই অন্নছত্র দেওয়া হইবে।

ন্যাশনাল পেপার বলেন কাশ্মীরের মহা… নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে কলিকাতায় আ… …ইয়াছেন যে তিনি যেন দুই জন …হস্থে এমন লোক তথায় …

আগামী বীজ ধা… এই আশঙ্কায় … পূর্ব্বে তাহা স… ২৪ পরগনার … করা হইয়াছে।

"অশ্লীলত… হইয়াছে—দেশি… দেশে পুলিসের … গণের দোকানে … সন্ধান করিতে … তাকার ও তিন …

… প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল পদ পরিত্যাগ করিয়া এডুকেশন গেজেটও পুস্তকাদি লিখিতে ছিলেন। তবে মহাত্মাটাই শেষে বাবু আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলেন।

"কলিকাতাস্থ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের গলি বাসিনী বিংশতি বৎসর বয়স্কা অক্ষয় কুমারী দেবী নাম্নী একজন বঙ্গীয় কুল কামিনী গত বুধবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় আফিং খাইয়া আত্ম হত্যা করিয়াছে।"

সিংহলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। তথায় দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত লোক সকল দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ম্যানসন হাউসে যে দুর্ভিক্ষের চাঁদা হয় তাহাতে ১৮০০০০ টাকা উঠিয়াছে। একলক্ষ টাকা অচিরাৎ প্রেরিত হইবে।

✓ স্থানীয় সংবাদ।

চুঁচুড়া মিউনিসিপালিটির অধীন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন টেক্সের তহসীলদার ছিল। রীতিমত প্রথম কলেই সকলের স্থান হইতে কড়া গণ্ডা আদায় করিতে পারিত না বলিয়া, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে জরিমানা দিতে হইত। গত বর্ষের ডিসেম্বর মাসে যে কোয়ার্টরের শেষ হয় সেই কোয়ার্টরে প্রায় অর্দ্ধেক বিলের

টাকা আদায় করিয়াছিল, প্রায় অর্দ্ধেক আদায় করিতে পারে নাই, এ বিলগুলি প্রায় সকলগুলিই এক আনা দু আনার ছিল, দুইখানি এক টাকার অধিক ছিল মাত্র। যাহা হউক তহসীলদারের এরূপ আচরণে প্রতিনিধিভাগতি [illegible] সাহেব তহসীলদারের উপর বিরক্ত হইয়া বলেন, [illegible] এবার অনুগ্রহ করিয়া সস্পেণ্ড করিলাম না; [illegible] করিলাম। তাহাতে তহসীলদার [illegible] "ধর্ম্মাবতার দুর্ভিক্ষ সময়ে [illegible] আদায় না করিলে, অন্য [illegible] তে আপনি বিরক্ত [illegible] তে পারিব না, [illegible] এমন পাপ চাকরি [illegible] সাহেব তাহার [illegible] ন খোলাসা বোধ [illegible] হে। তহসিল [illegible] করিল; এদিগে [illegible] কেটে জুতা দান!!!

২য় শ্রেণী।

বাবুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ

গোপালচন্দ্র রায় ঐ

পদার্থ বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

২য় শ্রেণী।

ভগবচ্চন্দ্র রুদ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ

৩য় শ্রেণী।

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ঐ

মানোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মনীতি।

২য় শ্রেণী।

কৈলাস চন্দ্র দত্ত ঢাকা কলেজ।

বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় জেনেরল আসেম্ব্লিস ইন্‌ষ্টি:

৩য় শ্রেণী।

গৌরবল্লভ সেন ঐ

বসন্তকুমার নিয়োগী শিক্ষক

নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আবুল কাছের হুগলী কলেজ

রসময় বসাক শিক্ষক

[illegible] চন্দ্র বসু ফ্রি চর্চ ইন্‌ষ্টিটিউশান

[illegible] ভট্টাচার্য্য ঐ

[illegible] থ লাহিড়ী ঐ

[illegible] প্রেসিডেন্সী কলেজ

[illegible] শ্রেণী।

বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ঐ

বিপিনবিহারী বসু, মুইর সেনট্রাল কলেজ

সিদ্ধেশ্বর সরকার, প্রেসিডেন্সী কলেজ

৩য় শ্রেণী।

প্রিয়নাথ মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ

শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজ

হুকুম চাঁদ, লাহোর কলেজ।

তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ

বিন্দলাল, মুইর সেণ্ট্রাল কলেজ

হরবিলাস মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজ

সংস্কৃত সাহিত্য।

১ম শ্রেণী।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল সংস্কৃত কলেজ

২য় শ্রেণী।

প্রাণনাথ পণ্ডিত, ঐ

ইতিহাস।

২য় শ্রেণী।

আশুতোষ বিশ্বাস প্রেসিডেন্সী কলেজ

ললিতকুমার বসু ফ্রি চার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন।

৩য় শ্রেণী।

[illegible] কুমার চৌধুরী কেথিড্রাল মিশন কলেজ

গণিত।

সত্যচরণ রায়

সেটু কাবানার, আর, এন, শিক্ষক

প্রেরিত পত্রের সারাংশ।

ত্রিটীশ চন্দননগর পদ্মাবতী নাটকাভিনয়ের "জনৈক দর্শক" অভিনয় সম্বন্ধে এবং ১০ই ফাল্গুন রাত্রিতে জনৈক দ্বার রক্ষক উদ্ধত স্বভাবান্বিত যুবকের অশিষ্ট চরণ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছেন। দ্বাররক্ষক বাবু ভদ্রলোককে ইতরের মত গালাগালি দিয়াছিলেন এবং কাহাকে কাহাকে প্রহারও করিয়াছিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি যাহারা প্রবেশেচ্ছু ছিলেন তাঁহারা সকলেই কি স্ত্রীলোক ছিলেন না কি? নহিলে এক জনের অশিষ্টাচরণ কিরূপে সহ্য করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক পত্র প্রেরক উদ্ধত দ্বার রক্ষকের নাম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা প্রকাশ করিলাম না। পত্র প্রেরক ম্যানেজার সত্যপ্রসন্ন বাবুর কোন দোষ নাই বলিয়াছেন।

অভিনয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা পত্রিকাস্থ করিলাম না। ইহার ভাব এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকের বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। এরূপ পত্র প্রথমে এডুকেশনে প্রকাশ করিতে পাঠান কর্ত্তব্য। তাঁহারা অস্বীকার করিলে, তবে অন্য পত্রে পাঠাইলে ক্ষতি নাই।

537

REGISTERED No. 188.

সাধারণী।

১ ভাগ | চুঁচুড়া—২৫শে ফাল্গুন রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৮ই মার্চ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ২০ সংখ্যা

WANTED, A STATESMAN.

India has often been said to be the nursery of statesmen and soldiers. Historians and writers of leading articles triumphantly point out to the magnificent empire built up by a handful of strangers from the other end of the world. There is a great deal of unnecessary noise and flourishing of [illegible] in all this. During the second half of the eighteenth century India wanted a master. Englishmen [illegible] in India at the time; they stood candidates for the [illegible] vacant sovereign [illegible] was some fighting to do, [illegible] statesmanship there was very little. India lay prostrate at the mercy of any one who chose to rule and was strong enough to keep off free-booters like Hyder Ali and the Marhattas. The English in India had the requisite strength of arm, and wanted no inclination to rule. The people themselves were thoroughly indifferent, and stood aloof. Some credit is therefore due to the founders of the British Indian Empire for soldiership, but to statesmanship of a high order their pretensions are wholly untenable. The early administrators of British India have scarcely been rivalled [illegible] happy faculty of blundering on a large [illegible] blundering on a small scale. The early annals of the administration of British India furnish the record, not of brilliant statesmanship, but of the most gigantic series of administrative blundering and financial imbecility to be found in the history of any country. Even modern British India is barren of instances of the true genius for rule. The Cannings and Henry Lawrences are solitary exceptions who stand forth in strange contrast to the great mass of inferior men who manage to rule because it is so easy to rule with the support of an immense military power—because it is easy to rule even without such support, o[illegible] races utterly indifferent to political consider[illegible], and loyal to the core from an intensity of fatalism. There is therefore nothing so hollow and baseless as the oft repeated boast about British statesmanship in India. England's strong point in India is her great military power, not her statesmanship.

Yet there never was an occasion—not even in 57, when the commanding [illegible] true statesman was more need[illegible] destinies of famine[illegible] Ben[illegible]

[illegible] their rank as essay-writers with the best in any country, but who certainly were not born to rule. Indeed if the qualities of an efficient governor must be admitted to belong to any one of them, Sir George Campbell has the best claim. He has the power to organize, the energy to command, and the strength to execute, but he fails in breadth of view and in sympathy with the race over whom he has been placed to rule. His greatest defect as a ruler consists perhaps in his thorough contempt for every idea not his own. In these respects he is on a level with Sir Frederick Halliday, the ablest of all his predecessors, but Sir George Campbell must be held to be immeasurably superior to Sir Frederick Halliday in vigor and administrative ability. Sir John Grant had exactly that which Sir George Campbell wants, and wanted what Sir George Campbell possesses in such abundance. Sir John Grant sympathised keenly with the people he ruled, and brought to bear on his work a broad and comprehensive intellect. But he was deficient in administrative ability, in the capacity for the details of business, in untiring application, and in vigor and firmness. The one was the complement of the other, and if either had combined the qualifications of the other with his own, he would have made a perfect ruler. As it is, Sir [illegible] Campbell remains the ab[illegible]

TORN PAGES

remains the best Lieutenant whom Bengal has yet possessed. Notwithstanding Sir Cecil Beadon's gigantic failure in Orissa,—which by the way was as much his fault as that of Lord Lawrence—we feel inclined to speak of his government with greater respect than that of his successor. Sir William Grey was at once the weakest and the most popular of our local governors. Unusual courteousness to the press and to the leading members of the native society, courteousness which often descended so far as to amount to flattery, combined with an advocacy of high education which proceeded more from inability to comprehend the matter at issue than from zeal in its cause, rendered Sir William Grey remarkably popular with the natives of Bengal, but he ruled feebly and in fear, and was a master of that policy of masterly inactivity the chief merit of which consists in this, that it results in nothing.

Bengal has been allowed to suffer long indeed for want of statesmanship—we want a statesman now. We want him to lead us to face the … which can befall a nation … save us from hunger, from … We …

Sir Richard Temple has been promised to … can he rise equal to the occasion? We know him, but we do not yet know him well enough to say that he can. We had faith in Sir George Campbell. We know that whatever his other failings may be, he alone of all Englishmen in India can save the land. But we are to be deprived of him—will Sir Richard Temple prove himself equal to the occasion? We want a statesman somewhere—above, below or in the place of the Lieutenant Govenor—we care not where he is placed, but we want a statesman now.

The Indian Daily News, in a wrathful article directed against the devoted head of Kemer … announces to the world an "indisposition to grumble" on its part, "inherent in that good nature which has been developed under the favoring conditions of life in this happy land." We are sorry to hear that our contemporary labours under any sort of indisposition; but we are somewhat in the dark as to the nature of the present complaint. At all events we are glad to learn that our contemporary is good-natured under the conditions … which fall to the lot of the loafer in this … is doubtless aware that any practical demonstration of grumbling tendencies in such as he, has been effectually put a stop to by Mr. Stephen's Vagrancy Act. It would be somewhat unreasonable if a vendor of fictitious news, who to give a puff to Theatrical Companies falsely announces respectable gentlemen as their managers, and who has the hardihood to add impertinence to injury, should be a grumbler also. The mere existence of such a trumpery print shows that the public is more lenient towards it than it should be; and it is right that the Indian Daily News should not grumble.

মৃত অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্র।

ইন্দ্রজিতের পতন হইলে, সে সম্বাদ কেহই রাবণ রাজাকে প্রদান করিতে অগ্রসর হয় নাই, কেন,—কেবল রাবণের ভয়েই কি কেহ যায় নাই? … তাহা নহে; শোকের সম্বাদ বহন করা … সহজেই যে কত কষ্টকর, … ন কোন … আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে, … ভিন্ন … আত্মীয় কে বলিতে হইয়াছে—…কের সম্বাদ বহন করা যে কত কষ্টকর সেই জানে। লঙ্কার ভগ্নদূতগণ ভাবিয়াছিল, ইন্দ্রজিত পতনের সম্বাদ শুনিলে, সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাবণরাজের দশমুণ্ড দশদিকে ঘুরিয়া যাইবে, তিনি পতিত হইবেন, সে দৃষ্টি সহ করা বড় সহজ নহে; এইরূপ বিবেচনা করিয়া লঙ্কেশ্বরের সমীপে কেহই ভগ্নদৌত্যে অগ্রসর হয় নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়াই আমরা বঙ্গবাসিগণের সমীপে ভগ্নদৌত্যে গ… অগ্রসর হই নাই।

বাঙ্গলার ইন্দ্রজিতের পতন হইয়াছে, দ্বারকানাথ মিত্র নাই। সোণার লঙ্কা অন্ধকার। যে এক পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অভাগিনী বাঙ্গালা কিঞ্চিৎ আশ্বাসান্বিত হইয়াছিল, সেই পুত্র তাহার কোল শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

১২৮০ সালের মত, দুর্ব্বৎসর কখন হয় নাই। …শে অন্নকষ্ট জলকষ্টের হাহাকার রব চ…কে শব্দিত হইতেছে; বাঙ্গালার

সোণার চাঁদ সকল দীনবন্ধু মাইকেল, প্রভৃতি একে একে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে;—এমন সময়ে দ্বারকানাথের মৃত্যু। এমন দুর্ব্বৎসর আর কখন হবে না। পোড়া বৎসরের এখন আরও একমাস আছে; ইহার মধ্যে আমাদের কপালে আরও কত ভোগ আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

এই ভারতে বর্ণ বৈষম্যের প্রা…্য চিরকালই আছে। এখনও তা…ছে। চিরকালই ইহার দ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণে একাধিপত্য করিত, এখন ইংরাজে একাধিপত্য করিতেছে। দ্বারকানাথ শূদ্র, ব্রাহ্মণের মধ্যবর্ত্তী; চিরকাল যে ব্রাহ্মণ পদসেবন করিয়া আসিয়াছে, দ্বারকানাথকে দেখাইয়া আমরা তাহার সম্মুখে স্পর্দ্ধা করিতাম; নিন্দুক ইংরাজ আমাদিগকে …গ্য বলিয়া অযোগ্য বলিয়া, নিন্দা করিলে, আমরা তৎক্ষণাৎ দ্বারকানাথকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিতাম, এখনও তোমার নিন্দা করিতে …স হয়? এখন আর কাহাকে … ?

… স্পর্দ্ধা —

…ল নিষ্ফ… …ত সংকল্প … বাঙ্গালার কৃতকর্ম্মা কৃতবিদ্যগণকে সংহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

দ্বারকানাথ হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আমতার নিকটে আগুনসিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরনাথ মিত্র হুগলিতে মোক্তারি করিতেন। দ্বারকানাথ এই চুঁচুড়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। এখানকার অনেক লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। আর দেড়বৎসর হইল তিনি পূজার বন্ধে এইখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার গণ্ডদেশে কাল রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই রোগে তাঁহাকে তদীয় জীবনের শেষ তিনমাস অত্যন্ত কষ্ট প্রদান করিয়াছে, সেই কষ্টের এতদিনে শেষ হইল। দ্বারকানাথ শান্তিধাম লাভ করিয়াছেন।

হাইকোর্টের জজ হবে কে?

দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াই সকলে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, যে এখন কোন্ ব্যক্তি হাইকোর্টের জজ হইবেন? আমরাও সেই সহজ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সেই বিষয়ের বিচার করিতে বসিলাম।

১৮৬১ সালে সদর দেওয়ানি উঠিয়া গিয়া যখন প্রথম হাইকোর্ট স্থাপিত হইল, তখন হাইকোর্টের চার্টরে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল, যে, প্রধান বিচারালয়ে যতগুলি জজ থাকিবেন, তাহার তিন ভাগের একভাগ বারিষ্টার থাকিতেই হইবে, এবং তিন ভাগের একভাগ সিবিলিয়ান অবশ্যই থাকিবেন, এবং হাইকোর্টের উকীলের মধ্য হইতে অথবা লাটিফিকেড কর্ম্মচারিগণের মধ্য …

উপযুক্ত ব্যক্তিগণও

অর্থাৎ বারিষ্টার

নিত্য বিধি

… নিরন্ন সূত্র মাত্র। যা হউক এই পক্ষপাত গ্রথিত সূত্রই আমাদিগের পদোন্নতির প্রধান অবলম্বন। ব্যবস্থানুসারে উপযুক্ত হইতে পারিলে হাইকোর্টের উকীলগণের এবং সদরআলাগণের হাইকোর্টের জজিয়তিতে সমান অধিকার হইল। প্রথমে রমাপ্রসাদ বাবু নিযুক্ত হইলেন, তিনি তখন সঙ্কট রোগগ্রস্ত; তাঁহাকে আসনে বসিতে কেহ কোন আপত্তি করিল না; এরূপ না হইলেও বোধ হয় কেহ কোন আপত্তি করিতেন না, রমাপ্রসাদ বাবু বড় বাপের বেটা; তাঁহার নাম তখন ভারত বিখ্যাত। রমাপ্রসাদের মৃত্যুর পর শম্ভুনাথ পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন; তাঁহাকেই দেশীয়গণের মধ্যে হাইকোর্টের প্রথম জজ …বেচনা করিতে হয়; সেই বিবেচনা করিয়াই কেহ কোন কথা কহেন নাই; তাহার পর শম্ভুনাথের মৃত্যুর পর, এবিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল, হিন্দুপেট্রিয়টপত্র পর্য্যন্ত বলিয়া উঠিলেন যে, দুইবার উকীল শ্রেণীর মধ্য হইতে, জজ নিযুক্ত

করিয়া লওয়া হইয়াছে, এবার সদরআলাগণের মধ্য হইতে একজন মনোনীত হইলেই ভাল হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা এসকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্বারকানাথকে মনোনীত করেন; দ্বারকানাথ নির্ব্বাচিত না হইয়া হাইকোর্টের অন্য কোন উকীল নিযুক্ত হইলে সদরআলাগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দ্বারকানাথের যোগ্যতা সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত ছিল না, সুতরাং নিতান্ত একপক্ষবাদী ব্যতীত দ্বারকানাথের নির্ব্বাচনে কেহই অসন্তুষ্ট হয়েন নাই।

অনুকূল মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, এ সম্বন্ধে কোন আন্দোলন হয় নাই; কেহ কোন কথাও কহেন নাই, কিন্তু তাঁহার নিয়োগে সকলেই বুঝিতে পারিলেন, যে, সদরআলাগণের দিকে হাইকোর্টের কিছুমাত্র ... নাই। যাহাহউক এখন দ্বারকা- ... রূপ বিচারক হয় তাহা ... ক হইয়াছেন। ... লাগণকে ঠে- লিয়া রাখিয়া, উকীলগণকেই ... ছেন, এটি কি কেবল পক্ষপাত হইতেই হই- তেছে? কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত উকীলগণের ত কোন সম্বন্ধ নাই, তবে পক্ষপাত কিরূপে বলা যায়। এ কথার অনেকে এরূপ সমাধা করেন, যে, হাইকোর্টের জজেরা, প্রত্যহ সম্মুখে উকীলগণের ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাতেই ক্রমে গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, যে, হাইকোর্ট যেরূপ উকীলগণের গুণের পরিচয় সম্মুখে পাইয়া থাকেন, সব জজগণের গুণের পরিচয়ও সেইরূপ সম্মুখেই পাইয়া থাকেন; যে আপীলে উকীলে বক্তৃতা করিতেছেন সেই আপীলেই সব জজের রায় প্রকাশিত আছে; বক্তৃতায় যেরূপ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, বিচার পত্রেও গুণের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তবে জজেরা উকীলগণের পক্ষপাতী হন কেন? হয়ত উকীলরাই বা সব জজগণ অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত হইবেন তাহাও ত অসম্ভব নয়।

বাস্তবিক কোন কোন বিষয়ে, সব জজের অপেক্ষা উকীল অধিকতর উপযুক্ত হইবারই সম্ভাবনা। ফৌজদারী কার্য্যে, একজন মফস্বলের দেওয়ানী হাকিম অপেক্ষা একজন সামান্য হাইকোর্টের উকীলও যে বিশেষ পারদর্শী সে বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন সব জজ এবং উকীলে আর একটি বিশেষ প্রভেদ এই, যে, সব জজগণ ধীর, উকীলেরা দক্ষ। সদরআলাগণের এই ধীরতা হইতে, ক্রমে গাম্ভীর্য্য, সংশয়, আলস্য, শৈথিল্য প্রভৃতি গুণ দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সদরআলাগণের বাহ্যাকৃতি অবলোকন করিলে যেন পল্লীগ্রামের জমীদারের জাবেতা নকল বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতিও সেইরূপ ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদিগের অন্তর্বাহ্যে কোথাও যে তাড়িত পদার্থ কিছুমাত্র আছে তাহা বোধ হয় না; এদিকে উকীলেরা দক্ষ; এই দক্ষতায় বাচালতা প্রভৃতি অনেক দোষের উৎপত্তি হই... ক বটে, কিন্তু যখন যথার্থ গু... সকল বিষয়ে ... ভাজন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সাধারণত; উকীল ও সদর আলাগণ এইরূপ; কিন্তু উকীলের মধ্যে যেরূপ বিস্তর অকর্ম্মণ্য লোক আছে, সেইরূপ সদর আলাগণের মধ্যে সে পরিমাণে না থাকুক, কতকগুলি বিশেষ কৃতকর্ম্মা লোকও আছেন।

তাহাতেই বলি যে এরূপ দক্ষ বিচারকগণকে উপেক্ষা করিয়া, বার বার উকীলের মধ্য হইতেই জজ নির্ব্বাচন করিলে ভাল দেখায় না। এবং তাহাতে মফস্বলের দেশীয় সুবিচারকগণের আশা ভরসা একেবারে উৎসন্ন হইয়া যায়।

সদর আলাগণের মধ্যে কাহাকে নির্ব্বাচন করিলে ভাল হয়? অনেক সম্বাদপত্র আপনারাই এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন এবং আপনারাই ইহার মীমাংসা করিয়াছেন।

ব্রুটস্ যেমন সীজরকে ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু সীজর অপেক্ষা রোমকে আর

অধিক ভালবাসিতেন, সেইরূপ সম্বাদপত্র সকলের প্রকাশ্য মত প্রদান কালে আপন আপন হৃদয় বন্ধু অপেক্ষাও সত্যকে অধিক ভালবাসা কর্ত্তব্য। বন্ধুর উপকারের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য কিন্তু সত্যের মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেরূপ করিতে গেলে, কেহ কেহ নিন্দা করিয়া থাকে। আমরাও সেই নিন্দকগণের মধ্যে একজন।

কোন কোন সম্বাদপত্র বলিয়াছেন যে, যদি সদর আলাগণের মধ্য হইতে কেহ হাইকোর্টের জজের উপযুক্ত থাকেন, তাহাহইলে বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুকেই সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিতে হইবে। কেন না, তিনি সুবিবেচক, সদ্বিদ্বান্ এবং বহুদর্শী। এই সকল সম্বাদপত্রকে আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যে মহেন্দ্র বাবুর অপেক্ষা বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ কোন্ কোন্ বিষয়ে ন্যূন কল্প? যদি কোন বিষয়ে না হয়েন তবে এরূপ অজ্ঞতা বা পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়া সম্বাদপত্রের নাম হাসাইবার প্রয়োজন কি?

জর্ম্মানি।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

ভূমণ্ডলস্থ প্রায় সকল জাতিরই আদিম অবস্থা ইতিহাস অপরিজ্ঞাত, তন্মধ্যে বিচক্ষণ মহাত্মাগণের গবেষণাদ্বারা কোথাও কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে; আর তাহা যেখানে না হইয়াছে সেখানে আদিম অবস্থার বিষয় নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে চির-আবদ্ধ রহিয়াছে। আমাদের দশা এইরূপ। জর্ম্মানেরাও উক্ত বিপৎপাত হইতে এড়াইতে পারেন নাই। প্রভু যীশু খ্রিষ্টের জন্মের ৮৪২ বৎসর পরে, 'জর্ম্মানিক' উপাধিধারী শার্লমানের পৌত্র, লুই লি জিরমেনিয়ার জর্ম্মান রাজ্যের প্রথম রাজা হয়েন। ইহার পূর্ব্বে জুলিয়স সীজর প্রভৃতি ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অস্পষ্ট এবং প্রমাণশূন্য। ৯১১ খৃঃ অব্দে শার্লমানের বংশীয় শেষ রাজা তৃতীয় লুইএর মৃত্যুর পর হইতে দেশের রাজা মনোনীত করিয়া লওয়া হইত এবং এই প্রথা ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়দের দ্বারা ১৮০৬ সালের ৬ই আগষ্ট অবধি প্রচলিত রাখা হইয়াছিল।

তৃতীয় ফার্ডিনাণ্ডের রাজত্বকালে "সেনিয়াস" নামক ত্রিংশবৎসর ব্যাপী মহা যুদ্ধ "ওয়েষ্টফেলিয়া" নামক সন্ধি দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়। ইহাই জর্ম্মানদিগের নূতন প্রকার রাজশাসন প্রণালীর মূল ভিত্তি স্বরূপ। ইহাই জর্ম্মানদিগের "পলিটিক্যাল কনষ্টিটিউশন এবং ইহাই উহাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, যাহাই বল, সকলের প্রধান মূল। এই সন্ধি রূপ ভিত্তির উপরেই জর্ম্মানেরা "বেনীশ কনফিডারেশন" নামক অপূর্ব্ব সমাজ সৃজন করেন। তাহারাই বলে, আপনাদিগকে পরস্পর সখ্যতা বন্ধনে বদ্ধ রাখিয়া, স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেছেন এবং আবার সেই স্বাধীনতা, একতাদি দ্বারা যশস্বী হইয়া দেশ মধ্যে জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে, বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতেছেন, সভ্যতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া প্রশান্ত মনে, শান্তি সুখে স্থায়ী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছেন।

১৮০৬ খৃঃ অব্দের ১২ই জুলাই তারিখে, ফ্রান্সের রাজধানী মহানগরী পারিসে, বাবেরিয়া প্রভৃতি প্রদেশের রাজা প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপযুক্ত "রেনীশ কনফিডারেশন" স্থাপিত হয়। ইহার নিয়ম প্রণালী এইরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

সভার সমস্ত সভ্যগণ সমবেত হইয়া পরস্পর দেশের শান্তি রক্ষার্থ চেষ্টিত থাকিবেন; দেশের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা আয়ত্তাধীনকে দূরীভূত করিবেন ... নগরীতে কংগ্রেস সভার কার্য ... কংগ্রেস নামক মহা সভ... ইত্যাদি। যে যাহাহউক ... তিরোহিত হয়। পরিশেষে ভিয়েনার কংগ্রেস সভা কর্ত্তৃক ১৮১৫ খৃঃ অব্দের ৮ই জুনে এখনকার বর্ত্তমান জর্ম্মানির কনফিডারেশন নামক মহামেলা সংস্থাপিত হয়। ইহার সংস্থাপনের সময় ৩৮টি স্বাধীন রাজ্য কনফিডারেশন ভুক্ত ছিল, ইহার কার্য্যেরও প্রধান সভা "ফেডারেটিভ ডায়েট" ফ্রাঙ্কফোর্টে স্থাপিত হয়। ১৮১৬ সালের ৫ই নবেম্বর ইহার প্রথম কার্য্যারম্ভ হয়। ইহার কার্য্য দুইভাগে বিভক্ত ১ম, "প্লেনম" নামক সাধারণের সমবেত এবং দ্বিতীয় সভার সামান্য অধিবেশন। প্লেনমের ৭০জন এবং অপরটিতে ১৭জন ভোট, প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া কার্য্য সমাধা করে।

এই একতার মহৎ উদ্দেশ্য এবং ভোটেড সভার কার্য্য প্রণালী এইখানে সংক্ষেপে প্রকটিত হইবে। ইহাতে আমাদের ভারতের আশা কথঞ্চিৎ নির্ভর করে বলিয়া সাহস করিয়া লিখিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি সাধারণ কৃতবিদ্য জনগণ উৎকৃষ্ট অংশ নকল গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাঙ্গা কপাল কতদূর যোড়া দেওয়া যায় দেখিবেন। তাহাহইলেই এই প্রস্তাব অবতারণার ফল অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইবে।

মহাসভার অধীনস্থ প্রদেশের মধ্যে পরস্পর বন্ধুতা থাকিবে, পরস্পরের বিপদের সময় পরস্পরে সাহায্য

করিবে, কেহ কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। ভিন্ন দেশীয় কোন বিপক্ষ দেশ আক্রমণ করিলে সকলে একত্র হইয়া সাধ্যমতে তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবে। ডায়েটের আজ্ঞা সকল প্রতিপালন করিতে হইবে। যদি কোন প্রদেশের প্রজারা একমতাবলম্বী হইয়া অপকার স্থাপিত নিয়ম বিধির বিপক্ষাচরণ করে তবে তাহাও ডায়েট নিষ্পন্ন করিতে পারিবেন, ফলতঃ, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন হিত কামনা করাই মহাসভা ডায়েটের উদ্দেশ্য। এবং সেই ডায়েট সভার সকল প্রদেশেরই প্রতিনিধি থাকাতে, সকল অধীনস্থ প্রাদেশিকগণের মতামত বিশদরূপে প্রকাশিত হয় এবং তদনুসারে ডায়েট সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়। যদি কোন টাক্সাদি বসাইতে হয়, ডায়েট তাহাদের মত লইয়া বসাইতে পারেন। জর্ম্মানি আপনার অবস্থা এখন উন্নত করিয়াছে ও করিতেছে, একতার মহৎ ফল জগতের লোকদিগকে দেখাইয়া, সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতেছে; আপনাদের ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে; এবং সকলকেই ঐরূপ করিতে পরামর্শ দিতেছে এবং তাহার সেই অমৃতময় কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া স্পেন ...ই উদাহরণের বশবর্ত্তী হইতেছে। এখন ... নৈতিক।

মেজেষ্টরের আদালতের নাজির প্রভৃতির বেতনের সম্বন্ধে হাইকোর্ট এই ব্যবস্থা করিয়াছেন:—

১। জেলার মেজেষ্টরের আদালত।

কোর্ট ইনিস্পেক্টর বা নাজির—এখনকারই ন্যায়।

পেয়াদা ৭

২। মহকুমার মেজেষ্টরের আদালত।

কোর্ট ইনস্পেক্টর বা নাজির—এখনকারই ন্যায়।

পেয়াদা ৬

লেখা পড়া জানে এমন লোকে পেয়াদার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে উপরের নিয়মে বেতন পাইবে। কোন আদালতে পেয়াদার কর্ম্মখালি হইলে লেখা পড়া জানে এমন লোককেই নিযুক্ত করিতে হইবে। তেমন লোক যদি নিতান্তই না পাওয়া যায়, তবে আদালত সে কথা সেরেস্তায় লিখিয়া রাখিয়া অল্পদিনের জন্য মূর্খলোককেই নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু সে ব্যক্তি পুরা বেতন না পাইয়া মুন্সেফের আদালত হইলে ৫ অন্য আদালত হইলে ৬ টাকা বেতন পাইবেন। এরূপ স্থলেও যদি সে আদালত জেলা জজের অধীন হয় তবে জেলা জজকে, অথবা যদি মেজেষ্টরের অধীন হয়, তবে মেজেষ্টরকে নিয়মের সমাচার দিতে হইবে। এবং লেখা পড়া জানে এমন লোক পাইলেই সে নিয়োগ রহিত হইবে।

আদেশ।

...ব্যবস্থা সম্বন্ধে হাইকোর্ট এই আদেশ লিখিয়াছেন:—

১। জেলা জজের আদালত।

সদর ষ্টেশনে যে সকল দেওয়ানী আদালত আছে, জজের নাজির তাহার সকলেরই নাজিরের কার্য্য করিবেন। তাঁহার বেতন ১০০ টাকা হইবে, এবং সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হইয়া ২০০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। নাজিরের তাইদনবিশের বেতন ১০। পেয়াদা দ্বিতীয় শ্রেণী ৮। দ্বিতীয় শ্রেণীর পেয়াদা ভালরূপ কর্ম্ম করিলে বিশবৎসরের পর প্রথম শ্রেণীর হইতে পারিবে। হইলে বেতন ১০ হইবে।

২। ছোট আদালত নহে এমন সব জজের আদালত।

নায়েব নাজির ২৫ হইতে ৩৫ অবধি বেতন পাইবেন। পেয়াদা জজের আদালতের পেয়াদার ন্যায়।

৩। সদর মুন্সেফের আদালত।

নায়েব নাজির ২০

পেয়াদা ২য় শ্রেণী ৬

ঐ প্রথম শ্রেণীর, তিনবৎসরের ভাল কর্ম্মের পরে ৮

৪। সদর ষ্টেসন ভিন্ন অন্যস্থানের মুন্সেফের আদালত।

নাজির ও পেয়াদা—এখনকারই ন্যায়। কালেক্টরের মাল আদালতের পেয়াদারা জজ আদালতের পেয়াদাদের ন্যায়। ডেপুটি কালেক্টরের মাল আদালতের পেয়াদারা মুনসেফের আদালতের পেয়াদার ন্যায়।

সংবাদ।

...সভ্যের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাবু দুর্গাচরণ লাহা তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। দুর্গাচরণ বাবু আমাদিগের চঁচুড়া নিবাসী।

ফয়জাবাদের অহিফেনের গুদামে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুড়ঙ্গের মুখ একটি তাম্রের ঢাকনি দ্বারা আবদ্ধ ছিল; তদুপরি অতি পুরাতন অক্ষরে কি লিখিত ছিল। সেটি লক্ষৌয়ের চিত্রশালিকায় প্রেরিত হইবে। তথাকার চিফ কমিসন্যর সুড়ঙ্গের বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য পূর্ত্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিয়াছেন।

চীনেরা সম্প্রতি সৈন্যদিগের অবস্থা উন্নতি করণে যত্নবান হইয়াছে। তাহাদিগের সৈন্য সংখ্যা এক্ষণে ত্রিশ হাজার। অধিকাংশই প্রায় ইংরাজদিগের যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত।

গত সপ্তাহে শস্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া গেল যে রঙ্গপুরে ৪৷৷০ টাকা মণ চাল বিক্রয় হইতেছে। দিনাজপুর জেলায় ভাদৈ ধান্য রোপণ করিবার উদ্যম হইতেছে এবং স্থানেং উহা রোপিত হইয়াছে। চাম্পারণে অরহর, মুগ প্রভৃতি কাটা হইতেছে; কিন্তু বোধ হয় সেসকল পুরা ফসলের চতুর্থাংশের এক অংশও হইবে না। সারণে অর্দ্ধেক কাটা হইতে পারে; কেননা সম্প্রতি বৃষ্টির পর আকাশ একবারে পরিষ্কার হইয়া যাওয়াতে, ঐ সকল ফসলের বিশেষ উপকার হইয়াছে। পোস্তের ঢেঁড়ি সকল চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য ত্রিহুতের দশা যেমন তেমনই রহিয়াছে। তথায় কিঞ্চিৎ অরহর ও সরিষা ভিন্ন হরিৎশস্য হইবে না। রাজপুর বিভাগে ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহাতে কিছু মঙ্গল হইলে হইতে পারে। মগুবাণী বিভাগে সমুদায় ফসল একত্র করিলে পুরা ফসলের ষোল ভাগের একভাগ হইবে কি না সন্দেহ।

গত রবিবারে আমাদের মাজিষ্ট্রেট পেলু সাহেব শ্রীরামপুর গমন করিয়াছিলেন। তথা গির্জায় উপাসনা কার্য্যাদি সমাপনান্তর কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের সহিত তিনি শ্রীরামপুরে রিলিফ সভা স্থাপন করিবার পরামর্শ করেন। বৈদ্যবাটি হইতে কোন্নগর পর্য্যন্ত গ্রাম সকল শাখা সভার সভাগণ কর্ত্তৃক পর্য্যবেক্ষিত হইবে। সভ্যগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আপনাং বিভাগের লোক কতটা কষ্ট পাইতেছে তাহা দেখিবেন এবং কষ্ট বিমোচনার্থ অর্থ প্রয়োজন হইলে তদ্বিষয়ে চঁচুড়ার প্রধান সভার নিকট সমাচার পাঠাইবেন। হুগলির স্থানেং কষ্টের আধিক্য হইয়াছে বলিয়া তথায় এমন ২৭টি শাখা সভা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীরামপুরস্থ তিনটি পাটের কলে বিস্তর গরিব দুঃখী লোক প্রতিপালিত হইতেছে। গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোডের ধারে চারিটি সরাই সংস্থাপিত করা হইয়াছে। দিনেমারদিগের পুরাতন গুদামে শীঘ্রই ... হবে।

শ্রীরামপুরের নিকটস্থ বড়া নামক গ্রামে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বড়া একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তথাকার অধিবাসী সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক নাই। তন্মধ্যে একশত লোকের কাল যায় এমন কিছুই নাই।

মিঃ জে, ডি, ম্যাকনিব্রান্ট নামক একজন সাহেব স্বয়ং দুর্ভিক্ষপীড়িত নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণরকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানিতে তিনি বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান হইতে যাহাতে কতকগুলি লোক রেলের ধারে গিয়া বসতি করে এমন কোন উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। পরামর্শটি মন্দ নহে। কেন না বর্ষারম্ভে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রেলওয়ে হইতে দূরস্থ স্থানে খাদ্য প্রেরণ করা বড় কঠিন হইবে। তখন এইসকল লোকদ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে।

কেহং বলিয়া থাকেন যে ভারতবাসীগণ স্বভাবতঃ কৃষি কর্ম্ম পটু; কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য যে সমুদায় সামগ্রী সম্ভোগ বিরহিত, মনুষ্য জীবন সুখকর হইয়াছে, তৎসমুদায় প্রস্তুত করণে ভারতবাসীগণ নিতান্ত অক্ষম। কালে যে তাহারা সেসকল প্রস্তুত করিতে শিখিবে তাহারও ভরসা নাই। নেটিব পবলিক ওপিনিয়ান বলেন যে এরূপ কথার কোন অর্থ হইতে পারে না। উহা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বস্ত্রাদি প্রস্তুত করণের জন্য যেং দ্রব্য আবশ্যক, ভারতবর্ষে সেসকল যে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষস্থ অরণ্য সমূহ যেসকল সুদীর্ঘ বৃক্ষপুঞ্জে পরিপূর্ণ, তাহা হইতে বাষ্প সৃজন জন্য অপরিমিত কাষ্ঠ আহরণ করা যাইতে পারে এবং অচিরাৎ যে এইসকল স্থানে কয়লার খনি সকল আবিষ্কৃত হইবে তাহাও অসম্ভব নহে। ভারতবাসীগণ যে শিল্পকার্য্যানভিজ্ঞ, একথাও বোধ হয় কেহ বলিতে পারিবেন না। ভারতবাসিগণকে সর্ব্বাদাই নিশ্চিন্ত বিদেশীয় জাতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় কেন? কেনই বা ভারতবর্ষজাত রাশিং তুলা জাহাজে বহু ক্রোশ দূরস্থ বিদেশ সমূহে প্রেরিত হইয়া বস্ত্রাদি রূপে আমাদের দেশে পুনঃ আমদানি হয়? আবার কেনই বা বিদেশীয় বণিকগণ সেইসকল বস্ত্র দেশজাত বস্ত্রাদি অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন? এই সমস্ত প্রশ্নের কেবল নিম্ন লিখিত কয়েকটি উত্তর হইতে পারে। ভারতবাসিগণের কোন কার্য্যে তৎপরতা নাই। ইদানীন্তন যেসকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সে সকল জানিয়া শুনিয়াও তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। বাষ্পের অপরিসীম বল কিরূপে আপন হস্তগত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতে ... জানেন না। ...

নির্দ্দিষ্ট ...

কর্ত্তব্য ...

একত্র ...

কতদূর স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন যে সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে একটি বড় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন সিপাহি স্ত্রী পরিবার সহ সুরাট হইতে গোকর্ণাম কতকান গমন করিতেছিল। পথিমধ্যে তাহাদের ভিতর জল উঠিতে আরম্ভ হয় এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সমুদায় আরোহী সহ সেখানে ডুবিয়া যায়। কেবল নাবিকগণ ও চারিজন সিপাহির প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, অবশিষ্ট ৫৬ জন জলমগ্ন হইয়াছে।

কলিকাতা একস্‌চেঞ্জিয়র বলেন যে ইহা একপ্রকার কলিকাতা জষ্টিস দিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে হীরালাল বাবু ধর্ম্মতলার বাজার বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি না সম্মত হইলে, বাজারের গোলমাল যে কোথায় গিয়া শেষ হইত তাহা কে বলিতে পারে। হয়ত নূতন বাজার বন্ধ রাখিতে হইত অথবা মোকদ্দমা চালাইবার জন্য কলিকাতাবাসী দুঃখী প্রজাগণের রক্ত শোষণ করা হইত। যতদিন এই মিউনিসিপালিটি নামক প্রতিষ্ঠান ভারতভূমে গ্রামের অভিনীত হইতে থাকিবে, ততদিন গরিব প্রজাদিগের আর দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। ইংরাজদিগের মিউনিসিপাল প্রথা প্রজাগণের বুকে বসিয়া রক্তপান করিতেছে অথচ কাহার ও তাহাকে একটি কথা বলিবার ক্ষমতা নাই।

লক্ষৌ নগরে একটি রিলিফ সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার চিফ কমিসনার সভাপতি হইয়াছেন।

গাজিপুরে মধ্যবিত্ত লোকেরও অন্ন কষ্ট হইয়াছে। রাজপুত ও ব্রাহ্মণ বংশীয় পুরুষ ও স্ত্রীগণ দিবাভাগে ভিক্ষা করিতে লজ্জা হয় বলিয়া রাত্রিকালে ভিক্ষার্থে বাহির হয়। পূর্ব্বভাগে অদ্যাপি বিশেষ অন্ন কষ্ট উপস্থিত হয় নাই। কেবল গোরক্ষপুরে গবর্ণমেণ্টকে শত লোকের আহার যোগাইতে হইতেছে।

পঞ্জাব রেলওয়ের স্থানে প্রায় দুই হাজার গাড়ি চাল বোম্বাই হইয়া রহিয়াছে। সুবিধা হইলেই এদিকে আসিবে।

একটি বিধবা স্ত্রীহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দুইটি রাজপুতের সম্প্রতি ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। নিহত বিধবার সহিত উক্ত রাজপুতদ্বয়ের একখণ্ড জমি লইয়া গোলযোগ হইতেছিল। হত্যাকারীরা বিধবাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটিতে লইয়া যায়, পরে অপর দুই জন লোকের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করে। যাহারা সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের দ্বীপান্তর হইয়াছে।

... পশ্চিম প্রদেশে শিশুহত্যা আর এক নূতন ...কারীরা ফকীর এবং তা... ...গর বয়স ... বলিয়া ... বর্ত্তীর ... পর্য্যন্ত শিশুর রক্ত বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের গর্ভে প্রক্ষেপ করিতে পারিলে তাহারা অবশ্যই পুত্রবতী হইবে। অক্ষ... ভিক্ষার্থ যদিও হত্যাকারীদিগের সহায়তা করিতেছেন তথাপি কতকদিন হইল দুইজন হত্যাকারী অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছে।

দিল্লি নগরে কোন বাটিতে ভিক্ষুক বিদায় হইতেছিল। সেই গোলমালে ১৭টি স্ত্রীলোক, ১০টি শিশুসন্তান, এবং ১টি পুরুষ চাপাচাপিতে মারা গিয়াছে। কতকগুলা বদমাইস যাহারা ভিক্ষুক বিদায় করিতেছিল তাহাদের হাত হইতে পয়সার থোলে কাড়িয়া লইবে বলিয়া ধাবমান হইয়াছিল; তাহাতেই এই দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

মোরাদাবাদ নগরে এক্ষণে চোরেরা তরবার ও বন্দুক লইয়া চুরি করিতেছে। পুলিসের কনষ্টেবলরা ও পাড়ার চোর আসিতেছে শুনিলে পাহারা ছাড়িয়া পলায়ন করে।

ভাগলপুর ডিষ্ট্রীক্ট এক্সিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে পাঁচটি কেশিয়ারী কর্ম্মখালি আছে; বেতন মাসিক ৩৫ টাকা; ৫০০ টাকা ডিপজিট দিতে হইবে। এবং এক্সিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ার ভাগলপুর ডিষ্ট্রীক্ট, ভাগলপুর, এই ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

স্পেশিয়াল সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ভাগলপুর ডিবিজন, ভাগলপুর। ইহাঁর অধীনেও আর কয়েকটি কর্ম্ম খালি আছে ঐ নামে ঐ ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

বিখ্যাত অস খাঁ পারস্য দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের সাহায্যার্থ ১২০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত রবিবার রাত্রিতে বোম্বাইয়ে নিউমেমণ্ড ষ্ট্রীট নামক গলিতে জনকতক আরব, একজন পার্সির মদের দোকানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া বোতল প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া মদ নষ্ট করিয়া ফেলে এবং তাহার বাক্সের মধ্যে নগদ যাহা কিছু ছিল লইয়া তাহাকে পশুবৎ প্রহার করিয়া পলায়ন করে। একজন দেশীয় কনষ্টেবল এই সকল দেখিয়াছে।

এরূপ জনরব যে নেপালে জঙ্গ বাহাদুরের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

১৮৭৩ সালের শেষ ৬ মাসের মধ্যে মধ্য ভারতবর্ষে ৭১১ টী বন্যজন্তু মারা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৮ টী ব্যাঘ্র, ২১৯ টী প্যান্থার, এবং ১১৮টী ভল্লুক। এই সকল জন্তু মারিতে গবর্ণমেণ্টের ৩,৭৯৩ টাকা খরচ হইয়াছে।

বাঘের খাল কাটাইয়া দিবার জন্য তত্রত্য লোকেরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট একখানি দরখাস্ত করিয়াছে।

পাইওনিয়র নামক অক্ষকেশীয় একখানি প্রধান সম্বাদ পত্র বলিয়াছেন যে ভারতবাসিগণের অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা বিধেয় নহে। ইহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি অনেক প্রকার হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সকল কতদূর সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে চাহি না। আমরা এই বলি আলস্য ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। জাত কেন বীর্য্যহীন ... প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া কপট বন্ধুর কার্য্য করা হয়।

মিরর পত্রের রাজসাহীস্থ সম্বাদ দাতা লিখিয়াছেন, যে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে তথাকার সাহেবগঞ্জ নামক স্থানে ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতদিগের সর্দ্দার ব্রাউন নামক একজন সাহেব, এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ডাকাতগণ গগনচন্দ্র ভাদুড়ি নামক এক জনের বাটিতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। পুলিস অনুসন্ধান করিয়া অপহৃত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে কিছু২ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা, ডাকাতের সর্দ্দার এঞ্জিনিয়র সাহেবকে একটি কথা বলি, তিনি এঞ্জিনিয়ার হইয়া এরূপ ডাকাতি কেন করিলেন?

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে কলিকাতায় ৪ খানি ক্ষুদ্রাকৃতি বাষ্পপোত নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন গোদাবরী নদীগর্ব্ভে যে সকল বাষ্পপোত যাতায়াত করিয়া থাকে, সেগুলি কলিকাতায় আনাইবার কথা হইতেছে ও বিলাত হইতে ১০ খানি নূতন পোত শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবে। এই সমুদয়গুলি কেবল শস্য বহন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে।

জাপানের প্রজাগণ তথাকার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার সীমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। হুগলি জেলার কতকগুলি ক্ষুদ্র২ থানা বর্দ্ধমানের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে হুগলি হইতে

জাহানাবাদ পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে এখানকার উকীল মহাশয়দিগের বিলক্ষণ অনিষ্ট করা হইয়াছে। আবার তাঁদের উপর এ উপদ্রব কেন?

মান্দ্রাজে মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। তথাকার হাইকোর্টের বিচারপতি হলোয়ে সাহেব সে দিন সাধারণ সমীপে প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন যে আর কিছু কাল পরে হাইকোর্টের বিচারপতিগণ একত্র হইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া একটু মুচকে হেসে স্ব২ ভবনে প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহাদিগকে একটিও মোকদ্দমা করিতে হইবে না। হলোয়ে সাহেবের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক! সেদিন ভারতবর্ষে তাহার কথা ফলবতী হইবে; সেদিন ভারতবাসিগণ আনন্দে নৃত্য করিবে।

এতদিন পরে টিচবোর্ণ মোকদ্দমার শেষ হইল। সোমবারে তাড়িত বার্ত্তায় সংবাদ আসিয়াছে যে, মোকদ্দমার বাদী তিনটি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, এবং দণ্ডরূপ পরিশ্রমের সহিত তাঁহাকে চৌদ্দবৎসর কারাগারে থাকিতে হইবে। রাজা হবেন রাম বনে হল গতি।

গত মঙ্গলবারে ডিউক অব এডিনবর্গ এবং তাঁহার নববধূ প্রুসিয়ারাজধানী বর্লিন নগরে সাদরে গৃহীত হয়েন। আগামী ১২ই মার্চ বৃহস্পতিবার নবদম্পতি লণ্ডন নগরে প্রবেশ করিবেন। মহারাণী তাঁহাদের ... শুভ প্রবেশ না করিয়া আর দুই দিন পরে হইলেই ভাল হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকায় জনৈক জমীদার বাবু পরেশ নাথ চক্রবর্ত্তী এই সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন:—"মেড়নিয়া গ্রামে গত কার্ত্তিকমাসে একদিন রক্ত বৃষ্টি হয়। যাহার কাপড়ে উহা লাগিয়াছিল, তাহার কাপড়ের দাগ ছাড়ে নাই।" অমৃতবাজার পত্রিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যে জমিদার বাবুর কাছে সেই রক্তমাখা কাপড় আছে কি না?

গণকরের জমিদার গুরুদাস ধর উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে:—১৮ই ফাল্গুন অপরাহ্ণে চারি ঘটিকার সময় জঙ্গীপুরের অন্তঃগত গণকর ও মেজপুর গ্রামে উপর্য্যুপরি ৩। ৪ টি উল্কাপাত হইয়াছিল। আকাশ নির্ম্মল ছিল।" পত্রিকা একটি উল্কাপিণ্ড চাহিয়াছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ বাবু এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

সর্ব্বত্রই চালের বাজার কিছু নরম হইয়াছে। আমাদের এখানে গত সপ্তাহে ভাল উত্তম চাউল চারি টাকা করিয়া এবং চলন সই চাউল ৩।০ টাকা করিয়া বিক্রীত হইয়াছিল।

রিচার্ড টেম্পল উত্তর বেহার প্রদক্ষিণ করিয়া ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে গবর্ণর জেনারেল ও সর জর্জের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি পুনরায় দিনাজপুর, পুর্ণিয়া, ও রঙ্গপুর পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়াছেন। ঐ সকল স্থান দেখা হইলে, তিনি আবার বেহারে গমন করিবেন। গমন করিয়া দেখিবেন দুর্ভিক্ষ কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রচলিত আজ্ঞামত কতদূর কার্য্য হইতেছে। রাজসাহী বিভাগে কোন বিশেষ অমঙ্গলের চিহ্ন দেখিতে না পাইলে তিনি সম্ভবতঃ ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বেহার যাত্রা করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন যে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে তণ্ডুল পাঠাইবার জন্য তাঁহারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবে; এক্ষণে দুর্ভিক্ষ প্রতিবিধানের অন্য বিঘ্ন কিছুই নাই। কেবল রিলিফ সভা সমূহের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্টের যত্ন সফল হইবে।

যদিও ফরাসিসগণ ভারতবর্ষস্থ পাঁচটি অতি ক্ষুদ্র নগরের অধীশ্বর, তথাপি তাঁহাদিগের শাসনগুণে তাঁহারা ঐ কয়েকটি নগর হইতে অনেক টাকা পাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ১৮৭৪ সালের বজেট সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে। তদৃষ্টে অবগত হওয়া গেল যে মাহি নামক অতি অকিঞ্চিৎকর নগর হইতেও তাঁহাদিগের খরচ বাদে ৪১৭ ফ্রাঙ্ক আয় হইয়াছে। ফরাসিসদি... অধিকারের ... আয় দশ ... তাহার জ... ক্রমে ... টাকার হিসাবে ধরিতে গেলে এ বৎসর ফরাসিসদিগের ভারতবর্ষীয় অধিকার হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮৭৬০৯ টাকা আয় হইয়াছে বলিতে হইবে। মন্দ কি?

সিংহলদ্বীপে আজ কাল বৌদ্ধ ধর্ম্মের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ নূতন২ উপাসনামন্দির নির্ম্মাণ, ধর্ম্মপুস্তক প্রচার, ও ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

রুসিয়া সৈন্যগণ হিরাটের অনতিদূরস্থ মের্ব নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বহুসংখ্যক রুসির অশ্বারোহী সৈন্য বোখারায় আসিয়া পৌঁছায়। মের্বনগরবাসীগণ রুসিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিয়াছে যে দেহে প্রাণ থাকিতে তাহারা রুসির সম্রাটের অধীন হইব না।

কাশ্মীরের মহারাজা বঙ্গদেশের সাহায্যার্থ ২৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন যে কেবল আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি বাড়িয়াছে এমন নহে। নেপালেও ভয়ানক ডাকাতের উপদ্রব হইয়াছে। ৭০ জন ডাকাত সম্প্রতি তথায় ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন ব্রিটিশ প্রজা ছিল। সর জঙ্গ বাহাদুর ঘোষণা দিয়াছেন যে চারি জনের অধিক ব্রিটিশ প্রজা এক কালে নেপালের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রবেশ করিলে তাহাদিগের উপর গুলি করা হইবে।

মিরর বলেন যে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপন মোকদ্দমার স্বরং তদ্বীর করিবেন বলিয়া, বিলাত যাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

চুঁচুড়ার ইটগড়ের মাঠে প্রতিবৎসর মহরমের সময় মহম্মদ মসীনের ইমামবাড়ার তাজিয়া বাহির হইয়া থাকে। তাজিয়ার সহিত মহোম্মদি বা অন্য কোন [illegible] মুসলমান ছিলেন না। মহোম্মদি সাহেব মাঠের কিঞ্চিৎ দূরে একটী স্থানে টাঁদোয়া খাটাইয়া বিশ্রাম করিতে ছিলেন।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়

নিম্ন লিখিত বিবরণটী আপনার পত্রিকা মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে বাধিত হইব।

মহাশয়ের অবিদিত নাই—যে, উন্মাদ প্রসিদ্ধ মহামারীতে গ্রাম একেবারেছার খার হইয়াছে, উচ্চিন্ন প্রাসস্ত শূন্য পথ ঘাট এবং পরিত্যক্ত জঙ্গলাবৃত আবাস সমূহে অদ্যাবধি লক্ষিত হয়। এক্ষণকে যে উলা বাসী [illegible], উক্ত ভীষণ মহামারির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া[illegible] নহে, তবেতাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অনেক উত্ত[illegible] হইবে। দীন দুঃখিগণের উপকা[illegible] একটী দাতব্য [illegible] যাহাতে হয় [illegible] উপকার সাধন হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইযে, বৎসরের অধিক দিনই চিকিৎসালয় ঔষধ শূন্য। তাহার কারণ রোগীর সংখ্যা এত অধিক হয় যে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঔষধ ৪।৫ মাসের অধিক থাকে না সুতরাং ঔষধ বিহীন চিকিৎসালয়ে, যে কত দূর উপকার সম্ভবে তাহা বলা বাহুল্য। অবশিষ্ট বৎসর রোগীগণকে চিরেতাভিজিত জল এবং স্ব স্ব ব্যয়ে কুইনাইন্ সেবন দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

মহাশয় শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, যে গ্রামস্থ অনেক অনেক ধনী ব্যক্তিগণ স্ব গ্রামের চিকিৎসালয়ে মাসিক স্বাক্ষরিত দানে কুণ্ঠিত, কিন্তু ভিন্ন গ্রামের চাঁদার পুস্তকে ২৪ টাকা হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত এককালিন দান স্বাক্ষর করিয়াছেন। ঐ সকল স্বাক্ষরকারীর মধ্যে অনেক মহাত্মা নিজ গ্রামের চিকিৎসালয় এক কপর্দ্দকও দানে অক্ষম, কেহ কেহ বা স্বাক্ষর করিয়া কিছুই দেন না। এরূপ দান লোকের নিকট প্রসংশনীয় এবং স্বীয় নামের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যজন্য নহে। স্বীকার করি যে একজন ধনী মহোদয়, মাসিক চাঁদা নিয়মিত রূপে দান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এত বড় গ্রামে, এত ধনী জন সত্বেও সাধারণের উপকারী এরূপ চিকিৎসালয় ১৫৷৷ টাকা ব্যতীত দান প্রাপ্ত হয় না।

এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার সুযোগ্য, পারদর্শী নেটিব ডাক্তার বাবু বিষ্ণুচরণ গুপ্ত মহাশয়ের হস্তে ন্যস্ত আছে। জেলাস্থ সিবিল সার্জ্জন, এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয়গণ, তাঁহার কার্য্য দক্ষতার প্রসংশা করিয়া গিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি, সর্ব্বক্ষণ উপযুক্ত ঔষধাদি থাকিলে ডাক্তার বাবুটী আশানুরূপ ফলোৎপাদন করে।

অবশেষে এই নিবেদন, যে কর্তৃপক্ষ যথা সময়ে ঔষধ প্রেরণে যত্নবান হউন এবং গ্রামের ধনী মহোদয়গণ ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সচেষ্টিত হউন।

উলা—
৫ই মার্চ ১৮৭৪ } একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ

সম্পাদক মহাশয়।

আপনার ১৮ই ফাল্গুনের সাধারণীতে "নাটকাভিনয়" এই শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না অধিকন্তু দুঃখিত হইলাম। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন "যেমন বালকের শিক্ষামন্দির পাঠশালা, কলেজ, স্কুল তেমনি যুবকের শিক্ষামন্দির রঙ্গভূমি" ইত্যাদি. এবং অধুনা যে সকল নাটকাভিনয় হইয়া থাকে তাহাতে এরূপ কোন শিক্ষা পাওয়া যায় না একথাও সত্য বটে, কিন্তু দোষ কাহাকে দিব? অভিনেতৃগণকে না নাটক প্রনেতাদিগকে; সকলেই স্বীকার করিবেন এই দোষ শেষোক্তদিগের। অভিনেতৃবর্গের দোষ কি? তাঁহারা যে নাটকখানি অভিনয়ার্থ গ্রহণ করেন কিরূপে অভিনয় করিতে পারিলে শ্রোতৃবর্গের [illegible]চিত্তাকর্ষণ হইবে [illegible] বিশেষ মনযোগী হয়েন। পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে কাতর হয়েন না অথচ সাধারণ সমীপে যশোলাভ করিতে অক্ষম। ভাল নাটক অভিনয় ভাল হইলে প্রশংসা, মন্দ হইলেই অখ্যাতি। কিন্তু মহাশয়, বলুন দেখি এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় কয়খানি ভাল নাটক রচিত হইয়াছে? কবিবর সেক্সপিয়ারের হামলেত্, চিত্রের? ন্যায় কয়খানি চিত্র বঙ্গভাষায় চিত্রিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য যে তাহার সংখ্যা অতি অল্প ও মন্দের ভাগ অধিক। সংস্কৃতে এরূপ নাটকের অভাব নাই; মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত পাঠ করিলে বিচিত্র শিক্ষা লাভ করা যায়। অতএব আধুনিক নাটকাভিনয় হইতে যে আমরা কোন রূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারিনা তাহার কারণ কেবল আমাদের বঙ্গভাষায় ভাল নাটক নাই।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজারস্থ বঙ্গনাট্যালয়ে যে সতীনাটকাভিনয় হইতেছে তদ্দর্শনে আমরা গত শনিবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি প্রীত ও মোহিত হইয়াছি। সতী ও প্রসূতীর বিলাপ দেখিয়া আমরা অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি, নারদ ও ঋষিদিগের বাক্যশ্রবণে আমাদের মন আর্দ্র হইয়াছিল, দক্ষের দাম্ভিকতা দর্শনে আমরা বিরক্ত হইয়াছি। রঙ্গস্থল ও চিত্রপট সকল সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর। দোষ কি কিছুই নাই; এমত নহে, তবে কি না অধিক গুণ থাকিলে দুই একটী দোষ দোষ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাঁহাদের যত্নে এই নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমরা শত মুখে প্রশংসা ও ধন্যবাদ করি।

চুঁচুড়া
২৩ ফাল্গুন
সন ১২৮০ সাল } বশম্বদ
শ্রী মঃ——

---

৬৩ 542

বসন্ত রজনী।

জ্বলিয়া মেঘের রাশি, নারিকেল গাছে হাসি,
নিবে গেল সূর্য্যের কিরণ।
হেথা ক্রমে বিভাবরী তিমির বসন পরি,
ধরাতলে দিল দরশন॥

দেবীর চিকুর জাল ঘেরিয়া সাগর ভাল
হীরাবলী তারাবলি ছলে।
খদ্যোত নিকর তায় শ্যামকায় শোভা পায়
পুঞ্জ পুঞ্জ পদ্মরাগ জ্বলে॥

ঘরে ঘরে যত বালা জ্বালিয়া দীপের মালা
করে দেন আরতি দেবীর।
আনোদিত শিশুদল করিতেছে কোলাহল
মাতৃ কোলে কেহ বা সুস্থির॥

শাঙ্খ ঘণ্টা করতাল মধুর মৃদঙ্গ তাল
বাজিতেছে মঙ্গল বিধানে।
নী[illegible]
করে গান ভূপালী কল্যাণে॥

এইরূপ লোক যত আমোদ বিবিধ মত
করি সবে ক্রমে হয় স্থির।
ক্রমেতে আলস্য এল সকলে শয়নে গেল
ক্রমে হল ত্রিযামা গভীর॥

রজনীর রাত্রিকাল নিদ্রা আহে ইন্দ্রজাল
বিস্তারিয়া ঘেরিল জগত।
নাহি আর কোন শব্দ চরাচর হল স্তব্ধ
অচেতন হয় জীব যত।

তারা সহ সুধাকর সুধাময় সিত কর
বরষিয়া গগনেতে চলে।
শোভা অতি মনোহরা ধৌত হইয়াছে ধরা
সুবিমল রজতের জলে॥

হাসি হাসি স্রোতস্বতী করি ধীরি ধীরি গতি
নিজ নাথ সিন্ধু পাশে যায়।
প্রতিবিম্ব তারকার যেন যত হীরা হার
তটিনীর অঙ্গে শোভা পায়॥

মলয়ার সমীরণ প্রবেশিয়া ফুল বন
করিয়াছে সৌরভ হরণ।
এখন তাহার ভারে [illegible]বা করি যেতে নারে
মন্দ মন্দ করিছে গমন॥

লতিকারে কোলে লয়ে নিতান্ত নীরব হয়ে
স্থির ভাবে আছে তরুচয়।
প্রিয়তমা নিদ্রা যায় পাছে বিঘ্ন হয় তায়
নাহি নড়ে কথা নাহি কয়॥

শ্রান্তিযুক্ত যত নর পেয়ে এই মনোহর
সুখকর শীতল সময়।
শয্যায় শয়ন করি লইয়াছে স্বাস্থ্য করী
নেত্রহরী নিদ্রার আশ্রয়॥

শান্তির কোমল কর ব্যাপিয়াছে চরাচর
সুধাসিক্ত বসুধার লোক।
মনের বেদনা লুপ্ত দেহের চেতনা সুপ্ত
দূরে গেছে চিন্তা তাপ শোক॥

বিজ্ঞাপন।

ভ্রমর।

ভ্রমর নামে একখানি অভিনব মাসিক পত্র বঙ্গদর্শন কার্য্যালয় হইতে আগামী বৈশাখ অবধি প্রকাশ হইবে।

যাহা যাহা সুখপাঠ্য, এবং যাহাতে বিশুদ্ধ আমোদ এবং সুশিক্ষা একত্রে মিশ্রিত করা [illegible] এই পত্রের উদ্দেশ্য। উপন্যাস, পদ্য, কৌতুকাবহ বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, দেশীয় সামাজিক কথা, ইত্যাদি বিষয় এই পত্রে লিখিত হইবে। যাহাতে কৃতবিদ্য এবং অল্পজ্ঞান উভয় শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন হয় এমত যত্ন করা যাইবে।

ইহার মূল্য অতি অল্প। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲টাকা ও ডাকমাসুল ।৵০ মোট ১৷৵০ মাত্র। পশ্চাদ্দেয় মূল্য ১৷৵০ ডাকমাসুল ।৵০ মোট ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ মাত্র।

যাঁহারা বঙ্গদর্শনের গ্রাহক তাঁহারা ৫টাকার একখানি নোট পাঠাইলে দুই পত্রই পাইতে পারিবেন।

ভ্রমরের আকার ১২ পেজি রয়েল ২৪ পৃষ্ঠা। ইহা প্রতি মাসের ১৫ই তারিখ প্রকাশ হইবে। প্রথম সংখ্যা আগামী ১৫ই বৈশাখে প্রকাশ হইবে। গ্রাহকগণ নিম্ন স্বাক্ষ[illegible] পাঠাইবেন।

[illegible]র চট্টোপাধ্যায়
[illegible]শন কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশাস হয়েন।

অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫, পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, জ্বরকাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিমবাবুর কৃত বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা, কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য এক এক টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকগণ দুই আনা হিসাবে ডাকমাসুল সমেত মূল্য পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

ভবিষ্যতে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নামে যিনি পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি বহরমপুরে ঠিকানা দিবেন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ঠিকানা দিবেন।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইন্দিরা।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত ইন্দিরা [illegible] বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে [illegible] বিদেশস্থ গ্রাহকগণের [illegible] দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া কমিশান পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব; মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে; তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল,
নং ৪ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, মৃজাপুর, কলিকাতা
বাবু মহেন্দ্রলাল বসু
কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।
শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার, সুগন্ধা		৬
,,	হারানকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চুঁচুড়া	৬
,,	উমেশচন্দ্র বসু, নড়াল	৬
,,	গদাধর রায়, রাণিহাটী	৬
,,	কৈলাসচন্দ্র রায়, ঐ	৬
,,	দীননাথ সিংহ, ঐ	৬

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৬
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	৩
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	১৸০
মাসিক	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য	৴০

ডাকমাসুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য অন্য নিয়ম করা যাইবে।

এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

সাধারণী।

১ ভাগ। চুঁচুড়া—১০ই চৈত্র রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ২২শে মার্চ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। ২২ সংখ্যা।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন।

THE OBSERVER ON THE BENGALIS.

Among the many evils for which the educated Bengali is undoubtedly responsible, we [illegible] on the misery in which many an Anglo-[illegible] his days. It is unquestionable that [illegible] is [illegible] of the Anglo [illegible] has had to cross the seas [illegible]hood; and that the Bengali [illegible] establish a character for intelligence, and should, instead of passing his days in silent contemplation of the wonders of Anglo-Saxon journalism, sometimes speak for himself, is an evil beyond endurance. The wounded dignity of Anglo-Saxonism can never tolerate such insolence and hence it is that we find such worthies as the Pioneer, the Indian Observer, and others of the fraternity engaged in perpetual denunciation of the offending race. With a people like the Maoris or the Red Indians—these wrathful prophets would have found it easy to deal; a policy of extirpation might have been advocated, without the risk to the advocate of any prolonged residence in a lunatic asylum. But what is to be done with a people whom government insists on treating paternally, and goes even so far as to look upon as the equal of the Anglo-Saxon adventurer in many respects? There is no help for it, and the Anglo-Saxon adventurer necessarily passes his days in bitterness and woe. To judge by the perpetual flow of pointless invective and gloomy raillery which is every week poured upon the devoted head of the Bengali, there must be an incalculable amount of gnashing of teeth and tearing of hair in editorial quarters of which our countrymen are the innocent cause. The Observer has, after numerous attempts at witticism which were quite desperate, and after various ineffectual attempts to laugh at Mookerjee's Magazine, at the Hindoo Patriot, at Bengali newspaper correspondents, and at Bengali advertizements, has at last come out strong against Bengali School-boys. If there is any glory to be gained by crying down the morals and acquirements of the good-for-nothing lads who cut such a sorry figure at the University Entrance Examinations, we do not grudge it to the Observer. These unfortunate [illegible] his article on "Baboos and Zillah Schools" and perhaps more. But he goes further than that. He quotes a few high-flown sentences from some school-boy's contributions to the Lucknow Times and the Patriot, and thereupon bases the inference that "a more entire delusion than that which credits the Bengali with any exceptional intellectual power, it would be difficult to discover." We assure our contemporary that there are delusions which are even "more entire,"—the idea, for instance, that the Observer knows any thing of the Bengali's powers, or that his [illegible] attacks upon the Bengali can in any way do harm or good. "A more entire delusion it would be difficult to discover." We commend the sentence we have quoted to the study of the school-boys whom the Observer so mercilessly chastises.

"The Secretary to the Bengal Government thus writes to Mr. Buckland, Sir Richard Temple's Secretary:—

The Lieutenant-Governor is much gratified to know that Sir Richard Temple feels that his action has been facilitated by the cordial support of this Government, and Sir George Campbell, on his part, desires prominently to acknowledge that Sir Richard Temple's aid and co-operation have been rendered to him in a manner calculated to promote, to the utmost, harmony and common effort for the public good."

...মেণ্টে ভারত প্রতিনিধি।

আমরা দিন দিন ঘোরতর সাহেব হইয়া পড়িতেছি। সাহেবিয়ানা বলিয়া ফিরিঙ্গি চাল বলিয়া যতই কেন উপহাস করি না, বিদ্রূপ করি না, সাহেবত্ব আমাদের শিরে শিরে মজ্জায় মজ্জায়, ধাতু মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুরুষগণকে 'প্রজাপুরুষগণ' সহজেই আপন জাতির অপেক্ষা অধিকতর গুণশালী মনে করিয়া থাকে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা মুসলমানের গোঁড়া ছিল। এখনও অনেক বৃদ্ধ পারসীনবীশ দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা সংস্কৃত অপেক্ষা পারসীর গৌরব করিয়া থাকেন। যদি সাদী, হাফেজের ভাষার অধিকারিগণ এরূপ গৌরবভাজন হইয়া থাকেন তাহাহইলে নবৃ শেক্সপীয়রের ভাষার অধিকারীরা আমাদের অধিকতর গৌরবান্বিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইংরাজের প্রতাপে পরাজিত হইয়া, ইংরাজের বল বুদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া, ইংরাজের শিল্প ... ... নষ্ট-সর্ব্বস্ব হইয়া, ইংরাজের কাব্যরসে গলিয়া গিয়া, ভালয় মন্দয়, আমরা অন্তরে অন্তরে ইংরাজের গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছি। সময়ে সময়ে সে কথা মুখ ফুটে বলিতে লজ্জা করে বটে, কিন্তু আমাদের সকল কার্য্যেই ইংরাজের গোঁড়ামি প্রকাশ পাইতেছে; এইটী পরাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল। পরাধীন জাতির, জেতৃজাতির উপর যদি প্রবলা ঘৃণা না থাকে, তাহা হইলে সেই জাতি ক্রমেই জাতিভ্রষ্ট হইয়া যায়। আমরা ক্রমে জাতিভ্রষ্ট হইতেছি। হিন্দুত্ব ভারত হইতে ক্রমে লোপ পাইতেছে। অতি গুরুতর কঠোর শাসনে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু ইংরাজের প্রতি আন্তরিক ভক্তি থাকাতেই আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ইংরাজ যেরূপে চিন্তা করে, আমরা সকল বিষয়েই ঠিক সেইরূপ চিন্তা করিয়া থাকি। ইংরাজের চিহ্নিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে চিন্তা চালনে আমরা দিন দিন অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি।

ইংরাজ বলেন, যে, পার্লিয়ামেণ্ট না থাকিলে রাজ্যশাসন সুচারু রূপে হয় না। আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছি। ভারতবর্ষের দুই চারি জন প্রতিনিধি বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের মহাসভায় উপবিষ্ট থাকিলেই ভারত অপেক্ষাকৃত সুশাসিত হইবে, এরূপ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। শুনা যাইতেছে এবার এইরূপ প্রতিনিধি স্থাপিত হইবার সুবিধা হইতেছে। হিন্দুপেট্রিয়ট লিখিয়াছেন, যে, ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কতিপয় ইংরাজ বিলাত হইতে কলিকাতার এবং বোম্বাইয়ের সভায় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, যে, মহাসভা ভারত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হওয়া তাঁহাদের অভিমত কি না? ভারতবর্ষীয় সভাদ্বয় উত্তর দিয়াছেন, যে, দেশীয় কৃতবিদ্যগণ যদি প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েন, তাহাহইলে তাঁহারা আহ্লাদিত হইবেন।

ইহাতে বুঝিলাম, যে, পার্লিয়ামেণ্টে দেশীয় প্রতিনিধি থাকিলেই ভারতের সমৃদ্ধি ... ... করিয়াছেন। ভারতের ... না, ভারত একটি সুবৃহৎ সুরক্ষিত ... হইল। আয়র্লণ্ড অধিবাসীরা মহাসুখী, আমরাও সেইরূপ সুখী হইব। কেহ কেহ বলেন, যে, আয়র্লণ্ডবাসীরা প্রপীড়িত, সে সকল মিথ্যা কথা। আয়র্লণ্ডের প্রতিনিধি পার্লিয়ামেণ্টে আছে; তাহারা অসুখী কখনই নহে। কেহ কেহ বলেন যে, দশ জন দেশপ্রতিনিধির কথা না শুনিয়া একজনে উত্তম শাসন করিতে পারেন। —সে কথা মিথ্যা,—আকবর সাহ তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রভৃতির কথা যাহা ইতিহাসে লেখা আছে, সে সকল রূপকথা মাত্র। ইংরাজ বলেন, যে, প্রতিনিধি না থাকিলে রাজ্যশাসন হয় না, ইংরাজের কথা মিথ্যা নহে; প্রতিনিধি পাঠান চাই। তাহাদের ক্ষমতা থাকুক, বা না থাকুক তাহারা কিছু করুক বা না করুক প্রতিনিধি থাকিলেই মঙ্গল হইবে। প্রতিনিধি হইবে শুনিলেই আহ্লাদ হয়।

দ্বারকানাথের স্মরণ চিহ্ন।

শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, হাইকোর্টের উকীলেরা মৃত অনারেবল দ্বারকানাথের স্মরণার্থ একটি সভা আহ্বান করিবেন। এরূপ সভা মাত্রেই আমাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা আছে; কিন্তু দ্বারি বাবুকে স্মরণ করিয়া এবার এই সভার শুভানুধ্যায়ী হইলাম।

দ্বারকানাথের স্মরণার্থ কি করা কর্ত্তব্য? একখানি প্রমাণ প্রতিমূর্ত্তি তেমনি কৃষ্ণবর্ণ মুখমণ্ডলে, তেমনি উজ্জ্বল চক্ষু লইয়া, সেই চক্ষুর তেমনি অন্তর্ভেদী স্ফুলিঙ্গ লইয়া হাইকোর্টের প্রাচীন প্রকোষ্ঠের ভিত্তির শোভাবর্দ্ধন করিলেই কি যথেষ্ট হইবে? না।

আমরা এবিষয়ে যাহা যাহা প্রস্তাব করিব মনে করিয়াছিলাম, ন্যাশনাল পেপার তাহার মধ্যে একটি আমাদিগের অগ্রেই প্রস্তাব করিয়াছেন। সুতরাং আমরা সাতিশয় আহ্লাদ সহকারে উক্ত সহকারীর প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি।

... ... যে টাকা ... হইয়াছিল তাহাতে কুলাইবে না। অনারেবল মার্কবি সাহেব বিলাতে আপীল করিতে অনুমতি না দেওয়াতে, এখন বুঝাইতেছে, যে, এ মোকর্দ্দমা বিলাতে শুনানি করণজন্য অনেক ইন্ধনের আবশ্যক হইবে। দ্বারকানাথের স্মরণার্থ যে টাকা উঠিবে তাহা হইতে এই বিষয়ের সাহায্য হওয়া উচিত। এ প্রস্তাব অতি উত্তম প্রস্তাব। এ মোকর্দ্দমায় দ্বারকানাথের বিচার লিপি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্বারকানাথ হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তাহা সকলে বুঝিতে পারে তাহা তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। এবিষয়ে বিলাতে যথাশাস্ত্র নিষ্পত্তি হইলে, তাঁহার পরলোক গত আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা তার একটি প্রস্তাব ... । এই বঙ্গভূমিতে যাহাতে বিজ্ঞানানুশীলনের আধিক্য হয়, ইহা দ্বারকানাথের একান্ত বাসনা ছিল। আমরা জানি তিনি জজ হইয়াই, কতকগুলি গণিত পুস্তক ক্রয় করেন, এবং অবকাশকালে সেইগুলি পরীক্ষার্থীর ন্যায় অভ্যাস করিতেন। কোমতের পজিটিব ফিলজফি গ্রন্থের গণিত ভাগ কঠিন পরিশ্রম সহকারে অনুশীলন করিতেন। কোমতের রেখাগণিতের কিয়দংশ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া মুখার্জ্জির ম্যাগাজিনে প্রকাশ করিতেছিলেন। পত্রকারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের কিছু অবহেলা করিয়াছিলেন বলিয়া, এখন আক্ষেপ করিতেন। বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভাবী বিজ্ঞান সভার জন্য কায় মনে চেষ্টা করিতেন। আপনার দের টাকার ক্রমে বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বঙ্গদর্শন সম্পাদক একদিন বলিয়াছিলেন, যে "বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞান চর্চা অল্প থাকে দেখিয়া আমার দুঃখ হয়, বাঙ্গালীকে কাব্যরস আর দিবার আবশ্যক নাই, এখন কঠিন গণিত প্রস্তরে দিন কতক ইহাদিগের মুখ ঘর্ষণ করিতে হইবে"। এইরূপে ... আলাপে, লেখা পড়ায়, সকল বিষয়েই দেখিয়াছি যে, যাহাতে বিজ্ঞানানুশীলনের আধিক্য হয়, তাহাতে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। এক্ষণে তাঁহার স্মরণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া, যদি কোন কিছু করা আবশ্যক হয়, তবে সেই টাকা হইতে সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞান চর্চার বাহুল্য জন্য কোনরূপ বৃত্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দ্বারকানাথ হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এই কলেজের দিকে তাঁহার একটু টান ছিল। এই কলেজ হইতে যে কেহ বি এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানে শতকরা আশী সংখ্যা পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে একটী কেলোশিপ বৃত্তি বৎসর বৎসর দান করিতে তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, যে এবিষয়ে টাকার কোন বন্দোবস্ত তিনি করিয়া যান নাই। তাঁহার স্মরণার্থ যে টাকা উঠিবে তাহা হইতে তাঁহার অভিলষিত এই বৃত্তি সর্ব্ব প্রথমে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ কাম্‌তের অদ্বিতীয় পজিটিব ফিলজফি পুস্তক

ISSUE(S) MISSING
21
NOT AVAILABLE

তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থের চর্চার বাহুল্য হয়, ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। বি এ পরীক্ষা দিয়া দুইবৎসর বা তিনবৎসর মধ্যে এই গ্রন্থে পরীক্ষা দিয়া যে, সকলের মধ্যে সমীচীন হইবে তাঁহাকে একটী "দ্বারকানাথ বৃত্তি" বা স্বপারিতোষিক "দ্বারকানাথ পদক" প্রদত্ত হইবে, এইরূপ কিছু বৃত্তি বা পারিতোষিক স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাবী বিজ্ঞান সভার কার্য্য যাহাতে শীঘ্র আরম্ভ হয়, এতদ্বিষয়ে দ্বারকানাথের একান্ত ইচ্ছা ছিল, অর্থ সংগ্রহ করিয়া "সতীত্বের গৌরব রক্ষা" মোকর্দ্দমার খরচা দিয়া, অথবা বৃত্তি প্রদান করিয়া যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে সেই টাকা বিজ্ঞানসভায় প্রদান করা কর্ত্তব্য। অথবা যদি সমস্ত টাকাই ছাত্রবৃত্তিতে বা বিজ্ঞান সভার জন্য প্রদান করা হয়, তাহাহইলেও অর্থের সদ্ব্যয় হইবে, এবং সভা প্রশংসালাভ করিবেন।

শিক্ষা বিভাগ।

আমরা গত সপ্তাহে পল্লীগ্রামের বিদ্যালয় সকলের দুরবস্থার কথা বিবৃত করিয়াছিলাম, তাহা বলিয়া নগরীস্থ কালেজ ও অন্যান্য বিদ্যামন্দিরে যে উত্তম অধ্যাপনা হইয়া থাকে তাহা নহে। বাস্তবিক অধ্যাপনা সম্বন্ধে নগর ও পল্লীগ্রাম তুল্য অবস্থাপন্ন। তবে নগরে বালকদিগের জ্ঞানলাভের অন্যান্য নানা সুবিধা আছে। নগরে বিদ্যাচর্চ্চার আধিক্য নিবন্ধন বালকে কথা বার্ত্তায় নানা জ্ঞান শিক্ষা করে; নানাবিধ পুস্তক অতি সহজেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং নানা বিজ্ঞান প্রক্রিয়া সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্তকৌতূহল হয়। এতদ্ভিন্ন নগরীস্থ বালকে দেখে যে, সহরে বিনা লেখা পড়ায় জীবনযাপন করা নিতান্ত কষ্টকর,—তাহাতেই ইহারা পল্লীগ্রামস্থ ছাত্রগণাপেক্ষা অধিকতর অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ কয়েকটি নগরীস্থ বালকে পরীক্ষায় প্রাধান্যলাভ করিয়া থাকে। নতুবা সহরের নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে যেরূপ অধ্যাপনা হইয়া থাকে তাহা জঘন্য বলিলেই হয়।

সর্ব্বত্রেই অধ্যাপনার অবনতি হইয়াছে। অসংখ্য টীকা পুস্তক প্রচার ইহার প্রধান কারণ। উচ্চশ্রেণীর পুস্তকে টীকা অত্যন্ত আবশ্যক এবং প্রাচীন ভাষার গ্রন্থ মাত্রেই টীকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এখন একরূপ সময় পড়িয়াছে, এ সময়ে আমরা ইংরাজি 'বোধোদয়ের' ও টীকা পর্য্যন্ত দেখিলাম। একরূপ টীকা মহতী অনর্থকরী।

বালপাঠ্য গ্রন্থের টীকা পুস্তিকার বহুল প্রচার হওয়াতে ছাত্রগণের স্বাবলম্বন বৃত্তি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। ছাত্রেরা পরচিন্তানুসারী, অলস, অকর্ম্মণ্য, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে মূর্খ হইয়া পড়িতেছে। সংস্কৃত চর্চ্চায় টীকার বাহুল্য হওয়ায় দর্শনশাস্ত্র অগাধ জলে মগ্ন হইয়াছেন। একবার পুত্রী, পৌত্রী, প্রপৌত্রীর জঙ্গলে অন্ধতমসাবৃতা হইয়াছে. আর এবার এই সকল ক্ষুদ্র টীকাওয়ালার উৎপাতে বাঙ্গালায় ইংরাজি চর্চ্চা অধঃপাতে যাইবে [illegible]

একক্ষণে [illegible] সভা হইতেছে। ক্ষুদ্র জীবের প্রতি [illegible] নিষ্ঠুরাচরণ করিতে না পারে, এই উদ্দেশে একটি সভা হইয়াছে; অশ্লীল গ্রন্থকলাপ পাঠে যুবক যুবতীর রুচি বা মতি বিকৃত না হয়, এই উদ্দেশে একটি সভা হইয়াছে; এইরূপ টীকা পুস্তিকার প্রচার না হয়, এই উদ্দেশে একটি সভা হওয়া উচিত। কেহ নিকৃষ্ট জীব পশু পক্ষীর পায়ে দড়ী দিয়া টানিয়া লইয়া যাইলে যদি দণ্ডনীয় হয়, তবে যাঁহারা কোমল বালকের তরল মন সঙ্কীর্ণ পথে বদ্ধ করিয়া রাখিতে যত্ন করেন তাঁহারা অবশ্য দণ্ডনীয়। যদি যুবকের বিশুদ্ধ রুচি কেহ নষ্ট করিলে দণ্ডার্হ হয়, তবে যাঁহারা বালককে চির শৈশবে পতিত রাখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবশ্যই দণ্ডার্হ। সামান্য সামান্য গ্রন্থের টীকাকারগণের উপর সকলেরই ঘৃণা প্রদর্শন করা উচিত। গুটি দুই তিন স্কুল মাষ্টার আছেন, তাঁহারা জনসনের ক্ষুদ্র অভিধান হইতে দুইশত চারিশত

শব্দের অর্থ প্রতিবৎসর সঙ্কলন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন,---তাঁহারা শিক্ষা বিভাগের কলঙ্ক। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এরূপ অসৎ কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিষেধ করা কর্ত্তব্য। সর্ জর্জ ক্যাম্বেল সকল বিভাগই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া থাকেন, বালকের বুদ্ধিলোপী এই সকল টীকাকারগণের উপরি একবার একটু শুভ দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া, তাঁহাদের অর্থপিপাসাপ্রবৃত্তি দমন করিয়া দিলে আমরা পরমাহ্লাদিত হইব।

বালকের রক্ষকগণকেও বলি; তাঁহারাও এবিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন; বালক আপনি অনুসন্ধান করিয়া শব্দার্থ বা বাক্যার্থ করিতে যাহাতে শিক্ষা করে, তদ্বিষয়ে পিতা পিতৃব্যের একটু মনোযোগী হওয়া উচিত। বালশিক্ষার অবনতিতে আমাদের সকলেরই ক্ষতি হইতেছে, জন সাধারণ সকলেরই টীকা প্রচার দমনার্থ যথা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

হুগলি জেলায় রোডশেস [illegible] স্থগিত [illegible] কথা হইয়াছে [illegible] যথারীতি কার্য্যও করিতেছেন। যাহাহউক এখন আর এবিষয়ে বাদানুবাদ করিবার সময় নাই। রথ্যাকর স্থগিত হয় নাই, সুতরাং একটি পথ পাকা করিবার আদেশও হইয়াছে। জেলার মধ্যে সাধারণতঃ পূর্ব্ব পশ্চিম ধাবিত কয়টি প্রধান পথ আছে। একটি উলুবেড়ে হইতে, একটি হাবড়া হইতে, একটি বৈদ্যবাটি হইতে ও একটি চুঁচুড়া হইতে পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। ইহার একটিও ভাল পথ নহে। বর্ষাকালে নিতান্ত দুর্গম হয়। ইহার মধ্যে যেটি চুঁচুড়া হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধনেখালির মধ্য দিয়া গিয়াছে, সেইটির খানিক পাকা করিবার মঞ্জুর হইয়াছে। চুঁচুড়ার পাঁচ মাইল পশ্চিমে যে লর্ড ইউলিক ব্রাউনের নামাঙ্কিত গোটুর পুল আছে সেইখান হইতে ১১ মাইল রাস্তা পাকা হইবে। এদিকে চুঁচুড়া হইতে প্রসিদ্ধ ৺কালীকিঙ্কর পালিত কৃত চৌকিমুড়ার পুল পর্য্যন্ত পাকা পথ আছে। চৌকিমুড়া হইতে গোটুর পুল পর্য্যন্ত যে কাঁচা সেই কাঁচাই থাকিবে। অথচ এই ভাগটি বর্ষাকালে নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠে। এই তিন মাইলের উপর কর্ত্তৃপক্ষগণের কেন এরূপ বিষ দৃষ্টি পড়িল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ভ্রম বলা যায় না; এরূপ ভ্রম হওয়া অসম্ভব।

যাহাদিগের উপকারের জন্য রাস্তা পাকা করা হইতেছে, এ তিন মাইল সঙ্গে সঙ্গে পাকা না করিলে তাহাদিগের কিছুই উপকার হইবে না। বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই রোডশেস দিতে হইবে, তবে একটি রাস্তার খানিক কাঁচা রাখিয়া খানিক পাকা করিবার কারণ কি?

অদ্য আর একটি রাস্তা সম্বন্ধেও আমরা কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এটি জেলার রাস্তা নহে; মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত একটি ভাবী রাস্তা।

[চুঁচুড়া] হুগলি মিউনিসিপালিটির গঙ্গাধারের মধ্যে প্রায় বারআনা ভাগে একটি সুন্দর বর্ত্ম প্রচলিত আছে। সিকি ভাগে নাই। আজি ৮।১০ বৎসর এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য মিউনিসিপালিটি আন্দোলন করেন। যে সময়ের মাজিষ্ট্রেটের এবিষয়ে বিশেষ যত্ন ছিল। কতকগুলি স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রমনা লোকের আপত্তিতে, মাজিষ্ট্রেট পরাস্ত হইয়া নিরস্ত হয়েন।

এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ হইলে, এখানকার সাধারণের যে মহান্ উপকার হইবে, তাহা অধিবাসীরা সকলেই স্বীকার করিবেন। বোধ হয় এমন মূঢ় কেহই নাই যে এবিষয় লইয়া তর্ক করিবেন। এক প্রধান আপত্তি এই হইতে পারে, যে, কিসে ইহার ব্যয় সঙ্কুলান হইবে? ভিখারীকে "হাতজোড়া" বলিলে, একটু বিলম্বে প্রত্যাশা করিতে পারে; কিন্তু "চালবাড়ন্ত" তাহাকে ম্লান মুখে "ফিরিয়া দেখিতে হয়"। মিউনিসিপালিটি অর্থাভাব বলিলে, আমাদিগকে সেই

ভিখারীর মতই হইতে হয় বটে; তবে একটা কথা এই আমরাই নাকি ভিক্ষার ত শুল্ক দান করিয়া থাকি, তাহাতেই দুটা এ-কটা কথা কহিয়াও থাকি।

দুর্ভিক্ষের দানে প্রায় দশহাজার টাকা চাঁদা উঠিতেছে; এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটির স্থিত টাকাও কিছু আছে, গবর্ণমেণ্টও কিছু দিতে পারেন, এমন সময়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত গণের সাহায্যার্থ মিউনিসিপালিটিকে আমরা গঙ্গাধারের এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ করিতে পরামর্শ দিই। ইহাতে টাকার সদ্ব্যয় হইবে, সাধারণের উপকার এবং অনেক নিরন্ন ব্যক্তি খাটিয়া খাইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

✓ বিগত ওকালতী পরীক্ষা।

আমরা নিম্নে একখানি পত্র প্রকাশ করিলাম। পত্র লেখক পরীক্ষা স্থলে কয়দিন উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহার পত্রখানি সত্যপূর্ণ বলিয়া বিশ্বাস করি [illegible] পারি। গত ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা স্থলে সাহেবদিগের অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে অন্য দুএকখানি সম্বাদপত্রেও কিছু কিছু দেখিয়াছি। কিন্তু প্রধান সম্বাদপত্র সকল এবিষয়ে কেন কোন কথা কহিলেন না, তাহা বলিতে পারি না। এমন হইতে পারে যে কোন কোন সম্বাদপত্র সাহেবদিগের এরূপ দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতে গেলে, পাছে লয়ালটির বা রাজভক্তির খর্ব্বতা হয়, এইরূপ মনে করিয়া না লিখিতে পারে; কিন্তু যে সকল সম্বাদপত্র সামান্য ছল পাইলেই সাহেবদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন তাঁহারা কেন নীরব রহিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় কোন কালেই পরীক্ষার্থিদিগের সহিত কেহই সমদুঃখ বোধ করেন না। পরীক্ষার্থিগণ পরীক্ষা রঙ্গভূমিতে চিরকাল একই রূপ সাজ সাজিল। দুষ্ট দল—নলাবলি করিতেছে, দেখাদেখি করিতেছে, গার্ডকে ঘুস দিয়া বাহির হইতে প্রশ্নের উত্তর লিখাইয়া আনিতেছে। শিষ্টদল কাগজ চাহিয়া পাইতেছে না, সময়ে কুলায় না, সাহেব গার্ড বিলম্ব হইল বলিয়া কাগজ চিরিয়া ফেলিয়া দিতেছেন, নামে দাগ দিতেছেন, আর না হয় পাদুকা প্রহারে পরীক্ষার্থীর পিণ্ডান্তপিণ্ড শেষ করিতেছেন। শ্বেতাঙ্গ তত্ত্বাবধারকেরা পরীক্ষা স্থলে একাধিপত্য করেন, এমন নেবদলের উপর হাকিমী চালাইবার আর দ্বিতীয় সুবিধা কবে পাইবেন? চিরকালই এইরূপ করেন; পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চিরকালই নিন্দা করিয়া ভবনে প্রত্যাগমন করে। ইহার দমনের চেষ্টা হয় না কেন? সকল সম্বাদপত্র সাহেবদিগের এরূপ কদাচারের ঘোষণা করেন না কেন? যাহাহউক আমরা পত্রখানি যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম, ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষ নয়নপাত করিয়া, এরূপ পাশব ব্যবহারের দমনার্থ একটু মনোযোগ করিবেন।

চিকিৎসাদর্পণ।

যবাগূপ্রকারভেদ।

[illegible] সংখ্যা, একণ যাবা আও [illegible] মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক ন [illegible] এবং একত্র গরীর চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার এখনও আমরা অবকাশ পাই নাই। সুতরাং সম্যক্ সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

ইহাতে চরকসংহিতার অপামার্গ তণ্ডুলীয়াধ্যায় বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই অধ্যায় হইতে, কত প্রকার যবাগূ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রকারের কিরূপ গুণ তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

"এক্ষণে বিবিধ প্রকার সাধ্যরোগ নিবারণ জন্য যবাগূপ্রকার ভেদে উক্ত করা যাইতেছে।

১। আহারোচিত তণ্ডুলকে চতুর্ভাগ করিয়া সেই ক্ষুদ্র তণ্ডুল সহ পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুণ্ঠি, পঞ্চ প্রকার দ্রব্য সমভাগে দুই তোলা পরিমিত গ্রহণ করিয়া ষড়্গুণ জলে পাক করিয়া দ্রব, সিক্থ, সমন্বিত হইলে যবগূ প্রস্তুত করা হইল ইহা অগ্নি সন্দীপনী, শূলঘ্নী

২। দধিত্থ, বিল্ব, চাঙ্গেরী, দাড়িম রস এই কয়েকটি পূর্ব্ব প্রকার তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া তক্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ পাক করিলে পেয়া প্রস্তুত করা হইল। এই পেয়া ব্যবহারে পরিপাক শক্তিকে দৃঢ়তর করে এবং তরল মলকে কঠিন করে।

৩। এবং পঞ্চমূল জনিত পেয়া অর্থাৎ বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী, পারুল, গিনয়ারি, এই পঞ্চ প্রকার দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত তণ্ডুল দ্বারা পাক করিলে যে পেয়া প্রস্তুত হইল, ইহা বায়ুশান্তিকারক।

৪। শালপানি, বেড়েলা, বেলছাল, চাকুলিয়া, এই কয় দ্রব্য দুই তোলা পরিমিত গ্রহণ করিয়া অম্লরস যুক্ত দাড়িম রসে পূর্ব্বোক্ত তণ্ডুল পাক করিলে যে পেয়া প্রস্তুত হইল ইহা পিত্ত শ্লেষ্মজনিত অতিসারিব্যক্তির পক্ষে হিতকর।

৫। অপর অর্দ্ধ উদক সহ ছাগ দুগ্ধে বালা, পদ্মকন্দ শুঁঠ, দুই তোলা পরিমিত দ্রব্য তণ্ডুল সহ পাক সম্পন্নে যে পেয়া প্রস্তুত হইল, ইহা রক্তাতিসার নাশক।

৬। এবং অর্দ্ধোদক ছাগ দুগ্ধে চাকুলিয়া দুই তোলা পরিমিত তণ্ডুল সহ ষড়্গুণ জলে পাক করিলে যে পেয়া প্রস্তুত হইল ইহাও রক্তাতিসার নাশক।

৭। এবং আম জন্য রক্তাতিসারে শুটি ও আতইব দুই তোলা পরিমিত গ্রহণ করিয়া অম্লরস যুক্ত দাড়িম রসে ক্ষুদ্র তণ্ডুল দ্বারা পাক নিষ্পন্নে যে পেয়া প্রস্তুত হইবে তাহাই ব্যবহার করিবে।

৮। এবং গোক্ষুর ও কণ্টকারী দুই তোলা ও অর্দ্ধ সম্পন্ন গুড় তাহাতে প্রক্ষেপ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিধান ক্রমে যে পেয়া প্রস্তুত হইবে তাহা মূত্র কৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করিবে।

[illegible] ৯ [illegible] সল, মজিনাবীজ, মরীচ, এই [illegible] তাহা ক্রিমিরোগ নাশক।

১০। এবং দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, পিপ্পলী, মধু শুণ্ঠি, এই কয় দ্রব্য ষড়্গুণ জলে খই দ্বারা পাক নিষ্পন্নে যে পেয়া প্রস্তুত হইবে তাহা পিপাসা শান্তি কারক।

১১। এবং সোমরাজি দ্বারা বিপাচিত পেয়া কৃত্রিম বিষ দোষ শান্তিকারক।

১২। এবং বরাহ মাংস রসে সিদ্ধ যবাগূ পুষ্টিকারক।

১৩। ভূষ্টযবধান ও স্বর্ণমাক্ষিক এই দুই দ্রব্য ষড়্গুণ জল দ্বারা পাক করিয়া যে পেয়া প্রস্তুত করা যায় তাহা ব্যবহারে স্থূল শরীরকে কর্ষণ করা যায়।

১৪। তিল, দুই তোলা ক্ষুদ্র তণ্ডুল সহ ষড়্গুণ জলে পাক করিয়া ঘৃত-সৈন্ধব প্রক্ষেপ দ্বারা যে যবাগূ প্রস্তুত হয় তাহা পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়।

১৫। এবং কুশামূল ও আমলা দুই তোলা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধান ক্রমে অর্দ্ধাবশিষ্ট জলে শ্যামাক তণ্ডুল দ্বারা যে পেয়া প্রস্তুত হয় ইহা ব্যবহারে শরীরকে রুক্ষ করিবে।

১৬। এবং দশমূল পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া সেইরূপ তণ্ডুল দ্বারা পাক নিষ্পন্নে যে পেয়া প্রস্তুত হয় ইহা ব্যবহারে কাস, হিক্কাশ্বাস, কফ রোগ বিনষ্ট হয়।

১৭। এবং শ্যামাক তণ্ডুল মুদ্গ, মদিরা দ্বারা সিদ্ধ করিয়া ঘৃত, তৈল প্রক্ষেপ দিয়া যে পেয়া প্রস্তুত হইবে তাহা ব্যবহার করিলে পক্বাশয়ের বেদনা নিবারিত হইবে।

১৮। অপর শাক সমস্ত প্রকার ও মাংস, তিল এবং মাসকলাই ইহা ষড়্গুণ জলে অর্দ্ধাবশিষ্টে শালি তণ্ডুল দ্বারা সিদ্ধ নিষ্পন্নে যে পেয়া প্রস্তুত হইবে তাহা ব্যবহারে অন্তের কঠিন মলকে নিঃসরণ করায়।

১৯। এবং জাম্বক, আম্রক, দধিত্থ, অম্লবেতস, এবং বেল শুঁঠ এই কয় দ্রব্য দ্বারা উপসাধিত যবাগূ ব্যবহারে তরল মলকে সংগ্রহ করে।

২০। যবক্ষার, চিতামূল, হিঙ্গুনির্য্যাস, অম্লবেতস দ্বারা উপসাধিত যবাগূ ব্যবহার করিলে মল ভেদ হয়।

২১। হরিতকী, পিপ্পলীমূল, শুঁঠ, এই কয়েকটী দ্রব্য সংযোগে যে যবাগূ প্রস্তুত হয় তাহা সেবনে বায়ু অনুলোম হয়।

২২। তক্রের দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ ঘৃত ব্যাপদ নাশ করে।

২৩। ও তিলকল্ক সাধিত যবাগূ তৈল ব্যাপদকে নষ্ট করে।

২৪। এবং গবমাংস রসে সিদ্ধ অম্লরস অর্থাৎ দাড়িম, আমলকী রস সহ যে যবাগূ প্রস্তুত হয় তাহা সেবনে বিষমজ্বর নষ্ট করে।

২৫। যব, পিপ্পলী, আমলা দ্বারা যে যবাগূ প্রস্তুত তাহা ব্যবহারে কণ্ঠনালী পরিষ্কার করে।

২৬। এবং কুক্কুট রসে সিদ্ধ যবাগূ প্রবেশস্য নালের বেদনা নিবারণ করে।

২৭। মাসকলাই ঘৃত দুগ্ধ দ্বারা সাধিত যবাগূ বলকারক।

২৮। পুতিনাশাক তক্র দ্বারা সিদ্ধ করিলে যে যবাগূ প্রস্তুত হয় তাহা ব্যবহার করিলে মত্ততা নিবারণ করে।

২৯। আপাং এবং ক্ষীর গোধা মাংস রসে সিদ্ধ যবাগূ ক্ষুধা শান্তি করে।

এই অধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি প্রকার যবাগূ এবং পঞ্চ কর্ম্মাশ্রয় ভেষজ সংগ্রহ এবং পূর্ব্বাধ্যায়ে যে সমস্ত দ্রব্য উল্লেখ করা গিয়াছে সেই সমস্ত দ্রব্যের পঞ্চ কর্ম্ম বিষয়ে উপযোগ করা হইল, স্মৃতিমান্ এবং হেতুযুক্তিজ্ঞ, জিতাত্মা ও প্রতিপত্তিমান, চিকিৎসক এইরূপে ঐ সংযোগ দ্বারা চিকিৎসা করিবেন।

সংবাদ।

আমরা সাধারণীর প্রথম সংখ্যায় যে, পূর্ণিয়া জেলায় কলবৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় কৃষি সভায় দুই খানি পত্র পঠিত হইয়াছে। (১) পূর্ণিয়া জেলার সালপুরের গুলডহক সাহেব লিখিয়াছেন, যে বহুক্রোশ বিস্তৃত ভূমি খণ্ডে এই সকল কলপতিত দেখা গিয়াছে। সকলেই বলে যে ১৮৭৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের বৃষ্টিতে সেই গুলি পড়িয়াছে, এগুলির ভিতরে প্রচুর পরিমাণে তৈল পদার্থ আছে, পোড়াইয়া জ্বালা-

উঠে দেশ জলে; এই বীজ গুলির গাত্রে এক প্রকার শাঁস আছে; প্রায় সকল গুলিরই শাঁস নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দুটি একটির দেখিতে পাওয়া যায়। (২) বোটানিকাল বাগানের কিউরেটর স্কট সাহেব পরে এ ফল পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, যে, এ গুলি Tetranthera Cauri-folia, ইহারই এক প্রকারকে T. Roxburghii বলে: ইহার গাছ বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই আছে; কিন্তু একটু পার্ব্বতীয় প্রদেশই ইহার সহজ ভূমি। বীজের উপরের শাঁস বায়ুর ঘর্ষণে খসিয়া গিয়াছে, সম্ভব নহে; জলে পচিয়া গিয়াছে। পূর্ব বর্ষায় নদীর জল বাড়িয়া এই ফল, রাশি রাশি স্রোতে আসিয়া নদীর ত্রিমোহানী প্রভৃতিতে বোধ হয় জমিয়া। কিছুদিনে শাঁস পচিয়া যায়, তাহার পর প্রবল [illegible] জলস্রোত উত্থিত হইয়া তাহার সঙ্গে বীজ উর্দ্ধে [illegible] হইয়া পড়িয়াছে।

বাগেরহাট খ্রীষ্ট প্রভৃতি স্থানে ৮ই সেপ্টেম্বরের কিছু পূর্ব্বেই প্রবল ঘূর্ণী বাতাস হইয়াছিল কি না সহজেই জানা যাইতে পারে। আমরা বলি হরিনাভা এবিষয়ের অনুসন্ধান লউন।

রানাঘাট গ্রামবাসী লিখিয়াছেন—“রানাঘাট মিউনিসিপাল পুলিসের এক জন কনেষ্টবল একটি দশ বর্ষীয়া মুসলমান বালিকার প্রতি অত্যাচার করিয়া ধৃত হইয়াছিল। অত্যাচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী না পাওয়ায় ডেপুটি বাবু কনেষ্টবলকে খালাস দিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে [illegible] বরতরফ করা উচিত। যাহাতে [illegible] মাত্রেই সাজা পায় এবং নিরপরাধী নিষ্কৃতি পায় এরূপ আইন কবে হইবে?” উত্তর যখন আইন উঠিয়া যাইবে।

—“রানাঘাটে বারইয়ারী পূজার বড় ধূম পড়িয়াছে। চাঁদাদারেরা যদি বারইয়ারীর চাঁদা দিতে কষ্ট বোধ না করিয়া থাকেন তবে ইহাদ্বারা বুঝা যাইতে পারে যে উপস্থিত দুর্ভিক্ষের জন্য তাহাদের বড় ভয় ও কষ্ট হয় নাই।” কষ্টে আমোদ একেবারে ভুলিতে হইবে?

—“ইতিমধ্যে রানাঘাটে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিল, ইহার চলৎ শক্তি নাই। হিন্দুস্থানীরা ইহকে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রাখিয়া যায়। এব্যক্তি দুগ্ধ ও দুগ্ধমাত্র আহার করে। এ অঞ্চল বাসী হিন্দুস্থানীরা ইহাকে অত্যন্ত ভক্তি করে।”

আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে মঙ্গলকোটে তণ্ডুল দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সম্বাদ লিখিয়াছিলাম, এখন আবার শুনা যাইতেছে, যে, সেখানে মহাজনগণের অর্থলালসা হেতু সাধারণকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। বর্দ্ধমান রিলিফ সভা এবিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়।

মুর্শিদাবাদ ডাহাপাড়ারও সেই রূপ সম্বাদ শুনা যাইতেছে, পূর্ব্বে পৌষ মাসের শেষে শ্রীজগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছিলেন যে, নিকটস্থ গঞ্জে চাউল একবারে বিক্রীত হয় না, এখনও শুনা যাইতেছে, যে, লোকে টাকা দিয়া তণ্ডুল ক্রয় করিতে পাইতেছেনা, অথচ দেশে যে অন্নাভাব এমত নহে।

বাষ্পের পরিবর্ত্তে কেবল পূরিত বায়ুর বেগে কল চালান যাইতে পারে। প্যারিসে ইহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে হেতমপুরের বাবু রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বদান্যতা সম্বন্ধে দুইবার লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি আবার তিনি ১১০০০ টাকা দান করাতে লেফটেনান্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

২৪ পরগণার জজ বকোর্ট সাহেব নিয়ামত কমিসনের সভাপতি হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের জজ ম্যাকলিন সাহেব ২৪ পরগণায় [illegible] লেন। জজ বেইনব্রিজ মুর্শিদাবাদ হইতে বর্দ্ধমানে আসিবেন। ফীল্ড সাহেব মুর্শিদাবাদে যাইবেন। ফীল্ড সাহেব হুগলিতে তারকেশ্বরের মোহান্তের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। আলিপুরে ব্রাহ্মসমাজের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন। দেখা যাক মুর্শিদাবাদে গিয়া কি করেন?

হুগলির কালেক্টরির একজন কর্ম্মচারী ম্যাজিষ্ট্রেট পিল্লু সাহেবের সমীপে দরখাস্ত করিয়াছিল, যে, এ দুঃসময়ে তাহার মত অল্প বেতনের কর্ম্মচারিগণের খাইতে কুলান হয় না। অতএব গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু ঋণ বিনাসুদে প্রদত্ত হইলে তাঁহারা বিশেষ উপকৃত হইবে। পিল্লু সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে বাবুদিগের দরখাস্ত হইলে কড়া হুকুম দেওয়া যাইবে।

[illegible] নগরের সাহে[illegible]

[illegible]

[illegible] কর্ম্মীর মহারাজ প্রভৃতি [illegible] পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিল।

রাজশাহী, সুরট ও ধুবিয়া নগরে গত সপ্তাহে রিলিফ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

কলিকাতার ইংরাজগণকে আর তাঁহাদিগের খানসামা দ্বারা প্রতারিত হইতে হইবে না। হগ সাহেব ঘোষণা দিয়াছেন যে যাঁহারা মিউনিসিপাল বাজারে আপন খানসামা দিগকে দ্রব্যাদি কিনিতে পাঠান, তাঁহারা যেন খানসামাগণ বাটী ফিরিয়া আসিলেই তাহাদিগের নিকট হইতে এক খানি পত্র চাহেন। পত্র বাজারের তত্ত্বাবধারক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে এবং তাহাতে যেং দ্রব্য যেং মূল্যে কেনা হইবে তৎসমুদায় লেখা থাকিবে। এখন অনেক খানসামা অন্য বাজার হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া আপন প্রভুদিগকে গিয়া বলে যে তাহারা মিউনিসিপাল বাজার হইতে সে সমুদায় আনিয়াছে। পত্র চাহিলে খানসামাদিগের আর এরূপ করিবার উপায় থাকিবে না। ইংরাজ মহাশয় দিগকে হগ সাহেব আর এক কায করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহাদের যেং দ্রব্য আবশ্যক, সে সমুদায়ের একখানি তালিকা করিয়া সেই খানি একদিন পূর্ব্বে বাজার তত্ত্বাবধারকের নিকট পাঠাইয়া দিলে, তিনি স্বয়ং সেই তালিকা মত দ্রব্য কিনিয়া তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এই রূপ করিলেই খানসামাদিগের

ও দ্রব্য বিক্রেতাদিগের কপাল ভাঙ্গিল। যাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিতে চাহেন তাঁহারা মিউনিসিপাল সেক্রেটরির নিকট আপনাদিগের ইচ্ছাজ্ঞাপক একং খানি পত্র লিখিবেন হগ সাহেব এই রূপ আদেশ দিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণু, আদেশকেন, এইরূপে কানাকাটি করিয়াছেন।

হুগলি ভাসমান সেতু হইতে আবার দুই জন কুলি পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।

বীরভূমে সম্প্রতি ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাপতনে ৬০ জন লোক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটিতে সম্প্রতি একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় একটি কাকের বাসা প্রদর্শিত হয়। বাসাটি তাড়িত বার্ত্তার তারে নির্ম্মিত। এই রূপ বাসা আরও কয়েক বার দেখা গিয়াছিল। কাক দিগের এই রূপ তাড়িত বার্ত্তার তারের উপর বাসা নির্ম্মাণ করণে অনেক সময় সম্বাদাদি প্রেরণের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। বোলঘাটের মধ্যেং এইরূপ বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে।

গত সোম বার তারকেশ্বরের মহান্তকে হুগলির জেল হইতে আলিপুরের জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে। আলিপুরেই তাহাকে তাহার কারাবাসের অবশিষ্টাংশ যাপন করিতে হইবে।

১৪ই এপ্রিল হইতে হাইকোর্টের বিচারপতি গ্লোভার সাহেব এক বৎসরের বিদায় লইয়াছেন।

কলিকাতার [illegible] দোকানী সভার [illegible]

[illegible] পুস্তক [illegible]

[illegible] ছেন। অপর চারি জনের সহিতও তাঁহাদের মোকদ্দমা চলিতেছে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রস্তাব করিয়াছেন যে মহাত্মা ফসেটকে ধন্যবাদ প্রেরণ করণার্থ একটি প্রকাশ্য সভা করা উচিত।

পাইওনিয়র পত্রের একজন সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ডের নূতন মন্ত্রিগণ শীঘ্রই একটি রাজকীয় কমিশ্যান নিযুক্ত করিবেন। সৈন্যদিগের সমুদয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া দেখাই সভার উদ্দেশ্য। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মহাশয়ের কার্য্যকলাপের মধ্যে সৈন্য সম্বন্ধে তিনি যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাই প্রধান। সৈন্যগণ পূর্ব্বে রাজার অধীনস্থ ছিল। তিনি তাহাদিগকে সাধারণ প্রজাদিগের অধীনে আনিয়াছিলেন। নূতন মন্ত্রিগণ সেই প্রথা বোধ হয় উল্টাইয়া দিবার মনস্থ এত তাড়াতাড়ি সৈন সম্বন্ধীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন।

১২ই এপ্রেল তারিখে বাকিপুরে একটি বড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানি নৌকা বাকিপুর হইতে হাজিপুর যাইতেং জলমগ্ন হয়। কয়জন প্রাণহত্যা হইয়াছে তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। কিন্তু আরোহী অধিক হইয়াছিল বলিয়াই নৌকাখানি ডুবিয়া গিয়াছে। একজন ইংরাজ বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন।

গত সপ্তাহে হুগলি কালেজে নেটিব সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

চুঁচুড়ায় একটি বামন আসিয়াছে। তাহার বয়স প্রায় ৫০ বৎসর; কিন্তু শরীরের উচ্চতা দেড় হাতের অধিক নহে।

গত শুক্রবারে হুগলির ভাসমান সেতুর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের সময় একখানি সুবৃহৎ বাষ্প পোতের মুখ ঘুরিয়া গিয়া একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাষ্পপোতে লাগে। আঘাত প্রাপ্তে দ্বিতীয় পোতখানির বন্ধনী রজ্জু প্রভৃতি ছিঁড়িয়া গিয়া সেখানি বেগে সেতুর দিকে প্রধাবিত হয় ও তাহার ধাক্কায় সেতুর ভিত্তি স্বরূপ যে সকল নৌকা আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি জলমগ্ন হয় ও সেতুর উপরিভাগস্থ কতকগুলি তক্তা প্রভৃতি বাষ্পপোতখানির উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে ও কতকগুলি লোক সেই সঙ্গে পড়িয়া মারা যায়। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে আর একখানি বাষ্পপোত [illegible] খালের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

কোন কোন মহকুমায় একজনের অধিক মুন্সেফ নিযুক্ত থাকিলে সিনিয়র মুন্সেফ এডিশানাল মুন্সেফ বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকেন। হাইকোর্টের সরকুলার হইয়াছে যে তাঁহাদিগকে এখন হইতে দ্বিতীয় মুন্সেফ বলিতে হইবে।

জেলার জজসাহেবদিগকে ও জুডিশ্যাল কমিসনার[illegible] [illegible] সর্টিফিকেট করিয়া [illegible] তাঁহাদের [illegible]

[illegible] এক মুন্সেফের আদালতে [illegible] কার্য্য করিয়া থাকেন আগামী এপ্রিল মাসের ১লা তারিখের পর পনের দিনের মধ্যে তাঁহাদের নামাদির একখানি নির্ঘণ্ট পত্র পাঠাইবেন।

সিনিয়র ও জুনিয়র-শ্রেণীর উকীলদিগের নাম বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। এবং গবর্ণমেণ্ট প্লিডারের নাম স্বতন্ত্র করিয়া দিতে হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সেণ্ড্রিজ সাহেব তিন মাসের ছুটী লইয়াছেন।

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪। হাইকোর্ট সর্কুলার জারি করিয়াছেন, যে, থাক বস্ত নকসার সঙ্গে সর্বে মাপ না থাকিলে তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া বস্ত বিভাগ দেখাইবার নিমিত্ত ক্ষেত বাটা নকসা দাখিল হইলে তাহা যে গ্রাহ্য হইবে না এরূপ নহে। হাইকোর্ট সকল দেওয়ানি হাকিমকে সাবধান করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, সর্বে মাপের নকল যে সে করিলেই তাহা গ্রাহ্য করেন, সেটি ভাল নয়; যাহারা সর্বে মাপিতেখা জানেন কেবল তাহাদের কৃত নকল নক্সাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু সম্বাদে সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারেল বাহাদুর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। চিফজষ্টিশ এবং হাইকোর্টের জজেরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছেন, যে, জজ মিত্রের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ

একজন অতি সুপণ্ডিত, ন্যায়পর, দক্ষ, এবং স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় বিচারপতি হারাইয়াছেন।

৩১এ মার্চের পর হইতে গোয়ালন্দ ছোট আদালত আর থাকিবে না। একজন মুনসেফ নিযুক্ত হইবেন; তিনি ৫০ টাকা পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচার করিবেন, তদূর্দ্ধ দাবী রীতিমত অন্য অদালতে হইবে।

আমরা ২০এ মাঘের সাধারণীতে আমাদিগের নি- কটস্থ ভাট ব্রাহ্মণ জাতীয়া একটি বিধবার গৃহে দিনের বেলা বেচুরি হয় তাহার কথা লিখিয়াছিলাম। একদিন পরেই হিমালয় বেষ্টনের পর সেই সম্বাদটি কর্তৃপক্ষগণের কাণে উঠিয়াছে। পুলিসের জমাদার বা হেডকনেষ্টবল আসিয়া ত্যাগ করিয়া আসিতে পারেন নাই। গত কল্য কনেষ্টবল দিয়া তাহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়, সে কাহাকেও শোভে না করাতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

✓ প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়!

গত ২৬ ফাল্গুন দিবা দুই প্রহরের সময় এখানকার জমিদার রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের চাকর দুই জন পালরা হাটের প্রজা যধিষ্ঠির দাসের দোকানে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহাকে এবং তাহার সহযোগী দ্বারিকানাথ মল্লিককে প্রহার করিয়া বাক্স উঠাইয়া লইয়া যাইতেছিল, প্রহারিত ব্যক্তিগণের চীৎকারে বহু লোক সমাগত হওয়ায় দস্যুগণ পলায়ন পরায়ণ... সংবাদ পাইয়া বহু কষ্টে তাহাদিগের ... নামক আসামী রক্ষিগণকে প্রহার করিয়া পুলিশ হইতে পলায়ন করিয়া রাজা বাহাদুরের বাটীতে আশ্রয় লয়। পরে বৈকালে শ্রীরামপুরের ইনিসপেক্টর কেভেনা সাহেবের তদারকে আসামীদিগের বিরুদ্ধে পেনাল কোটের ৪৫৯ ধারায় অপরাধ সপ্রমাণ হইলেও ইনিসপেক্টর বাহাদুর ৪৫৮ ধারায় অভিযোগ সাব্যস্ত করিয়া ও যে ব্যক্তি পুলিশ হইতে পলায়ন করে তাহার বিরুদ্ধে ২২৪ ধারানুসারে অভিযোগ করিয়া জামিন লইয়া জমিদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা তথায় থাকিয়া চলিয়া যান। পর দিবস শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট জেকার সাহেবের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সুযোগ্য ইনিসপেক্টর কৌশলে আদালতকে অনতিক্রম করিয়াদি প্রভৃতির দ্বারা অবিকল ঘটনা ব্যক্ত করিয়া না লইয়া মাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইয়া দিলেন যে কেবল মাতলামি কাণ্ড। সুরায় উন্মত্ত হইয়া আসামীরা গোলযোগ করিয়াছে মাত্র মোকদ্দমা ৫ আইন অন্তর্গত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যদি ৫ আইনের মোকদ্দমা, তবে তদারক কালে পেনেল কোটের অন্তর্গত করা হইল কেন? ঘটনা স্থলে তদন্তকালে আসামীরা মাতাল থাকা প্রকাশ হইল না। তবে কি রাত্রযোগে সপ্নাদেশে পুণ্যাত্মা ইনিস্পেক্টর জানিলেন যে আসামীরা মাতাল হইয়া দোকানদারকে প্রহারপূর্ব্বক বাক্স অপহরণ করিতেছিল? সুতরাং আসামীদিগকে মাতাল সিদ্ধান্ত করিয়া ৫ আইনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করা হইল।

সম্পাদক মহাশয়! বলের সহিত অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক লাঠিদ্বারা প্রহার করিয়া ধন অপহরণ করা যে ৫ আইনের কোন্ ধারায় লিখিত অপরাধ, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অধিকন্তু এই সুবিজ্ঞ ইনিস্পেক্টরের স্মরণেই আসামীর মধ্যে মেরাজ আলি নামক ব্যক্তি চৌর্য্য ও ডিটেকটিভ পুলিসের প্রতি অত্যাচার করার অপরাধে দুইবার কারারুদ্ধ হয়। ইনিস্পেক্টর বাহাদুর সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ৫ আইনে হাত বাড়াইলেন কেন? যদি পুলিশ সতর্ক না হন তবে বকলণ্ড সাহেব বলিয়াছিলেন যে "দস্যুবৃত্তি, ডাকাইতি কিছুদিনের মধ্যে আভিধানিক শব্দ থাকিবেক মাত্র" তাহা না হইয়া পুলিশ যে মনে করিলেই পরাকে জীবন্ত ও জীবন্তকে মরা করিতে পারেন এই প্রবাদই বদ্ধমূল হইবেক।

যদি সুধীর মাজিষ্ট্রেট জেকার সাহেব স্বয়ং দয়া করে এবিষয়ের তদন্ত করেন তাহা হইলে বাস্তবিক ঘটনা প্রকাশ পাইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়, নচেৎ একে জমিদার, দ্বিতীয় আবার পুলিশ বলিহীন সহায় হইলে আমাদিগের দেশের নিরাশ্রয় প্রজাদিগের মান, প্রাণ ও ধন অরক্ষণীয় হইয়া ইংরাজ শাসনকে কলঙ্কিত করিবেক।

শেওড়াফুলি } বশম্বদ
সন ১২৮০ } শ্রী·

মহাশয়!

আমাদের এই বিষয়টি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার দেশ হিতৈষিনী সাধারণী নাম্নী সংবাদপত্রিকার এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থান দানে বাধিত করিবেন।

আমাদের এই নদীয়া জেলায় চাপড়া নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; তথায় নানা জাতীয় লোকের বাস; অধিকাংশই গোপ জাতি ও অনেকের চরিত্র অতি মন্দ। প্রায় দুই মাস অতীত হইল তত্রত্য কতকগুলি লোক জেলা মুরশিদাবাদের অধীন জলঙ্গী নামক স্থানে চিরাগত অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া একটি গৃহস্থের বাটীতে ডাকাইতি করে। আমাদের সুযোগ্য প্রজাবৎসল, দুষ্ট দমনকারী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন বাউর সাহেব, যাহার দক্ষতায় আমরা চোর, ডাকাইত ও দস্যু হইতে নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছি, তিনি উহাদের সংবাদ জানিতে পারিয়া স্থানে স্থানে অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে অবগত করণান্তর ... পুলিস ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল চট্টোপাধ্যায়কে তদ্বিষয়ক তদন্ত জন্য নিযুক্ত করেন; ইনস্পেক্টর বাবু বহু পরিশ্রমে ও আপনার বুদ্ধি কৌশলে উহাদিগকে লুণ্ঠিত সম্পত্তি সহ ধৃত করিলে তন্মধ্যে কেহ২ অপরাধ স্বীকার করে। ইনস্পেক্টর বাবু জলঙ্গী ইত্যাদি স্থানে মোদ্দকমাটি তদন্তান্তে উহাদিগকে বিচারালয়ে অর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে গত কল্য ১৮ মার্চ তারিখে সুবিচারক সেসন জজ শ্রীযুক্ত রিচার্ড সন সাহেব ১৪ জন ডাকাইতকেই ১০ বৎসর ৭ বৎসর ও ৫ বৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রম সহ কারাবাসের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য জেলা হইতেও এই প্রকার কার্য্যের সম্বাদ শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করি। আর আমরা ভরসা করি যে মুরসিদাবাদ জেলার পুলিস কর্ম্মচারিগণ প্যারী বাবুর কার্য্যটির বিষয় অবগত হয়েন। বিশেষতঃ জলঙ্গীর ইনস্পেক্টর বাবু।

রাণাঘাট } একান্ত বশম্বদ
১৯ মার্চ } দ, চ, জ,

সম্পাদক মহাশয়!

এবারকার ওকালতী পরীক্ষা প্রণালী কিরূপ হইয়াছিল বোধ হয় মহাশয়ের পাঠকবর্গেরা তাহা বিশেষরূপ অবগত হয়েন নাই, একারণ তদ্বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক বিবেচনায় মহাশয়কে কয়েকটি সমাচার প্রদান করিতেছি; অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

গত পরীক্ষায় প্রথম দিবসে পরীক্ষার্থীদিগকে শ্রী- মন্দিরে প্রবেশ করাইতে প্রায় এক ঘণ্টা কাল ... এবং সংকীর্ণ পরিমাণ বিবেচনায় ... বস্তুতঃ ... বারান্ডে টাউন ... পরীক্ষার্থিগণ ২০। ২৫ মিনিট ... পাওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে কলোহার ... কয়েকজন অতিশয় উতলা হওয়াতে মেঃ কলিন ও মেঃ গিলেট সাহেব উচ্চৈঃস্বরে "চুপ রও" ২ শব্দ উচ্চারণ করিয়া সকলকে শান্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে কয়েকজনের কদাচার দর্শনে তাহাদিগকে রীতিমত পরীক্ষা মন্দির হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন। ইহার পর তদবধি পরীক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকার পর তত্রাবধারণ পক্ষে প্রায় প্রতি দিবসেই কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হওয়ায় যথা সম্ভাবিত বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। পরীক্ষা মন্দিরে প্রত্যহ প্রবেশ কালে যাহারা বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিলক্ষণ দুর্গতি হইয়াছিল। ... চন্দ্র প্রভৃতি কয়েক প্রকার অভ্যর্থনা দ্বারা সাহেবেরা তাহাদিগের বিশেষ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। এমন কি তৎকালে তথা উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছিলাম যে কাহাকে২ ও "কেম্বেলি ফ্যাসনে" শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা দক্ষিণ পদ দ্বারা সম্ভ্রমদান করিয়াছিলেন। যে দিন বাচনিক পরীক্ষা হইয়াছিল, সে দিনও পরীক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগেরও যৎপরোনাস্তি অবমাননা হয়, তাহাদিগকে টাউন হলের দক্ষিণ দিগে বাহিরের বারান্দায় দণ্ডায়মান হইতেও ... নাই; সকলকে রাস্তায় রৌদ্র ভোগ করিতে হইয়াছিল, এবং অনেকে তদবস্থা সহ্য করিতে না পারায় সে দিন অনুমতি লইয়া তথা হইতে বিদায় হইয়াও গিয়াছিলেন। আর যাহারা বল ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ঘর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগেরই সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে বাচনিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। যাহাদিগের লজ্জা ভয় অন্তরে জাগরিত ছিল, তাহারা বিলাতি বুটাঘাতের আশঙ্কায় নিকটবর্ত্তী না হওয়াতে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে নাই; সুতরাং সে দিবস তাহাদিগের বাচনিক পরীক্ষা পরিগৃহীত হয় নাই, অপর এক দিবস ... জন্য তথা যাইতে হইয়াছিল। অধিক কি, সংক্ষেপে বলিতে হইলে অবশ্যই বলিব, যে সদ্ব্যবহারী অনেক সম্ভ্রান্ত পরীক্ষার্থিগণের প্রতি কয়েকজন তত্ত্বাবধারণ কর্ত্তারা সম্যক শিষ্টাচার ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে নিতান্ত বিমর্ষ ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন।

চুঁচুড়া নয়শোরূপেয়া নাটকাভিনয়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সাধারণী সম্পাদক, মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনকার সাধারণী পলিটিক্স বিষয়ে পরিপূর্ণ ... অন্য কোন রহস্য ইতিবৃত্ত সমালোচনা করা ভবদীয় ... চনকচূর্ণ প্রভৃতি নাটকাভিনয় পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে। সুতরাং ভরসা করি বিগত শনিবার চুঁচুড়ায় যে নয়শোরূপেয়া নাটক কয়েকজন ভদ্রসন্তান কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল, সেই অভিনেতৃগণের দোষাংশ পরিহার করতঃ কিঞ্চিৎ গুণানুবাদন করিতেছি। বিরক্ত না হইয়া আপনকার বিখ্যাত পত্রিকার পার্শ্বে স্থানদানে বাধিত করিবেন।

প্রথমতঃ গ্রিনরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, সেখানে মত্ততা উদ্দীপনের কোন সংস্রব ছিল না। এমন কি মদ্য সেবনীয় আলাকটি পর্য্যন্তও তথায় ছিল না। এটি অতি প্রশংসনীয় গুণ বলিতে হইবে। কারণ অন্যান্য নাট্যশালার গ্রিনরুমের কার্য্য ইহার ঠিক বিপরীত ও তাহা সর্ব্ব জনীন সদনে অতি দূষনীয়। সুতরাং বর্ণনীয় স্থলে তদ্বিষয়ের অনেক বৈলক্ষণ্য আবির্ভূত হয়। প্রোক্ত অভিনেতৃগণের চরিত্র যে, এত বিশুদ্ধ এ অতি আনন্দের বিষয় এবং প্রকৃত সভ্য সামাজিক সমুৎপাদক সুনীতির লক্ষণ। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে সাধু মজুমদারের বর্ণনীয় বিষয়টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সরলার অঙ্গভঙ্গিমা ও কথাবার্ত্তা অবিকল মেয়েলি ধরণের ন্যায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সরলার মাতা ও আরং নবকের দেখে শুনে মন্দ নয়। ফলতঃ যেরূপ দেখা গেল, তাহা নিন্দনীয় নহে। সম্পাদক মহাশয় যত্ন সহকারে কার্য্য করিলে অবশ্যই যে কিছু না কিছু ফলোদয় হবে তাহার সন্দেহ নাই। ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসার ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন। শুক্রমেহ, অতিরিক্ত শুক্র ব্যয় ও অপরাপর পীড়া, তারল্য ইত্যাদি নানা প্রকার অভিচারণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং অতিরিক্ত মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

উক্ত উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই ঔষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম, আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহুমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

ভবিষ্যতে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নামে যিনি পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি বহরমপুরে ঠিকানা দিবেন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ঠিকানা দিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইন্দিরা।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত ইন্দিরা নামক উপন্যাস বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ৵ আনা, বিদেশস্থ গ্রাহকগণের এক আনা অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কপট সন্ন্যাসী।

এলোকেশী হত্যার বিবরণ। মূল্য পোষ্টেজ সহ ।/০ আনা। প্রকৃত ঘটনা অবগত হইবার যাহার ইচ্ছা আছে এই পুস্তক খানি পাঠ করুন। রচয়িতা কুমকুলের অনুমান

অস্থ ক্রোশ দূর ডাঙ্গামোড়ার গ্রামবাসী। মেমারীর অধীন চকদীঘি পোষ্ট অফিস ডাঙ্গামোড়া স্কুল প্রাপ্তব্য।

শ্রী অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কেবল এক আনা ও আধ আনা মূল্যের টিকিট এবং প্রত্যেক টাকাতে এক আনা করিয়া কমিশন পাঠাইবেন।

সকল মূল্য প্রাপ্তিই আমরা সাধারণীতে স্বীকার করিব। মূল্য প্রাপ্তির পর সপ্তাহে না পারি তৎপর সপ্তাহে অবশ্য স্বীকার করিব। কাহাকেও স্বতন্ত্র রসীদ দেওয়া যাইবে না। যদি কোন গ্রাহক মূল্য প্রেরণের দুই সপ্তাহ মধ্যে সাধারণীতে সেই মূল্য প্রাপ্তির স্বীকার না দেখিতে পান, অনুগ্রহ করিয়া সম্পাদককে পত্র লিখিলেই ভ্রম সংশোধিত হইবে।

সাধারণী লইয়া যত দিন পরে তাহার মূল্য প্রেরিত হইবে, তাহার প্রত্যেক মাসের ৵০ আনা হিসাবে কাটিয়া লওয়া যাইবে।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

বাবু ... কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, নং ... তারাম সোয়ের ষ্ট্রীট, মৃজাপুর, কলিকাতা।

বাবু ... চন্দ্রলাল বসু

মূল্য ...

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ...	৫
„ জ্ঞানদায়িনী সভা নগাড়া ...	১॥০
শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় চুঁচুড়া ...	২
„ ক্ষেত্রনাথ ঘোষ শ্যামপুর রায়েরপাড়া ...	২
„ দিগম্বর অধিকারী রাণাঘাট ...	৫
„ যদুনাথ দাস পুরী ...	৫

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক ...	৫
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ...	৩
অগ্রিম ত্রৈমাসিক ...	১৸০
মাসিক ...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ...	৶০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।
চুঁচুড়া কদমতলা ১২৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য অল্প নিয়ম করা যাইবে।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১২৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক রবিবারে প্রকাশিত হয়।

৫৬৭

REGISTERED No. 138.

সাধারণী। ৯০

১ ভাগ } চুঁচুড়া—১৭ই চৈত্র রবিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ২৯শে মার্চ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। { ২৩ সংখ্যা

A LECTURE AT THE BETHUNE SOCIETY BY THE EDITOR OF THE BENGAL MAGAZINE.

We noticed in our last the tirades of the Observer against the poor lads from the villages who early in December flock in numbers strong to the College Halls selected for the Examinations. But in these days such invectives are not rare; they are the order of the day. From the briefless barrister who makes flourish in the columns of the London Times to the humble penny-a-liner, who makes desperate attempts at witti... from the big ... sends back Calcutta M A's to ... English and still worse caligraphy to his humble imitator in the lower ranks of Calcutta Keranidom;—we hear the same tale. It is the fashion of the day even among our country-men to shew high English culture and superior education, by gravely asserting that our graduates do not write good English.

The Editor of the Bengal Magazine, whom the Friend of India, the other day only, together with a puff for good English administered a sharp wigging for execrable English too—this Editor of the Bengal Magazine also has joined the tuneful choir of the denouncers of University men. The Reverend gentleman falls foul of the graduates, of their Professions, and of the sort of knowledge those receive and the mode of teaching they pursue.

Irrespective of its discursive merits, the Lecture is highly edifying and instructive. In it the personnel of the Lecturer is fully brought out; and as a knowledge of the writer's or the Lecturer's antecedents and present position is always a great help to a fair criticism of his opinions on any special subject, we shall in the first place give a few gleanings from the Lecture itself for the enlightenment of our benighted readers.

The Lecturer then, has been engaged in the work of education for the last thirty years and during a great portion of those years he enjoyed the inestimable benefit of the instructions and directions of the Rev. Dr Duff, That in matters educational he has experience 'wider', 'longer' and 'larger', if not bigger, broader and greater, "than that of either the learned principal of the Kishnagur College or the able editor of the Friend of India," ... not only every book and pamp... English by Bengalis but almos... in the Newspapers conducted ... penned the celebrated announcement of his arrival by a Law Lecturer of a certain Muffossil College to his Principal, embellished with the now notorious "have arrived yester-day"

Then come we to the graver and gayer confessions of the Lecturer. He likes, we learn, esculent roots 'like' potatoes and beet in a salad. Then again he is very singularly and perhaps in perfect forgetfulness of his mission and missionary life, partial to some notes, like Bank Notes, Currency Notes &c &c. The saddest confession however, and one which is of great assistance to us is, that, last year he had to take the English Literature of a class in one of the Muffossil Colleges. Such then is our Lecturer, who at the outset is rather a little diffident on account of his colour and also of being placed in 'no grade' of the Education Department. But the informations he gathers and brings to bear upon the question of education, are all-compensating. In the midst of the Lecture, while full of enthusiastic denunciations against the Professors of English Literature in the Colleges of Bengal, the Lecturer suddenly breaks in, and at once takes to task Justice Phear, the President of the Bethune Society with an indignant query—"Sir what is a Professor?" The Lecturer perceives the difficulty he has created—pauses—apologises to the President for what he very justly calls his imper-

tinence—when his ready wit and vast erdition come to his help and straight he replies—"Webster defines a Professor to be 'one who Professes or publicly teaches any Science or branch of learning"—From this definition, the Lecturer gets his corollary—'A Professor, then, is one who makes one particular subject his speciality,' and by way of illustration he puts, that, "A Professor of Mathematics is one who teaches Mathematics, because he has made Mathematics his specialty, and so a Professor of Chemistry, of Botany, of Mental Philosophy." Further we learn from the Lecture that one Compte was the Founder of the Positive Philosophy, and that what Pestalozzi did in Prussia, Fellenburg did in Switzerland and Dr. Duff in India. Similar information on other points decorates the last twenty four pages of the March number of the Bengal Magazine, and must have astounded with their novelty the audience at the Bethune Society on the evening of the blessed Seventeenth of March. But for our space we should have quoted more largely from the Magazine. We regret we cannot.

...ver with the conclusions that we ...learned. After highly eulogising ...L. Richardson, W. R. Mackenzie, ... and others who might have ...

very gravely puts fourth, that, "at the present day we have not men of this stamp in the Colleges of Bengal." It is needless to fight against such gratuitous assumptions. We know, that men who count thirty years service and even less, as a rule worship D. L. R. and his suite. He is their idol. Do to homage him, or, to them, if you like, but we will not allow you to sacrifice at their alters, men of the present age. The Lobbs, Crofts, Tawneys of the Department and others who may be named, cannot be so easily thrown to the winds. Nor can their pupils—the much abused Calcutta Graduates. Comparison is odious to the philosopher, but odorous to Mrs Mal-a-propos. We will not, however, commit ourselves to the indecorous method of personal comparisons. It may not be, however, unpolite or impertinent to say, that, the Calcutta Alma Mater bore in her womb that gentleman who so prominently figures in the present and back numbers of the Bengal Magazine with a Greek alias. That Mr Lobb, who is quoted as an authority against the Graduates, is a contributor to a Positivist organ in Bengal conducted by another distinguished Graduate of the Calcutta University; and for him Mr. Lobb himself has the highest regard. That a third Graduate measured sword with the same Mr Lobb in the pages of the Mookerjee's Magazine and the public know with what result. That Lectures read at the Presidency College Theatre by Graduates were redelivered before the august Bethune Society at their special request.

Examples we could multiply, but as the avowed connection of the Sadharani with certain University men, may make it seem as the blowing of our own clas-trumpet, we forbear.

Our reticence has been taken as an indication of our concurrence in the false and base proposition, that, our University men can not write English. Hence this protest, feeble as it is.

দোনো খাঙ্গে মেরি বাবা।

১

কথিত আছে যে, একদা সায়ংকালে এক-জন গৃহস্বামীর পরিচারক তাঁহাকে যুক্তকরে বলিয়াছিল, যে 'প্রভো অন্তঃপুরে কর্ত্রীঠাকুরাণীরা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, যে মাংস সূপ পূপাদি প্রস্তুত হইতেছে, এবং সুক্ষ... চিপীটিক ... মহাশয়, রজনীতে সূপ পূপাদি গ্রহণ করিবেন, অথবা দুগ্ধ চিপীটিক সেবা করিবেন? গৃহস্বামী এই প্রশ্নে বিষম বিপদে পতিত হইলেন, অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, উদর অনাবৃত করিয়া একবিংশতিবার তদুপরি হস্তমার্জ্জনা করিলেন, কিছুতেই কূটের সমাধা করিতে পারিলেন না। পরশেষে বলিলেন "দোন খাঙ্গে মেরি বাবা।" এরূপ শুনিয়াছি যে এই গৃহস্বামী সুবুদ্ধি, সুচতুর, এবং সুরসিক ছিলেন।

সকলকেই এক এক সময়ে এইরূপ বিপদে পড়িতে হয় এবং এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়। চিন্তাশক্তিরহিত অলস লোকে যাবজ্জীবন এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপ করিয়া থাকে। এই প্রণালীই তাহাদের পক্ষে পরিত্রাণের প্রধান পথ। কিন্তু এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলেই যে, সকল সময় বুদ্ধিমত্তার বা সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করা হয়, এমত নহে। পূর্ব্বোক্ত গৃহস্বামী আহারের ব্যবস্থায় সোগবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি বুদ্ধিমান্ বটে, কেননা আহারে "অধিকন্তু ন দোষায়" বচনের সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে; কিন্তু 'এখন পেণ্টেলুন পরিবেন বা ধূপছায়ার ধুতি পরিবেন' এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে "ইজেরের সঙ্গে ধূপছায়ার ধুতি পরিব" যদি কেহ এইরূপ উত্তর প্রদান করে, তাহা হইলে তিনি সুরসিক হইলে হইতে পারেন; কেননা নাটকের জলধর, মাধব্য সুরসিক বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি না।

অথচ এই বঙ্গ সমাজে যাঁহারা, শিরস্থ কেশে স্বতঃপ্রদত্ত শুক্লিমার বলে মুরুব্বি বলিয়া পরিচিত হইয়া, সর্ব্বদা সকল কার্য্যে উপদেশ প্রদান করিতে অগ্রসর হয়েন, তাঁহারা প্রায়ই এই পন্থাবলম্বী। ইহারা মধ্য পথ প্রয়াসী; এবং ইঁহারাই দুই সীমার সংযোগকে মধ্য পথ বলিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মতে ধূসরবর্ণ, কৃষ্ণ বা শুক্ল অপেক্ষা ... সর্ব্ব সত্যন্ত গর্হিত ... পণ্ডিতং, ঘন নি বিরলানিচ, নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ, প্রভৃতি বচন ইঁহাদিগের গায়ত্রী। এপথে বিচরণকারীদিগের একটি সুবিধা এই, যে, ইঁহাদিগের কখনই পথ ভ্রান্তি হয় না; কেননা এই পথ ভ্রমণকারিগণের কোন উদ্দেশ্য নাই। যে যাবজ্জীবন প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিবে এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নির্গত হইয়াছে, তাহার আর কোন কালে পথভ্রম হইবার ভয় নাই। সেইজন্য এইসকল মুরুব্বিগণের কখনই পথ ভ্রম হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ অসার লক্ষ্যহীন ব্যক্তিবর্গই সকল সমাজে মধ্যে মধ্যে বিশেষ গৌরবান্বিত হয়েন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এক সময়ে এরূপ হয় যে সমাজের সকল লোকই উৎসাহপূর্ণ, কার্য্যাকাঙ্ক্ষী, পরিবর্ত্তনাভিলাষী, গতিশীল এবং উন্নতিপ্রিয়। তখনই সেই সমাজ স্পার্টা বা রোমক নাম গ্রহণ করে। অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, নেপোলিয়ন বা ওয়াশিংটনের জন্ম-দান করে, এবং আপনা আপনি বেগ সঞ্চার করিয়া একদিকে ধাবিত হয়।

আবার এরূপ সময়ে সময়ে হইয়া থাকে যে সমাজের অধিকাংশ লোকই নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, নির্বীর্য্য, স্থিতিপ্রিয়, বিলাসাকাঙ্ক্ষী এবং অলস হইয়া উঠে। তখন সেই সমাজ স্বীয় সিংহাসনে পৃথ্বীরাজ বা লাক্ষণের সেনকে অধিষ্ঠিত করিয়া রাখে; পিট্ বা গ্রেন্ভিল্, হলায়ুধ বা মাকিয়াবেলি সেই সমাজে তখন পরামর্শ প্রদান করিতে থাকে, এবং এইরূপে ক্রমে সেই সমাজ দৈত্যরাজ বলির করতলগত হইবার উপযুক্ত হইয়া উঠে।

আবার এমনও সময়ে সময়ে হয়, যে কোন সমাজের কতিপয় লোকমাত্র উদ্যমপূর্ণ, অধিকাংশ একেবারে নিরুৎসাহ এবং কতকগুলি মধ্যপথানুসন্ধায়ী মুরুব্বি। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের এইরূপ অবস্থা। স্থিরেস্ম পক্ষ সাহেবেরা বলিলেন "নূতন ফৌজদারী আইন শীঘ্র ... জারি হইবে," দেশের অনেক লোকে বলিয়া উঠিল "সাত দোহাই সরকার বাহাদুরের, এ সর্ব্বনেশে আইন কখন যেন দেশে চালান না হয় তাহা হইলে অনুপায় ভারতবর্ষীয়েরা মারা পড়িবে;" মুরুব্বি নর্থব্রুক আনিয়া মধ্যস্থ করিয়া দিলেন, ভাল তিন মাস স্থগিত থাকুক তাহার পরে চালান যাইবে।

দেশীয় কতকগুলি যুবক বলিতেছেন, আমাদের দেশে সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন স্পৃহণীয় হইয়া উঠিয়াছে, ভূমি সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের পর্য্যন্ত আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। জমীদার মহাজনেরা বলিতেছেন, যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য, বড় গোলমাল করিতে গেলে পূর্ব্বধনের পর্য্যন্ত বিনাশ হইবার সম্ভাবনা, যাহা আছে তাহাই থাকুক ইহাতে সুফল ফলিতে পারে।

তাহাতে মুরুব্বি সম্বাদপত্র সকল বলিতেছেন, 'দোন খাঙ্গে মেরি বাবা।' কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু চির-

স্থায়ী বন্দোবস্তে হস্তার্পণ করিতে দেওয়া কখ-নই উচিত নহে। তবে পত্তনী, দরপত্তনী, সেপত্তনী প্রভৃতি দ্বারা সামান্য প্রজার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, যাহাতে এরূপ পেটাও সম্পত্তির সংখ্যা আর না বৃদ্ধি পায় এরূপ নিয়ম স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ উপদেশ বঙ্গীয় সম্বাদপত্রের সার, কেননা বঙ্গীয় সম্বাদ-পত্র সকলই প্রায় মুরুব্বি।

সামান্য প্রাত্যহিক কার্য্যেও এইরূপ মু-রুব্বিরা জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। তোমার কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীতের সকালে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাতঃস্নান করিয়া দুটো ভাতে পোড়া ভাত, পোড়া পেটে বো-ঝাই করিয়া, চাপকানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে ষ্টেশনাভিমুখে দ্রুতপদে যাইতেছ; একস্থানে, পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীরই লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যুবক বলিল, "আ-টটা বাজিয়াছে মাত্র গাড়ী পাবেন এখন।" ইনি যুবক সুতরাং উৎসাহপূর্ণ এবং কখনই কোন লোককে হঠাৎ নিরুত্সাহ করেন না। বৃদ্ধ মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বলিলেন, "গাড়ী চলিয়া গিয়াছে, কখনই পাবেন না।" ইনি বৃদ্ধ নিজেও কোন কার্য্যে উৎসাহ নাই সুতরাং সকলকেই ভগ্নোদ্যম করিয়া থাকেন। এই বিষয় লইয়া বৃদ্ধ যুবকে তর্ক বিতর্ক হয়, বঙ্গীয় মুরুব্বি আসিয়া মীমাংসা করিয়া দিলেন, যে, "বাবু যদি একটু বেগে যান, তাহা হইলে গাড়ী পাইবেন, যদি আস্তে যান তাহা হইলে, পাইবেন না।" দুই দিকই বজায় রহিল। মুরুব্বিগণ, সম্বাদপত্রেই কি, আর সমাজেই কি এইরূপ যোগবাদ অবলম্বন করিয়া প্র-শংসাভাজন হইয়া থাকেন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

বায়রণ তাঁহার কোন কবিতাতে বলিয়া-ছেন যে "তিনটি মাত্র গুলি, তাহা হইলেই সামরিক রাজাদিগের পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ ফুরাইল" কবি মুখ নিঃসৃত বাক্য কি অপূর্ব্ব ভাব ব্যঞ্জক! বায়রণের ঐ কয়েকটি কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, মনে যে সকল ভাব উদ্দীপ্ত হয়, তাহা ক্ষুদ্র মনুষ্য হৃদয় কি, বোধ হয় অনন্ত সাগরও ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। রাজা! কি ভয়ানক শব্দ! রাজা বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সসাগরা পৃথিবী নিস্তব্ধ হইল। তাঁহার প্রতিঅঙ্গ সঞ্চালনে সংহারের করাল প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মানবদিগের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; কেননা সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা তাঁহার অনু-সারী হয়। অনুসারী হইয়া কি হইবে? ক্ষুদ্র পতঙ্গবৎ কামান মুখ নিঃসৃত বৈদ্যুতাগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হইবে। এই তাহাদের ইচ্ছা।

আবার যদি ভাগ্যক্রমে সেই রাজা কোন যুদ্ধ জয়লাভ করিতে পারিলেন তাহা হইলে আরও আকুণ্ড কুণ্ড বাঁধিয়া গেল। তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ, সর্ব্বপ্রধান রাজা, সম্রাট্ প্রভৃতি পদবাচ্য হইলেন। তিনি জয় চিহ্ন স্বরূপ শিরোদেশে পরিমলপূর্ণ পুষ্পমালা পরিধান করিয়া [illegible] ত্যাবর্ত্তন করিলেন। [illegible] মালার সৌরভ দিগন্ত [illegible] ছুটিল। তিনি বিদ্যুদালোক ছড়াইতে২ চলিলেন এবং সৈন্যগণ সেই নয়ন ঝলসকারী কম্পিত আলোকপুঞ্জের মধ্য দিয়া দেখিল যেন সুদূরে সিজারের ন্যায় কোন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কি চমৎকার দৃশ্য কি অমানুষ শক্তি! কিন্তু একটি ক্ষুদ্র আয়োগোলক ইতি-মধ্যে তাড়িতবেগে আসিয়া তক্ষকের ন্যায় রাজ অঙ্গ দংশন করিল। রাজা ভূতলশায়ী হই-লেন। কোথায়? সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য কোথায়? সেই দৈবপরাক্রম? সকলই ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের ন্যায় ফুরাইয়া গিয়াছে। সৈন্য-গণের হৃদয়ে যে প্রবলবাত্যাহত সাগরের তরঙ্গ খেলিতেছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। প্রাণ-মণ্ডলী পুনরায় আপন২ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। সেই রাবণ প্রতাপ নরপতির নাম পর্য্যন্ত হয়ত ভূমণ্ডল হইতে লোপ হইয়া গিয়াছে। যদি সেই মানবরূপী বাত্যা ভারতবর্ষে আলে-কজান্দারের ন্যায় স্কাণ্ডিনেবিয়ার সার্লেমেনের ন্যায়, অথবা বোনাপার্টের ন্যায় কোন কার্য্য

করিয়া থাকেন, তবে সেই কার্য্যই কিছু দিন ধরাধামে বিরাজ করিতে থাকে। কিন্তু কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি পৃথিবীর অপরিজ্ঞাত স্থান হইতে একটিমাত্র বাক্যস্ফূর্ত্তি করুন দেখি, সেই বাক্যটি অনন্তকাল মানবগণের সমাজগগনে সুধাংশুর ন্যায় উদিত থাকিয়া অমৃতময় কর-নিক্ষেপে মানবহৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দরসে পরিপ্লুত করিবে। ঐ যে এক বনবাসী, ফলমূল ভোজী ব্যক্তিকে দেখিতেছ। সাবধান, উঁহার যেন কোন অবমাননা না হয়, উনি রামায়ণ লেখক বাল্মীকি। ঐ যে আর একজনকে দেখি-তেছ, দুই চক্ষু অন্ধ, দ্বারে২ ভিক্ষার্থে গান করিয়া বেড়াইতেছেন, দূর হইতে উঁহাকে প্রণাম কর; উনি ইলিয়াড নামক গ্রন্থ প্রণেতা হোমর। আর ঐ যে তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখি-তেছ, প্রশস্ত ললাট আবন নদী তীরে বিচরণ করিতেছেন ও অলৌকিক স্বপ্ন দেখিতেছেন, যাঁহার হৃদয় সমুদ্রে সমস্ত জগৎ প্রতিভাসিত হইতেছে, উঁহার একবার জয়ধ্বনি কর; উনি সেক্ষপিয়র। আর একবার পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখ একজন ব্রাহ্মণ ইংলণ্ডের কবি সেক্ষ-পিয়রের বীণার সহিত আপন বীণার সুর বাঁধিয়া কি অজস্র সুধা বর্ষণ করিতেছেন। উঁহাকে চেন? উনি ভারতগৌরব কালিদাস। সেক্ষপিয়রের জয়ধ্বনির সঙ্গে২ উঁহারও এক-বার জয়ধ্বনি কর।

চুল্লী না নির্ব্বাণ হয়।

অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্। সৃষ্টির প্রাক্কালে বিশ্বসংসার গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি দিকে দিগ্দাহ হইতে লাগিল। ক্ষিত্যপ্ মরুৎব্যোম ক্রমে তেজে পরিণত হইতে লা-গিল। এক ভূতে চারি ভূতকে গ্রাস করিতে লাগিল। পৃথিবীতে তরুলতা গুল্ম, শৈল, শেখর, সমস্তই শিখা ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; জলে শৈবাল সরজ সকলই জ্বলিতে লাগিল; সাগরে বাড়বানল বিক্রম বিস্তার করিতে লাগিল। পবনদেব অগ্নি-বাহন হইয়া দিগ্দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; আকাশমণ্ডল ধূমসঙ্কুল পরিব্যাপ্ত হইল। সৃষ্টি দগ্ধ হয়! ব্রহ্মা ভীত হইলেন, অগ্নিদেবকে আহ্বান করাইলেন, বলিলেন 'এ কি প্রকার কাণ্ড?' বৈশ্বানর উত্তর করিলেন, 'আমি সর্ব্ব-ভুক্!' ব্রহ্মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বলি-লেন 'ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ' 'আপনাকে সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে!' অগ্নি উত্তর করিলেন "যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আমি তেজঃ সম্বরণ করিতে পারি; অদ্যাবধি আর কেহ আ-মাকে আহ্বান না করিলে আমি প্রজ্বলিত হইব না, এবং যখন যেখানে তেজের অভাব হইবে তখনই সেখান হইতে অন্তর্হিত হইব।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'সেইরূপই হইবে' অগ্নি বলি-লেন, 'আমি তেজঃ সম্বরণ করিলাম!'

ইহার কত কাল পরে ত্রেতাযুগে শ্রীরাম চন্দ্র দশাননের নিপাত সাধন করিয়াছিলেন। রাবণরাজ শ্রীরামকে রাজনীতির উপদেশ প্র-দান করিয়া সাগর তটে, একবার বিংশতি লো-চনে চিরশত্রু দশরথাত্মজকে নিরীক্ষণ করিয়া, সেই বিংশতি [illegible] মুদিত করিলেন। সেই বিংশতিলোচন সেই নিমীলিত হইল আর খুলিল না। শোকার্ত্ত বিভীষণ সংকারের অনু-ষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা চারি দিক্ হইতে রাশি রাশি চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃতকুম্ভ, গুগ্গুল, শাল নির্য্যাস আয়ন করিতে লাগিল রাবণরাজার সৎকার হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র মৈথিলীকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন মন্দভাগিনী মন্দোদরী সে কথা শুনিলেন। হৃদয়াগ্নি হৃদয়ে কথঞ্চিৎ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রণাম করিতে অশোক বনে গমন করিলেন। প্রণতা হইলেন। মন্দোদরী এদিনে উঁহাকে সম্ভাষণ করিতে আসিবেন, জানকী তাহ মনেও ধারণা করিতে পারেন নাই। কোন সধবা রাক্ষসপত্নী বোধে সরল মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। "চিরায়ুষ্মতী ধারণ কর।" মন্দোদরী প্রণামলালেই বস্ত্রা-ঞ্চল, নয়নাঞ্চলে সংলগ্ন করিয়াছিলেন, সেই কঠোর আশীর্ব্বাদে আর থাকিতে পারিলেন না, রোদন করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "মাতঃ এ কিরূপ বিড়ম্বনা?" তখন জানকী সরল জা-

নিতে পারিলেন, লজ্জিতা সঙ্কুচিতা হইলেন, উভয়ে একত্রে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা রোদন সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "মন্দোদরি, সতীবাক্য লঙ্ঘন হইবার নহে, লঙ্কেশ্বরের চিতা চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিবে।" রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিতেছে। বিভীষণানুচরেরা প্রত্যহ চন্দনাদি ইন্ধন প্রদান করিয়া থাকে, চিতা জ্বলিতেছে। সর্ব্বভুক্ অনল ভক্ষ্য না পাইলে নির্ব্বাণ হইবেন, সুতরাং প্রত্যহ কাষ্ঠাদি প্রদান করিতে হয়।

ইহার বহুকাল পরে, লঙ্কাদ্বীপ উদ্ভিদ্‌শূন্য হইয়া উঠিল, বৃক্ষ কাষ্ঠাদির চিহ্ন লঙ্কাদ্বীপে নাই। রাক্ষসেরা দাক্ষিণাত্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চিতায় নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ক্রমে ভারতবর্ষ ইন্ধনশূন্য হইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। সমূহ বিপদ্ উপস্থিত; উদ্ভিদ্ সৃষ্টির লোপ হয়। বৃহৎ বৃহৎ বিটপী সকল সমবেত হইয়া ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বট বিটপী শিরে জটাভার ধারণ করিয়া, পদ্মাসনে নদীতীরে যোগাভ্যাস করিতে লাগিল; বিশাল শালবৃ[illegible] শিখরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। শাল্মলী, অশোক, কিংশুক, মন্দার, পলাশ, কাঞ্চন, রক্তবসনে যোগাভ্যাস করিতে লাগিল। কেহ জটাশ্মশ্রুমুণ্ডন করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল; কেহ পঞ্চতপা করিল, কেহ উদয়াস্ত করিল; কেহ কুম্ভক করিল। ভাবুক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অরে তাড্যকরে ভেগবাসনা, করিসরে কেন যোগ সাধনা? তরুরাজি উত্তর করিল না, মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিল, ভাবুক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন!—

বলরে তরু প্রাতে হলে, কেন ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে? বৃক্ষগণ উত্তর করিল না, ক্রোধ করিয়া, তাহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিতেন বোধ করিল।

কতক্ষণ পরে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বর প্রার্থনা কর।' তরুরাজি প্রণাম করিয়া বলিল, 'দেব এরূপ, উপায় করিয়া দিউন, যাহাতে বিভীষণানুচরেরা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে লুপ্ত না করিতে পারে।' ব্রহ্মা বলিলেন 'তথাস্তু।' পরে ধ্যান বলে সমস্তই অবগত হইলেন; অবগত হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। দেখিলেন রাবণের চিতা চিরপ্রজ্বলিত রাখিতে হইবে, তজ্জন্য অনলকে নিয়মিত ভক্ষ্য প্রদান করা আবশ্যক, তাহা প্রদান করিতে হইলে, ক্রমে উদ্ভিদ্‌বর্গের লোপ হয়; কিন্তু উদ্ভিদ্ সৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। প্রধান কথা চুল্লী না নির্ব্বাণ হয়। প্রজাপতি স্বীয় অসাধারণ প্রভাবলে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। চুল্লীর অনলরক্ষার্থ প্রত্যহ যে পরিমাণে ইন্ধনের প্রয়োজন, সিংহলের উদ্ভিদ্‌বর্গে এমনি শক্তি নিবেশিত করিলেন, যে তাহারা প্রত্যহ সেই পরিমাণে ইন্ধন প্রদান করিয়াও শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকিবে। তদবধি সিংহলদ্বীপে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজি উৎপন্ন হইয়া থাকে, শীঘ্র প্রবর্দ্ধিত হয় এবং বহুকাল জীবিত থাকে। রাবণচুল্লী অপ্রতিহতপ্রভাবে জ্বলিতেছে।

ইংরেজেরাও, অনলের ন্যায় সর্ব্বভুক্। যেদিন দ্বিতীয় হেন্‌রি, আয়র্লণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিলেন, [illegible] হইতে ইঁহারা দি[illegible] গ্রাসে প্রবৃত্ত। সেইদিন হইতে উত্তরে স্কটলণ্ড পশ্চিমে আমেরিকায়, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকায়, পূর্ব্বে ভারতে, চারি দিকে দিগ্দাহ হইতে লাগিল। যেমন অনলে ক্ষিত্যপ্ মরুদ্ব্যোম চারিভূত গ্রাস করিয়াছিল তেমনি রেড ইণ্ডিয়ান, কাফ্রি, মওরি, মালায় প্রভৃতি বহু ভূতকে এক ইংরেজ ভূতে গ্রাস করিতে লাগিল। এই মূর্ত্তিমান অনলদেব, তরুলতা গুল্মাদির পরিবর্ত্তে, রাষ্ট্র রাজ্য, বংশ, সৈন্য, ধর্ম্ম, ভাষা, সকলই খাইতে লাগিলেন। এখন পবনের পরিবর্ত্তে বরুণ ইহাদিগের বাহন হইয়া দিগ্দেশে ইহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন; স্থল জল ইহাদের কামানের ধূঁয়ায় পরিব্যাপ্ত হইল। পৃথিবীর দুর্দ্দশা দেখিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু, আমেরিকাভূমে ওয়াসিংটনরূপে অবতীর্ণ হইয়া, আমেরিকাভূমিতে অনল নির্ব্বাণ করিলেন, এবং ভারতবর্ষে লোকনিন্দারূপ রুদ্রাবতার আসিয়া অনিলকে আদেশ করিলেন যে সৃষ্টি নাশ করিওনা যখন যেখানে ভক্ষ্যের

অভাব হইবে তখনই সেইখান হইতে অন্তর্হিত হইবে।

পরে ১৮৫৮ সালের ত্রেতায় বিদ্রোহরূপ সহস্র মুণ্ড রাবণের নিপাত হইলে, বিদ্রোহ কুলঘ্নী ভারতমাতা মহারাজ্ঞীর পদে প্রণাম করিল। বৃটনেশ্বরী ভ্রমক্রমে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি স্বতন্ত্র শাসিত হইবে।" ভারত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মা এ কিরূপ বিড়ম্বনা?" রাজ্ঞী বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "সতীবাক্য অলঙ্ঘনীয়, বিলাতে একটি ইণ্ডিয়া আফিশ থাকিবে, তদ্দ্বারা ভারত সুশাসিত হইবে" এইরূপ হইতে লাগিল। প্রত্যহ জলাঞ্জলি নিরীক্ষণ করিয়া মন্দোদরীর যেরূপ আয়তি রক্ষা এবং সুখানুভব হইত, ইণ্ডিয়া আফিসে ভারতের সেইরূপ সুশাসন হইতে লাগিল।

যাহা হউক এই রাবণের চিতা জ্বলিতে লাগিল। সর্ব্বভুক্ ভারতসম্পর্কীয় ইংরাজ ভক্ষ্য না পাইলে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তাহাতেই প্রত্যহ বিলাতীয় ব্যয় বা হোমচার্জস রূপ ইন্ধন আমাদিগকে যোগাইতে হয়।

এই ইন্ধন ক্ষয়ে ক্রমে ভারতের উদ্ভিদ্ কলাপ ক্ষীণ হইতেছে। রাজ্ঞীর বরে যে চিতা জ্বালিত হইয়াছে, তাহা চিরদিন সমভাবে জ্বালিত রাখিতে হইবে। চুল্লী নির্ব্বাণ না হয়। অথচ সর্ব্বভুক্ বৈশ্রবণের গৌরব রক্ষা করা চাই। তাহাতে ভারতীয় শাল তাল তমাল নিয়ত তপস্যা করিতেছে। জমীদাররূপী শালবৃক্ষগণ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক ঘোর অরণ্যে বসিয়া বড় বড় চিঠি লিখিয়া তপস্যা করিতেছেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মরূপী তালবৃক্ষগণ, লেক্‌চরে লেকচরে যীশুস্তুতি করিয়া যোগসাধনা করিতেছেন। কোথাও তমালের দল, আপন গৃহে কুঞ্জ সাজাইয়া পূজাপার্ব্বণে, বিলাতী রাধাকৃষ্ণ সংস্থাপিত করিয়া নর্ত্তকী কোকিল ডাকাইতেছে। কোথাও উমেদার রূপী কদলীবৃক্ষ সকল, বিদ্যারূপ কলার কাঁদী লইয়া ইংরেজপদে প্রণত হইতেছেন; কোথাও মুসলমানেরা বেল সাজিয়া ইংরেজের চরণে নেড়া মাথা বাড়াইয়া দিতেছেন। তেতুলের দল, ইংরেজি বাঙ্গালায় সম্বাদপত্রে লিখিয়া, অম্লরসে ইষ্টদেবের তুষ্টিসাধন করিতেছেন; এবং অধিকাংশ বাজে কাঠ কেবল পুড়িলাম পুড়িলাম করিয়া চীৎকার করিতেছে। ব্রহ্মা যে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, বৃটনীয় সিংহরাজ সেই বিপদে পতিত হইয়াছেন। এখন এরূপ কিছু বর পাওয়া যায়, যে, দেশীয় বৃক্ষবর্গ এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইবে, যে অনায়াসে বিলাতস্থ চিতার ইন্ধনের সঙ্কুলান করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিবে এবং শাখা ফল পুষ্প বিস্তার করিবে, এইরূপ বর পাইলেই সর্ব্বরক্ষা; নহিলে আমাদের ঘোর বিপদ; তরুরাজি দিন দিন ক্ষীণ হইবে!

পত্নী ভক্তি ও পত্নী ভয়।

আমরা সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া থাকি, যে প্রাচীন ধর্ম্ম সকল লোপ পাইল। শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, গুরুপূজা প্রভৃতি সকল লোপ পাইয়াছে; তবে আধুনিক যুবকেরা যে কোন পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন, এ কথা আমরা ন[illegible] পারি না। [illegible] না করুন তাঁহারা প্রতিদিন গৃহিণীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার সংস্রবে বঙ্গসমাজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আমরা ভরসা করিতেছি সেই সংস্রবের ফলে বঙ্গদেশ দিনদিন অধিকতর সভ্য হইতেছে; এবং সেই অভিনব সভ্যতার নানাবিধ লক্ষণ পরিস্ফুট হইতেছে। আমরা যদি বলি, যে এই অভিনব সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ পত্নীভয়, তবে কেহই এ কথাকে ব্যঙ্গোক্তি বা অত্যুক্তি মনে করিবেন না। বস্তুতঃ আমরা ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই। আমরা নিন্দা করিবার জন্যও এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না। ইহার দোষ গুণ বিচারেই আমরা প্রবৃত্ত। ইহা আমাদের দেশে নিতান্ত নূতন না হউক এক্ষণে যেরূপ প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা কোন কালে ছিল না। বস্তুতঃ পত্নীভক্তি শুনিতে হাস্যজনক বটে কিন্তু অপরিমিত এবং অবিবেক না হইলে, মন্দ সামগ্রী নহে। ইহা সমাজ সংস্কারের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। মধ্যকালিক ইউরোপে "শিবল্‌রি" ঘটিত স্ত্রী পূজাই ইউরোপীয় নীতিসংস্কারের একটি গুরুতর কারণ। পত্নীর প্রতি প্রণয় এবং ভক্তি, ইন্দ্রিয় ঘটিত সামাজিক দোষের এক মাত্র উপায় বলিলেই হয়। এবং যে বয়সে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের অধিকার লুপ্ত হয়, সে বয়সে পুরুষের দুর্নীতি শাসনের কর্ত্তা পত্নী ভিন্ন আর কেহ নাই। সুতরাং পত্নীভক্তি ভাল। কিন্তু পত্নীভক্তি আধুনিক বঙ্গ

সমাজের মঙ্গল বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি নাই; পত্নী তন্ত্রই এ সমাজের দূষণ। পত্নী ভক্তি ভাল; পত্নীতন্ত্র তত ভাল নহে। ভাল নহে, তাহার কারণ, এই যে সাধারণ পত্নী ভক্তিতে বুঝায় যে দেশের স্ত্রীলোক সকল ভক্তির যোগ্যা, যেখানে ভক্তির পরিবর্ত্তে ভয়মাত্র বর্ত্তমান সেখানে সেটি বুঝায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে বাঙ্গালি প্রতি ভক্তি আছে, তাহার দ্বারা নৈতিক চরিত্র সাধন সম্ভাবনা, কেবল ভয়ের পাত্রের দ্বারা সেরূপ হয় না। পত্নীতন্ত্রের আধিক্য দেখিয়া আমাদের এই বিবেচনা হয়, যে বাঙ্গালি যুবকেরা সচ্চরিত্র নহেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অধীনতা হেতু, বা গৃহকলহে শঙ্কা হেতু, পত্নীগণকে ভয় করেন। এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে এই পত্নীতন্ত্র সত্বেও তাঁহারা লাম্পট্য দোষ রহিত নহেন; এবং সুরাপানাদি যে সকল দুর্নীতি পত্নীগণকে লুকাইয়া ঘটিতে পারে, তাহাতে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ আসক্তি আছে। আবার যখন মনে করি, যে এদেশীয় স্ত্রীগণ অদ্যাপি ভক্তিযোগ্যা হয়েন নাই, কেবল কলহ প্রিয়তা, এবং সাংসারিক ভর্ত্তৃগণের নিকট ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। এরূপ মনে করিবারও অনেক কারণ আছে। বাঙ্গালি স্ত্রীগণ নিরক্ষর, সমাজ হইতে একপ্রকার বহিষ্কৃত, এজন্য অসভ্য, এবং সামাজিক বিষয়ে সদ্বিবেচনা শূন্য, পরের সঙ্গে পরিচয়াভাব হেতু স্বার্থপর, এবং নৃত্য গীতাদি বিনোদন বিদ্যা ক্ষমতাশূন্য বলিয়া, পুরুষের মনোবিনোদনে তাদৃশ পটু নহেন। বোধ হয়, এই পঞ্চম দোষ আছে। এক পক্ষ ভক্তিযোগ্য, অন্য পক্ষ, ভক্তিক্ষম না হইলে, স্ত্রীপুরুষ সমাজের হিতকর হয় না। অতএব বর্ত্তমান পত্নীতন্ত্রকে আমরা মঙ্গলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

অনেক সুন্দরী মনে করিবেন যে বঙ্গীয় যুবকগণ, তাঁহাদিগকে ভয় করেন, ভক্তি করেন না, বা ভালবাসেন না; এরূপ বলিয়া তাঁহাদিগের মিথ্যা অবমাননা করিলাম। কিন্তু তাঁহারা যদি আপনাদিগের চরিত্র নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচনা করিয়া দেখেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে আমরা যথার্থ বলিয়াছি। তাঁহাদের প্রতি যদি পুরুষদিগের ভক্তি বা প্রণয় থাকিত, তবে রোদন, মস্তকে করাঘাত, মান, তিরস্কার প্রভৃতি যে সকল উপায়ের দ্বারা একণে নিজ নিজ আজ্ঞা প্রচলিত করেন, তাহার কিছুরই আবশ্যকতা হইত না। এ সকল মহাস্ত্র পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হয়, বলিয়াই আমরা বলিতেছি যে এ ভয়, ভক্তি নহে। ভক্তি বা প্রীতি থাকিলে দণ্ডের আবশ্যকতা হয় না, আজ্ঞাই যথেষ্ট। আবার বলিতে হয়, যে দণ্ডের আধিক্য, পৌনঃপুণ্য, বা গুরুত্ব ভক্তি ও প্রীতির উচ্ছেদক। এমত স্থলে দণ্ড পীড়ন মাত্র। পীড়ন, ভক্তি দমক। হইতে পারে যে স্ত্রীলোকদিগের এই প্রীতির উচ্ছেদকতা হইতে পারে যে স্ত্রীলোকদিগের এই দৌরাত্ম্যই ভক্তি প্রীতির স্থানে ভয়ের স্থাপনা করিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় তবে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণ, সামান্য বরাটের লোভে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, যে তাঁহারা চোখ ঘুরাণ, নথনাড়া, ঠোঁট ঝুলান, এবং জোর জুলুম একটু খাট করুন। আর বঙ্গালি বাবুদিগকে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। তাঁহারা নথের ভয়ে অস্থির, কখন বন্দুক ধরিবেন, এ ভরসা যেন করেন না। আঁচা দেখিয়া যাঁহাদের হৃৎকম্প হয়, ইংরেজের সাধ্য তাঁহাদের যাদৃশ কেন?

সম্বাদপত্রের অত্যাচার।

সম্বাদপত্র, এবং কাক, দুই সমান: না খায়, এমন সামগ্রীই নাই। কিল্ড সাহেব তাঁহার আয়ার ১৫ টাকা বেতন কর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তাহার নামে অপবাদের নালিশ করিয়াছে এজন্য সম্বাদপত্রে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ একজন সামান্য চাকরাণীর বেতন কাটিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের ইষ্টাপত্তি কি, সম্বাদপত্রে কেন তাহার আন্দোলন হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কেহ উত্তর করিবেন, যে কিল্ড সাহেব অন্যায় করিয়া বেতন কর্ত্তন করিয়াছেন, এইজন্য গণ্ডগোল। কিন্তু শত সহস্র লোক প্রত্যহ শত সহস্র চাকরের অন্যায় বেতন কর্ত্তন করিতেছে, তাহা লিখিতে পড়িতে গেলে, মনুষ্য জীবন ঐ কার্য্যে অতিবাহিত করিতে হয়। অতএব সে কাজের কথা নহে। কেহ বলিবেন, কিল্ড সাহেব নিজে বিচারক, তিনি ভৃত্যের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, এইজন্য গণ্ডগোল। কিন্তু কিল্ড সাহেব আদালতে যেরূপ বিচার করেন, তাহারই সমালোচনায় সাধারণের অধিকার—তিনি আত্ম পরিজন সম্বন্ধে গৃহমধ্যে যে সকল বিচার করিবেন, তাহার সমালোচনায় কাহারও অধিকার নাই। লোকের গার্হস্থ্য ব্যাপার লইয়া সম্বাদপত্রে সমালোচনা লোকের একটি কুরীতি হইয়া উঠিতেছে।

নাটকাভিনয়।

(প্রাপ্ত।)

আমাদিগের সামাজিক আমোদগুলি অনেক স্থলে দূষিত ভাবাপন্ন। বঙ্গালিদিগের ভোজ ও নৃত্যগীতের বিষয় মনে হইলেই আনুষঙ্গিক অমিতাচার পরম্পরা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে। এই নৃত্যগীত অনেক সময়ে নিতান্ত কদর্য্যরুচির পরিচায়ক ও কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হয়। যাত্রা ও কবিগান প্রভৃতির দূষিতভাব কাহারও অবিদিত নাই। আমোদ লাভের উদ্দেশে এগুলি শ্রবণ করিতে গেলে হৃদয়ে যুগপৎ ঘৃণা ও বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। এইপ্রকার আমোদ যেরূপ হৃদয়ের বিরক্তি সম্পাদক, সেইরূপ সমাজেরও অনিষ্টকারক হইয়া থাকে। যাত্রা ও কবিগান দ্বারা সমাজের কোন মঙ্গলই সাধিত হয় না। অনেকে যাত্রা ও কবির নেশায় মাতিয়া অধঃপাতে গিয়াছেন। এই যাত্রা ও কবিগান সমাজে প্রচুররূপ হওয়াতে বাঙ্গালিগণ রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক, স্বাস্থ্য কলুষিত করিতেছেন। এটী নিরতিশয় শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই।

যাত্রা প্রভৃতির এইরূপ অনিষ্টকারিতা দেখিয়া আমরা নাটকাভিনয়ের গুণ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি। অভিনয় দর্শনে হৃদয়ের যেপ্রকার স্ফূর্ত্তি হয়, অন্তরস্থ সাধুভাবও সেইপ্রকার উত্তেজিত হইয়া থাকে। রঙ্গভূমিতে কোন দুষ্ট স্বভাবের দুরবস্থা ও তাহার শোচনীয় পরিণাম দেখিলে অন্তঃকরণ স্বতঃই সেই বিষয় হইতে সর্ব্বদা দূরবর্ত্তী থাকিতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে সাধুস্বভাবের সৌভাগ্য সম্পত্তি দৃষ্টি করিলে মন সাধু বিষয়ে সহজেই আকৃষ্ট হয়। সেক্ষপীয়র প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক প্রণেতৃগণ অপূর্ব্ব কৌশলসহকারে যে সমস্ত নরভাগ্য চিত্রিত করিয়াছেন, তৎসমুদয় রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইলে যেরূপ বিমল আনন্দ লাভ হয়, সেইরূপ সৎকার্য্যের প্রতি অনুরক্তি ও কুকার্য্যের প্রতি ঘৃণা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এইজন্যই আমরা যাত্রা অপেক্ষা অভিনয়ের গুণ বুঝিতে পারিতেছি।

পূর্ব্বে আমাদিগের নাটকাভিনয়ের উন্নতি ছিল না। বাঙ্গালিগণ পূর্ব্বে সামান্য যাত্রাতেই ব্যাসক্ত হইয়া পড়িতেন। এক্ষণে অভিনয়ের অনেক উন্নতি হওয়াতে আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। ১৮৫৭ অব্দে অভিনয় পদ্ধতি বাঙ্গালি সমাজে একরূপ প্রচারিত হয়। ঐ সালে সিমলার ৺ অশুতোষ দেবের বাড়ীতে শকুন্তলা নাটকের প্রথম অভিনয়। তৎপরে ৺ প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও কালী প্রসন্ন সিংহ এই পথানুসরণ করেন। ১৮৫৭ সালের নবেম্বর মাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয় দেখিয়া সার্ সিসিল বীডন প্রভৃতি তদানীন্তন প্রধান রাজ পুরুষগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ সালের আগষ্ট মাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী নাটকের যে অভিনয় হয়, তাহাতে সার্ ফ্রেডারিক্ হালিডে প্রভৃতি অনেক প্রধান রাজপুরুষ উপস্থিত ছিলেন। কুচ্‌বিহারের রাজ বাড়ীতে একবার শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হয়। তাহাতে কমিশনার কর্ণেল হটন্ বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা নাট্যশালে রাজপুরুষগণের এইরূপ অনুরক্তি দেখিয়া অনেকেই উহার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনে যত্নপর হয়েন। এ[illegible] অভিনয়প্রথা বা[illegible]লি সমাজে প্রণালী বদ্ধ হইয়া উঠে। এক্ষণে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর অভিনয় প্রথার অনেক উন্নতি করিয়াছেন তন্নিবন্ধন বাঙ্গালি সমাজ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। ফলতঃ ৺ প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরই অভিনয় প্রথা প্রণালীবদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

এক্ষণে এই অভিনয় স্রোতের প্রভাবে বাঙ্গালি সমাজ প্লাবিত হইতেছে। এক কলিকাতাতেই অনেক গুলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তিন দল থিয়েটারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এই নাটকের হুজুকে সমাজের আশানুরূপ উন্নতি হইবে কি না, তাহা আমরা এপর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে এইসূত্রে যদি চপলমতি যুবকগণ উৎসন্ন না যান, তবেই আপাততঃ অনেকটা মঙ্গল হয়। যাহা হউক, অভিনয় প্রথা প্রচুররূপ হওয়াতে একটি বিশুদ্ধ আমোদের পথ যে উন্মুক্ত হইয়াছে, এটি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি।

নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা বিনয়সহকারে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন আগামী বারে কোন উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। এ বিষয়ের নিমিত্ত উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন গ্রন্থকারগণকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য। নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে সমাজের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আমরা ভরসা করি, ক্ষমতাপন্ন গ্রন্থকারগণ এ সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে লেখনীর ব্যায়াম ক্রিয়া করিবেন। অভিনয়ের বাড়াবাড়ি দেখিয়া কতকগুলি কর্ম্মশূন্য লোক যেন কদর্য্য নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে। অভিনয় স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে কদর্য্য নাটক স্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইলে আমরা নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইব। এইরূপ গ্রন্থাবলী দেশের মঙ্গল কারিণী ও আয়তির প্রসূতি নহে।

সংবাদ।

"(কলিকাতা।)—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৭৪ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে—রেবরেণ্ড ডাক্তার জার্ডিন, ডাক্তার রবসন্, এন জে হোয়াইট, জে কে রজর্স। গ্রীক ও লাটিনে—রেবরেণ্ড জে হেনরি, ডবলু টি ওয়েব সংস্কৃত ও বাঙ্গালায়—বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি। হিন্দী উড়িয়ায়—রেবরেণ্ড কে এস বন্দ্যোপাধ্যায়। আরবী, পারসী ও উর্দ্দুতে—এচ ব্লকম্যান। ইতিহাস ও ভূগোলে রেবরেণ্ড সি বোমান রেবরেণ্ড ডবলু জনসন, এফ জে, রো, জে উইলসন। গণিতে—জর্জ টমসন; এস নাইট; ডবলু গ্রিফিথ, আর যোয়েট্‌স। আগামী ৩০শে নবেম্বর, ও ১লা, ২রা, ৩রা ডিসেম্বর এই চারি দিন পরীক্ষা হইবে।"

"ওলন্দাজেরা এচিনে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন, এবং তাহাতে অনেক দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া রাখিতেছেন। বাশবিডেন বাটেবিয়ায় যাইতেছেন, এবং দশ হাজার সৈন্যের সহিত এচিনে থাকিতেছেন। যদি সন্ধি স্থাপন না হয়, তবে অক্টোবর মাসে তৃতীয় বার সংগ্রাম হইবে। ওলন্দাজেরা এচিনদিগকে সহজে আঁটিতে পারিতেছেন না।

"বৎসর২ বিলাতীয় কাপড়ের আমদানী এদেশে যে কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, নিম্নলিখিত কোরা সূতির থানি কাটির প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

ইংসন	১৮৬৫	১৮৬৬	১৮৬৭	১৮৬৮	১৮৬৯
বেল*	১১১৬	১৩৫০	১৪৪৭	৩১১২	৫২২৬

ইংসন	১৮৭০	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩
বেল	১২২৫০	১৪৪৩৭	২৯৯৬৫	৩৬৭২৪"

শিউড়ি হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—"আজিকালি এখানে ওলাউঠার বড়ই প্রাদুর্ভাব প্রতিদিন প্রায় ১০। ১২ জন করিয়া মরিতেছে"

"সে দিন একটি চুরী হইয়াগিয়াছে। হাড়ীভিট্টা নামক জনৈক দরিদ্র মুসলমানের একটী বাক্সে কতকগুলি তেজস পত্র, কয়েকটী অলঙ্কার, এবং কয়েকখানি নগদ টাকা ছিল। বদমায়েসেরা বাক্সটী ভাঙ্গিয়া উক্তসমস্ত দ্রব্যাদি

লইয়া বাবু একটী বাগানের পুষ্করিণী পার্শ্বে ফেলিয়া দেয়। সংবাদ পত্র মাত্রেই দেখিতে পাই যে চুরি হইলেই তাহা তে পুলিসের যোগ থাকে: কিন্তু ইহাতে কাহারও যোগ ছিল কি না বলিতে পারিনা। তবে দুর্ভিক্ষ নামক যে একজন ডাকাইত আসিয়াছে তাহার একটু যোগ থাকিলেও থাকিতে পারে। থাকিতে পারে কি তাহারই— যোগছিল।"

"ইতি পূর্ব্বে আর একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। আমি তৎকালে এখানে ছিলাম না থাকিলে আপনাকে সংবাদ দিতাম। এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় জনৈক উকিল মহাশয়ের বাটীতে একজন লোক ভদ্র বেশে আসিয়া বাটীর চাকরকে বলিল, আমি উকিল মহাশয়ের কাকা, তাঁহাকে সংবাদ দিতে গেলে বিলম্ব হইবে অতএব তুমি এই টাকাটী লইয়া বাজার হইতে পুরী সন্দেশ লইয়া আইস। চাকরটী চলিয়া গেলে, আগন্তুক মহাশয় বৈঠক খানা হইতে একটী বাক্স এবং একটী রূপার হুঁকা লইয়া প্রস্থান করেন। বাক্সে কিছু নগদ টাকা ও উকিল মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা পত্রাদি ছিল। সহর এরূপ ডাকাইতি হইলে পুলিসের মা বাপও কিছু করিতে পারেনা। যদি লেখা পড়া জানা কোন ডাকাইত থাকে, তবে সে এই সংবাদটী পড়িয়া ডাকাইতি করিতে বিশেষ নিপুণ হইবে, সন্দেহ নাই।"

"বর্দ্ধমান জেলার অধীন চৌথুরিয়া পোষ্ট আফিসের সন্নিকটবর্ত্তী ছলিয়াডাঙ্গা গ্রামে একটী স্ত্রীলোক এক কালীন ৩টী সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তাহার পর একটীর মৃত্যু হয়। এবং এক মাস মধ্যে আর একটী মরিয়া যায়; এখনও একটি বাঁচিয়া আছে।" ইতি পূর্ব্বে এখানেও একটী স্ত্রীলোক তিনটী সন্তান প্রসব করে। তৎপরক্ষণেই

"কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে মোটা চাউল ৩৷০ মণ বিক্রীত হইত, এক্ষণ ২৷৷১০ মণ পাওয়া যাইতেছে এবং সরু চাউলের ভাও ৩৷৷/০ মণ ছিল এখন ৩৷০ মণ হইয়াছে"

বর্দ্ধমানের ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট বাবু বগলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পাটনায় বদলি হইবার যে আদেশ হইয়াছিল তাহা রহিত করা হইয়াছে।

বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ডে, মাঃ হুগলি হইতে ভগলপুরে বদলি হইলেন।

১। বীরভূমের অন্তর্গত দুবরাজপুর গ্রামে একটি স্ত্রীর এক কালে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়। কন্যাটি হস্ত পদ রহিত। কিন্তু পুত্রটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইয়াছিল। ইহারা যে দিন জন্মগ্রহণ করে তার পর দিনই পরলোক গমন করিয়াছে (৬ মার্চ)

২। সম্প্রতি বীরভূমের অন্তর্গত গোরো নামক গ্রামে ওলাউঠা রোগের মারি ভয় হইয়াগিয়াছে। উহাতে ৮৷৯টি লোক মরিয়া গিয়াছে। দুবরাজপুরেও ঐ রোগের আগমন হইয়াছিল তথা ২টী লোক মরিয়াছে।

উলা হইতে জনৈক পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বে উলা গ্রামে ৩০ জন চৌকিদার ছিল, এখন ১২জন কনেষ্টবল আছে মাত্র তাহাতেই সর্ব্বদা চুরি ডাকাইতি হইতেছে, কর্ত্তৃ পক্ষীয়েরা মনোযোগী হইয়া গ্রাম রক্ষার জন্য ২৫ জন নিযুক্ত করিলে, সুচারু রূপে কার্য্য চলিতে পারে, যত দিন তাহা না হয়, ততদিন শুদ্ধ পুলিশের দোষ দিলে কি হইবে?

যশোরের ছোট আদালতের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু অভয়া চরণ পাণ্ডের বদলির কথা শ্রবণে স্থানীয় অনেক লোকই দুঃখিত হইয়াছিলেন, কেননা তাঁহার সরল হাস্যবদন ও মিষ্টালাপের গুণে তিনি আপামর সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বদলির আজ্ঞা রহিত হওয়ায় এখানকার সকলেই অসীম আনন্দিত হইয়াছেন।

পাইয়োনিয়র পত্রের সম্বাদদাতা নহেরা হইতে লিখিয়াছেন যে তথাকার থানার চারিদিকে তিনি এক দিন ৫০ জন স্ত্রীলোক ও বালককে অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইতে দেখেন। তাহাদের ক্ষীণ কলেবর ও শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে তথায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ২ এমন শক্তিহীন যে তাহারা চলিতে অক্ষম। তাহাদিগের কতকগুলির হস্তে এক২ টুকরা কাগজ ছিল তাহাতে হিন্দি ও উর্দ্দু অক্ষরে কি লেখা ছিল। সম্বাদদাতা তাহাদিগের নিকট যাইবামাত্র তাহারা সেই কাগজগুলি তাঁহার সম্মুখে ধ... বলিল যে, ...রা আহার ... পাতিমুক্ত ছিল। কার্য্যের তত্ত্বাবধারক এক জন বাঙ্গালি বাবু তাহাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ না দিয়া এক২ টুকরা কাগজ দিয়াছেন। এরূপ দুর্দশা তথাকার অনেক দুঃখী লোকের হইয়াছে। একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন কার্য্যে প্রায় তিন শত লোক নিযুক্ত আছে। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা মাত্র নাই। তাহাদিগকে বসিয়া খাইতে দিলেই ভাল হয়। শিশুগণের অবস্থা আরও হৃদয় বিদারক। তাহাদের পিতা মাতা মাথায় মাটির ঝুড়ি বহিতেছে। ঐ অস্থি পঞ্জরবিশিষ্ট শিশু সন্তানগণ তাহাদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া বোধ হয় যেন তাহারা পর দিনই পিতা মাতার কোল শূন্য করিয়া পরলোক গমন করিবে। এপ্রেল মাস আসিতে২ বিবেচনা হয় তথাকার সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক রিলিফের সাহায্য গ্রহণ করিবে। গ্রামের যে ভাগে ব্রাহ্মণ দিগের বাস, সম্বাদ দাতা স্বয়ং সেই স্থানে গিয়া দেখিয়াছেন যে তাহারা অন্নের জন্য তৈজসাদি বিক্রয় করিতেছে। যাহা হউক আমাদিগের ভয়ানক বিপদ। পাইয়োনিয়রের সম্বাদদাতা লিখিতেছেন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত; বম্বে গেজেটের সম্বাদ দাতাও সেইরূপ লিখিতেছেন; কিন্তু এ দিকে অমৃতবাজারের সম্বাদ দাতা আজও স্থির করিতে পারিতেছেন না যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কি না; বরং

তিনি বলেন যে দুর্ভিক্ষ কতকগুলি উপরিস্থ কর্ম্মচারীর কল্পনা প্রসূত। এক্ষণে কাহাকে বিশ্বাস করি।

জেলার রিপোর্ট সকলে সমাচার আসিতেছে যে সিংহভূমের স্থানে২ ওলাউঠা ও পক্সাদির রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত যোড়া ও অন্যান্য স্থানেও উক্ত রোগের দিন২ কত বাড়াবাড়ি হয়। দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত হাজারিবাগ জেলায় ভয়ানক শীলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মহুয়া ও আম্রের ফশলের প্রায় অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথা চাল দার সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে কিন্তু নিজ হাজারিবাগে টাকায় সাড়ে দশ সের চালের অধিক পাওয়া যায় না। মানভূমে রহিয়া ফশল পূরা হইয়াছে। তথাকার দুঃখী দিগকে দুই মাস অন্নের জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। ত্রিহুত হইতে সম্বাদ আসিয়াছে যে নেপাল হইতে ... রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ... হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় ... আসিয়া উপস্থিত ... রাজেন্দ্র লাল মল্লিক ... গেল এ বারেও তিনি ... করিয়াছেন।

কলিকাতার কষ্টম ... সর ছুটির জন্য ... হওয়াতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মেদিনীপুরের এক জন দুরন্ত জমিদার বলপূর্ব্বক একজন দুঃখী প্রজার সম্পত্তি হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চারি মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইয়া গিয়াছে ও তাঁহার ১৪০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

টাকশালে ঘসা পয়সার পরিবর্ত্তে নূতন পয়সা প্রদত্ত হইবে। ৫০টাকার কম পয়সা গৃহীত হইবে না। ঘসা পয়সা দিয়া নূতন পয়সা লইলে কি টাকায় (৴১০) অৰ্দ্ধ আনা করিয়া বাট্টা পাওয়া যাইবে।

গত রবিবারে কলিকাতা রাজার বাগানে প্রায় দুই শত খোলার ঘর অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে।

গত মঙ্গলবার বৈকালে কলিকাতায় শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুই তিনটা বিরাট ডাক ডাকিয়াছিল। মল্লিকের ঘাটে বজ্রাঘাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের এখানে বেলা চারিটার সময় ঘোর অন্ধকার আঁধি ঝড় আসিয়াছিল। দুইখানি নৌকা ডুবি হইয়াছে; প্রাণ হানি হয় নাই। একখানি স্কুলের ছাত্রগণের নৌকা। সেখানি ফরাসডাঙ্গার কাছে ডুবে। আর একখানি বোঝাই বড় নৌকা চুঁচুড়া সাণ্ডেশ্বরতলা ঘাটের সম্মুখে নিমগ্ন হয়। মুরসিদাবাদ খাগড়ার একজন দোকানদারের কতকগুলি মাল তাহাতে ছিল। তৈল, লৌহ থালা চকা প্রভৃতি কতক কতক পাইয়াছে, মিছরি চিনি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিগত রামনবমী উপলক্ষে অযোধ্যা যাত্রীগণের স্নানে এক চেষ্টা করিয়া কওয়া হইয়াছে। ফয়জাবাদের মিউনিসিপালিটি টিকিট করিয়া এই কর আদায় করিয়াছেন; প্রায় দশ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজা স্বীয় রাজধানীতে একটি সুবৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

কোন কোন সংবাদ পত্রে দেখা গেল রাজসাহী বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আশোসিয়েশনে, প্রায় ৯০০০ টাকা দুর্ভিক্ষ জন্য চাঁদা উঠিয়াছে। তাহা বিচিত্র নয়, রাজসাহী অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন জেলা; কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে—রাজসাহী সভা কি বৃটিশ ইণ্ডিয়ার নাম ধারণ করিয়াছেন?

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নবদ্বীপ নদীয়া জেলা হইতে কাটিয়া লইয়া বর্দ্ধমানের অন্তর্গত করিতে আদেশ প্রদান করাতে, নদীয়ায় মহা ... পড়িয়া গিয়াছে।

টাইমসের কলিকাতাস্থ সম্বাদ দাতা ১৬ জানুয়ারি লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের একজন ধনী জমিদার খাজানা মকুফ করিয়াছেন বলিয়া গেজেটে ধন্যবাদ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি অব্যাহতি দেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত দাখিলা সম্বাদ দাতার সম্মুখে আছে। ... সম্বাদ দাতা ২৫শে মার্চ ইংলিশম্যানে পত্র লিখিয়াছেন. তিনি ... লিখেন তাহা প্রমাণ করিতে ... পারেন ...

গ্রাম রক্ষক হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ... গেছে, যে, এজন্য তাঁহারা হুগলির ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিসের অনুমতি চাহিয়াছেন। সকল স্থানের ভদ্রলোকের এরূপ করা উচিত। এই চুঁচুড়ায় ও এই রূপ একটি দল থাকা বিশেষ কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, কেননা এখানকার পুলিশ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। বাবু বৃন্দাবন মণ্ডলের ভ্রাতা বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডলের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। উদ্যোগী হইলে সফল হইতে পারিবেন।

ভরতপুরের মহারাজা স্বীয় রাজ্যস্থ দুর্গ সকলের পুনর্গঠন করিতে অনুমতি চাহিয়াছিলেন, ইংরাজ বাহাদুর তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

ম্যাক্‌নামারা সাহেব বিলাত চলিলেন, তদীয় সম্মানার্থ রাজা রমানাথ ঠাকুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভাগৃহে একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

বেথুন সোসাইটি গৃহেও মৃত রমাচন্দ্র মিত্রের স্মরণার্থ একটি সভা হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন যে এরূপ মহাত্মা লোকের স্মরণার্থ কোন চিহ্ন রাখিলে ভাল হয়।

ভারত সংস্কারক বলেন "রাজা রামমোহন রায়ের প্রদৌহিত্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, উপাধি প্রাপ্ত বাবু কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।"

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার,

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসার ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশাস হয়েন। গরমীর পীড়া, প্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণশক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ... প্রস্তুত আছে, ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন ... রোগীর নাম, ধাম, আন... ...।

...র বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

...শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বাতমূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

ভবিষ্যতে বঙ্গদর্শন সম্পাদকের নামে যিনি পত্রাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি বহরমপুরে ঠিকানা দিবেন না। বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে ঠিকানা দিবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

ইন্দিরা।

বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত ইন্দিরা নামক উপন্যাস বঙ্গদর্শন কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ।০ আনা, বিদেশস্থ গ্রাহকগণের এক আনা অতিরিক্ত ডাকমাশুল দিতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

কপট সন্ন্যাসী।

এলোকেশী হত্যার বিবরণ। মূল্য পোষ্টেজ সহ ।/০ প্রকৃত ঘটনা অবগত হইবার যাঁহার ইচ্ছা আছে ...কখানি পাঠ করুন। ... বচরিত। কুমরুলের অমুনা...

...র্দ্ধ ক্রোশ দূর ভাঙ্গানোড়ার গ্রামবাসী। মেমারীর অধীন চকদীঘি গোষ্ঠ অপিস ভাঙ্গানোড়া স্কুলে প্রাপ্তব্য।

শ্রী অম্বিকাচরণ গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিমবাবুর কৃত বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা, কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য এক এক টাকা, বিদেশীয় গ্রাহকগণ দুই আনা হিসাবে ডাকমাশুল সমেত মূল্য পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা সাধারণীর মূল্য জন্য ডাকের টিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা অনুগ্রহ ক... এক আনা ও আধ... ...ক এক আনা আনা মূল্যে... করিয়া... ক...

...চে বাকর ...পর সপ্তাহে ...তে রসীদ দেওয়া ...প্রেরণের দুই সপ্তাহ ...র স্বীকার না দেখিতে ...ক পত্র লিখিলেই লব...

...তাহার মূল্য প্রেরিত ...না হিসাবে কাটিয়া...

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

(প্রকাশক)

সাধারণীর এজেণ্ট।

বাবু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, নং ৪ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, মুজাপুর, কলিকাতা

বাবু মহেন্দ্রলাল বসু

কলেক্টরী অফিস, আলিপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু গণপতি ঘোষাল, বহরমপুর

সাধারণীর মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম বার্ষিক		...	৬
অগ্রিম ষাণ্মাসিক	...	...	৩
অগ্রিম ত্রৈমাসিক	...	...	১৸০
মাসিক	...	...	৸০
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য		...	৴০

ডাকমাশুল লাগিবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি রায়।

চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রতি পংক্তি দুই আনা—অনেক বারের জন্য অন্য নিয়ম করা যাইবে।

☞ এই পত্রিকা কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া চুঁচুড়া কদমতলা ১৯৬ সংখ্যক ভবন হইতে শ্রীপাঁচকড়ি রায় কর্ত্তৃক প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হয়।

হইয়া পতিত হয়। সেই সকল জ্বলিতে লাগিল। ক্রমাগত সপ্ত দিবা নিশি জ্বলিতে লাগিল। লিসবোঁ বাসীদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গেল। সেই ১লা নবেম্বর একটি সামান্য নগরের যেরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, এই ১২৮০ সাল আজ এক বৎসরে আমাদের সেইরূপ করিয়া গেল। বালাই গেল। বালাই গেল বটে কিন্তু সব ছারখার করিয়া গেল।

'চলেছে প্রাণীকুল হের চারি ধার;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী হা অন্ন, হা অন্ন বারি
বলিতে বলিতে ধায় চক্ষে নীরধার,'
'হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুঠি আকুল পরাণে
বলিছে কামিনী কেহ কই নাথ অন্ন দেহ
আলি আর চাহিব না, রাখ আজি প্রাণে—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ, চাহি পতি পানে।'
'হের কতজন আহা উদর জ্বালায়
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়—
ভুলিয়া যুগলপাণি শিশু ডাকে মামা বাণী
... ...
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।'

জলকষ্ট, অন্ন কষ্ট এইরূপ। তাহার উপর গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটক আছে। জ্বরাদি নানা রোগ দেশ মধ্যে আজি বিংশতি বৎসর বিচরণ করিতেছে। এবৎসর নানা পীড়নে আমরা ইহার যাতনা অনুভব করিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু শারীরিক ব্যাধি এবৎসর আমাদিগকে যেমন কাঁদাইয়া গেল, এরূপ আর দুই চারি বৎসর হইলে, বঙ্গভূমি সাঁওতাল স্থানে পরিণত হইবে। বাঙ্গালার কৃতকর্ম্মা সন্তানগণকে একে একে যমরাজ আপন সদনে গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার প্রকাশাবধি, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে সেই শোকের সমাচারের ঘোষণা করিয়াছি। কুক্ষণে সাধারণীর প্রথম সংখ্যায় আমরা মৃত্যুনামক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ক্রমাগত মৃত্যু সংবাদই লিখিতে হইল। দীনবন্ধু দ্বারকানাথ আমাদিগকে একেবারে ভাসাইয়া গিয়াছেন। সকল যাতনা সহা যায়, যম যাতনা চিরকালের জন্য দাগা দিয়া যায়।

উপরন্তু নানা উৎপাত আছে। অগ্নিভয় আছে, চৌরভয় আছে। ত্রিহুত, ছাপরাভাঙ্গা পাবনা, পাটনা, উলা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে স্থানে সর্ব্বভুক্ অগ্নি সর্ব্বগ্রাস করিয়াছেন, সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। চৌর্য্য, ডাকাতি, দস্যুতা, অপহরণ খুন জখমের সম্বাদে সমাচার পত্র সকল পরিপূর্ণ। এদিকে রাজার অত্যাচারের শমতা নাই। রাজপ্রতিনিধিগণ বাতুলের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন; একদিকে দরিদ্র প্রজাগণকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করণার্থ অর্থ সংগ্রহ, ভক্ষ্য সংগ্রহ করিতেছেন, অন্যদিকে সেই দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের উপরি ভীষণ রথ্যাকর প্রচার করিতেছেন। জমীদারের অত্যাচারে বর্ষ প্রারম্ভেই পাবনা প্রভৃতি স্থানের প্রজারা বিদ্রোহ উপস্থিত করে। এবং ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, যে কোন কোন জমীদার এখনও এমন সময়েও প্রজাপীড়নে ক্ষান্ত হয়েন নাই। এতদ্ভিন্ন পোলিসের মিউনিসিপালের অত্যাচার ক্রমেই বাড়িতেছে ... অত্যাচা... ...ছেন, অন্য একজনের বিচার এখনও শেষ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কত মঠে মন্দিরে, ধর্ম্মভাবে যে হতভাগ্য নবীনের মত কত লোকের কত সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার গণনা কে করিবে?

এইরূপ সাধারণে নানা অত্যাচারে পীড়িত, তাহার উপর, এরূপ শীতাধিক্য হইয়াছিল, যে স্থানে স্থানে কেবল শীতপ্রাবল্যে লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এবং ইহার মধ্যে এমনই গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে, যে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। সকল দিকে দেখিতেছি, যে ... দুর্ব্বৎসর আর দেখা যায় নাই। ... করি যে এমন আর কস্মিন্‌কালে আমাদ... ...তেও হইবে না। ...

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ... যে দেশের রাজধানী... ...নের দুর্বিপাকের ক... এবং অন্যান্য যে... ...বোৎপাত সর্ব্বদা... প্রায়ই কুসংস্কারা... বড় মিথ্যা নয়।...

ISSUE(S) MISSING

24

NOT AVAILABLE

গকে ক্রমে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যখনই মনে হয়, যে, বারশ আশী সাল দুর্ব্বৎসর, তখনই মনে হয়, যে, আমরা দৈবকোপে পতিত হইয়াছি। বিধাতা আমাদের উপর বাদ সাধিতেছেন। আমরা ধর্ম্মযাজকদিগের প্রমুখাৎ কতবার শুনিয়াছি, ধর্ম্মগ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, যে এরূপ সাংসারিক কষ্ট জন্য বিধাতার প্রতি কটাক্ষ করা মহাপাপ; কিন্তু এসকল জানিয়া শুনিয়াও, বিধাতা আমাদিগের প্রতি বিমুখ, এই কথা বার বারই মনে হইতেছে। সত্য সত্যই কি বিধাতা বিমুখ? সেই বিধাতাই তাহা বলিতে পারেন; আমরা এ কথার উত্তর প্রদানে অক্ষম।

ভারতবর্ষ অনেক দিন হইতে অনেক পাপ করিয়া আসিতেছে; বঙ্গদেশও সেই সঙ্গে বরং হয়ত পূর্ব্ব হইতেই অনেক পাপ করিয়াছে। এই সকল ভোগ, কি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত? আমরা জানি পাপীর যন্ত্রণাই পাপের প্র... ...শ্চিত্ত। তবেত আমাদিগের ...

তবে এবৎসর এত কঠোর শাস্তি কেন? এত দিন পরে কি আমাদের প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইল? না বনবাসের পর অজ্ঞাত বাস আরম্ভ হইল? কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে এমন দুঃসময়ে আশাকে সঙ্গিনী করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। আশাকে জিজ্ঞাসা করিলে আশা বলিতেছেন যে, তোমাদের দুঃখ ফুরাইল; এতদিনে ফুরাইল; আলাই গেল; বালাই গেল।

রাজ পরিবর্ত্তন।

...সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের
...পরিবর্ত্তন হইল। বি-
...াজ্যের অবস্থা; ইহার
...াপিলের রাজা আছে,
...জা আছে। ইহার
...় কাম্বেল পদত্যাগ
...স. আপিলের জজ-
...সভ্যগণের এবং

ষ্টেট সেক্রেটরীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং এরূপ জনশ্রুতিও মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, যে মধ্যবর্ত্তী লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়ও পদত্যাগ করিবেন। তিনি করুন বা না করুন, আমাদিগের ত্রিবিধ রাজমধ্যে, দ্বিবিধ রাজপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অথচ এরূপ বিপ্লবে সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ ব্যতীত আপাততঃ কাহারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না।

পূর্ব্বকালে আর ইদানীন্তনকালে কত প্রভেদ দেখুন। পূর্ব্বকালে এরূপ রাজপরিবর্ত্তন হইলে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যাইত। যদি দিল্লীর সিংহাসনে ও মুরশিদাবাদের সিংহাসনে এক সময়ে রাজপরিবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে অতি অল্পকাল মধ্যে এই বাঙ্গালার চারি দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয়, সাঁওতাল, নাগা, ও ভুটিয়া উত্থিত হইয়া, সমস্ত দেশ, আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। এখন আর সেরূপ হয় না। এখন আর মুকুটসঞ্চালন জন্য রাজ্যবিপ্লব ... কার্য্যে কল চলিতেছে। রাজ্যও একরূপ কলে চলিতেছে। এখন রাজপরিবর্ত্তন কলের মত, জলের মত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। লর্ড মেওর হঠাৎ অপঘাত মৃত্যু হইল, কলের এমনই বন্দোবস্ত ষ্ট্রাচী সাহেব অমনি শাসনভার পর দিনই গ্রহণ করিলেন। সেইরূপ এত গোলযোগের পর সর কাম্বেল চলিয়া গেলেন, ধীরে ধীরে সর টেম্পল তাঁহার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

বিলাতে রাজপরিবর্ত্তন এরূপ নিঃশব্দে হয় নাই, কখন হয় না। বিলাত নামে যাহা হউক ফলে প্রধানতঃ প্রজাতন্ত্র। প্রজাতন্ত্রে প্রজাই রাজা। এরূপ স্থলে রাজপরিবর্ত্তনে সকলেকেই মনোযোগী হইতে হয়। যে স্থানের রাজার সংখ্যা ছয়শত বা সাতশত, এবং সেই ছয়শত লোক নানা প্রদেশবাসী, সে স্থানের সাধারণ লোকে রাজপরিবর্ত্তনে আগ্রহতা সহকারে মনঃসংযোগ করে। বিলাতেও সেইরূপ হইয়াছিল। যাহা হউক সে সকল কথায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

বিলাতের পার্লিয়ামেন্টের পরিবর্ত্তনে আমাদিগের ভাল হইবে, বা, মন্দ হইবে, তাহাই দেখা আমাদিগের আবশ্যক।

এবার যে দল রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক আখ্যা কন্‌সরবেটিব। অনেকেই বলেন যে এই কন্‌সরবেটিব সম্প্রদায় ভারতের চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাহা হইতে পারে। কিন্তু যে দল অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কয়টি সুপরিচিত ব্যক্তি আমাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। এই রাজপরিবর্ত্তনে আমরা ফসেট, উইংফিল্ড প্রভৃতি সজ্জনের সাহায্য হারাইয়াছি। তাঁহারা এ পার্লিয়ামেন্টে নাই। নাই বলিয়াই আমরা, আমাদিগের আশা ভরসা হারাই নাই। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন।

এই সকল মহাত্মার পরিবর্ত্তে আমরা অন্য এক মহাত্মা পাইয়াছি। আমাদিগের বর্ত্তমান ষ্টেটসেক্রেটরী ... পরিচিত ... তিনি পূর্ব্বে আর একবার আমাদিগের ষ্টেটসেক্রেটরী ছিলেন। অতি অল্পকাল ছিলেন; কিন্তু সেই অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

যখন তিনি ষ্টেটসেক্রেটরী পদে অভিষিক্ত, তখনও একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যা নষ্ট হইয়া যায়। এবার যেরূপ তিনি সচিবের আসন গ্রহণ করিয়াই দশ কোটি টাকা বিলাত হইতে দুর্ভিক্ষের জন্য ধার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, সেবার সেইরূপ দুর্ভিক্ষের ব্যয়ের জন্য মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি আসন গ্রহণ করিয়াই একেবারে প্রয়োজনানুযায়ী সমস্ত টাকা রাজকোষ হইতে ব্যয় করিবার আদেশ প্রদান করেন। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে প্রজাদিগের আচার ব্যবহারে হস্তার্পণ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। গঙ্গাদা... উঠাইয়া দিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ... সময় চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদি... বিরত করেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক...

অপণ্ডিতে বহুবিবাহ নিবারণার্থ রাজবিধি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। এইরূপ নানা কার্য্যে তিনি প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং এবারও ভরসা করা যায়, যে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতা সহকারে কার্য্য সম্পাদন করিবেন। অতএব ফসেট প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আমরা ইঁহাকে লাভ করিয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি এরূপ বোধ হয় না। যেহেতু আমাদিগের ষ্টেটসেক্রেটরী মারকুইস্ অব সালিসবরি, ক্ষমতাশালী, ভারত বন্ধু, প্রশস্তমনা ও বিচক্ষণ।

নিজ বাঙ্গালার রাজ পরিবর্ত্তনে আমরা কি সেইরূপ, কিছু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবনা? বরং লাভ করিব? ইতিমধ্যে অনেক সম্বাদপত্রে বলিয়াছেন, যে 'সোপাধিঠ ভতোহধিকং' অথবা কাম্বেল ও টেম্পল এক অবতারেরই রূপান্তর ভেদমাত্র, বাস্তবিক কোন রাজপরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে ক্ষতি বৃদ্ধি আশঙ্কা বা আশা করা বৃথা। এবং সর জর্জের রাজনীতি শিক্ষা ... হয়। আমরা পূর্ব্বে এ কথার অনুমোদন করি নাই। এখনও করিতে প্রস্তুত নহি।

এপর্য্যন্ত সর্ রিচার্ড টেম্পলের যত দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তৎকর্ত্তৃক ইনকম্ ট্যাক্স প্রচলন করাই, সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইটিই যদি তাঁহার প্রধান দোষ হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে প্রস্তুত আছি।

ভারতে ইংরাজ রাজ্য বণিক্‌জাতি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বণিকদিগের ...
গ্রহণ করা হইয়াছে ...
রাজী বণিক...

করা চাই, কিছু নগদ রেস্ত চাই। এই নগদ রেস্ত সংগ্রহার্থ করজাল সৃষ্টি। সেই করজালের ফাঁশ ক্রমেই বাড়িতেছে। জাল ক্রমেই বিস্তীর্ণ করা হইতেছে, এবং তাহার রন্ধ্রের আয়তন ক্রমেই কমান হইতেছে, তাহা না করিলে চুণাপুঁটিটি পর্য্যন্ত ধরা হয় না। এখন যদি বোল্টকস্থ বেন্টিক আসিয়া গবর্ণর হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকেও পাঁচ বৎসরের মধ্যে কিছু না কিছু কর বৃদ্ধি করিতেই হইবে। কেননা কর বৃদ্ধি করাই ইংরাজ শাসনের মূল মন্ত্র। তাহাতে বলিতেছিলাম যে যদি টেম্পল সাহেবের কেবল এইটি মাত্র দোষ হয়, তবে আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিব। আর দেবতা করুন যেন, তাঁহার এইটি অপেক্ষা আর কোন গুরুতর দোষ না থাকে।

জলকষ্ট।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নানা কথা, নানা উপদেশ, নানা মত ভেদ, নানা আশঙ্কা, নানা সংবাদ সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু জলকষ্ট সম্বন্ধে কচিৎ কিছু বিদ্যুতের মত প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র। ইহার একটি কারণ এই, বাঙ্গলায় প্রচলিত শতাধিক সম্বাদপত্রের প্রায় সকল গুলিই পিছনের দোয়ার, ইংরাজি বাঙ্গলায় তিন চারিটি মাত্র সম্মুখের দোয়ার আছেন, তাঁহারা যখন যেরূপ ভজনে, যে সুরে, যে তালে, যে গান ধরেন, পিছনের দোয়ারেরা তাহাই ধরিয়া লয়েন ও সকলে মি- ... অঙ্গুলিদিয়া অঙ্গুষ্ঠে ভর করিয়া ... কন। সম্মুখের দোয়ার ... প্রবৃত্তি হয় নাই, ... কর্ণ সুতরাং ইংরাজি লেখকগণের এরূপ কর্ণ বাহদ্বরা শব্দ লইয়া গান করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন?

বিশেষতঃ অন্নকষ্টের গণনা হয়, অনেক সম্পাদক এবারকার দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন; পোনেছয় আনা কিম্বা সছয় আনা তণ্ডুল একজনের পাওয়া যাইবে। জল কষ্ট সম্বন্ধে সেরূপ বলিবার কোন উপায়ই নাই, যেখানে জল আছে, সেখানে জল আছে; যেখানে নাই, সেখানে একেবারে নাই। আবার অধিকাংশ সম্বাদপত্র এরূপ স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে, যেখানে কখনই জলকষ্ট হয় না, সম্পাদকগণ জলকষ্ট কাহাকে বলে তাহা জানেন না। সুতরাং জলকষ্টের ধুয়া কেহই ধরিল না। কিন্তু জলকষ্ট অন্নকষ্টাপেক্ষা সমূহ ভয়ানক! খাদ্য নানাবিধ আছে, কচু, তৃণ খাইয়া লোক, অনেক দিন জীবন রক্ষা করে, জল না থাকিলে অন্য উপায় নাই। তণ্ডুলের রপ্তানি বন্ধ করিলে চলে, অথবা ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি হইতে তণ্ডুল ক্রয় করিয়া আনিয়া লোককে বিতরণ করিলে চলে। জলের রপ্তানি প্রতি মুহূর্ত্তে হইতেছে, সূর্য্যরশ্মি কে নিবারণ করিবে? কোথা হইতে জলের আমদানি করিবেন? আমদানি করিতে পারিলেও, সকলের হাতে সকলে জল গ্রহণ করে না; সে জল কেহই গ্রহণ করিবে না।

জলকষ্টের উপায় কূপ, তড়াগ খনন। আমরা জিজ্ঞাসা করি কূপ তড়াগাদি জন্য এবৎসর গবর্ণমেণ্ট কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন? অতি অল্পমাত্র। এতদিন পরে বিবি মেটকাফ ও সর্ জর্জ ক্যাম্বেল বলিয়াছেন যে, 'অচিরাৎ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি না হইলে দ্বারভাঙ্গায় ভয়ানক জলকষ্ট হইবে'। আমরা বলি শুদ্ধ দ্বারভাঙ্গায় কেন, বৈশাখের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে প্রচুর বৃষ্টি না হইলে, সর্ব্বত্র জল বিনা হাহাকার উঠিবে।

জলকষ্ট নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা আমাদের কখনই উচিত ... গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা, এবিষয়ে ... শীল হউন। দেবতার ভরসা করিবেন?

আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি দেবতা আমাদের প্রতি বিমুখ। সকল গ্রামেই কিছু বর্দ্ধিষ্ণু লোক নাই, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামেই জমীদার আছেন; এরূপ সকল সামান্য গ্রামের জমীদারই পিতৃস্থানীয়, এখন অসময়ে তাঁহারা সকলকে জীবন দান করিয়া প্রকৃত পিতার কার্য্য করুন।

সুরাসুর মর্দ্দিনী।

আমেরিকাতেই নানাবিধ অভিনব কাণ্ড শুনিতে পাওয়া যায়। আজি কালি দেশের মধ্যে, বলবিক্রমে রুষিয়া, অর্থোপার্জ্জনে ইংলণ্ড, কাদা কাটায় ভারতবর্ষ, এবং রঙ্গরসে আমেরিকাই প্রধান। সেখানে আজি কালি আবার একটা নূতন রঙ্গ উপস্থিত,—স্ত্রীলোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে কেন? কেহ মনে করিবেন গহনা পরিবে বলিয়া, কেহ ভাবিবেন, ভাল ভাল বোল পরিবে বলিয়া, কেহ ভাবিবেন তাহারা একেবারে দুইটা বিবাহ করিবে বলিয়া, ক্ষেপিয়াছে। সে সকল কিছুই নহে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমেরিকার সুন্দরীগণ এতদিন পুরুষের সমকক্ষ হইয়া চলিবার জন্য বিবাদ করিয়া আসিয়াছে—বুঝি এখন তাহাদের বড় হইবার জন্য ক্ষেপিয়াছে—বুঝি, বলে পুরুষ আসিয়া গৃহ কর্ম্ম করুক, শিশুদিগকে লালন পালন করুক, পারে ত গর্ভ বহন করুক, আমরা যুদ্ধ করিব, বাণিজ্য করিব, রাজ্যশাসন করিব। তাহাও নহে—স্ত্রীলোকে ক্ষেপিয়াছে—দেশের সকল মদের দোকান বন্ধ করিবার জন্য। যার যেখানে ব্যথা তার সেইখানে হাত —যাকে মাতালের জ্বালা সহিতে হয়, সেই মদের দোকান বন্ধ করিতে চাহে।

অহিও, ইণ্ডিয়ানা, এবং কেন্টুকি এই তিন প্রদেশে শত, দ্বিশত, চারিশত, ইত্যাদি সংখ্যার রমণী দলবদ্ধ হইয়া, সকল সরাপের দোকান বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। সহস্র অসুরগণের, যে যেমন বাহন, নখ দন্তাদি দ্বারা, গণ্ডার খড়্গের দ্বারা, এবং মহিষ শৃঙ্গের দ্বারা, কার্য্যোদ্ধার করে, এই স্ত্রীবীরগণও সেইরূপ, জগদীশ্বর তাহাদিগকে যেসকল আয়ুধ দিয়াছেন, তাহার দ্বারাই মদ্যরূপ রাক্ষসের নিপাত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এদেশে বলিয়া মনে হয়, হয়ত, বিড়াল চোখের তীক্ষ্ণ কটাক্ষে আহত হইয়া কত শুঁড়ী দোকান ফেলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে ঝাঁপ দিল—কত শুঁড়ী, পিনস চিবুকশালে শক্তিশেলে পড়িল, কত দোকানী হাসি বিদ্যুতে মূর্চ্ছিত হইয়া বোতলের মাঝখানে কাত হইয়া পড়িল। কিন্তু, বস্তুতঃ এসকল কিছু ঘটিতেছে না। এই কলিকালের সুরাসুর বিমর্দ্দিনীকুল, অন্যান্য আয়ুধে কুশলিনী। তাঁহারা গিরিজায় যাইতেছেন—ঈশ্বরের নিকটে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছেন—সভা করিতেছেন, এবং দলবলে গিয়া, গাহিতে গাহিতে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে, মদের দোকান ঘেরিয়া বসিতেছেন। যেমন ইংরাজি করাসী সিবাষ্টোপল ঘেরিয়া বসিয়া রোধ করিয়াছিল—যেমন বিশ্মার্ক ও মোল্টকে পারিস ঘেরিয়া রোধ করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ মদের দোকান ঘেরিয়া বসেন—গানের চোটে, ভজনার চোটে, কার বাপের সাধ্য মদ খায়! কার বাপের সাধ্য মদ লইয়া দোকান হইতে বাহির হয়, বা পথ চলে। ইহারা মদ্য বিক্রয় নিষেধক আইনের জন্য, ব্যবস্থাপক সভাও ঘেরিয়া বসেন—আইন করাইয়া ছাড়েন। প্রয়োজন হইলে হাতাহাতিও করেন। নয়নবাণ যে জাতির অমোঘ অস্ত্র, তাহাদিগকে হস্ত ব্যবহার করিতে হয়, ইহাতে আমাদিগের বড় দুঃখ। আমাদের দেশে বলে, হাত থাকিতে মুখামুখি কেন? বোধ হয় আমেরিকার সুন্দরীগণ আজিকাল বলিতেছেন, "হাত থাকিতে চোখচোখি কেন?"

আমাদিগের মূল কথা এই, এরূপ একটা কাণ্ড এ দেশে হয় না? এদেশেও মদের বড় দৌরাত্ম্য—বাঙ্গালীর মেয়েরা কি করিতেছেন? দলবদ্ধ হইয়া, আমেরিকার রূপসীদিগের মত, সত্যযুগে আদ্যাশক্তির মত, অসুরের বধে বাহির হউন না কেন? হে সুন্দরীগণ! আমাদিগের পরামর্শ শুন! রণসজ্জা কর; কবরীরূপ শিরস্ত্রাণে আচ্ছাদন করিয়া বেলফুলের মালা বেষ্টিয়া দাও—নয়ন ধনুকে, ... তোমাদের ... এবি হবহাউসকে সেনাপতী করিয়া লাল দিঘীর ধারে শুঁড়িদের ঢাকায়ের নিশান উড়াইয়া উইলসনের কেল্লা অবরোধ কর। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি তোমরা জয়যুক্তা হইবে; অন্ততঃ একবার চেষ্টা করিয়াও দেখা উচিত।

পশু বৃত্তি।

প্রাচীন যুনানী লেখক ষ্ট্রাবো স্বরচিত ভূগোল গ্রন্থের ভারতবর্ষখণ্ডে, লিখিয়াছেন যে সেকেন্দরের সমভিব্যাহারী ইতিহাসবেত্তারা বলেন, যে ভারতবর্ষের জঙ্গলে অনেক বানর আছে। বানরেরা অনুকরণশীল, তাহাতেই অতি সহজে ধৃত হইয়া থাকে। শিকারীরা যখন দেখে যে কোন বৃক্ষে একটি বানর আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে তখন,—

শাি ... পাে করি নিি ধৃত দিয়া চলি এব

নাগিয়া সেই গুলি সেই ভাবে নির্ব্বাণ করে এবং অচিরাৎ চণ্ডাল্ছক্তি রহিত হইয়া, মুক্ত হয়।

বানরে মনুষ্যানুকরণ করিতে গিয়া বিপদে পতিত হয়, শুনিলে, মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিজীবী জীব বানরকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। অথচ যখন মনুষ্যে মনুষ্যানুকরণ করিয়া সমূহ ক্ষতি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহারা তাহা দেখিয়াও দেখেনা, বরং সময়ে সময়ে সেই অনুকরণ জনকে সভ্যতা নামে অভিহিত করিয়া সজাতির গৌরব করিয়া থাকে। হয় মনুষ্য নিতান্ত নির্ব্বোধ জীব, নতুবা সজাতির একান্ত পক্ষপাতী, নহিলে আপন দোষ দর্শনে এরূপ অন্ধ কেন? মনুষ্য অনুকরণ শীলতায় বানরাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন নহে। বালকে বৃদ্ধের অনুকরণ করিয়া থাকে, বৃদ্ধও সময় পাইলে বালকের অনুকরণ করিতে বিরত হয়েন না। যুবতী স্বামীর অনুকরণ করেন, স্বামী তাহার প্রতিশোধ দেন। অসভ্যে সভ্যলোকের অনুকরণ করিয়া থাকে, সভ্যলোকেও অসভ্যের অনুকরণ করিতে ক্ষান্ত নহেন। যে শিক্ষার, উচ্চ, নীচ, উচ্চানুচ্চ, নীচানীচ, প্রভৃতি প্রভেদ লইয়া নিত্য এত গণ্ডগোল হইয়া থাকে, তাহা কি? অনুকরণ। যে বিদ্যার এত গৌরব কর তাহা কি? তাহাও অনুকরণ। বঙ্গদেশে সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, বলিয়া যে অজস্র নিত্য নিত্য শুনিতে পাও, তাহা কি? অনুকরণ। তানসেনের ... করিয়াছেন, তানসেনের অনুকরণ সর... সেন করিয়াছেন, নায়কেনের অনুকরণ সর ... করিয়াছেন, ক্রমে মিশ্র, আচার্য্য, গোস্বামী তাহাই করিতেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি, যে রাগিণীটিকে বিশুদ্ধা বা অশুদ্ধা কেন বল? উত্তর পাইবে যে এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধ! অর্থাৎ ক্রমাগত অনুকরণ। ইতিহাসে দেখ, পুরুষানুক্রমে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছে, যে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব সাতশত তিপ্পান্ন অব্দে রোমুলস্ রোমক সংস্থাপন করেন। ছাত্রকে বা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যে এ কথা কেন বিশ্বাস করিব? ছাত্র উত্তর দিবে, যে, এইরূপ গ্রন্থে লেখা আছে; অর্থাৎ একজন যাহা লিখিয়াছে ছাত্র তাহার অনুকরণ করে মাত্র। পণ্ডিতে উত্তর দিবেন, যে, লিবি না গলিলিয়াস, এইরূপ জনশ্রুতিতে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। ইহাও অনুকরণ। যে দেশাচারের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীয় বিধবা বিবাহের ... হস্তে খড়্গ হস্ত হইয়া, ... সব নষ্টকে পদা... ...ত্যাদি, ...হ ...অনু... ...আর ...ীয়মান ...শীল, ...দিগের

অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। তবে পশুদিগের অনুকরণ বৃত্তি দর্শনে এত উপহাস, এত বিদ্রূপ কেন?

বলিবেন, যে বানরাদি অনুকরণ স্পৃহা বশতঃ অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। আমরা বলি, যে মনুষ্যে মনুষ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিকারীর অনুকরণ করিতে গিয়া বানরে বিপদ্ গ্রস্ত হয়, আমরা এই সকল সাহেব শিকারিগণের অনুকরণে নিত্য ততোধিক ক্ষতি গ্রস্ত হইতেছি। পানাহারে, বেশভূষায়; এখন সকল কার্য্যেই বাঙ্গালি সাহেবদিগের অনুকরণে অগ্রসর হইয়াছেন। তবে বানরের অনুকরণের নাম নির্ব্বুদ্ধিতা, আমাদিগের নাম সভ্যতা।

সভ্যতাভিমানী ভ্রাতৃবৃন্দ, এখন পারজামা পরিহিত বানরের ধরা পড়ার কথা শুনিলেন, বলুন দেখি, এই নিদাঘকালের মধ্যাহ্নে, মোহারা পাজামা, চারিপুরু গাত্রা, পালিস নেখলা, ও শ্যামলা প্রভৃতি, ধারণ করিয়া, নাগপাশ জড়িত জবড়জং সাজিয়া যখন খবুরিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন শিকারীর প্রতারণায় যেন ধরা পড়িয়াছেন, এইরূপ মনে হয় কি না? যদি বানরবংশ সংশজভাব প্রাপ্ত না হইয়া থাকেন, তবে সময়ে সময়ে অবশ্যই এই রূপ পরিচ্ছদ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। ইহা যে কেবল অনুকরণমূলক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না এবং অনুকরণ এরূপস্থলে যে একরূপ পশুবৃত্তি মাত্র তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না।

এইরূপ ইংরাজদিগের পানাহারের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে গিয়া যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, তাহা এখন অনেকেই অনুভব করিতেছেন। সে সকলই পশুবৃত্তি হইতে।

চনকচূর্ণ।

চুঁচুড়ার সং।

কোন কোন গ্রাহক আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, আমরা চুঁচুড়া সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখি তাহা সাধারণের অপাঠ্য হইয়া উঠে। কথাটিতে বিশেষ উপহাস আছে আর নূতন কথাও বটে; তবে কি জানেন জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। একেবারে মায়াটা কাটাইয়া উঠিতে পারি না, তাই আজ পাকে চক্রে এই চনকচূর্ণ মধ্যেই চৈত্রের চুঁচুড়ার সং চড়াইয়া দিলাম। বিদেশী পাঠক রাগ করিবেন না, এটি পড়িবেন, না পড়েন ত আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যে ঘুম, সেই ঘুমের দিবা; আপনার ছাপরখাটের ঝালর লাগান মশারির দিব্য, আর কাল্‌কের পাত্রভোজের মিঠাইয়ের দিব্য; যদি না পড়েন তাহা হইলে, ঘুমের সময় পুঁটির মা দাসী

১১৮

আপনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে; রাত্রিতে মশারির ফাঁক দিয়া তিনটি মশা প্রবেশ করিবে, এবং কাল পাত্রভোজে সকল স্থানেই টাকা পাঠাইবেন কোথা হইতেও মিঠাই বাড়ীতে পৌছিবেনা।

আজ ঠিক পঞ্চাশ বৎসর হইল চুঁচুড়ার সং উঠিয়া গিয়াছিল। এবার বহুকষ্টে সেই সং পুনরারম্ভ করা হইয়াছে; তেমন হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত মন্দও নহে। তবে তখনকার একরূপ কারখানা ছিল। পিতামহ পর্য্যায়ের মহাশয়দিগের প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে, যে, তামাকুর ধূমপান করিবার জন্য পাতার নল এত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিত, যে সঙ্গের দ্বিতীয় দিনে পাতার নল একেবারে পাওয়া যাইত না, রূপার পাতার নল করিয়া তামাক খাইতে দিতে হইত। তৃতীয় দিনে চীনের পাতসোণার নল করিয়া বড় বড় বাবু তেঁরেরা তামাকু খাইতেন। এখন সেরূপ বাবু তেঁয়ে কোথায় পাওয়া যাইবে? নবাব বাবু পান খাইয়া থুথু ফেলিতেন, যেন গলে সাড়া মকরধ্বজ ঔষধ বলিয়া বোধ হইত; তাহাতে সোনা চিক্‌চিক্ করিত। খালি সোনা ভরা হীরা জরা মিঠাই খাওয়া, তাহার অভ্যাস ছিল, কাজেই থুথুও সেইরূপ নির্গত হইত। এখন তেমন বাবুও নাই সেরূপ কাজও নাই। সংও নাই।

তবু যা হোক পঞ্চাশ বৎসর পরে এবার একরূপ হইয়াছে। বলিতে হইবে না, যে আমরা ইহাতে বিশেষ ... ...ভিত ... দর্শকে... প্রশংস... চক্ষুঃ ...

দেওয়ানী, ... বটবৃক্ষ, মধ ... ছোট ছোট। ... কুটরী একতালা; সৌখনারি ... এজলাশ; বোধ হয় দাওরা হইতেছে। ... জন জুরী বসিয়া আছেন; মধ্যস্থী স্থূলোদ... ... হঠাৎ ... হইয়া যায়, সেইরূপ ... মধ্যস্থেরা ঔৎকাম্য করিতেছেন। জ... বামদিগের প্যান্টালুনের পকেটে, মনো... খানি অৰ্দ্ধ উদ্ঘাটিত অবস্থায় কোট... আছেন; না উকীলদিগের দিকে, ... কোণাচে ভাবে বসিয়া আছেন; ... কোটের উপরে, বাম চক্ষু একটি উকী... উকীল বারে খাড়া আছেন; খাড়া আ...

দাঁড়াইয়া নাই; প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে হইলে বালকে ইষ্টকমধ্যে অঙ্গুষ্ঠ নিবেশ করিয়া যেরূপ ভাবে দণ্ডায়মান হয়, কেদারায় পা দিয়া সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন; দাঁড়াইয়া অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া টেবিলের উপরি একটি মুষ্টি প্রয়োগ করিয়াছেন; সেই অঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রের সহিত, তাঁহার নিজের নাসাগ্র ভাগের সহিত এবং জজ সাহেবের নাসিকাগ্র ভাগের সহিত ঠিক সমসূত্র, এক রুখ্। বোধ হয় এই মুষ্টি যোগেই, জুরিগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকিবে. এবং জজ সাহেবও দৃষ্টি দান করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই মুষ্টি যোগেই যে মুহুরী মহাশয়ের ক্ষুদ্র টেবিল পর্য্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কেননা মুহুরী মহাশয়ের দোয়াত উল্টাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, তিনি বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহা মুছিতেছেন। বোধ হয় এই বাবু সরকারি উকীল হইবেন, কেননা আর এক দিকে অপর তিন জন উকীল উপবিষ্ট আছেন; তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে আসামীদ্বয়। আসামীদ্বয় অতি শীর্ণ, রুগ্ন ও ভগ্ন। বোধ হয় ইহারা চৌর্য্যাপরাধে নীত হইয়া থাকিবে। কেননা দুইখানা পুরাতন কোদালি বমালের মত করিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক এই আসামীদ্বয়ের মধ্যে একজন, তিনজন উকীলের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী মহাশয়কে যেন কি বলিবার জন্য কাঠরা হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; পার্শ্বস্থ একজন জুনিয়ার উকীল, আপনার মুখখানি জজ সাহেবের দিকে ঠিক সোজা রাখিয়া ... আসামীকে নিবারণ করিতে...

TORN PAGES

জন হাকিম, দুইজন মোহরর। হাকিম কিসে বুঝিলাম, তিনি কেদারায় বসিয়া আছেন বলিয়া। মোহরর কিসে বুঝিলাম, তাহারা বেঞ্চে বসিয়া আছে বলিয়া। নহিলে চেহারায় বড় কিছু বুঝা যায় না। আর চাপকানের বো-তাম তিন জনের মধ্যে কাহারও যে সবগুলি ছিল তাহাও আমি আজ বৎসরের শেষ দিনে হলফ করিয়া বলিতে প্রস্তুত নহি। সুতরাং আকারে প্রকারে তিন জন একই রূপ, আর যদি সদরবাড়ীর অবস্থা দেখিয়া অন্দরের কথা অনুমান করা যায়, তাহাহইলে, তিন জনের বিদ্যা সাধ্যও যে বড় উচ্চ নীচ হইবে এমন ত বোধ হয় নাই। সুত-রাং ছোট আদালত সংনির্ম্মাতা কারীগরের বড় প্রশংসা করিতে পারিলাম না। বারাহউক গৃহমধ্যে এই তিন অবতার মাত্র উপবিষ্ট; খাড়া অবতারের জঙ্গল আছে। কতকগুলি হস্ত প্রসারণ করিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া আ-ছেন; ইহারা উকীল; কতকগুলি তাঁহাদিগের পার্শ্বে, পশ্চাতে সম্মুখে সেইরূপ মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু মিষ্ট হাসি আছে; ইহারা মোক্তার। যাহারা মুখ গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা প্রতি-বাদী। যাহারা কাঁদ কাঁদভাবে আছে তাহারা বাদী।

এইরূপ ছোট আদালতের মূর্ত্তিসকল একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়। নহিলে সকের হিসাব ধরিতে গেলে নি-তান্ত মন্দ নয়।

আমরা আলাচার প্রবৃত্ত এজলাস সংশোধ করিতে

এখানে মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিগণ বড় মন্দ ভাল দৌরাত্ম্য করিতেছেন। তাঁহারা বলেন "দুর্ভিক্ষ হইক আর যাহাই হউক যত টাকা খরচ কর বা না কর মল ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। এবিষয়ে অনেক দুঃখী প্রজা অত্যাচার সহ্য করিতেছে।

অত্রত্য জনৈক ব্যক্তি লিখিয়াছেন :

হুগলি দাস সমাজের মেম্বর মহোদয়গণ মধ্যে বাবু রঙ্গলেখরি নিয়োগী মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য। তিনি নিজের কর্ম্ম ক্ষতি করিয়া অতি যত্ন সহকারে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দিগের মধ্যে যাহারা খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা আছে তাহাদিগকে খাটাইয়া যথানিয়মে অর্থ দিতেছেন। জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় আলস্য ত্যাগ করিয়া ঐরূপ অনুকরণ করিলে আমরা সকলে চরিতার্থ হইব সন্দেহ নাই।

উলা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

রাণাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত বহুকালের একটী পুরাতন মেটে রাস্তা আছে। এবং যদিও ইহা সময়ে সময়ে গবর্ণমেন্টের দ্বারা মেরামত হইয়া থাকে তথাপি বর্ষা-কালে উহা এরূপ দুর্গম হয় যে পথিকদিগের এক প্রকার অগম্য হইয়া পড়ে। রাস্তাটি পাকা হয় ইহাই আমাদি-গের প্রার্থনা। অদ্য কয়েকবৎসর হইল মিউনিসিপাল সভা, ঐবিষয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের কর্ণগোচর করেন, ও যা-হাতে রাস্তাটি পাকা হয় সে বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ ক-

...দি ক

...নাই।

...য় হই-

...ৰ্মে

...কটী হইতে

...নয় হইল তাঁ-

...করিয়া ভারতবর্ষে

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বর্ত্তমান ঘট-

ও লোমহর্ষণ শোচনীয় কাণ্ড. তাঁহাদিগের

হয় নাই। সিজি ভাবের [illegible]

চ প্র... সিদ্ধ দেশহিতৈষী ৮ হরিশ্চন্দ্র

...মৃত্যু হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের

...র

...নী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আনোশিয়ে-

...বেঙ্গ

...তেছেন, যে, যে কুড়িটাকা করিয়া

...যো প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহা যেন

...পত্নীকে দেওয়া হয়। আমরা ভরসা

...ত্রে ক্লেনদীয় কথা রক্ষা করিবেন।

...নন্দ মুখোপাধ্যায়, দিবস টমসন সাহেব

REGISTERED No. 188.

সাধারণী

২ ভাগ } চুঁচুড়া—৭ই বৈশাখ রবিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১৮৭৪ এপ্রিল ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। { ৩৬ সংখ্যা

THE SUPREME COUNCIL.

The fiercest contest generally takes place when people fight for shadows. Some of the bloodiest wars which history records, the War of Succession for instance, were fought for causes intensely shadowy. What great nations do in their great national concerns, little people do in their little concerns. The child cries out more lustily for the ... than for sweetmeats, and women in the fish market pull more violently at each other's hair for a bad joke than for a bad bargain. The native press recently made ... repre-sentation in parliament, but we have not heard any thing said yet about the representation of native interest in the Supreme Council. Why should not a native sit in the Supreme Council? Why could ... which lately occurred in it by ... Temple to Ben... ...tesman? It su... ...e can be found ... manage their i... ...least as much s... Indian possess... ...ture to say that thos... ...indepen-dent rulers are ... office of a mere Councillor. Natives have been found competent to sit in the High Court, and in the Supreme and local Legislatures—what is there to lead to the apprehension that in the Supreme Council alone that they will fail?

But we will admit it is too early yet to expect that a foreign government will consent to admit one of the subject race into its secret councils, and unfold to eyes devoid of the slightest tinge of brown the wonders of that minute-writing machine which manages to govern India with the aid of sixty thousand bayonets. But still it will be legitimate to ask that each of the many and varied provinces which com-pose British India should be represented in the Supreme Council by some one who though not a native of the country, is competent to represent it. There should be at least one member selected from the official ranks in each province whose acquaintance with it and whose known sympathy for its people would make him a real representative. Bengal has been sin-gularly unfortunate of late in this respect. There is at present no one in the Supreme Council who comes from Bengal or has any knowledge of that province. Bengal civilians have been of late excluded almost with studious jealousy not only from the Supreme Council, but from almost every

e

g

v.

of

of o

the

in order that he ...

one who had had nothing

Even on the occasion of app...

to the late Babu Dwarkanath ...

not wanting in high places who

gladly selected a native from out of ...

There is a general prejudice, not only ag...

Bengalis, but against Bengal itself, which ...

...ches even to such of the heaven-born ...

have gained their official experience in ...

The Indian government appears ...

itself studiously ...

ing its doors again...

represent the unfor...

The Bengali co...

...ed upon all this wi...

thought that the matte...

that it was the affair of ...

who can fight the matter ...

in reality far otherwise, ...

affects Bengali intere...

real capital of India